আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ : ৩

আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ

তৃতীয় খণ্ড

কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
কর্ত্তৃক

সংগৃহীত অনূদিত ও পরিবর্দ্ধিত

দীপায়ন
২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ

শকাব্দ ১৮১৪

প্রকাশক

দীপায়ন

২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৯

দূরভাষ ২৪১ ৪১৫০

অক্ষরস্থাপন গ্রন্থসজ্জা প্রচ্ছদ

মাইন্ডস্কেপ

পি ১৭এ, নয়াবাদ, পঞ্চসায়র, কলকাতা ৭০০ ০৯৪

দূরভাষ ৪৩২ ৭৬০২

গ্রন্থন

ইস্ট এন্ড ট্রেডার্স কেশব সেন স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য : ১২৫ টাকা

মহামতি চরকাচার্য ও সুশ্রুতাচার্য

সশ্রদ্ধ স্মরণ

দীপায়ন-এর আয়ুর্বেদ বিষয়ক চিরায়ত গ্রন্থাবলী

প্রাচীন ভারতের আয়ুর্বেদ ও রসায়নচিন্তা
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

চিকিৎসা সংগ্রহ (মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদে ১খণ্ড)
শার্ঙ্গধর

রসেন্দ্র সার-সংগ্রহ (মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদে ১খণ্ড)
আচার্য্য গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

চক্রদত্ত (সরল বঙ্গানুবাদে ১খণ্ড)
শ্রীচক্রপাণি দত্ত

ভাব প্রকাশ (মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদে ৪খণ্ড)
আচার্য্য ভাবমিশ্র

অষ্টাঙ্গ হৃদয় (সরল বঙ্গানুবাদে ২খণ্ড)
মহর্ষি বাগ্ ভট্টাচার্য্য

আয়ুর্বেদ শিক্ষা (৪খণ্ড)
আয়ুর্বেদাচার্য্য অমৃতলাল গুপ্ত

রসরত্ন সমুচ্চয় (সরল বঙ্গানুবাদে ১খণ্ড)
আচার্য্য বাগ্ ভট্টাচার্য্য

সুশ্রুত সংহিতা (সরল বঙ্গানুবাদে ৪খণ্ড)
মহর্ষি সুশ্রুতাচার্য্য

রসার্ণব (মূল সংস্কৃত শ্লোক তৎসহ সরল বঙ্গানুবাদে ১খণ্ড)
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্পাদিত

নাড়ীবিজ্ঞান ও নাড়ীপ্রকাশ (সরল বঙ্গানুবাদ)
মহর্ষি কণাদ

আয়ুর্বেদ সংগ্রহ (৬খণ্ড)

সরল পারিবারিক আয়ুর্বেদ চিকিৎসা (সরল বাংলায় ১খণ্ড)

প্রকাশকের কথা

কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত-রচিত 'আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহে'র মতো সুবৃহৎ আয়ুর্বেদগ্রন্থ সুলভ নয়। এত সরল ভাষায় নানান গভীর বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত ও সন্নিবিষ্ট হয়েছে যে সুদূর গ্রামাঞ্চলেও আয়ুর্বেদ চিকিৎসক বা বিষয়ে প্রবেশ করতে সক্ষম এমন গৃহস্থ ব্যক্তিরও ঔষধ তৈল ঘৃত মোদক গুড়িকা অরিষ্ট ও আসবাদি প্রস্তুত করার জন্য আর কারও সাহায্যের প্রয়োজন হবে না—এতই সার্বিক এর সংকলন, এতই সামগ্রিক এর পরিকল্পনা। প্রত্যেক রোগের নিদান ভেদে চিকিৎসা এখানে গভীর ও বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। আবার পরিণত ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকরাও রোগাধিকার অনুযায়ী যে-সব মূল্যবান ধাতুজ ঔষধের কথা বর্ণিত হয়েছে, তা সহজেই এখান থেকে সূত্রোদ্ধার করে তৈরি করতে পারবেন। এই গ্রন্থের অন্যতম মূলবান অংশ হচ্ছে আয়ুর্বেদের সামগ্রিক পরিচয়, শারীরপ্রকরণ, স্নেহস্বেদ ও পঞ্চকর্মের বিধি, পরিভাষা ও দ্রব্যগুণ-সম্পর্কিত বিবরণ। এছাড়া রোগী দেখার নিয়ম, নাড়ীবিজ্ঞান, নিদান, চিকিৎসা, ঔষধ তৈরির জন্য দ্রব্যসমূহের পরিমাণ মাত্রা অনুপাত, পথ্যাপথ্য অনুপানের নির্দেশও সযত্নে রচিত। আমরা সবিধের জন্য গ্রন্থটিকে ৪টি খণ্ডে ভাগ করে নিয়েছি, কিন্তু প্রতিটি খণ্ডই এক অর্থে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিভিন্ন সংস্করণের পাঠভেদ মিলিয়ে দেখে একটি সঠিক পাঠও প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছি। নতুন সংস্করণটি পাঠকের কাজে লাগলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
দাহরোগাধিকার	
দাহরোগলক্ষণম্	১
দাহরোগচিকিৎসা	২
চন্দনাদিকাথঃ	৩
ত্রিফলাদ্যঃ	৩
পর্পটাদিঃ	৩
খজ্জূরাদিচূর্ণম্	৩
দাহান্তকো রসঃ	৩
সুধাকররসঃ	৪
কাঞ্জিকতৈলম্	৪
কুশাদ্যং তৈলং ঘৃতঞ্চ	৪
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	৪
উন্মাদরোগাধিকার	
উন্মাদ নিদানম্	৬
উন্মাদ-চিকিৎসা	৮
ত্র্যষণাদ্যাবর্ত্তি	১০
নিম্বাদিধূপঃ	১০
সারস্বতচূর্ণম্	১১
উন্মাদপপটীরসঃ	১১
উন্মাদগজাঙ্কুশঃ	১১
উন্মাদগজকেশরী রসঃ	১২
উন্মাদভঞ্জনো রসঃ	১২
ভূতাঙ্কুশো রসঃ	১২
চতুর্ভুজো রসঃ	১৩
লশুনাদ্যং ঘৃতম্	১৩
পানীয়কল্যাণকং ঘৃতম্	১৩
ক্ষীরকল্যাণকং ঘৃতম্	১৪
মহাকল্যাণকং ঘৃতম্	১৪
চৈতসঘৃতম্	১৪
হিঙ্গ্বাদ্যং ঘৃতম্	১৪
মহাপৈশাচিকং ঘৃতম্	১৫
শিবাঘৃতম্	১৫
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	১৬

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক

অপস্মার রোগাধিকার

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
অপস্মার নিদানম্	১৭
অপস্মার চিকিৎসা	১৮
কল্যাণচূর্ণম্	১৯
রসপ্রয়োগঃ	২০
রসায়নভৈরবঃ	২০
সূতভস্মপ্রয়োগঃ	২০
ইন্দ্রব্রহ্মবটী	২০
বাতকুলান্তকঃ	২০
ভূতভৈরবঃ	২১
স্বল্পপঞ্চগব্যং ঘৃতম্	২১
মহাচৈতসং ঘৃতম্	২১
কুষ্মাণ্ডঘৃতম্	২২
ব্রাহ্মীঘৃতম্	২২
পলঙ্কষাদ্যং ঘৃতম্	২২
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	২২

বাতব্যাধ্যধিকার

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
বাতব্যাধিনিদানম্	২৩
বাতব্যধিলক্ষণম্	২৪
বাতব্যাধি-চিকিৎসা	২৪
কোষ্ঠাদিগতবাতলক্ষণম্	২৫
কোষ্ঠাদিগত বাত চিকিৎসা	২৫
ধাতুগতবাতানাং লক্ষণম্	২৬
ধাতুগতবাতানাং চিকিৎসা	২৭
শিরাগতবাতলক্ষণম্	২৭
তস্য চিকিৎসা	২৭
স্নায়ুসন্ধিগত বাতলক্ষণম্	২৮
স্নায়ুসন্ধিগতবাতচিকিৎসা	২৮
হেতুবিশেষেণ বাতব্যাধিবিশেষঃ	২৮
তেষাং চিকিৎসা	২৮
আক্ষেপকস্য সামান্যলক্ষণম্	২৮
অপতন্ত্রকলক্ষণম্	২৯
অপতন্ত্রক চিকিৎসা	২৯
মরিচাদিনস্যম্	২৯
অপতানকলক্ষণম	২৯
দণ্ডাপতানকলক্ষণম্	৩০
তয়োশ্চিকিৎসা	৩০
অন্তরায়ামবাহ্যায়ামর্লক্ষণম্	৩০
তয়োশ্চিকিৎসা	৩১
পক্ষবধলক্ষণম্	৩১
পক্ষবধচিকিৎসা	৩১
মাষাদিক্বাথঃ	৩২
গ্রন্থিকাদি তৈলম্	৩২
মাষাদি তৈলম্	৩২
অর্দ্দিতস্য সম্প্রাপ্তিপূর্ব্বকলক্ষণম্	৩২
অর্দ্দিত চিকিৎসা	৩২
হনুগ্রহস্য সনিদানলক্ষণম্	৩৩
হনুগ্রহস্য চিকিৎসা	৩৪
মন্যাস্তম্ভস্য নিদানপূর্ব্বকলক্ষণম্	৩৪
মন্যাস্তম্ভস্য চিকিৎসা	৩৪
জিহ্বাস্তম্ভলক্ষণম্	৩৪
জিহ্বাস্তম্ভচিকিৎসা	৩৪
কুব্জলক্ষণম্	৩৪
কুব্জচিকিৎসা	৩৫
শিরাগ্রহলক্ষণম্	৩৫
শিরাগ্রহস্য চিকিৎসা	৩৫
গৃধ্রসীলক্ষণম্	৩৫
গৃধ্রসীচিকিৎসা	৩৫
বিশ্বচীলক্ষণম্	৩৭
অববাহুকলক্ষণম্	৩৭
তয়োশ্চিকিৎসা	৩৭
ক্রোষ্টুকশীর্ষস্য লক্ষণম্	৩৮
ক্রোষ্টুকশীর্ষস্য চিকিৎসা	৩৮
খঞ্জস্য পঙ্গোশ্চ লক্ষণম্	৩৮
তয়োশ্চিকিৎসা	৩৮
কলায়খঞ্জস্য লক্ষণম্	৩৮
কলায়খঞ্জস্য চিকিৎসা	৩৮
বাতকণ্টকলক্ষণম্	৩৮
তস্য চিকিৎসা	৩৯
পাদদাহলক্ষণম্	৩৯
পাদদাহচিকিৎসা	৩৯
পাদহর্ষলক্ষণম্	৩৯

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
পাদহর্ষচিকিৎসা	৩৯
মূকমিন্মিনগদ্গদানাং লক্ষণম্	৩৯
তেষাং চিকিৎসা	৩৯
তূণীপ্রতিতূণীলক্ষণম্	৪০
তূণীপ্রতিতূণীচিকিৎসা	৪০
আধ্মানপ্রত্যাধ্মানলক্ষণম্	৪০
তয়োশ্চিকিৎসা	৪০
দারুষট্কলেপঃ	৪০
অষ্ঠীলাপ্রত্যষ্ঠলয়োর্লক্ষণম্	৪১
তয়োশ্চিকিৎসা	৪১
বস্তিবাতস্য লক্ষণম্	৪১
বস্তিবাতস্য চিকিৎসা	৪১
খল্বীবেপথু লক্ষণম্	৪১
তয়োশ্চিকিৎসা	৪২
ত্রিকশূলস্য লক্ষণম্	৪২
ত্রিকশূলস্য চিকিৎসা	৪২
বাতব্যাধীনাং কৃচ্ছ্রসাধ্যত্বাদি	৪২
প্রকৃতবাতলক্ষণম্	৪২
বাতব্যাধেঃ সাধারণচিকিৎসা	৪৩
স্বল্পরাস্নাদি পাচনম্	৪৩
মাষবলাদিপাচনম্	৪৩
শাল্বণস্বেদঃ	৪৩
ষড্ধরণো যোগঃ	৪৪
স্বল্পরসোনপিণ্ডঃ	৪৪
ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্গুলুঃ	৪৪
পথ্যাদিগুগ্গুলুঃ	৪৫
চতুর্ম্মুখো রসঃ	৪৫
চিন্তামণিচতুর্ম্মুখঃ	৪৬
বাতগজাঙ্কুশঃ	৪৬
বৃহদ্বাতগজাঙ্কুশঃ	৪৬
মহাবাতগজাঙ্কুশঃ	৪৭
লক্ষ্মীবিলাসো রসঃ	৪৭
যোগেন্দ্ররসঃ	৪৭
অনিলারিরসঃ	৪৭
রসরাজরসঃ	৪৮
চিন্তামণিরসঃ	৪৮
বৃহদ্বাতচিন্তামণিঃ	৪৮
শীতারিরসঃ	৪৮
শীতবাতস্য লক্ষণম্	৪৯
তালকেশ্বরো রসঃ	৪৯
তালভৈরবী (সূচীবাতে)	৪৯
আনন্দভৈরবঃ (বাতশ্লেষ্মণি)	৪৯
বাতারিরসঃ	৪৯
গন্ধদ্রব্যকথনম্	৫০
বাতহরতৈলানাং বিশেষমূর্চ্ছাবিধিঃ	৫০
স্বল্পবিষ্ণুতৈলম্	৫০
বিষ্ণুতৈলম্	৫১
বৃহদ্বিষ্ণুতৈলম্	৫১
নারায়ণতৈলম্	৫২
মধ্যমনারায়ণতৈলম্	৫২
মহানারায়ণতৈলম্	৫৩
মহানারায়ণতৈলম্	৫৪
সিদ্ধার্থকতৈলম্	৫৫
হিমসাগরতৈলম্	৫৬
বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্রতৈলম্	৫৬
বৃহচ্ছতপুষ্পাদিতৈলম্	৫৭
বলাতৈলম্	৫৭
পুষ্পরাজপ্রসারণীতৈলম্	৫৮
ত্রিশতীপ্রসারণীতৈলম্	৫৮
সপ্তশতিকপ্রসারণীতৈলম্	৫৯
একাদশশতিকপ্রসারণীতৈলম্	৫৯
অষ্টাদশশতিকপ্রসারণীতৈলম্	৬০
মহারাজপ্রসারণীতৈলম্	৬১
কুব্জপ্রসারণীতৈলম্	৬৩
মহাকুক্কুটমাংসতৈলম্	৬৩
নকুলতৈলম্	৬৩
মাষতৈলম্	৬৪
স্বল্পমাষতৈলম্	৬৪
বৃহন্মাষতৈলম্	৬৪
মহামাষতৈলম্	৬৫
নিরামিষমহামাষতৈলম্	৬৫
মহাসুগন্ধিতৈলং লক্ষ্মীবিলাসতৈলঞ্চ	৬৬
শ্রীগোপালতৈলম্	৬৬
মাষবলাদিতৈলম্	৬৭

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
বাতরাজতৈলম্	৬৭
অশ্বগন্ধাতৈলম্	৬৮
মূলকাদ্যতৈলম্	৬৮
রসোনাদ্যতৈলম্	৬৯
সৈন্ধবাদ্যতৈলম্	৬৯
মজ্জস্নেহঃ	৬৯
চতুঃস্নেহঃ	৬৯
অশ্বগন্ধাদ্যং ঘৃতম্	৭০
দশমূলাদ্যং ঘৃতম্	৭০
সারস্বতং ঘৃতম্	৭০
নকুলাদ্যং ঘৃতম্	৭০
ছাগলাদ্যং ঘৃতম্	৭০
বৃহচ্ছাগলাদ্যং ঘৃতম্	৭১
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	৭২
বাতরক্তাধিকার	
বাতরক্ত নিদানম্	৭৪
বাতরক্ত চিকিৎসা	৭৫
অমৃতাদিঃ	৭৮
বাসাদিঃ	৭৮
নবকার্ষিকঃ	৭৮
পটোলাদিঃ	৭৮
নিম্বাদিচূর্ণম্	৭৯
ত্রিফলাগুগ্‌গুলুঃ	৭৯
অমৃতাগুগ্‌গুলুঃ	৭৯
কৈশোরগুগ্‌গুলুঃ	৮০
রসাভ্রগুগ্‌গুলুঃ	৮০
পুনর্নবাগুগ্‌গুলুঃ	৮১
যোগসারামৃতঃ	৮১
অমৃতভল্লাতকাবলেহঃ	৮২
রসপ্রয়োগঃ	৮২
বাতরক্তান্তকো রসঃ	৮২
গুড়ুচ্যাদি লৌহম্	৮৩
লাঙ্গলাদ্যং লৌহম্	৮৩
তালভস্ম	৮৩
মহাতালেশ্বরো রসঃ	৮৪
বিশ্বেশ্বরো রসঃ	৮৪

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
দ্বাদশায়সঃ	৮৪
গুডূচীঘৃতম্	৮৪
	৮৫
অমৃতাদ্যং ঘৃতম্	৮৫
গুডূচীতৈলম্	৮৫
মধ্যমগুডূচীতৈলম্	৮৫
বৃহদ্‌গুডূচীতৈলম্	৮৫
মহারুদ্রগুডূচীতৈলম্	৮৬
রুদ্রতৈলম	৮৬
মহারুদ্রতৈলম্	৮৭
বিষতিন্দুক তৈলম্	৮৭
মহাপিণ্ডতৈলম্	৮৭
দশপাকবলাতৈলম্	৮৮
শারিবাদ্যতৈলম্	৮৮
শতাহ্বাদি তৈলম্	৮৮
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	৮৯
উরুস্তম্ভাধিকার	
উরুস্তম্ভনিদানম্	৯০
ৎসা	৯০
ঃ	৯১
পিপ্পল্যাদিঃ	৯১
গুঞ্জাভদ্রো রসঃ	৯২
অষ্টকট্বর তৈলম্	৯২
কুষ্ঠাদ্যং তৈলম্	৯২
মহাসৈন্ধবাদ্যং তৈলম্	৯৩
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	৯৩
আমবাতাধিকার	
আমবাতনিদানম্	৯৪
আমবাতচিকিৎসা	৯৫
শঙ্করস্বেদঃ	৯৫
রসোনাদিকষায়ঃ	৯৭
রাস্নাপঞ্চকম্	৯৭
রাস্নাসপ্তকম্	৯৭
রাস্নাদশমূলকম্	৯৭
মহারাস্নাদিপাচনম্	৯৭

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক

শতপুষ্পাদ্যং চূর্ণম্	৯৮
হিঙ্গাদ্যং চূর্ণম্	৯৮
অলম্বুষাদ্যং চূর্ণম্	৯৮
বৈশ্বানর চূর্ণম্	৯৮
পথ্যাদ্যং চূর্ণম্	৯৯
পুনর্নবাদি চূর্ণম্	৯৯
আভাদ্য চূর্ণম্	৯৯
অজমোদাদিবটকঃ	১০০
যোগরাজগুগ্‌গুলুঃ	১০০
বৃহদ্ যোগরাজগুগ্‌গুলুঃ	১০০
শিবাগুগ্‌গুলুঃ	১০১
সিংহনাদগুগ্‌গুলুঃ	১০১
বৃহৎসিংহনাদগুগ্‌গুলুঃ	১০২
বাতারিগুগ্‌গুলুঃ	১০২
রসোনপিণ্ডঃ	১০২
মহারসোনপিণ্ডঃ	১০৩
আমবাতগজসিংহো মোদকঃ	১০৩
আমবাতারিবটিকা	১০৪
অপরামবাতারিবটিকা	১০৪
আমবাতেশ্বরো রসঃ	১০৪
বাতগজেন্দ্রসিংহঃ	১০৫
ত্রিফলাদি লৌহম্	১০৫
বৃদ্ধদারাদ্যং লৌহম্	১০৫
বিড়ঙ্গাদিরসলৌহম্	১০৫
পঞ্চাননরসলৌহম্	১০৬
শুণ্ঠীঘৃতম্	১০৬
শৃঙ্গবেরাদ্যং ঘৃতম্	১০৭
কাঞ্জিকষট্‌পলঘৃতম্	১০৭
প্রসারণীতৈলম্	১০৭
দ্বিপঞ্চমূলাদ্যং তৈলম্	১০৭
বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যং তৈলম্	১০৭
দ্বিতীয় সৈন্ধবাদ্যং তৈলম্	১০৭
বিজয়ভৈরবতৈলং মহাবিজয়ভৈরবতৈলঞ্চ	১০৮
প্রসারণীসন্ধানম্	১০৮
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	১০৯
শূলরোগাধিকার	
শূলনিদানম্	১১০
শূলচিকিৎসা	১১০
বাতজশূললক্ষণম্	১১০
বাতজশূল চিকিৎসা	১১০
মৃত্তিকাস্বেদঃ	১১১
পিত্তশূললক্ষণম্	১১৩
পিত্তজশূলচিকিৎসা	১১৩
কফজশূললক্ষণম্	১১৪
কফজশূলচিকিৎসা	১১৫
আমজশূললক্ষণম্	১১৫
আমজশূলচিকিৎসা	১১৫
চতুঃসমচূর্ণম্	১১৫
দ্বন্দ্বজশূললক্ষণম্	১১৬
বাতপিত্তজশূলচিকিৎসা	১১৬
পিত্তশ্লেষ্মজশূলচিকিৎসা	১১৬
বাতশ্লেষ্মজশূলচিকিৎসা	১১৬
ত্রিদোষজশূললক্ষণম্	১১৬
ত্রিদোষজশূলচিকিৎসা	১১৬
পরিণামশূললক্ষণম্	১১৭
পরিণামশূলচিকিৎসা	১১৭
শম্বূকাদিগুড়িকা	১১৭
নারিকেলক্ষারঃ	১১৮
এরণ্ডসপ্তকম্	১১৯
অন্নদ্রবশূললক্ষণম্	১১৯
অন্নদ্রবশূলচিকিৎসা	১১৯
শঙ্খরসগুড়িকা	১২০
লৌহগুড়িকা	১২১
সামুদ্রাদ্যং চূর্ণম্	১২১
বিড়ঙ্গাদি মোদকঃ	১২১
কোলাদি মণ্ডুরম্	১২২
গুড়মণ্ডুরম্	১২২
ক্ষীরমণ্ডুরম্	১২২
মণ্ডুরবটিকা	১২২
তারামণ্ডুরগুড়ঃ	১২২
শতাবরীমণ্ডুরম্	১২৩
বৃহচ্ছতাবরীমণ্ডুরম্	১২৩
বৃহচ্ছতাবরীমণ্ডুরম (মতান্তরে)	১২৩
চতুঃসমমণ্ডুরম্	১২৪

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
রসমণ্ডূরম্	১২৪
লৌহামৃতম্	১২৪
ত্রিফলালৌহম্	১২৫
সপ্তামৃতলৌহম্	১২৫
ধাত্রীলৌহম্	১২৫
ধাত্রীলৌহম্ (মতান্তরে)	১২৫
খণ্ডামলকী	১২৬
নারিকেলখণ্ডঃ	১২৬
বৃহন্নারিকেলখণ্ডঃ	১২৬
নারিকেলামৃতম্	১২৭
	১২৭
পূগখণ্ডঃ	১২৮
পূগখণ্ডঃ (মতান্তরে)	১২৮
শম্বাদিচূর্ণম্	১২৯
শূলসংহারকং চূর্ণম্	১২৯
ত্রিফলালৌহম্	১২৯
	১২৯
	১২৯
চতুঃসমলৌহম্	১৩০
শূলরাজলৌহম্	১৩০
শূলগজকেশরী	১৩০
শূলবজ্রিণী বটী	১৩১
শূলান্তকো রসঃ	১৩১
ত্রিপুরভৈরবঃ	১৩১
শূলহরণযোগঃ	১৩২
শ্রীবিদ্যাধরাভ্রম্	১৩২
বৃহদ্বিদ্যাধরাভ্রম্	১৩২
গুড়পিপ্পলীঘৃতম্	১৩৩
পিপ্পলীঘৃতম্	১৩৩
দাধিকং ঘৃতম্	১৩৩
বীজপুরাদ্যং ঘৃতম্	১৩৩
শূলগজেন্দ্র তৈলম্	১৩৪
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	১৩৪

উদাবর্ত্তানাহাধিকার

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
উদাবর্ত্তনিদানম্	১৩৫
	১৩৫
সদ্যোজাতস্যোদাবর্ত্তস্য লক্ষণম্	১৩৭
উক্তোদাবর্ত্তস্য চিকিৎসা	১৩৭
ফলবর্ত্তিঃ	১৩৭
আনাহলক্ষণম্	১৩৭
আনাহচিকিৎসা	১৩৮
ত্রিকটুকাদ্যা বর্ত্তিঃ	১৩৮
নারাচচূর্ণম্	১৩৯
গুড়াষ্টকম্	১৩৯
বৈদ্যনাথবটী	১৩৯
নারাচরসঃ	১৩৯
বৃহদিচ্ছাভেদী রসঃ	১৪০
শুষ্কমূলাদ্যং ঘৃতম্	১৪০
স্থিরাদ্যং ঘৃতম্	১৪০
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	১৪০

গুল্মরোগাধিকার

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
গুল্মনিদানম্	১৪২
গুল্ম চিকিৎসা	১৪২
বাতজগুল্মলক্ষণম্	১৪৩
বাতজগুল্মচিকিৎসা	১৪৪
পিত্তজগুল্মলক্ষণম্	১৪৫
পিত্তজগুল্মচিকিৎসা	১৪৫
কফজগুল্মলক্ষণম্	১৪৬
কফজগুল্মচিকিৎসা	১৪৬
দ্বন্দ্বজগুল্মলক্ষণম্	১৪৭
দ্বন্দ্বজগুল্মচিকিৎসা	১৪৭
রক্তজগুল্মলক্ষণম্	১৪৮
রক্তজগুল্মচিকিৎসা	১৪৮
হিঙ্গ্বাদি চূর্ণম্ (দ্বিবিধম্)	১৪৯
বচাদি চূর্ণম্	১৫০
লবঙ্গাদি চূর্ণম্	১৫০
ক্ষারাষ্টকম্	১৫০
বজ্রক্ষারঃ	১৫১
দন্তীহরীতকী	১৫১
কাঙ্কায়নগুড়িকা	১৫১
পঞ্চানন রসঃ	১৫২
গুল্মবজ্রিণী বটিকা	১৫২

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
গুল্মকালানলো রসঃ	১৫৩
বৃহদ্ গুল্মকালানলো রসঃ	১৫৩
মহাগুল্মকালানলো রসঃ	১৫৩
গুল্মশার্দ্দূলো রসঃ	১৫৩
নাগেশ্বরো রসঃ	১৫৩
বিদ্যাধরো রসঃ	১৫৪
শিখিবাড়বো রসঃ	১৫৪
প্রাণবল্লভো রসঃ	১৫৪
রসায়নামৃত লৌহম্	১৫৪
ত্র্যূষণাদ্যঘৃতম্	১৫৫
দ্রাক্ষাদ্যঘৃতম্	১৫৫
পঞ্চপলঘৃতম্	১৫৫
ধাত্রীষট্পলকং ঘৃতম্	১৫৫
ভার্গীষট্পলকং ঘৃতম্	১৫৫
ক্ষীরষট্পলকং ঘৃতম্	১৫৬
ভল্লাতকং ঘৃতম্	১৫৬
হবুষাদ্যং ঘৃতম্	১৫৬
রসোনাদ্যং ঘৃতম্	১৫৬
ত্রায়মাণাদ্যং ঘৃতম্	১৫৭
বৃশ্চীরাদ্যরিষ্টঃ	১৫৭
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	১৫৭
হৃদ্রোগাধিকার	
হৃদ্রোগনিদানম্	১৫৯
বাতজহৃদ্রোগলক্ষণম্	১৫৯
বাতজহৃদ্রোগ-চিকিৎসা	১৫৯
পিপ্পল্যাদিচূর্ণম্	১৬০
পিত্তজহৃদ্রোগলক্ষণম্	১৬০
পিত্তজহৃদ্রোগ-চিকিৎসা	১৬১
কফজহৃদ্রোগলক্ষণম্	১৬১
কফজহৃদ্রোগ-চিকিৎসা	১৬১
ত্রিবৃতাদিচূর্ণম্	১৬১
সূক্ষ্মৈলাদিচূর্ণম্	১৬১
ত্রিদোষজক্রিমিজহৃদ্রোগলক্ষণম্	১৬২
ত্রিদোষজহৃদ্রোগ-চিকিৎসা	১৬২
ক্রিমিজহৃদ্রোগ-চিকিৎসা	১৬৩
উরোগ্রহনিদানম্	১৬৩
উরোগ্রহ-চিকিৎসা	১৬৪
হৃদ্রোগসাধারণচিকিৎসা	১৬৪
ককুভাদিচূর্ণম্	১৬৪
রসায়নম্	১৬৪
নাগার্জ্জুনাভ্রম্	১৬৪
কল্যাণসুন্দরোরসঃ	১৬৪
চিন্তামণিরসঃ	১৬৫
বিশ্বেশ্বররসঃ	১৬৫
হৃদয়ার্ণবরসঃ	১৬৫
পঞ্চাননরসঃ	১৬৬
প্রভাকরবটী	১৬৬
শঙ্করবটী	১৬৬
অর্জ্জুনঘৃতম্	১৬৬
বলাদ্যং ঘৃতম্	১৬৬
বল্লভকং ঘৃতম্	১৬৬
শ্বদংষ্ট্রাদ্যং ঘৃতম্	১৬৭
পার্থাদ্যরিষ্টঃ	১৬৭
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	১৬৭
মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকারঃ	
মূত্রকৃচ্ছ্র নিদানম্	১৬৯
মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা	১৭০
অমৃতাদিঃ	১৭০
পুনর্নবাদ্যো মিশ্রকঃ	১৭০
পঞ্চতৃণমূলম্	১৭০
শতাবর্য্যাদিঃ	১৭০
হরীতক্যাদিঃ	১৭১
ধাত্র্যাদিঃ	১৭২
বৃহদ্ধাত্র্যাদিঃ	১৭২
শ্বদংষ্ট্রাদি লেপঃ	১৭৩
বৃহদ্ গোক্ষুরাদ্যবলেহঃ	১৭৪
রসপ্রয়োগঃ	১৭৪
মূত্রকৃচ্ছ্রহরঃ	১৭৪
মূত্রকৃচ্ছ্রান্তকো রসঃ	১৭৪
মূত্রকৃচ্ছ্রান্তকঃ	১৭৫
ত্রিনেত্রাখ্যো রসঃ	১৭৫
তারকেশ্বরঃ	১৭৫

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
বরুণাদ্যং লৌহম্	১৭৫
মূত্রকৃচ্ছ্রান্তক রসঃ	১৭৬
শতাবরীঘৃতং ক্ষীরঞ্চ	১৭৬
সুকুমারকুমারকঘৃতম্	১৭৬
ত্রিকণ্টকাদ্যং ঘৃতম্	১৭৬
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	১৭৭
মূত্রাঘাতাধিকারঃ	
মূত্রাঘাতনিদানম্	১৭৮
মূত্রাঘাত -চিকিৎসা	১৮০
চিত্রকাদ্যং ঘৃতম্	১৮২
ধান্যগোক্ষুরকং ঘৃতম্	১৮২
ভদ্রাবহং ঘৃতম্	১৮৩
বিদারীঘৃতম্	১৮৩
শিলোদ্ভিদাদিতৈলম্	১৮৩
উশীরাদ্যং তৈলম্	১৮৪
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	১৮৪
অশ্মরীরোগাধিকার	
অশ্মরীনিদানম্	১৮৫
অশ্মরী-চিকিৎসা	১৮৫
শুণ্ঠ্যাদিকাথঃ	১৮৬
উষকাদিগণঃ	১৮৬
বরুণাদিকষায়ঃ	১৮৬
বৃহদ্‌বরুণাদিঃ	১৮৭
এলাদিঃ	১৮৭
পাষাণভেদাদ্যং চূর্ণং ঘৃতঞ্চ	১৮৮
জাতীফলাদ্যবর্গঃ	১৮৮
তিলাদিক্ষারযোগঃ	১৮৮
পাষাণবজ্রো রসঃ	১৮৮
পাষাণভিন্নঃ	১৮৮
ত্রিবিক্রমো রসঃ	১৮৯
পাষাণাদ্যং ঘৃতম্	১৮৯
কুশাদ্যং ঘৃতম্	১৮৯
বরুণাদ্যং ঘৃতম্	১৯০
বরুণঘৃতম্	১৯০
কুলথাদ্যঘৃতম্	১৯০

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
বীরতরাদ্যং তৈলম্	১৯০
বরুণাদ্যং তৈলম্	১৯১
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	১৯১
প্রমেহরোগাধিকার	
প্রমেহনিদানম্	১৯২
প্রমেহনিবৃত্তিলক্ষণম্	১৯৪
প্রমেহরোগ-চিকিৎসা	১৯৪
শ্লেষ্মজদশবিধপ্রমেহ-চিকিৎসা	১৯৫
পিত্তজপ্রমেহ-চিকিৎসা	১৯৫
দ্বন্দ্বজমেহ-চিকিৎসা	১৯৬
ত্রিদোষজমেহচিকিৎসা	১৯৭
এলাদিচূর্ণম্	১৯৮
কর্কটীবীজাদিচূর্ণম্	১৯৮
ন্যগ্রোধাদিচূর্ণম	১৯৮
কুশাবলেহঃ	১৯৮
শিলাজতুপ্রয়োগঃ	১৯৯
শালসারাদিলেহঃ	১৯৯
গোক্ষুরাদি গুটী	১৯৯
চন্দ্রপ্রভা গুটী	২০০
রসপ্রয়োগঃ	২০০
মেহান্তকো রসঃ	২০০
মেহকুলান্তকো রসঃ	২০০
পঞ্চাননো রসঃ	২০০
বৃহৎ সোমনাথরসঃ	২০১
মেহকুঞ্জরকেশরী রসঃ	২০১
যোগীশ্বরো রসঃ	২০১
সর্ব্বেশ্বরো রসঃ	২০১
বৃহৎ কামচূড়ামণী রসঃ	২০২
স্বর্ণবঙ্গম্	২০২
বঙ্গেশ্বরঃ	২০২
মহাবঙ্গেশ্বররসঃ	২০৩
বৃহদ্বঙ্গেশ্বররসঃ	২০৩
বৃহদ্বঙ্গেশ্বরঃ (মতান্তরে)	২০৩
বঙ্গাষ্টকম্	২০৩
চন্দ্রকলা	২০৪
চন্দ্রকান্তিরসঃ	২০৪

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
বসন্তকুসুমাকরো রসঃ	২০৪
প্রমেহসেতুঃ	২০৫
হরিশঙ্করো রসঃ	২০৫
বৃহদ্ধরিশঙ্করো রসঃ	২০৫
আনন্দভৈরবো রসঃ	২০৫
অপূর্ব্বমালিনীবসন্তঃ	২০৬
মেঘনাদো রসঃ	২০৬
মেহবজ্রঃ	২০৬
মেহকেশরী	২০৬
বিড়ঙ্গাদি-লৌহঃ	২০৭
শুক্রমাতৃকা বটী	২০৭
বেদবিদ্যা বটী	২০৭
ইন্দ্রবটী	২০৭
চন্দ্রপ্রভা বটিকা	২০৭
মেহমুদ্গরবটিকা	২০৮
কামধেনুরসঃ	২০৮
শিলাজত্বাদিবটী	২০৮
চন্দনাদিচূর্ণম্	২০৯
মাক্ষিকাদি চূর্ণম্	২০৯
প্রমেহমিহিরতৈলম্	২০৯
ত্রিকণ্টকাদ্যং ঘৃতং তৈলং যমকঞ্চ	২১০
দাড়িমাদ্যং ঘৃতম্	২১০
বৃহৎ দাড়িমাদ্যং ঘৃতম্	২১১
মহাদাড়িমাদ্যং ঘৃতম্	২১১
ধান্বন্তরং ঘৃতম্	২১১
শাল্মলীঘৃতম্	২১২
দেবদার্ব্বাদ্যরিষ্টঃ	২১২
চন্দনাসবঃ	২১২
লোধ্রাসবঃ	২১৩
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	২১৩
সোমরোগাধিকার	
সোমরোগনিদানম্	২১৫
সোমরোগচিকিৎসা	২১৬
ত্রিফলাদি যোগঃ	২১৬
রসপ্রয়োগঃ	২১৬
তারকেশ্বরো রসঃ (দ্বিবিধঃ)	২১৬

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
তালকেশ্বরো রসঃ	২১৭
গগনাদি লৌহম্	২১৭
হেমনাথরসঃ	২১৭
সোমনাথরসঃ	২১৭
সোমেশ্বরো রসঃ	২১৮
বসন্তকুসুমাকরো রসঃ	২১৮
স্বল্পধাত্রীঘৃতম্	২১৮
বৃহদ্ধাত্রীঘৃতম্	২১৮
কদল্যাদি ঘৃতম্	২১৯
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	২১৯
প্রমেহপিড়কাধিকার	
প্রমেহপিড়কালক্ষণম্	২২০
প্রমেহপিড়কা চিকিৎসা	২২১
পিড়কালেপঃ	২২১
পাঠাদ্যং চূর্ণম্	২২১
শারিবাদি লৌহম্	২২২
মকরধ্বজ রসঃ	২২২
বৃহচ্ছ্যামাঘৃতম্	২২২
শারিবাদ্যাসবঃ	২২২
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	২২৩
মেদোরোগাধিকার	
মেদোরোগনিদানম্	২২৪
মেদোরোগচিকিৎসা	২২৫
বিড়ঙ্গাদ্য চূর্ণম্	২২৫
ব্যোষাদ্যশক্তুপ্রয়োগঃ	২২৭
অমৃতাদিগুগ্গুলুঃ	২২৭
নবকগুগ্গুলুঃ	২২৭
বিড়ঙ্গাদ্যং লৌহম্	২২৭
লৌহরসায়নম্	২২৮
ত্র্যূষণাদ্যং লৌহম্	২২৮
বড়বাগ্নিলৌহম্	২২৮
বড়বাগ্নি রসঃ	২২৯
ত্রিফলাদ্যং তৈলম্	২২৯
মহাসুগন্ধিতৈলম্	২২৯
কার্শ্যনিদানম্	২২৯

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
কার্শ্যচিকিৎসা	২৩০
অশ্বগন্ধাতৈলম্	২৩০
অমৃতার্ণবঃ	২৩০
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	২৩০
উদররোগাধিকার	
উদরনিদানম্	২৩২
উদরচিকিৎসা	২৩৪
কুষ্ঠাদিচূর্ণম্	২৩৫
সামুদ্রাদ্যং চূর্ণম্	২৩৫
পুনর্নবাক্কাথঃ	২৩৮
মাণমণ্ডঃ	২৩৮
নারায়ণচূর্ণম্	২৩৮
পটোলাদ্যং চূর্ণম্	২৩৯
রসপ্রয়োগঃ	২৩৯
ত্রৈলোক্যসুন্দরো রসঃ	২৩৯
ইচ্ছাভেদী রসঃ (ত্রিবিধঃ)	২৪০
জলোদরারিরসঃ (দ্বিবিধঃ)	২৪০
নারাচরসঃ	২৪১
বহ্নিরসঃ	২৪১
শোথোদরারিলৌহম্	২৪১
পিপ্পল্যাদ্যং লৌহম্	২৪২
উদরারি রসঃ	২৪২
শ্রীবৈদ্যনাথাদেশবটিকা	২৪২
ভেদিনী বটী	২৪২
অভয়া বটী	২৪৩
চূলিকা বটী	২৪৩
বিন্দুঘৃতম্	২৪৩
মহাবিন্দুঘৃতম্	২৪৩
চিত্রকঘৃতম্	২৪৪
নারাচঘৃতম্	২৪৪
বৃহন্নারাচঘৃতম্	২৪৪
নাগরাদি তৈলং ঘৃতঞ্চ	২৪৪
পিপ্পল্যাদি ঘৃতম্	২৪৪
রসোনতৈলম্	২৪৪
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	২৪৫

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
প্লীহযকৃদ্‌রোগাধিকার	
প্লীহযকৃদুদরনিদানম্	২৪৬
প্লীহযকৃচ্চিকিৎসা	২৪৬
অর্কলবণম্	২৪৮
মাণকাদি গুড়িকা	২৪৮
বৃহন্মাণকাদিগুড়িকা	২৪৯
অভয়ালবণম্	২৪৯
গুড়পিপ্পলী	২৫০
বৃহদ্‌গুড়পিপ্পলী	২৫০
গুড়ুচ্যাদি চূর্ণম্	২৫০
রোহীতকাদ্যচূর্ণম্	২৫০
পিপ্পলীবর্দ্ধমানানি	২৫১
রসপ্রয়োগঃ	২৫১
প্লীহান্তকো রসঃ	২৫১
প্লীহার্ণবো রসঃ	২৫১
প্লীহশার্দ্দুলো রসঃ	২৫২
প্লীহারিরসঃ (দ্বিবিধঃ)	২৫২
বাসুকিভূষণো রসঃ	২৫৩
মহামৃত্যুঞ্জয় লৌহঃ	২৫৩
লৌহমৃত্যুঞ্জয়ো রসঃ	২৫৩
লোকনাথো রসঃ (দ্বিবিধঃ)	২৫৪
বৃহল্লোকনাথো রসঃ	২৫৪
তাম্রেশ্বরবটী	২৫৪
চিত্রকাদিলৌহঃ	২৫৫
সর্ব্বেশ্বর লৌহম্	২৫৫
বিদ্যাধরো রসঃ	২৫৫
রসরাজঃ	২৫৬
রোহীতক লৌহম্	২৫৬
যকৃদরি লৌহম্	২৫৬
যকৃৎপ্লীহারি লৌহম্	২৫৬
যকৃৎপ্লীহোদরহরলৌহম্	২৫৭
বজ্রক্ষারম্	২৫৭
মহাদ্রাবকঃ	২৫৮
মহাদ্রাবক রসঃ	২৫৮
শঙ্খদ্রাবকঃ	২৫৯
মহাশঙ্খদ্রাবকঃ	২৫৯

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
শঙ্খদ্রাবকো রসঃ	২৬০
চিত্রকপিপ্পলীঘৃতম্	২৬০
পিপ্পলীঘৃতম্	২৬০
চিত্রকঘৃতম্	২৬০
রোহীতকঘৃতম্	২৬১
মহারোহীতকঘৃতম্	২৬১
রোহিতকারিষ্টঃ	২৬২
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	২৬২
শোথরোগাধিকার	
শোথনিদানম্	২৬৩
শোথচিকিৎসা	২৬৫
পথ্যাদিক্বাথঃ	২৬৭
সিংহাস্যাদিঃ	২৬৮
পুনর্নবাষ্টকক্বাথঃ	২৬৮
পুনর্নবাদি চূর্ণম্	২৬৮
শোথারি চূর্ণম্	২৬৯
শোথোদরে পুনর্নবাদি গুগ্‌গুলুঃ	২৬৯
পুনর্নবাদি লেহঃ	২৬৯
শোথারিমণ্ডূরম্	২৬৯
অগ্নিমুখমণ্ডূরম্	২৬৯
রসাভ্রমণ্ডূরম্	২৭০
কংসহরীতকী (দশমূলহরীতকী)	২৭০
ক্ষারগুড়িকা	২৭১
রসপ্রয়োগঃ	২৭১
ত্র্যূষণাদ্য লৌহম্	২৭১
ত্রিকট্বাদি লৌহম্	২৭১
শোথভস্ম লৌহম্	২৭১
কটুকাদ্য লৌহম্	২৭২
সুবর্চ্চলাদ্যং লৌহম্	২৭২
শোথারিঃ	২৭২
ত্রিনেত্রাখ্যো রসঃ	২৭২
শোথকালানলো রসঃ	২৭২
শোথাঙ্কুশো রসঃ	২৭৩
পঞ্চামৃত রসঃ	২৭৩
ক্ষেত্রপাল রসঃ	২৭৩
দুগ্ধবটী	২৭৩

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
দুগ্ধবটী	২৭৪
কল্পলতাবটী (গ্রহণীযুক্ত শোথে)	২৭৪
বৈদ্যনাথ বটী (দধি বটী)	২৭৪
তক্রবটী	২৭৪
ক্ষীরবটী	২৭৫
তক্রমণ্ডূরম্ (পাণ্ডুশোথে)	২৭৫
সুধানিধিঃ	২৭৫
পুনর্নবাদ্যং ঘৃতম্	২৭৫
পুনর্নবাদ্যং ঘৃতম্	২৭৬
স্বল্পপুনর্নবা ঘৃতম্	২৭৬
পঞ্চকোলাদ্যং ঘৃতম্	২৭৬
শুণ্ঠীঘৃতম্	২৭৬
স্থলপদ্মঘৃতম্	২৭৬
চিত্রকাদ্যং ঘৃতম্	২৭৬
মাণক ঘৃতম্	২৭৭
শুষ্কমূলাদ্যং তৈলম্	২৭৭
বৃহচ্ছুষ্কমূলাদ্যতৈলম্ (দ্বিবিধম্)	২৭৭
সমুদ্রশোষণতৈলম্	২৭৮
শোথশার্দ্দূলতৈলম্	২৭৮
পুনর্নবাদি তৈলম্	২৭৮
শৈলেয়াদ্য তৈলম্	২৭৯
গণ্ডীরাদ্যরিষ্টঃ	২৭৯
পুনর্নবাদ্যরিষ্টঃ	২৮০
ত্রিফলাদ্যরিষ্টঃ	২৮০
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	২৮০
বৃদ্ধিরোগাধিকার	
বৃদ্ধিরোগনিদানম্	২৮২
বৃদ্ধিরোগচিকিৎসা	২৮৩
ব্রধ্ননিদানম্	২৮৬
ব্রধ্নচিকিৎসা	২৮৭
বিল্বাদিচূর্ণম্	২৮৭
ভক্তোত্তরীয়ম্	২৮৭
অর্য্যমামৃতাভ্রম্	২৮৮
বৃদ্ধিবাধিকা বটিকা	২৮৮
শশিশেখররসঃ	২৮৮
বাতারিঃ	২৮৮

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
রসরাজেন্দ্রঃ	২৮৯
শতপুষ্পাদ্যং ঘৃতম্	২৮৯
ত্রিবৃতাদিঘৃতম্	২৮৯
বৃহদ্দন্তীঘৃতম্	২৯০
গন্ধর্ব্বহস্ত তৈলম্	২৯০
বৃহৎসৈন্ধবাদ্যং তৈলম্	২৯০
বৃহন্মন্দারতৈলম্	২৯০
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	২৯১
গলগণ্ডাদিরোগাধিকার	
গলগণ্ড লক্ষণম্	২৯২
গলগণ্ড চিকিৎসা	২৯২
তুম্বীতৈলম্	২৯৪
অমৃতাদ্যং তৈলম্	২৯৪
গণ্ডমালা লক্ষণম্	২৯৪
গণ্ডমালা চিকিৎসা	২৯৪
কাঞ্চনারগুগ্‌গুলুঃ	২৯৪
ছুছুন্দরীতৈলম্	২৯৫
শাখোটক তৈলম্	২৯৫
সিন্দূরাদিতৈলম্	২৯৫
বিম্ব্যাদিতৈলম্	২৯৫
নির্গুণ্ডী তৈলম্	২৯৫
অপচী লক্ষণম্	২৯৫
অপচী চিকিৎসা	২৯৬
গুঞ্জাদ্যং তৈলম্	২৯৬
চন্দনাদিতৈলম্	২৯৬

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
ব্যোষাদিতৈলম্	২৯৬
গ্রন্থিলক্ষণম্	২৯৬
গ্রন্থি চিকিৎসা	২৯৭
অর্ব্বুদলক্ষণম্	২৯৮
অর্ব্বুদ চিকিৎসা	২৯৮
গন্ধাদিলেপঃ	২৯৯
স্নুহ্যাদিসেকঃ	২৯৯
রৌদ্ররসঃ	৩০০
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	৩০০
শ্লীপদরোগাধিকার	
শ্লীপদ নিদানম্	৩০২
শ্লীপদ চিকিৎসা	৩০২
ধুস্তুরাদিলেপঃ	৩০২
সিদ্ধার্থাদিলেপঃ	৩০৩
মদনাদিলেপঃ	৩০৪
শ্লীপদারিঃ	৩০৪
কণাদিচূর্ণম্	৩০৫
বৃদ্ধদারকচূর্ণম্	৩০৫
পিপ্পল্যাদ্যং চূর্ণম্	৩০৫
কৃষ্ণাদ্যো মোদকঃ	৩০৫
নিত্যানন্দরসঃ	৩০৫
শ্লীপদগজকেশরী	৩০৬
সৌরেশ্বরঘৃতম্	৩০৬
বিড়ঙ্গাদিতৈলম্	৩০৬
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	৩০৭

তৃতীয় খণ্ড

দাহরোগাধিকার

দাহরোগ লক্ষণম্

ত্বচং প্রাপ্তঃ স পানোষ্মা পিত্তরক্তাভিমূর্চ্ছিতঃ। দাহং প্রকুরুতে ঘোরং পিত্তবৎ তত্র ভেষজম্।। কৃৎস্ন-দেহানগং রক্তমদ্রিক্তং দহতি ধ্রুবম্। স উষ্যতে তৃষ্যতে বা তাম্রাভস্তাম্রলোচনঃ।। লৌহগন্ধাঙ্গ বদনো বহ্নিনেবাবকীর্য্যতে। পিত্তজ্বরসমঃ পিত্তাৎ স চাপ্যস্য বিধিঃ স্মৃতঃ।। তৃষ্ণানিরোধাদব্ধাতৌ ক্ষীণে তেজঃ সমুদ্ধতম্। সবাহ্যাভ্যন্তরং দেহং প্রদহেন্মন্দচেতসঃ।। সংশুষ্কগলতাল্বোষ্ঠো জিহ্বাং নিষ্কৃষ্য বেপতে। অসৃজঃ পূর্ণ কাষ্ঠস্য দাহোহন্যঃ স্যাৎ সুদুস্তরঃ।। ধাতুক্ষয়োক্তো যো দাহস্তেন মূর্চ্ছাতৃড়র্দ্দিতঃ। ক্ষামস্বরঃ ক্রিয়াহীনঃ স সীদেদ্ ভৃশপীড়িতঃ।। মর্ম্মাভিঘাতজোহপ্যস্তি সোহসাধ্যঃ সপ্তমো মতঃ। সর্ব্ব এব চ বর্জ্জ্যাঃ স্যুঃ শীতগাত্রস্য দেহিনঃ।।

মদ্যজ দাহ—মদ্যপানে কুপিত পিত্তোষ্মা পিত্ত ও রক্ত-কর্ত্তৃক অভিমূর্চ্ছিত ও ত্বককে প্রাপ্ত হইয়া অতি ঘোর দাহ উৎপাদন করে। ইহাকে মদ্যজ দাহ কহে।

রক্তজ দাহ—সর্ব্বশরীরানুগত রক্ত অতিবৃদ্ধ হইলে নিশ্চয়ই দাহ উপস্থিত হয়। এই দাহকে রক্তজ দাহ কহে। ইহাতে রোগী তৃষ্ণার্ত্ত, তাম্রাভ ও তাম্রলোচন হয়। তাহার সমস্ত অঙ্গ, বিশেষত বদন লৌহ বা রক্তগন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং সে আপনার চতুর্দ্দিক অগ্নিব্যাপ্ত বলিয়া বোধ করে ও তদ্বৎ সন্তাপিতও হয়।

পিত্তজনিত দাহের লক্ষণ ও চিকিৎসা পিত্তজ্বরের ন্যায় জানিবে। প্রভেদ এই, পিত্তজ্বরের ন্যায় ইহাতে অনবস্থিতাচিত্তত্ব ও আমাশয়-দুষ্ট্যাদি থাকে না।

তৃষ্ণানিরোধজ দাহ—পিপাসানিগ্রহে শরীরস্থ জলীয় ধাতু ক্ষীণ হওয়াতে তেজ (পিত্তোষ্মা) বর্দ্ধিত হইয়া দেহের বাহিরে ও ভিতরে দাহ উপস্থিত করে। এই দাহে গল, তালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক হয় এবং রোগী জিহ্বা বাহির করিয়া কাঁপিতে থাকে।

প্রগাঢ় অস্ত্রাঘাতে, হৃদয়াদি কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হইলে ভয়ঙ্কর দাহ উপস্থিত হয়। এইরূপ দাহকে রক্তপূর্ণকোষ্ঠজ দাহ কহে।(পূর্ব্বে যে-রক্তজ দাহের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা সর্ব্বদেহানুগত অতিবৃদ্ধ রক্ত হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে, সুতরাং এ স্থলে আবার এবম্ভূত রক্তজ দাহের উল্লেখ হওয়ায় পৌনরুক্ত্য দোষ হয় নাই)।

ধাতুক্ষয়জ দাহ—রসরক্তাদি ধাতুক্ষয় হইলে যে-দাহ উপস্থিত হয়, তাহাতে রোগী মূর্চ্ছিত, তৃষ্ণার্ত্ত, ক্ষীণস্বর ও নিশ্চেষ্ট হয় এবং চিকিৎসাহীন হইলে এই ধাতুক্ষয়জনিত দাহে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

মস্তক হৃদয় ও বস্ত্যাদি মর্ম্মস্থানসকল দারুণ আঘাতে আহত হইলে যে-দাহ উপস্থিত হয়, তাহাকে মর্ম্মাভিঘাতজ দাহ কহে। ইহা অসাধ্য।

দাহরোগে রোগী যদি শীতগাত্র অথচ দাহপীড়িত হয়, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার দাহই অসাধ্য।

দাহরোগ চিকিৎসা

যৎপিত্তজ্বরদাহোক্তং দাহে তৎ সর্ব্বমিষ্যতে। শতধৌতঘৃতাভ্যক্তো লেপো বা যবশক্তুভিঃ। কোলামলক-যুক্তৈর্বা ধান্যাম্লৈরপি বুদ্ধিমান্।। (ধান্যাম্লঃ কাঞ্জিকভেদঃ)।

পিত্তজ্বরজনিত দাহের চিকিৎসায় যে-সকল প্রক্রিয়া ও ঔষধ কথিত হইয়াছে, দাহরোগেও সেই সকল প্রক্রিয়া ও ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। শতধৌত ঘৃত ও যবের ছাতু মিলিত করিয়া অথবা কুলের আঁটির শাঁস ও আমলকী একত্র কাঁজি দ্বারা বাটিয়া অঙ্গে লেপন করিলে দাহরোগ বিনষ্ট হয়।

ছাদয়েৎ তস্য সর্ব্বাঙ্গমারণালার্দ্রবাসসা। লামজ্জকেন শুক্তেন চন্দনেনানুলেপয়েৎ।।

কাঁজি দ্বারা বস্ত্র আর্দ্র করিয়া সর্ব্বশরীর আবৃত করিলে কিংবা বেণার মূল ও শ্বেতচন্দন শুক্তের (কাঁজিবিশেষ) সহিত পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে দাহ প্রশান্ত হয়।

ফলিনী লোধ্রসেব্যাম্বু হেম পত্রং কুটন্নটম্। কালীয়করসোপেতং দাহে শস্তং প্রলেপনম্।।

প্রিয়ঙ্গু, লোধ, বেণার মূল, বালা, নাগকেশর, তেজপত্র এবং কৈবর্ত্তমুস্তক এই সকল দ্রব্য কালীয় কাষ্ঠের (পীতবর্ণ সুগন্ধি কাষ্ঠবিশেষ। কেহ বলেন, শ্বেতচন্দন) কাথের সহিত পেষণ করিয়া শরীরে লেপন করিলে দাহ প্রশান্ত হয়।

হ্রীবেরপদ্মকোশীর-চন্দনক্ষোদবারিণা। সম্পূর্ণামবগাহেত দ্রোণীং দাহার্দ্দিতো নরঃ।।

বালা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল ও চন্দন এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ শীতল জলে গুলিয়া ঐ জল দ্বারা একটি দ্রোণী (টব) পূর্ণ করিয়া তাহাতে অবগাহন করিলে দাহের শান্তি হয়।

চন্দনাম্বুকণস্যন্দি-তালবৃন্তোপবীজিতঃ। সুপ্যাদ্ দাহার্দ্দিতোঽম্ভোজ-কদলীদলসংস্তরে।।

পদ্মপত্র ও কদলীপত্রনির্ম্মিত শয্যায় রোগীকে শয়ন করাইয়া চন্দনজল-স্যন্দি-ব্যজন-সঞ্চালিত বায়ু সেবন করাইলে দাহ নষ্ট হয়।

অবগাহেতাম্বুপূর্ণাং দ্রোণীং দাহার্দ্দিতো নরঃ।।

কেবল জলপূর্ণ টবে অবগাহন করিলেও দাহশান্তি হয়।

সর্পিষা শতধৌতেন লেপাদ্ দাহঃ প্রশাম্যতি।।

শতধৌত ঘৃত গাত্রে লেপন করিলেও দাহ নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

পায়য়েৎ কমলস্যাম্ভঃ শর্করাম্ভঃ পয়োঽপি চ। ক্ষীরমিক্ষুরসঞ্চাপি কারয়েৎ পিত্তজিদ্ বিধিম্।।

দাহরোগে পদ্মসংসিক্ত জল, চিনির পানা, শীতল জল, দুগ্ধ বা ইক্ষুরস পান করাইবে এবং পিত্তঘ্ন চিকিৎসা করিবে।

পরিষেকাবগাহেষু ব্যজনানাঞ্চ সেবনে। শস্যতে শিশিরং তোয়ং দাহতৃষ্ণোপশান্তয়ে।।

তৃষ্ণা ও দাহ প্রশমনের নিমিত্ত জলসেচন, অবগাহন ও ব্যজনানিল সেবন করিতে হইলে তত্তৎ স্থলে শীতল জল প্রয়োগ করিবে।

চন্দনাদিক্কাথঃ

পটীরপর্পটোশীর-নীরনীরদনীরজৈঃ। মৃণালমিসিধান্যক-পদ্মকামলকৈঃ কৃতঃ।। অর্দ্ধশিষ্টঃ শৃতঃ শীতঃ পীতঃ ক্ষৌদ্রসমন্বিতঃ। ক্কাথো ব্যপোহয়েদ্ দাহং নৃণাঞ্চ পরমোল্বণম্।।

চন্দন, ক্ষেতপাপড়া, বেণার মূল, বালা, মুতা, পদ্মমূল, মৃণাল, মৌরি, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ ও আমলকী মিলিত ২ তোলা, জল ৷৷০ সের, শেষ ৷০ পোয়া। এই ক্কাথ শীতল হইলে তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। তদ্দ্বারা অতি উৎকট দাহও নিবৃত্ত হয়।

ত্রিফলাদ্যঃ

ত্রিফলারগ্বধক্কাথঃ শর্করাক্ষৌদ্রসংযুতঃ। দাহরক্তপিত্তহরঃ পিত্তশূলনিবারণঃ।।

হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও সোঁদাল ইহাদের ক্কাথ চিনি ও মধু-সহ পান করিলে দাহ, রক্তপিত্ত ও পিত্তশূল প্রশমিত হয়।

পর্পটাদিঃ

পর্পটঃ সঘনোশীরঃ ক্কথিতঃ শর্করান্বিতঃ। শীতপানং নিহন্ত্যাশু দাহং পিত্তজ্বরং নৃণাম্।।

ক্ষেতপাপড়া, মুতা ও বেণার মূল ইহাদের শীতল ক্কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দাহ ও পৈত্তিক জ্বর সত্বর বিনষ্ট হয়।

খর্জ্জূরামলবীজানি পিপ্পলী চ শিলাজতু। এলামধুকপাষাণ-চন্দনৈর্ব্বারুবীজকম্।। ধান্যাকং শর্করাযুক্তং পাতব্যং জেষ্ঠ্যবারিণা। অঙ্গদাহং লিঙ্গদাহং গুদবঙ্ক্ষণশুক্রজম্।। শর্করাশ্মরিশূলঘ্নং বৃষ্যং বলকরং পরম্। নাশয়েন্মূত্ররোগাংশ্চ তথা শুক্রভবানপি।। শর্করাসহিতং যষ্টী-কষায়ং প্রপিবেৎ তদা।।

খর্জ্জুর, আমলকীবীজ, পিপুল, শিলাজতু, এলাইচ, যষ্টিমধু, পাষাণভেদী, শ্বেতচন্দন, কাঁকুড়বীজ, ধনে ও চিনি এই সকলের চূর্ণ চালুনি-জলের সহিত সেবন করিলে অঙ্গদাহ লিঙ্গদাহ প্রভৃতি দাহ নষ্ট হয়। ইহা শর্করা ও অশ্মরীজাত শূল এবং মূত্র ও শুক্র-সংক্রান্ত রোগ নাশ করিয়া থাকে। অনুপান চিনি-সংযুক্ত যষ্টিমধুর ক্কাথ।

দাহান্তকো রসঃ

সূতাৎ পঞ্চার্কতশ্চৈকং কৃত্বা পিণ্ডং সুশোভনম্। জম্বীরস্বরসৈর্মর্দ্দ্যং সূততুল্যঞ্চ গন্ধকম্।। নাগবল্লীদলৈঃ পিষ্ট্বা তাম্রপত্রীং প্রলেপয়েৎ। প্রপুটেদ্ ভূধরে যন্ত্রে যাবদ্ ভস্মত্বমাপ্নুয়াৎ।। দ্বিগুঞ্জমার্দ্রকাদ্রাবৈস্ত্র্যূষণেন চ যোজয়েৎ। নিহন্তি দাহসন্তাপং মূর্চ্ছাং পিত্তসমুদ্ভবাম্।।

পারদ ৫ ভাগ, তাম্রপত্র ১ ভাগ ও গন্ধক ৫ ভাগ। প্রথমে পারা ও গন্ধক জামীরের রসে উত্তমরূপে মাড়িয়া ও পানের রসে ভাবনা দিয়া তদ্দ্বারা তাম্রপত্র প্রলেপিত করিবে। পরে উহা ভূধরযন্ত্রে পুটপাক দিবে, যখন ভস্মরূপে পরিণত হইবে, তখন ঔষধ উদ্ধৃত করিবে। ইহা ২ রতি পরিমাণে আদার রস ও ত্রিকটুর সহিত সেবন করিলে দাহ, সন্তাপ ও পিত্তজ মূর্চ্ছা প্রশমিত হয়।

সুধাকররসঃ

সিন্দূরাভ্রকহেমানি মৌক্তিকং ত্রিফলাম্ভসা। শতপুত্রীরসেনাপি মর্দ্দয়েৎ সপ্তসপ্তধা।। ততো রক্তিমিতাং কুর্য্যাদ্ বটীং ছায়াপ্রশোষিতাম্। একৈকাং যোজয়েৎ তাস্তু যথাদোষানুপানতঃ।। রসঃ সুধাকরঃ সোঽয়ং হন্তি দাহং মহাবলম্। প্রমেহানপি বাতাস্রং বলশুক্রকরঃ পরঃ।।

রসসিন্দূর, অভ্র, স্বর্ণ, মুক্তা এই সমুদায় ত্রিফলার জলে ও শতমূলীর রসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করত ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। ইহার ১টি বটি যথোপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিলে দাহ, প্রমেহ ও বাতরক্ত রোগের শান্তি হয় এবং বল ও শুক্রের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

কাঞ্জিক তৈলম্

তিলতৈলং ভবেৎ প্রস্থং তৎ ষোড়শগুণৈঃ শনৈঃ। কাঞ্জিকে বিপচেৎ তৎ স্যাদ্ দাহজ্বরহরং পরম্।।

তিলতৈল ৪ সের, ৬৪ সের কাঁজির সহিত পাক করিয়া সেই তৈল মর্দ্দন করিলে দাহজ্বর প্রশমিত হয়।

কুশাদ্যং তৈলং ঘৃতঞ্চ

কুশাদিশালপর্ণীভির্জীবকাদ্যেন সাধিতম্। তৈলং ঘৃতং বা দাহঘ্নং বাতপিত্তবিনাশনম্।।

কুশাদি তৃণপঞ্চমূল ও শালপাণির ক্বাথে এবং জীবকাদি অষ্টবর্গের কল্কে যথাবিধি তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে দাহ ও বাতপিত্ত প্রশমিত হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

দাহরোগে পথ্যানি

শালয়ঃ ষষ্টিকা মুদ্গা মসূরাশ্চণকা যবাঃ। ধন্বমাংসরসা লাজ-মণ্ডস্তচ্ছক্তবঃ সিতা।। শতধৌতঘৃতং দুগ্ধং নবনীতং পয়োভবম্। কুষ্মাণ্ডং কর্কটী মোচং পনসং স্বাদুদাড়িমম্।। পটোলং পর্পটিং দ্রাক্ষা ধাত্রীফল-পরূষকম্। বিম্বী তুম্বী পয়ঃপেটী খর্জ্জূরং ধান্যকং মিষিঃ।। বালতালং পিয়ালঞ্চ শৃঙ্গাটককসেরুকম্। মধকপষ্পং হ্রীবেরং পথ্যা তিক্তানি সর্ব্বশঃ।। শীতাঃ প্রদেহা ভূবেশ্ম সেকোঽভ্যঙ্গোঽবগাহনম্। পদ্মোৎপলদলক্ষৌম-শয্যা শীতলকাননম্।। কথা বিচিত্রা গীতানি শিশিরো মঞ্জুভাষিণঃ। উশীরচন্দনালেপঃ শীতাম্বু শিশিরানিলঃ।। ধারাগৃহং প্রিয়াস্পর্শঃ প্রনীরং হিমবালুকা। সুধাংশুরশ্ময়ঃ স্নানং মণয়ো মধুরো রসঃ।। পুরা যানি বিধেয়ানি পিত্তহারীণি তানি চ। ইতি দাহবতাং নৃণাং পথ্যবর্গ উদাহৃতঃ।।

শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন, মুগ, মসূর, ছোলা যব, ধন্বদেশজ মৃগ পক্ষী প্রভৃতির মাংসরস, খইয়ের মণ্ড ও ছাতু, চিনি, শতধৌত ঘৃত, দুগ্ধোদ্ভব মাখন, কুমড়া, কাঁকুড়, মোচা, কাঁঠাল, সুমিষ্ট দাড়িম, পটোল, ক্ষেতপাপড়া, কিসমিস, আমলকী, পরূষফল, তেলাকুচা, লাউ, নারিকেল, খর্জ্জূর, ধনে, মৌরি, কচিতালের শাঁস, পিয়ালফল, পানিফল, কেশুর, মউলফুল, বালা, হরীতকী, তিক্তদ্রব্য, শীতল প্রদেহ, ভূগর্ভস্থ গৃহ, পরিষেচন, তৈলাদি মর্দ্দন, অবগাহন স্নান, পদ্মপত্র ও উৎপলপত্র এবং

রেশমী বস্ত্রনির্ম্মিত শয্যা, শীতল কানন, নানাবিধ মনোহর বাক্য, গান, শীতলদ্রব্য, মধুরভাষী প্রাণীর রব, বেণার মূল ও চন্দনলেপন, শীতল জল এবং শীতল বায়ু, ধারাগৃহ, কান্তাস্পর্শ, উৎকৃষ্ট জল, কর্পূর, জ্যোৎস্না, স্নান, মণিধারণ, মধুর রসযুক্ত দ্রব্য, মদাত্যয়রোগোক্ত পথ্য এবং পিত্তনাশক দ্রব্য এই সমস্ত দাহরোগীর হিতকর।

দাহরোগেঽপথ্যানি

বিরুদ্ধান্যন্নপানানি ক্রোধং বেগবিধারণম্। গজাশ্বযানমধ্বানং ক্ষারং পিত্তকরাণি চ।। ব্যায়ামমাতপং তক্রং তাম্বূলং মধু রামঠম্। ব্যবায়ং কটুতীক্ষ্ণোষ্ণং দাহবান্ পরিবর্জ্জয়েৎ।।

বিরুদ্ধ অন্নপানীয়, ক্রোধ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি যানে আরোহণ, পথপর্য্যটন, ক্ষারদ্রব্য ও পিত্তকারক দ্রব্য, ব্যায়াম, রৌদ্র, তক্র, তাম্বূল, মধু, হিঙ্গু, স্ত্রীসঙ্গ, কটুদ্রব্য, তীক্ষ্ণদ্রব্য ও উষ্ণদ্রব্য, এই সকল দাহরোগীর পরিত্যাজ্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে দাহরোগাধিকার।

উন্মাদরোগাধিকার

উন্মাদ-নিদানম্

মদয়ন্ত্যুদ্গতা দোষা যস্মাদুন্মার্গমাগতাঃ। মানসোঽয়মতো ব্যাধিরুন্মাদ ইতি কীর্ত্তিতঃ।। একৈকশঃ সর্ব্বশশ্চ দোষৈরত্যর্থমূর্চ্ছিতৈঃ। মানসেন চ দুঃখেন স চ পঞ্চবিধো মতঃ।। বিষাদ্ ভবতি ষষ্ঠশ্চ যথাস্বং তত্র ভেষজম্। সচাপ্রবৃদ্ধস্তরুণো মদসংজ্ঞাং বিভর্ত্তি চ।। বিরুদ্ধদুষ্টাশুচিভোজনানি প্রধর্ষণং দেবগুরুদ্বিজানাম্। উন্মাদহেতুর্ভয়হর্ষপূর্ব্বো মনোঽভিঘাতো বিষমাশ্চ চেষ্টাঃ।। তৈরল্পসত্ত্বস্য মলাঃ প্রদুষ্টা বুদ্ধের্নিবাসং হৃদয়ং প্রদূষ্য। স্রোতাংস্যধিষ্ঠায় মনোবহানি প্রমোহয়ন্ত্যাশু নরস্য চেতঃ।। ধীবিভ্রমঃ সত্ত্বপরিপ্লবশ্চ পর্য্যাকুলা দৃষ্টিরধীরতা চ। অবদ্ধবাক্ত্বং হৃদয়ঞ্চ শূন্যং সামান্যমুন্মাদগদস্য লিঙ্গম্।। রুক্ষাল্পশীতান্ন-বিরেকধাতু-ক্ষয়োপবাসৈরনিলোঽতিবৃদ্ধঃ। চিন্তাদিদুষ্টং হৃদয়ং প্রদূষ্য বুদ্ধিং স্মৃতিঞ্চাপ্যুপহন্তি শীঘ্রম্।। অস্থানহাস্যস্মিতনৃত্যগীত-বাগঙ্গবিক্ষেপণরোদনানি। পারুষ্যকার্শ্যারুণবর্ণতাশ্চ জীর্ণে বলঞ্চানিলজস্য রূপম্।। অজীর্ণকট্বম্লবিদাহ্যশীতৈর্ভোজ্যৈশ্চিতং পিত্তমুদীর্ণবেগম্। উন্মাদমত্যুগ্রমনাত্মকস্য হৃদি স্থিতং পূর্ব্ববদাশু কুর্য্যাৎ।। অমর্ষসংরম্ভবিনগ্নভাবাঃ সন্তর্জ্জনাতিদ্রবণৌষ্ণ্যরোষাঃ। প্রচ্ছায়শীতান্নজলাভিলাষঃ পীতা চ ভাঃ পিত্তকৃতস্য লিঙ্গম্।। সম্পূরণৈর্মন্দবিচেষ্টিতস্য সোষ্মা কফো মর্ম্মণি সংপ্রদুষ্টঃ। বুদ্ধিং স্মৃতিঞ্চাপ্যুপহত্য চিত্তং প্রমোহয়ন্ সংজনয়েদ্ বিকারম্।। বাক্চেষ্টিতং মন্দমরোচকশ্চ নারীবিবিক্তপ্রিয়তা চ নিদ্রা। ছর্দ্দিশ্চ লালা চ বলঞ্চ ভুক্তে নখাদিশৌক্ল্যঞ্চ কফাত্মকে স্যাৎ।। যঃ সন্নিপাতপ্রভবোঽতিঘোরঃ সর্ব্বৈঃ সমস্তৈঃ স চ হেতুভিঃ স্যাৎ। সর্ব্বাণি রূপাণি বিভর্ত্তি তাদৃগ্‌বিরুদ্ধভৈষজ্যবিধির্বিবর্জ্জ্যঃ।। চৌরৈর্নরেন্দ্রপুরুষৈররিভিস্তথান্যৈর্বিত্রাসিতস্য ধনবান্ধবসংক্ষয়াদ্ বা। গাঢ়ং ক্ষতে মনসি চ প্রিয়সা রিরংসোর্জায়তে চোৎকটতমো মনসো বিকারঃ।। চিত্রং ব্রবীতি চ মনোঽনুগতং বিসংজ্ঞো গায়ত্যয়ং হসতি রোদিতি চাপি মূঢ়ঃ। রক্তেক্ষণো হতবলেন্দ্রিয়ভাঃ সুদীনঃ শ্যাবাননো বিষকৃতেঽথ ভবেদ্ বিসংজ্ঞঃ।। অবাঞ্চী বাপ্যুদঞ্চী বা ক্ষীণমাংসবলো নরঃ। জাগরূকো হ্যসন্দেহমুন্মাদেন বিনশ্যতি।।

অমর্ত্ত্যবাগ্বিক্রমবীর্য্যচেষ্টো জ্ঞানাদিবিজ্ঞানবলাদিভির্যঃ। উন্মাদকালোঽনিয়তশ্চ যস্য ভুতোত্থমুন্মাদমুদাহরেৎ তম্।।

প্রবৃদ্ধ বাতাদি দোষসকল, উন্মার্গ আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ বিমার্গগামী হইয়া মদ (চিত্তবিভ্রম) জন্মায় বলিয়া ইহাকে উন্মাদ কহে। উন্মাদ মানসব্যাধি।

অতিকুপিত বায়ু, পিত্ত, কফ ও মিলিত দোষত্রয় এবং মানসিক দুঃখ ও বিষসেবন এই ছয় কারণে ছয় প্রকার উন্মাদরোগ জন্মিয়া থাকে। অচিরোৎপন্ন অপ্রবৃদ্ধ উন্মাদ, মদ নামে অভিহিত। মানসদুঃখ ও বিষসেবনজনিত উন্মাদে যে-দোষের অনুবন্ধ থাকিবে, সেই দোষেরই চিকিৎসা করিবে। বিষজ উন্মাদে বিষঘ্ন ঔষধও অবশ্য প্রযোজ্য।

মিলিত ক্ষীরমৎস্যাদি বিরুদ্ধভোজন; বিষসংযুক্ত অন্নাদি ভোজন; অশুচি ভোজন; দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণগণের অবমাননা, ভয় বা হর্ষহেতুক চিত্তবিঘাত এবং বিষমাঙ্গন্যাস ও বলবান ব্যক্তির সহিত যুদ্ধকরণাদি বিষম চেষ্টা এইগুলি উন্মাদরোগের হেতু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

অল্পসত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির, বাতাদিদোষত্রয়, পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহ দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে দুষ্ট হইয়া, বুদ্ধির স্থান হৃদয়কে ও হৃদয়াশ্রিত মনোবহা দশটি ধমনীকে দূষিত করিয়া শীঘ্রই মনুষ্যের চিত্তকে বিকৃত করে।

বুদ্ধিভ্রম, চিত্তচাঞ্চল্য, পর্য্যাকুলা দৃষ্টি, অস্থিরতা, অসম্বদ্ধ বাক্যকথন ও হৃদয়ের শূন্যতা এইগুলি সর্ব্বপ্রকার উন্মাদের সাধারণ লক্ষণ। বাতিক উন্মাদের নিদান ও লক্ষণ—রুক্ষ শীতল ও অতি অল্প মাত্র অন্নভোজন, বিরেচন, ধাতুক্ষয় এবং উপবাস এই সকল কারণে বায়ু অতিকুপিত হইয়া, চিন্তাদিদুষ্ট হৃদয়কে দূষিত করত শীঘ্রই মনুষ্যের বুদ্ধি ও স্মৃতি নষ্ট করিয়া বাতোন্মাদ উপস্থিত করে; এই রোগে রোগী অনুপযুক্ত স্থলে হাস্য, ঈষদ্ধাস্য, নৃত্য, গীত, বাক্য, অঙ্গবিক্ষেপ ও রোদন করিয়া থাকে এবং তাহার দেহ রুক্ষ, কৃশ ও অরুণবর্ণ হয়। আহার পরিপাক হইলে বাতোন্মাদের বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পিত্তোন্মাদের নিদান ও লক্ষণ—কটু, অম্ল, বিদাহী, উষ্ণ ও অজীর্ণ ভোজনহেতু হিতাহিত জ্ঞানবিহীন অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পূর্ব্বসঞ্চিত পিত্ত, উদীর্ণ-বেগ হইয়া পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ চিন্তাদিদুষ্ট হৃদয়কে দূষিত এবং বুদ্ধি ও স্মৃতিকে প্রনষ্ট করিয়া শীঘ্রই অতি উগ্র পৈত্তিক উন্মাদ জন্মাইয়া থাকে। এই উন্মাদে অসহিষ্ণুতা, আডম্বরকরণ, বিবস্ত্রতা, তর্জ্জনগর্জ্জন (পরত্রাসন), দ্রুতবেগে পলায়ন, গাত্রসন্তাপ, ক্রোধপ্রকাশ, ছায়াসেবনেচ্ছা এবং শীতল পানভোজনে অভিলাষ ও দেহের পীতবর্ণতা এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

কফজ উন্মাদের নিদান ও লক্ষণ—শ্রমহীন ব্যক্তির সপিত্ত কফ অতিভোজনাদি দ্বারা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া বুদ্ধি ও স্মৃতি বিনাশপূর্ব্বক চিত্তের মোহ জন্মাইয়া উন্মাদরোগ উৎপাদন করে। এই কফজ উন্মাদে বাক্‌চেষ্টার অল্পতা, অরুচি, নারীপ্রিয়তা, বিজনপ্রিয়তা, নিদ্রা, বমি, লালাস্রাব, তঙ্মূত্রনেত্র-নখাদির শুক্লবর্ণতা ও ভোজনান্তে ব্যাধির বল, এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়।

সান্নিপাতিক উন্মাদের নিদান ও লক্ষণ—বাতাদি দোষত্রয় নিজ-নিজ বহু প্রকোপণহেতুতে প্রকুপিত হইয়া অতি ভয়ঙ্কর সান্নিপাতিক উন্মাদরোগ উৎপন্ন করে। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত বাতাদি ত্রিবিধ উন্মাদেরই লক্ষণসকল বিদ্যমান থাকে। ইহা অসাধ্য ব্যাধি। অন্যান্য সান্নিপাতিক রোগে যদিও পরস্পর-বিরুদ্ধধর্মী বলিয়া এক-দোষের শান্তি করিতে অপর দোষের বৃদ্ধি হয়, সুতরাং প্রত্যেক দোষের

স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র চিকিৎসায় ব্যাধির শান্তি হয় না, তথাপি আমলক্যাদি এমন কয়েকটি ত্রিদোষঘ্ন যোগ আছে, যদ্দ্বারা সেই সকল সান্নিপাতিক রোগের উপশম হইতে পারে; কিন্তু সান্নিপাতিক উন্মাদের ত্রিদোষ দ্বারা এরূপ সম্প্রাপ্তিবিশেষ হয় যে তাহা ত্রিদোষঘ্ন কোন ঔষধেই সাধ্য হয় না। অতএব ত্রিদোষজ উন্মাদ বর্জ্জনীয়।

চৌর, রাজপুরুষ, শত্রু বা তদ্বিধ অপর কাহারও দ্বারা বিশেষরূপে ত্রাস জন্মিলে অথবা ধনক্ষয়, বন্ধুনাশ বা অভিলষিত কামিনীর অপ্রাপ্তিহেতু মন প্রগাঢ়রূপে আহত হইলে উৎকটতম শোকজ উন্মাদ জন্মিয়া থাকে। ইহাতে রোগী বিপরীত-জ্ঞান অর্থাৎ কর্তব্যবিমূঢ় হয় ও অতি গোপনীয় বিবিধ মনের কথাসকলও প্রকাশ করিতে থাকে এবং কখনও গান করে, কখনও হাসে, কখনও বা কাঁদিতে থাকে।

বিষজনিত উন্মাদরোগে রোগী রক্তলোচন, শ্যাবানন, দৈন্যভাবাপন্ন, চেতনাশূন্য এবং বল, ইন্দ্রিয় ও কান্তিবিহীন হয়।

উন্মাদরোগে রোগী সর্ব্বদা উর্ধ্বমুখ বা অধোমুখ হইয়া থাকে এবং যদি অতিশয় কৃশ, দুর্ব্বল ও নিদ্রারহিত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার মৃত্যু আসন্নতর জানিবে।

ভূতোন্মাদরোগে রোগীর বাক্য, বিক্রম, শক্তি ও শারীরচেষ্টাসকল অমানুষিক হইয়া থাকে; এবং তাহার তত্ত্বজ্ঞান ও শিল্পজ্ঞানাদি বিষয়ক ক্ষমতা এরূপ বর্দ্ধিত হয় যে মনুষ্যে সেরূপ কখনওই সম্ভবে না। বাতিকাদি উন্মাদরোগের যেমন বৃদ্ধিকাল নির্দ্দিষ্ট আছে, ভূতোন্মাদ রোগের তেমন কোন নির্দ্দিষ্ট বৃদ্ধিকাল নাই।

উন্মাদরোগ চিকিৎসা

উন্মাদে বাতিকে পূর্ব্বং স্নেহপানং বিরেচনম্। পিত্তজে কফজে বান্তিঃ পরো বস্ত্যাদিকঃ ক্রমঃ।। যচ্চোপদেক্ষ্যতে কিঞ্চিদপস্মারচিকিৎসিতে। উন্মাদে তচ্চ কর্ত্তব্যং সামান্যাদ্ দোষদূষ্যয়োঃ।।

বাতিক উন্মাদে প্রথমত স্নেহপান, পৈত্তিকে বিরেচন এবং শ্লৈষ্মিকে বমনক্রিয়া ব্যবস্থেয়। তৎপরে স্নেহবস্তি, নিরূহণ ও শিরোবিরেচনাত্মক চিকিৎসা কর্ত্তব্য। দোষ ও দূষ্য পদার্থের তুল্যতাহেতু অপস্মার রোগের যে-চিকিৎসা, উন্মাদেরও সেই চিকিৎসা করণীয়।

জলাগ্নিদ্রুমশৈলেভ্যো বিষমেভ্যশ্চ তং সদা। রুক্ষেদুন্মাদিনং যত্নাৎ সদ্যঃ প্রাণহরং হি তৎ।।

উন্মাদরোগীকে জল, অগ্নি, বৃক্ষ, পর্ব্বত ও অন্যান্য বিষম স্থান হইতে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। যেহেতু এই সকল দ্বারা সদ্য প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে।

ব্রাহ্মীকুষ্মাণ্ডীফলষড়্গ্রন্থাশঙ্খপুষ্পিকাস্বরসাঃ। দৃষ্টা উন্মাদহৃতঃ পৃথগেতে কুষ্ঠমধুমিশ্রাঃ। অয়মর্থ—ব্রাহ্মীরসস্য তোলকচতুষ্টয়ং ৪, কুষ্ঠচূর্ণস্য মাষদ্বয়ং ২, মধুনঃ অষ্টৌ ৮ মাষাঃ, ইত্যেকো যোগঃ। কুষ্মাণ্ডবীজচূর্ণস্য অষ্টৌ ৮ মাষা; কুষ্ঠচূর্ণস্য মাষদ্বয়ং ২; মধুনঃ অষ্টৌ ৮ মাষাঃ; অয়ং দ্বিতীয়ো যোগঃ। শ্বেতবচচূর্ণস্য অষ্টৌ ৮ মাষাঃ; কুষ্ঠচূর্ণস্য মাষদ্বয়ং ২; মধুনঃ অষ্টৌ ৮ মাষাঃ; অয়ং তৃতীয়ো যোগঃ। শঙ্খপুষ্পীস্বরসস্য পলৈকং ১, কুষ্ঠচূর্ণস্য মাষদ্বয়ং ২, মধুনঃ অষ্টৌ ৮ মাষাঃ; অয়ং চতুর্থো যোগঃ। (ভাগ-টী।)

ব্রাহ্মীশাকের রস ৪ তোলা, কুড়চূর্ণ ২ মাষা ও মধু ৮ মাষা; অথবা পুরাতন কুষ্মাণ্ডের বীজচূর্ণ ৮ মাষা, কুড়চূর্ণ ২ মাষা ও মধু ৮ মাষা, কিংবা শ্বেতবচচূর্ণ ৮ মাষা, কুড়চূর্ণ ২ মাষা ও মধু ৮ মাষা; শঙ্খপুষ্পীর (চোরকাঁচকীর) স্বরস ৮ তোলা, কুড়চূর্ণ ২ মাষা ও মধু ৮ মাষা; এই চারটি যোগ প্রত্যেকে উন্মাদনাশক।

• দশমূলাম্বু সঘৃতং যুক্তং মাংসরসেন বা। সসিদ্ধার্থকচূর্ণং বা পুরাণং বৈককং ঘৃতম।।

ঘৃত বা মাংসযূষের সহিত দশমূলের ক্বাথ অথবা শ্বেতসর্ষপচূর্ণের সহিত পুরানো ঘৃত কিংবা কেবল পুরানো ঘৃত উন্মাদে হিতকর।

উগ্রগন্ধং পুরাণং স্যাদ্ দশবর্ষস্থিত ঘৃতম্। লাক্ষারসনিভং শীতং প্রপুরাণমতঃ পরম্।। (চরকটীকাকৃতস্তু কেচিদিমং শ্লোকমনার্ষং বদন্তি। কেচিদেকবর্ষাতীতং ঘৃতং পুরাণমিতি ব্রুবতে তন্ত্রান্তরসংবাদাৎ)।

দশবর্ষস্থিত উগ্র গন্ধযুক্ত ঘৃতকে পুরানো এবং দশ বর্ষের অধিক কালস্থিত লাক্ষারসের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট ও শীতবীর্য্য ঘৃতকে প্রপুরাণ কহে। (চরক টীকাকার এই বচনকে অনার্য কহেন। কেহ-কেহ বলেন, এক বৎসর অতীত হইলেই ঘৃতকে পুরানো বলা যায়)।

পুরাণমথবা সর্পিঃ পিবেৎ প্রাতরতন্দ্রিতঃ।

প্রত্যহ প্রাতে পুরাতন ঘৃত পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

শ্বেতোন্মত্তস্যোত্তরদিঙ্মূলসিদ্ধস্তু পায়সম্। গুড়াজ্যসংযুতং হন্তি সর্বোন্মাদাংস্তু দোষজান্।। শ্বেতোন্মত্তঃ ধবলধুস্তূরস্তস্য উত্তরদিশি স্থিতং মূলং প্ল ১ ক্ষুদ্র তণ্ডুল প্ল ৪ দুগ্ধ শরাব ৪ পায়সং সাধ্যম্। তদনুরূপে গুড়ঘৃতে দত্ত্বা খাদ্যমিতি মহেশ্বরঃ।

শ্বেতধুতূরা বৃক্ষের উত্তরভাগস্থ মূল ১ পল, তণ্ডুল ৪ পল, দুগ্ধ ৪ সের, ইহাতে যথোপযুক্ত গুড় ও ঘৃত দিয়া পায়স পাক করিবে। এই পায়স ভক্ষণ করিলে সর্ব্বপ্রকার উন্মাদ বিনষ্ট হয়। (ধুতূরামূলের পরিমাণ যাহা বলা যাইতেছে, এক্ষণে তাহা ব্যবহার হইতে পারে না, যেহেতু এখনকার মনুষ্যের অগ্নি ও বল নিতান্ত কম, অতএব ধুতূরামূল অতি অল্প মাত্রায় গ্রহণীয়)।

সংভোজ্য পিকমাংসং তং নির্ব্বাতে স্থাপয়েৎ সুখম্। ত্যক্ত্বা স্মৃতিমতিভ্রংশং সংজ্ঞাং লব্ধ্বা প্রবুধ্যতে।।

উন্মাদরোগীকে কোকিলের মাংস ভোজন করাইয়া নির্ব্বাত স্থানে যথেচ্ছ নিদ্রা যাইতে দিবে। ইহাতে স্মৃতিভ্রংশ ও মতিভ্রংশ দূর হইবে এবং রোগী সংজ্ঞালাভ করিয়া জাগরিত হইয়া উঠিবে।

কুষ্মাণ্ডবীজকল্কঞ্চ মধুনা দিবসত্রয়ম্। পীতোন্মাদং মহাঘোরং ব্যপহায় সুখী ভবেৎ।।

পুরানো কুষ্মাণ্ডের বীজ বাটিয়া মধুর সহিত তিন দিন পান করিলে উন্মাদরোগ নষ্ট হয়।

তর্জ্জনং ত্রাসনং দানং সান্ত্বনং হর্ষণং তথা। বিস্ময়ো বিস্মৃতের্হেতোর্নয়ন্তি প্রকৃতিং মনঃ।।

তর্জ্জন, ত্রাসোৎপাদন, অভিলষিত বিষয়দান, সান্ত্বনা, হর্ষোৎপাদন ও বিস্ময়জনন এই সকল দ্বারা পীড়ার বিস্মরণহেতু মন প্রকৃতিস্থ হয়।

অপক্বচটকী ক্ষীর-পীতোন্মাদবিনাশিনী। বদ্ধং সার্ষপতৈলাক্তমুত্তানঞ্চাতপে ন্যসেৎ।।

চটকপক্ষীর কাঁচা মাংস দুগ্ধে বাটিয়া তাহা উন্মাদরোগীকে পান করাইবে। সর্ব্বাঙ্গে সর্ষপ তৈল মাখাইয়া উন্মাদরোগীকে বাঁধিয়া উত্তানভাবে (চিৎ করাইয়া) রৌদ্রে রাখিবে।

সিদ্ধার্থকো হিঙ্গু বচা করঞ্জো দেবদারু চ। মঞ্জিষ্ঠা ত্রিফলা শ্বেতা কটভীত্বক্ কটুত্রয়ম্।। সমাংশানি প্রিয়ঙ্গুশ্চ শিরীষো রজনীদ্বয়ম্। বস্তমূত্রেণ পিষ্টোঽয়মগদঃ পানমঞ্জনম্।। নস্যমালেপনঞ্চৈব স্নানমুদ্বর্ত্তনং তথা। অপস্মারবিষোন্মাদ-গ্রহালক্ষ্মীপ্রশান্তয়ে। ভূতেভ্যশ্চ ভয়ং হন্তি রাজদ্বারে জ শস্যতে। সর্পিরেতেন সিদ্ধং বা সগোমূত্রং তদর্থকৃৎ।।

শ্বেতসর্ষপ, হিং, বচ, ডহরকরঞ্জ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, শ্বেত অপরাজিতা, লতাফটকীর ছাল,

ত্রিকটু, প্রিয়ঙ্গু, শিরীষবীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া উহা পান, অঞ্জন, নস্য, লেপন, স্নান (এতন্মিশ্রিত জলে) ও উদ্বর্ত্তন (ইহা দ্বারা গাত্রমর্দ্দন) রূপে ব্যবহার করিলে অপস্মার ও উন্মাদাদি রোগ প্রশমিত হয়। উক্ত দ্রব্যের কল্কে ও গোমূত্রে যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে উন্মাদ নিবারিত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণামরিচসিন্ধুত্থ-মধুগোপিত্তনির্ম্মিতম্। অঞ্জনং সর্ব্বভূতোত্থ-মহোন্মাদবিনাশনম্।।

পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব লবণ ও গোরোচনা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মধু দিয়া মাড়িবে। ইহার অঞ্জনে সর্ব্বভূতোত্থিত উন্মাদের শান্তি হয়।

ত্র্যষণাদ্যা বর্ত্তিঃ

ত্র্যষণং হিঙ্গু লবণং বচা কটুরোহিণী। শিরীষনক্তমালানাং বীজং গৌরাশ্চ সর্ষপাঃ।। গোমূত্রপিষ্টৈরেভিস্তু বর্ত্তির্নেত্রাঞ্জনে হিতা। হন্ত্যুন্মাদমপস্মারং তথা চাতুর্থকং জ্বরম্।।

ত্রিকটু, হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ, বচ, কটকী, শিরীষবীজ ও ডহরকরঞ্জার বীজ এবং শ্বেতসর্ষপ এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। নয়নে এই বর্ত্তির অঞ্জন দিলে উন্মাদ, অপস্মার ও চাতুর্থক জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে।

নিম্বাদি ধূপঃ

নিম্বপত্রবচাহিঙ্গু-সর্পনির্ম্মোকসর্ষপৈঃ। ডাকিন্যাদিহরো ধূপো ভূতোন্মাদবিনাশনঃ।।

নিমপত্র, বচ, হিঙ্গ, সাপের খোলস ও সর্ষপ, ইহাদের ধূপ দ্বারা ডাকিনী প্রভৃতি নিরাকৃত ও ভূতোন্মাদ নিবারিত হয়।

শিরীষপুষ্পং লশুনং শুণ্ঠী সিদ্ধার্থকং বচা। মঞ্জিষ্ঠা রজনী কৃষ্ণা বস্তমূত্রেণ পেষয়েৎ।। বটীচ্ছায়াসু শুষ্কা বা সা হিতা নাবনাঞ্জনে।।

শিরীষকুসুম, লশুন, শুঁঠ, শ্বেতসর্ষপ, বচ, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও পিপ্পলী এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণপূর্ব্বক বটিকা করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। উন্মাদরোগীকে ঐ বটীর নস্য ও অঞ্জন দিলে উপকার দর্শে।

কার্পাসাস্থিময়ূরপিচ্ছবৃহতীনির্ম্মাল্যপিণ্ডীতকৈস্ত্বগ্‌বাংশীবৃষদংশবিট্‌তুষবচাকেশাহিনির্ম্মোককৈঃ। গো-শৃঙ্গদ্বিপদন্তহিঙ্গুমরিচৈস্তুল্যৈস্তু ধূপঃ কৃতঃ স্কন্দোন্মাদপিশাচরাক্ষসসুরাবেশজ্বরঘ্নঃ স্মৃতঃ।।

কাপাসের বীজ, ময়ূরপুচ্ছ, বৃহতীফল, শিবনির্ম্মাল্য, মদনফল, বেণার মূল, বংশলোচন, বিড়ালের বিষ্ঠা, তুষ, বচ, চুল, সাপের খোলস, গরুর শৃঙ্গ, হস্তিদন্ত, হিং ও মরিচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ধূপ প্রদান করিলে নানাবিধ ভূতোন্মাদ ও জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দেবর্ষিপতৃগন্ধর্ব্বৈরুন্মত্তস্য চ বুদ্ধিমান্। বর্জ্জয়েদঞ্জনাদীনি তীক্ষ্ণানি ক্রূরমেব চ।।

দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগ্রহগণের আবেশহেতু বিকৃতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে তীক্ষ্ণ অঞ্জন ও ক্রূরকর্ম নিষিদ্ধ।

ইষ্টদ্রব্যবিনাশাৎ তু মনো যস্যাভিহন্যতে। তস্য তৎসদৃশপ্রাপ্ত্যা সান্ত্বাশ্বাসৈঃ শমং নয়েৎ।।

কোন প্রিয় দ্রব্যের বিনাশহেতু মনোবিকার উপস্থিত হইলে তৎসদৃশ প্রিয় দ্রব্য প্রাপণ সান্ত্বনা-আশ্বাস প্রদান দ্বারা পীড়ার উপশম চেষ্টা করিবে।

কামশোকভয়ক্রোধ-হর্ষের্য্যালোভসম্ভবান্। পরস্পরপ্রতিদ্বন্দ্বৈরেভিরেব শমং নয়েৎ।।

কাম, শোক, ভয়, ক্রোধ, হর্ষ, ঈর্ষা বা লোভহেতু উন্মাদরোগ উৎপন্ন হইলে কামাদির প্রতিদ্বন্দ্বীভাব উপস্থিত করিয়া পীড়াশান্তির চেষ্টা করিবে অর্থাৎ কাম-জন্য উন্মাদে শোক এবং ভয়জ উন্মাদে ক্রোধজনন দ্বারা রোগের চিকিৎসা করিবে।

সর্পিঃ পানাদিরাগন্তোর্মন্ত্রাদিশ্চের্য্যতে বিধিঃ।

আগন্তু অর্থাৎ ভূতাবেশাদির জন্য উন্মাদরোগে চৈতসাদি ঘৃতপান এবং মন্ত্রাদি বিধি হিতকর।

পূজাবল্যুপহারশান্তিবিধয়ো হোমেষ্টিমন্ত্রক্রিয়া দানং স্বস্ত্যয়নং ব্রতানি নিয়মঃ সত্যং জপো মঙ্গলম্।
প্রায়শ্চিত্তবিধানমঞ্জনবিধী রত্নৌষধীধারণং ভূতানামনুরূপমিষ্টচরণং গৌরীপতেরর্চ্চনম্।।

ভূতগ্রহগণের অর্চ্চনা, বলি উপহারাদি শান্তিকর্ম্ম, হোম, যজ্ঞ, ইষ্টমন্ত্রজপ, দান, স্বস্ত্যয়ন, ব্রতনিয়ম, সত্যকথন, জপ, মঙ্গলাচরণ, প্রায়শ্চিত্তবিধান, অঞ্জনবিধি ও রত্নৌষধিধারণ এবং রোগী যে-ভূত কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়াছে, সেই ভূতের অনুরূপ ইষ্টাচরণ ও শিবপূজা আগন্তুক উন্মাদে হিতকর।

যে চ স্যুর্ভুবি গুহ্যকাশ্চ প্রমথাস্তেষাং সমারাধনম্। দেবব্রাহ্মণপূজনঞ্চ শময়েদুন্মাদমাগন্তুকম্।।

পৃথিবীতে যে-সকল গুহ্যক ও প্রমথগণ বিচরণ করে তাহাদের আরাধনা, দেবতা ও ব্রাহ্মণের অর্চ্চন, এই সমস্ত দ্বারা আগন্তুক উন্মাদের প্রশান্তি করিবে।

সারস্বতং চূর্ণম্

কুষ্ঠাশ্বগন্ধে লবণাজমোদে দ্বে জীরকে ত্রীণি কটূনি পাঠা। মাঙ্গল্যপুষ্পী চ সমান্যমুনি সর্ব্বৈঃ সমানাঞ্চ বচাং বিচূর্ণ্য।। ব্রাহ্মীরসেনাখিলমেব ভাব্যং বারত্রয়ং শুষ্কমিদং হি চূর্ণম্।। অক্ষপ্রমাণং মধুনা ঘৃতেন লিহ্যান্নরঃ সপ্ত দিনানি চূর্ণম্।। সারস্বতমিদং চূর্ণং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা। হিতায় সর্ব্বলোকানাং দুর্ম্মেধসাং বিচেতসাম্।। এতস্যাভ্যাসতঃ পুংসাং বুদ্ধির্মেধা ধৃতিঃ স্মৃতিঃ। সম্পত্তি কবিতাশক্তিঃ প্রবর্দ্ধেতোত্ত-রোত্তরম্।।

কুড়, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব, যমানী (কেহ-কেহ বলেন বনযমানী), জীরা, কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, আকনাদি এবং শঙ্খপুষ্পী প্রত্যেক সমভাগ, সকলের সমান বচচূর্ণ; একত্র করিয়া ব্রাহ্মীশাকের রস দ্বারা তিনবার ভাবনা দিবে। শুষ্ক হইলে পুনর্ব্বার চূর্ণ করিয়া ২ তোলা পরিমাণে ঘৃত ও মধু-সহ ৭ দিন সেবন করিবে। এই ঔষধ মেধাবিহীন এবং বিকলচিত্ত ব্যক্তির নিমিত্ত পুরাকালে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে বুদ্ধি, মেধা, ধৈর্য্য, স্মৃতি, সম্পত্তি ও কবিত্বশক্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়।

উন্মাদ পর্পটীরসঃ

কৃষ্ণধুস্তুরজৈর্বীজৈঃ পঞ্চভিঃ পর্পটীরসঃ। সংপ্রযোজ্যো নিহন্ত্যেষ উন্মাদং ভূতসম্ভবম্।।

কালধুতূরার ৫টি বীজ ক্ষেতপাপড়ার রসে মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে ভুতোন্মাদ প্রশমিত হয়।

উন্মাদগজাঙ্কুশঃ

ত্রিদিনং কনকদ্রাবৈর্মহারাষ্ট্রীরসৈঃ পুনঃ। বিষমুষ্টিদ্রবৈঃ সূতং সমুত্থাপ্যার্কচক্রিকাম্।। কৃত্বা তপ্তাং সগন্ধাং তাং যুক্ত্যা বন্ধনমাচরেৎ। তৎসমং কানকং বীজমভ্রকং গন্ধকং বিষম্।। মর্দ্দয়েৎ ত্রিদিনং সর্ব্বং বল্লমাত্রং প্রযোজয়েৎ। দোষোন্মাদং দ্রুতং হন্তি ভূতোন্মাদং বিশেষতঃ।।

উপযুক্ত পরিমাণে পারদ লইয়া যথাক্রমে ধুতূরার রসে, বামুনহাটীর রসে এবং কুঁচিলার রসে তিন

দিবস মর্দ্দন করিয়া উর্ধ্বপাতন করিবে। পরে তাহা সমভাগ গন্ধকের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাম্রচক্রিকায় স্থাপনপূর্ব্বক পুট দিবে। পশ্চাৎ উহার সহিত সমভাগ ধুতূরাবীজ, অভ্র, গন্ধক ও বিষ মিশ্রিত করিয়া জল-সহ তিন দিবস মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ২ রতি। উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিলে উন্মাদ ও ভূতোন্মাদ প্রশমিত হয়।

উন্মাদগজকেশরী রসঃ

সূতং গন্ধং শিলাতুল্যং স্বর্ণবীজং বিচূর্ণ্য চ। ভাবয়েদুগ্রগন্ধায়াঃ ক্বাথে মুনিদিনৈঃ পৃথক্।। রাস্নাক্বাথেন সপ্তৈব ভাবয়িত্বা বিচূর্ণয়েৎ। রসঃ সঞ্জায়তে নূনমুন্মাদগজকেশরী।। অস্য মাসঃ সসর্পিষ্কো লীঢ়ো হন্তি হঠাদ্‌গদম্। উন্মাদখ্যমপস্মারং ভূতোন্মাদমপি জ্বরম্।।

পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা ও ধুতূরাবীজ, সমভাগে লইয়া বচের ক্বাথে ৭ দিন ও রাস্নার ক্বাথে ৭ দিন ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে। ইহা ১ মাষা মাত্রায় ঘৃত-সহ সেবন করিলে উন্মাদ, অপস্মার, ভূতোন্মাদ প্রভৃতি নিরাকৃত হইয়া থাকে।

উন্মাদভঞ্জনো রসঃ

ত্রিকটু ত্রিফলা চৈব গজপিপ্পলিকা তথা। বিড়ঙ্গঞ্চ দেবদারু কিরাতং কটুকী তথা।। কণ্টকারী চ যষ্টীন্দ্র-যবং চিত্রকমেব চ। বলা চ পিপ্পলীমূলং মূলঞ্চ বীরণস্য চ।। শোভাঞ্জনস্য বীজানি ত্রিবৃতা চেন্দ্রবারুণী। বঙ্গং রূপ্যমভ্রকঞ্চ প্রবালং সমভাগিকম্।। সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহং সলিলেন বিমর্দ্দয়েৎ। উন্মাদমপি ভূতোত্থ-মুন্মাদং বাতজং তথা।। অপস্মারং তথা কার্শ্যং রক্তপিত্তং সুদারুণম্। নাশয়েদবিকল্পেন রসশ্চোন্মাদ-

ত্রিকটু, ত্রিফলা, গজপিপ্পলী, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিরতা, কটকী, কণ্টকারী, যষ্টিমধু, ইন্দ্রযব, চিতামূল, বেড়েলামূল, পিপুলমূল, বেণার মূল, সজিনাবীজ, তেউড়ীমূল, রাখালশসার মূল, বঙ্গ, রৌপ্য, অভ্র ও প্রবাল প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ; সকলের সমান লৌহচূর্ণ দিয়া জলে মর্দ্দন করত ২ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার উন্মাদ, অপস্মার, কার্শ্য ও সুদারুণ রক্তপিত্ত রোগ বিনষ্ট হয়।

ভূতাঙ্কুশো রসঃ

সূতায়স্তারতাম্রঞ্চ মুক্তা চাপি সমং সমম্। সূতপাদং তথা বজ্রং তালং গন্ধং মনঃশিলা।। তুত্থং শিলাঞ্জনং শুদ্ধমহিফেনং রসাঞ্জনম্। পঞ্চানাং লবণানাঞ্চ প্রতিভাগং রসোন্মিতম্।। ভৃঙ্গরাজচিত্রাবজ্রী-দুগ্ধেনাপি বিমর্দ্দয়েৎ। দিনান্তে পিণ্ডিতং কৃত্বা রুদ্ধ্বা গজপুটে পচেৎ।। ভূতাঙ্কুশো রসো নাম নিত্যং গুঞ্জাদ্বয়ং লিহেৎ। আর্দ্রকস্য রসেনাপি ভূতোন্মাদনিবারণঃ।। পিপ্পল্যাক্তং পিবেচ্চানু দশমূলকষায়কম্। স্বেদয়েৎ কটুতুম্ব্যা চ তীক্ষ্ণং রুক্ষঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।। মাহিষঞ্চ ঘৃতং ক্ষীরং গুর্ব্বন্নমপি ভোজয়েৎ। অভ্যঙ্গঃ কটুতৈলেন হিতো ভূতাঙ্কুশে রসে।।

পারদ, লৌহ, রূপা, তাম্র ও মুক্তা প্রত্যেক ১ তোলা, হীরা ২ মাষা, হরিতাল, গন্ধক, মনছাল, তুঁতে, শিলাজতু, অহিফেন, রসাঞ্জন ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ তোলা। এই সকল দ্রব্য ভৃঙ্গরাজ, দন্তী ও সীজদুগ্ধে মর্দ্দনপূর্ব্বক দিনান্তে পিণ্ডাকার করিয়া যথানিয়মে গজপুটে পাক করিবে। ইহার মাত্রা ২ রতি। অনুপান আদার রস। এই ঔষধ সেবন করাইয়া দশমূলের ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে এবং তিৎলাউয়ের স্বেদ প্রদান করিবে। তীক্ষ্ণ ও রুক্ষ দ্রব্য বর্জ্জনীয়। মাহিষঘৃত দুগ্ধ ও গুরুপাক অন্নভোজন এবং গাত্রে সর্ষপ তৈল মর্দ্দন করাইবে। ইহা ভূতোন্মাদ নিবারণ করে।

চতুর্ভুজরসঃ

মৃতসূতস্য ভাগৌ দ্বৌ ভাগৈকং হেমভস্মকম্। শিলা কস্তুরিকা তালং প্রত্যেকং হেমতুল্যকম্।। সর্ব্বং খল্লতলে ক্ষিপ্ত্বা কন্যয়া মর্দ্দয়েদ্দিনম্। এরণ্ডপত্রৈরাবেষ্ট্য ধান্যরাশৌ দিনত্রয়ম্।। সংস্থাপ্য চ তদুদ্ধৃত্য সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ। এতদ্রসায়নশ্রেষ্ঠং ত্রিফলামধুমর্দ্দিতম্।। তদযথাগ্নিবলং খাদেদ্ বলীপলিত-নাশনম্। অপস্মারে জ্বরে কাসে শোষে মন্দানলে ক্ষয়ে।। হস্তকম্পে শিরঃকম্পে গাত্রকম্পে বিশেষতঃ। বাতপিত্তসমুত্থাংশ্চ কফজান্ নাশয়েদ্ ধ্রুবম। চতুর্ভুজরসো নাম মহেশেন প্রকাশিতঃ।।

রসসিন্দূর ২ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ, মনঃশিলা ১ ভাগ, মৃগনাভি ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ; সমস্ত দ্রব্য ১ দিন ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া একটি গোলক প্রস্তুত করিবে। পরে ঐ গোলকটি ভেরেণ্ডাপত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া ৩ দিন ধান্যরাশির মধ্যে রাখিবে; রোগের অবস্থানসারে এক-একটি বটী ত্রিফলাচূর্ণ ও মধুসহ ভক্ষণ করিবে। এই ঔষধ সেবনে উন্মাদরোগ ও বলী-পলিত নাশ হয় এবং অপস্মার, জ্বর, কাস, শোষ, ক্ষয়, মন্দাগ্নি, হস্তকম্প, শিরঃকম্প, গাত্রকম্প এবং বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক সর্ব্বপ্রকার রোগও নষ্ট হইয়া থাকে।

লশুনাদ্যং ঘৃতম্

লশুনস্যাবিনষ্টস্য তুলার্দ্ধং নিস্তুষীকৃতম্। তদর্দ্ধং দশমূল্যাস্তু দ্ব্যাঢ়কোহ্‌পাং বিপাচয়েৎ।। পাদশেষে ঘৃতপ্রস্থং লশুনস্য রসং তথা। কোলমূলকবৃক্ষাম্ল-মাতুলুঙ্গার্দ্রকে রসৈঃ।। দাড়িমাম্বুসুরামস্তু-কাঞ্জিকাম্লৈস্তদর্দ্ধকৈঃ। সাধয়েৎ ত্রিফলাদারু-লবণব্যোষদীপ্যকৈঃ।। যমানীচব্যহিঙ্গ্বম্ল-বেতসৈশ্চ পলার্দ্ধিকৈঃ। সিদ্ধমেতৎ পিবেৎ শূল-গুল্মার্শোজঠরাপহম্।। ব্রধ্ন পাণ্ড্বাময়প্লীহ-যোনিদোষক্রিমিজ্বরান্। বাতশ্লেষ্মাময়াংশ্চান্যা-নুন্মাদাংশ্চাপকর্ষতি।।

বিশুদ্ধ ও খোসাহীন লশুন ৫০ পল, মিলিত দশমূল ২৫ পল, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের। এই ক্বাথ এবং লশুনের রস ৪ সের, বদরীরস, মূলার রস, মহাদার রস, ছোলঙ্গ লেবুর রস, আদার রস, দাড়িমের রস, সুরা, দধির মাত ও কাঁজি ২ সের পরিমিত (কাহারও মতে ৪ সের); এই সকলের প্রত্যেকের রসের সহিত ঘৃত ৪ সের পাক করিবে। কল্কার্থ—ত্রিফলা, দেবদারু, সৈন্ধব, ত্রিকটু, বনযমানী, যমানী, চই, হিঙ্গু ও থৈকল প্রত্যেক ৪ তোলা পরিমাণে লইয়া ঘৃতে প্রদান করিবে। এই ঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে শূল, গুল্ম, অর্শ, উদরাময়, ব্রধ্ন, পাণ্ডুরোগ, প্লীহা, যোনিদোষ, ক্রিমি, জ্বর ও বিবিধ উন্মাদরোগ বিনষ্ট হয়।

পানীয়কল্যাণকং ঘৃতম্

বিশালা ত্রিফলা কৌন্তী দেবদার্ব্বেলবালুকম্। স্থিরা নতং হরিদ্রে দ্বে শারিবে দ্বে প্রিয়ঙ্গুকম্।। নীলোৎপলৈ-লামঞ্জিষ্ঠা দন্তী দাড়িমকেশরম্। তালীশপত্রং বৃহতী মালত্যাঃ কুসুমং নবম্।। বিড়ঙ্গং পৃশ্নীপর্ণী চ কুষ্ঠং চন্দনপদ্মকৌ। অষ্টাবিংশতিভিঃ কল্কৈরেতৈরক্ষসমন্বিতৈঃ।। চতুর্গুণং জলং দত্ত্বা ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। অপস্মারে জ্বরে কাসে শোষে মন্দানলে ক্ষয়ে।। বাতরক্তে প্রতিশ্যায়ে তৃতীয়কচতুর্থকে। বম্যর্শোমূত্রকৃচ্ছ্রে চ বিসর্পোপহতেষু চ।। কণ্ডূপাণ্ড্বাময়োন্মাদ-বিষমেহগরেষু চ। ভূতোপহতচিত্তানাং গদ্গদানামরেতসাম্।। শস্তং স্ত্রীণাঞ্চ বন্ধ্যানাং বর্ণায়ুর্ব্বলবর্দ্ধনম্। অলক্ষ্মীপাপরক্ষোঘ্নং সর্ব্বগ্রহনিবারণম্।। কল্যাণকমিদং সর্পিঃ শ্রেষ্ঠং পুংসবনেষু চ।।

ঘৃত ৪ সের; কল্কার্থ—রাখালশসার মূল, ত্রিফলা, রেণুক, দেবদারু, এলবালক, শালপাণি, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল (নীল সুঁদি), এলাইচ,

মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িমবীজ, নাগকেশর, তালীশপত্র, বৃহতী, মালতীর নবপুষ্প, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, এই ২৮ খানি দ্রব্যের প্রত্যেকের ২ তোলা। পাকার্থ জল ১৬ সের। মাত্রা ২ তোলা, ইক্ষুচিনি ও উষ্ণদুগ্ধসহ সেব্য। এই ঘৃত পান করিলে অপস্মার, জ্বর, কাস, শোষ, মন্দাগ্নি, ক্ষয়, বাতরক্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র, উন্মাদ ও অন্যান্য অনেক রোগ উপশমিত হয়। ইহা বল, বর্ণ ও আয়ুর্ব্বর্দ্ধক। এই ঘৃত পুংসবনকালে স্ত্রীলোকদিগকে সেবন করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

ক্ষীরকল্যাণকং ঘৃতম্

দ্বিজলস্তু চতুঃক্ষীরং ক্ষীরকল্যাণকন্ত্বিদম্।।

পানীয়কল্যাণ ও ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত উভয়ই প্রায় একপ্রকার; বিশেষ এই যে ক্ষীরকল্যাণ ঘৃতে ঘৃতের দ্বিগুণ জল এবং চতুর্গুণ দুগ্ধ দিয়া ঘৃত পান করিতে হয়; কল্কদ্রব্যসকল উভয়ের একই জানিবে।

মহাকল্যাণকং ঘৃতম্

এভ্য এব স্থিরাদীনি জলে পক্ত্বৈকবিংশতিম্। রসে তস্মিন্ পচেৎ সর্পির্গৃষ্টিক্ষীরং চতুর্গুণম্।। বীরাদ্বিমাষ-কাকোলী স্বয়ংগুপ্তর্ষভর্দ্ধিভিঃ।। মেদয়া চ সমৈঃ কল্কৈস্তৎ স্যাৎ কল্যাণকং মহৎ। বৃংহণীয়ং বিশেষেণ সন্নিপাতহরং পরম্।।

শালপাণি, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িমবীজ, নাগকেশর, তালীশপত্র, বৃহতী, মালতীর নবপুষ্প, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ এই সকলের ক্বাথ ৪ সের ও গৃষ্টিক্ষীর (অর্থাৎ একবার প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ) ১৬ সেরের সহিত ঘৃত ৪ সের পাক করিবে। কল্কদ্রব্য যথা—উত্তমরূপে পেষিত অথবা কুট্টিত চাকুলে, মাষাণী, মগানী, (কাহারও মতে রাজমাষ ও ক্ষেত্রমাষ), কাকোলী, শূকশিম্বী, ঋষভক, ঋদ্ধি, মেদা প্রত্যেক এক পল। এই ঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে উন্মাদরোগের শান্তি এবং শরীরের মাংসবৃদ্ধি হয়, বিশেষত সন্নিপাত বিনষ্ট হইয়া থাকে।

চৈতসঘৃতম্

পঞ্চমূল্যাবকাশ্মর্য্যৌ রাস্নৈরগুত্রিবৃদ্‌বলাঃ। মূর্ব্বাশতাবরী চেতি ক্বাথৈর্দ্বিপলিকৈরিমৈঃ।। কল্যাণকস্য চাঙ্গেন তদ্‌ঘৃতং চৈতসং স্মৃতম্। সর্ব্বচেতোবিকারাণাং শমনং পরমং মতম্।। ঘৃতপ্রস্থোহত্র পক্তব্য ক্বাথো দ্রোণাম্ভসা ঘৃতাৎ। চতুর্গুণোহত্র সম্পাদ্যঃ কল্কঃ কল্যাণকেরিতঃ।।

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ—গাম্ভারীবর্জ্জিত দশমূল, রাস্না, এরণ্ডমূল, তেউড়ীমূল, বেড়েলা, মূর্ব্বামূল ও শতমূলী ইহাদের প্রত্যেকের ২ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—পানীয়কল্যাণোক্ত ২৮টি দ্রব্যের প্রত্যেক ২ তোলা। জল ১৬ সের। ইহা চিত্তবিকারশান্তির অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হিঙ্গ্বাদ্যং ঘৃতম্

হিঙ্গসৌবর্চ্চলব্যোষৈর্দ্বিপলাংশৈর্ঘৃতাঢ়কম্।। চতর্গুণে গবাং মূত্রে সিদ্ধমন্মাদনাশনম্।। অপস্মারং মহাঘোরং সুচিরোত্থং জয়েদ্ ধ্রুবম্।।

ঘৃত ১৬ সের। গোমূত্র ৬৪ সের। কল্কার্থ—হিঙ্গু, সচললবণ, ত্রিকটু প্রত্যেকের ২ পল। এই ঘৃত পান করিলে উন্মাদ ও উৎকট অপস্মার রোগের শান্তি হয়।

মহাপৈশাচিকং ঘৃতম্

জটিলা পূতনা কেশী চারটী মর্কটী বচা। ত্রায়মাণা জয়া বীরা চোরকঃ কটুরোহিণী।। কায়স্থা শূকরী চ্ছত্রা সাতিচ্ছত্রা পলঙ্কষা। মহাপুরুষদন্তা চ বয়ঃস্থা নাকুলীদ্বয়ম্।। কটুম্ভরা বৃশ্চিকালী স্থিরা চৈব চ তৈর্ঘৃতম্। সিদ্ধং চাতুর্থকোন্মাদ-গ্রহাপস্মারনাশনম্।। মহাপৈশাচিকং নাম ঘৃতমেতদ্ যথামৃতম্। মেধাবুদ্ধিস্মৃতিকরং বালানাঞ্চাঙ্গবর্দ্ধনম্।।

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ—জটামাংসী, হরীতকী, ভূতকেশী, কুম্ভাডুলতা (কেহ-কেহ বলেন বামুনহাটী) আলকুশীবীজ, বচ, বলাডুমুর, জয়ন্তী, ক্ষীরকাকোলী, চোরকাঁচকী, কটকী, ছোট এলাইচ, বারাহীকন্দ (চামার আলু), মৌরি, শুলফা, গুগগুলু, শতমূলী বা অপরাজিতা, ব্রাহ্মী (কেহ-কেহ বলেন গুলঞ্চ) রাস্না, গন্ধরাস্না, গন্ধভাদুলে (বা লতাফটকী), বিছাটী ও শালপাণি এই সমুদায় মিলিত ১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। ইহা পান করিলে উন্মাদ ও অপস্মারাদি নানা রোগ নষ্ট হয় এবং বুদ্ধি ও স্মৃতি প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে। ইহা বালকদিগের অঙ্গবর্দ্ধক।

শিবাঘৃতম্

শিবায়াস্তু সুপূতায়াঃ পঞ্চাশৎ পললাৎ পরম্। পঞ্চ পঞ্চ সমাদায় পঞ্চমূলীযুগাৎ পৃথক্।। কুট্টয়িত্বা চতুঃষষ্টি-শরাবৈরম্ভসাং পৃথক্। পক্ত্বা পাদাবশেষেণ তেন ক্বাথোদকেন চ।। ক্ষীরস্যাষ্টাভিরাজ্যস্য শরাবাণাং চতুষ্টয়ম্। যষ্টীমধুকমঞ্জিষ্ঠা কুষ্ঠচন্দনপদ্মকৈঃ।। বিভীতকশিবাধাত্রী-ক্রান্তাতগরপাদিকৈঃ। বিড়ঙ্গাদাড়িমীদেব-দারুদন্তীহরেণুভিঃ।। তালীশকেশরশ্যামা-বিশালাশালপর্ণিভিঃ। প্রিয়ঙ্গুমালতীপুষ্প-কাকোলীযগলোৎপলৈঃ।। হরিদ্রাযগলানন্তা-মেদৈলাহরিবালকৈঃ। সপৃশ্নিপর্ণিকৈরেতৈঃ কল্কৈ-রক্ষসমন্বিতৈঃ।। সিদ্ধমেতদ্ ঘৃতং যচ্চ তন্মে নিগদতঃ শৃণু। দেবাসুরগ্রহগ্রস্তে মানসে রাক্ষসক্ষতে।। গন্ধর্ব্বধর্ষিতে চৈব পিতৃগ্রহনিপীড়িতে। ভূতৈরপ্যভিভূতে চ পিশাচৈশ্চ পরিপ্লুতে।। ভুজঙ্গমগৃহীতে চ তথা জাঙ্গলভক্ষিতে। যক্ষৈরপি পরিক্ষিপ্তে ভয়ৈপ্যর্দ্দিতে ভৃশম্।। শস্যতে সর্ব্ববাতে চ সর্ব্বাপস্মার এব চ। শোষে সোরঃক্ষতে কাসে পীনসে চ মহাত্যয়ে।। মেহে মূত্রগ্রহে চৈব জ্বরে জীর্ণে চ শস্যতে। বৃষ্যং পুনর্নবকরং বন্ধ্যানামপি পুত্রদম্।। শ্রীবিন্ধ্যবাসিপাদেন সিদ্ধিদং সমুদীরিতম্। শিবাঘৃতমিদং নাম্না শিবায়োন্মাদিনং সদা।। "শৃগালবর্হিণোঃ পাকে পুমাংসং তত্র দাপয়েৎ।। ময়ূরী জম্বূকীচ্ছাগী বীর্য্যহীনা স্বভাবতঃ।।"

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ শৃগালের মাংস ৬।০ সের, এবং দশমূল প্রত্যেক পাঁচ-পাঁচ পল অর্থাৎ মিলিত ৬।০ সের। জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ৮ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বহেড়া, হরীতকী, আমলা, বৃহতী, তগরপাদুকা, বিড়ঙ্গ, দাড়িমবীজ, দেবদারু, দন্তীমূল, রেণক, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, শ্যামালতা, রাখালশসার মূল, শালপাণি, প্রিয়ঙ্গু, মালতীফল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, নীলোৎপল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, মেদা, এলাইচ, এলবালুক ও চাকুলে প্রত্যেকের ২ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে নানাবিধ উন্মাদ, অপস্মার, কাস, শোষ, উরঃক্ষত ও অন্যান্য অনেক রোগ উপশমিত হয়। ইহাতে শুক্রবৃদ্ধি হইয়া পুনরায় শরীর নূতন হয়। বন্ধ্যা স্ত্রীলোকদিগের ইহা পরম হিতকারী।

"পরুষজাতীয় শৃগাল ও ময়ূরের মাংস গ্রহণ করিতে হয়, কারণ তাহাদের স্ত্রীজাতি স্বভাবত বীর্য্যহীন। অতএব এই শিবাঘৃতে পুরুষজাতীয় শৃগালের মাংস গ্রহণ করিবে।"

কল্যাণকঞ্চ যুঞ্জীত মহদ্বা চৈতসং ঘৃতম্। তৈলং নারায়ণং বাথ মহানারায়ণং তথা।। ঋতে পিশাচাদন্যেষু প্রতিকূলং ন বাচরেৎ। রোগিণং ভিষজং যৎ তে ক্রুদ্ধা হন্যুম্ হৌজসঃ।।

মহাকল্যাণ ঘৃত বা চৈতস ঘৃত, নারায়ণ তৈল ও মহানারায়ণ তৈল, উন্মাদরোগে প্রয়োগ করিবে। পিশাচ ভিন্ন অন্য কোন গ্রহেরই প্রতিকূল আচরণ করিবে না। কারণ তাহারা ক্রুদ্ধ হইলে রোগীকে অথবা চিকিৎসককে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

উন্মাদরোগে পথ্যানি

আশ্বাসনত্রাসনবন্ধনানি ভয়ানি দানানি চ হর্ষণানি। ধূপো দমো বিস্মরণং প্রদেহঃ শিরাব্যধঃ সংশমনঞ্চ সেকঃ।। আশ্চর্য্যকর্ম্মাণি চ ধূমপানং ধীধৈর্য্যসত্ত্বাত্মনিবেদনানি। অভ্যঞ্জনং স্নাপনমাসনঞ্চ নিদ্রা সুশীতান্য-নুলেপনানি। গোধূমমুদ্গারুণশালয়শ্চ ধারোষ্ণদুগ্ধং শতধৌতসর্পিঃ। ঘৃতং নবীনঞ্চ পুরাতনঞ্চ কূর্ম্মামিষং ধন্বরসা রসালম্।। পুরাণকুষ্মাণ্ডফলং পটোলং ব্রহ্মীদলং বাস্তুকতণ্ডুলীয়ম্। খরাশ্বমূত্রং গগনাম্বু পথ্যা সুবর্ণচূর্ণানি চ নারিকেলম্। দ্রাক্ষা কপিত্থং পনসঞ্চ বৈদ্যৈর্বিধেয়মুন্মাদগদেষু পথ্যম্।।

আশ্বাসবাক্য, ত্রাসজনক বাক্য, বন্ধন, ভয়, দান, হর্ষ, ধূপ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, রোগের বিস্মৃতি, প্রলেপন, শিরাবেধ, সংশমন ঔষধ, পরিষেচন, বিস্ময়জনক কার্য্য, ধূমপান, বুদ্ধি, ধীরতা, সত্ত্বগুণ, আত্মবর্ণন, তৈলমর্দ্দন, স্নান, স্থিরভাবে অবস্থিতি, নিদ্রা, শীতল অনুলেপন, গোধূম, মুগ, রক্তশালি, ধারোষ্ণ দুগ্ধ, শতধৌত ঘৃত, নূতন ঘৃত, পুরাতন ঘৃত, কচ্ছপের মাংস, মরুদেশজাত মৃগপক্ষীর মাংসরস, শিলারস, পুরানো কুমড়া, পটল, ব্রাহ্মীশাক, বেতোশাক, নটেশাক, গাধার মূত্র, অশ্বমূত্র, বৃষ্টির জল, হরীতকী, জারিত স্বর্ণ, নারিকেল, কিসমিস, কয়েতবেল ও কাঁঠাল এই সমস্ত উন্মাদরোগে পথ্য।

উন্মাদরোগেঽপথ্যানি

মদ্যং বিরুদ্ধাশনমুষ্ণভোজনং নিদ্রাক্ষধাতৃট্কৃতবেগধারণম্। ব্যবায়মাষাঢ়ফলং কঠিল্লকং শাকানি পত্রপ্রভবানি সর্ব্বশঃ।। তিক্তানি বিম্বীঞ্চ ভিষক্ সমাদিশেদুন্মাদরোগোপহতেষু গর্হিতম্।।

মদ্য, বিরুদ্ধভোজন, উষ্ণদ্রব্য ভোজন, নিদ্রা, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বেগধারণ, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, পলাশবীজ, করলা, পত্রশাক, তিক্তদ্রব্য এবং তেলাকুচা এই সকল উন্মাদরোগে পরিত্যাগ করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে উন্মাদরোগাধিকারঃ।

অপস্মাররোগাধিকার

অপস্মার-নিদানম্

চিন্তাশোকাদিভির্দোষাঃ ক্রুদ্ধা হৃৎস্রোতসি স্থিতাঃ। কৃত্বা স্মৃতেরপধ্বংসমপস্মারং প্রকুর্ব্বতে।। তমঃপ্রবেশঃ সংরম্ভো দোষোদ্রেকহতস্মৃতেঃ। অপস্মার ইতি জ্ঞেয়ো গদো ঘোরশ্চতুর্ব্বিধঃ।। হৃৎকম্পঃ শূন্যতা স্বেদো ধ্যানং মূর্চ্ছা প্রমূঢ়তা। নিদ্রানাশশ্চ তস্মিংশ্চ ভবিষ্যতি ভবত্যথ।। কম্পতে প্রদশেদ্ দন্তান্ ফেনোদ্বামী শ্বসিত্যপি। পরুষারুণকৃষ্ণানি পশ্যেদ্রূপাণি চানিলাৎ।। পীতফেনাঙ্গবক্ত্রাক্ষঃ পীতাসৃগ্রূপ-দর্শকঃ। সতৃষ্ণোষ্ণানলব্যাপ্ত-লোকদর্শী চ পৈত্তিকঃ।। শুক্লফেনাঙ্গবক্ত্রাক্ষঃ শীতহৃষ্টাঙ্গজো গুরুঃ। পশ্যেচ্ছুক্লানি রূপাণি শ্লৈষ্মিকো মুচ্যতে চিরাৎ।। সর্ব্বৈরেতৈঃ সমস্তৈশ্চ লিঙ্গৈর্জ্ঞেয়স্ত্রিদোষজঃ।।

চিন্তাশোকাদি কারণে অতি প্রবৃদ্ধ বাতাদি দোষসকল হৃদয়ে অবস্থানপূর্ব্বক স্মৃতিশক্তি নাশ করিয়া এই ঘোরতর ব্যাধি উৎপাদন করে, তজ্জন্য ইহার নাম অপস্মার (মৃগীরোগ)। এই ভয়ঙ্কর অপস্মার রোগ চারি প্রকার। অন্ধকার দর্শন (জ্ঞানাভাব) ও সংরম্ভ (নেত্রবিকৃতি ও হস্তপদাদি-বিক্ষেপ) সকল অপস্মারেরই সাধারণ লক্ষণ। অপস্মার রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে হৃদয়ের কম্পন ও শূন্যতা, ঘর্ম্মাগম, অতিচিন্তা, মনোমোহ, ইন্দ্রিয়মোহ ও নিদ্রানাশ, এই সকল পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়।

অনিলজ অপস্মার রোগে রোগী কাঁপে, দন্ত দ্বারা দন্ত দংশন ও ফেন বমন করে, ঘন-ঘন নিশ্বাস ফেলিতে থাকে এবং অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ রুক্ষ দেহবিশিষ্ট অবাস্তবিক প্রাণীসকল দর্শন করে।

পৈত্তিক অপস্মারে রোগীর মুখনিঃসৃত ফেন এবং সর্ব্বাঙ্গ বিশেষত মুখ ও চক্ষু পীতবর্ণ হয়। সে পীত বা লোহিতবর্ণ অবাস্তবিক রূপ দর্শন করে, সমস্ত বস্তুকেও পীত বা লোহিতবর্ণ দেখে এবং তৃষ্ণার্ত্ত ও উষ্ণদেহ হইয়া থাকে। আর তাহার বোধ হয়, যেন সমস্ত জগৎ অনলব্যাপ্ত হইয়াছে।

শ্লৈষ্মিক অপস্মারে রোগীর ফেন এবং অঙ্গ বিশেষত মুখ ও চক্ষু শুক্লবর্ণ, গাত্র শীতল গুরু ও রোমাঞ্চিত হয়। সে শুক্লবর্ণ অবাস্তবিক প্রাণীসকল দর্শন করে। বাতজ ও পিত্তজ অপস্মার অপেক্ষা ইহাতে অনেক বিলম্বে চেতনালাভ হইয়া থাকে।

যাহাতে বাতজাদি ত্রিবিধ অপস্মারেরই লক্ষণসকল দৃষ্ট হইবে, তাহাকে ত্রিদোষজ অপস্মার বলিয়া বিবেচনা করিবে।

অপস্মার চিকিৎসা

বাতিকং বস্তিভিঃ প্রায়ঃ পৈত্তং প্রায়ো বিরেচনৈঃ । শ্লৈষ্মিক বমনপ্রায়ৈরপস্মারমুপাচরেৎ ।।

বস্তিপ্রধান ক্রিয়া দ্বারা বাতিক, বিরেচনপ্রধান ঔষধাদি দ্বারা শ্লৈষ্মিক অপস্মারের চিকিৎসা করিবে।

মনোহ্বা তার্ক্ষ্যজঞ্চৈব শকৃৎ পারাবতস্য চ। অঞ্জনং হন্ত্যপস্মারমুন্মাদঞ্চ বিশেষতঃ।।

মনঃশিলা, রসাঞ্জন ও পায়রার বিষ্ঠার অঞ্জন দিলে অপস্মার ও উন্মাদ রোগের শান্তি হয়।

যষ্টিহিঙ্গুবচাবক্র-শিরীষলশুনাময়ৈঃ। সাজামূত্রৈরপস্মারে সোন্মাদে নাবনাঞ্জনে।।

যষ্টিমধু, হিঙ্গু, বচ, তগরপাদুকা, শিরীষফল, রশুন ও কুড় এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া তাহার নস্য বা অঞ্জন প্রয়োগ করিলে অপস্মার ও উন্মাদ প্রশমিত হয়।

নির্গুণ্ডীভববন্দাক-নাবনস্য প্রয়োগতঃ। উপৈতি সহসা নাশমপস্মারো মহাগদঃ।।

নিসিন্দা বৃক্ষোপরি যে-পরগাছা জন্মে, তাহার রসের নস্য লইলে অপস্মার রোগ আশু নিবারিত হয়।

কপিলানাং গবাং মূত্রং নাবনং পরমং হিতম্। শ্বশৃগালবিড়ালানাং সিংহাদীনাঞ্চ শস্যতে।।

অপস্মার রোগে কপিলা গাভীর মূত্রের নাবন (নস্য) অত্যন্ত হিতকর। কুকুর, শৃগাল, বিড়াল ও সিংহ প্রভৃতির মূত্রও নাবন বিষয়ে প্রশস্ত।

পুষ্যোদ্ধৃতং শুনঃ পিত্তমপস্মারঘ্নমঞ্জনম্। তদেব সর্পিষা যুক্তং ধূপনং পরমং স্মৃতম্।।

পুষ্যানক্ষত্রে মৃত কুকুরের পিত্ত সংগ্রহ করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে, অথবা ঐ পিত্ত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তাহার ধূপ প্রদান করিলে অপস্মার রোগ বিনষ্ট হয়।

নকুলোলূকমার্জ্জার-গৃধ্রকীটাহিকাকজৈঃ। তুণ্ডৈঃ পক্ষৈঃ পুরীষৈশ্চ ধূপনং কারয়েদ্ ভিষক্।।

নকুল, পেচক, বিড়াল, গৃধ্র, কীট (পশ্চিমদেশজাত বৃশ্চিক), সর্প ও কাক ইহাদের যথাসম্ভব তুণ্ড (ঠোঁট) পক্ষ ও বিষ্ঠা দ্বারা ধূম প্রদান করিলে অপস্মার নিবৃত্ত হয়।

সিদ্ধার্থশিগ্রুকট্বঙ্গ-কিণিহীভিঃ প্রলেপনম্। চতুর্গুণে গবাং মূত্রে তৈলমভ্যঞ্জনে হিতম্।।

শ্বেতসর্ষপ, সজিনার ছাল, শোনাছাল ও আপাঙ্গমূল ইহাদের প্রলেপ দিলে অপস্মার প্রশমিত হয়। অথবা ঐ সকল দ্রব্য মিলিত ১ সের, সর্ষপতৈল ৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের; যথানিয়মে পাক করিয়া ঐ তৈল মর্দ্দন করিলে অপস্মার নিবারিত হইয়া থাকে।

চূর্ণৈঃ সিদ্ধার্থকাদীনাং ভক্ষিতৈরথবাপি তৈঃ। গোমূত্রপিষ্টৈঃ সর্ব্বাঙ্গ-লেপৈঃ শাম্যত্যপস্মৃতিঃ।।

শ্বেতসর্ষপাদি চূর্ণ ভক্ষণ করিলে অথবা উহা গোমূত্রে পেষণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে প্রলেপ দিলে অপস্মারের নিবৃত্তি হয়।

অপেতরাক্ষসীকুষ্ঠ-পূতনাকেশীচোরকৈঃ। উৎসাদনং মূত্রপিষ্টৈর্মূত্রৈরেবাবসেচনম্।।

শ্বেত তুলসী, কুড়, হরীতকী, ভূতকেশী ও চোরকাঁচকী এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে অথবা ছাগমূত্রে বা গোমূত্রে গুলিয়া গাত্রে সেচন করিলে অপস্মারের শান্তি হয়।

জতুকাশকৃতা তদ্বদ্ দগ্ধৈর্বা বস্তলোমভিঃ। অপস্মারহরো লেপো মূত্রসিদ্ধার্থশিগ্রুভিঃ।

চামচিকার বিষ্ঠা বা ছাগলোম ভস্ম অথবা ছাগমূত্র-পেষিত শ্বেতসর্ষপ ও সজিনাবীজ দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে প্রলেপ দিলে অপস্মাররোগ প্রশমিত হয়। (চামচিকার বিষ্ঠা এবং ছাগলোমভস্মও ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিতে হয়)।

তৈলেন লশুনং সেব্যং পয়সা চ শতাবরী। ব্রাহ্মীরসশ্চ মধুনা সর্ব্বাপস্মারভেষজম্।।

তৈলের সহিত রশুন, দুগ্ধের সহিত শতমূলী ও মধুর সহিত ব্রাহ্মীশাকের রস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অপস্মার নিবারিত হয়।

যঃ খাদেৎ ক্ষীরভক্তাশী মাক্ষিকেণ বচারজঃ। অপস্মারং মহাঘোরং সুচিরোত্থং জয়েদ্ ধ্রুবম্।।

প্রত্যহ মধুর সহিত বচচূর্ণ সেবন ও দুগ্ধান্ন ভোজন করিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন প্রবল অপস্মার প্রশমিত হয়।

কুষ্মাণ্ডকফলোত্থেন রসেন পরিপেষিতম্। অপস্মারবিনাশায় যষ্ট্যাহ্বং স পিবেৎ ত্র্যহম্।।

কুমড়ার রসের সহিত যষ্টিমধু বাটিয়া তিন দিন সেবন করিলে অপস্মারের শান্তি হয়।

মাংস্যাস্তু নাবনাদ্ ধূমাদশনাচ্চ মহাগদঃ। অপস্মারশ্চিরোত্থোঽপি সদ্য এব বিনশ্যতি।।

জটামাংসীর নস্য এবং ধূম গ্রহণ ও উহা ভক্ষণ করিলে চিরসঞ্জাত অপস্মার রোগও বিনষ্ট হয়।

উল্লম্বিতনরগ্রীবা-পাশং দগ্ধ্বা কৃতা মসী। শীতাম্বুনা সমং পীতা হন্ত্যপস্মারমুদ্ধতম্।।

উদ্বন্ধনে মৃত মনুষ্যের গলরজ্জু দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম শীতল জল-সহ সেবন করিলে অপস্মার বিনষ্ট হয়।

হৃৎকম্পোঽক্ষিরুজা যস্য স্বেদো হস্তাদিশীততা। দশমূলীজলং তস্য কল্যাণাখ্যং প্রযোজয়েৎ।।[১]

যে-অপস্মার রোগীর হৃৎকম্প, নেত্রপীড়া, ঘর্ম্মোদগম এবং হস্তপদাদি শীতল হয়, তাহাকে দশমূলীর ক্বাথ কিংবা নিম্নলিখিত কল্যাণচূর্ণ সেবন করিতে দিবে। (পাঠান্তরে দশমূলীর ক্বাথ কিংবা উন্মাদোক্ত কল্যাণঘৃত সেবন করাইবে)।

কল্যাণ-চূর্ণম্

পঞ্চকোলং সমরিচং ত্রিফলা বিড়সৈন্ধবম্। কৃষ্ণাবিড়ঙ্গপূতীক-যমানীধান্যজীরকম্।। পীতমুষ্ণাম্বুনা চূর্ণং বাতশ্লেষ্মাময়াপহম্। অপস্মারে তথোন্মাদেঽপ্যর্শসি গ্রহণীগদে। এতৎ কল্যাণকং চূর্ণং নষ্টস্যাগ্নেশ্চ দীপনম্।।

পঞ্চকোল, মরিচ, ত্রিফলা, বিট্‌লবণ, সৈন্ধব, পিপুল, বিড়ঙ্গ, পূতিকরঞ্জ, যমানী, ধনে ও জীরক প্রত্যেক সমভাগ। ইহাদের চূর্ণ (অর্দ্ধ তোলা মাত্রায়) উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে বাতশ্লৈষ্মিক

---

১. কল্যাণাজ্যঞ্চ যোজয়েদিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

রোগ, অপস্মার, উন্মাদ, অর্শ ও গ্রহণীরোগ নষ্ট হয়। ইহা অগ্নির দীপক।

কায়স্থান্ শারদান্ মুদ্গান্ মুস্তোশীরযবাংস্তথা। সব্যোষান্ বস্তমূত্রেণ পিষ্ট্বা বর্ত্তিং প্রকল্পয়েৎ।। অপস্মারে তথোন্মাদে সর্পদষ্টে গরার্দ্দিতে। বিষপীতে জলমৃতে চৈতাঃ স্যুরমৃতোপমাঃ।।

নিসিন্দা, শরৎকালীন মুগ, মুতা, উশীর, যব ও ত্রিকটু এই সকল ছাগমূত্রে বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহা দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে অপস্মার ও উন্মাদরোগ নিবারিত হয়। সর্পদষ্ট, দূষীবিষার্দ্দিত, বিষপীত বা জলমগ্ন হইয়া মৃতপ্রায় ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই বর্ত্তি অমৃতের ন্যায় উপকার করে।

রসপ্রয়োগঃ

রসায়নভৈরবঃ

বচামৃতব্যোষমধূকসার-রুদ্রাক্ষসিন্ধূদ্ভববার্হতানি। ফলং সমদ্রস্য রসোনকল্কং ঘ্রাতং হি নাসাপট-মধ্যদেশে।। অপস্মৃতিশ্লেষ্মমরুচ্ছিরোরুক্-প্রলাপতন্দ্রাশ্রমজাড্যামোহান্। সসন্নিপাতং শ্রুতিকাক্ষি-ভঙ্গান্ সপীনসং হন্তি হলীমকঞ্চ।। রসায়নং ভৈরবনামধেয়ং জ্ঞাতং বিচারাৎ কবিবিট্ঠলেন।।

বচ, মিঠাবিষ, ত্রিকটু, মৌলসার, রুদ্রাক্ষফল, সৈন্ধবলবণ, বৃহতীবীজ, সমুদ্রফল ও রশুন এই সকল সমভাগে চূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণ ফুৎকার দ্বারা নাসাভ্যন্তরে প্রয়োগ করিলে অপস্মার, শ্লেষ্মজ ও বাতজ শিরোরোগ, প্রলাপতন্দ্রা, মোহ এবং সান্নিপাতিক জ্বরে কর্ণ ও নেত্রের কুটিলতা প্রভৃতি দূরীভূত হয়।

সূতভস্মপ্রয়োগঃ

শঙ্খপুষ্পীবচাব্রহ্মী-কুষ্ঠৈকেলারসৈঃ সহ। সূতভস্মপ্রয়োগোঽয়ং রক্তিকাদ্বয়মানতঃ। সর্ব্বপস্মারনাশায় মহাদেবেন ভাষিতঃ।।

শঙ্খপুষ্পী, বচ, ব্রাহ্মীশাক, কুড় ও এলাইচ, ইহাদের ক্বাথ-সহ রসসিন্দূর ২ রতি পরিমাণে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অপস্মার উপশমিত হইয়া থাকে।

ইন্দ্রব্রহ্মবটী

মৃতসূতাভ্রকং তীক্ষ্ণং তারং তাপ্যং বিষং সমম্। পদ্মকেশরসংযুক্তং দিনৈকং মর্দ্দয়েদ্ দ্রবৈঃ।। স্নুহ্যগ্নি-বিজয়ৈরণ্ড-বচানিষ্পাবশূরণৈঃ। নির্গুণ্ড্যাশ্চ দ্রবৈর্মর্দ্দ্যঃ তদ্গোলং পাচয়েৎ পুনঃ।। কঙ্গুনীসর্ষপোত্থেন তৈলেন গন্ধসংযুতম্। ততঃ পক্বা সমুদ্ধৃত্য চণমাত্রা বটীকৃতা।। ইন্দ্রব্রহ্মবটী নাম ভক্ষয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ। দশমূলকষায়ঞ্চ কণাযুক্তং পিবেদনু। অপস্মারং জয়ত্যাশু যথা সূর্য্যোদয়ে তমঃ।।

রসসিন্দূর, অভ্র, লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, বিষ ও পদ্মকেশর এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া মনসাসিজ, চিতা, সিদ্ধি, ভেরেণ্ডা, বচ, শিম, ওল ও নিসিন্দা ইহাদের রসে এক-এক দিন ভাবনা দিবে। পরে পুটে পাক করিয়া তৎসহ সমপরিমিত গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত এবং প্রিয়ঙ্গু-তৈল ও সর্ষপতৈল-সহ পাক করিবে। ইহার এক চণকপ্রমাণ বটিকা করিয়া আদার রস-সহ সেবন করিবে। ঔষধ সেবনের পর দশমূলের ক্বাথ পিপুলচূর্ণ-সহ সেবনীয়। ইহা অপস্মার রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বাতকুলান্তকঃ

মৃগনাভিঃ শিবা নাগ-কেশরং কলিবৃক্ষজম্। পারদং গন্ধকং জাতি-ফলমেলা লবঙ্গকম্ । প্রত্যেকং কার্ষিকঞ্চৈব শ্লক্ষ্ণচূর্ণঞ্চ কারয়েৎ। জলেন মর্দ্দয়িত্বা তু বটীং কুর্য্যাদ্ দ্বিরক্তিকাম্।। যথাব্যাধ্যনুপানেন

যোজয়েচ্চ চিকিৎসকঃ। অপস্মারে মহারোগে মূর্চ্ছারোগে চ শস্যতে।। বাতজান্ সর্ব্বরোগাংশ্চ হন্যাদচিরসেবনাৎ। নাতঃ পরতরং শ্রেষ্ঠমপস্মারেষু বর্ত্ততে। ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পূর্ব্বং নাম্না বাতকুলান্তকঃ।।

মৃগনাভি, হরীতকী, নাগকেশর, বহেড়া, পারদ, গন্ধক, জায়ফল, এলাইচ ও লবঙ্গ প্রত্যেক ২ তোলা; জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতিপরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। রোগবিবেচনায় অনুপানের ব্যবস্থা করিয়া এই ঔষধ সেবন করাইলে অপস্মার, মূর্চ্ছা এবং বাতজ সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইবে। অপস্মার রোগে ইহা অতি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

ভূতভৈরবঃ

মৃতসূতাভ্রলৌহঞ্চ তালং গন্ধং মনঃশিলা। রসাঞ্জনঞ্চ তুল্যাংশং নরমূত্রেণ মর্দ্দয়েৎ।। তং গোলং দ্বিগুণং গন্ধং লৌহপাত্রে ক্ষণং পচেৎ। পঞ্চ গুঞ্জামিতং খাদেদপস্মারহরং পরম্।। হিঙ্গু সৌবর্চ্চলং ব্যোষং নরমূত্রেণ সর্পিষা। কর্ষমাত্রং পিবেচ্চানু রসোহ্য়ং ভূতভৈরবঃ।।

পারদ, অভ্র, লৌহ, হরিতাল, গন্ধক, মনঃশিলা, রসাঞ্জন এই সকল দ্রব্য সমভাগ। নরমূত্রে মর্দ্দন করিয়া পুনর্ব্বার দ্বিগুণ গন্ধকের সহিত মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎকাল লৌহপাত্রে পাক করিবে। মাত্রা ৫ রতি। ঔষধ সেবনান্তে হিঙ্গু, সচল লবণ ও ত্রিকটু চূর্ণ নরমূত্রে পেষণ করিয়া ঘৃত সহ ২ তোলা মাত্রায় সেব্য। ইহা অপস্মারনাশক।

স্বল্পপঞ্চগব্যং ঘৃতম্

গোশকৃদ্রসদধ্যম্ল-ক্ষীরমূত্রৈঃ সমৈর্ঘৃতম্। সিদ্ধং চাতুর্থকোন্মাদ-গ্রহাপস্মারনাশনম্।।

গব্য ঘৃত ৪ সের, গোময় রস ৪ সের, অম্ল গব্য দধি ৪ সের, গব্য দুগ্ধ ৪ সের, গোমূত্র ৪ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই ঘৃত এক দিবসের মধ্যে পাক করিয়া লইবে। ইহা পান করিলে উন্মাদ ও গ্রহাপস্মার নিবারিত হয়।

বৃহৎ পঞ্চগব্যং ঘৃতম্

দ্বে পঞ্চমূলে ত্রিফলাং রজন্যৌ কটজত্বচম্। সপ্তপর্ণমপামার্গং নীলিনীং কটুরোহিণীম্।। শম্পাকং ফল্গুমূলঞ্চ পৌষ্করং সদুরালভম্। দ্বিপলানি জলদ্রোণে পক্ত্বা পাদাবশেষিতে।। ভার্গী পাঠা ত্রিকটুকং ত্রিবৃতা নিচুলানি চ। শ্রেয়সীমাঢ়কীং মূর্ব্বাং দন্তীং ভূনিম্বচিত্রকৌ।। দ্বে শারিবে রোহিষঞ্চ ভূতিকাং মদয়ন্তিকাম্। ক্ষিপেৎ পিষ্টবাক্ষমাত্রাণি তৈ প্রস্থং সর্পিষুঃ পচেৎ।। গোশকৃদ্রসদধ্যম্ল-ক্ষীরমূত্রৈশ্চ তৎসমৈঃ। পঞ্চগব্যমিদং খ্যাতং মহৎ তদমৃতোপমম্।। অপস্মারে জ্বরে কাসে শ্বয়থাবুদরে তথা। গুল্মার্শঃপাণ্ডুরোগেষু কামলায়াং হলীমকে। অলক্ষ্মীগ্রহরক্ষোঘ্নং চাতুর্থকবিনাশনম্।।

ক্বাথার্থ—দশমূল, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়চিছাল, ছাতিমছাল, আপাঙ্গের মূল, নীলবৃক্ষ, কটকী, সোঁদাল ফল, ডুমুরমূল, কুড়, দুরালভা প্রত্যেক ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—বামুনহাটীর মূল, আকনাদি, ত্রিকটু, তেউড়ীমূল, হিজলবীজ, গজপিপ্পলী, অড়হর ফল, মূর্ব্বামূল, দন্তীমূল, চিরতা, চিতামূল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, রোহিষ (গন্ধতৃণবিশেষ), যমানী ও বলমল্লিকা প্রত্যেক ২ তোলা। গব্য ঘৃত ৪ সের, গোময় রস ৪ সের, গোমূত্র ৪ সের, গব্য দুগ্ধ ৪ সের, অম্ল গব্য দধি ৪ সের; এই ঘৃত পান করিলে অপস্মার, কাস, শোথ, উদর, গুল্ম, অর্শ ও জ্বরাদি নানা রোগ নষ্ট হয়।

মহাচৈতসম্ ঘৃতম্

শণস্ত্রিবৃৎ তথৈরণ্ডো দশমূলী শতাবরী। রাস্না মাগধিকা শিগ্রুঃ ক্বাথ্যং দ্বিপলিকং ভবেৎ।। বিদারী মধুকং

মেদে দ্বে কাকল্যৌ সিতা তথা। এভিঃ খর্জ্জুরমৃদ্বীকা-ভীরুযুঞ্জাতগোক্ষুরৈঃ।। চৈতসস্য ঘৃতস্যাঙ্গৈঃ পক্তব্যং সপিরুত্তমম্। মহাচৈতসসংজ্ঞন্তু সর্ব্বাপস্মারনাশনম্।। গরোন্মাদপ্রতিশ্যায়-তৃতীয়কচতুর্থকান্। পাপালক্ষ্মৌ জয়েদতৎ সর্ব্বগ্রহনিবারকম্।। শ্বাসকাসহরঞ্চৈব শুক্রার্ত্তববিশোধনম্। ঘৃতমানং ক্বাথবিধিরিহ চৈতসবন্মতঃ।। কল্কশ্চৈতসকল্কোক্ত-দ্রব্যৈঃ সার্দ্ধঞ্চ পাদিকম্। "নিত্যং যুঞ্জতিকাপ্রাপ্তৌ তালমস্তকমিষ্যতে।।"

ক্বাথার্থ—শণবীজ, তেউড়ীমূল, এরণ্ডমূল, দশমূল, শতমূলী, রাস্না, পিপুল, পিপুলমূল, প্রত্যেক ২ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্ক দ্রব্য যথা—ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, চিনি, পিণ্ডখর্জ্জূর, দ্রাক্ষা, শতমূলী, তালের মাতি, গোক্ষুর এবং স্বল্পচৈতস-ঘৃতোক্ত সমুদয় কল্ক, মিলিত ১ সের। ঘৃত ৪ সের। ইহাতে অপস্মার, উন্মাদ, প্রতিশ্যায়, শ্বাস, কাস প্রভৃতি অনেক রোগ উপশমিত হয়। ইহা শুক্র ও আর্ত্তবের বিশোধক। "যুঞ্জাতকের অভাবে তাহার স্থানে তালমাতি গ্রহণ করিবে।"

কুষ্মাণ্ডঘৃতম্

কুষ্মাণ্ডস্বরসে সর্পিরষ্টাদশগুণে পচেৎ। যষ্ট্যাহ্বকল্কং তৎপানমপস্মারবিনাশনম্।।

ঘৃত ৪ সের, কুষ্মাণ্ডরস ৭২ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু ১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত পান করিলে অপস্মার প্রশমিত হয়।

ব্রাহ্মীঘৃতম্

ব্রাহ্মীরসে বচাকুষ্ঠ-শঙ্খপুষ্পীভিরেব চ। পুরাণং মেধ্যমুন্মাদ-গ্রহাপস্মারনুদ্‌ঘৃতম্।।

পুরাতন ঘৃত ৪ সের, ব্রাহ্মীশাকের রস ১৬ সের। কল্কার্থ—বচ, কুড় ও চোরপুষ্পী মিলিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত সেবন করিলে উন্মাদ ও গ্রহাপস্মার রোগ বিনষ্ট হয়।

পলঙ্কষাদ্যং তৈলম্

পলঙ্কাষাবচাপথ্যা-বৃশ্চিকাল্যর্কসর্ষপৈঃ। জটিলাপূতনাকেশী-লাঙ্গলীহিঙ্গুচোরকৈঃ।। লশুনাতিবিষাচিত্রা-কুষ্ঠৈর্বিড়্ভিশ্চ পক্ষিণাম্। মাংসাশিনাং যথালাভং বস্তমূত্রে চতুর্গুণে। সিদ্ধমভ্যঞ্জনাৎ তৈলমপস্মার-বিনাশনম্।।

গুগগুলু, বচ, হরীতকী, বিছাটিমূল, আকন্দমূল, সর্ষপ, জটামাংসী, হরীতকী, ভূতকেশী, হিঙ্গু, চোরকাঁচকী, ঈষলাঙ্গলা, রসুন, আতইচ, দন্তী, কুড়, গৃধ্র প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষীর বিষ্ঠা এই সমুদায় কল্কদ্রব্য মিলিত ১ সের, ছাগমূত্র ১৬ সের, তৈল ৪ সের। এই তৈল মর্দ্দনে অপস্মার নষ্ট হয়।

অভ্যঙ্গে সার্ষপং তৈলং বস্তমূত্রে চতুর্গুণে। সিদ্ধং স্যাদ্ গোশকৃন্মূত্রৈঃ স্নানোৎসাদনমেব চ।।

চতর্গুণ ছাগমূত্রে সিদ্ধ সর্ষপ তৈলমর্দ্দন, গোময় দ্বারা গাত্রমার্জ্জন ও গোমূত্রে স্নান করাইলে অপস্মার রোগ নিবারিত হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

উন্মাদেষু যদুদ্দিষ্টং পথ্যং নস্যাঞ্জনৌষধম্। অপস্মারহ্বপি তৎ সর্ব্বং প্রযোক্তব্যং ভিষগ্বরৈঃ।।

উন্মাদরোগে যে সকল পথ্য, নস্য, অঞ্জন ও ঔষধ উক্ত হইয়াছে, অপস্মার রোগেও সেই সমস্ত প্রয়োগ করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহহৃপস্মাররোগাধিকারঃ।

বাতব্যাধ্যধিকার

বাতব্যাধি-নিদানম্

রুক্ষশীতাল্পলঘ্বন্ন-ব্যবায়াতিপ্রজাগরৈঃ। বিষমাদুপচারাচ্চ দোষাসৃক্‌স্রবণাদপি।। লঙ্ঘনপ্লবনাত্যধ্ব-ব্যায়ামাদিবিচেষ্টিতৈঃ। ধাতুনাং সংক্ষয়াচ্চিন্তা-শোকরোগাতিকর্ষণাৎ।। বেগসন্ধারণাদামাদভিঘাতাদ-ভোজনাৎ। মর্ম্মাবাধাদ্ গজোষ্ট্রাশ্ব-শীঘ্রযানাপতংসনাৎ।। দেহে স্রোতাংসি রিক্তানি পূরয়িত্বানিলো বলী। করোতি বিবিধান্ ব্যাধীন্ সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গসংশ্রয়ান্।। অব্যক্তলক্ষণং তেষাং পূর্ব্বরূপমিতি স্মৃতম্। আত্মরূপন্তু যদ্‌ব্যক্তমপায়ো লঘুতা পুনঃ।।

রুক্ষ শীতল লঘু বা অল্পপরিমিত অন্নভোজন, অতিমৈথুন, অধিক রাত্রিজাগরণ, বিষম উপচার (বস্ত্যাদি পঞ্চকর্ম্মের বিরুদ্ধোপচার অথবা অনিষ্টার্থ শত্রুকৃত যাগাদি কিংবা শীতোষ্ণাদি পরস্পরবিরুদ্ধ বিষয়ের যুগপৎ সেবন ইত্যাদি), অতিশয় বমন বিরেচনাদি, অধিক রক্তস্রাব, সাধ্যাতীত উল্লম্ফন, জলসন্তরণ, পথপর্য্যটন ও ব্যায়ামাদি শারীরিক কর্ম্ম এবং ধাতুক্ষয়, চিন্তা, শোক ও রোগ দ্বারা অতিকর্ষণ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, আমরস দ্বারা মার্গরোধ, আঘাতপ্রাপ্তি, উপবাস, মর্ম্মস্থানে আঘাত এবং গজ উষ্ট্র অশ্ব প্রভৃতি দ্রুত যান হইতে পতন, এই সকল কারণে দৈহিক স্রোতসমূহ রিক্ত অর্থাৎ অনুকূল পদার্থশূন্য হইলে কুপিত বায়ু তাহাদিগকে পূর্ণ করিয়া সার্বাঙ্গিক বা ঐকাঙ্গিক বিবিধ ব্যাধি উৎপাদন করে।

বাতব্যাধি উৎপন্ন হইলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়, উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও কেবল সেই সকল লক্ষণই ঈষদ্ব্যক্ত হইয়া থাকে। সেই অনভিব্যক্ত লক্ষণগুলিই বাতব্যাধির পূর্ব্বরূপ। জ্বরাদির ন্যায় ইহার অন্য কোন বিশেষ পূর্ব্বরূপ নাই। আর বাতাদি দোষভেদে স্তম্ভ, সঙ্কোচ, কম্প ও আক্ষেপাদি যে সকল লক্ষণ সম্যক্ ব্যক্ত হয়, তাহা ও বায়ুর চপলত্বহেতু ঐ সকল লক্ষণের কখনও বা অভাব এবং বায়ু কর্তৃক সর্ব্বধাতুর শোষণ-জন্য দেহের লঘুতা এইগুলি বাতব্যাধির রূপ।

বাতব্যাধি লক্ষণম্

সঙ্কোচঃ পর্ব্বণাং স্তম্ভো ভঙ্গোহস্থ্নাং পর্ব্বণামপি। রোমহর্ষঃ প্রলাপশ্চ পাণিপৃষ্ঠশিরোগ্রহঃ।। খাঞ্জ্য-পাঙ্গুল্যকুব্জত্বং শোষোহঙ্গানামনিদ্রতা। গর্ভশুক্ররজোনাশঃ স্পন্দনং গাত্রসুপ্ততা।। শিরোনাসাক্ষিজত্রূণাং গ্রীবায়াশ্চাপি হুণ্ডনম্। ভেদস্তোদোহর্ত্তিরাক্ষেপো মুহুশ্চায়াস এব চ।। এবং বিধানি রূপাণি করোতি কুপিতোহনিলঃ। হেতুস্থানবিশেষাচ্চ ভবেদ্রোগবিশেষকৃৎ।।

প্রথম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে বায়ু কুপিত হইয়া সার্ব্বাঙ্গিক বা ঐকাঙ্গিক বিবিধ পীড়া উৎপাদন করে, এ স্থলে তাহা লিখিত হইতেছে। পর্ব্বসকলের সঙ্কোচ ও স্তব্ধতা, অস্থি ও পর্ব্বসমূহে ভঙ্গবৎ পীড়া, রোমাঞ্চ, প্রলাপ, হস্তে পৃষ্ঠদেশে ও মস্তকে বেদনা, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, কুব্জতা, অঙ্গশোষ, নিদ্রাভাব বা অল্পনিদ্রা এবং গর্ভ শুক্র ও রজোনাশ বা গর্ভাদির বিকৃতি, কম্পন, গাত্রসুপ্ততা অর্থাৎ স্পর্শশক্তির লোপ এবং মস্তক নাসিকা চক্ষু জত্রু (বক্ষ ও গ্রীবার সন্ধিস্থল) ও গ্রীবার হুণ্ডন অর্থাৎ অন্তঃপ্রবেশ বা বক্রতা (কিন্তু কেহ-কেহ 'হুণ্ডন' শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন; যথা শিরোহুণ্ডন—কেশভূমিস্ফটন ও শঙ্খললাটে ভঙ্গবৎ বেদনা; নাসাহুণ্ডন—ঘ্রাণশক্তিলোপ; অক্ষিহুণ্ডন—অক্ষিনাশ; জত্রুহুণ্ডন—বক্ষ-উপরোধ; গ্রীবাহুণ্ডন—গ্রীবাস্তম্ভ), দন্ত ওষ্ঠ ও কণ্ঠাদিতে ভঙ্গবৎ বেদনা, সূচীবেধবৎ বেদনা এবং পাদ পার্শ্বদেশ কর্ণ চক্ষ ও বক্ষস্থলে পীড়াবিশেষ, মুহুর্ম্মুহুরাক্ষেপ ও শ্রান্তিবোধ, এবংবিধ বহু বিকার এবং হেতুবিশেষে ও স্থানবিশেষে অন্যান্য বিশেষ বিশেষ রোগ উৎপাদন করে।

বাতব্যাধি চিকিৎসা

স্বাদ্বম্ললবণৈঃ স্নিগ্ধৈরাহারৈর্বাতরোগিণঃ। অভ্যঙ্গস্নেহবস্ত্যাদ্যৈঃ সর্ব্বানেবোপপাদয়েৎ।।

বায়ুরোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে স্বাদু অম্ল ও লবণ রস-সংযুক্ত স্নিগ্ধ আহার, তৈলাদি মর্দ্দন ও স্নেহবস্তিক্রিয়া প্রভৃতি কর্ত্তব্য।

সর্পিস্তৈলবসামজ্জ-পানাভ্যঞ্জনবস্তয়ঃ। স্বেদঃ স্নিগ্ধো নিবাতঞ্চ স্থানং প্রাবরণানি চ।। রসাঃ পয়াংসি ভোজ্যানি স্বাদ্বম্ললবণানি চ। বৃংহণং যচ্চ তৎ সর্ব্বং প্রশস্তং বাতরোগিণাম্।।

বাতরোগে ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা পান, অভ্যঙ্গ ও বস্তিক্রিয়া এবং স্নিগ্ধ স্বেদ, নিবাত স্থান, প্রাবরণ, মাংসরস, দুগ্ধ, স্বাদু অম্ল ও লবণরস-সংযুক্ত ভোজন এবং অপরাপর সমস্ত বৃংহণ কার্য্যই প্রশস্ত।

বলায়াঃ পঞ্চমূলস্য দশমূলস্য বা রসে। অজশীর্ষাম্বুজানূপ-ক্রব্যাদপিশিতৈঃ পৃথক্।। সাধয়িত্বা রসান্ স্নিগ্ধান্ দধ্যাম্লব্যোষসংস্কৃতান্। ভোজয়েদ্ বাতরোগার্ত্তং তৈর্ব্যক্তলবণৈর্নরম্।।

ছাগমস্তক, জলজ মাংস (কূর্ম্ম কর্কট প্রভৃতি), আনূপমাংস (মহিষ বরাহ প্রভৃতি) বা ক্রব্যাদমাংস (মাংসাশী পশুপক্ষীর মাংস) এই চতুর্ব্বিধ মাংসের মধ্যে যে-কোন একপ্রকার মাংস, বেড়েলা কিংবা মহৎ পঞ্চমূল অথবা দশমূলের ক্বাথে পাক করিয়া সেই মাংসরস—ঘৃতাদি স্নেহ, অম্ল দধি ও ত্রিকটু দ্বারা সংস্কৃত এবং প্রচুর লবণ সংযুক্ত করিয়া বাতরোগীকে ভোজন করিতে দিবে।

সর্ব্বাঙ্গগতমেকাঙ্গ-গতঞ্চাপি সমীরণম্। তৈলাবগাহনং হন্তি তোয়বেগমিবাচলঃ।।

জলের বেগ যেমন সম্মুখস্থ পর্ব্বত দ্বারা প্রতিহত হয়, সর্ব্বাঙ্গগত বা একাঙ্গগত কুপিত সমীরণও তদ্রূপ তৈলাবগাহন দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কোলং কুলত্থাং সুরদারুরাস্না-মাষাতসীতৈলফলানি কুষ্ঠম্। বচা শতাহ্বা যবচূর্ণমম্লমুষ্ণানি বাতাময়িনাং প্রদেহঃ।।

কুল, কুলত্থকলায়, দেবদারু, রাস্না, মাষকলায়, মসিনা, তৈলফল (এরণ্ডবীজ, সর্ষপ ও তিল প্রভৃতি) কুড়, বচ, শুলফা ও যবচূর্ণ এই সকল দ্রব্য কাঁজিতে বাটিয়া উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতরোগের শান্তি হয়।

আনূপবেশবারোঞ্চ-প্রদেহো বাতনাশনঃ। "নিরস্থি পিশিতং পিষ্টং স্বিন্নং গুড়ঘৃতান্বিতম্। কৃষ্ণামরিচ-সংযুক্তং বেশবার ইতি স্মৃতম্।।"

অনূপ-দেশজাত পশুর মাংসের ঈষদুষ্ণ বেশবার দ্বারা প্রলেপ দিলে বাতরোগ নষ্ট হয়। অস্থিশূন্য মাংস পেষণ ও সিদ্ধ করিয়া তাহার সহিত গুড়, ঘৃত, পিপ্পলী ও মরিচ মিশ্রিত করিবে। এইরূপ মিশ্রিত বস্তুকেই বেশবার কহিয়া থাকে।

কোষ্ঠাদিগতবাত লক্ষণম্

তত্র কোষ্ঠাশ্রিতে দুষ্টে নিগ্রহো মূত্রবর্চ্চসোঃ। ব্রধ্নহৃদ্রোগগুল্মার্শঃ-পার্শ্বশূলঞ্চ মারুতে।।

কুপিত বায়ু আমাশয়াদি কোষ্ঠস্থানকে আশ্রয় করিলে মলমূত্রের অপ্রবর্ত্তন। ব্রধ্নরোগ (কুঁচকিতে শোথ), হৃৎপীড়া, গুল্ম, অর্শ ও পার্শ্বশূল এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

সর্ব্বাঙ্গকুপিতে বাতে গাত্রস্ফুরণভঞ্জনম্। বেদনাভিঃ পরীতশ্চ স্ফুটন্তীবাস্য সন্ধয়ঃ।।

কপিত বায় সর্ব্বাঙ্গ আশ্রয় করিলে গাত্রের স্ফরণ ও ভঙ্গবৎ পীড়া, দেহে দোষব্যাপ্তি ও সন্ধিস্থলসকলে স্ফুটনবৎ ব্যথা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

গ্রহো বিণ্মূত্রবাতানাং শূলাধ্মানাশ্মশর্করাঃ। জঙ্ঘোরুত্রিকপাৎপৃষ্ঠ-রোগশোষৌ গুদে স্থিতে।।

কুপিত বায়ু মলাশয়কে আশ্রয় করিলে মল মূত্র ও অধোবায়ুর অপ্রবর্ত্তন, শূল, উদরাধ্মান, অশ্মরী (পাথরীরোগ) শর্করা (প্রস্রাবে চিনি হওয়া) এবং জঙ্ঘা উরু ত্রিক (মেরুদণ্ডের অধঃপ্রান্ত), পদ ও পৃষ্ঠদেশে শূলাদি পীড়া ও শোষ হইয়া থাকে।

রুক্ পার্শ্বোদরহৃন্নাভেস্তৃষ্ণোদ্গারবিসূচিকাঃ। কাসঃ কণ্ঠাস্যশোষশ্চ শ্বাসশ্চামাশয়স্থিতে।।

দুষ্ট বায়ু আমাশয়কে আশ্রয় করিলে পার্শ্বদ্বয় উদর হৃদয় ও নাভিদেশে বেদনা, তৃষ্ণা, উদ্গার, বিসূচিকা, কাস, কণ্ঠ ও মুখশোষ এবং শ্বাস হইয়া থাকে।

পক্কাশয়স্থোঽন্ত্রকূজং শূলাটোপৌ করোতি চ। কৃচ্ছ্রমূত্রপুরীষত্বমানাহং ত্রিকবেদনাম্।।

কুপিত বায়ু পক্কাশয়কে আশ্রয় করিলে অন্ত্রকূজন (আঁত ডাকা), উদরে শূল ও আটোপ (সবেদন গুড় গুড় ধ্বনি), মলমূত্রের কৃচ্ছ্রতা, আনাহ ও ত্রিকস্থানে বেদনা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

শ্রোত্রাদিম্বিন্দ্রিয়বধং কুর্য্যাদ্ দুষ্টসমীরণঃ।।

কুপিত বায়ু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গত হইলে তত্তৎ ইন্দ্রিয়শক্তির নাশ হয়।

কোষ্ঠাদিগতবাত চিকিৎসা

বিশেষতস্তু কোষ্ঠস্থে বাতে ক্ষারং পিবেন্নরঃ।।

কুপিত বায়ু কোষ্ঠাশ্রিত হইলে যবক্ষার কিংবা গ্রহণীরোগোক্ত দীপনীয় ক্ষার পান করিতে দিবে।

সর্ব্বাঙ্গকুপিতেঽভ্যঙ্গো বস্তয়ঃ সানুবাসনাঃ। স্বেদাভ্যঙ্গাবগাহাশ্চ হৃদ্যঞ্চান্নং ত্বগাশ্রিতে।।

বায়ু সর্ব্বাঙ্গে কুপিত হইলে তৈলাভ্যঙ্গ ও অনুবাসন-বস্তি প্রয়োগ; ত্বগ্‌গত হইলে স্বেদ, অভ্যঙ্গ, অবগাহন ও হৃদ্য অন্ন ব্যবস্থেয়।

বায়ুনা বেষ্ট্যমানে তু গাত্রে স্যাদুপনাহনম্। তৈলং সঙ্কুচিতেঽভ্যঙ্গো মাষসৈন্ধবসাধিতম্।।

কুপিত বায়ু শরীরে ব্যাপ্ত হইলে বাতঘ্ন প্রলেপ এবং শরীরকে সঙ্কুচিত করিলে মাষকলাই ও সৈন্ধব লবণের সহিত সিদ্ধ তৈল মর্দ্দন প্রশস্ত।

গুদপক্বাশয়স্থে তু কর্ম্মোদাবর্ত্তনুদ্বিতম্। আমাশয়স্থে শুদ্ধস্য যথাদোষহরী ক্রিয়া।।

দুষ্ট বায়ু গুহ্যদেশ বা পক্বাশয়গত হইলে উদাবর্ত্তের ন্যায় চিকিৎসা এবং আমাশয়স্থ হইলে বমন-বিরেচনাদি দ্বারা সংশোধন করিয়া যথাদোষ ব্যবস্থা করিবে।

আমাশয়গতে বাতে চ্ছর্দ্দিত্যায় যথাক্রমম্। রুক্ষঃ স্বেদো লঙ্ঘনঞ্চ কর্ত্তব্যং বহ্নিদীপনম্। দেয়ঃ ষড়্ধরণো যোগঃ সপ্তরাত্রং সুখাম্বুনা।।

বায়ু আমাশয়গত হইলে প্রথমে বমন, তৎপরে রুক্ষস্বেদ, লঙ্ঘন ও অগ্নিদীপন ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য। এই রোগে ঈষদুষ্ণ জল-সহ ষড়্ধরণ যোগ ৭ রাত্রি প্রয়োগ করিবে।

পক্বাশয়গতে বাতে হিতং স্নেহবিরেচনম্। বস্তয়ঃ শোধনীয়াশ্চ প্রাশাশ্চ লবণোত্তরাঃ।।

পক্বাশয়স্থ বায়ুতে এরণ্ড তৈলাদি দ্বারা বিরেচন, শোধন-বস্তি এবং লবণাঢ্য আহার ব্যবস্থেয়।

শ্রোত্রাদিষ্বনিলে দুষ্টে কার্য্যো বাতহরঃ ক্রমঃ। স্নেহাভ্যঙ্গাবগাহাশ্চ মর্দ্দনালেপনানি চ।।

দুষ্ট বায়ু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গত হইলে স্নেহপ্রয়োগ, অভ্যঙ্গ, অবগাহন, মর্দ্দন ও আলেপনাদি বাতহরী ক্রিয়া করিবে।

হৃদি প্রকুপিতে সিদ্ধমংশুমত্যা পয়ো হিতম্। মৎস্যো নাভিপ্রদেশস্থে সিদ্ধো বিল্বশলাটুভিঃ।।

হৃদয়স্থ বায় কুপিত হইলে শালপাণির সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ এবং নাভিদেশস্থ বায় কুপিত হইলে বেলশুঁঠের সহিত সিদ্ধ মৎস্য হিতকর।

হৃদয়ানিলনাশায় গুডূচীং মরিচান্বিতম্। পিবেৎ প্রাতঃ প্রযত্নেন সুখং তপ্তাম্ভসা সহ।। পিবেদুষ্ণাম্ভসা পিষ্টমশ্বগন্ধাবিভীতকম্। গুড়যক্তং প্রযত্নেন হৃদয়ানিলনাশনম্।। দেবদারুসমাযুক্তং নাগরং পরিপেষিতম্। হৃদবাতবেদনাযুক্তঃ পীত্বা সুখমবাপ্নুয়াৎ।।

কুপিত বায়ু হৃদয়স্থ হইলে মরিচচূর্ণ-সংযুক্ত গুলঞ্চের চূর্ণ অথবা পুরাতন গুড়-সংযুক্ত শিলাপিষ্ট অশ্বগন্ধা ও বহেড়া কিংবা পরিপেষিত দেবদারু ও শুঁঠ উষ্ণ জলের সহিত প্রাতঃকালে পান করিবে, তাহাতে হৃদ্‌গত বাতবেদনা দূরীভূত হইবে।

ধাতুগতবাতানাং লক্ষণম্

ত্বগ্রুক্ষা স্ফুটিতা সুপ্তা কৃশা কৃষ্ণা চ তুদ্যতে। আতন্যতে সরাগা চ পর্ব্বরুক্ ত্বগ্‌গতেঽনিলে।। রুজাস্তীব্রাঃ সসন্তাপা বৈবর্ণ্যং কৃশতারুচিঃ। গাত্রে চারুংষি ভুক্তস্য স্তম্ভশ্চাসৃগ্‌গতেঽনিলে।। গুর্ব্বঙ্গং তুদ্যতেঽত্যর্থং দণ্ডমষ্টিহতং যথা। সরুক্শ্রমিতমত্যর্থং মাংসমেদোগতেঽনিলে।। ভেদোঽস্থিপর্ব্বণাং সন্ধিশূলং মাংসবলক্ষয়ঃ।। অস্বপ্নঃ সন্ততা রুক্ চ মজ্জাস্থিকুপিতেঽনিলে।। ক্ষিপ্রং মুঞ্চতি বধ্নাতি শুক্রং গর্ভমথাপি বা। বিকৃতিং জনয়েচ্চাপি শুক্রস্থঃ কুপিতোঽনিলঃ।।

কুপিত বায়ু ত্বগ্‌গত হইলে ত্বক রুক্ষ, স্ফটিত, স্পর্শশক্তিহীন, শীর্ণ, কৃষ্ণ বা ঈষৎ রক্তবর্ণ, সূচীবেধবৎ

বেদনাবিশিষ্ট ও বিস্তীর্ণবৎ হয় এবং পর্ব্বসকলে বেদনা হইয়া থাকে।
কুপিত বায়ু রক্তগত হইলে সর্ব্বাঙ্গে তীব্র বেদনা, সন্তাপ, বিবর্ণতা, কৃশতা, অরুচি, গাত্রে পিড়কোৎপত্তি ও ভুক্ত দ্রব্যের স্তব্ধতা, এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়।
কুপিত বায়ু মাংস ও মেদোগত হইলে অঙ্গসকল অতিশয় গুরু ও বিনাশ্রমে অত্যন্ত শ্রান্ত হয় এবং বোধ হয় যেন সূচী দ্বারা বিদ্ধ বা দণ্ডমুষ্ট্যাদি দ্বারা আহত হইতেছে।
কুপিত বায়ু মজ্জা বা অস্থিকে আশ্রয় করিলে অস্থি ও পর্ব্বসকলে ভঙ্গবৎ পীড়া, সন্ধিশূল, বলমাংসক্ষয়, অনিদ্রা ও নিরন্তর বেদনা উপস্থিত হয়। কুপিত বায়ু শুক্রগত হইলে শুক্র ও গর্ভকে হয় শীঘ্র মোচন করে, না-হয় দীর্ঘকাল রুদ্ধ করিয়া রাখে, অথবা বিকৃত করিয়া ফেলে।

ধাতুগতবাতানাং চিকিৎসা

ত্বঙ্‌মাংসাসৃক্‌শিরাপ্রাপ্তে কুর্য্যাচ্চাসৃগ্‌বিমোক্ষণম্।

ত্বক (ত্বগ্‌গত রস), মাংস, রক্ত ও শিরাগত বায়ুতে রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য।

শীতাঃ প্রদেহো রক্তস্থে বিরেকো রক্তমোক্ষণম্। বিরেকো মাংসমেদস্থে নিরূহাঃ শমনানি চ।।

বায়ু রক্তস্থ হইলে শীতল প্রলেপ, বিরেচন ও রক্তমোক্ষণ এবং মাংস ও মেদোগত হইলে বিরেচন, নিরূহ এবং শমন ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

বাহ্যাভ্যন্তরতঃ স্নেহৈরস্থিমজ্জগতং জয়েৎ।।

বায়ু, অস্থি ও মজ্জাগত হইলে বাহ্য ও আভ্যন্তর স্নেহ প্রয়োগ দ্বারা (অভ্যঙ্গ ও পান দ্বারা) তাহার শান্তিবিধান করিবে।

হর্ষোঽন্নপানং শুক্রস্থে বলশুক্রকরং হিতম্। বিবদ্ধমার্গং শুক্রন্তু দৃষ্ট্বা দদ্যাদ্ বিরেচনম্। বিরিক্তপ্রতিভক্তস্য পূর্ব্বোক্তাং কারয়েৎ ক্রিয়াম্।।

কুপিত বায়ু শুক্রস্থ হইলে স্ত্রী প্রভৃতির সহিত আলাপাদি দ্বারা রোগীর হর্ষোৎপাদন এবং বলকর ও শুক্রজনক অন্ন এবং পানীয় ব্যবস্থা করিবে। শুক্রের পথ রোধ হইলে বিরেচক ঔষধ দিবে এবং বিরেচনের পর রোগী ভোজন করিলে পূর্ব্বোক্ত হর্ষোৎপাদনাদি ক্রিয়া করিবে।

গর্ভে শুষ্কে তু বাতেন বালানাঞ্চাপি শুষ্যতাম্। সিতামধুককাশ্মর্য্যৈর্হিতমুত্থাপনে পয়ঃ।।

বায়ু দ্বারা গর্ভ বা শিশু শুষ্ক হইতে থাকিলে তাহার পোষণার্থ যষ্টিমধু ও গাম্ভারীফল দুগ্ধে পাক করিয়া তাহাতে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে দিবে।

শিরাগতবাত-লক্ষণম্

কুর্য্যাচ্ছিরাগতঃ শূলং শিরাকুঞ্চনপূরণম। স বাহ্যাভ্যন্তরায়ামং খল্লীং কৌব্জ্যামথাপি বা।।

কুপিত বায়ু শিরাগত হইলে শূল, শিরার সঙ্কোচ ও পূরণ, বাহ্যায়াম, অন্তরায়াম, খল্লী (খাইল ধরা) ও কুব্জতা উপস্থিত হয়।

তস্য চিকিৎসা

স্নেহাভ্যঙ্গোপনাহাশ্চ মর্দ্দনালেপনানি চ। বাতে শিরাগতে কুর্য্যাৎ তথা চাসৃগ্বিমোক্ষণম্।।

কুপিত বায়ু শিরাগত হইলে স্নেহাভ্যঙ্গ, উপনাহ, মর্দ্দন ও আলেপনাদি ক্রিয়া এবং রক্তমোক্ষণ করিবে।

স্নায়ুসন্ধিগতবাত লক্ষণম্

সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গরোগাংশ্চ কুর্য্যাৎ স্নায়ুগতোহ্নিলঃ। হন্তি সন্ধিগতঃ সন্ধীন্ শূলশোফৌ করোতি চ।।

কুপিত বায়ু স্নায়ুগত হইলে সার্ব্বাঙ্গিক ও ঐকাঙ্গিক রোগসকল আনয়ন করে। উহা সন্ধিগত হইলে সন্ধিনাশ (সন্ধির বিশ্লেষ ও স্তম্ভাদি), শূল ও শোথ উপস্থিত করে।

স্নায়ুসন্ধিগতবাত চিকিৎসা

স্নেহোপনাহাগ্নিকর্ম্ম-বন্ধনোন্মর্দ্দনানি চ। স্নায়ুসন্ধ্যস্থিসম্প্রাপ্তে কুর্য্যাদ্ বাতে বিচক্ষণঃ।।

স্নায়ু সন্ধিস্থান ও অস্থিতে বাতাশ্রয় হইলে স্নেহন, প্রলেপন, অগ্নিক্রিয়া, বন্ধন ও মর্দ্দনাদি ক্রিয়া প্রশস্ত।

হেতুবিশেষেণ বাতব্যাধিবিশেষঃ

প্রাণে পিত্তাবৃতে চ্ছর্দ্দির্দাহশ্চৈবোপজায়তে। দৌর্ব্বল্যং সদনং তন্দ্রা বৈরস্যঞ্চ কফাবৃতে।। উদানে পিত্তযুক্তে তু দাহো মূর্চ্ছা ভ্রমঃ ক্লমঃ। অস্বেদহর্ষৌ মন্দোহ্গ্নিঃ শীততা চ কফাবৃতে।। স্বেদদাহৌষ্ণ্যমূর্চ্ছাঃ স্যুঃ সমানে পিত্তসংবৃতে। কফেন সক্তে বিণ্মূত্রে গাত্রহর্ষশ্চ জায়তে।। অপানে পিত্তযুক্তে তু দাহৌষ্ণ্যং রক্তমূত্রতা। অধঃকায়ে গুরুত্বঞ্চ শীততা চ কফাবৃতে।। ব্যানে পিত্তাবৃতে দাহো গাত্রবিক্ষেপণং ক্লমঃ। স্তম্ভনো দণ্ডকশ্চাপি শূলশোথৌ কফাবৃতে।।

এক্ষণে প্রাণ অপানাদি পঞ্চবায়ু, পিত্ত ও কফ দ্বারা আবৃত হইলে তাহাতে যেরূপ লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহা লিখিত হইতেছে—প্রাণবায়ু পিত্ত দ্বারা আবৃত হইলে বমি ও দাহ; কফাবৃত হইলে দৌর্ব্বল্য, অবসন্নতা, তন্দ্রা ও মুখবৈরস্যতা উৎপাদন করে।

উদানবায়ু পিত্তযুক্ত হইলে দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও ক্লান্তি, কফাবৃত হইলে ঘর্ম্মাভাব, রোমাঞ্চ, অগ্নিমান্দ্য ও গাত্রের শীতলতা বা শীত উৎপাদন করে।

সমানবায়ু পিত্তসংযুক্ত হইলে স্বেদ, দাহ, গাত্রের উষ্ণতা ও মূর্চ্ছা; এবং কফসংযক্ত হইলে মলমূত্ররোধ ও রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়।

অপানবায়ু পিত্তাবৃত হইলে দাহ, দেহের উষ্ণতা ও রক্তপ্রস্রাব এবং কফাবৃত হইলে শরীরের অধোভাগে গুরুত্ব ও শৈত্য উপস্থিত হয়।

ব্যানবায়ু পিত্তাবৃত হইলে দাহ, গাত্রবিক্ষেপ ও ক্লান্তিবোধ এবং কফাবৃত হইলে শরীরের স্তব্ধতা অথবা দণ্ডবৎ অবস্থান এবং শূল ও শোথ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

তেষাং চিকিৎসা

বাতে সপিত্তে কুর্ব্বন্তি বাতপিত্তহরীঃ ক্রিয়াঃ। সকফে তত্র কুর্ব্বীত বাতশ্লেষ্মহরীঃ ক্রিয়াঃ।।

পিত্তসংযুক্ত বাতে বাতপিত্তনাশক এবং কফসংযুক্ত বাতে বাতশ্লেষ্মনাশক চিকিৎসা করিবে।

আক্ষেপকস্য সামান্যলক্ষণম্

যদা তু ধমনীঃ সর্ব্বাঃ কপিতোহ্ভ্যেতি মারুতঃ। তদাক্ষিপত্যাশু মুহুর্ম্মুহুর্দেহং মুহুশ্চরঃ। মুহুর্ম্মুহু-শ্চাক্ষেপণাদাক্ষেপক ইতি স্মৃতঃ।।

কুপিত বায়ু যখন ঊর্ধ্ব অধঃ ও তির্য্যগ্‌গামিনী ধমনীসকলকে প্রাপ্ত হয়, তখনই আক্ষেপক রোগ উপস্থিত করে, অর্থাৎ বায়ু মুহুর্মুহু অঙ্গকে ইতস্তত চালিত করিতে থাকে। মুহুর্মুহু আক্ষেপণ হেতু এই রোগকে আক্ষেপক (খিঁচুনি) কহিয়া থাকে।

অপতন্ত্রক লক্ষণম্

ক্রুদ্ধঃ স্বৈঃ কোপনৈর্বায়ুঃ স্থানাদূর্দ্ধং প্রপদ্যতে। পীড়য়ন্ হৃদয়ং গত্বা শিরঃশঙ্খৌ চ পীড়য়ন্।। ধনুর্ব্বন্নময়েদ্গাত্রাণ্যাক্ষিপেন্মোহয়েৎ তদা। স কৃচ্ছ্রাদুচ্ছ্বসেচ্চাপি স্তব্ধাক্ষোঽথ নিমীলকঃ।। কপোত ইব কূজেচ্চ নিঃসজ্ঞ সোঽপতন্ত্রকঃ।।

এই রোগে রুক্ষাদি স্বহেতু-কপিত বায়ু স্বস্থান (পক্কাশয়) হইতে উর্ধ্বাভিমখে হৃদয় মস্তক ও শঙ্খদেশে যাইয়া তত্তৎ স্থানকে প্রপীড়িত করত দেহকে ধনুকের ন্যায় নত ও আক্ষিপ্ত করে। এই রোগকে অপতন্ত্রক কহে। তাহাতে রোগী মূর্চ্ছিত, স্তব্ধাক্ষ বা নিমীলিতনেত্র ও সংজ্ঞাহীন হয় এবং অতি কষ্টে শ্বাস পরিত্যাগ করে ও কপোতের ন্যায় শব্দ করিতে থাকে।

অপতন্ত্রক চিকিৎসা

অথাপতন্ত্রকেণার্ত্তমাতুরং নাপতর্পয়েৎ। নিরূহবস্তিবমনং সেবয়েন্ন কদাচন।। শ্বসনাঃ কফবাতাভ্যাং রুদ্ধাস্তস্য বিমোক্ষয়েৎ। তীক্ষ্ণৈঃ প্রধমনৈঃ সংজ্ঞাং তাসু মুক্তাসু বিন্দতি।।

অপতন্ত্রক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির অপতর্পণ, নিরূহবস্তি ও বমনক্রিয়া করিবে না। এই রোগে কফ ও বায়ু কর্ত্তৃক শ্বাসপ্রশ্বাসবহা ধমনীসকল রুদ্ধ থাকে, অতএব তীক্ষ্ণ প্রধমন প্রয়োগ করিয়া ঐ সকল ধমনী বিমুক্ত করিলে রোগীর সংজ্ঞা লাভ হইবে।

হরীতকী বচা রাস্না সৈন্ধবং সাম্লবেতসম্। ঘৃতমাত্রাসমাযুক্তমপতন্ত্রকনাশনম্।। অম্লবেতসকাভাবাবাচ্চুক্রং দাতব্যমীরিতম্।।

হরীতকী, বচ, রাস্না, সৈন্ধব লবণ ও অম্লবেতস এই সকল চূর্ণ মিলিত ১ তোলা, ঘৃত ২ তোলার সহিত সেবন, অথবা হরীতকী প্রভৃতির ক্কাথে সৈন্ধব লবণ ও ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অপতন্ত্রক বিনষ্ট হয়। অম্লবেতসের অভাবে চুক্র গ্রহণ করিবে।

মরিচাদি নস্যম্

মরিচং শিগ্রুবীজানি বিড়ঙ্গক ফণিজ্ঝকম্। এতানি সূক্ষ্মচূর্ণানি দদ্যাচ্ছীর্ষবিরেচনে।।

মরিচ, সজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও ক্ষুদ্রপত্র তুলসী এই সকল চূর্ণের নস্য গ্রহণ করিলে অপতন্ত্রক নষ্ট হয়।

মুস্তং কিণ্বস্তিলাঃ কুষ্ঠং সুরাহ্বং লবণং নতম্। দধিক্ষীরচতুঃস্নেহৈঃ সিদ্ধং স্যাদুপনাহনম্।।

মুতা, কিণ্ব (সুরাবীজ), তিল, কুড়, দেবদারু, সৈন্ধবলবণ, তগরপাদুকা, দধি, দুগ্ধ ও চতুঃস্নেহ (ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা); এই সমুদায় সিদ্ধ করিয়া বাতরোগে উপনাহ (উষ্ণ পুলটিস) দিবে।

অপতানক লক্ষণম্

দৃষ্টিং সংস্তভ্য সংজ্ঞাঞ্চ হত্বা কণ্ঠেন কূজতি। হৃদি মুক্তে নরঃ স্বাস্থ্যং যাতি মোহং বৃতে পুনঃ। বায়ুনা দারুণং প্রাহুরেকে তদপতানকম্।।

অপতানক নামে আর একপ্রকাব ব্যাধি আছে। তাহাতে দৃষ্টিশক্তিনাশ ও সংজ্ঞালোপ হয় এবং কণ্ঠ হইতে একপ্রকার অব্যক্ত শব্দ বহির্গত হইতে থাকে। বায়ু যখন হৃদয় হইতে চলিয়া যায়, তখন রোগী সুস্থ এবং যখন হৃদয়কে আক্রমণ করে, তখন পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত হয়। অপতানক রোগ অতীব ভয়ঙ্কর।

দণ্ডাপতানক লক্ষণম্

কফান্বিতো ভৃশং বায়ুস্তাস্বেব যদি তিষ্ঠতি। দণ্ডবৎ স্তম্ভয়েদ্ দেহং স তু দণ্ডাপতানকঃ।।

কুপিত বায়ু অত্যন্ত কফযুক্ত হইয়া দেহস্থ ধমনীসকলকে আশ্রয় করিয়া দণ্ডাপতানক নামে আর একপ্রকার ব্যাধি উৎপাদন করে। তাহাতে দেহ দণ্ডের ন্যায় স্তম্ভিত অর্থাৎ আকুঞ্চনাদি-শক্তিরহিত হইয়া থাকে।

তয়োশ্চিকিৎসা

অথাপতানকেনার্ত্তমস্রুতাক্ষমবেপনম্। অখট্টাপাতিনঞ্চেব ত্বরয়া সমুপাচরেৎ।।

অপতানক রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি সাশ্রুনয়ন, কম্পিত-দেহ ও শয্যাশায়ী না হয়, তাহা হইলে ত্বরায় তাহার চিকিৎসা করিবে। কালবিলম্বে রোগ অসাধ্য হইয়া থাকে।

অপতানকিনে শস্তং দশমূলীশৃতং জলম্। পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তং জীর্ণে মাংসরসৌদনম্।।

অপতানক রোগীকে ২ তোলা দশমূল (মিলিত) অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করত পান করিতে দিবে। উহা জীর্ণ হইলে মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে।

তৈলেন মর্দ্দনঞ্চৈব তথা তীক্ষ্ণং বিরেচনম্। স্রোতোবিশোধনং পশ্চাৎ সর্পিঃ পানং হিতং স্মৃতম্।।
হন্ত্যভুক্তবতা পীতমম্লং দধ্যপতানকম্। মরিচেন সমাযুক্তং স্নেহবস্তিরথাপি বা।।

তৈল মর্দ্দন, তীক্ষ্ণ বিরেচন এবং স্রোতোবিশোধক ঘৃত পান অপতানক রোগে হিতকর। ভোজনের পূর্ব্বে শূন্যোদরে মরিচচূর্ণ-সংযুক্ত অম্লদধি পান অথবা স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিলে অপতানক রোগ বিনষ্ট হয়।

অন্তরায়ামবাহ্যায়ামযোর্লক্ষণম্

ধনুস্তুল্যং নমেদ্ যস্তু স ধনুঃস্তম্ভসংজ্ঞকঃ। অঙ্গুলীগুল্ফজঠর-হৃদ্বক্ষোগলসংশ্রিতঃ।। স্নায়ুপ্রতানমনিলো যদাক্ষিপতি বেগবান্। বিষ্টব্ধাক্ষঃ স্তব্ধহনুর্ভগ্নপার্শ্বঃ কফং বমন্।। অভ্যন্তরং ধনুরিব যদা নমতি মানবম্। তদাস্যাভ্যন্তরায়ামং কুরুতে মারুতো বলী।। বাহ্যস্নায়ুপ্রতানস্থো বাহ্যায়ামং করোতি চ। তমসাধ্যং বুধাঃ প্রাহুর্বক্ষঃকট্যূরুভঞ্জনম্।। কফপিত্তান্বিতো বায়ুর্বায়ুরেব চ কেবলঃ। কুর্য্যাদাক্ষেপকন্ত্বন্যং চতুর্থমভি-ঘাতজম্।। গর্ভপাতনিমিত্তশ্চ শোণিতাতিস্রবাচ্চ যঃ। অভিঘাতনিমিত্তশ্চ ন সিধ্যত্যপতানকঃ।।

যে-রোগে দেহ ধনুকের ন্যায় নত হয়, তাহাকে ধনুঃস্তম্ভ কহে। ইহা দ্বিবিধ, যথা অন্তরায়াম ও বহিরায়াম। অতিকুপিত বায়ু যখন অঙ্গুলি, গুলফ, জঠর, বক্ষস্থল (বাহুদ্বয়ের অন্তর্গত স্থান), হৃদয় (বক্ষস্থলের অভ্যন্তরে ২ অঙ্গুলি পরিমিত স্থান) ও গলদেশে অবস্থিত হইয়া স্নায়ুসমূহকে আকর্ষণ করে, তখনই মানব অভ্যন্তরে (ক্রোড়ে) নত হয়। ইহাকেই অভ্যন্তরায়াম কহে। ইহাতে রোগীর চক্ষুর্দ্বয় স্তব্ধ, হনু (চোয়াল) বদ্ধ, পার্শ্বদ্বয় ভগ্ন ও কফ উদ্গীর্ণ হয়। আর যদি ঐ বায়ু পশ্চাদ্ভাগে বাহ্যস্নায়ুসমূহে অবস্থিতি করিয়া তাহাদিগকে আকর্ষণ করে, তাহা হইলে মানব বহির্ভাগে পৃষ্ঠে নত হয়; ইহাকেই বহিরায়াম কহে। বহিরায়ামে বক্ষ, কটি ও উরুদেশে ভঙ্গবৎ বেদনা হয়। এই রোগ প্রায় অসাধ্য হইয়া থাকে।

কুপিত বায়ু স্বয়ং বা কফ-পিত্তান্বিত হইয়া অন্য একপ্রকার আক্ষেপ রোগ উৎপাদন করে। (জ্জেজড় তাহাকে দণ্ডাপতানক বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন) তাহাতে কফপিত্তের অনুবন্ধ থাকিলে শৈত্য,

শোথ ও গুরুত্বাদি লক্ষণসকলও উপস্থিত হইয়া থাকে। দণ্ডাদির অভিঘাতহেতু বায়ু কুপিত হইয়া আক্ষেপ রোগ আনয়ন করে, তাহাকে অভিঘাতজ আক্ষেপ কহে। আক্ষেপ চারি প্রকার, যথা দণ্ডাপতানক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম এবং অভিঘাতজ। গর্ভপাত, অতিশয় রক্তস্রাব ও অভিঘাত হেতু যে-অপতানক উৎপন্ন হয়, তাহা অসাধ্য।

তয়োশ্চিকিৎসা

বাহ্যায়ামেঽন্তরায়ামে বিধেয়ার্দ্দিতবৎ ক্রিয়া।

অর্দ্দিত রোগের চিকিৎসার ন্যায় বাহ্যায়াম ও অন্তরায়ামের চিকিৎসা করিবে।

বাহ্যায়ামেঽন্তরায়ামে ধনুঃস্তম্ভে চ কুব্জকে। যোজ্যং প্রসারণীতৈলং তেন তেষাং শমো ভবেৎ।। বাতব্যাধিষ সামান্যা যাঃ ক্রিয়াঃ কথিতাঃ পুরা। কর্ত্তব্যা এব তাঃ সর্ব্বাস্তৈলমেতদ্বিশেষতঃ।।

অন্তরায়াম, বাহ্যায়াম, ধনুঃস্তম্ভ ও কুব্জ রোগে প্রসারণীতৈল প্রয়োগ করিবে। পূর্ব্বে বাতব্যাধির যে সমস্ত সামান্য চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, এই সকল রোগে সেই সমস্ত চিকিৎসা, বিশেষত তৈল প্রয়োগ অত্যন্ত ফলদায়ক।

পক্ষবধ লক্ষণম্

গৃহীত্বার্দ্ধং তনোর্বায়ুঃ শিরাঃ স্নায়ুর্বিশোষ্য চ। পক্ষমন্যতরং হন্তি সন্ধিবন্ধান্ বিমোক্ষয়ন্।। কৃৎস্নার্দ্ধকায়স্তস্য স্যাদকর্ম্মণ্যো বিচেতনঃ। একাঙ্গরোগং তং কেচিদন্যে পক্ষবধং বিদুঃ।। সর্ব্বাঙ্গরোগস্তদ্বচ্চ সর্ব্বকায়াশ্রিতেঽনিলে। দাহসন্তাপমূর্চ্ছাঃ স্যুর্বায়ৌ পিত্তসমন্বিতে।। শৈত্যশোথগুরুত্বানি তস্মিন্নেব কফান্বিতে। শুদ্ধবাতহতং পক্ষং কৃচ্ছ্রসাধ্যতমং বিদুঃ। সাধ্যমন্যেন সংযুক্তমসাধ্যং ক্ষয়হেতুকম্।।

দুষ্ট বায়ু দেহের অর্দ্ধভাগকে আক্রমণ ও তদ্ভাগস্থ শিরা এবং স্নায়ুসকলকে বিশোষণ করিয়া সন্ধিবন্ধ বিশ্লেষপূর্ব্বক বাম বা দক্ষিণ একতর পক্ষকে বিনষ্ট (শক্তিহীন) করে, সুতরাং সেই পক্ষ অকর্ম্মণ্য ও বিচেতনপ্রায় হইয়া থাকে। এই ব্যাধিকে কেহ একাঙ্গরোগ, কেহ পক্ষবধ (পক্ষাঘাত) কহে। আর যদি ঐ দুষ্ট বায়ু সমস্ত শরীরকে আক্রমণ এবং সর্ব্বশরীরস্থ শিরা ও স্নায়ুসকলকে বিশোষণ করিয়া সন্ধিবিশ্লেষপূর্ব্বক সমস্ত শরীরকে অকর্ম্মণ্য ও বিচেতনপ্রায় করে, তাহা হইলে তাহাকে সর্ব্বাঙ্গ রোগ কহিয়া থাকে।

বায়ু পিত্তযুক্ত হইয়া পক্ষাঘাত রোগ উৎপাদন করিলে তাহাতে দাহ, সন্তাপ ও মূর্চ্ছা; এবং কফযুক্ত হইয়া উহা আনয়ন করিলে তাহাতে শৈত্য, শোথ ও দেহের গুরুতা এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। বায়ু কফপিত্তসংযুক্ত হইয়া যে পক্ষাঘাত উৎপাদন করে তাহা সাধ্য; কিন্তু কেবলমাত্র বাত দ্বারা যে পক্ষাঘাত জন্মে, তাহা অতি কষ্টসাধ্য; আর ধাতুক্ষয়-কুপিত-বায়ুজনিত যে পক্ষাঘাত তাহা অসাধ্য।

পক্ষবধ চিকিৎসা

পক্ষাঘাতসমাক্রান্তং সুতীক্ষ্ণৈশ্চ বিরেচনৈঃ। শোধয়েদ্ বস্তিভিশ্চাপি ব্যাধিরেবং প্রশাম্যতি।।

পক্ষাঘাতপীড়িত রোগীর পক্ষে উগ্র বিরেচক ও বস্তিক্রিয়া নিতান্ত হিতকর।

পক্ষাঘাতেঽর্দ্দিতে চাপি ধনুঃস্তম্ভেঽপতন্ত্রকে। অন্যেষ্বপি চ সংরেকঃ শস্যতে তৈলগাহনম্।।

পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, ধনুঃস্তম্ভ, অপতন্ত্রক এবং অন্যান্য বাতরোগেও বিরেচন ক্রিয়া ও তৈলাবগাহন বিশেষ হিতপ্রদ।

মাষাদি ক্বাথঃ

মাষাত্মগুপ্তৈরণ্ড-বাট্যালকশৃতং পিবেৎ। হিঙ্গসৈন্ধবসংযুক্তং পক্ষাঘাতনিবারণম্।। (হিঙ্গসিন্ধুখে মাষিকে)।

মাষকলাই, আলকুশী, এরণ্ডমূল, বেড়েলা, ইহাদের ক্বাথে হিং ও সৈন্ধব প্রত্যেক ১ মাষা মাত্রায় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পক্ষাঘাত নিবারণ হয়।

গ্রন্থিকাদি তৈলম্

গ্রন্থিকাগ্নিকণাশুণ্ঠী-রাস্নাসৈন্ধবকল্কিতম্। মাষক্বাথশৃতং তৈলং পক্ষাঘাতং ব্যপোহতি।।

পিপুলমূল, চিতামূল, পিপুল, শুঁঠ, রাস্না ও সৈন্ধব , ইহাদের কল্কে ও মাষকলায়ের ক্বাথে তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে পক্ষাঘাত প্রশমিত হয়।

মাষাদি তৈলম্

মাষাত্মগুপ্তাতিবিষারুবূক-রাস্নাশতাহ্বালবণৈঃ সুপিষ্টৈঃ। চতুর্গুণে মাষবলাকষায়ে তৈলং শৃতং হন্তি হি পক্ষঘাতম্।। অতিবিষা ইত্যত্র অতিরসেতি বা পাঠঃ। অতিরসা যষ্টিমধু ইতি বৃন্দটীকা।

মাষকলাই, আলকুশী মূল, আতইচ (কেহ কেহ বলেন যষ্টিমধু), এরণ্ডমূল, রাস্না, শুলফা ও সৈন্ধবলবণ এই সকল কল্ক এবং তৈলের চতুর্গুণ মাষকলাই ও বেড়েলার ক্বাথ ইহাদের সহিত তিলতৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে পক্ষাঘাত প্রশমিত হইয়া থাকে।

অর্দ্দিতস্য সংপ্রাপ্তিপূর্ব্বকলক্ষণম্

উচ্চৈর্ব্যাহরতোহত্যর্থং খাদতঃ কঠিনানি বা। হসতো জৃম্ভতো বাপি ভারাদ্ বিষমশায়িনঃ।। শিরোনাসৌষ্ঠচিবক-ললাটেক্ষণসন্ধিগঃ। অর্দ্দয়ত্যনিলো বক্ত্রমর্দ্দিতং জনয়ত্যতঃ।। বক্রীভবতি বক্ত্রার্দ্ধং গ্রীবা চাপ্যপবর্ত্ততে। শিরশ্চলতি বাক্সঙ্গো নেত্রাদীনাঞ্চ বৈকৃতম্।। গ্রীবাচিবুকদন্তানাং তস্মিন্ পার্শ্বে চ বেদনা। যস্যাগ্রজো রোমোহর্ষো বেপথুর্নেত্রমাবিলম্।। বায়ুরূর্দ্ধং ত্বচি স্বাপস্তোদো মন্যাহনুগ্রহঃ। তমর্দ্দিতমিতি প্রাহুর্ব্যাধিং ব্যাধিবিচক্ষণাঃ।। ক্ষীণস্যানিমিষাক্ষস্য প্রসক্তাব্যক্তভাষিণঃ। ন সিধ্যত্যর্দ্দিতং গাঢ়ং ত্রিবর্ষং বেপনস্য চ। গতে বেগে ভবেৎ স্বাস্থ্যং সর্ব্বেষ্বাক্ষেপকাদিষু।।

নিরন্তর অতি উচ্চৈঃস্বরে বাক্যকথন, কঠিন দ্রব্য চর্ব্বণ, হাস্য, জৃম্ভা, ভারবহন ও বিষমভাবে শয়ন, এই সকল কারণে বায়ু কুপিত হইয়া এবং মস্তক নাসিকা ওষ্ঠ চিবুক ললাট ও নেত্রসন্ধিতে গমন করিয়া মুখকে অর্দ্দিত অর্থাৎ পীড়িত করে, এই জন্যই ইহাকে অর্দ্দিতরোগ কহে। এই রোগে মুখের অর্দ্ধভাগ ও গ্রীবা বক্রীভূত হয়, এবং শিরঃকম্প, বাক্যনিরোধ ও নেত্রাদির বৈকৃত্য জন্মে এবং মুখের যে-পার্শ্বে অর্দ্দিত হয়, সেই পার্শ্বের গ্রীবা, চিবুক ও দন্তে বেদনা হইয়া থাকে। প্রবল রোমাঞ্চ, কম্প, নেত্রের আবিলতা, ঊর্দ্ধবাত, স্পর্শানভিজ্ঞতা, সূচীবেধবৎ বেদনা, মন্যাগ্রহ ও হনুগ্রহ এইগুলিও অর্দ্দিত রোগের লক্ষণ। অর্দ্দিতরোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি অতি ক্ষীণ, নিমেষশূন্য ও কণ্ঠলগ্ন অব্যক্তভাষী অথবা কম্পমান হয়, কিংবা রোগ যদি গাঢ় অর্থাৎ তিন বৎসরের অধিক দিনের হয়, তাহা হইলে অসাধ্য জানিবে। আক্ষেপকাদি সর্ব্বপ্রকার বাতব্যাধিতে বায়ুর বেগ শান্ত হইলেই রোগী স্বাস্থ্যলাভ করে অর্থাৎ তাহার পীড়ার লাঘব হইয়া থাকে।

অর্দ্দিত চিকিৎসা

অর্দ্দিতে নাবনং মূর্দ্ধ্নি তৈলং তর্পণমেব চ। নাড়ীস্বেদোপনাহাশ্চাপ্যানূপপিশিতৈর্হিতাঃ।।

অর্দ্দিতাখ্য বাতব্যাধিতে নস্য, মস্তকে তৈলমর্দ্দন, তর্পণ প্রদান এবং আনূপ-মাংসের (কচ্ছপাদির মাংসের) নাড়ীস্বেদ ও প্রলেপ ব্যবস্থেয়। (একটি হাঁড়িতে জল ও অনূপ-দেশোদ্ভব জন্তুর মাংস রাখিয়া হাঁড়ির মুখে একখানি সচ্ছিদ্র শরা চাপা দিবে এবং হাঁড়ির মুখ ও শরার সন্ধিস্থল উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিবে। তদনন্তর ঐ হাঁড়ি চুল্লিতে বসাইয়া নিম্নে জ্বাল দিবে, যখন হাঁড়ি হইতে বাষ্প উঠিয়া শরার ছিদ্র দিয়া বাহির হইবে, তখন একটি নলের একপ্রান্ত ঐ ছিদ্রমধ্যে সন্নিবেশিত করিবে এবং অপর প্রান্ত দিয়া যে-বাষ্প বহির্গত হইবে, তাহা অর্দ্দিত স্থানে লাগাইবে , এইরূপ স্বেদ-প্রয়োগের নাম নাড়ীস্বেদ; নাড়ী অর্থাৎ নল)।

অর্দ্দিতে নবনীতেন খাদেন্মাষেণ্ডরীং নরঃ। ক্ষীরমাংসরসৈর্ভুক্ত্বা দশমূলীরসং পিবেৎ।।

অর্দ্দিত রোগে নবনীতের সহিত মাষকলায়ের পিষ্টক ভক্ষণের পর দুগ্ধ এবং মাংসরসের সহিত অন্নভোজন করিয়া দশমূলের ক্বাথ পান করিবে।

রসোনকল্কং তিলতৈলমিশ্রং খাদেন্নরো যোঽর্দ্দিতরোগযুক্তঃ তস্যার্দ্দিতং নাশয়তীহ শীঘ্রং বৃন্দং ঘনানামিব মাতরিশ্বা।।

রশুন ছেঁচিয়া তিলতৈলের সহিত ভক্ষণ করিলে বায়ু-প্রতিসারিত মেঘসমূহের ন্যায় অর্দ্দিত রোগ দূরীভূত হয়।

স্নেহাভ্যঙ্গশিরোবস্তি-পাননস্যপরায়ণঃ। অর্দ্দিতং স জয়েৎ সর্পিঃ পিবেদৌত্তরভক্তিকম্।।

স্নেহের অভ্যঙ্গ, শিরোবস্তি, পান, নস্য ও ভোজনান্তে ঘৃত পান এই সমুদায় ক্রিয়া দ্বারা অর্দ্দিত রোগ প্রশমিত হয়।

বলয়া পঞ্চমূল্যা বা ক্ষীরং বাতার্দ্দিতী পিবেৎ। অর্দ্দিতে পিত্তজে শীতান্ স্নেহাংশ্চৈব বিনির্দ্দিশেৎ। ঘৃত-বস্তিপ্রসেকঞ্চ ক্ষীরবস্তিং তথৈব চ।। জিহ্মীভূতাননো মূকো দাহবান্ যোঽর্দ্দিতী ভবেৎ। কুর্য্যাৎ প্রতিক্রিয়াং তস্য বাতপিত্তবিনাশিনীম্।। কফঘ্নীং কফজে কুর্য্যাৎ ক্রিয়াং নিরবশেষতঃ। বমনং শোথসংযুক্তে কুর্য্যাদ্ বীক্ষ্য বলং ভিষক্।।

বাতজ অর্দ্দিতে বেড়েলা বা বৃহৎ পঞ্চমূলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ হিতকর। পিত্তজ অর্দ্দিতে শীতল স্নেহপান, ঘৃতবস্তি ও দুগ্ধবস্তি উপকারী। অর্দ্দিত রোগ মুখের বক্রতা, বাক্‌শক্তিরাহিত্য ও দাহ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত থাকিলে বাতপিত্তনাশক ক্রিয়া কর্ত্তব্য। কফজ অর্দ্দিতে কফঘ্ন চিকিৎসা কর্ত্তব্য। শোথসংযুক্ত অর্দ্দিতে রোগীর বলাবল বুঝিয়া বমন করানো যাইতে পারে।

বলামাষাত্মগুপ্তাশ্চ রোহিষাখ্যং তথা তৃণম্। এরণ্ডমূলমিত্যেষাং ক্বাথো হন্ত্যর্দ্দিতং গদম্।। পক্ষাঘাতং বিশ্বচীঞ্চ বিরেকশ্চাত্র শস্যতে।।

বেড়েলা, মাষকলাই, আলকুশীমূল, গন্ধতৃণ ও এরণ্ডমূল ইহাদের ক্বাথ পান ও নস্যরূপে ব্যবহার করিলে অর্দ্দিত, পক্ষাঘাত ও বিশ্বচী রোগ প্রশমিত হয়। ইহাতে বিরেচন প্রশস্ত।

হনুগ্রহস্য সনিদান লক্ষণম্

জিহ্বানির্লেখনাচ্ছুষ্ক-ভক্ষণাদভিঘাততঃ। কপিতো হনমূলস্থঃ স্রংসয়িত্বানিলো হনূ।। করোতি বিবৃতাস্যত্বমথবা সংবৃতাস্যতাম্। হনুগ্রহঃ স তেন স্যাৎ কৃচ্ছ্রাচ্চর্ব্বণভাষণম্।।

জিহ্বা-নির্লেখন (অধিক জিভছোলা), কঠিন দ্রব্য চর্ব্বণ ও আঘাতপ্রাপ্তি এই সকল কারণে হনু (চোয়াল)-মূলস্থ বায়ু কুপিত হইয়া ঐ হনুকে শিথিল অর্থাৎ অধঃকৃত করে। তাহাতে রোগী বিবৃতমুখ

সংবৃত করিতে (বুজিতে) ও সংবৃত মুখ বিবৃত (হাঁ) করিতে পারে না। ইহাকেই হনুগ্রহ কহে। এই রোগী অতি কষ্টে চর্ব্বণ করিতে ও কথা কহিতে পারে।

হনুগ্রহস্য চিকিৎসা

ব্যাদিতাস্যে হনুং স্বিন্নমঙ্গুষ্ঠভ্যাং প্রপীড্য চ। প্রদেশিনীভ্যাঞ্চোন্নম্য চিবুকোন্নমনং হিতম্।।

বাতরোগে মুখ বিবৃত হইলে (হাঁ হইয়া থাকিলে) হনুদেশে স্বেদ প্রদান এভং অঙ্গষ্ঠদ্বয় দ্বারা হনুস্থান (গণ্ডাস্থি) চাপিয়া তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা চিবুক (দাড়ি) উন্নমিত করিয়া মুখ প্রকৃতিস্থ করিবে।

স্রস্তং সংগময়েৎ স্থানং তথা স্বিন্নঞ্চ নাময়েৎ। প্রত্যেকং স্থানদূষ্যাদি-ক্রিয়াং সর্ব্বত্র কারয়েৎ।।

হনু যদি স্রস্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উহাকে স্বস্থানে আনয়ন করিবে; কিংবা যদি স্তব্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বেদ প্রদান করিয়া নোয়াইবে; প্রত্যেক স্থলে স্থানদূষ্যাদির উপযুক্ত ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

মন্যাস্তম্ভস্য নিদানপূর্ব্বকলক্ষণম্

দিবাস্বপ্নাসমস্থান-বিবৃতোর্দ্ধনিরীক্ষণৈঃ। মন্যাস্তম্ভং প্রকুরুতে স এব শ্লেষ্মণাবৃতঃ।।

দিবানিদ্রা, বিষমভাবে গ্রীবাস্থাপন, বিবৃত বা ঊর্ধ্বনেত্রে নিরীক্ষণ এই সকল কারণে কুপিত বায়ু কফাবৃত হইয়া মন্যা (গ্রীবাদেশস্থ বৃহৎ শিরাদ্বয়)-স্তম্ভ উপস্থিত করে। ইহাতে গ্রীবা ফিরাইতে ঘুরাইতে পারা যায় না।

মন্যাস্তম্ভস্য চিকিৎসা

পঞ্চমূলীকৃতঃ ক্বাথো দশমূলীকৃতোঽথবা। রুক্ষঃ স্বেদস্তথা নস্যং মন্যাস্তম্ভে প্রশস্যতে।।

মন্যাস্তম্ভে বৃহৎ পঞ্চমূল বা দশমূলের ক্বাথ, রুক্ষস্বেদ ও নস্য প্রশস্ত।

কুক্কুটাণ্ডদ্রবৈরুষ্ণৈঃ সৈন্ধবাজ্যসমন্বিতৈঃ। গ্রীবাং সংমর্দ্দয়েৎ তেন মন্যাস্তম্ভঃ প্রশাম্যতি।।

কুক্কুটডিম্বের দ্রবাংশ সৈন্ধব লবণ ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত এবং উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা গ্রীবাদেশ মর্দ্দন করিলে মন্যাস্তম্ভ প্রশান্ত হয়।

কটুতৈলেনাভ্যক্তে লিপ্তে কল্কেন বাজিগন্ধায়াঃ। শাম্যেদ্ গ্রীবাস্তম্ভশূলং মহদপ্যনায়াসম্।।

সর্ষপতৈল মর্দ্দন এবং অশ্বগন্ধার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে গ্রীবাস্তম্ভ নিবারিত হয়।

জিহ্বাস্তম্ভ লক্ষণম্

বাগ্বাহিনীশিরাসংস্থো জিহ্বাং স্তম্ভয়তেঽনিলঃ। জিহ্বাস্তম্ভঃ স তেনান্ন-পানবাক্যেষ্বনীশতা।।

কুপিত বায়ু বাগ্‌বাহিনী শিরায় অবস্থিত হইয়া জিহ্বাস্তম্ভ করে। জিহ্বাস্তম্ভ রোগে রোগী পানভোজন ও বাক্যকথনে অক্ষম হয়।

জিহ্বাস্তম্ভ চিকিৎসা

বাতাদ্ বাগ্ধমনীদুষ্টৌ স্নেহগণ্ডূষধারণম্।।

বায়ুর প্রকোপে বাগ্‌বাহিনী শিরা বিকৃত হইলে ঘৃত-তৈলাদি স্নেহপদার্থের গণ্ডূষধারণ কর্ত্তব্য।

কুব্জ লক্ষণম্

হৃদয়ং যদি বা পৃষ্ঠমুন্নতং ক্রমশঃ সরুক্। ক্রুদ্ধো বায়ুর্যদা কুর্য্যাৎ তদা তং কুব্জমাদিশেৎ।।

কুপিত বায়ু হৃদয় বা পৃষ্ঠদেশকে ক্রমশ উন্নত ও বেদনাবিশিষ্ট করিলে তাহাকে কুব্জরোগ বলে।

কুব্জ চিকিৎসা

বাতঘ্নৈর্দশমূল্যা চ নবং কুব্জমুপাচরেৎ। স্নৈহৈর্মাংসরসৈর্বাপি প্রবৃদ্ধং তং বিবর্জ্জয়েৎ।। নবত্বং কুব্জস্য যাবদ্ রুজাপূর্ব্বিকা বৃদ্ধিঃ। ইতি শ্রীকণ্ঠঃ।

অল্পদিনজাত কুব্জরোগে দশমূল ও অন্যান্য বাতঘ্ন ঔষধ এবং স্নেহপ্রয়োগ ও মাংসের যূষ হিতকর। এই রোগ হঠাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে অসাধ্য জানিবে।

শিরাগ্রহ লক্ষণম্

রক্তমাশ্রিত্য পবনঃ কুয্যান্মূর্দ্ধধরাঃ শিরাঃ। রুক্ষাঃ সবেদনাঃ কৃষ্ণঃ সোঽসাধ্যঃ স্যাচ্ছিরাগ্রহঃ।।

কুপিত বায়ু রক্তকে আশ্রয়পূর্ব্বক গ্রীবাদেশস্থ শিরোধর যাবতীয় শিরাকে বিকৃত করিয়া শিরাগ্রহ রোগ উপস্থিত করে। ইহাতে ঐ শিরাসকল রুক্ষ বেদনাযুক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। (এই শিরাগ্রহ রোগে মস্তকেরও চালনাদি ক্রিয়ারহিত হয় বলিয়া কোন গ্রন্থকার ইহাকে শিরোগ্রহও বলিয়া থাকেন)। এই রোগ স্বভাবতই অসাধ্য।

শিরাগ্রহস্য চিকিৎসা

শিরাগ্রহে[১] তু কর্ত্তব্যা শিরাগতমরুৎক্রিয়া। দশমূলীকষায়েণ মাতুলুঙ্গরসেন চ। শৃতেন তৈলেনাভ্যঙ্গঃ শিরোবস্তিশ্চ যুজ্যতে।।

শিরাগ্রহ বা শিরোগ্রহরোগে শিরাগত বাতনাশক চিকিৎসা কর্ত্তব্য। ইহাতে দশমূলের ক্বাথ ও টাবালেবুর রস দ্বারা সাধিত তৈলমর্দ্দন ও শিরোবস্তি হিতকর।

গৃধ্রসী লক্ষণম্

স্ফিক্‌পূর্ব্বা কটিপৃষ্ঠোরু-জানুজঙ্ঘাপদং ক্রমাৎ। গৃধ্রসী স্তম্ভরুক্‌তোদৈর্গৃহ্লাতি স্পন্দতে মুহুঃ। বাতাদ্ বাতকফাৎ তন্দ্রা-গৌরবারোচকান্বিতা।।

গৃধ্রসী নামক বাতব্যাধিতে প্রথমে স্ফিক্ (প্রোথ-নিতম্ব-পাছা), তদনন্তর যথাক্রমে কটি পৃষ্ঠ উরু জানু জঙ্ঘা ও পাদদেশে স্তব্ধতা, বেদনা ও সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। এই রোগে বাতাধিক্য থাকিলে মুহুর্ম্মুহুঃ স্পন্দন এবং বাতকফাধিক্য থাকিলে উক্ত বাতলক্ষণ, অধিকন্তু তন্দ্রা, দেহের গুরুতা ও অরুচি হইয়া থাকে।

গৃধ্রসী চিকিৎসা

তৈলমেরণ্ডজং বাপি ত্রিফলাক্বাথসংযুতম্। মাসমেকং পিবেৎ প্রাতর্গৃধ্রস্যূরুগ্রহাপহম্।।

একমাস ব্যাপিয়া প্রত্যহ প্রভাতে ত্রিফলার ক্বাথের সহিত এরণ্ডতৈল পান করিলে গৃধ্রসী ও উরুগ্রহ প্রশমিত হয়।

শেফালিকাদলক্বাথো মৃদ্বগ্নিপরিসাধিতঃ। দুর্ব্বারং গৃধ্রসীরোগং পীতমাত্রঃ সমুদ্ধরেৎ।।

মৃদু অগ্নিতে নিসিন্দাপত্রের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে গৃধ্রসীরোগের শান্তি হয়।

এরণ্ডমূলং বিল্বঞ্চ বৃহতী কণ্টকারিকা। কষায়ো রুচকোপেতঃ পীতোবঙ্ক্ষণবস্তিগম্। গৃধ্রসীজং হরেচ্ছূলং চিরকালানুবন্ধি চ।।

১॥ শিরোগ্রহে ইতি পাঠান্তরম্।

এরণ্ডমূল, বেলছাল, বৃহতী ও কণ্টকারী ইহাদের ক্বাথ সচল-লবণের সহিত পান করিলে গৃধ্রসী-জন্য বঙ্ক্ষণ ও বস্তিদেশের স্থায়ী বেদনা প্রশমিত হয়।

বৃহন্নিম্বতরোঃ সারো বারিণা পরিপেষিতঃ। পীতঃ প্রণাশয়েৎ ক্ষিপ্রমসাধ্যামপি গৃধ্রসীম্।।

বৃহৎ নিম্ববৃক্ষের সার জলে ঘষিয়া সেবন করিলে গৃধ্রসী রোগ বিনষ্ট হয়।

দশমূলী বলা রাস্না গুড়ূচী বিশ্বভেষজম্। পিবেদেরণ্ডতৈলেন গৃধ্রসীখঞ্জপঙ্গুনুৎ।।

দশমূল, বেড়েলা, রাস্না, গুলঞ্চ ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে গৃধ্রসী, খঞ্জ ও পঙ্গু রোগ বিনষ্ট হয়।

তৈলমেরণ্ডজং বাপি গোমূত্রেণ পিবেন্নরঃ। মাসমেকং প্রয়োগহ্যয়ং গৃধ্রস্যূরুগ্রহাপহঃ।।

এরণ্ডতৈল গোমূত্রের সহিত এক মাস পর্য্যন্ত সেবন করিলে গৃধ্রসী ও ঊরুগ্রহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গোমূত্রৈরণ্ডতৈলাভ্যং কৃষ্ণা পীতা সুচূর্ণিতা। দীর্ঘকালোত্থিতাং হন্তি গৃধ্রসীং কফবাতজাম্।।

গোমূত্র ও এরণ্ডতৈল মিলিত ৪ তোলা, ৪ মাষা পরিমিত পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কফবাত জন্য গৃধ্রসী বিনষ্ট হয়।

অশ্নাতি যো নরঃ সিদ্ধামেরণ্ডতৈলসাধিতাম্। বার্ত্তাকুং গৃধ্রসীক্ষীণঃ পূর্ব্বামাপ্নোত্যসৌ গতিম্।।

এরণ্ডতৈলের সহিত সিদ্ধ বার্ত্তাকু সেবন করিলে গৃধ্রসীপীড়িত ব্যক্তি রোগমুক্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

পিষ্টৈরণ্ডফলং ক্ষীরে সবিশ্বং বা ফলং রুবোঃ। পায়সং ভক্ষিতং সিদ্ধং গৃধ্রসীকটিশূলনুৎ।।

দুগ্ধে কিঞ্চিৎ তণ্ডুল ও ত্বগ্‌রহিত শিলাপেষিত ২ তোলা এরণ্ডবীজ অথবা ১ তোলা এরণ্ডবীজ ও ১ তোলা শুঁঠ দিয়া পায়স প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে গৃধ্রসী ও কটীশূল নিবারিত হয়।

রাস্নায়াস্তু পলঞ্চৈকং কর্ষান্ পঞ্চ চ গুগ্‌গুলোঃ। সর্পিষা গুড়িকাং কৃত্বা খাদেদ্ বা গৃধ্রসীহরাম্।।

রাস্না ৮ তোলা, গুগ্‌গুলু ১০ তোলা মর্দ্দন করিয়া ঘৃত সংযোগে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ঐ বটিকা সেবন করিলে গৃধ্রসী রোগ বিনষ্ট হয়। (অনুপান গরম জল, মাত্রা ১ তোলা।)

গৃধ্রস্যার্ত্তং নরং সম্যক্ পাচনাদ্যৈর্বিশোধিতম্। জ্ঞাত্বা নরং প্রদীপ্তাগ্নিং বস্তিভিঃ সমুপাচরেৎ।।

গৃধ্রস্যার্ত্ত ব্যক্তিকে পাচন ও বমনাদি দ্বারা শুদ্ধ করিয়া যখন দেখিবে তাহার অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়াছে, তখন বস্তিপ্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

নাদৌ বস্তিবিধিং কুর্য্যাদ্ যাবদূর্দ্ধং ন শুধ্যতি। স্নেহো নিরর্থকস্তস্য ভস্মন্যেবাহুতির্যথা।।

গৃধ্রসীরোগে প্রথমে ঊর্ধ্ব অর্থাৎ পক্কাশয়ের উপরিস্থ্ আমাশয় যে-পর্য্যন্ত বমন-বিরেচন দ্বারা বিশোধিত না হয়, সে পর্য্যন্ত বস্তিপ্রয়োগ করিবে না। আমাশয় শোধিত না হইলে স্নেহ-বস্তি প্রদান, ভস্মে আহুতি প্রদানের ন্যায় বিফল হয়।

গৃধ্রস্যার্ত্তস্য জঙ্ঘায়াঃ স্নেহস্বেদে কৃতে ভৃশম্। পদ্ভ্যাং নির্ম্মর্দ্দিতায়াশ্চ সূক্ষ্মমার্গেণ গৃধ্রসীম্।। অবতার্য্যাঙ্গুলৌ সম্যক্ কনিষ্ঠায়াং শনৈঃ শনৈঃ। জ্ঞাত্বা সমুন্নতং গ্রন্থিং কণ্ডরায়াং ব্যবস্থিতম্।। তং শস্ত্রেণ বিদার্য্যাশু প্রবলাঙ্কুরসন্নিভম্। সমুদ্ধৃত্যাগ্নিনা দগ্ধ্বা লিম্পেদ্ যষ্ট্যাহ্বচন্দনৈঃ।। বিধ্যেচ্ছিরামিন্দ্রবস্তেরধস্তাচ্চতুরঙ্গুলে। যদি নোপশমং গচ্ছেদ্ দহেৎ পাদকনিষ্ঠিকাম্।।

গৃধ্রসী-পীড়িত ব্যক্তির জঙ্ঘায় প্রথমত স্নেহ ও স্বেদ প্রদান করিয়া পরে পাদ দ্বারা জঙ্ঘা মর্দ্দন করিবে এবং হস্ত দ্বারা গৃধ্রসীকে সূক্ষ্মমার্গ অবলম্বন করাইয়া ক্রমে ক্রমে কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে আনিবে। তাহাতে সেই গৃধ্রসী তত্রস্থ কণ্ডরায় প্রবালাঙ্কুর-সদৃশ উন্নত গ্রন্থির আকারে অবস্থিতি করিবে। তখন উহা শস্ত্র দ্বারা উদ্ধৃত ও অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহাতে যষ্টিমধু ও চন্দনের প্রলেপ দিবে। তৎপরে ইন্দ্রবস্তির অধোভাগে ৪ অঙ্গুলি নিম্নে শিরাবিদ্ধ করিবে। ইহাতেও যদি রোগের শান্তি না হয়, তাহা হইলে কনিষ্ঠাঙ্গুলি দগ্ধ করিবে।

তৈলং ঘৃতং বার্দ্রকমাতুলুঙ্গ্যো রসং সচুক্রং সগুড়ং পিবেদ্ বা। কট্যূরুপৃষ্ঠত্রিকবস্তিশূল-গৃধ্রস্যুদাবর্ত্তহরঃ

আদা, টাবালেবুর রস, চুক্র এবং গুড় সমভাগে লইয়া তৈল কিংবা ঘৃত-সহ সেবন করিলে কটী ঊরু পৃষ্ঠ ত্রিক ও বস্তিগত শূল, গৃধ্রসী ও উদাবর্ত্ত রোগ বিনষ্ট হয়।

বিশ্বচী লক্ষণম্

তলং প্রত্যঙ্গুলীনাং বা কণ্ডরা বাহুপৃষ্ঠতঃ। বাহ্বোঃ কর্ম্মক্ষয়করী বিশ্বচী চেতি সোচ্যতে।।

বাহুর পশ্চাদ্ভাগ হইতে যে সকল কণ্ডরা (মহতী শিরা) অঙ্গুলিতল পর্য্যন্ত আসিয়াছে, তাহাদিগকে দূষিত করিয়া কুপিত বায়ু বাহুকে অকর্ম্মণ্য অর্থাৎ আকুঞ্চন-প্রসারণাদি ক্রিয়ারহিত করে। ইহাকেই বিশ্বচীরোগ কহে। ইহা কখনও এক বাহুতে, কখনও বা বাহুদ্বয়েই হইয়া থাকে।

অববাহুক লক্ষণম্

অংসদেশস্থিতো বায়ুঃ শোষয়েদং সবন্ধনম্। শিরাশ্চাকুঞ্চ্য তত্রস্থো জনয়েদববাহুকম্।।

অংস অর্থাৎ স্কন্দদেশস্থিত কুপিত বায়ু, স্কন্ধের বন্ধনস্বরূপ শ্লেষ্মাকে শুষ্ক করিয়া অংসশোষ রোগ উপস্থিত করে; ইহা বাতজ। আর ঐ স্কন্ধস্থিত বায়ু যদি শিরাসকলকে আকুঞ্চিত করে, তাহা হইলে অববাহুক রোগ উৎপন্ন হয়; এই রোগ কফবাতজ।

তয়োশ্চিকিৎসা

দশমূলীবলামাষ-ক্বাথং তৈলাজ্যমিশ্রিতম্। সায়ং ভুক্ত্বা পিবেন্নস্যং বিশ্বচ্যামববাহুকে।।

বিশ্বচী ও অববাহুক রোগে দশমূল, বেড়েলা ও মাষকলাই ইহাদের ক্বাথে তৈল ও ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া সায়ং ভোজনানন্তর উহা নাসিকা দ্বারা পান করিবে।

মূলং বলায়াস্ত্বথ পারিভদ্রং তথাত্মগুপ্তাস্বরসং পিবেদ্বা। যুঞ্জীত যো মাষরসেন[১] নস্যং ভবেদসৌ বজ্রসমানবাহুঃ।।

বেড়েলার মূল, পালিধা মাদারের মূল অথবা আলকুশীর স্বরস বা ক্বাথ নাসিকা দ্বারা পান করিলে কিংবা মাষকলায়ের (পাঠান্তরে মাংসরসের ক্বাথে) তৈল ও সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া তাহার নস্য লইলে অববাহুক রোগ নষ্ট হয়।

বাহুশীর্ষগতে নস্যং পানঞ্চৌত্তরভক্তিকম্। বস্তিকর্ম্ম ত্বধো নাভেঃ শস্যতে চাবপীড়কঃ।।

কুপিত বায়ু বাহু ও শীর্ষগত হইলে নস্য ও ভোজনের পর ঘৃতাদি স্নেহপান এবং বায়ু নাভির অধোদেশগত হইলে বস্তিকর্ম্ম ও নস্য হিতকর।

১॥ মাংসরসেনেতি বা পাঠঃ।

বাহুশোষে পিবেৎ সর্পির্ভুক্তা কল্যাণকং মহৎ।।

বাহুশোষে ভোজনের পর মহাকল্যাণক ঘৃত পান করিবে।

ক্রোষ্টুকশীর্ষস্য লক্ষণম্

বাতশোণিজঃ শোথো জানুমধ্যে মহারুজঃ। জ্ঞেয়ঃ ক্রোষ্টুকশীর্ষস্তু স্থূলঃ ক্রোষ্টুকশীর্ষবৎ।।

কুপিত বায়ু ও দুষ্ট রক্ত মিলিত হইয়া জানুমধ্যে অতি বেদনাদায়ক শোথ উৎপাদন করে। এই শোথ ক্রোষ্টুকের শীর্ষের ন্যায় অর্থাৎ শৃগালের মস্তকসদৃশ হয় বলিয়া ইহাকে ক্রোষ্টুকশীর্ষ বলে।

ক্রোষ্টুকশীর্ষস্য চিকিৎসা

গুগ্‌গুলু ক্রোষ্টুশীর্ষে তু গুডূচীত্রিফলাম্ভসা। ক্ষীরশৈরণ্ডতৈলং বা পিবেদ্ বা বৃদ্ধদারকম্।। রসৈস্তিত্তিরি-মাংসস্য পীতৈর্গুগ্‌গুলুসংযুতৈঃ। বাতরক্তক্রিয়াভিশ্চ জয়েজ্জম্বুকমস্তকম্।।

গুলঞ্চ, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়ার এক পোয়া ক্বাথের সহিত (এরণ্ডক্বাথে বা ত্রিফলাক্বাথে যথাবিধি শোধিত ও এরণ্ডতৈল দ্বারা মর্দ্দিত) গুগ্‌গুলু ২ তোলা, অথবা অর্দ্ধ পোয়া গব্য দুগ্ধের সহিত ৪ তোলা এরণ্ডতৈল, কিংবা অর্দ্ধসের গব্য দগ্ধের সহিত বৃদ্ধদারকচূর্ণ পান করিলে ক্রোষ্টুকশীর্ষ রোগ প্রশমিত হয়। তিত্তিরি পক্ষীর মাংসরসের সহিত গুগ্‌গুলু সেবন করিলেও ক্রোষ্টুকশীর্ষ রোগ নিবারিত হয়। এই রোগের চিকিৎসা বাতরক্তরোগের চিকিৎসার ন্যায় করিবে।

খঞ্জস্য পঙ্গোশ্চ লক্ষণম্

বায়ুঃ কট্যাশ্রিতঃ সক্থ্নঃ কণ্ডরামাক্ষিপেদ্ যদা। খঞ্জস্তদা ভবেজ্জন্তুঃ পঙ্গুঃ সকথ্নোর্দ্বয়োর্বধাৎ।।

কট্যাশ্রিত কুপিত বায়ু যখন এক পায়ের উর্দ্ধ জঙ্ঘার কণ্ডরাকে (মহতী শিরাকে) আর্কষণ করিয়া রাখে, তখন মনুষ্য খঞ্জ (খোঁড়া) আর যখন দুইটি জঙ্ঘারই কণ্ডরাকে আক্ষিপ্ত করে, তখন পঙ্গু হইয়া থাকে।

তয়োশ্চিকিৎসা

উপাচরেদভিনবং খঞ্জং পঙ্গুমথাপি বা। বিরেকাস্থাপনস্বেদ-গুগ্‌গুলুস্নেহবস্তিভিঃ।।

বিরেচন, নিরূহবস্তি, স্বেদ, গুগ্‌গুলু ও স্নেহবস্তি প্রয়োগ দ্বারা অভিনব খঞ্জ এবং পঙ্গু রোগীর চিকিৎসা করিবে।

কলায়খঞ্জস্য লক্ষণম্

প্রক্রামন্ বেপতে যস্তু খঞ্জেন্নিব চ গচ্ছতি। কলায়খঞ্জং তং বিদ্যান্মুক্তসন্ধিপ্রবন্ধনম্।।

যে-ব্যাক্তি গমন আরম্ভ করিবার সময় কাঁপিয়া-কাঁপিয়া, পরে খঞ্জের ন্যায় গমন করে, তাহাকে কলায়খঞ্জ কহে। এই রোগে সন্ধিস্থলসকল শিথিল হইয়া থাকে।

কলায়খঞ্জস্য চিকিৎসা

ক্রমঃ কলায়খঞ্জস্য খঞ্জপঙ্গ্বোরিব স্মৃতঃ। বিশেষাৎ স্নেহনং কর্ম্ম কার্য্যমত্র বিচক্ষণৈঃ।।

কলায়খঞ্জের চিকিৎসা, খঞ্জ ও পঙ্গু-চিকিৎসার ন্যায় করিবে। ইহাতে স্নেহনকার্য্য বিশেষরূপে করণীয়।

বাতকণ্টক লক্ষণম্

রুক্ পাদে বিষমন্যস্তে শ্রমাদ্ বা জায়তে যদা। বাতেন গুল্‌ফমাশ্রিত্য তমাহুর্বাতকণ্টকম্।।

উচ্চাবচ স্থানে পাদন্যাস নিবন্ধন বা অধিক শ্রমহেতু কুপিত বায়ু গুল্‌ফদেশে বেদনা জন্মাইয়া থাকে, তাহাকেই বাতকণ্টক (খুড়ুকাবাত) কহে।

তস্য চিকিৎসা

রক্তাবসেচনং কুর্য্যাদভীক্ষ্ণং বাতকণ্টকে । পিবেদেরণ্ডতৈলং বা দহেৎ সূচীভিরেব চ।।

বাতকণ্টক রোগে পুনঃপুনঃ রক্তমোক্ষণ, এরণ্ডতৈল পান অথবা অগ্নিসন্তপ্ত সূচী দ্বারা দাহ ব্যবস্থেয়।

পাদদাহ লক্ষণম্

পাদয়োঃ কুরুতে দাহং পিত্তাসৃক্‌সহিতোঽনিলঃ। বিশেষতশ্চংক্রমতঃ পাদদাহং তমাদিশেৎ।।

পিত্ত ও রক্তসংযুক্ত কুপিত বায়ু পাদদাহ রোগ উপস্থিত করে । নিয়ত ভ্রমণকারী ব্যক্তিরই পাদদাহ প্রবলতর হইয়া থাকে।

পাদদাহ চিকিৎসা

বাতরক্তক্রমং কুর্য্যাৎ পাদদাহে বিশেষতঃ। মসূরবিদলৈঃ পিষ্টৈঃ শৃতশীতেন বারিণা।। চরণৌ লেপয়েৎ সম্যক্ পাদদাহপ্রশান্তয়ে। নবনীতেন সংলিপ্তৌ বহ্নিনা পরিতাপিতৌ। মুচ্যেতে চরণৌ ক্ষিপ্রং পরিতাপাৎ সুদারুণাৎ।।

পাদদাহ রোগের চিকিৎসা বাতরক্তের চিকিৎসার ন্যায় করিবে। শৃতশীতল জলে মসূরকলাই বাটিয়া তদ্দ্বারা পাদদ্বয়ে প্রলেপ দিবে। ইহাতে পাদদাহ প্রশমিত হয়। অথবা পাদদ্বয়ে নবনীত মাখাইয়া অগ্নির তাপ দিলে উগ্র পাদদাহ শীঘ্র প্রশমিত হয়।

পাদহর্ষ-লক্ষণম্

হৃষ্যেতে চরণৌ যস্য ভবেতাঞ্চাপি সুপ্তকৌ। পাদহর্ষঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কফবাতপ্রকোপতঃ।।

বাতশ্লেষ্মার প্রকোপহেতু পাদহর্ষ রোগ জন্মিয়া থাকে। ইহাতে পাদদ্বয় স্পর্শশক্তিহীন ও রোমাঞ্চপ্রায় অর্থাৎ ঝিনিঝিনিবৎ বেদনাবিশিষ্ট হয়, ইহাকেই পাদহর্ষ কহে। কিন্তু সচরাচর যে-ঝিনিঝিনি বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা পাদহর্ষ অধিক কাল স্থায়ী।

পাদহর্ষ চিকিৎসা

পাদহর্ষে তু কর্ত্তব্যঃ কফবাতহরো বিধিঃ।।

পাদহর্ষরোগে কফবাতনাশক চিকিৎসা করিবে।

মূক-মিন্মিন-গদ্গদানাং লক্ষণম্

আবৃত্য বায়ুঃ সকফো ধমনীঃ শব্দবাহিনীঃ। নরান্ করোত্যক্রিয়কান্ মূকমিন্মিনগদ্গদান্।।

কফযুক্ত বায়ু শব্দবাহিনী ধমনীসকলকে আবৃত করিয়া মনুষ্যকে অক্রিয়ক অর্থাৎ হয় বোবা, না হয় খনা, না হয় গদ্গদভাষী করিয়া থাকে।

তেষাং চিকিৎসা

কল্যাণকাবলেহঞ্চ ঘৃতং সারস্বতাদিকম্ । প্রদদ্যুর্ভিষজো বৃদ্ধা মূকমিন্মিনগদ্গদে।।

মূক, মিন্মিন ও গদ্গদ রোগ বিনাশের জন্য সারস্বত ঘৃত ও কল্যাণাবলেহ প্রদান করিবে।

তূণী-প্রতিতূণী লক্ষণম্

অধো যা বেদনা যাতি বর্চ্চোমূত্রাশয়োত্থিতা। ভিন্দতীব গুদোপস্থৌং সা তূণীনাম নামতঃ।। গুদোপস্থোত্থিতা যা তু প্রতিলোমং প্রধাবিতা। বেগৈঃ পক্বাশয়ং যাতি প্রতিতূণীতি সোচ্যতে।।

মলাশয় বা মূত্রাশয় হইতে যে-বেদনা উত্থিত হইয়া গুহ্যদেশ ও উপস্থকে (লিঙ্গ বা যোনি) বিদারণবৎ পীড়ায় পীড়িত করিয়া অধোগামিনী হয়, তাহাকে তূণী কহে।
তূণী-লক্ষণের বৈপরীত্য ঘটিলে, অর্থাৎ গুহ্যদেশ বা উপস্থ হইতে বেদনা উত্থিত হইয়া প্রবলবেগে ঊর্ধ্বাভিমুখে পক্বাশয়ে গমন করিলে তাহাকে প্রতিতূণী কহে।

তূণীপ্রতিতূণী চিকিৎসা

তূণ্যাঞ্চ প্রতিতূণ্যাঞ্চ প্রশস্তাঃ স্নেহবস্তয়ঃ। পিবেৎ সস্নেহলবণং পিপ্পল্যাদিমথাম্বুনা। উষ্ণং বা রামঠক্ষার-প্রগাঢ়মথবা ঘৃতম্।।

তূণী ও প্রতিতূণী রোগে স্নেহবস্তি প্রশস্ত এবং পিপ্পল্যাদিগণের চূর্ণ, স্নেহ (তৈল-ঘৃতাদি) ও লবণ-সংযুক্ত করিয়া জলের সহিত পান করিবে, অথবা হিং ও যবক্ষারযুক্ত উষ্ণ ঘৃত সেবন করিবে।

অথাধ্মান-প্রত্যাধ্মান লক্ষণম্

সাটোপমত্যুগ্ররুজমাধ্মাতমুদরং ভৃশম্। আধ্মানমিতি তং বিদ্যাৎ ঘোরং বাতনিরোধজম্। বিমুক্ত-পার্শ্বহৃদয়ং তদেবামাশয়োত্থিতম্। প্রত্যাধ্মানং বিজানীয়াৎ কফব্যাকুলিতানিলম্।।

বায়ুনিরোধহেতু উদর অর্থাৎ পক্বাশয় স্ফীত, সবেদন ও গুড়গুড় শব্দবিশিষ্ট হইলে, তাহাকে আধ্মান রোগ কহে। ইহা অতি কষ্টদায়ক এবং এহেন বেদনা ও গুড়গুড় শব্দবিশিষ্ট আধ্মানই যদি পক্বাশয় হইতে উত্থিত না-হইয়া আমাশয় হইতে উত্থিত হয়, কিন্তু পার্শ্ব ও হৃদয়ের স্ফীতি না জন্মায়, তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যাধ্মান কহে। বায়ু কফাবৃত হইয়া এই প্রত্যাধ্মান রোগ উৎপাদন করে।

তয়োশ্চিকিৎসা

আধ্মানে লঙ্ঘনং পাণি-তাপশ্চ ফলবর্ত্তয়ঃ। দীপনং পাচনঞ্চৈব বস্তিশ্চাপ্যত্র শোধনং।।

উদরাধ্মান রোগে লঙ্ঘন, হস্ত উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা উদরে তাপপ্রদান, ফলবর্ত্তি, অগ্নির দীপক ও পাচক ঔষধ এবং শোধনবস্তি প্রযোজ্য।

কর্ষমাত্রা ভবেৎ কৃষ্ণা ত্রিবৃতা স্যাৎ পলোন্মিতা। খণ্ডাদপি পলং গ্রাহ্যং চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ। মধুনা শাণকমিতং লিহ্যাদাধ্মাননাশনম্।

পিপুলচূর্ণ ২ তোলা, তেউড়ীমূল চূর্ণ ৮ তোলা ও চিনি ৮ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া ৷৷০ তোলা পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিলে আধ্মান প্রশমিত হয়।

প্রত্যাধ্মানে সমুৎপন্নে কুর্য্যাদি বমনলঙ্ঘনে। দীপনাদীনি যুঞ্জীত পূর্ব্ববদ্ বস্তিকর্ম্ম চ।।

প্রত্যাধ্মান রোগে বমন, লঙ্ঘন, অগ্নির দীপক ও পাচক ঔষধ এবং বস্তিক্রিয়া ব্যবস্থেয়।

লপঃ

বঃ। লিম্পেদুষ্ণৈরম্লপিষ্টৈঃ শূলাধ্মানযুতোদরম্।।

দেবদারু, বচ, কুড়, শুলফা, হিং ও সৈন্ধব লবণ, একত্র কাঁজির সহিত বাটিয়া উষ্ণ করত উদরে প্রলেপ দিলে শূল ও আধ্মান নিবারিত হয়।

অষ্ঠীলাপ্রত্যষ্ঠীলয়োর্লক্ষণম্

নাভেরধস্তাৎ সঞ্জাতঃ সঞ্চারী যদি বাচলঃ। অষ্ঠীলাবদ্ঘনো গ্রন্থিরূর্দ্ধমায়ত উন্নতঃ। বাতাষ্ঠীলাং বিজানীয়াদ্ বহির্মার্গাবরোধিনীম্। এতামেব রুজোপেতাং বাতবিণ্মূত্ররোধিনীম্। প্রত্যষ্ঠীলামিতি বদেজ্জঠরে তির্য্যগুত্থিতাম্।।

নাভির অধোভাগে সঞ্জাত সচল বা অচল উর্ধ্বদিকে বিস্তৃত ও উন্নত, অষ্ঠীলাবৎ সংহতাবয়ব গ্রন্থি বিশেষকে বাতাষ্ঠীলা কহে। ইহাতে বাত মূত্র ও পূরীষের নিরোধ হইয়া থাকে। এই লক্ষণাক্রান্ত অষ্ঠীলাই যদি জঠরে তির্য্যকভাবে উত্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যষ্ঠীলা কহে। (উত্তরাপথে বর্ত্তুলাকার পাষাণখণ্ডকে অষ্ঠীলা কহে। কেহ কেহ কর্ম্মকারদিগের গোলাকার দীর্ঘ লৌহডাণ্ডীকেও অষ্ঠীলা কহিয়া থাকে)।

তয়োশ্চিকিৎসা

প্রত্যষ্ঠীলাষ্ঠীলিকয়োরন্তর্বিদ্রধিগুল্মবৎ। ক্রিয়া কার্য্যা চ হিঙ্গ্বাদি-চূর্ণং কোষ্ণাম্ভসা হিতম্।।

অষ্ঠীলা ও প্রত্যষ্ঠীলা রোগে অন্তর্বিদ্রধি ও গুল্মের ন্যায় চিকিৎসা করিবে এবং বক্ষ্যমাণ হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ ঈষৎ উষ্ণ জল সহ পান করিতে দিবে।

বস্তিবাতস্য লক্ষণম্

মারুতেঽবিগুণে বস্তৌ মূত্রং সম্যক্ প্রবর্ত্ততে। বিকারা বিবিধাশ্চাত্র প্রতিলোমে ভবন্তি চ।।

বস্তিদেশে (মূত্রাশয়ে) বায়ু অনুলোমগ থাকিলে সম্যক্ প্রকারে মূত্র নিঃসৃত হয় এবং প্রতিলোমগ থাকিলে অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্রাদি নানাপ্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে।

বস্তিবাতস্য চিকিৎসা

কার্য্যো বস্তিগতে বাতে বিধির্বস্তিবিশোধনঃ।।

বস্তিগত বায়ুতে বস্তিশোধন চিকিৎসা করিবে।

বলামূর্ব্বাত্বচং চূর্ণং সসিতং কর্ষসম্মিতম্। পিবেৎ কুড়বদুগ্ধেন মুহুর্মূত্রণশান্তয়ে। পথ্যাবিভীতধাত্রীণাং চূর্ণং চূর্ণং মৃতায়সঃ। মধুনা সহ সংলীঢ়ং মুহুর্মূত্রণশান্তিকৃৎ। যবক্ষারস্য চূর্ণন্তু সংযোজ্য সিতয়া সহ। ভক্ষয়েন্নিয়তং তস্য প্রশমেন্মূত্রনিগ্রহঃ।। কুষ্মাণ্ডস্য তু বীজানি বীজানি ত্রপুষস্য চ। বস্তৌ সন্ধারয়েৎ তেন প্রশাম্যেন্মূত্রনিগ্রহঃ।। আমলক্যাশ্চ কল্কেন বস্তিভাগং প্রলেপয়েৎ। তেন প্রশাম্যতি ক্ষিপ্রং নিয়মান্মূত্রনিগ্রহঃ।। মেহনস্যাথ যোনের্বা মুখস্যাভ্যন্তরে শনৈঃ। ঘনসারযুতাং বর্ত্তিং ধারয়েন্মুত্রনিগ্রহে।।

বেড়েলা মূর্ব্বার ত্বকের চূর্ণ সমভাগ, চিনি উভয়ের সমান। এই ঔষধ ২ তোলা পরিমাণে অর্দ্ধসের দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে মুহুর্মূত্র নিবারিত হয়।

হরীতকী, বহেড়া, আমলকী ও জারিত লৌহচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে ও মুহুর্মূত্রণ প্রশমিত হয়।

যবক্ষারচূর্ণ চিনির সহিত নিত্য ভক্ষণ করিলে মূত্ররোধ দূরীভূত হয়। কুমড়ার বা শসার বীজ, অথবা আমলকী বাটিয়া বস্তিদেশে প্রলেপ দিলে মূত্ররোধ প্রশমিত হয়।

লিঙ্গ বা যোনির দ্বারমধ্যে কর্পূরের বর্ত্তি প্রবেশিত করিয়া রাখিলে মূত্ররোধ নষ্ট হয়।

খল্লী-বেপথু লক্ষণম্

সর্ব্বাঙ্গকম্পঃ শিরসো বায়ুর্বেপথুসংজ্ঞকঃ। খল্লী তু পাদজঙ্ঘোরু-করমূলাবমোটনী ।।

বেপথু নামক এক প্রকার বাতব্যাধি আছে, তাহাতে সর্ব্বাঙ্গ বিশেষত মস্তক কম্পিত হইতে থাকে। খল্বী (খাইল ধরা) নামক বাতব্যাধিবিশেষে পাদ, জঙ্ঘা, উরু ও করমূলের অবমোটন (মোচড়ন) হয়।

তয়োশ্চিকিৎসা

কুষ্ঠসৈন্ধবয়োঃ কল্কশ্চুক্রতৈলসমন্বিতঃ। সুখোষ্ণো মর্দ্দনে যোজ্যঃ খল্বীশূলনিবারণঃ।।

কুড় ও সৈন্ধব ইহাদের কল্ক, চুক্র ও তৈলের সহিত মিশ্রিত এবং সুখোষ্ণ করিয়া মর্দ্দন করিলে খল্বী বেদনা (খাইল্ ধরা) প্রশমিত হয়।

খল্ব্যাং স্নিগ্ধাম্ললবণৈঃ স্বেদমর্দ্দোপনাহনম্।।

খল্বীরোগে স্নেহ, কাঁজি ও লবণ দ্বারা স্বেদ, মর্দ্দন ও প্রলেপ ব্যবস্থেয়।

ত্রিকশূলস্য লক্ষণম্

স্ফিগস্থ্নোঃ পৃষ্ঠবংশাস্থ্নোর্যঃ সন্ধিস্তৎ ত্রিকং মতম্। তত্র বাতেন যা পীড়া ত্রিকশূলং তদুচ্যতে।।

স্ফিক্ (পাছা) অস্থি ও মেরুদণ্ডের অস্থির সংযোগস্থানকে ত্রিক বলে। এই ত্রিকস্থানে বায়ুজন্য বেদনা জন্মিলে, তাহাকে ত্রিকশূল বলিয়া থাকে।

ত্রিকশূলস্য চিকিৎসা

কারয়েদ্ বালুকাস্বেদং ত্রিকশূলে প্রযত্নতঃ। যদ্বাধস্তাৎ করীষাগ্নিং ধারয়েৎ সততং নরঃ।।

ত্রিকশূলে অতিযত্নের সহিত বালুকাস্বেদ দিবে এবং রোগীর পশ্চাদ্‌ভাগে সর্ব্বদা বিলঘুঁটের অগ্নি স্থাপন করিবে। (ত্রিক—মেরুদণ্ডের সর্ব্বনিম্ন ভাগ।)

বাতব্যাধীনাং কৃচ্ছ্রসাধ্যত্বাদি

হনস্তম্ভার্দ্দিতাক্ষেপ-পক্ষাঘাতাপতানকাঃ। কালেন মহাতাঢ্যানাং যত্নাৎ সিধ্যন্তি বা ন বা। নবান বলবতস্ত্বেতান্ সাধয়েন্নিরুপদ্রবান্।। বীসর্পদাহরুক্‌সঙ্গ-মূর্চ্ছারুচ্যগ্নিমার্দ্দবৈঃ। ক্ষীণমাংসবলং বাতা ঘ্নন্তি পক্ষবধাদয়ঃ।। শূনং সুপ্তত্বচং ভগ্নং কম্পাধ্মাননিপীড়িতম্। রুজার্ত্তিমন্তঞ্চ নরং বাতব্যাধির্বিনাশয়েৎ।।

হনুস্তম্ভ, অর্দ্দিত, আক্ষেপ, পক্ষাঘাত ও অপতানক এই সকল রোগ যদি ধনবান্ ব্যক্তির হয় ও অতি যত্নের সহিত দীর্ঘকাল চিকিৎসা করা যায়, তাহা হইলে রোগের শান্তি হইতেও পারে, কদাচিৎ না-ও বা হয়। কিন্তু রোগসকল যদি অচিরোৎপন্ন ও নিরুপদ্রব হয় এবং রোগীর যদি বল থাকে, তাহা হইলে সাধ্য হইতে পারে। বিসর্প, দাহ, বেদনাবিশেষ, মলমূত্রের অপ্রবৃত্তি, মূর্চ্ছা,অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য, এই সকল উপদ্রব থাকিলে এবং রোগীর বলমাংস পরিক্ষীণ হইলে, পক্ষাঘাতাদি বাতব্যাধি প্রাণনাশক হইয়া থাকে। এবং শোথ, উদরাধ্মান ও বেদনাবিশেষ এই সকল উপদ্রব ঘটিলেও বাতব্যাধিগ্রস্ত রোগীর জীবন-সংশয় জানিবে।

প্রকৃতবাত লক্ষণম্

অব্যাহতগতির্যস্য স্থানস্থঃ প্রকৃতিস্থিতঃ। বায়ুঃ স্যাৎ সোঽধিকং জীবেদ্ বীতরোগঃ সমাঃ শতম্।।

যাহার শরীরস্থ বায়ু, অব্যাহত গতি (অনবরুদ্ধমার্গ), স্বস্থানস্থিত ও প্রকৃতিস্থ (অক্ষীণ ও অবৃদ্ধ) থাকে, সে ব্যক্তি নীরোগ হইয়া শাস্ত্রোক্ত সমস্ত আয়ুষ্কাল অর্থাৎ একশত বিংশতি বৎসর পাঁচ দিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে।

স্থাননামানুরূপৈশ্চ লিঙ্গৈঃ শেষান্ বিনির্দ্দিশেৎ। সর্ব্বেষ্বেতুষু সংসর্গং পিত্তাদ্যৈরুপলক্ষয়েৎ।।

এতদ্ব্যতিরিক্ত অনন্ত বাতব্যাধি সমস্ত স্থানানরূপ ও নামানরূপ হয়; যথা—শূলনিখাতবৎ বেদনাস্থলে শূল, সূচীবেধবৎ বেদনাস্থলে তোদ ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।
এই অধিকারে বাতজনিত যতগুলি রোগ বর্ণিত হইল, সেই সমস্ত রোগেই পিত্তাদিরও সংস্রব লক্ষ করিবে। অর্থাৎ পিত্তলক্ষণ দ্বারা পিত্তানুবন্ধ ও কফলক্ষণ দ্বারা কফানুবন্ধ বাতব্যাধি স্থির করিবে।

বাতব্যাধেঃ সাধারণ চিকিৎসা

স্বল্পরাস্নাদি পাচনম্

রাস্নাবিশ্ববিড়ঙ্গানি রুবুকস্ত্রিফলা তথা। দশমূলপৃথক্শ্যামা-ক্বাথো বাতাময়াপহঃ।। অর্দ্দিতে চ শিরঃশূলে জ্বরেহপস্মার এব চ। মনোভ্রংশে চ বিবিধে কথিতঞ্চ শুভপ্রদম্।।

রাস্না, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, এরণ্ড, ত্রিফলা, দশমূল ও শ্যামালতা, ইহাদের ক্বাথ বাতরোগাপহ । ইহাতে অর্দ্দিত, শিরঃশূল প্রভৃতি শ্লোকোক্ত রোগসকল নিরাকৃত হয়।

মাষবলাদি পাচনম্

মাষবলাশূকশিম্বীকত্তৃণরাস্নাশ্বগন্ধোরুবূকাণাম্। ক্বাথো নস্যনিপীতো রামঠলবণান্বিতঃ কোষ্ণঃ।। অপহরতি পক্ষবাতং মন্যাস্তম্ভং সকর্ণনাদরুজম্। দুর্জ্জয়মর্দ্দিতবাতং সপ্তাহাজ্জয়তি চাবশ্যম্।।

মাষকলাই, বেড়েলা, আলকুশীবীজ, গন্ধতৃণ, রাস্না, অশ্বগন্ধামূল ও এরণ্ডমূল, ইহাদের ক্বাথে ২ রতি হিং ও ।০ আনা সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া ঈষদষ্ণ থাকিতে নাসিকা দ্বারা পান করিলে পক্ষাঘাত, মন্যাস্তম্ভ, কর্ণনাদ ও কর্ণবেদনা এবং দুঃসাধ্য অর্দ্দিত রোগ এক সপ্তাহের মধ্যে নিশ্চয়ই প্রশমিত হয়। (প্রাচীন চিকিৎসকগণ নাসিকা দ্বারা পান না করাইয়া সাধারণ পাচনের মত ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দেন)।

শাল্বণ স্বেদঃ

কাকোল্যাদিঃ সবাতঘ্নঃ সর্ব্বাম্লদ্রব্যসংযতঃ।। সানূপমাংসঃ সুস্বিন্নঃ সর্ব্বস্নেহসমন্বিতঃ।। সখোষ্ণঃ স্পষ্টলবণঃ শাল্বণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। তেনোপনাহং কুর্ব্বীত সর্ব্বদা বাতরোগিণাম্।। বাতঘ্নো ভদ্রদার্ব্বাদিঃ কাকোল্যাদিস্তু সৌশ্রুতঃ। মাংসেনাত্রৌষধং তুল্যং যাবতাম্লেন চাম্লতা।। পট্টীস্যাৎ স্বেদনার্থঞ্চ কাঞ্জিকাদ্যম্ল-মিষ্যতে। চতুঃস্নেহোহত্র তাবান্ স্যাৎ সুস্নিগ্ধত্বং যতো ভবেৎ।। সমস্তং বর্গমর্দ্ধং বা যথালাভমথাপি বা। প্রযুঞ্জীতেতি বচনং সর্ব্বত্র গণকর্ম্মণি।।

সুশ্রুতোক্ত কাকোল্যাদিগণ ও ভদ্রদার্ব্বাদিগণ (সমস্ত বা যথালাভ) এবং সুস্বিন্ন আনূপ মাংস (শূকরাদির মাংস), এই সকল দ্রব্য কাঁজি, সুরা ও তুযোদকাদি অম্লপদার্থে অম্লীকৃত, ঘৃততৈলাদি চতুর্ব্বিধ স্নেহে সুস্নিগ্ধ, প্রচুর লবণে লবণরসান্বিত এবং অগ্নিসন্তাপে অল্প সন্তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা উপনাহ (উষ্ণ প্রলেপ) দিবে। ইহাকে শাল্বণ-স্বেদ কহে। এই শাল্বণ উপনাহে মাংসের পরিমাণ যত, কাকোল্যাদি গণোক্ত ও ভদ্রদার্ব্বাদি গণোক্ত ঔষধের পরিমাণও তত হওয়া আবশ্যক এবং কাঞ্জিকাদি স্নেহ ও লবণও এমন পরিমাণে লইতে হইবে যাহাতে উপনাহ অম্ল স্নিগ্ধ ও লবণ-রস হয়।
সাধারণত চিকিৎসকগণ নিম্নলিখিতরূপে শাল্বণ-স্বেদ ব্যবহার করিয়া থাকেন; যথা—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, গুলঞ্চ, বংশলোচন, মুগানী, মাষাণী, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, পুণ্ডরিয়া, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পদ্মকাষ্ঠ, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, কিসমিস, জীবন্তী, যষ্টিমধু, দেবদারু, হরিদ্রা, শ্বেত অপরাজিতার

মূল, গোক্ষুর, তগরপাদুকা, মুতা, দারুচিনি, গাবভেরেণ্ডার মূল, রক্তকাঞ্চন ছাল, কয়েৎবেল, বাবলার ছাল, গণিয়ারি, কাশের মূল, পাথরচূণার পাতা, সাচী শাক, শুল্‌টে (হুড় হুড়ে), পুনর্নবা, কুড়, কার্পাসবীজ, আলকুশীবীজ, শতমূলী, বকছাল, তেউড়ীমূল, শটী, ঝাঁটীমূল, শ্বেত বেড়েলার মূল, যব, বদর, কুলত্থ, বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারী, পারুল, শালপাণি, চাকলে, ব্যাকুড় ও কণ্টকারী প্রত্যেক ১ তোলা; বরাহমাংস অভাবে কূর্ম্মমাংস অভাবে ছাগমাংস ৫৪ তোলা; জল সমুদায়ের ৮ গুণ; পাতিলেবু, কাগজীলেব, গোঁড়ালেবু, ছোলঙ্গলেবু, কমলালেবু, অম্লবেতস, কুল, দাড়িম, তেঁতুল প্রত্যেক ৬ তোলা, সৈন্ধব ও বিটলবণ প্রত্যেক ১৮ তোলা; ঘৃত ।০ পোয়া, তিলতৈল ।০ পোয়া, এরণ্ডতৈল ।০ পোয়া, কাঁজি ২ সের, দধি ২ সের।

ষড়্ধরণো যোগঃ

চিত্রকেন্দ্রযবাঃ পাঠা কটুকাতিবিষাভয়াঃ। মহাব্যাধিপ্রশমনো যোগঃ ষড়্ধরণঃ স্মৃতঃ।।পলদশমাংশো ধরণম্। যোগোঽয়ং সৌশ্রুতস্তস্তস্য মাষেণ পঞ্চগুঞ্জকমানেন প্রত্যহং দেয়ঃ। (মেদঃকফাবৃতব্যাধিঃ মহাব্যাধিঃ। ষড়্ধরণ ইতি ষণ্ণাং চিত্রকাদীনাং প্রত্যেকং ধরণং পলদশমাংশরূপং মানং যত্র স তথা। যোগোঽয়ং সৌশ্রুত ইতি কৃত্বা তস্য সুশ্রুতস্য পঞ্চগুঞ্জমানেন মাষেণ যৎ পলং ভবতি তস্যৈব পলস্য দশমো ভাগঃ। তেন পঞ্চগুঞ্জকমানানুসারাৎ পলদশমাংশেন রক্তিদ্বয়াধিকষণ্মাষকা ভবন্তি। ষড়্ভির্ধরণৈশ্চ মিলিত্বা সরক্তিদ্বয়ষণ্মাধিককর্ষদ্বয়ং স্যাদিতি শিবদাসঃ)।

চিতা, ইন্দ্রযব, আকনাদি, কটকী, আতইচ ও হরীতকী প্রত্যেক ৬ মাষা ২ রতি। মিলিত চূর্ণ ৪ তোলা ৬ মাষা ২ রতি। এই যোগ সপ্তাহ সেবন করিলে মহাব্যাধি (মেদঃকফাবৃত ব্যাধি) বিনষ্ট হয়। (এই ষড়্ধরণ যোগ সুশ্রুতোক্ত, তজ্জন্য সুশ্রুতের পরিমাণানুসারে (৫ রতিতে মাষা ধরিয়া) ইহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে হয়। পলের দশমাংশকে ধরণ বলে।

স্বল্পরসোনপিণ্ডঃ

পলমর্দ্ধপলঞ্চৈব রসোনস্য সুকুট্টিতম্। হিঙ্গুজীরকসিন্ধুত্থ-সৌবর্চ্চলকটুত্রিকৈঃ।। চূর্ণিতৈর্মাষকোন্মা-নৈরবচূর্ণ্য বিলোড়িতম্। যথাগ্নি ভক্ষিতং প্রাতারুবূকাথানুপানতঃ।। দিনে দিনে প্রযোক্তব্যং মাসমেকং নিরন্তরম্। বাতরোগং নিহন্ত্যাশু অর্দ্দিতং সাপতন্ত্রকম্।। একাঙ্গরোগিণে চৈব তথা সর্ব্বাঙ্গরোগিণে। ঊরুস্তম্ভে চ গৃধ্রস্যাং ক্রিমিদোষে বিশেষতঃ।। কটীপৃষ্ঠাময়ং হন্যাদুরঞ্চ সুদারুণম্। শ্রেষ্ঠো রসোনযোগস্তু হেমন্তে শিশিরে তথা।। প্রাবৃট্‌কালে বসন্তে চ মধ্যমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। শরন্নিদাঘয়োশ্চৈব নৈব দেয়ঃ কদাচন।। প্রাবৃট্‌কালে তু দাতব্যো বারিপূর্ণে মহীতলে। সম্পূর্ণরসবীর্য্যোঽসৌ মাসে গ্রাহ্যশ্চ ফাল্গুনে।।

উপরিস্থ আবরণ-ত্বকরহিত পেষিত রশুন ১২ তোলা, হিং, জীরা, সৈন্ধবলবণ, সচল লবণ ও ত্রিকটু প্রত্যেক চূর্ণ ১ মাষা। সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া (।।০ তোলা মাত্রায়) অগ্নিবল অনুসারে এরণ্ডমূলের ক্বাথের সহিত এক মাস সেবন করিলে অর্দ্দিতাদি নানাবিধ বাতরোগ, ঊরুস্তম্ভ, ক্রিমিদোষ ও উদর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। হেমন্ত ও শিশির ঋতুতে রসেনযোগ শ্রেষ্ঠ, প্রাবৃট্ ও বসন্তকালে মধ্যম এবং শরৎ ও গ্রীষ্মকালে অধম; অতএব শরৎ ও গ্রীষ্মঋতুতে ইহা প্রয়োগ করিবে না। প্রাবৃট্‌কালে মহীতল বারিপূর্ণ হইলে রসোন প্রয়োগ করিবে। রসোনসকল ফাল্গুন মাসে রসপূর্ণ ও বীর্য্যবান্ হয় বলিয়া ইহা এই কালেই সংগ্রহ করিবে।

ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্‌গুলুঃ

আহাশ্বগন্ধা হবুষা গুডূচী শতাবরী গোক্ষুরবৃদ্ধদারম্। রাস্না শতাহ্বা সশটী যমানী সনাগরা চেতি সমৈশ্চ

চূর্ণম্।। তুল্যং ভবেৎ কৌশিকমত্র মধ্যে দেয়ং তথা সর্পিরথার্দ্ধভাগম্। অর্দ্ধাক্ষমাত্রস্তু ততঃ প্রয়োগাৎ কৃত্বানুপানং সুরয়াথ যূষৈঃ।। মদ্যেন বা কোষ্ণজলেন বাথ ক্ষীরেণ বা মাংসরসেন বাপি। কটীগ্রহে গৃধ্রসিবাহুপৃষ্ঠে হনুগ্রহে জানুনি পাদযুগ্মে।। সন্ধিস্থিতে চাস্থিগতে চ বাতে মজ্জাশ্রিতে স্নায়ুগতে চ কুষ্ঠে। রোগান্ জয়েদ্ বাতকফানুবিদ্ধান্ বাতেরিতান্ হৃদ্‌গ্রহযোনিদোষান্।। ভগ্নাস্থিবিদ্ধেষু চ খঞ্জবাতে ত্রয়োদশাঙ্গং প্রবদন্তি সন্তঃ।। (গুগ্‌গুললোরর্দ্ধভাগং ঘৃতম্। বৃদ্ধবৈদ্যাস্তু যাবতা ঘৃতেন গুগ্‌গুলুপিষ্টনং ভবতি তাবদেব ঘৃতং গৃহ্লন্তি)।

আহা (বণিক-দ্রব্যবিশেষ) অভাবে লশুন, অশ্বগন্ধা, হবুষা, গুলঞ্চ, শতমূলী, গোক্ষুর, বিদ্ধড়ক, রাস্না, শুলফা, শটী, যমানী ও শুঁঠ প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা। গুগগুলু ১২ তোলা, ঘৃত ৬ তোলা (প্রথমে ঘৃত দ্বারা গুগগুলু মাড়িয়া লইতে হয়। যে-পরিমিত ঘৃতে গুগগুলু মাড়া যায়, বৃদ্ধ বৈদ্যগণ তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন)। এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা ॥০ তোলা। অনুপান মদ্য, মুদ্গাদির যূষ, দুগ্ধ, মাংসরস বা ঈষদুষ্ণ জল। ইহা সেবন করিলে কটীগ্রহ, গৃধ্রসী ও বায়ুজনিত অন্যান্য নানাপ্রকার পীড়ার শান্তি হয়।

পথ্যাদিগুগ্‌গুলুঃ

পথ্যাবিভীতামলকীফলানাং শতং ক্রমেণ দ্বিগুণাভিবৃদ্ধম্। প্রস্থেন যুক্তঞ্চ পলঙ্কষাণাং দ্রোণে জলে সংস্থিত-মেকরাত্রম্।। অর্দ্ধাবশিষ্টঃ ক্বথিতং কষায়ং ভাণ্ডে পচেৎ তৎ পুনরেব লৌহে। অমুনি বহ্নেরবতার্য্য দদ্যাদ্ দ্রব্যাণি সংচূর্ণ্য পলার্দ্ধকানি।। বিড়ঙ্গদন্তীত্রিফলাগুডূচীকৃষ্ণাত্রিবৃন্নাগরকোষণানি। যথেষ্টচেষ্টস্য নরস্য শীঘ্রং হিমাম্বুপানানি চ ভোজনানি।। নিষেব্যমাণো বিনিহন্তি রোগান্ সগৃধ্রসীং নূতনখঞ্জতাঞ্চ। প্লীহানমুগ্রং জঠরাগ্নিগুল্মং পাণ্ডুত্বকণ্ডূবমিবাতরক্তম্।। পথ্যাদিকো গুগ্‌গুলুরেষ নাম্না খ্যাতঃ ক্ষিতাব-প্রমিতপ্রভাবঃ।। বলেন নাগেন সমং মনুষ্যং জবেন কুর্য্যাৎ তুরগেণ তুল্যম্। আয়ুঃপ্রকর্ষং বিদধাতি চক্ষুর্বলং তথা পুষ্টিকরো বিষঘ্নঃ।। ক্ষতস্য সন্ধানকরো বিশেষাদ্ রোগেষু শস্তঃ সকলেষু তজ্‌জ্ঞৈঃ।।

হরীতকী ১০০টি, বহেড়া ২০০টি, আমলকী ৪০০টি এবং গুগ্‌গুলু ২ সের, এই সমস্ত দ্রব্য ৬৪ সের জলে একরাত্রি রাখিয়া পাক করিবে। ঐ ক্বাথ যখন অর্দ্ধাবশিষ্ট থাকিবে, তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া পুনরায় লৌহভাণ্ডে পাক করিবে; ঘন হইলে নামাইয়া তাহাতে বিড়ঙ্গ, দন্তীমূল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, গুলঞ্চ, পিপুল, তেউড়ীমূল, শুঁঠ ও মরিচ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক ৪ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিবে। পরে নামাইয়া শীতল হইলে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। এই ঔষধ ভক্ষণকালে যথেচ্ছ আহার ও শীতল জল পান কর্ত্তব্য। ইহা গৃধ্রসী, খঞ্জতা, প্লীহা, গুল্ম, পাণ্ডু, গাত্রকণ্ডূ, বমি ও বাতরক্ত প্রশমিত হয় এবং রোগী হস্তীর ন্যায় বলবান ও অশ্বের ন্যায় দ্রুতগামী হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এই ঔষধে আয়ুর বৃদ্ধি, চক্ষুর জ্যোতি, দেহের পুষ্টি, বিষনাশ ও ক্ষত-সন্ধান হয়।

চতুর্ম্মুখো রসঃ

রসগন্ধকলৌহাভ্রং সমং সূতাঙ্ঘ্রি হেম চ। সর্ব্বং খল্লতলে ক্ষিপ্ত্বা কন্যাস্বরসমর্দ্দিতম্।। এরণ্ডপত্রৈরাবেষ্ট্য ধান্যরাশৌ দিনত্রয়ম্। সংস্থাপ্য চ তদদ্ধৃত্য ত্রিফলামধযোজিতম্।। এতদ্রসায়নবরং সর্ব্বরোগেষ যোজয়েৎ। তদ্‌যথাগ্নিবলং খাদেদ্ বলীপলিতনাশনম্।। পৌষ্টিকং বল্যমায়ুষ্যং স্ত্রীণাং প্রসবকারণম্। ক্ষয়মেকাদশবিধং পাণ্ডুরোগং প্রমেহকম্।। কাসং শূলঞ্চ মন্দাগ্নিং হিক্কাঞ্চৈবাম্লপিত্তকম্। ব্রণান্ সর্ব্বানাঢ্য-বাতং বিসর্পং বিদ্রধিং তথা।। অপস্মারং মহোন্মাদং সর্ব্বার্শাংসি ত্বগাময়ান্। ক্রমেণ শীলিতং হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা।। জগতাঞ্চ হিতার্থায় চতুর্ম্মুখমুখোদিতঃ। রসশ্চতুর্ম্মুখো নাম চতুর্ম্মুখ ইবাপরঃ।।

পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ২ মাষা, এই সমুদায় ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া এরণ্ডপত্র দ্বারা বেষ্টন ও বন্ধন করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিবে, পরে উদ্ধৃত করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু ও ত্রিফলার জল। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে বলী, পলিত, ক্ষয়, পাণ্ডু, প্রমেহ, কাস, শূল, মন্দাগ্নি, হিক্কা, অম্লপিত্ত, ব্রণ, উরুস্তম্ভ, অপস্মার ও উন্মাদ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ প্রশমিত হয়। ইহা পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক ও আয়ুষ্কর।

চিন্তামণিচতুর্ম্মুখঃ

বিশুদ্ধং রসসিন্দূরং তদর্দ্ধং লৌহমভ্রকম্। তদর্দ্ধং কনকং খল্লে কন্যাম্বরসমর্দ্দিতম্।। এরণ্ডপত্রৈরাবেষ্ট্য ধান্যরাশৌ নিধাপয়েৎ। ত্রিদিনান্তে সমদ্ধৃত্য সর্ব্বরোগেষ যোজয়েৎ।। এতদ্রসায়নবরং ত্রিফলা-মধুসংযুতম্। তদ্ যথাগ্নিবলং খাদেদ্বলীপলিতনাশনম্।। অপস্মারং মহোন্মাদং রোগান্ বাতসমুদ্ভবান্। ক্রমেণ শীলিতং হন্তি রক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা।।

রসসিন্দূর ২ তোলা, লৌহ ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, স্বর্ণ অর্দ্ধ তোলা, এই সমুদায় একত্র ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া এরণ্ডপত্রে বেষ্টন করত ধান্যরাশির মধ্যে স্থাপন করিবে। তিন দিবস পরে উদ্ধৃত করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মধু ও ত্রিফলার জল। ইহা সেবন করিলে অপস্মার ও উন্মাদ প্রভৃতি বিবিধ বাতসমুদ্ভব রোগের শান্তি হয়।

বাতগজাঙ্কুশঃ

মৃতং সূতং মৃতং লৌহং তাপ্যং গন্ধকতালকম্। পথ্যা শৃঙ্গী বিষং ব্যোষমগ্নিমন্থঞ্চ টঙ্গণম্।। তুল্যাং খল্লে দিনং মর্দ্দ্যং মুণ্ডীনির্গুণ্ডিকাদ্রবৈঃ। দ্বিগুঞ্জাং বটিকাং খাদেৎ সর্ব্ববাতপ্রশান্তয়ে।। কণাচূর্ণযুতঞ্চৈব জিঙ্গীক্বাথং পিবেদনু। সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যাশু রসো বাতগজাঙ্কুশঃ।। সপ্তাহাদ্ গৃধ্রসীং হন্তি দারুণং সান্নিপাতিকম্।। ক্রোষ্টুশীর্ষকবাতঞ্চাপ্যববাহুকসংজ্ঞকম্।। মন্যাস্তম্ভমুরুস্তম্ভং হনুস্তম্ভং বিনাশয়েৎ। পক্ষাঘাতাদিরোগেষু কথিতঃ পরমোত্তমঃ।।

পারদ, জারিত লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধক, হরিতাল, হরীতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিষ, ত্রিকটু, গণিয়ারি ও সোহাগার খই, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। মুণ্ডিরী রসে (মুড়মুড়ে) ১ দিন ও নিসিন্দারসে ১ দিন খলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। পিপুলচূর্ণ ও মঞ্জিষ্ঠার ক্বাথে এক-একটি বটি মর্দ্দন করিয়া সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনে গৃধ্রসী, পক্ষাঘাত এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ নষ্ট হয়।

বৃহদ্বাতগজাঙ্কুশঃ

সূতাভ্রতীক্ষ্ণকান্তানি তাম্রতালকগন্ধকম্। স্বর্ণং শুণ্ঠী বলা ধান্যং কট্ফলঞ্চাভয়া বিষম্।। পথ্যা শৃঙ্গী পিপ্পলী চ মরিচং টঙ্গণং তথা। তুল্যাং খল্লে দিনং মর্দ্দ্য মুণ্ডীনির্গুণ্ডিজৈর্দ্রবৈঃ।। দ্বিগুঞ্জাং বটিকাং খাদেৎ সর্ব্ববাতপ্রশান্তয়ে। সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যাশু বৃহদ্বাতগজাঙ্কুশঃ।।

পারদ, অভ্র, তীক্ষ্ণ লৌহ, তাম্র, হরিতাল, গন্ধক, স্বর্ণ, শুঁঠ, বেড়েলা, ধনে, কটফল, হরীতকী, বিষ, কাঁকড়া-শৃঙ্গী, পিপুল, মরিচ, সোহাগার খই, এই সকল দ্রব্য সমভাগ; মুড়মুড়ে ও নিসিন্দার রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করত সেবন করিলে সাধ্য ও অসাধ্য সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ উপশমিত হয়।

মহাবাতগজাঙ্কুশঃ

মৃতাভ্রতীক্ষ্ণতাম্রঞ্চ সূততালকগন্ধকম্। ভার্গী শুণ্ঠীবলা ধান্যং কট্‌ফলঞ্চাভয়া বিষম্।। সম্পিষ্য চপলাদ্রাবৈর্নিষ্কৈকাং ভক্ষয়েদ্ বটীম্। বাতশ্লেষ্মহরো হ্যেষ গুরুবাতগজাঙ্কুশঃ।।

শোধিত অভ্র, লৌহ, তাম্র, পারদ, হরিতাল, গন্ধক, বামুনহাটী, শুঁঠ, শ্বেত বেড়েলা, ধনে, কট্‌ফল, হরীতকী ও বিষ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র করিয়া পিপ্পলীর ক্বাথে মর্দ্দন করত অর্দ্ধতোলা পরিমিত বটি প্রস্তুত করিবে। ইহাতে বাতশ্লেষ্মজ রোগ উপশমিত হয়।

লক্ষ্মীবিলাসো রসঃ

পলং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণস্য তদর্দ্ধৌ রসগন্ধকৌ। বলা নাগবলাহ্ভীরু বিদারীকন্দমেব চ।। কৃষ্ণধুস্তূরনিচুলং গোক্ষুরবৃদ্ধদারয়োঃ। বীজং শক্রাশনস্যাপি জাতীকোষফলে তথা।। কর্পূরঞ্চৈব কর্ষাংশং শ্লক্ষ্ণচূর্ণং পৃথক্ পৃথক্। গৃহীত্বা চাষ্টমাংসেন স্বর্ণ পর্ণরসেন চ।। ঝটিকাং স্বিন্নচণক-প্রমাণাং কারয়েদ্ ভিষক্। রসো লক্ষ্মীবিলাসোহ্য়ং পূর্ব্ববদ্‌গুণকারকঃ।।

কৃষ্ণ অভ্র ১ পল, পারদ ও গন্ধক উভয়ে অর্দ্ধ পল এবং বেড়েলা, নাগবলা, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কৃষ্ণধুতূরাবীজ, হিজলবীজ, গোক্ষুরবীজ, বৃদ্ধদারক বীজ, সিদ্ধির বীজ, জায়ফল, জৈত্রী ও কর্পূর প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা এবং স্বর্ণভস্ম ২ মাষা। পানের রসে মর্দ্দন করিয়া সিদ্ধ ছোলার ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। চতুর্ম্মুখ রসের ন্যায় ইহার ফল জানিবে।

যোগেন্দ্ররসঃ

বিশুদ্ধং রসসিন্দূরং তর্দদ্ধং শুদ্ধহাটকম্। তৎসমং কান্তলৌহঞ্চ তৎসমঞ্চাভ্রমেব চ।। বিশুদ্ধং মৌক্তিকঞ্চৈব বঙ্গঞ্চ তৎসমং মতম্। কুমারিকারসৈর্ভাব্যং ধান্যরাশৌ দিনত্রয়ম্।। ততো রক্তিদ্বয়মিতাং বটীং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ। যোগবাহী রসো হ্যেষ সর্ব্বরোগকুলান্তকঃ।। বাতপিত্তভবান্ রোগান্ প্রমেহান্ বহুমূত্রতাম্। মূত্রাঘাতমপস্মারং ভগন্দরগুদাময়ম্।। সোন্মাদমূর্চ্ছাং যক্ষ্মাণং পক্ষাঘাতং হতেন্দ্রিয়ম্। শূলাম্লপিত্তকং হন্তি ভাস্করস্তিমিরং যথা।। ত্রিফলারসযোগেন শুভয়া সিতয়াপি বা। ভক্ষয়িত্বা ভবেদ্রোগী কামরূপী সুদর্শনঃ।। রাত্রৌ সেব্যং গবাং ক্ষীরং কৃশানাঞ্চ বিশেষতঃ। যোগেন্দ্রাখ্যো রসো নাম্না কৃষ্ণাত্রেয়-বিনির্ম্মিতঃ।।

রসসিন্দূর ১ তোলা, স্বর্ণ, লৌহ, অভ্র, মুক্তা ও বঙ্গ প্রত্যেক ৷৷০ তোলা; এই সমুদায় ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ত্রিফলার জল বা চিনির সহিত সেবনে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, পক্ষাঘাত, প্রমেহ ও বহুমূত্র প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

অনিলারিরসঃ

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং বিমর্দ্দ্য বাতারিনির্গুণ্ডিরসৈর্দিনৈকম্। নিবেশয়েৎ তাম্রময়ে পুটে তৎ সর্ব্বং মৃদাবেষ্ট্য চ বালুকাখ্যে।। যন্ত্রেপুটেদ্ গোময়চূর্ণবহ্নৌ স্বভাবশীতে তু সমুদ্ধরেৎ তৎ। নির্গুণ্ডিকাবাতহরাগ্নিতোয়ৈঃ সংচূর্ণ্য যত্নেন বিভাবয়েৎ তৎ।। রসোহ্নিলারিঃ কথিতোহ্স্য বল্লমেরণ্ডতৈলেন সসৈন্ধবেন। মরীচচূর্ণেন সসর্পিষা বা নির্গুণ্ডিচিত্রৈশ্চ কটুত্রিকৈর্বা।।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, এরণ্ডমূল ও নিসিন্দার রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া তাম্রপাত্রে আবদ্ধ করত মৃত্তিকা দ্বারা প্রলেপ দিয়া বালুকাযন্ত্রে গোময়াগ্নিতে (ঘুঁটের আগুনে) পাক করিবে। পরে শীতল হইলে উত্তোলন করিয়া নিসিন্দা, এরণ্ডমূল ও চিতার রসে সাতবার করিয়া যত্নপূর্ব্বক ভাবনা দিয়া তিন রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান সৈন্ধবলবণ-মিশ্রিত এরণ্ডতৈল;

ঘৃতের সহিত মিশ্রিত মরিচচূর্ণ; অথবা ত্রিকটুচূর্ণ-মিশ্রিত নিসিন্দা ও চিতার রস। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ বিনষ্ট হয়।

রসরাজরসঃ

পলৈকং শুদ্ধসূতস্য ব্যোমসত্ত্বঞ্চ কার্ষিকম্। তদর্দ্ধং কাঞ্চনং দেয়ং কন্যারসবিমর্দ্দিতম্।। লৌহং রূপ্যং মৃতং বঙ্গং বাজিগন্ধাং লবঙ্গকম্। জাতীকোষং তথা ক্ষীর-কাকোলীঞ্চ তদর্দ্ধতঃ।। কাকমাচীরসৈঃ পিষ্টবা পঞ্চগুঞ্জামিতাবটী। ক্ষীরঞ্চ শর্করাতোয়মনপানং প্রকল্পয়েৎ।। পক্ষাঘাতেঽর্দ্দিতে বাতে হনুস্তম্ভেঽপতন্ত্রকে। ধনুঃস্তম্ভেঽপতানে চ বাধির্য্যে মস্তকভ্রমে।। সর্ব্ববাতবিকারেষু রসরাজঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। বল্যো বৃষ্যশ্চ ভোগ্যশ্চ বাজীকরণ উত্তমঃ।।

রসসিন্দূর ৮ তোলা, অভ্র ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা। এই সমুদয় ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া তাহার সহিত লৌহ, রৌপ্য, বঙ্গ, অশ্বগন্ধা, লবঙ্গ, জৈত্রী, ক্ষীরকাকোলী প্রত্যেক ।।০ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া কাকমাচীর রসে মাড়িয়া ৫ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান দুগ্ধ ও চিনির জল। ইহা পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, হনুস্তম্ভ, অপতন্ত্রক ও ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য।

চিন্তামণিরসঃ

কর্ষৈকং রসসিন্দূরং তৎসমং মৃতমভ্রকম্। তদর্দ্ধং মৃতলৌহঞ্চ স্বর্ণং শাণং ক্ষিপেদ্ বুধঃ।। কন্যারসেন সংমর্দ্দ্য গুঞ্জামানাং বটীং চরেৎ। অনুপানাদিকং দদ্যাদ্ বুদ্ধা দোষাবলাবলম্।। হন্তি শ্লেষ্মান্বিতং বাতং কেবলং পিত্তসংযুতম্। হৃল্লাসমরুচিং দাহং বান্তিং ভ্রান্তিং শিরোগ্রহম্।। প্রমেহং কর্ণনাদঞ্চ জড়গদ্গদ-মূকতাম্। বাধির্য্যং গর্ভিণীরোগমশ্মরীং সূতিকাময়ম্। প্রদরং সোমরোগঞ্চ যক্ষ্মাণং জ্বরমেব চ।। বলবর্ণাগ্নিদঃ সম্যক্ কান্তিপুষ্টিপ্রসাধকঃ। চিন্তামণিরসশ্চায়ং চিন্তামণিরিবাপরঃ।।

রসসিন্দূর ও শোধিত অভ্র প্রত্যেক দুই তোলা, লৌহ এক তোলা, স্বর্ণ অর্দ্ধতোলা, ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া এক রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। দোষের বলাবল বুঝিয়া অনুপানের ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে শ্লেষ্মান্বিত অথবা পিত্তসংযুক্ত কিংবা কেবল বায়ু এবং হৃল্লাস, অরুচি, দাহ, বমি, ভ্রান্তি, শিরোগ্রহ, প্রমেহ, কর্ণনাদ, মূকতা, বধিরতা, গর্ভিণীরোগ, অশ্মরী, সূতিকা, প্রদর, সোমরোগ, যক্ষ্মা ও জ্বর নাশ হয়। ইহা বল, বর্ণ, কান্তি ও পুষ্টিসাধক।

বৃহদ্বাতচিন্তামণিঃ

ভাগত্রয়ং স্বর্ণভস্ম দ্বিভাগং রৌপ্যমভ্রকম্। লৌহাৎ পঞ্চ প্রবালঞ্চ মৌক্তিকং ত্রয়সম্মিতম্। ভস্মসূতং সপ্তকঞ্চ কন্যারসবিমর্দ্দিতম্। বল্লামাত্রা বটী কার্য্যা ভিষগ্‌ভিঃ পরিযত্নতঃ।। যথাব্যাধানপানেন নাশয়েদ্রোগসঙ্কুলম্। বাতরোগং পিত্তকৃতং নিহন্তি নাত্র চিন্তনম্।। বৃদ্ধোঽপি তরুণস্পর্দ্ধী কন্দর্পসম-বিক্রমঃ। দৃষ্টঃ সিদ্ধফলশ্চায়ং বাতচিন্তামণিস্ত্বিহ।।

স্বর্ণ ৩ ভাগ, রূপা ২ ভাগ, অভ্র ২ ভাগ, লৌহ ৫ ভাগ, প্রবাল ৩ ভাগ, মুক্তা ৩ ভাগ ও রসসিন্দূর ৭ ভাগ, ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ব্যাধিবিশেষে অনুপান-বিশেষ ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে বাতজ ও পিত্তজ বিবিধ ব্যাধি নিরাকৃত হয়।

শীতারিরসঃ

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং প্রগৃহ্য পুনর্নবাগ্নিস্বরসৈর্বিভাব্য। পকার্কপত্রস্য রসেন পশ্চাদ্ বিপাচয়েদষ্টগুণেন যত্নাৎ।। রসার্দ্ধভাগঞ্চ বিষঞ্চ দত্ত্বা বিপাচয়েদগ্নিজলে ক্ষণং তৎ। শীতারিসংজ্ঞস্য রসায়নস্য বল্লঞ্চ সার্দ্ধং মরিচার্দ্রকেণ। মরীচচূর্ণেন ঘৃতাপ্লুতেন সেবেত মাংসঞ্চ ঘৃতঞ্চ পথ্যম্।।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ গ্রহণ করিয়া পুনর্নবা ও চিতার রসে ভাবনা দিয়া পাকা আকন্দ-পাতার আটগুণ রস-সহ বালুকাযন্ত্রে পাক করত পারদের অর্দ্ধভাগ পরিমিত বিষ মিশ্রিত করিবে। পরে চিতার রসে পাক করিয়া ২ রতি মাত্রায় বটী প্রস্তুত করিবে। মরিচচূর্ণ ও আদার রস, কিংবা মরিচচূর্ণ ও ঘৃত-সহ সেবন করিলে শীতবাত বিনষ্ট হয়। পথ্য মাংস ও ঘৃত।

শীতবাতস্য লক্ষণম্

হিমবন্তি চ গাত্রাণি রোমাঞ্চস্ফুরিতানি চ। শিরোঽক্ষিবেদনালস্যং শীতবাতস্য লক্ষণম্।।

সর্ব্বাঙ্গহিম, রোমাঞ্চ, অঙ্গস্ফুরণ, মস্তকে ও চক্ষুতে বেদনা এবং আলস্য এইগুলি শীতবাতের লক্ষণ।

তালকেশ্বরো রসঃ

একভাগো রসস্য স্যাচ্ছুদ্ধতালৈকভাগিকঃ। অষ্টৌ স্যুর্বিজয়ায়াশ্চ গুড়িকা গুড়তশ্চরেৎ।। একৈকাং ভক্ষয়েৎ প্রাতশ্ছায়ায়ামুপবেশয়েৎ। তালকেশ্বরনামায়ং যোগোঽস্পর্শবিনাশনঃ।।

রসসিন্দূর ১ ভাগ, শোধিত হরিতাল ১ ভাগ, সিদ্ধি ৮ ভাগ, এই সকল চূর্ণের দ্বিগুণ গুড়; একত্র মিশ্রিত করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রাতঃকালে ঔষধ সেবনের পর ছায়াতে উপবেশন করিবে। ইহাতে অস্পর্শ বাতরোগ নাশ হয়।

তালভৈরবী (সূচীবাতে)

তালগন্ধরসাহীন্দ্র-টঙ্গব্যোষং সহিঙ্গুলম্। পিষ্টার্দ্রস্বরসৈঃ কুর্য্যাদ্ বটিকাং মুদ্গমানতঃ।। সা সেবিতা নিহন্ত্যাশু বাতশ্লেষ্মভবান্ গদান্। গ্রহণীং বহ্নিমান্দ্যার্শঃ সূচীবাতং সশৈত্যকম্।।

হরিতাল, গন্ধক, পারদ, অহিফেন, সোহাগার খই, ত্রিকটু ও হিঙ্গুল ইহাদেগকে আদার রসে মর্দ্দন করিয়া মুদ্গপ্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে বাতশ্লেষ্মজ রোগ, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য ও অর্শ নিবারিত হয়। ইহা শৈত্যক ও সূচীবাতের মহৌষধ। (যে-বায়ু দ্বারা রোগীর অঙ্গ একেবারে অসাড় হয়, সূচী দ্বারা বিদ্ধ করিলেও রোগীর জ্ঞানসঞ্চার হয় না, তাহাকে সূচীবাত বলে)।

আনন্দভৈরবঃ (বাতশ্লেষ্মণি)

পারদং গন্ধকং লৌহমভ্রকং বিষমেব চ। সমাংশং মরিচঞ্চাষ্টৌ টঙ্গণস্য চতুর্গুণম্।। ভৃঙ্গরাজরসৈঃ সপ্ত ভাবনাশ্চাম্লদাড়িমৈঃ। গুঞ্জাদ্বয়ং পর্ণখণ্ডৈঃ খাদেৎ সোঽয়ং নিহন্ত্যমুন্।। বাতশ্লেষ্মোদ্ভবং রোগং মন্দাগ্নিং গ্রহণীং জ্বরান্। অরুচিং পাণ্ডুতাঞ্চৈব মেদোজং নাশয়েদ্ ধ্রুবম্।।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও বিষ প্রত্যেক সমভাগ, মরিচচূর্ণ ৮ ভাগ, সোহাগার খই ৪ ভাগ, এই সকল দ্রব্যকে ভীমরাজের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা পানের সহিত সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মজ রোগ এবং মন্দাগ্নি, গ্রহণী, জ্বর, অরুচি প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

বাতারিরসঃ

রসো গন্ধো বরা বহ্নির্গুগ্‌গুলুঃ ক্রমবর্দ্ধিতঃ। তত্রৈকভাগঃ সূতঃ স্যাদ্ গন্ধকো দ্বিগুণঃ স্মৃতঃ।। ত্রিভাগা ত্রিফলা যোজ্যা চতুর্ভাগস্তু চিত্রকঃ। গুগ্‌গুলুঃ পঞ্চভাগঃ স্যাদ্রুবুতৈলেন মর্দ্দিতঃ।। ক্ষিপ্ত্বা তত্রোদিতং চূর্ণং তেন তৈলেন মর্দ্দয়েৎ। গুটিকাং কর্ষমাত্রান্তু ভক্ষয়েৎ প্রাতরেব হি।। নাগরৈরণ্ডমূলানাং কষায়ং প্রপিবেদনু। অভ্যাজ্যৈরণ্ডতৈলেন স্বেদয়েৎ পৃষ্ঠদেশকম্। বিরেকপরিণামে তু স্নিগ্ধমুষ্ণঞ্চ ভোজয়েৎ।।

বাতারিসংজ্ঞকো হ্যেষ রসো নিয়তসেবিতঃ। মাসেন মরুতো রোগান্ হরেৎ সুরতবর্জ্জিতঃ।।

পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ, একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। প্রথমত গুগ্গুলু ৫ ভাগ এরণ্ডতৈলে মর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত কজ্জলী এবং ত্রিফলাচূর্ণ ৩ ভাগ ও চিতামূলচূর্ণ ৪ ভাগ মিশাইবে এবং ঐ এরণ্ডতৈল দ্বারা পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিয়া ২ তোলা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ২ তোলা (ব্যবহার ১ মাষা)। অনুপান শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের ক্বাথ। প্রাতঃকালে ঔষধ সেবনের পর রোগীর পৃষ্ঠদেশে এরণ্ডতৈল মাখাইয়া স্বেদ প্রদান করিবে, স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ১ মাস কাল এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার বায়ু-জন্য রোগ বিনষ্ট হয়।

গন্ধদ্রব্যকথনম্

এলা চন্দনকুঙ্কুমাগুরু মুরা কক্কোলমাংসী শটী শ্রীবাসচ্ছদগ্রন্থিপর্ণশশভৃৎ ক্ষৌণীব্রজোশীরকম্। কস্তুরীনখপূতিতৈলজলমুণ্ডমেথীলবঙ্গাদিকম্ গন্ধদ্রব্যমিদং প্রদেয়মখিলং শ্রীবিষ্ণুতৈলাদিষু।। তন্ত্রান্তরে— কুষ্ঠঞ্চ নলিকা পূতিরুশীরং শ্বেতচন্দনম্। জটামাংসী তেজপত্রং নখী মৃগমদঃ ফলম্।। কক্কোলং কুঙ্কুমং চোচং লতাকস্তুরিকা বচা। সূক্ষ্মৈলাগুরু মস্তঞ্চ কর্পূরং গ্রন্থিপর্ণকম্।। শ্রীবাসঃ কন্দরুদেব-কুসুমং গন্ধমাতৃকা। শিহ্লকো মিষিকা মেথী ভদ্রমুস্তং তথা শটী।। জাতীকোষং শৈলজঞ্চ দেবদারু সজীরকম্। এতানি গন্ধদ্রব্যাণি তৈলপাকেষু যুক্তিতঃ।।

এলাইচ, চন্দন, কুঙ্কুম, অগুরু, মুরামাংসী, কাঁকলা, জটামাংসী, শটী, সরলকাষ্ঠ, তেজপত্র, গেঁটেলা, কর্পূর, শৈলজ, বেণার মূল, মৃগনাভি, নখী, খটাশী, শিলারস, মুতা, মেথী ও লবঙ্গাদি এই সমুদায় গন্ধদ্রব্য বিষ্ণুতৈল প্রভৃতিতে প্রদেয়।

তন্ত্রান্তরে—কুড়, নালুকা, খটাশী, বেণার মূল, শ্বেতচন্দন, জটামাংসী, তেজপত্র, নখী, মৃগনাভি, জায়ফল, কাঁকলা, কুঙ্কুম, গুড়ত্বক্, লতাকস্তুরী, বচ, ছোট এলাইচ, অগুরু, মুতা, কর্পূর, গেঁটেলা, সরলকাষ্ঠ, কুন্দুরুখোটী, লবঙ্গ, গন্ধমাতৃকা, শিলারস, শুলফা, মেথী, ভদ্রমুস্তক, শটী, জয়িত্রী, শৈলজ, দেবদারু ও জীরা এই সকল গন্ধদ্রব্য যথানিয়মে তৈলে প্রদান করিতে হয়।

বাতহরতৈলানাং বিশেষমূর্চ্ছাবিধিঃ

আম্রজম্বুকপিত্থানাং বীজপূরকবিল্বয়োঃ। গন্ধকর্ম্মণি সর্ব্বত্র পত্রাণি পঞ্চপল্লবম্।। পঞ্চপল্লবতোয়েন গন্ধানাং ক্ষালনং মতম্।।

তৈলমূর্চ্ছার সাধারণ বিধি পরিভাষায় লিখিত হইয়াছে। অগ্রে সেইরূপ মূর্চ্ছাক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া পরে আম, জাম, কয়েৎবেল, টাবালেব ও বিল্ব এই সমুদায়ের পত্র (মিলিত) পাচ্য তৈলের অষ্টমাংশ, চতুর্গুণ জলে ক্বাথ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই পল্লবক্বাথ দ্বারা বাতঘ্ন তৈল পুনঃশোধন এবং গন্ধদ্রব্যসমূহ ক্ষালন ও শোধন করিবে।

স্বল্পবিষ্ণুতৈলম্

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বলা চ বহুপুত্রিকা। এরণ্ডস্য মূলানি বৃহত্যোঃ পূতিকস্য চ।। গবেধুকস্য মূলানি তথা সহচরস্য চ। এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।। আজং বা যদি বা গব্যং ক্ষারং দদ্যাচ্চতুর্গুণম্। বাতার্ত্তা লবণাশাশ্চ পীত্বা দৃঢ়তনুত্বচঃ।। হৃৎপার্শ্বশূলে বাতাস্রে গলগণ্ডেহর্দ্দিতে ক্ষয়ে। শর্করাশ্মরিপাণ্ডুত্ব-কামলার্দ্ধবভেদকে।। ক্ষীণেন্দ্রিয়েহন্ত্রবৃদ্ধৌ চ জরাজর্জ্জরিতে হিতম্। স্ত্রিয়ো যা ন প্রসূয়ন্তে তাসাঞ্চৈব প্রদাপয়েৎ।। স্ত্রীণামশ্বতরীণাঞ্চ গর্ভস্থিতিকরং পরম্। এতৎ তৈলবরঞ্চৈব বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম্।।

তিলতৈল ৪ সের। গব্য বা ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ শালপাণি, চাকুলে, বেড়েলা, শতমূলী, এরণ্ডমূল, বৃহতীমূল, কণ্টকারীমূল, নাটামূল, গোরক্ষচাকুলে ও ঝাঁটিমূল ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল। এই তৈল যথাবিধানে পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য, অর্দ্দিত, অন্ত্রবৃদ্ধি, রতিশক্তির হীনতা, অর্দ্ধাবভেদক (আধকপালে), কামলা, পাণ্ডু, অশ্মরী ও অন্যান্য নানা প্রকার পীড়ার নিবৃত্তি হইয়া দেহের বলবীর্য্য বৃদ্ধি হয়। গর্ভিণী স্ত্রীলোকের প্রসব-ব্যাঘাত উপস্থিত হইলে এই তৈল মর্দ্দন করা আবশ্যক, তদ্দ্বারা প্রসববিঘ্ন নিবারিত হয়।

শতাবরী চাংশুমতী পৃশ্নিপর্ণী শটী বলা। এরণ্ডস্য চ মূলানি বৃহত্যোঃ পূতিকস্য চ।। গবেধুকস্য মূলানি তথা সহচরস্য চ। এষাং দশপলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।। পাদাবশেষে পূতে চ গর্ভঞ্চৈনং নিধাপয়েৎ। পুনর্নবা বচা দারু শতাহ্বা চন্দনাগুরু।। শৈলেয়ং তগরং কুষ্ঠমেলা মাংসী স্থিরা বলা। অশ্বাহ্বা সৈন্ধবং রাস্না পলার্দ্ধানি চ যোজয়েৎ।। গব্যাজপয়সোঃ প্রস্থৌ দ্বৌ দ্বাবত্র প্রদাপয়েৎ। শতাবরী-রসপ্রস্থং তৈলং প্রস্থং বিপাচয়েৎ।। অস্য তৈলস্য পক্বস্য শৃণু বীর্য্যমতঃ পরম্। অশ্বানাং বাতভগ্নানাং কুঞ্জরাণাং নৃণাং তথা।। তৈলমেতৎ প্রযোক্তব্যং সর্ব্ববাতনিবারণম্। আয়ুষ্মাংশ্চ নরঃ পীত্বা নিশ্চয়েন দৃঢ়ো ভবেৎ।। গর্ভমশ্বতরী বিন্দ্যাৎ কিং পুনর্মানুষী তথা। হৃচ্ছুলং পার্শ্বশূলঞ্চ তথৈবার্দ্ধাবভেদকম্।। অপচীং গণ্ডমালাঞ্চ বাতরক্তং হনুগ্রহম্। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ অশ্মরীঞ্চাপি নাশয়েৎ।। তৈলমেতদ্ ভগবতা বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম্। বিষ্ণুতৈলমিদং খ্যাতং বাতান্তকরণং মতম্।। (চক্রদত্তেঽস্য মহানারায়ণ-তৈলমিতি সংজ্ঞা)।

তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ শতমূলী, শালপাণি, চাকুলে, শটী, বেড়েলা, এরণ্ডমূল, বৃহতীমূল, কণ্টকারীমূল, নাটকরঞ্জমূল, গোরক্ষচাকুলের মূল ও নীলঝাঁটিমূল প্রত্যেক ১০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; গব্য দুগ্ধ ৮ সের, ছাগদুগ্ধ ৮ সের, শতমূলীর রস ৪ সের। কল্কার্থ—পুনর্নবা, বচ, দেবদারু, শুলফা, রক্তচন্দন, অগুরু, শৈলজ, তগরপাদুকা, কুড়, এলাইচ, জটামাংসী, শালপাণি, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব ও রাস্না প্রত্যেক ৪ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে সকল প্রকার বায়ুরোগের শান্তি এবং অপচী, গণ্ডমালা, বাতরক্ত, কামলা ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগসমূহ প্রশমিত হয়। ইহা দ্বারা গর্ভদোষনাশ ও সন্তানোৎপত্তি হইয়া থাকে।

বৃহদ্বিষ্ণুতৈলম্

জলধরমশ্বগন্ধা জীববকর্ষভকৌ শটী। কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জীবন্তী মধুযষ্টিকা।। মধুরিকা দেবদারু পদ্মকাষ্ঠঞ্চ শৈলজম্। মাংসী চৈলা ত্বচং কুষ্ঠং বচা চন্দনকুঙ্কুমম্।। মঞ্জিষ্ঠা মৃগনাভিশ্চ শ্বেতচন্দনসৈন্ধবম্। পর্ণী পর্ণী কুন্দুখোটী গ্রন্থিকঞ্চ নখী তথা।। এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈস্তৈলস্যাপি তথাঢ়কম্। শতাবরীরসসমং দুগ্ধঞ্চাপি সমং পচেৎ।। বিষ্ণুতৈলমিদং শ্রেষ্ঠং সর্ব্ববাতবিকারনুৎ। উর্দ্ধবাতং তথা বাতমঙ্গুলিগ্রহমেব চ।। শিরোমধ্যগতং বাতং মন্যাস্তম্ভং গলগ্রহম্। হন্তি নানাবিধং বাতং সন্ধিমজ্জগতং তথা।। যস্য শুষ্যতি চৈকাঙ্গং গতির্যস্য চ বিহ্বলা। যে বাতপ্রভবা রোগা যে চ পিত্তসমুদ্ভবাঃ। সর্ব্বাংস্তান্ নাশয়ত্যাশু সূর্য্যস্তম ইবোদিতঃ।।

তিলতৈল ১৬ সের। শতমূলীর রস ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। জল ৩২ সের। কল্কার্থ মুতা, অশ্বগন্ধা, জীবক, ঋষভক, শটী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মৌরি, দেবদারু, পদ্মকাষ্ঠ, শৈলজ, জটামাংসী, এলাইচ, গুড়ত্বক্, কুড়, বচ, রক্তচন্দন, কুঙ্কুম, মঞ্জিষ্ঠা, মৃগনাভি, শ্বেতচন্দন, সৈন্ধব লবণ, শালপাণি, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, কুন্দুরুখোটী, গেঁটেলা ও নখী ইহাদের প্রত্যেকের ১

পল। এই তৈল মর্দ্দন করিলে উর্ধ্বগ বায়ু, অঙ্গুলিগ্রহ, মন্যাস্তম্ভ, গলগ্রহ, সন্ধিগত বায়ু, মজ্জাশ্রিত বায়ু এবং বাতিক পৈত্তিক সর্ব্বপ্রকার রোগ উপশমিত হয়।

নারায়ণতৈলম্

বিল্বোঽগ্নিমন্থঃ শ্যোনাকঃ পাটলঃ পারিভদ্রকঃ। প্রসারণ্যশ্বগন্ধা চ বৃহতী কন্টকারিকা।। বলা চাতিবলা চৈব শ্বদংষ্ট্রা সপুনর্নবা। এষাং দশপলান্ ভাগাংশ্চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ।। পাদশেষং পরিস্রাব্য তৈলপাত্রং প্রদাপয়েৎ। শতপুষ্পা দেবদারু মাংসী শৈলেয়কং বচা।। চন্দনং তগরং কুষ্ঠমেলা পর্ণীচতুষ্টয়ম্। রাস্না তুরগগন্ধা চ সৈন্ধবং সপুনর্নবম্।। এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ। শতাবরীরসঞ্চৈব তৈলতুল্যং প্রদাপয়েৎ।। আজং বা যদি বা গব্যং ক্ষীরং দদ্যাচ্চতুর্গুণম্। পানে বস্তৌ তথাভ্যঙ্গে ভোজ্যেচৈব প্রশস্যতে ।। অশ্বো বা বাতসংভগ্নো গজো বা যদি বা নরঃ। পঙ্গুশ্চ পীঠসর্পী চ তৈলেনানেন সিধ্যতি।। অধোভাগে চ যে বাতাঃ শিরোমধ্যগতাশ্চ যে। মন্যাস্তম্ভে হনুস্তম্ভে দন্তরোগে গলগ্রহে।। যস্য শুষ্যতি চৈকাঙ্গং গতির্যস্য চ বিহ্বলা। ক্ষীণেন্দ্রিয়াঃ ক্ষীণশুক্রা জ্বরক্ষীণাশ্চ যে নরাঃ।। বধিরা লল্লজিহ্বাশ্চ মন্দমেধস এব চ। অল্পপ্রজা চ যা নারী যা চ গর্ভং ন বিন্দতি।। বাতার্ত্তৌ বৃষণৌ যেষামন্ত্রবৃদ্ধিশ্চ দারুণা। এতৎ তৈলবরং তেষাং নাম্না নারায়ণং স্মৃতম্।। আজগব্যপয়সোর্যদ্যপি প্রায়েণ গুণসাম্যং তথাপি ছাগলক্ষীরেণ পক্কং তৈলমিদমনভিষ্যন্দি দোষত্রয়হরঞ্চ ভবতীতি প্রত্যেতব্যম্। ইতি শ্রীকণ্ঠঃ।

তিলতৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ বিল্বমূলের ছাল, গণিয়ারিমূলের ছাল, শোণামূলের ছাল, পারুলমূলের ছাল, পালিধামূলের ছাল, গন্ধভাদুলে, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, কন্টকারী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর ও পুনর্নবা ইহাদের প্রত্যেকের ১০ পল, জল ৫৬ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ শুলফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বচ, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, এলাইচ, শালপাণি, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, রাস্না, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব ও পুনর্নবামূল ইহাদের প্রত্যেকের ২ পল। শতমূলীর রস ৬ সের, গব্য কিংবা ছাগদুগ্ধ ৬৪ সের। এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ ও বস্তিক্রিয়ায় প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা পঙ্গুতা, অধোভাগগত বাত, শিরোরোগ, মন্যাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ, দন্তরোগ, গলগ্রহ, একাঙ্গশোষ, সকম্পন গতি, ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য, শুক্রহ্রাস, বধিরতা, অন্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগ, এবং স্ত্রীলোকের গর্ভগ্রহণ-ব্যাঘাত নিবারণ হয়।

মধ্যমনারায়ণ তৈলম্

অশ্বগন্ধাং বলাং বিল্বং পাটলাং বৃহতীদ্বয়ম্। শ্বদংষ্ট্রাতিবলাং নিম্বং শ্যোনাকঞ্চ পুনর্নবাম্।। প্রসারণী-মগ্নিমন্থং কুর্য্যাদ্ দশপলং পৃথক্। চতুর্দ্রোণে জলে পক্কা পাদশেষং শৃতং নয়েৎ।। তৈলাঢ়কেন সংযোজ্য শতাবর্য্যা রসাঢ়কম্। প্রক্ষিপেৎ তত্র গোক্ষীরং ততস্তৈলাচ্চতুর্গুণম্।। পৃথক্ পলমিতৈঃ কল্কৈর্দ্রব্যৈরেভিঃ পচেদ্ ভিষক্। বচাচন্দনকুষ্ঠৈলা-মাংসীশৈলেয়সৈন্ধবৈঃ।। অশ্বগন্ধাবলারাস্না-শতপুষ্পেন্দ্রদারুভিঃ। পর্ণীচতুষ্টয়েনৈব তগরেণ প্রসাধয়েৎ।। তৎ তৈলং ভোজনেঽভ্যঙ্গে পানে বস্তৌ চ যোজয়েৎ। পক্ষাঘাতং হনুস্তম্ভং মন্যাস্তম্ভং গলগ্রহম্।। কুব্জত্বং বধিরত্বঞ্চ গতিভঙ্গং কটীগ্রহম্। গাত্রশোষেন্দ্রিয়ধ্বংসং শুক্রনাশং জ্বরং ক্ষয়ম্।। অন্ত্রবৃদ্ধিং কুরণ্ডঞ্চ দন্তরোগং শিরোগ্রহম্। পার্শ্বশূলঞ্চ পঙ্গুত্বং বুদ্ধিনাশঞ্চ গৃধ্রসীম্।। অন্যাংশ্চ বিবিধান্ বাতান্ হরেৎ সর্ব্বাঙ্গসংশ্রয়ান্। অস্য প্রভাবাদ্ বন্ধ্যাপি নারী পুত্রং প্রসূয়তে।। যথা নারায়ণো দেবো দুষ্টদৈত্যবিনাশনঃ। তথেদং বাতরোগাণাং নাশনং তৈলমুত্তমম্।।

তিলতৈল ১৬ সের। কল্কার্থ বচ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, জটামাংসী, শৈলজ, সৈন্ধব, অশ্বগন্ধা, বেড়েলামূল, রাস্না, শুলফা, দেবদারু, মুগানী, মাষাণী, শালপাণি, চাকুলে ও তগরপাদুকা প্রত্যেক

৮• তোলা; ক্বাথার্থ অশ্বগন্ধা, বেড়েলা, বিল্বমূলের ছাল, পারুলের ছাল, বৃহতী, কন্টকারী, গোক্ষুর, গোরক্ষচাকুলে, নিমছাল, শোণাছাল, পুনর্নবা, গন্ধভাদুলে ও গণিয়ারি এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ১০ পল অর্থাৎ ৮০ তোলা, ৬ মণ ১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১ মণ ২৪ সের জল থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ এবং শতমূলীর রস ১৬ সের, দুগ্ধ ১ মণ ২৪ সের। এই সমস্ত দ্রব্য এবং কল্কদ্রব্য-সহ তৈল পাক করিবে। এই তৈল ভোজনে অভ্যঙ্গে পানে ও বস্তিক্রিয়াতে প্রযুক্ত হইলে পক্ষাঘাত, হনুস্তম্ভ, মন্যাস্তম্ভ, গলগ্রহ, কুব্জত্ব, বধিরতা,গতিভঙ্গ, কটীগ্রহ, গাত্রশোষ, ইন্দ্রিয়ধ্বংস, শুক্রক্ষয়, জ্বর, যক্ষ্মা, অন্ত্রবৃদ্ধি, কুরণ্ড, দন্তরোগ, শিরোগ্রহ, পার্শ্বশূল, পঙ্গুতা, বুদ্ধিভ্রংশ, গৃধ্রসী প্রভৃতি এবং অন্যান্য সর্ব্বাঙ্গগত নানাপ্রকার বাতরোগ নষ্ট হয়। নারায়ণ যেমন দৈত্যদিগের ধ্বংস করেন, তদ্রূপ এই তৈল সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ নষ্ট করে। অধিকন্তু এই তৈলপ্রভাবে বন্ধ্যা নারীগণও পুত্রবতী হইয়া থাকে।

মহানারায়ণ তৈলম্

বিল্বাশ্বগন্ধা বৃহতী শ্বদংষ্ট্রা শ্যোনাকবাট্যালিকপারিভদ্রম্। ক্ষুদ্রা কঠিল্লাতিবলাগ্নিমন্থং মূলানি চৈষাং সরণীযুতানাম্।। মূলং বিদধ্যাদথ পাটলীনাং প্রস্থং সপাদং বিধিনোদ্ধৃতানাম্।। দ্রোণৈরপামষ্টভিরেব পক্কা। পাদাবশেষেণ রসেন তেন।। তৈলাঢ়কাভ্যং সমমেব দুগ্ধমাজং নিদধ্যাদথবাপি গব্যম্। একত্র সম্যগ্ বিপচেৎ সবুদ্ধির্দদ্যাদ্রসঞ্চৈব শতাবরীণাম্।। তৈলেন তুল্যং পনরেব তত্র রাস্নাশ্বগন্ধামিষিদারুকণ্ঠম্। পর্ণীচতুষ্কাগুরুকেশরাণি সিন্ধুত্থমাংসীরজনীদ্বয়ঞ্চ।। শৈলেয়কং চন্দনপুষ্করাণি এলাপ্রযষ্টী তগরাব্দপত্রম্। ভৃঙ্গোহ্ষ্টবর্গস্তু বচা পলাশী স্থৌণেয়বৃশ্চীরকচোরকাখ্যম্।। এতৈঃ সমস্তৈর্দ্বিপলপ্রমাণৈরালোড্য সর্ব্বং বিধিনা বিপক্বম্। কর্পূরকাশ্মীরমৃগাণ্ডজানাং চূর্ণীকৃতানাং ত্রিপলপ্রমাণম্।। প্রস্বেদদৌর্গন্ধ্যনিবারণায় দদ্যাৎ সুগন্ধায় বদন্তি কেচিৎ। নারায়ণং নাম মহচ্চ তৈলং সর্ব্বপ্রকারৈর্বিধিবৎ প্রযোজ্যম্।। আশ্বেব পুংসাং পবনার্দ্দিতানামেকাঙ্গহীনার্দ্দিতবেপনানাম্। যে পঙ্গবঃ পীঠবিসর্পিণশ্চ বাধির্য্যশুক্রক্ষয়পীড়িতাশ্চ।। মন্যাহনুস্তম্ভশিরোরুজার্ত্তা মুক্তাময়াস্তে বলবর্ণযুক্তাঃ। সংসেব্য তৈলং সহসা ভবন্তি বন্ধ্যা চ নারী লভতে চ পুত্রম্।। বীরোপমং সর্ব্বগুণোপপন্নং সুমেধসং শ্রীবিনয়ান্বিতঞ্চ। শাখাশ্রিতে কোষ্ঠগতে চ বাতে বৃদ্ধৌ বিধেয়ং পবনার্দ্দিতানাম্।। জিহ্বানিলে দন্তগতে চ শূলে উন্মাদকৌব্জ্যজ্বরকর্ষিতানাম্। প্রাপ্নোতি লক্ষ্মীং প্রমদাপ্রিয়ত্বং বপুঃ প্রকর্ষং বিজয়ঞ্চ নিত্যম্।। তৈলোপসেবী জ্বরয়াভিমুক্তো জীবেচ্চিরঞ্চাপি ভবেদ্ যুবেব। দেবাসুরে যুদ্ধপরে সমীক্ষ্য স্নায়বস্থিভঙ্গানসুরৈঃ সুরাংশ্চ।। নারায়ণেনাপি সুবৃংহণার্থং স্বনাম তৈলং বিহিতঞ্চ তেষাম।।

ক্বাথার্থ বিল্ব, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, গোক্ষুর, শোণা, বেড়েলা, পালিধা, কন্টকারী, পুনর্নবা, গোরক্ষচাকলে, গণিয়ারি, গন্ধভাদুলিয়া ও পারুল ইহাদের মূল প্রত্যেক ২।।০ সের। পাকার্থ জল ৫১২ সের, শেষ ১২৮ সের। গব্য বা ছাগদুগ্ধ ৩২ সের। শতমূলীর রস ৩২ সের, তিলতৈল ৩২ সের। কল্কার্থ রাস্না, অশ্বগন্ধা, শুলফা, দেবদারু, কুড়, শালপাণি, চাকুলে, মুগানি, মাষাণী, অগুরু, নাগেশ্বর, সৈন্ধব লবণ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শৈলজ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, তগরপাদুকা, মুতা, তেজপত্র, ভৃঙ্গরাজ, জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষারকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদা, মহামেদা, বচ, পলাশী (গন্ধপলাশী নামে কাশ্মীরে প্রসিদ্ধ), গেঁটেলা, শ্বেতপুনর্নবা ও চোরকাঁচকী, ইহাদের প্রত্যেকের ২ পল। গন্ধার্থ কর্পূর, কুঙ্কুম ও মৃগনাভি মিলিত ৩ পল। এই মহানারায়ণ তৈল মূলোক্ত বহুবিধ বিকারের প্রশান্তি করিয়া থাকে।

মহানারায়ণ তৈলম্

তিলতৈলং সমাদায় চতুরাঢ়কসম্মিতম্। পঞ্চপল্লবতোয়েন শোধয়েদ্ দোষশান্তয়ে।। তত্রাজং দুগ্ধমথবা গব্যং তৈলসমং পচেৎ। শতাবরীরসঞ্চাপি তৈলতল্যং পচেদ্ ভিষক্।। দশমূলী বলা রাস্না শিগ্রুৎপলপুনর্নবাঃ। শেফালিকা নাগবলা বলা চৈব প্রসারণী।। অশ্বগন্ধা সহচরো দর্ভমূলং করঞ্জকঃ। খদিরং চন্দনং লোধ্রং বচাসনপলাশকম্।। বকুলৈরগুবরুণ-শালযুগ্মকটম্ভরাঃ। শিরীষঃ শিখরী বাসা হিংস্রা জম্বুবিভীতকম্।। কাঞ্চনারঃ কপিত্থশ্চ পারিভদ্রং প্রিয়ালকম্। পাষাণভেদঃ সম্পাকো দুগ্ধিকা দাড়িমীফলম্।। উদুম্বরঃ শাতলা চ কন্যকা মালতী ত্বচম্। মাগধীফলমূলঞ্চ যবকোলকুলত্থকম্।। আত্মগুপ্তার্ককার্পাস-বীজং বৎসাদনী সুহী। কেতকীমূলধুস্তূর-লাঙ্গলীগর্দ্দভাণ্ডকম্।। চিত্রকঞ্চ মহানিম্বং পঞ্চবল্কলমেব চ। মুণ্ডীটঙ্কারীমুষলী-হংসপাদীবিশল্যকম্।।এষাং দশপলান্ ভাগান্ বারিণ্যষ্টগুণে পচেৎ। পাদশেষং পরিস্রাব্য তত্র তৈলং পুনঃ পচেৎ।। ছাগো মেষশ্চ হরিণ এণশ্চ বহুশৃঙ্গকঃ। শশঃ শল্য শিবা গোধা সিংহো ব্যাঘ্রশ্চ ভল্লকঃ।। বন্যো বরাহঃ খড়গী চ মহিষো ঘোটকস্তথা। কপির্বভ্রুর্বিড়ালশ্চ মূষকশ্চোরুদর্দ্দূরঃ। বর্ত্তকস্তিত্তিরির্লাবঃ খঞ্জরীটশ্চকোরকঃ। উলুকো নীলকণ্ঠশ্চ বনকুক্কুট এব চ।। গৃধ্রশ্চ গরুড়ো হংসশ্চক্রঃ কারণ্ডবোঽপি চ। কপোতঃ সারসঃ ক্রৌঞ্চো বন্যঃ পারাবতস্তথা।। রোহিতো মদ্‌গুরশ্চাপি শিলীন্ধ্রঃ শৃঙ্গকস্তথা। ইল্লীশো গর্গরো বর্ম্মিরথ কাকঃ পিকোঽপি চ।। মহামৎস্যঃ কচ্ছপশ্চ শিশুমারশ্চ সাঙ্কুচিঃ। মকরো ঘণ্টিকাকারস্তদলাভে তু গোধিকা। যথালাভমমীষাঞ্চ ক্বাথং তৈলসমং পচেৎ।। রাস্নাশ্বগন্ধামিষিদারুকষ্ঠ-পর্ণীচতস্রাগুরুকেশরাণি। সিন্ধুত্থমাংসী রজনীদ্বয়ঞ্চ শৈলেয়কং চন্দনপুষ্করঞ্চ।।এলা সযষ্টী তগরাব্দপত্রং ভৃঙ্গোঽষ্টবর্গস্তু বচা পলাশী। স্থৌণেয়বৃশ্চীরকচোরাখ্যং মূর্ব্বা ত্বচং কট্‌ফলপদ্মকঞ্চ।। মৃণালজাতীফলকেতকাখ্যং সনাগপুষ্পং সরলং মুরা চ। জীবন্তিকোশীরবরাস্তথৈব দুরালভা বানরিকা নখশ্চ।। কৈবর্ত্তমুস্তার্জ্জুনতিক্তকঞ্চ বাতামখর্জ্জূরকতুম্বুরাশ্চ। সধাতকীগ্রন্থিকপর্পটাশ্চ পটোলহেমাহ্বজয়ন্তিকাশ্চ।।ত্রায়ন্তিকালম্বুষশক্রবীজং রসাঞ্জনাভা ত্রিবৃতারুণা চ। দ্রাক্ষাকণাদ্রোণপুনর্নবাশ্চ কৌন্তী ক্রিমিঘ্নো হয়মারকশ্চ।। নীলোৎপলং পদ্মককারবীভ্যাং রক্তানলো গোক্ষুরকঃ ক্ষুরশ্চ। কঙ্কোল-কালেয়কসপ্তপর্ণং তরুষ্ককাশ্মীরকসিক্থকঞ্চ।। লবঙ্গকর্পূররসালকাণ্ড-কস্তুরিকা বালকমম্বরঞ্চ। কল্কানমীষাং বিপচেৎ সুবৈদ্যঃ পৃথক্ পৃথক্ কর্ষযুগোন্মিতাম্।। শুভে চ নক্ষত্রমুহূর্ত্তলগ্নে সন্তোষ্য বিপ্রাংশ্চ ভিষগ্বরাংশ্চ। সম্পূজ্য নারায়ণনামধেয়ং দেবং ত্রিনেত্রং জগতামধীশম্।। পাত্রে তু হেম্নঃ খলু রাজতে বা তাম্রেঽথবা লৌহময়েঽপি রক্ষেৎ।। অভ্যঞ্জনেঽঞ্জনে নস্যে নিরূহে চাবগাহনে। পানে চৈতদ্ যথাব্যাধি প্রযুঞ্জীত চিকিৎসকঃ।। বহুনাত্র বিমুক্তেন তৈলমেতৎ প্রযোজিতম্। অবশ্যং বাতজান্ ব্যাধীন-শীতিমপি নাশয়েৎ।। এতস্যাভ্যাসতো জন্তোর্জ্জরা জাতু ন জায়তে। পতন্তি বলয়ো নৈব পলিতঞ্চ ন জায়তে। নেত্রং তেজস্বি নিতরাং গরুড়স্যেব জায়তে। নৌচ্চৈঃশ্রুতির্ন বাধির্য্যং কর্ণনাদো ন জায়তে।। পাণিকম্পঃ শিরঃকম্পঃ প্রলাপশ্চ ন জায়তে। বুদ্ধিভ্রংশো ন জায়তে তস্মাৎ কর্ম্মসু পাটবম্।। যথা জলেন সিক্তস্য শাখিনঃ পল্লবাদয়ঃ। বর্দ্ধন্তে ধাতবস্তদ্বদ্ দেহিনোঽনেন নিত্যশঃ।। আমং গর্ভং ত্যজেজ্জাতু সূতিকারুগ্‌যুতা চ যা। যা চ দুষ্প্রসবক্ষীণা তাভ্য এতদ্ধিতং পরম্।। বন্ধ্যা চ লভতে পুত্রং গর্ভপাতো ন জায়তে। যোনিরোগাঃ প্রণশ্যন্তি প্রদরশ্চ প্রশাম্যতি।। অস্মাৎ তৈলবরাদন্যৎ কুত্রচিন্নাস্তি ভেষজম্। বল্যং বৃষ্যং বৃংহণঞ্চ রসায়নমিদং মহৎ।। পুরা দেবাসরে যদ্ধে দৈত্যৈরভিহতান্ সরান্। ভিন্নান্ ভগ্নাস্থিকান্ বিদ্ধান্ পিচ্চিতান্ ব্যথয়ার্দ্দিতান্।।দৃষ্ট্বা হিতায় দেবানাং নরাণাঞ্চাব্রবীদিদম্। তৈলং নারায়ণো দেবো মহানারায়ণাভিধম্।।

মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৬৪ সের। পঞ্চপল্লবের অর্থাৎ আম, জাম, কয়েৎবেল, ছোলঙ্গলেবু ও বেল এই পঞ্চ প্রকার বৃক্ষের পত্রের ক্বাথ ১৬ সের, তৈলের দোষ নিবারণ-জন্য একতা পাক করিবে। কল্কার্থ রাস্না, অশ্বগন্ধা, মৌরি, দেবদারু, কুড়, শালপাণি, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, অগুরু, নাগেশ্বর, সৈন্ধব,

জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শৈলজ, শ্বেতচন্দন, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), এলাইচ, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, মুতা, তেজপত্র, দারুচিনি, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, বচ, গন্ধপলাশী, গেঁটেলা, শ্বেত পুনর্নবা, চোরক, মূর্ব্বা, কটফল, পদ্মকাষ্ঠ, পদ্মের মৃণাল, জাতীফল, কেয়ার মূল, নাগেশ্বর, সরলকাষ্ঠ, মুরামাংসী, জীবন্তী, বেণার মূল, ত্রিফলা, দুরালভা, আলকুশী বীজ, নখী, কৈবর্ত্তমুতা, অর্জ্জুনছাল, চিরতা, বাদাম, খেজুর, ধনে, ধাইফুল, পিপুলমূল, ক্ষেতপাপড়া, পটোলপত্র, ফলমূল ও পত্রসহ ধুতূরা, জয়ন্তী, বলাডুমুর, লজ্জালু, ইন্দ্রযব, রসাঞ্জন, বাবলার ছাল, তেউড়ীমূল, মঞ্জিষ্ঠা, কিসমিস, পিপুল, দ্রোণপুষ্পী, রক্তপুনর্নবা, রেণুকা, বিড়ঙ্গ, করবীর মূল, নীলোৎপল, পদ্মমূল, কৃষ্ণজীরা, কলার মূল, চিতার মূল, গোক্ষুর, কুলেখাড়া, কঙ্কোল, কালিয়াকাষ্ঠ, কসমফল, শিলারস, কঙ্কম, মোম, লবঙ্গ, কর্পূর, রসালকাণ্ড (সগন্ধ দ্রব্যবিশেষ) লতাকস্তুরী, বালা, অম্বর (গন্ধদ্রব্যবিশেষ), এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২ কর্ষ অর্থাৎ ৪ তোলা। ছাগদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ ও শতমূলীর রস তৈলের সমান। ক্বাথার্থ দশমূলী, বেড়েলা, রাস্না, সজিনা, নীলোৎপল, পুনর্নবা, নিসিন্দা, গোরক্ষচাকুলে, গন্ধভাদুলে, অশ্বগন্ধা, ঝাঁটি, উলুমূল, ডহরকরঞ্জ, খদিরকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, লোধ, বচ, অসনকাষ্ঠ, পলাশ, বকুল, ভেরেণ্ডামূল, বরুণছাল, রক্তশাল, পীতশাল, কটকী, শিরীষছাল, অপামার্গ, বাসক, গুড়কামাই, জামছাল, বহেড়া, কাঞ্চনের ছাল, কয়েৎবেল, পালিধামান্দার, পিয়াল, পাষাণভেদী, সোন্দাল, দগ্ধিকা, দাড়িমফল, যজ্ঞডমর, চামারকষা, ঘৃতকুমারী, মালতীফুল, দারুচিনি, পিপুল, পিপুলমূল, যব, শুষ্কবদর, কুলত্থকলায়, আলকুশীমূল, আকন্দ, কার্পাসবীজ, গুলঞ্চ, মনসাসিজ, কেতকীমূল, ধুতূরা, বিষলাঙ্গলিয়া, পাকুড়ছাল, চিতামূল, ঘোড়ানিম, পঞ্চবল্কল (আম, জাম, কয়েৎবেল, ছোলঙ্গলেবু, বেলছাল), মুণ্ডিরী, টেপারি, তালমূলী, গোয়ালে লতা এবং বিশল্যকরণী, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ১ সের ১ পোয়া। মিলিত দ্রব্যের ৮ গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিবে, চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইবে। ছাগ, মেষ, হরিণ, এণ, বহুশৃঙ্গক, শশক, শজারু, শৃগাল, গোসাপ, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বন্যবরাহ, গণ্ডার, মহিষ, ঘোটক, বানর, বভ্রু, বিড়াল, ইন্দুর, বৃহৎ ভেক, বর্ত্তক, তিত্তিরি, লাব, খঞ্জন, চকোর, পেঁচা, ময়ূর, বন্যকুক্কুট, গৃধ্র, গরুড়, হংস, চক্রবাক, কারণ্ডব, কপোত, সারস, বক, বন্য কপোত, রোহিত মৎস্য, মদগুর মৎস্য, শিলিন্দা মৎস্য, শিঙ্গী, ইলিশ, গাগোর ও বর্ম্মি মৎস্য, কাক, পিক, মহামৎস্য, কচ্ছপ, শুশুক, সাঙ্কুচি, মকর, ঘণ্টিকাকার (তদভাবে গোধিকা), ইহাদের মধ্যে যতগুলি সংগ্রহ হয়, তাহাদের মাংস ১ মণ ২৪ সের, ৬ মণ ১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১ মণ ২৪ সের থাকিতে নামাইবে। এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা যথাবিধানে পাক করিয়া শুভ নক্ষত্র ও শুভ লগ্নবিশিষ্ট দিনে দেবাদির পূজা করিয়া সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র অথবা লৌহপাত্রে এই তৈল রাখিবে। রোগানুসারে বিবেচনাপূর্ব্বক চিকিৎসক এই তৈল গাত্রমর্দ্দনে, অঞ্জনে, নস্যে, নিরূহে, অবগাহনে বা পানে প্রয়োগ করিবে। এই তৈল দ্বারা ৮০ প্রকার বাতরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

সিদ্ধার্থকতৈলম্

শতাবরীস্তু নিষ্পীড্য রসং প্রস্থদ্বয়ং হরেৎ। তিলতৈলং পচেৎ প্রস্থং ক্ষীরং দত্ত্বা চতুর্গুণম্।। শতপুষ্পা দেবদারু মাংসী শৈলেয়কং বলা। চন্দনং তগরং কষ্ঠমেলা চাংশুমতী তথা।। রাস্না তরগগন্ধা চ সমঙ্গা শারিবাদ্বয়ম্। পৃশ্নিপর্ণী বচা চৈব তথা গন্ধর্ব্বহস্তকম্।। সিন্ধুভবং সমং দদ্যাদ্ বিশ্বভেষজমেব চ। এভিস্তৈলং পচেদ্ধীমান্ দত্ত্বার্দ্রকরসং সমম্।। কুব্জাশ্চ বামনা যে চ পঙ্গুপাদাশ্চ যে নরাঃ। মহাবার্তেন

যে ভগ্না অঙ্গসঙ্কুচিতাশ্চ যে।। তেষাং হিতমিদং তৈলং সন্ধিবাতে চ শস্যতে। যেষাং শুষ্যতি চৈকাঙ্গং গতির্যেষাঞ্চ বিহ্বলা।। ক্ষীণেন্দ্রিয়া নষ্টশুক্রা জরয়া জর্জ্জরীকৃতাঃ। অমেধসশ্চ বধিরাস্তেষামপি পরং হিতম্।। মাসমেকং পিবেদ্ যস্তু যৌবনস্থঃ পুনর্ভবেৎ। সিদ্ধার্থকমিতি খ্যাতং নরনারীহিতায় বৈ।।

তিলতৈল ৪ সের। শতমূলীর রস ৮ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, আদার রস ৪ সের। কল্কার্থ শুলফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বেড়েলা, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, এলাইচ, শালপাণি, রাস্না, অশ্বগন্ধা, বরাক্রান্তা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, চাকুলে, বচ, এরণ্ডমূল, সৈন্ধবলবণ ও শুঁঠ মিলিত ১ সের। এই তৈল মর্দ্দনে কুব্জতা,পঙ্গুতা ও একাঙ্গশোষ প্রভৃতি নানাবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

হিমসাগর তৈলম্

শতাবরীরসপ্রস্থে বিদার্য্যাঃ স্বরসে তথা। কুষ্মাণ্ডকরসপ্রস্থে ধাত্র্যাশ্চ স্বরসে তথা।। শাল্মল্যাঃ স্বরসপ্রস্থে তথা গোক্ষুরকস্য চ। নারিকেলপয়ঃপ্রস্থে তিলতৈলস্য প্রস্থতঃ।। কদল্যাঃ স্বরসপ্রস্থে ক্ষীরপ্রস্থচতুষ্টয়ে। পাচয়েৎ কর্ষমাণস্তু কল্কং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ।। চন্দনং তগরং বাপ্যং মঞ্জিষ্ঠা সরলাগুরু। মাংসী মুরাম্বুশৈলেয়ং যষ্ঠী দারু নখী বচা।। পূতিকা পীড়িকা পত্রং কন্দরুর্নলিকা তথা। বরী লোধ্রং তথা মস্তং ত্বগেলাপত্রকেশরম্।। লবঙ্গং জাতীকোষঞ্চ তথা মধুরিকা শঠী। চন্দনং গ্রন্থিপর্ণঞ্চ কর্পূরং লাভতঃ ক্ষিপেৎ।। অস্য তৈলস্য সিদ্ধস্য শৃণু বীর্য্যমতঃ পরম্। উচ্চৈঃ প্রপততো বায়োর্গজতো বাজিনস্তথা।। উষ্ট্রতো লোষ্ট্রপাতাচ্চ পঙ্গুনাং পীঠসর্পিণাম্। একাঙ্গশোষিণাঞ্চৈব তথা সর্ব্বাঙ্গশোষিণাম্।। ক্ষতানাং ক্ষীণশুক্রাণামত্যন্তক্ষয়রোগিণাম্। হনুমন্যাহতানাঞ্চ দুর্ব্বলানাং তথৈব চ।। শোষিণাং লম্বজিহ্বানাং তথা মিন্মিনভাষিণাম্। অত্যন্তদাহযক্তানাং ক্ষীণানাং বাতরোগিণাম্।। এতৎ তৈলবরং শ্রেষ্ঠং বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম্। হিমসাগরমাখ্যাতং সর্ব্ববাতবিকারনুৎ।। যে বাতপ্রভবা রোগা যে চ পিত্তসমুদ্ভবাঃ। শিরোমধ্যগতা যে চ শাখামাশ্রিত্য যে স্থিতাঃ। তে সর্ব্বে প্রশমং যান্তি তৈলস্যাস্য প্রসাদতঃ।।

শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কুষ্মাণ্ড, আমলকী, শিমুলমূল, গোক্ষুর ও কদলীমূল প্রত্যেকের রস ও নারিকেলের জল ৪ সের এবং দুগ্ধ ১৬ সের গ্রহণ করিবে। তিলতৈল ৪ সের। কল্কদ্রব্য যথা— রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, অগুরু, জটামাংসী, মুরামাংসী, বালা, শৈলজ, যষ্টিমধু, দেবদারু, নখী, বচ, খটাশী, পিড়িংশাক ফুল, তেজপত্র, কুন্দুরুখোটী, নালুকা, শতমূলী, লোধকাষ্ঠ, মুতা, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, জৈত্রী, মৌরি, শটী, চন্দন, গেঁটেলো ও কর্পূর প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈলে গন্ধদ্রব্যসকল যথালাভ নিক্ষেপ করিবে। ইহা বায়ুরোগে অতি উৎকৃষ্ট তৈল। এই তৈল মর্দ্দনে উচ্চস্থানাদি হইতে পতন-জন্য বেদনা, পঙ্গুতা, অঙ্গশোষ, শুক্রক্ষয়, হনুমন্যাদির বিকৃতি, দৌর্ব্বল্য, লম্বজিহ্বতা, মিন্মিনভাষণ, গাত্রদাহ, শাখাগত বাতব্যাধি ও অন্যান্য নানাবিধ বাতরোগ এবং বহুপ্রকার পৈত্তিক রোগ প্রশমিত হয়।

বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্র তৈলম্

বাট্যালকং পলশতং তৎসমং দশমূলকম্। জলযোড়শিকে পক্কা পাদশেষং সমুদ্ধরেৎ।। এতৎক্কাথে পচেৎ তৈলং দ্বাত্রিংশৎ পলমেব চ। কল্কার্থং দীয়তে তত্র মঞ্জিষ্ঠা রক্তচন্দনম্।। কুষ্ঠমেলা দেবদারু শৈলজং সৈন্ধবং বচা। কঙ্কোলং পদ্মকাষ্ঠং শৃঙ্গী তগরপাদিকা।। গুড়ুচী মুদ্গপর্ণী চ মাষপর্ণী শতাবরী। নাগজিহ্বা শ্যামলতা শতপুষ্পা পুনর্নবা।। এষাং তোলদ্বয়ং ভাগং দত্ত্বা তৈলন্তু পাচয়েৎ। এতৎ তৈলবরং নাম্না বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্রকম্।। সর্ব্ববাতবিকারেষু হিতং পুংসাঞ্চ যোষিতাম্। ক্ষীণশুক্রার্ত্তবানাঞ্চ নারীণাঞ্চ বিশেষতঃ।। রেতোবিকারং হন্ত্যাশু বায়ুর্মাক্ষেপসম্ভবম্। মর্ম্মঘাতং শ্রমকৃতং গাত্রকম্পাদিকং তথা।। হিক্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ বাতপিত্তসমুদ্ভবম্। অপস্মারে মহোন্মাদে হিতং লেপে চ ভক্ষণে।। শ্রীমদ্গাহননাথেন

রচিতং বিশ্বসম্পদে।। (জলষোড়শিকে তৈলাৎ ষোড়শগুণে জলে ইত্যর্থঃ)।

তিলতৈল ৪ সের। ক্কাথার্থ বেড়েলা ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দশমূল ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দশমূল ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা, কড়, এলাইচ, দেবদারু, শৈলজ, সৈন্ধবলবণ, বচ, কাঁকলা, পদ্মকাষ্ঠ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, গুলঞ্চ, মুগানী, মাষাণী, শতমূলী, অনন্তমূল, শ্যামালতা, শুল্‌ফা ও পুনর্নবা ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। ক্ষীণশুক্র পুরুষ ও ক্ষীণার্ত্তব স্ত্রীগণের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপযোগী। ইহা দ্বারা শুক্রবিকার, মর্ম্মবাত, হিক্কা, শ্বাস, অপস্মার, উন্মাদ এবং আক্ষেপ ও গাত্রকম্পাদি নানা বাতরোগ প্রশমিত হয়।

বৃহচ্ছতপুষ্পাদিতৈলম্

দ্বিভাগঃ শতপুষ্পস্য বচাসৈন্ধবয়োস্তথা। ভাগৈকং চিত্রকঞ্চৈব পিপ্পলীমূলমেব চ।। রুবুমুলং দেবদারু রাস্নাং মধুককুষ্ঠকম্। প্রসারণ্যঙ্ঘ্রি মাংসী চ ভল্লাতং করিপিপ্পলী।। এষাং কল্কং সমাদায় পচেৎ তৈলং ভিষগ্বরঃ। জলং চতুর্গুণং দত্ত্বা বাতরোগনিবর্হণম্।। অসাধ্যে বাহুমূলে চ তথা চার্দ্ধাঙ্গভেদকে। অভ্যঙ্গ বস্তিবিধিনা সদ্যো নাশয়তি ধ্রুবম্।।

তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ শুল্‌ফা ২ ভাগ, বচ ২ ভাগ, সৈন্ধবলবণ ২ ভাগ, রক্তচিতামূল, পিপলমূল, এরণ্ডমূল, দেবদারু, রাস্না, যষ্টিমধু, কুড়, গন্ধভাদুলের মূল, জটামাংসী, শোধিত ভেলার বীজ ও গজপিপ্পলী প্রত্যেক ১ ভাগ (এই সমস্ত কল্কদ্রব্যের মোট পরিমাণ ১ সের)। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈলের অভ্যঙ্গ ও বস্তিপ্রয়োগ দ্বারা অববাহুক, বাহুদোষ ও পক্ষাঘাত বিনষ্ট হয়।

বলাতৈলম্

বলামূলকষায়স্য দশমূলীকৃতস্য চ। যবকোলকুলত্থানাং ক্কাথস্য পয়সস্তথা।। অষ্টাবষ্টৌ শুভা ভাগাস্তৈলাদেকস্তদেকতঃ। পচেদাবাপ্য মধুরং গণং সৈন্ধবসংযুতম্।। তথাগুরু সর্জ্জরসং সরলং দেবদারু চ। মঞ্জিষ্ঠাং চন্দনং কষ্ঠমেলাং কালানসারিবাম্।। মাংসীং শৈলেয়কং পত্রং তগরং শারিবাং বচাম্। শতাবরীমশ্বগন্ধাং শতপুষ্পাং পুনর্নবাম্।। তৎ সাধুসিদ্ধং সৌবর্ণে রাজতে মৃণ্ময়েহপি বা। প্রক্ষিপ্য কলসে সম্যক্ সুনিগুপ্তং নিধাপয়েৎ।। বলাতৈলমিদং নাম্না সর্ব্ববাতবিকারনুৎ। যথাবলং ভিষঙ্ মাত্রাং সূতিকায়ৈ প্রদাপয়েৎ।। যা চ গর্ভার্থিনী নারী ক্ষীণশুক্রশ্চ যঃ পুমান্। ক্ষীণবাতে মর্ম্মহতেহভিহতে মথিতেহথবা।। ভগ্নে শ্রমাভিপন্নে চ সর্ব্বথৈবোপযোজয়েৎ। এতদাক্ষেপকাদীংশ্চ বাতব্যাধীন্ ব্যপোহতি।। হিক্কাং কাসমধীমন্থং গুল্মং শ্বাসং সদস্তরম্। ষণ্মাসানপযজ্যৈতদন্ত্রবৃদ্ধিমপোহতি।। প্রত্যগ্রধাতঃ পরুযো ভবেচ্চ স্থিরযৌবনঃ। এতদ্ধি রাজ্ঞা কর্ত্তব্যং রাজমাত্রাশ্চ যে নরাঃ।। সুখিনঃ সুকমারশ্চ ধনিনশ্চৈব যে নরাঃ।। (আবাপ্য মধুরং গণমিতি কাকোল্যাদিগণং কল্কীকৃত্যেতি শিবদাসঃ)।

তিলতৈল ৪ সের, বেড়েলামূলের ক্কাথ ৩২ সের, মিলিত দশমূলের ক্কাথ ৩২ সের, যব, কুলশুঁঠ ও কুলত্থকলায়ের ক্কাথ মিলিত ৩২ সের, দুগ্ধ ৩২ সের। কল্কার্থ কাকোল্যাদিগণোক্ত দ্রব্যসমূহ, সৈন্ধব, অগুরু, শ্বেতধুনা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, তগরপাদুকা, জটামাংসী, শৈলজ, তেজপত্র, পিণ্ডতগরমূল, শ্যামালতা, বচ, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, শুলফা ও পুনর্নবা মিলিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈল বাতাতপরহিত স্থানে রাখিয়া দিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে সকল প্রকার বাতব্যাধি, বিশেষত সূতিকারোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

পুষ্পরাজপ্রসারণী তৈলম্

প্রসারণীপলশতং মূলঞ্চৈবাশ্বগন্ধজম্। পঞ্চাশৎ পলমানন্তু জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।। পাদশেষে হরেৎ ক্কাথং ক্কাথাংশং তিলতৈলকম্। তৈলাচ্চতুর্গুণং ক্ষীরং গব্যং বা মাহিষং তথা।। পুণ্ডরীকরসস্তত্র শতাবর্য্যা রসস্তথা। তৈলসমং প্রদাতব্যঃ পাচয়েন্মৃদুবহ্নিনা।। শতপুষ্পা কণা চৈলা কুষ্ঠঞ্চ কন্টকারিকা। শুণ্ঠী যষ্ঠী দেবদারু শালপর্ণী পুনর্নবা।। মঞ্জিষ্ঠা পত্রকং রাস্না বচা পুষ্করমূলকম্। যমানী ভূতিকং মাংসী নির্গুণ্ডী চ তথা বলা।। বহ্নিগোক্ষুরকঞ্চৈব মৃণালং বহুপুত্রিকা। প্রতিকর্ষমিদং যোজ্যং সর্ব্বমেকত্র পাচয়েৎ।। তৈলশেষং সমুদ্ধৃত্য পুষ্পরাজপ্রসারণীম্। অভ্যঙ্গে যোজয়েৎ পানে নস্যকর্ম্মণি সর্ব্বদা।। ভগ্নানাং খঞ্জ-পঙ্গুনাং শিরোরোগে হনুগ্রহে। সমস্তান্ বাতজান্ রোগাংস্তূর্ণং নাশয়তি ধ্রুবম্।।

তিলতৈল ৪ সের। ক্কাথার্থ গন্ধভাদুলে ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; অশ্বগন্ধামূল ৫০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; গব্য বা মাহিষদুগ্ধ ১৬ সের, পদ্ম ও শতমূলী প্রত্যেকের রস ৪ সের। কল্কার্থ—শুলফা, পিপুল, এলাইচ, কুড়, কন্টকারী, শুঁঠ, যষ্টিমধু, দেবদারু, শালপাণি, পুনর্নবা, মঞ্জিষ্ঠা, তেজপত্র, রাস্না, বচ, পুষ্করমূল, যমানী, গন্ধতৃণ, জটামাংসী, নিসিন্দা, বেড়েলা, চিতামূল, গোক্ষুর, মৃণাল ও শতমূলী প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে সকলপ্রকার বায়ুরোগে নষ্ট হয়।

ত্রিশতীপ্রসারণী তৈলম্

সমূলপত্রশাখাঞ্চ জাতসারাং প্রসারণীম্। কুট্টয়িত্বা পলশতং দশমূলশতং তথা।। অশ্বগন্ধাপলশতং কটাহে সমধিক্ষিপেৎ। বারিদ্রোণে পৃথক্ কৃত্বা পাদশেষেঽবতারিতম্।। কষায়সমমাত্রন্তু তৈলমত্র প্রদাপয়েৎ। দধ্নস্তথাঢ়কং দত্ত্বা দ্বিগুণঞ্চাম্লকাঞ্জিকাৎ।। চতুর্গুণেন পয়সা জীবনীয়ৈঃ পলোন্মিতৈঃ। শৃঙ্গবেরপলান্ পঞ্চ ত্রিংশদ্ ভল্লাতকানি চ।। দ্বে পলে পিপ্পলীমূলাচ্চিত্রকাচ্চ পলদ্বয়ম্। যবক্ষারপলে দ্বে চ সৈন্ধবস্য পলদ্বয়ম্।। সৌবর্চ্চলপলে দ্বে চ মঞ্জিষ্ঠায়াঃ পলদ্বয়ম্। প্রসারণীপলে দ্বে চ মধকস্য পলদ্বয়ম্। সর্ব্বাণ্যেতানি সংহৃত্য শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।। এতদভ্যঞ্জনে শ্রেষ্ঠং বস্তিকর্ম্মনিরূহণে। পানে নস্যে চ দাতব্যং ন ক্বচিৎ প্রতিহন্যতে।। অশীতিং বাতজান্ শ্লৈষ্মিকাংশ্চৈব সর্ব্বানেতান্ ব্যপোহতি।। গৃধ্রসীমস্থি-ভঙ্গঞ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্। অপস্মারং তথোন্মাদং বিভ্রমং মন্দগামিতাম্।। ত্বগগতাশ্চাপি যে বাতাঃ শিরঃসন্ধিগতাশ্চ যে। জানুসন্ধিগতাশ্চৈব পাদপৃষ্ঠাগতাশ্চ যে।। অশ্বো বা বাতসংভগ্নো গজো বা যদি বা নরঃ। প্রসারয়তি যস্মাৎ তু তস্মাদেষু প্রসারণী।। ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ জননী বৃদ্ধানাঞ্চ প্রসূয়নী। এতেনান্ধ্রক-বৃষ্ণীনাং কৃতং পুংসবনং মহৎ। প্রসারণীতৈলমিদং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।। অপনয়তি জরাং পলিতং শোষয়তি রুজামুৎপাদয়তি তারুণ্যম্। পক্ষাঘাতসর্ব্বাঙ্গহতং বাতগুল্মঞ্চ নাশয়তি। এতদপযুজ্যমানঃ প্রসন্নবর্ণেন্দ্রিয়ো ভবতি।।

তিলতৈল ১৬ সের। ক্কাথার্থ মূল পত্র ও শাখার সহিত সারবিশিষ্ট গন্ধভাদুলিয়া ১০০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দশমূল ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। অশ্বগন্ধা ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দধির মাত ১৬ সের; অম্ল কাঁজি ৩২ সের; দুগ্ধ ৬৪ সের। কল্কার্থ জীবনীয়গণ প্রত্যেক ১ পল, আদা ৫ পল, ভেলার মুটী ৩০টি, পিপুলমূল ২ পল, চিতামূল ২ পল, যবক্ষার ২ পল, সৈন্ধব ২ পল, সচললবণ ২ পল, মঞ্জিষ্ঠা ২ পল, গন্ধভাদুলিয়া ২ পল, যষ্টিমধু ২ পল। যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈল অভ্যঙ্গ, বস্তিকর্ম্ম, নিরূহ, পান ও নস্যার্থ প্রযোজ্য। ইহা ব্যবহারে নানাবিধ বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও পৈত্তিক পীড়া, গৃধ্রসী, অস্থিভঙ্গ, অগ্নিমান্দ্য ও অন্যান্য নানাপ্রকার পীড়ার শান্তি হয়।

- **সপ্তশতিকপ্রসারণী তৈলম্**

সমূলপত্রামুৎপাট্য শরৎকালে প্রসারণীম্। শতং গ্রাহ্যং সহচরাচ্ছতাবর্য্যাঃ শতং তথা।। বলাশ্বগুপ্তাশ্বগন্ধা-কেতকীনাং শতং শতম্। পচেচ্ছতর্গুণে তোয়ে দ্রবৈস্তৈলাঢ়কং ভিষক্।। মস্তুমাংসরসং চক্রং পয়শ্চাঢ়কমাঢ়কম্। দধ্যাঢ়কসমাযুক্তং পাচয়েন্মৃদুনাগ্নিনা।। দ্রব্যাণাস্তু প্রদাতব্যা মাত্রা চার্দ্ধপলাংশিকা। তগরং মদনং কুষ্ঠং কেশরং মুস্তকং ত্বচম্।। রাস্না সৈন্ধবপিপ্পল্যৌ মাংসীমঞ্জিষ্ঠযষ্টিকাঃ। তথা মেদা মহামেদা জীবকর্ষভকৌ পুনঃ।। শতপুষ্পা ব্যাঘ্রনখং শুণ্ঠীদেবাহ্বমেব চ। কাকোলী ক্ষীরকাকোলী বচা ভল্লাতকং তথা।। পেষয়িত্বা সমানেতান্ সাধনীয়া প্রসারণী। নাতিপক্বং ন হীনঞ্চ সিদ্ধং পূতং নিধাপয়েৎ।। যত্র যত্র প্রদাতব্যা তন্মে নিগদতঃ শৃণ। কুব্জানামথ পঙ্গনাং বামনানাং তথৈব চ।। যস্য শুষ্যতি চৈকাঙ্গং যে চ ভগ্নাস্থিসন্ধয়ঃ। বাতশোণিতদুষ্টানাং বাতোপহতচেতসাম্। স্ত্রীমদ্যক্ষীণশুক্রাণাং বাজীকরণ-মুত্তমম্।। বস্তৌ পানে তথাভ্যঙ্গে নস্যে চৈব প্রযোজয়েৎ। প্রযুক্তং শময়ত্যাশু বাতজান্ বিবিধান্ গদান্।।

তিলতৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ মূল ও পত্র-সহিত গন্ধভাদলিয়া ১২।।০ সের (শরৎকালে উদ্ধৃত), ঝাঁটিমূল ১২।।০ সের, শতমূলী ১২।।০ সের, বেড়েলা ১২।।০ সের, আলকুশীমূল ১২।।০ সের, অশ্বগন্ধা ১২।।০ সের, কেয়ার মূল ১২।।০, ইহাদের প্রত্যেককে ৪ গুণ জলে পাক করিয়া পৃথক পৃথক ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। দধির মাত ১৬ সের, ছাগমাংসের ক্বাথ ১৬ সের, চক্র (গ্রহণীরোগোক্ত) ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, দধি ১৬ সের। কল্কার্থ তগরপাদুকা, মদনফল, কুড়, নাগেশ্বর, মুতা, গুড়ত্বক্, রাস্না, সৈন্ধব, পিপুল, জটামাংসী, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, মেদা, মহামেদা, জীবক, ঋষভক, শুল্‌ফা, নখী, শুঁঠ, দেবদারু, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, বচ ও ভেলার মুটী প্রত্যেক ৪ তোলা। এই তৈল যাহাতে খরপাক বা হীনপাক না হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টিত থাকিবে। ইহা ব্যবহারে কুব্জতা, পঙ্গুতা, বামনতা, অঙ্গশোষ, সন্ধিবাত ও রক্তবাত প্রভৃতি নষ্ট হয়। অতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গম বা মদ্যপানে যাহাদের শুক্র ক্ষীণ হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এই তৈল উৎকৃষ্ট বাজীকরণ।

একাদশশতিকমহাপ্রসারণী তৈলম্

শাখামূলদলৈঃ প্রসারণিতুলাস্তিস্রঃ কুরণ্টাৎ তুলে ছিন্নায়াশ্চ তুলে তুলে রুবুকতো রাস্নাশিরীষাৎ তুলাম্। দেবাহ্বাচ্চ সকেতকাদ্ ঘটশতে নিঃক্বাথ্য কুম্ভাংশিকে তোয়ে তৈলঘটং তুষাম্বুকলসৌ দত্ত্বাঢ়কং মস্তুনঃ।। শুক্তাচ্ছাগরসাদথেক্ষরসতঃ ক্ষীরাচ্চ দত্ত্বাঢ়কং পৃক্কাকর্কটজীবকাদ্যবিকসা-কাকোলিকাকচ্ছুরাঃ। সূক্ষ্মৈলাঘনসারকন্দসরলা-কাশ্মীরমাংসীনখৈঃ কালীয়োৎপলপদ্মকাহ্বয়নিশা-কক্কোলকগ্রন্থিকৈঃ।। চাম্পেয়াভয়চোচপূগকটুকা-জাতীফলাভীরুভিঃ শ্রীবাসামরদারুচন্দনবচা-শৈলেয়সিন্ধুদ্ভবৈঃ। তৈলাম্ভোদ-কটম্ভরাঙ্ঘ্রি নলিকা-বৃশ্চীরকচ্চোরকৈঃ কস্তুরীদশমূলকেতকনত-ধ্যামাশ্বগন্ধাম্বুভিঃ।। জশল্লকীফললঘ-শ্যামাশতাহ্বাময়ৈ ভল্লাতত্রিফলাব্জকেশরমহা-শ্যামালবঙ্গান্বিতৈঃ। পলৈর্মহীয়সি পচেন্মন্দেন পাত্রেহগ্নিনা পানাভ্যঞ্জনবস্তিনস্যবিধিনা তন্মারুতং নাশয়েৎ।। সর্ব্বার্দ্ধাঙ্গ গতং তথাবয়বগং সন্ধ্যস্থিমজ্জাশ্রিতং শ্লেষ্মোত্থানথ পৈত্তিকাংশ্চ শময়েন্নানাবিধানাময়ান্। ধাতূন বৃংহয়তি স্থিরঞ্চ কুরুতে পুংসাং নবং যৌবনং বৃদ্ধস্যাপি বলং করোতি সুমহদ্ বন্ধ্যা সুগর্ভপ্রদাম্।। পীত্বা তৈলমিদং জরত্যাপি সুতং সূতেহমুনা ভূরুহাঃ সিক্তাঃ শোষমুপাগতাশ্চ ফলিনঃ স্নিগ্ধা ভবন্তি স্থিরাঃ।...ভগ্নাঙ্গাঃ সুদৃঢ়া ভবন্তি মনুজা গাবো হয়াঃ কুঞ্জরাঃ।।

তিলতৈল ৬৪ সের। ক্বাথার্থ শাখা মূল ও পত্র-সহিত গন্ধভাদুলিয়া ৩০০ পল, পীত ঝাঁটী ২০০ পল, গুলঞ্চ ২০০ পল, এরণ্ডমূল ২০০ পল, রাস্না ও শিরীষ মিলিত ১০০ পল, দেবদারু ও কেয়ার মূল মিলিত ১০০ পল, পাকার্থ জল ৬৪০০ সের, শেষ ১২৮ সের। কাঁজি ১২৮ সের,

দধির মাত ১৬ সের, শুক্ত ১৬ সের, ছাগমাংসের ক্বাথ ১৬ সের, (ছাগমাংস ৬৪ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের), ইক্ষুরস ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ পিড়িংশাক, কাঁকড়াশৃঙ্গী, জীবনীয় দশক বা অষ্টবর্গ, মঞ্জিষ্ঠা, কাকোলী, আলকুশীমূল, ছোট এলাইচ, কর্পূর, কুন্দুরুখোটী, সরলকাষ্ঠ, কুঙ্কুম, জটামাংসী, নখী, অগুরু, সুঁদি, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা, কাঁক্‌লা, গেঁটেলা, নাগেশ্বর (বা চাঁপার কলি), উশীর, গুড়ত্বক্, সুপারি, লতাকস্তুরী, জায়ফল, শতমূলী, নবনীতখোটী, দেবদারু, শ্বেতচন্দন, বচ, শৈলেয়, সৈন্ধবলবণ, শিলারস, মুতা, গন্ধভাদুলের মূল (বা বিছটীর মূল), নালকা, শ্বেতপনর্নবা, গন্ধশঠী, মৃগনাভি, দশমূল, কেয়ার মূল, তগরপাদুকা, গন্ধতৃণ, অশ্বগন্ধা, বালা, রেণুক, রসাঞ্জন, শল্লকী, মদনফল, অগুরু, প্রিয়ঙ্গু, শুল্‌ফা, কুড়, ভেলার মুটী, ত্রিফলা, পদ্মকেশর, শ্যামালতা, ত্রিকটু ও লবঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকের ৩ পল। এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ, বস্তি ও নস্যার্থে প্রযোজ্য। ইহা ব্যবহার করিলে সর্ব্বাঙ্গগত, অর্দ্ধাঙ্গগত, অবয়বগত ও সন্ধিমজ্জাশ্রিত বাত, নানাবিধ পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক রোগ নষ্ট হইয়া দেহের বল বীর্য্য প্রভৃতি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (এই তৈলের জন্য ক্বাথপাক করিবার সময় ক্বাথ্যদ্রব্য ও জল বিবেচনামত যথেচ্ছ ভাগ করিয়া লইতে হয়)।

অষ্টাদশশতিকপ্রসারণী তৈলম্

সমূলদলশাখায়াঃ প্রসারণ্যাঃ শতত্রয়ম্। শতমেকং শতাবর্য্যা অশ্বগন্ধাশতং তথা।। কেতকীনাং শতঞ্চৈকং দশমূলাচ্ছতং শতম্। শতং বাট্যালকস্যাপি শতং সহচরস্য চ।। জলদ্রোণশতং দত্ত্বা শতভাগাবশেষিতম্। ততস্তেন কষায়েণ কষায়দ্বিগুণেন চ।। সুব্যক্তেনারাণালেন দধিমস্ত্বাঢ়কেন চ। ক্ষীরশুক্তেক্ষুনির্য্যাস-চ্ছাগমাংসরসাঢ়কৈঃ।। তৈলদ্রোণং সমাযুক্তং দৃঢ়ে পাত্রে নিধাপয়েৎ। দ্রব্যাণি যানি পেষ্যাণি তানি বক্ষ্যাম্যতঃ পরম্।। ভল্লাতকং নতং শুণ্ঠী পিপ্পলী চিত্রকং শটী। বচা পৃক্কা প্রসারণ্যাঃ পিপ্পল্যা মূলমেব চ।। দেবদারু শতাহ্বা চ সূক্ষ্মৈলা ত্বচবালকম্। কুঙ্কুমং মদমঞ্জিষ্ঠা তুরুষ্কং নখিকাগুরু।। কর্পূরকুন্দুরুনিশা লবঙ্গধ্যামচন্দনম্। কক্কোলং নলিকা মস্তং কালীয়োৎপলপত্রকম্।। শটীহরেণশৈলেয়-শ্রীবাসঞ্চ সকেতকম্। ত্রিফলা কচ্ছরাভীরু সরলং পদ্মকেশরম্।। প্রিয়ঙ্গশীরনলদং জীবক্যাদ্যং পনর্নবা। দশমূল্যশ্বগন্ধা চ নাগপুষ্পং রসাঞ্জনম্।। কটুকাজাতিপূগানাং ফলানি শল্লকী রসঃ। ভাগাংস্ত্রিপলিকান্ দত্ত্বা শনৈর্ম্মন্দাগ্নিনা পচেৎ।। বিস্তীর্ণে সুদৃঢ়ে পাত্রে পাচ্যৈষা তু প্রসারণী। প্রয়োগঃ ষড়্‌বিধশ্চাত্র রোগার্ত্তানাং বিধীয়তে।। অভ্যঙ্গাৎ ত্বগ্‌গতং হন্তি পানাৎ কোষ্ঠগতং তথা। ভোজনাৎ সূক্ষ্মনাড়ীস্থান্ নস্যাদূর্দ্ধগতং তথা।। পক্কাশয়গতে বস্তির্নিরূহঃ সার্ব্বগাত্রিকে। এতদ্ধি বড়বাশ্বানাং কিশোরাণাং যথামৃতম্।। এতদেব মনুষ্যাণাং কুঞ্জরাণাং গবামপি। অনেনৈব চ তৈলেন শুষ্যমাণা মহাদ্রুমাঃ।। সিক্তাঃ পুনঃ প্ররোহন্তি ভবন্তি ফলশালিনঃ। বৃদ্ধোঽপ্যনেন তৈলেন পুনশ্চ তরুণায়তে।। ন প্রসূতে চ যা নারী সাপি পীত্বা প্রসূয়তে। অপ্রজাঃ পুরুষো যস্তু সোঽপি পীত্বা লভেৎ সুতম্।। অশীতিং বাতজান্ রোগান্ পৈত্তিকান্ শ্লৈষ্মিকানপি। সন্নিপাতসমুত্থাংশ্চ নাশয়েৎ ক্ষিপ্রমেব হি।। এতেনান্ধ্রকবৃষ্ণীনাং কৃতং পুংসবনং মহৎ। কৃত্বা বিষ্ণোর্বলিঞ্চাপি তৈলমেতৎ প্রযোজয়েৎ।।

তিলতৈল ৬৪ সের। ক্বাথার্থ মূল পত্র ও শাখার সহিত গন্ধভাদুলে ৩০০ পল, শতমূলী ১০০ পল, অশ্বগন্ধা ১০০ পল, কেয়ার মূল ১০০ পল, দশমূলের প্রত্যেকের ১০০ পল, বেড়েলা ১০০ পল, ঝাঁটীমূল ১০০ পল, পাকার্থ জল ৬৪০০ সের, শেষ ১৬ সের। কাঁজি ১২৮ সের, দধির মাত ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, শুক্ত ১৬ সের, ইক্ষুরস ১৬ সের, ছাগমাংসের ক্বাথ ১৬ সের (মাংস ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের)। কল্কার্থ ভেলার মুটী,তগরপাদিকা, শুঁঠ, পিপুল, চিতামূল, শটী, বচ, পিড়িংশাক, গন্ধভাদুলের মূল, পিপুলমূল, দেবদারু, শুলফা, ছোট এলাইচ, গুড়ত্বক্, বালা,

কুঙ্কুম, মঞ্জিষ্ঠা, কস্তূরী, শিলারস, নখী, অগুরু, কর্পূর, কুন্দুরুখোটী, হরিদ্রা, লবঙ্গ, গন্ধতৃণ, রক্তচন্দন, কাঁক্‌লা, নালুকা, মুতা, কৃষ্ণাগুরু, সুঁদি, তেজপত্র, গন্ধশটী, রেণুক, শৈলেয়, নবনীতখোটী, কেতকী, ত্রিফলা (মিলিত), আলকুশীর মূল, শতমূলী, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকেশর, প্রিয়ঙ্গু, উশীর, জটামাংসী, জীবনীয়গণ (মিলিত), পনর্নবা, দশমূল (মিলিত), অশ্বগন্ধা, নাগেশ্বর, রসাঞ্জন, লতাকস্তূরী, জায়ফল, সুপারি, শল্লকী ও গন্ধরস, প্রত্যেকের ৩ পল। এই তৈল ছয়প্রকারে প্রযোজ্য। মর্দ্দনে ত্বগগত, পানে কোষ্ঠগত, ভোজনে (ভোজ্যদ্রব্যের সহিত মিশাইয়া) সূক্ষ্মনাড়ীস্থ, নস্যে ঊর্ধ্বস্রোতোগত, বস্তিক্রিয়ায় পক্কাশয়স্থ ও নিরূহে সর্ব্বদেহস্থ বাতরোগ নষ্ট হয়। ইহা হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য সকলের পক্ষেই উপযোগী। শুষ্ক বৃক্ষে এই তৈল সেচন করিলে তাহাও পুনর্জীবিত ও ফলশালী হইয়া উঠে। বৃদ্ধ ব্যক্তি এই তৈল ব্যবহার করিলে যুবার ন্যায় বলবীর্য্যশালী হয় এবং নিরপত্য নরনারী পুত্রলাভ করে। ইহা দ্বারা নানা প্রকার বাতব্যাধি, পৈত্তিক রোগ ও শ্লৈষ্মিকপীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে।

মহারাজপ্রসারণীতৈলম্

শতত্রয়ং প্রসারণ্যা দ্বে চ পীতসহাচরাৎ। অশ্বগন্ধৈরগুবলা-বরীরাস্নাপুনর্নবাঃ।। কেতকী দশমূলঞ্চ পৃথক্ ত্বক্ পারিভদ্রতঃ। প্রত্যেকমেষাস্তু তুলা তুলার্দ্ধং কিলিমাৎ তথা।। তুলার্দ্ধং স্যাচ্ছিরীযাচ্চ লাক্ষায়াঃ পঞ্চবিংশতিঃ। পলানি লোধ্রাচ্চ তথা সর্ব্বমেকত্র সাধয়েৎ।। জলপঞ্চাঢ়কশতে সপাদে তত্র শেযয়েৎ। দ্রোণদ্বয়ং কাঞ্জিকস্য ষড়্‌বিংশত্যাঢ়কোন্মিতম্।। ক্ষীরদধ্নোঃ পৃথক্ প্রস্থান্ দশ মস্ত্বাঢ়কং তথা। ইক্ষো রসাঢ়কৌ চাপি চ্ছাগমাংসতুলাত্রয়ে।। জলপঞ্চচত্বারিংশৎ প্রস্থান্ পক্কে তু শেযয়েৎ। সপ্তদশ রসপ্রস্থান্ মঞ্জিষ্ঠাক্কাথ এব চ।। কুড়বোনাঢ়কোন্মানো দ্রব্যৈরেভিস্তু সাধয়েৎ। সুশুদ্ধতিলতৈলস্য দ্রোণং প্রস্থেন সংযুতম্।। কাঞ্জিকং মানতো দ্রোণং শুক্তেনাত্র বিধীয়তে। আদ্য এভির্দ্রবৈঃ পাকঃ কল্কো ভল্লাতকং কণা।। নাগরং মরিচঞ্চৈব প্রত্যেকং ষট্‌পলোন্মিতম্। (ভল্লাতকাসহত্বে ত রক্তচন্দনমিষ্যতে।) পথ্যাক্ষধাত্র্যঃ সরলং শতাহ্বা কর্কটো বচা।। চোরপুষ্পী শটী মুস্তদ্বয়ং পদ্মঞ্চ সোৎপলম্। পিপ্পলী-মূল মঞ্জিষ্ঠা সাশ্বগন্ধা পনর্নবা।। দশমূলং সমদিতং চক্রমর্দ্দো রসাঞ্জনম্। গন্ধতৃণং হরিদ্রা চ জীবনীয়ো গণস্তথা।। এষাং ত্রিপলিকৈর্ভাগৈরাদ্যঃ পাকো বিধীয়তে। দেবপুষ্পী বোলপত্রং শল্লকী-রসশৈলজে।। প্রিয়ঙ্গ্বশীরমধুরী মাংসী দারু বলাচলম্। শ্রীবাসো নলিকা খোটিঃ সূক্ষ্মৈলা কুন্দুরুর্ম্মুরা।। নখীত্রয়ঞ্চ ত্বক্‌পত্রী পমরা পূতিচম্পকম্। মদনং রেনুকাপৃক্কা মরুবঞ্চ পলত্রয়ম্।। প্রতেকং গন্ধতোয়েন দ্বিতীয়ঃ পাক ইষ্যতে।। গন্ধোদকস্তু ত্বক্‌শত্রী পত্রকোশীরমুস্তকম্। প্রত্যেকং সবলামুলং পলানি পঞ্চ-বিংশতিঃ।। কুষ্ঠার্দ্ধভাগোঽত্র জল-প্রস্থাস্তু পঞ্চবিংশতিঃ। অর্দ্ধাবশিষ্টাঃ কর্ত্তব্যাঃ পাকে গন্ধাম্বুকর্ম্মণি।। গন্ধাম্বুচন্দনম্বুভ্যাং তৃতীয়ঃ পাক ইষ্যতে।। কল্কোঽত্র কেশরং কুষ্ঠং ত্বক্ কালীয়ককুঙ্কুমম্। ভদ্রশ্রিয়ং গ্রন্থিপর্ণং লতাকস্তূরিকা তথা।। লবঙ্গাগুরুকক্কোল-জাতিকোষফলানি চ। এলা লবঙ্গচ্ছল্লী চ প্রত্যেকং ত্রিপলোন্মিতম্।। কস্তুরী ষট্‌পলা চন্দ্রাৎ পলং সার্দ্ধঞ্চ গৃহ্যতে। বেধনার্থং পনশ্চন্দ্র-মদৌ দেয়ৌ তথোন্মিতৌ।। মহাপ্রসারণী সেয়ং রাজভোগ্যা সেয়ং রাজভোগ্যা প্রকীর্ত্তিতা। গুণান্ প্রসারণীনাস্তু বহত্যেষা বলোত্তমান্।। "কাঞ্জিকং মানতো দ্রোণঃ শুক্তেনাত্র বিধীয়তে।" "অত্র শুক্তবিধির্মণ্ড-প্রস্থঃ পঞ্চাঢ়কোন্মিতম্।। কাঞ্জিকং কুড়বৌ দধ্নো গুড়প্রস্থোঽম্লমূলকাৎ। পলান্যষ্টৌ শোধিতার্দ্রাৎ পলষোড়শিকং তথা।। কণাজীরকসিক্ক্বথ-হরিদ্রামরিচং তথা।। দ্বিপলং ভাবিতে ভাণ্ডে ঘৃতেনাষ্টদিনং স্থিতম্। সিদ্ধং ভবতি তচ্ছুক্তং যদাবতার্য্য গৃহ্যতে।। তদা দেয়ং চাতুর্জ্জাতং পৃথক্ কর্ষত্রয়োন্মিতম্।।" পঞ্চপল্লবতোয়েন গন্ধানাং ক্ষালনং তথা।। (যদ্যপি কাঞ্জিকস্য ষড়্‌বিংশতিরাঢ়কাণীত্যুক্তানি তথাপি কাঞ্জিকদ্রোণমাত্রেণ ব্যবহারঃ। অন্যথা কাঞ্জিকস্যৈব গন্ধঃ স্যাদিতি। অতএব চক্রো বক্ষ্যতি—কাঞ্জিকং মানতো দ্রোণম্ ইতি। "কাচিদুডুম্বরপত্রাভা তথা চোৎপলসন্নিভা। কাচিদশ্বখুরাকারা গজকর্ণসমা তথা। বরাহকর্ণসঙ্কাশা

নখী পঞ্চবিধা স্মৃতা।।" তত্র আদ্যাস্ত্রিস্রো গ্রাহ্যঃ। চন্দনাম্বুসাধনবিধির্যথা—কুট্টিত শ্বেতচন্দন প্র ৫০, পা জলং শং ৫০, শেষ শং ২৫। ঘৃষ্টচন্দনং বা গোলয়িত্বা দাতব্যমিতি)।

তিলতৈল ৬৮ সের। ক্বাথার্থ গন্ধভাদুলের ৩০০ পল, পীতঝাঁটীমূল ২০০ পল, অশ্বগন্ধা, এরণ্ডমূল, বেড়েলা, শতমূলী, রাস্না, পুনর্নবা, কেয়ামূল, দশমূল (স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র) এবং পালিধাছাল প্রত্যেক ১০০ পল, দেবদারু ৫০ পল, শিরীষছাল ৫০ পল, লাক্ষা ২৫ পল, লোধ ২৫ পল; এই সমুদায় একত্র ৮৪০০ সের জলে পাক করিয়া ১২৮ সের থাকিতে নামাইবে। কাঁজি ৬৪ সের (যদিও কাঁজির পরিমাণ ২৬ আঢ়ক লিখিত আছে, তথাপি ইহার ৬৪ সের মাত্র দেওয়ার রীতি, নতুবা তৈলে কেবল কাঁজির গন্ধই অনুভব হয়), দুগ্ধ ৪০ সের, দধি ৪০ সের, দধির মাত ১৬ সের, ইক্ষুরস ৩২ সের, ছাগমাংস ৩০০ পল, পাকার্থ জল ১৮০ সের, শেষ ৬৮ সের, মঞ্জিষ্ঠা ৬০ পল, জল ৬০ সের, শেষ ১৫ সের। প্রথমে এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিবে। কল্কার্থ ভেলার মুটী, পিপুল, শুঁঠ ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের ৬ পল (ভেলা অসহ্য হইলে রক্তচন্দন গ্রহণ করিবে), হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, সরলকাষ্ঠ, শুল্‌ফা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বচ, চোরখড়িকা, শটী, মুতা, নাগরমুতা, পদ্মপুষ্প, সুঁদি, পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, অশ্বগন্ধা, পুনর্নবা, দশমূল (মিলিত ৩ পল), চাকুন্দা বীজ, রসাঞ্জন, গন্ধতৃণ, হরিদ্রা ও জীবনীয়গণ (মিলিত ৩ পল) ইহাদের প্রত্যেকের ৩ পল। প্রথমত এই সমুদায় কল্কদ্রব্য দ্বারা তৈল পাক করিবে। চোরহুলী, গন্ধবোল, তেজপত্র, ধূনা (কেহ বলেন কুন্দুরুখোটী), শৈলেয়, প্রিয়ঙ্গু, উশীর, মৌরি, জটামাংসী, দেবদারু, বেড়েলা, সিহ্লক, নবনীতখোটী, নালুকা, ছোট এলাইচ, কুন্দুরুখোটী, মুরামাংসী, ত্রিবিধ নখী (নখী পাঁচ প্রকার, তন্মধ্যে তিন প্রকার—একপ্রকার ডুমুরপত্রের ন্যায়, দ্বিতীয় উৎপলসদৃশ ও তৃতীয় অশ্বখুরবৎ গ্রাহ্য), শল্লকী, খটাশী, চাঁপার কলি, ময়নাফল, রেণুক, পিড়িংশাক ও ক্ষুদ্রপত্র তুলসী ইহাদের প্রত্যেকের ৩ পল, এই সমুদায় কল্ক ও গন্ধোদকের সহিত তৈলের দ্বিতীয় পাক। গন্ধোদক সাধনের নিয়ম এই, যথা—তেজপত্র, পত্রক (তেজপত্রসদৃশ পত্রবিশেষ), বেণার মূল, মুতা, বেড়েলামূল প্রত্যেক ২৫ পল, কুড় ১২।।০ পল, জল ১০০ সের, শেষ ৫০ সের। এই গন্ধজলের সহিত উপরিলিখিত দ্বিতীয় কল্কপাক। পুনর্ব্বার এই গন্ধাম্বু ও চন্দনজলের সহিত পশ্চাল্লিখিত কল্কপাক। চন্দনাম্ব প্রস্তুত করিবার নিয়ম এই, যথা—চন্দন ৫০ পল, ৫০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ২৫ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইতে হয়, অথবা ঘৃষ্টচন্দন-জলে মিশ্রিত করিয়া লইলেও হয়। পূর্ব্বোক্ত গন্ধাম্বু ৫০ সের ও এই চন্দনজল ২৫ সেরের সহিত নাগেশ্বর, কুড়, গুড়ত্বক্, কালিয়াকাষ্ঠ, কুঙ্কুম, শ্বেতচন্দন, গেঁটেলা, লতাকস্তুরী, লবঙ্গ, অগুরু, কাঁকলা, জয়িত্রী, জায়ফল, এলাইচ ও লবঙ্গত্বক্, ইহাদের প্রত্যেকের ৩ পল, মৃগনাভি ৬ পল, কর্পূর ১।।০ পল তৈলে নিক্ষেপ করিয়া পাক করিবে; পশ্চাৎ মৃগনাভি ৬ পল ও কর্পূর ১।।০ পল প্রক্ষেপ দিবে। এই মহারাজপ্রসারণী তৈল রাজসেব্য; ইহার শক্তি অন্যান্য প্রসারণী তৈল অপেক্ষা অনেক প্রবল। (এই স্থলে শুক্ত প্রস্তুত করিবার প্রণালী বলা যাইতেছে; যথা—অন্নমণ্ড ৪ সের, কাঁজি ৮০ সের, দধি ২ সের, গুড় ২ সের, অম্লমূলক (কাঁজির অধঃস্থিত অন্ন) ১ সের, আদা ২ সের, পিপুল, জীরা, সৈন্ধব, হরিদ্রা ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের ২ পল, এই সমুদায় একত্র ঘৃতভাণ্ড-মধ্যে ৮ দিন রাখিবে, পরে ইহার সহিত গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ তোলা করিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে, ইহাকে শুক্ত কহা যায়। (মহারাজপ্রসারণী তৈলে যে-কাঁজি দিবার বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা এই শুক্ত লক্ষ করিয়া

উল্লিখিত হইয়াছে। ইহারই ৬৪ সের তৈলের সহিত পাক করিতে হয়)।

কুব্জপ্রসারণী তৈলম্

প্রসারণীশতং ক্ষুণ্ণং পচেৎ তোয়ার্ম্মণে শুভে। পাদশেষে সমং তৈলং দধি দদ্যাদ্ সকাঞ্জিকম্।। দ্বিগুণঞ্চ পয়ো দত্ত্বা কল্কান্ দ্বিপলিকাংস্তথা। চিত্রকং পিপ্পলীমূলং মধুকং সৈন্ধবং বচাম্।। শতপুষ্পাং দেবদারু রাস্নাং বারণপিপ্পলীম্। প্রসারণ্যাশ্চ মূলানি মাংসী ভল্লাতকানি চ।। পচেন্মৃদ্বগ্নিনা তৈলং বাতশ্লেষ্মাময়ান্ জয়েৎ। অশীতিং নরনারীস্থান্ বাতরোগান্ ব্যপোহতি।। কুব্জস্তিমিতপঙ্গুত্বং গৃধ্রসীখুড়কার্দ্দিতম্। হনুপৃষ্ঠ-শিরোগ্রীবা-স্তম্ভঞ্চাশু নিযচ্ছতি।।

তিলতৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ গন্ধভাদুলে ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দধির মাত ১৬ সের, কাঁজি ১৬ সের, দুগ্ধ ৩২ সের। কল্কদ্রব্য, যথা চিতামূল, পিপুলমূল, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, বচ, শুলফা, দেবদারু, রাস্না, গজপিপ্পলী, গন্ধভাদুলের মূল, জটামাংসী, ভেলার মুটী প্রত্যেক ২ পল। মৃদু অগ্নিতে এই তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে কুব্জতা, পঙ্গুতা, গৃধ্রসী, অর্দ্দিত, খুড়ুকবাত (গ্রন্থিবাত), হনুস্তম্ভ ও বাতশ্লৈষ্মিক রোগ এবং সকল প্রকার বায়ুরোগ প্রশমিত হয়।

মহাকুক্কুটমাংস তৈলম্

মাষস্যার্দ্ধাঢ়কং দেয়ং দশমূল্যাস্তুলার্দ্ধকম্। বলামূলঞ্চ তস্যার্দ্ধং কেতকীনাং তথৈব চ।। দক্ষমাংসপল-ত্রিংশজ্‌ঝিণ্টিকা পঞ্চবিংশতিঃ। জলদ্রোণদ্বয়ে পক্কা পাদশেষেহবতারিতে।। তিলতৈলস্য চ প্রস্থং পয়ো দত্ত্বা চতুর্গুণম্। জীবনীয়ানি যান্যষ্টৌ মঞ্জিষ্ঠা চব্যকট্‌ফলম্।। ব্যোষং রাস্না কণামূলং মধুকং পুষ্করং তথা। মাষাত্মগুপ্তে সৈরণ্ডা শতাহ্বা লবণত্রয়ম্।। কৃষ্ণাশ্বগন্ধা হ্যমৃতা যমানীন্দ্রবরী শটী। নাগরং মাগধী মুস্তং বর্ষাভূ রজনীদ্বয়ম্।। শতাবরী বৃহত্যৌ চ এতৈরক্ষসমন্বিতৈঃ। পক্ষাঘাতেষু সর্ব্বেষু অর্দ্দিতে চ হনুগ্রহে।। মন্দশ্রুতৌ চাশ্রবণে তিমিরে চ ত্রিদোষজে। হস্তকম্পে শিরঃকম্পে গাত্রকম্পে শিরোগ্রহে।। শস্তং কলায়খঞ্জে চ গৃধ্রস্যামববাহুকে। বাধির্য্যে কর্ণনাদে চ সর্ব্ববাতবিকারনুৎ।। দণ্ডাপতানকে চৈব মন্যাস্তম্ভে বিশেষতঃ। হনুস্তম্ভে প্রশস্তং স্যাৎ সূতিকাতঙ্কনাশনম্।। ত্বচ্যং মাংসপ্রদঞ্চৈব শুক্রাগ্নিবলবর্দ্ধনম্। অণ্ডবৃদ্ধ্যন্ত্রবৃদ্ধিং বা বাতরক্তঞ্চ নাশয়েৎ।।

তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ মাষকলাই ৪ সের, দশমূল ৬।০ সের, বেড়েলামূল ২৫ পল, কেতকীমূল ২৫ পল, কুক্কুটমাংস ৩০ পল, ঝাঁটিমূল ২৫ পল, পাকার্থ জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ জীবকাদি অষ্টবর্গ, মঞ্জিষ্ঠা, চই, কট্‌ফল, ত্রিকটু, রাস্না, পিপুলমূল, যষ্টিমধু, কুড়, মাষকলায়, আলকুশীবীজ, এরণ্ডমূল, শুল্‌ফা, বিট, সৈন্ধব ও সচল লবণ, কৃষ্ণজীরা, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, যমানী, ইন্দ্রযব, শতমূলী, শটী, শুঁঠ, পিপুল, মুতা, পুনর্নবা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বৃহতী ও কণ্টকারী প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দন করিলে পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, শ্রবণশক্তির হ্রাস, দৃষ্টিশক্তির অল্পতা, হস্তকম্প, শিরঃকম্প, কলায়খঞ্জ, গৃধ্রসী, অববাহুক, বধিরতা, কর্ণনাদ, দণ্ডাপতানক, মন্যাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ, সূতিকারোগ, অন্ত্রবৃদ্ধি ও বাতরক্ত প্রভৃতি বহুবিধ পীড়া উপশমিত হয়।

নকুল তৈলম্

মধুকং জীরকং রাস্না সৈন্ধবং শতপুষ্পিকা। যমানী মরিচং কুষ্ঠং বিড়ঙ্গং গজপিপ্পলী।। সৌবর্চ্চলঞ্চাজমোদা বলা ষড়্গ্রন্থিকা তথা। গ্রন্থিকং শৈলজং মাংসী কর্ষাবেষাং পৃথক্ পৃথক্। বিনীয় পাচয়েৎ তৈল-প্রস্থং রুবুসমুদ্ভবম্।। প্রস্থে নকুলমাংসস্য ক্বাথে চ দশমূলজে। প্রস্থে চ কাঞ্জিকস্যাপি মস্তুপ্রস্থে তথৈব চ। সিদ্ধং তৈলমিদং হন্তি কম্পবাতং সুদারুণম্।। হস্তকম্পং শিরঃকম্পং বাহুকম্পঞ্চ নাশয়েৎ। আমবাতং

সশূলঞ্চ সর্ব্বোপদ্রবসংযুতম্।। পানাভ্যঞ্জনবস্তিভির্নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ। আঢ্যবাতং কটীপৃষ্ঠ-জানুজঙ্ঘা-শ্রিতং তথা।। সন্ধিস্থং বাতমাশ্বেব জয়েন্নকুলসংজ্ঞকম্। হারীতভাষিতমিদং তৈলং হিতচিকীর্ষয়া।। বৈদ্যানাং সারভূতানাং শতেনাপি সমুজ্ঝিতম্। বাতব্যাধিং নিহন্ত্যাশু কম্পবাতং বিশেষতঃ। অশীতিং বাতজান্ রোগান্ নাশয়েদাশু দেহিনাম্।।

নকুলমাংস ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; দশমূল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; কাঁজি ৪ সের, দধির মাত ৪ সের, এরণ্ডতৈল ৪ সের। কল্কার্থ যষ্টিমধু, জীরা, রাস্না, সৈন্ধব লবণ, শুল্‌ফা, যমানী, মরিচ, কুড়, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পলী, সচল লবণ, বনযমানী, বেড়েলা, বচ, গেঁটেলা (কেহ-কেহ বলেন পিপুলমূল), শৈলজ ও জটামাংসী ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ ও বস্তিক্রিয়ায় প্রযোজ্য। ইহা দ্বারা হস্তকম্প, শিরঃকম্প, বাহুকম্প, আমবাত, ঊরুস্তম্ভ, সন্ধিবাত ও অন্যান্য নানাবিধ পীড়া উপশমিত হয়। ইহা কম্পবাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মাষতৈলম্

মাষাতসীযবকরণ্টককন্টকারীগোকন্টটর্ন্টবকজটাকপিকচ্ছতোয়ৈঃ। কার্পাসকাস্থিশণবীজকুলত্থকোলক্বাথেন বস্তপিশিতস্য রসেন চাপি।। শুণ্ঠ্যা সমাগধিকয়া শতপুষ্পয়া চ সৈরণ্ডমূলসপুনর্নবয়া সরণ্যা। রাস্নাবলা-মৃতলতাকটুকৈর্বিপক্কং মাষাখ্যমেতদববাহুহরঞ্চ তৈলম্।। অর্দ্ধাঙ্গশোষমপতানকমাঢ্যবাতমাক্ষেপকং সভুজকম্পশিরঃপ্রকম্পম্। নস্যেন বস্তিবিধিনা পরিষেচনেন। হন্যাৎ কটীজঘনজানুরুজশ্চ সর্ব্বাঃ।।

তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ মাষকলায়, মটর, যব, ঝাঁটিমূল, কণ্টকারী, গোক্ষুর, শোণামূল ও আলকশীবীজ ইহাদের ক্বাথ। কার্পাসবীজ, শণবীজ, কলত্থকলাই, কলশুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ ও ছাগমাংসের ক্বাথ মিলিত ১৬ সের। কল্কার্থ শুঁঠ, পিপুল, শুল্‌ফা, ভেরেণ্ডামূল, পুনর্নবা, গন্ধভাদুলে, রাস্না, বেড়েলা, গুলঞ্চ ও মরিচ মিলিত ১ সের। এই তৈল মর্দ্দনে অববাহুক, অর্দ্ধাঙ্গশোষ, আক্ষেপক, অপতানক, ঊরুস্তম্ভ, ভুজকম্প, শিরঃকম্প এবং অন্যান্য নানাবিধ বায়ুরোগ প্রশমিত হয়।

স্বল্পমাষ তৈলম্

মাষপ্রস্থং সমাবাপ্য পচেৎ সম্যগ্ জলাঢ়কে। পাদশেষে রসে তস্মিন্ ক্ষীরং দদ্যাচ্চতুর্গুণম্।। প্রস্থঞ্চ তিলতৈলস্য কল্কং দত্ত্বাক্ষসম্মিতম্। জীবনীয়ানি যান্যষ্টৌ শতপুষ্পাং সসৈন্ধবাম্।। রাস্নাত্মগুপ্তা মধুকং বলা ব্যোষত্রিকণ্টকম্। পক্ষাঘাতেঽর্দ্দিতে বাতে কর্ণশূলে চ দারুণে।। মন্দশ্রুতৌ চাশ্রবণে তিমিরে চ ত্রিদোষজে। হস্তকম্পে শিরঃকম্পে বিসূচ্যামববাহুকে।। শস্তং কলায়খঞ্জে চ পানাভ্যঞ্জনবস্তিভিঃ। মাষতৈলামিদং শ্রেষ্ঠমূর্দ্ধজক্রগদাপহম্।।

তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ মাষকলাই ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, শুল্‌ফা, সৈন্ধব লবণ, রাস্না, আলকুশীবীজ, যষ্টিমধু, বেড়েলা, ত্রিকটু ও গোক্ষুর প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দন করিলে পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, কর্ণশূল ও শ্রবণশক্তির হীনতা প্রভৃতি নানাপ্রকার পীড়ার শান্তি হয়।

বৃহন্মাষ তৈলম্

মাষক্বাথে বলাক্বাথে রাস্নায়া দশমূলজে। যবকোলকুলত্থানাং ছাগমাংসভবে পৃথক্।। প্রস্থে তৈলস্য চ প্রস্থং ক্ষীরং দত্ত্বা চতুর্গুণম্। রাস্নাত্মগুপ্তাসিন্ধুত্থ-শতাহ্বৈরণ্ডমুস্তকৈঃ।। জীবনীয়বলাব্যোষৈঃ পচেদক্ষসমৈ-র্ভিষক্। হস্তকম্পে শিরঃকম্পে বাহ্যশোষেঽববাহুকে।। বাধির্য্যে কর্ণশূলে চ কর্ণনাদে চ দারুণে। বিসূচ্যামর্দ্দিতে কুব্জে গৃধ্রস্যামপতানকে।। বস্ত্যভ্যঞ্জনপানেষু নাবনে চ প্রযোজয়েৎ।

শ্রেষ্ঠমূর্দ্ধজক্রুগদাপহম্। ক্কাথপ্রস্থাঃ ষড়েবাত্র বিভক্ত্যন্তেন দর্শিতাঃ।। (তৈলেন সহ সপ্তপ্রস্থমিতত্বাদস্য সপ্তপ্রস্থমাষ-তৈলমিতি সংজ্ঞান্তরম্।)

তিলতৈল ৪ সের। ক্কাথার্থ মাষকলাই ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; বেড়েলা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; রাস্না ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; দশমূল মিলিত ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; যবতণ্ডুল, কুলশুঁঠ ও কুলত্থকলাই মিলিত ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; ছাগমাংস ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ রাস্না, আলকুশীবীজ, সৈন্ধব লবণ, শুল্‌ফা, এরণ্ডমূল, মুতা, জীবনীয়গণ, বেড়েলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দন করিলে হস্তকম্প, শিরঃকম্প, বাহুশোষ, অববাহুক, বধিরতা, কর্ণশূল, কর্ণনাদ ও গৃধ্রসী প্রভৃতি নানারোগ বিনষ্ট হয়।

মহামাষ তৈলম্

মাষস্যার্দ্ধাঢ়কং দত্ত্বা তুলার্দ্ধং দশমূলতঃ। পলানি চ্ছাগমাংসস্য ত্রিংশদ্ দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ।। পূতশীতে কষায়ে চ চতুর্থাংশাবতারিতে। প্রস্থঞ্চ তিলতৈলস্য পয়ো দত্ত্বা চতুর্গুণম্।। আত্মগুপ্তা রুবুকশ্চ শতাহ্বা লবণত্রয়ম্। জীবনীয়ানি মঞ্জিষ্ঠা চব্যচিত্রককট্‌ফলম্।। সব্যোষং পিপ্পলীমূলং রাস্না মধুকসৈন্ধবম্। দেবদার্ব্বমৃতা কুষ্ঠং বাজিগন্ধা বচা শটী।। এতৈরক্ষসমৈঃ কল্কৈঃ সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা। পক্ষাঘাতেঽর্দ্দিতে বাতে বাধির্য্যে হনুসংগ্রহে।। কর্ণমন্যাশিরঃশূলে তিমিরে চ ত্রিদোষজে। পাণিপাদশিরোগ্রীবা-ভ্রমণে মন্দচংক্রমে।। কলায়খঞ্জে পাঙ্গুল্যে গৃধ্রস্যামববাহুকে। পানে বস্তৌ তথাভ্যঙ্গে নস্যে কর্ণাক্ষিপূরণে। তৈলমেতৎ প্রশংসন্তি সর্ব্ববাতরুজাপহম্।।

তিলতৈল ৪ সের। ক্কাথার্থ শ্লথ পোট্টলীবদ্ধ মাষকলাই ৪ সের, দশমূল ৬।০ সের, শ্লথ পোট্টলীবদ্ধ ছাগমাংস ৩০ পল, এই সমুদায় একত্র ৬৪ সের জলে পাক করিবে, শেষ ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া লইবে। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ আলকুশীমূল, এরণ্ডমূল, শুল্‌ফা, সৈন্ধব, বিট ও সচল লবণ, জীবনীয়বর্গ, মঞ্জিষ্ঠা, চই, চিতামূল, কট্‌ফল, ত্রিকটু, পিপুলমূল, রাস্না, যষ্টিমধু, দেবদারু, গুলঞ্চ, কুড়, অশ্বগন্ধা, বচ, শটী প্রত্যেকের ২ তোলা। এই তৈল ব্যবহারে পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, বধিরতা, হনুগ্রহ, কর্ণশূল, শিরঃশূল, হস্তপদাদির কম্প, গৃধ্রসী, অববাহুক ও অন্যান্য নানাপ্রকার বাতরোগ নষ্ট হয়। ইহা পান, বস্তিক্রিয়া, অভ্যঙ্গ ও নস্যাদিতে প্রয়োগ করিবে।

নিরামিষ-মহামাষ তৈলম্

দশমূলাঢ়কং পক্ত্বা জলদ্রোণেঽঙ্ঘ্রিশেষিতে। তদ্বন্মাষাঢ়কক্কাথে তৈলপ্রস্থং পয়ঃসমে।। কল্কৈরেভিশ্চ মতিমান্ সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা। অশ্বগন্ধা শটী দারু বলা রাস্না প্রসারণী।। কুষ্ঠং পরূষকং ভার্গী দ্বে বিদার্য্যৌ পনর্নবা। মাতলঙ্গফলাজাজ্যৌ রামঠং শতপষ্পিকা।। শতবরী গোক্ষরকং পিপ্পলীমূলচিত্রকৌ। জীবনীয়গণং সর্ব্বং সংহৃত্যৈব সসৈন্ধবম্।। তৎ সাধুসিদ্ধং বিজ্ঞায় মাষতৈলমিদং মহৎ। বস্ত্যভ্যঞ্জন-পানেষু নাবনেষু প্রশস্যতে।। পক্ষাঘাতে হনুস্তম্ভে অর্দ্দিতে সাপতন্ত্রকে। অববাহুকবিশ্বচ্যোঃ খাঞ্জ্য-পাঙ্গুল্যয়োরপি।। শিরোমন্যাগ্রহে চৈব অধিমন্থে চ বাতিকে। শুক্রক্ষয়ে কর্ণনাদে কর্ণক্ষ্বেড়ে চ দারুণে। কলায়খঞ্জশমনে ভৈষজ্যমিদমাদিশেৎ।।

তিলতৈল ৪ সের। ক্কাথার্থ দশমূল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; মাষকলাই ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ অশ্বগন্ধা, শটী, দেবদারু, বেড়েলা, রাস্না, গন্ধভাদলে, কড়, পরূষফল (ফল্‌সা), বামনহাটী, কৃষ্ণ ভূমিকষ্মাণ্ড, ভূমিকষ্মাণ্ড, পনর্নবা, ছোলঙ্গ লেব, কৃষ্ণজীরা,

হিং, শুল্‌ফা, শতমূলী, গোক্ষুর, পিপুলমূল, চিতামূল, জীবনীয়গণ ও সৈন্ধব, মিলিত ১ সের। এই তৈল বস্তিক্রিয়া, অভ্যঙ্গ, পান ও নস্যার্থে প্রযোজ্য। ইহা ব্যবহারে পক্ষাঘাত, হনুস্তম্ভ, অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, অববাহুক, বিশ্বচী, খঞ্জতা, পঙ্গুত্ব ও কলায়খঞ্জ প্রভৃতি নানাবিধ রোগের শান্তি হয়।

মহাসুগন্ধিতৈলং লক্ষ্মীবিলাস তৈলঞ্চ

জিঙ্গীচোরকদেবদারুসরলব্যাঘ্রীবচাচেলকত্বক্‌পত্রৈঃ সহ গন্ধপত্রকশটীপথ্যাক্ষধাত্রীঘনৈঃ। এতৈঃ শোধিত-সংস্কৃতৈঃ পলযুগেত্যাখ্যাতয়া সংখ্যয়া তৈলপ্রস্থমবস্থিতৈঃ স্থিরমতিঃ কল্কৈঃ পচেদ্ গান্ধিকৈঃ।। মাংসীমুরা-দমনচম্পকসুন্দরীত্বগ্‌গ্রন্থ্যম্বুরুঙ্মরুবকৈর্দ্বিপলৈঃ সপৃক্কৈঃ। শ্রীবাসকুন্দুরুনখীনলিকামিষীণাং প্রত্যেকতঃ পলমুপার্জ্জ্য পুনঃ পচেৎ তু।। এলালবঙ্গচলচন্দনজাতিপূতিকক্কোলকাগুরুলতাঘুসৃণৈঃ পলার্দ্ধৈঃ। কস্তুরি-কাক্ষসহিতামলদীপ্তিযুক্তৈঃ পক্বস্তু মন্দশিখিনৈব মহাসুগন্ধম্।। পঞ্চদ্বিকেন চার্দ্ধেন মদাৎ কর্পূরমিষ্যতে। প্রাগুক্তৌ শুদ্ধিসংস্কারৌ গন্ধানামিহ তৈঃ পুনঃ।। দ্বিগুণৈর্লক্ষ্মীবিলাসঃ স্যাদয়স্তু তৈলসত্তমঃ। পঞ্চপত্রাম্বুণা চাদ্যো দ্বিতীয়ো গন্ধবারিণা। তৃতীয়োঽপি চ তেনৈব পাকো বা ধূপিতাম্বুনা।। তৈলযুগ্মমিদং তূর্ণং বিকারান্ বাতসম্ভবান্। ক্ষপয়েজ্জনয়েৎ পুষ্টিং কান্তিং মেধাং ধৃতিঃ ধিয়ম্।। (পঞ্চদ্বিকেনেতি পঞ্চধাবিভক্তস্য কস্তুরীকস্যৈকো ভাগো রক্তিদ্বয়াধিকত্রিমাষকো ভবতি। তথা মানেন কর্পূরস্য দ্বৌ ভাগৌ; কিংবা অর্দ্ধেন কস্তুরীকর্ষাৎ কর্পূরস্যাষ্টৌ মাষকাঃ)।

তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা, চোরকাঁচ্‌কী, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, ব্যাঘ্রী (গন্ধদ্রব্যবিশেষ, কেহ বলেন নখী), বচ, গুবাকবৃক্ষের ছাল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, গন্ধতৃণ, শটী, হরীতকী, বহেড়া, আমলা, মুতা প্রত্যেক ২ পল; এই গন্ধকল্ক দ্বারা প্রথম পাক করিবে। জটামাংসী, মুরামাংসী, দনা, চম্পক পুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, গুড়ত্বক্, গেঁটেলা, বালা, কুড়, মরুবক পুষ্প, পিড়িংশাক প্রত্যেক ২ পল; গন্ধবিরজা, কুন্দুরুখোটী, নখী, নালুকা, মৌরি প্রত্যেক ১ পল; ইহা দ্বারা দ্বিতীয় কল্ক পাক করিবে। এলাইচ, লবঙ্গ, শিলারস, শ্বেতচন্দন, জাতীপুষ্প, খটাশী, কাঁক্‌লা, অগুরু, লতাকস্তুরী, কুঙ্কুম প্রত্যেক ৪ তোলা, মৃগনাভি ২ তোলা (বা ৩ মাষা ২ রতি), কর্পূর ১ তোলা (বা ৬ মাষা ৪ রতি)। এই সকল দ্রব্য দ্বারা তৃতীয় কল্ক পাক করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে তৈল হইতে খটাশী উদ্ধৃত ও উত্তমরূপে শিলাপেষিত করিয়া তৈলে মিশ্রিত করিয়া দিবে। বিল্বাদি পঞ্চপল্লব-ক্বাথ দ্বারা প্রথম কল্ক পাক করিবে, গন্ধাম্বু দ্বারা দ্বিতীয় কল্ক এবং অগুরুধূপিত গন্ধবারি দ্বারা তৃতীয় কল্ক পাক করিবে। পূর্ব্বোক্ত তৈলের ন্যায়, এই তৈলেও গন্ধদ্রব্য শোধন করিয়া লইবে। ইহা ব্যবহারে বিবিধ বাতব্যাধি প্রশমিত এবং পুষ্টি, কান্তি, মেধা, ধৃতি ও বুদ্ধি বর্দ্ধিত হয়। উল্লিখিত কল্ক সমস্ত দ্বিগুণ পরিমাণে তৈলে দিয়া পাক করিলে উহাকে লক্ষ্মীবিলাস তৈল কহে।

শ্রীগোপাল তৈলম্

রসাঢ়কং শতাবর্য্যাঃ কুষ্মাণ্ডামলয়োস্তথা। বাজিগন্ধাসহচর-বলানাঞ্চ শতং পৃথক্।। পরিপচ্যাম্ভসাং দ্রোণে পাদশেষেঽবতারয়েৎ। পঞ্চমূলং মহদ্ ব্যাঘ্রী মূর্ব্বাকেতকপূতিকা।। পারিভদ্রশ্চ সর্ব্বেষাং গ্রাহ্যং দশপলং শুভম্। ক্বাথয়িত্বা জলদ্রোণে তৎপাদমবশেষয়েৎ।। আঢ়কং তিলতৈলস্য কল্কৈরেতৈশ্চ সংপচেৎ। অশ্বগন্ধা চোরপুষ্পী পদ্মকং কণ্টকারিকা।। বলাগুরু ঘনং পূতি শিহ্লকাগুরুচন্দনম্। চন্দনং ত্রিফলা মূর্ব্বা জীবনীয়কটুত্রয়ম্।। পূতিকুঙ্কুমকস্তূর্য্যাশ্চাতুর্জ্জাতঞ্চ শৈলজম্। নখমুস্তমৃণালানি নীলোৎপল-মুশীরকম্।। মাংসী মুরা সুরতরু বচা দাড়িমতুম্বুরু। ঋদ্ধিবৃদ্ধির্দমনকং ক্ষুদ্রৈলার্দ্ধপলং পৃথক্।। এতৎ তৈলবরং হন্তি বাতপিত্তকফোদ্ভবান্। ব্যাধীনশেষান্ জনয়েৎ স্মৃতিং মেধাং ধৃতিং ধিয়ম্।। বাতরোগান্ বিশেষণ প্রমেহান্ হন্তি বিংশতিম্। গর্ভং সংস্থাপয়েৎ স্ত্রীণাং সর্ব্বং শূলং ব্যপোহতি। মূত্রকৃচ্ছ্রমপস্মার-

মুন্মাদান্ নিখিলানপি।। স্থবিরোঽপি জরাজীর্ণ স্তৈলস্যাস্য নিষেবণাৎ। লীলয়া প্রমদানাঞ্চ উন্মাদানাং শতং জয়েৎ।। তিষ্ঠেদ্ যস্য গৃহে তৈলং শ্রীগোপালাভিধং শুভম্। ন তত্র ভূতাঃ সর্পন্তি ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ।। ন দারিদ্র্যং ভবেৎ তস্য বিঘ্নঃ কশ্চিন্ন জায়তে। অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং হ্যেতদ্ বিশ্বকল্যাণহেতবে।।

তিলতৈল ১৬ সের। শতমূলীর রস, কুমড়ার রস ও আমলার রস বা ক্বাথ প্রত্যেক ১৬ সের। ক্বাথার্থ অশ্বগন্ধা, পীতঝাঁটী, বেড়েলা প্রত্যেক ১০০ পল, প্রত্যেকে জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের (পৃথক পৃথক ক্বাথ), বৃহৎ পঞ্চমূল, কণ্টকারী, মূর্ব্বামূল, কেয়ামূল, নাটাকরঞ্জমূল, পালিধাছাল প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ অশ্বগন্ধা, চোরকাঁচকী, পদ্মকাষ্ঠ, কণ্টকারী, বেড়েলা, অগুরু, মুতা, খটাশী, শিলারস, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, ত্রিফলা, মূর্ব্বামূল, জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, ত্রিকটু, কুঙ্কুম, কস্তুরী, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, শৈলজ, নখী, জটামাংসী, মরামাংসী, দেবদারু, বচ, দাড়িমবীজ, তুম্বুরু, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, দনা, ছোট এলাইচ প্রত্যেক ৪ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে অশেষবিধ ব্যাধি প্রশমিত এবং স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ধীশক্তি বিকশিত হয়। ইহাতে বায়ুরোগ বিশেষত বিংশতি প্রকার মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অপস্মার, উন্মাদ, সর্ব্বপ্রকার শূল প্রভৃতি নিখিল রোগ নিবারিত এবং বন্ধ্যা গর্ভবতী হয়। জরাজীর্ণ স্থবিরও এই তৈলপ্রভাবে উৎকট-যৌবনা শতশত প্রমদাগণে অবলীলায় অভিগমন করিতে সমর্থ হয়।

মাষবলাদি তৈলম্

মাষক্বাথে বলাক্বাথে রাস্নায়া দশমূলজে। প্রসারণ্যাঃ শতাহ্বায়াঃ প্রস্থং দদ্যাদ্ ভিষগ্বরঃ।। এতৎক্বাথৈস্তৈলসমো দধি ক্ষীরং সমং সমম্। লাক্ষারসং কাঞ্জিকঞ্চ তৈলতুল্যং প্রদাপয়েৎ।। শতাবরীবিদার্য্যোশ্চ রসং তৈলার্দ্ধমেব চ। শতাহ্বা মধুরী মেথী রাস্না বারণপিপ্পলী।। মুস্তকঞ্চাশ্বগন্ধা চ উশীরং মধুযষ্টিকা। শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বলা চ বহুপুত্রিকা।। পলদ্বয়ং গৃহীত্বা চ তৈলপাত্রে প্রদাপয়েৎ। বাতরোগং নিহন্ত্যাশু মন্যাস্তম্ভং নিযচ্ছতি।। হনুস্তম্ভবিকারঞ্চ জিহ্বাদন্তগলগ্রহান্। বিংশতিং মেহকান্ হন্তি গাত্রকম্পাদিকং জয়েৎ। এতান্ হরতি রোগাংশ্চ তৈলং মাষবলাদিকম্।।

মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৪ সের। মাষকলাই, বেড়েলা, রাস্না, দশমূল, গন্ধভাদুলে ও শুলফা প্রত্যেকের ক্বাথ ৪ সের। দধি ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, লাক্ষারস ৪ সের, কাঁজি ৪ সের। শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের স্বরস প্রত্যেক ২ সের। কল্কার্থ শুলফা, মৌরি, মেথী, রাস্না, গজপিপ্পলী, মুতা, অশ্বগন্ধা, বেণার মূল, যষ্টিমধু, শালপাণি, চাকুলে, বেড়েলা ও শতমূলী প্রত্যেক ২ পল। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে মন্যাস্তম্ভ প্রভৃতি বিবিধ বাতরোগ এবং সর্ব্বপ্রকার মেহ প্রশমিত হয়।

বাতরাজ তৈলম্

দশমূলং বলা বাট্যা বাতারিশ্চ মহাবলা। রাজবৃক্ষোঽমৃতলতা সপ্তপর্ণী চ মর্কটী।। সোমরাজী গৃধ্রনখী পূতি বর্ষাভূচিত্রকৌ। পিচুমর্দ্দো মহানিম্বো ভূনিম্বো বৎসকস্তথা।। এষাং দশপলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। পাদশেষঞ্চ তৈলঞ্চ পুনরগ্নাবধিশ্রয়েৎ।। এরণ্ডমুন্মত্তো মৈত্রী স্নুহ্যর্কপারিভদ্রকম্। এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ স্বরসানাং পৃথক্ পৃথক্।। শতাবরীসমং তৈলং গবাং ক্ষীরং চতুর্গুণম্। রাস্না তিক্তা ত্বতিবিষা দেবদারু কুচন্দনম্।। মঞ্জিষ্ঠা বল্মুজানন্তা প্রসারণ্যশ্বগন্ধকম্। দ্বে হরিদ্রে বচা কুষ্ঠং মাংসী শৈলেয়চন্দনম্।। রোদনী ধাতকী বিশ্বং পদ্মকঞ্চ দ্বিজীরকম্। যষ্টিমধু ত্বগেলা চ নাগকেশরপত্রকম্।। দীপ্যকং শতপুষ্পা চ কুষ্ঠকৃষ্ণাগ্নিস্থৌণেয়ম্। উশীরমষ্টবর্গশ্চ একৈকং পলমেব চ।। আলোড্য সর্ব্বং বিধিনা সুগন্ধিসূত্রকং পুনঃ। বাতরাজমিদং তৈলং সর্ব্ববাতহরং পরম্।। সর্ব্বেষু বাতরোগেষু সর্ব্বাঙ্গ

গ্রহণেষু চ। সন্ধিমজ্জাগতে বাতে সর্ব্বগাত্রপ্রকম্পনে।। জানুজঙ্ঘাপ্রপীড়ায়াং পক্ষঘাতে হনুগ্রহে। কুব্জে চ বাতরক্তে চ হৃদ্রোগে পার্শ্বশূলজে।। একাঙ্গে শুষ্কসর্ব্বাঙ্গে তৈলমেতৎ প্রশস্যতে। নাগার্জ্জুনেন মুনিনা ভাষিতং গুণবর্দ্ধনম্।।

১৬ সের। ক্বাথার্থ দশমূল, দ্বিবিধ বেড়েলা, লালভেরেণ্ডা, গোরক্ষচাকুলে, সোঁদাল, গুলঞ্চ, ছাতিমছাল, আলকুশী, সোমরাজী, কুড়-কোয়ালী, নাটাকরঞ্জ, শ্বেত পুনর্নবা, চিতা, নিম, ঘোড়ানিম, চিরতা, কুড়চি প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এরণ্ড, ধতূরা, মনসাবীজ, মেষশৃঙ্গী, আকন্দ ও পালিধা প্রত্যেকের স্বরস ২ পল। শতাবরী রস ১৬ সের, গব্যদুগ্ধ ৬৪ সের। কল্কার্থ রাস্না, চিরতা, আতইচ, দেবদারু, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, সোমরাজ, অনন্তমূল, গন্ধভাদুলে, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, কুড়, জটামাংসী, শৈলেয়, চন্দন, দুরালভা, ধাইফুল, শুঁঠ, পদ্মকাষ্ঠ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু, গুড়ত্বক, এলাইচ, নাগকেশর, তেজপত্র, অজমোদা, শুলফা, পিপুল, চিতা, গেঁটেলা, বেণার মূল, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদা, মহামেদা, জীবক, ঋষভক, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী প্রত্যেক ১ পল এবং গণোক্ত গন্ধদ্রব্য। যথাবিধানে পাক করিয়া এই বাতরাজ তৈল মর্দ্দন করিলে সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ প্রশমিত হয়।

অশ্বগন্ধা তৈলম্

শতং পক্বার্শগন্ধায়া জলদ্রোণেঽংশশেষিতম্। বিস্রাব্য বিপচেৎ তৈলং ক্ষীরং দত্ত্বা চতুর্গুণম্।। কল্কৈর্মৃণাল-শালূক-বিসকিঞ্জল্কমালতীপুষ্পৈর্হ্রীবেরমধক-শারিবাপদ্মকেশরৈঃ।। মেদাপনর্নবাদ্রাক্ষা-মঞ্জিষ্ঠা-বৃহতীদ্বয়ৈঃ। এলৈলবালুত্রিফলা-মুস্তচন্দনপদ্মকৈঃ।। পক্বং রক্তগতং বাতং রক্তপিত্তমসৃগ্‌দরম্। হন্যাৎ পুষ্টিবলং কুর্য্যাৎ কৃশানাং মাংসবর্দ্ধনম্।। রেতোযোনিবিকারঘ্নং ব্রণদোষাপকর্ষণম্। ষণ্ডানপি বৃষান্ কুর্য্যাৎ পানাভ্যঙ্গানুবাসনৈঃ।।

অশ্বগন্ধা ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথ এবং চতুর্গুণ দুগ্ধ-সহ তৈল পাক করিবে। কল্কার্থ স্থূল মৃণাল, শালূক, ক্ষুদ্র মৃণাল, পদ্মকেশর, মালতীপুষ্প, বালা, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, মেদা, পুনর্নবা, দ্রাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, বৃহতী, কণ্টকারী, এলাইচ, এলবালুক, ত্রিফলা, মুতা, চন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ। ইহা দ্বারা রক্তগত বাত, রক্তপিত্ত, রক্তপ্রদর, যোনিবিকার, ব্রণশোষ ও ক্লৈব্য প্রভৃতি নিবারিত হয়। এই অশ্বগন্ধাতৈল পুষ্টিকর ও বলমাংসবর্দ্ধক।

মূলকাদ্য তৈলম্

মূলকস্বরসং তৈলং ক্ষীরং দধ্যম্লকাঞ্জিকম্। তুল্যং বিপাচয়েৎ কল্কৈর্বলাচিত্রকসৈন্ধবৈঃ[১]।। পিপ্পল্যতি-বিষারাস্না-চবিকাগুরুচিত্রকৈঃ। ভল্লাতকবচাকুষ্ঠ-শ্বদংষ্ট্রাবিশ্বভেষজৈঃ।। পষ্করাহ্বশটীবিল্ব-শতাহ্বান-তদারুভিঃ। তৎসিদ্ধং পীতমত্যুগ্রান্ হন্তি বাতাত্মকান্ গদান্।

তৈল ৪ সের। মূলার স্বরস, দুগ্ধ, দধি ও অম্ল কাঞ্জিক প্রত্যেক তৈলের সমান। কল্কার্থ বেড়েলা, চিতা (চরক বলেন, সজিনা), সৈন্ধব, পিপুল, আতইচ, রাস্না, চই, অগুরু, চিতামূল, ভেলা, বচ, কুড়, গোক্ষুর, শুঁঠ, পুষ্করমূল, শটী, বেলছাল, শুলফা, তগরপাদুকা ও দেবদারু; এই সকল দ্রব্য কুটিয়া পান করিলে অতি উৎকট বাতাত্মক রোগ বিনষ্ট হয়।

১. অত্র বলাশিগ্রুকসৈন্ধবৈরিত্যেষঃ পাঠশ্চরকে দৃশ্যতে।

• **রসোনাদ্য তৈলম্**

রসোনকল্কস্বরসেন পক্বং তৈলং পিবেদ্ যস্ত্বনিলাময়ার্ত্তঃ। তস্যাশু নশ্যন্তি চ বাতরোগা গ্রন্থা বিশালা ইব দুর্গৃহীতাঃ।।

রশুনের কল্ক ও স্বরসের সহিত পক্ক তৈল সেবন করিলে আশু বাতরোগ প্রশমিত হয়।

সৈন্ধবাদ্য তৈলম্

দ্বে পলে সৈন্ধবাৎ পঞ্চ শুণ্ঠ্যা গ্রন্থিকচিত্রকাৎ। দ্বে দ্বে ভল্লাতকাস্থীনি বিংশতির্দ্বে তথাঢ়কে।। আরনালাৎ পচেৎ প্রস্থং তৈলমেতৈরপত্যদম্। গৃধ্রস্যূরুগ্রহার্শোহর্ত্তি-সর্ব্বাবাতবিকারনুৎ।।

তৈল ৪ সের। কাঁজি ৩২ সের, সৈন্ধব ২ পল, শুঁঠ ৫ পল, পিপুলমূল ২ পল, চিতা ২ পল, এবং ভেলার মুটী ২০টি, যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে গৃধ্রসী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ বিনষ্ট হয়।

মজ্জস্নেহঃ

গ্রাম্যানূপৌদকানাস্ত ভিন্নাস্থীনি পচেজ্জলে। তৎ স্নেহং দশমূলস্য কষায়েণ পুনঃ পচেৎ।। জীবকর্ষভ-কাস্ফোতা-বিদারীকপিকচ্ছুভিঃ। বাতঘ্নৈর্জীবনীয়ৈশ্চ কল্কৈর্দ্বিক্ষীরভাগিকম্।। তৎ সিদ্ধং নাবনাভ্যঙ্গাৎ তথা পানানুবাসনাৎ। শিরাপর্ব্বাস্থিকোষ্ঠস্থং প্রণুদত্যাশু মারুতম্।। যে স্যুঃ প্রক্ষীণমজ্জানঃ ক্ষীণশুক্রৌ-জসশ্চ যে। বলপুষ্টিকরং তেষামেতৎ স্যাদমৃতোপমম্।। অত্র দ্বিগুণক্ষীরসাহচর্য্যাদ্ দশমূলীক্বাথোঽপি দ্বিগুণ এব গ্রাহ্যঃ। অন্যে তু চতুর্গুণমিত্যাহ। ইতি শিবদাসঃ।

গ্রাম্য (ছাগাদি), আনূপ (বরাহ, মহিষাদি), ঔদক (কচ্ছপাদি) জন্তুর অস্থিসকল ছেঁচিয়া জলে সিদ্ধ করিলে তাহা হইতে যে-মজ্জস্নেহ বহির্গত হয়, সেই স্নেহ ৪ সের। দুগ্ধ ৮ সের। ক্বাথার্থ দশমূল (মিলিত) ৪ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের। (মতান্তরে দশমূল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের।) কল্কার্থ জীবক, ঋষভক, হাপরমালী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, আলকুশী এবং বাতঘ্ন ভদ্রদার্ব্বাদি গণ ও জীবক-ঋষভকাদি জীবনীয়গণ। (জীবক ও ঋষভকের দুইবার উল্লেখ থাকায়, দুই ভাগ গ্রহণ করিতে হইবে)। যথানিয়মে পাক করিয়া এই মজ্জস্নেহ নস্য, অভ্যঙ্গ, পান ও অনুবাসন (স্নেহবস্তি) কার্য্যে প্রয়োগ করিলে শিরা পর্ব্ব অস্থি ও কোষ্ঠগত বায়ু আশু বিনষ্ট হয়। যাহাদের মজ্জা শুক্র বা ওজঃপদার্থের ক্ষয় হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইহা পরম হিতকর।

চতুঃস্নেহঃ

প্রস্থঃ স্যাৎ ত্রিফলায়াস্ত কুলত্থকড়বদ্বয়ম্। কৃষ্ণগন্ধাত্বগাঢ়ক্যোঃ পৃথক্ পঞ্চপলং ভবেৎ।। রাস্নাচিত্রকয়োর্দ্বে দ্বে দশমূলং পলোন্মিতম্। জলদ্রোণে পচেৎ পাদশেষং প্রস্থোন্মিতং পৃথক্।। সুরারণালদধ্যম্ল-সৌবীর-কতুষোদকম্। কোলদাড়িমবৃক্ষাম্ল-রসং তৈলং ঘৃতং বসাম্।। মজ্জানঞ্চ পয়শ্চৈব জীবনীয়পলানি ষট্। কল্কং দত্ত্বা মহাস্নেহং সম্যগেনং বিপাচয়েৎ।। শিরামজ্জাস্থিগে বাতে সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গরোগিষু। যেপনাক্ষেপ-শূলেষু তমভ্যঙ্গে প্রদাপয়েৎ।। (প্রস্থোন্মিতং পৃথগিতি সুরাদীনাং পয়োঽন্তানাং প্রত্যেকং প্রস্থঃ। ইতি চক্রটীকা)।

তিলতৈল ৪ সের, গব্য ঘৃত ৪ সের। বসা ৪ সের, মজ্জা ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের। ক্বাথার্থ ত্রিফলা ২ সের, কুলথকলাই ১ সের, সজিনামূলের ছাল ৫ পল, অড়হর ৫ পল, রাস্না ২ পল, চিতা ২ পল, দশমূল প্রত্যেক ১ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। সুরা, কাঁজি, অম্লদধি, সৌবীর (সন্ধানবিশেষ) ও তুষোদক প্রত্যেক ৪ সের। কুলশুঁঠের ক্বাথ ৪ সের (কুলশুঁঠ ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪

সের), দাড়িমরস ৪ সের, বৃক্ষাম্লরস (মহাদারস) ৪ সের। কল্কার্থ জীবনীয়গণ (মিলিত) ৬ পল। যথানিয়মে পাক করিয়া এই মহাস্নেহ (চতুঃস্নেহ) অভ্যঙ্গ করিলে শিরা মজ্জা ও অস্থিগত বাত, সর্ব্বাঙ্গ ও একাঙ্গ রোগ, কম্প, আক্ষেপ এবং শূল নিবারিত হয়।

অশ্বগন্ধাদ্যং ঘৃতম্

অশ্বগন্ধাকষায়ে চ কল্কে ক্ষীরং চতুর্গুণম্। ঘৃতং পক্বন্তু বাতঘ্নং বৃষ্যং মাংসবিবর্দ্ধনম্।।

ঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, অশ্বগন্ধার ক্বাথ ১৬ সের, কল্ক ১ সের। যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত বাতঘ্ন, বৃষ্য ও মাংসবর্দ্ধক।

দশমূলাদ্যং ঘৃতম্

দশমূলস্য নির্য্যুহে জীবনীয়ৈঃ পলোন্মিতৈঃ। ক্ষীরেণ চ ঘৃতং পকং তর্পণং পবনার্ত্তিজিৎ।। ক্বাথোঽত্র ত্রিগুণঃ সর্পিঃপ্রস্থঃ সাধ্যঃ পয়ঃ সমম্।।

ঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, দশমূলের ক্বাথ ১২ সের। কল্কার্থ জীবনীয়গণ (জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মুগানী ও মাষাণী) মিলিত ১০ পল। যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত বাতবেদনানাশক ও তর্পক।

সারস্বতং ঘৃতম্

প্রস্থং ঘৃতস্য পলিকৈঃ শিগ্রু বচালবণধাতকীলোধ্রৈঃ। আজে পয়সি সপাঠৈঃ সিদ্ধং সারস্বতং নাম্না।। বিধিবদুপযুজ্যমানং জড়গদগদমূকতাং ক্ষণাজ্জিত্বা। স্মৃতিমতিমেধাপ্রতিভাঃ কুর্য্যাৎ সুস্পষ্টবাগ্ ভবতি।।

গব্যঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ সজিনার ছাল, বচ, সৈন্ধব লবণ, ধাইফুল, লোধ ও আকনাদি প্রত্যেক অর্দ্ধপোয়া। ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। এই সমস্ত যথাবিধানে পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে মূক, গদ্‌গদ, মিন্মিন প্রভৃতি রোগ নষ্ট এবং স্মৃতিশক্তি মেধা ও প্রতিভা বর্দ্ধিত হয়।

নকুলাদ্যং ঘৃতম্

নকুলস্য চ মাংসস্য পচেৎ প্রস্থং জলাঢ়কে। ঘৃতপ্রস্থং পচেৎ তেন চতুর্ভাগাবশেষিতম্।। তৎসমং দশমূলঞ্চ পক্বং মাষবলান্বিতম্। শতাবরীরসপ্রস্থং গব্যদগ্ধঞ্চ তৎসমম্।। অষ্টৌ বর্গাশ্চ কাকোল্যৌ জীবন্তী মধুযষ্টিকা। এলা ত্বচঞ্চ পত্রঞ্চ ত্রিকটু ত্রিফলা তথা।। মুস্তকং নাগজিহ্বা চ কর্ষং কর্ষং প্রদাপয়েৎ। সর্ব্ববাতবিকারেষু অপস্মারে বিশেষতঃ।। পক্ষাঘাতে মহোন্মাদে চাধ্মানে কোষ্ঠনিগ্রহে। হস্তকম্পে শিরঃকম্পে বাধির্য্যে মূকমিন্মিনে।। উর্দ্ধজক্রগতে বাতে জঙ্ঘাপার্শ্বাদিসংশ্রিতে। নকুলাদ্যমিদং নাম্না উর্দ্ধজক্রগদাপহম্।

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ নকুলমাংস ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; দশমূল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; মাষকলাই ও বেড়েলা মিলিত ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; শতমূলীরস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদা, মহামেদা, জীবন্তী, যষ্টিমধু, এলাইচ, গুড়ত্বক, তেজপত্র, ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা ও অনন্তমূল প্রত্যেক ২ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে অপস্মার, উন্মাদ, পক্ষাঘাত, আধ্মান, কোষ্ঠনিগ্রহ, মিন্মিনভাষণ, উর্ধ্বজক্রগত বায়ু ও অন্যান্য নানাপ্রকার পীড়ার শান্তি হয়।

ছাগলাদ্যং ঘৃতম্

আজং চর্ম্মবিনির্ম্মুক্তং ত্যক্তশৃঙ্গখুরাদিকম্। পঞ্চমূলীদ্বয়ঞ্চৈব জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।। তেন পাদাবশেষেণ

• ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। জীবনীয়ৈঃ সযষ্ট্যাহ্বৈঃ ক্ষীরঞ্চৈব শতাবরীম্।। ছাগলাদ্যমিদং নাম্না সর্ব্ববাত-বিকারনৎ। অর্দ্দিতে কর্ণশূলে চ বাধির্য্যে মূকমিন্মিনে।। জড়গদগদপঙ্গুনাং খঞ্জে গৃধ্রসিকব্জয়োঃ। অপতানেহ্পত্রস্থে চ সর্পিরেতৎ প্রশস্যতে।। পৃথগর্দ্ধতুলাং পঞ্চ-মূলদ্বন্দ্বজমাংসয়োঃ। নিঃক্বাথ্য সলিল-দ্রোণে ক্বাথে পাদাবশেষিতে।। (অত্র যষ্টিমধুভাগদ্বয়মিতি শিবদাসঃ)। ঘৃতারম্ভে মন্ত্রঃ—ওঁ কালি বজ্রেশ্বরি অমুকস্য ফলসিদ্ধিং দেহি রুদ্রবচনেন স্বাহা স্নাপয়িত্বা চ্ছাগমাদৌ মধু দত্ত্বা ললাটকে। উদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখো বা ভিষগেনমুপালভেৎ।। ছাগমারণমন্ত্রঃ—ওঁ হাং ওঁ গাং গণপতয়ে স্বাহা।।

ঘৃত ৪ সের। ছাগমাংস ৫০ পল, দশমূল ৫০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দুগ্ধ ৪ সের, শতমূলীর রস ৪ সের। কল্কার্থ জীবনীয়দশক (জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, যষ্টিমধু) ও যষ্টিমধু মিলিত ১ সের। এই ঘৃত পান করিলে অর্দ্দিত, কর্ণশূল, বধিরতা, বাক্‌শক্তিরাহিত্য, মিন্মিন ভাষণ, অস্পষ্টভাষণ, জড়তা, পঙ্গুতা, খঞ্জতা, গৃধ্রসী, কুব্জত্ব, অপতানক ও অপতন্ত্রক প্রভৃতি নানাপ্রকার বায়ুরোগ নষ্ট হয়। (বৃন্দ বলেন, ছাগমাংস ৩২ পল ও দশমূল ৩২ পল ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ এবং জীবনীয়গণ ও যষ্টিমধুর কল্ক-সহ ঘৃত ৪ সের পাক করিবে। বৃন্দের মতই প্রচলিত)।

বৃহচ্ছাগলাদ্যং ঘৃতম্

ছাগমাংসতুলাং গৃহ্য দশমূল্যাঃ পলং শতম্। অশ্বগন্ধাপলশতং বাট্যালকশতং তথা।। জলদ্রোণে বিপক্তব্যং প্রত্যেকং পাদশেষিতম্। ঘৃতাঢ়কং পচেৎ ক্ষীরং শতাবর্য্যা রসং সমম্।। তাম্রপাত্রে দৃঢ়ে চৈব শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। অস্যৌষধস্য কল্কস্য প্রত্যেকং শুক্তিসম্মিতম্।। জীবন্তী মধুকং দ্রাক্ষা কাকোল্যৌ নীলমুৎপলম্। মুস্তং সচন্দনং রাস্না পর্ণিনীদ্বয়শারিবে।। মেদে দ্বে চ তথা কুষ্ঠং জীবকর্ষভকৌ শটী। দার্ব্বী প্রিয়ঙ্গু ত্রিফলা নতং তালীশপদ্মকৌ।। এলা পত্রং বরী নাগং জাতীকুসুমধান্যকম্। মঞ্জিষ্ঠা দাড়িমং দারু রেণুকং সৈলবালুকম্।। বিড়ঙ্গং জীরকঞ্চৈব পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ। বস্ত্রপূতে চ শীতে চ শর্করাপ্রস্থ-সংযুতম্।। নিধাপয়েৎ স্নিগ্ধভাণ্ডে মার্দ্দে বা ভাজনে শুভে। অস্যৌষধস্য সিদ্ধস্য শৃণু বীর্য্যমতঃ পরম্।। দেবদেবং নমস্কৃত্য সংপূজ্য গণনায়কম্। পিবেৎ পাণিতলং তস্য ব্যাধিং বীক্ষ্যানুপানতঃ।। সর্ব্ববাত-বিকারেষু অপস্মারে বিশেষতঃ। উন্মাদে পক্ষাঘাতে চ আষ্মানে কোষ্ঠনিগ্রহে।। কর্ণরোগে শিরোরোগে বাধির্য্যে চাপতন্ত্রকে। ভূতোন্মাদে চ গৃধ্রস্যাৎ সোদরে চাক্ষিপাতজে।। পার্শ্বশূলে চ হৃচ্ছুলে বাহ্যায়ামার্দ্দিতে তথা। বাতকণ্টকহৃদ্রোগ-মূত্রকৃচ্ছে সপঙ্গকে।। ক্রোষ্টশীর্ষে তথা খঞ্জে কব্জে চাধ্বনি মিন্মিনে। অপতানেহ্ন্তরায়ামে রক্তপিত্তে তথোর্দ্ধগে।। আনাহেহ্শোবিকারেষু চাতুর্থকজ্বরেহ্পি চ। হনুগ্রহে তথা শোষে ক্ষীণে চৈবাববাহুকে।। দণ্ডাপতানকে ভগ্নে দাহে চাক্ষেপকে তথা। জীর্ণজ্বরে বিষে কুষ্ঠে শেফঃস্তম্ভে মদাত্যয়ে।। আঢ্যবাতেহ্গ্নিমান্দ্যে চ বাতরক্তগদেষু চ। একাঙ্গরোগিণে চৈব তথা সর্ব্বাঙ্গরোগিণে।। হস্তকম্পে শিরঃকম্পে জিহ্বাস্তম্ভে জড়ে ভ্রমে। ক্ষীণেন্দ্রিয়ে নষ্টশুক্রে শুক্রনিঃসরণে তথা।। স্ত্রীণাং বাতাস্রপাতে চ পটলে চাক্ষিস্পন্দনে। একাঙ্গস্পন্দনে চৈব সর্ব্বাঙ্গস্পন্দনে তথা।। নগাদিপতিতে বাতে স্ত্রীণামপ্রাপ্তিহেতুকে। আভিচারিকদোষে চ মনঃসন্তাপসম্ভবে।। যে বাতপ্রভবা রোগা যে চ পিত্তসমুদ্ভবাঃ। শিরোমধ্যগতা যে চ জঙ্ঘাপার্শ্বাদিসংস্থিতাঃ।। মাতৃগ্রহাভিভূতশ্চ শিশুর্যশ্চ বিশুষ্যতি। প্রক্ষীণবলমাংসশ্চ ন বর্ত্মগমনক্ষম্।। ঘৃতেনানেন সিধ্যন্তি বজ্রমুক্তিরিবাসুরান্। নিহন্তি সকলান্ রোগান্ ঘৃতং পরমদুর্লভম্।। রসায়নং বহ্নিবলপ্রদঞ্চ বপুঃপ্রকর্ষং বিদধাতি রূপম্। দন্তাবলেন্দ্রেণ সমানতেজা দীর্ঘায়ুষং পুত্রশতং করোতি।। স্ত্রীণাং শতং গচ্ছতি চাতিরেকং ন যাতি তৃপ্তিং সরসঃ সমাঙ্গঃ। অপুত্রিণী পুত্রশতং করোতি শতায়ুষং কামসমং বলিষ্ঠম্।। মহদ্ ঘৃতং নাম তু ছাগলাদ্যং বিনির্ম্মিতং বাতনিসূদনঞ্চ। শিবং শুভং রোগভয়াপহঞ্চ চকার হারীতমুনির্বিশিষ্টঃ।। শৃগালবর্হিণোঃ পাকে পুমাংসং তত্র দাপয়েৎ। ময়ূরী জম্বূকী

ছাগী বীর্য্যহীনা স্বভাবতঃ। ভাবিতঃ কাশিরাজেন চ্ছাগ এব নপুংসকঃ।।

গব্য ঘৃত ১৬ সের। ক্বাথার্থ নপুংসক ছাগমাংস ১০০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দশমূল প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; অশ্বগন্ধা ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; বেড়েলা ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দুগ্ধ ১৬ সের, শতমূলীর রস ১৬ সের। কল্কার্থ জীবন্তী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, নীলোৎপল (অভাবে সুঁদিপুষ্পমূল) মুতা, রক্তচন্দন, রাস্না, মুগানী, মাষাণী, শ্যামালতা, অনন্তমূল, মেদা, মহামেদা, কুড়, জীবক, ঋষভক, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা, তগরপাদুকা, তালীশপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, এলাইচ, তেজপত্র, শতমূলী, নাগেশ্বর, জাতীপুষ্প, ধনে, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িম, দেবদারু, রেণুক, এলবালুক, বিড়ঙ্গ ও জীরা ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। তাম্রপাত্রে মৃদু অগ্নিতাপে পাক করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে ঘৃত ছাঁকিয়া লইয়া চিনি ২ সের মিলিত করিয়া মৃণ্ময়ভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ২ তোলা। ব্যাধি বিবেচনা করিয়া দুগ্ধাদি অনুপান ব্যবস্থা করিবে। এই ঘৃত বাতব্যাধির শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা পান করিলে অপস্মার, উন্মাদ, পক্ষাঘাত, আধ্মান, কোষ্ঠরোধ, কর্ণরোগ, শিরোরোগ, বধিরতা, অপতন্ত্রক, ভূতোন্মাদ, গৃধ্রসী এবং অন্যান্য নানাপ্রকার বাতজ ও পিত্তজ পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে। ইহা দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয়াদির শক্তিহীনতা নিবারণের মহৌষধ। কিছুদিন সেবন করিলে শরীর বিলক্ষণ পষ্ট ও ইন্দ্রিয়শক্তি প্রবল হইয়া উঠে।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

বাতব্যাধৌ পথ্যানি

অভ্যঙ্গো মর্দ্দনং বস্তিঃ স্নেহঃ স্বেদোহ্বগাহনম্। সংবাহনং সংশমনং প্রাবৃতির্বাতবর্জ্জনম্।। অগ্নিকর্ম্মোপ-নাহশ্চ ভূশয্যা স্নানমাসনম্। তৈলদ্রোণী শিরোবস্তিঃ শয়নং নস্যমাতপঃ।। সন্তর্পণং বৃংহণঞ্চ কিলাটো দধিকূর্চ্চিকা। সর্পিস্তৈলং বসা মজ্জা স্বাদ্বম্ললবণা রসাঃ।। নবীনাস্তিলগোধূমা মাষাঃ সংবৎসরোত্থিতাঃ। শালয়ঃ যষ্টিকাশ্চাপি কুলত্থানাং রসঃ সুরা।। গ্রাম্যা গোহ্শ্বতরোষ্ট্রাশ্ব-রাসভচ্ছাগলাদয়ঃ। আনূপাঃ কোলমহিষ-ন্যঙ্কুখড়্গিগজাদয়ঃ।। ঔদকা হংসকাদম্ব-চক্রমদ্গুরকাদয়ঃ। বিলেশয়া ভেকগোধা-নকুলশ্বা-বিদাদয়ঃ।। যথাশ্রয়ং যথাবস্থং যথাবরণমেব হি। বাতব্যাধৌ সমুৎপন্নে পথ্যমেতন্নৃণাং ভবেৎ।। চটকঃ কুক্কুটো বর্হী তিত্তিরিশ্চেতি জাঙ্গলাঃ। শিলিন্দঃ পর্ব্বতো নক্রো গর্গরঃ কবয়ীল্লিশঃ।। এরঙ্গশ্চল্লকী কূর্ম্মঃ শিশুমারস্তিমিঙ্গিলঃ। রোহিতো মদ্গুরঃ শৃঙ্গী বর্ম্মী চ কুলিশো ঝষাঃ।। পটোলং শিগ্রু বার্ত্তাকুর্ল্শুনং দাড়িমদ্বয়ম্। পক্বতালং রসালঞ্চ নলদম্বু পরূষকম্।। জম্বীরং বদরং দ্রাক্ষা নাগরঙ্গং মধুকজম্। প্রসারণী গোক্ষুরকঃ শুক্রাঙ্গী পারিভদ্রকঃ।। পয়াংসি চ পয়ঃপেটী রুবুতৈলং গবাং জলম্। মৎস্যণ্ডিকা চ তাম্বূলং ধান্যাম্লং তিন্তিড়ীফলম্।। স্নিগ্ধোষ্ণানি চ ভোজ্যানি স্নিগ্ধোষ্ণানুলেপনম্। বিশেষাদ্ বমনং কার্য্যমামাশয়-মুপাগতে।। পক্বাশয়স্থে মাংসস্থে তথা স্নিগ্ধবিরেচনম্। প্রত্যাধ্মানাধ্মানসংজ্ঞে বর্ত্তির্লঙ্ঘনদীপনম্।। অষ্ঠীলাখ্যে গুল্মবিধিঃ শুক্রস্থে ক্ষয়জিৎ ক্রিয়া। ত্বঙ্মাংসাসৃক্শিরাপ্রাপ্তে হিতং শোণিতমোক্ষণম্।।

তৈলাভ্যঙ্গ, অঙ্গমর্দ্দন, বস্তিক্রিয়া, স্নেহপ্রয়োগ, স্বেদ, অবগাহন, সংবাহন, সংশমন ঔষধ, বস্ত্রাদি দ্বারা শরীর আবরণ, বায়ুবর্জ্জন, অগ্নিকর্ম্ম, উপনাহ (পুলটিশ), ভূমিশয্যা, স্নান, উপবেশন, তৈলপূর্ণ দ্রোণীতে অবগাহন, শিরোবস্তি, শয়ন, নস্যপ্রয়োগ, আতপসেবন, সন্তর্পণক্রিয়া, পুষ্টিকর দ্রব্য, কিলাট, দধিকূর্চ্চিকা, ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা, মধুরদ্রব্য, অম্লদ্রব্য ও লবণরসযুক্ত দ্রব্য, নূতন গোধূম, নূতন তিল, নূতন মাষকলায়, সংবৎসরোষিত শালি এবং ষষ্টিক তণ্ডুল, কুলত্থকলায়ের যূষ, সুরা;

গো, অশ্বতর (গর্দ্দভীর গর্ভে ঘোটকের ঔরসজাত অথবা ঘোটকীর গর্ভে গর্দ্দভের ঔরসজাত জন্তু), উট, অশ্ব, গর্দ্দভ এবং ছাগ প্রভৃতি গ্রাম্য জন্তুর মাংস; শূকর, মহিষ, ন্যঙ্কু (বহুশৃঙ্গযুক্ত মৃগ) গণ্ডার ও হস্তি প্রভৃতি আনূপমাংস; হংস, কাদম্ব (শ্যামপক্ষ কলহংস), চক্রবাক এবং মদ্গু, বক প্রভৃতি ঔদকমাংস; ভেক, গোসাপ, নকুল ও শজারু প্রভৃতি বিলেশয় জন্তুর মাংস; চটক, কুক্কুট, ময়ূর ও তিত্তির প্রভৃতি জাঙ্গল-মাংস; শিলিন্দমৎস্য, পাবদামৎস্য, কুম্ভীর, গাগর মাছ, কইমাছ, ইলিশমাছ, এরঙ্গ (মৎস্যবিশেষ), চুলুকীমাছ (শিশুমারাকৃতি মৎস্য); কচ্ছপ, শিশুক, তিমিঙ্গিল মৎস্য, রোহিতমৎস্য, মদগুরুমৎস্য, শিঙ্গীমৎস্য, বানিমৎস্য, বেলেমৎস্য, ক্ষুদ্র মৎস্য এবং পটোল, সজিনা, বেগুন, রসুন, মধুর দাড়িম, অম্লদাড়িম, পাকা তাল, আম্র, নিম্ব, ফলসাফল, জামীরলেবু, কুল, কিস্‌মিস্‌, নারাঙ্গীলেবু, মউয়াফল, গন্ধভাদুলে, গোক্ষুর, নিসিন্দা, পালিধামাদার, দুগ্ধ, ডাব, এরণ্ডতৈল, গোমূত্র, গুড়ের মাত, পান, কাঁজি, তেঁতুল এই সকল বাতব্যাধিতে হিতকর। আমাশয়-বাতে স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্য ভক্ষণ এবং স্নিগ্ধ ও উষ্ণ প্রলেপন, বিশেষত বমন হিতজনক। পক্বাশয়গত এবং মাংসগত বাতে স্নিগ্ধ বিরেচন এবং আঘ্মান ও প্রত্যাঘ্মান-সংজ্ঞক বাতে বর্ত্তিপ্রয়োগ, লঙ্ঘন ও অগ্নিদীপ্তিকর দ্রব্য; অষ্ঠীলা নামক বাতরোগে গুল্মরোগবৎ পথ্য প্রয়োগ করিবে। শুক্রধাতুস্থ বাতে শোষরোগোক্ত পথ্য প্রয়োগ করিবে। ত্বক্ মাংস রক্ত এবং শিরাপ্রাপ্ত বাতরোগে রক্তমোক্ষণ হিতকর।

বাতব্যাধাবপথ্যানি

চিন্তাপ্রজাগরণবেগবিধারণানি ছর্দ্দিঃ শ্রমোঽনশনতা চণকাঃ কষায়াঃ। নীবারকঙ্গুশরবৈণবকোরদূষশ্যামাক-চূর্ণকুরুবিন্দমুখানি যানি।। ধান্যানি তানি তৃণজানি চ রাজমাষা মুদগাস্তড়াগসরিদম্বু যবাঃ করীরম্। জম্বুঃ কশেরুতৃণকং ক্রমুকং মৃণালং নিষ্পাববীজমপি তালফলাস্থিমজ্জা।। শালূকতিন্দুককঠিল্লকবালতালং শিম্বী চ পত্রভবশাকমুডুম্বরঞ্চ। শীতাম্বুরাসভপয়োঽপি বিরুদ্ধমন্নং ক্ষারোঽপি শুষ্কপললং ক্ষতজস্রুতিশ্চ।। ক্ষৌদ্রং কষায়কটুতিক্তরসা ব্যবায়ো হস্ত্যশ্বযানমপি চংক্রমণঞ্চ খট্টা। আঘ্মানিনোঽর্দ্দিতবতোঽপি পুনর্বিশেষাৎ স্নানং প্রদুষ্টসলিলং দ্বিজঘর্ষণঞ্চ।। নিঃশেষতস্তু পরিকীর্ত্তিত এষ বর্গো নৃণাং সমীরণগদেষু মুদং ন দত্তে।।

চিন্তা, রাত্রিজাগরণ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, বমন, পরিশ্রম, উপবাস, ছোলা, কষায়রস, উড়ীধান্য, কাঙ্গুনীধান্য, শরতৃণজাত ধান্য, বংশতণ্ডুল, কোদোধান্য, শ্যামাধান্য, চূর্ণক (ব্রীহি ভেদ), বনকুলত্থ প্রভৃতি সমস্ত তৃণধান্য, বরবটী, মুগ এবং তড়াগ ও নদীর জল, যব, বাঁশের কোঁড়, জামফল, কেশুর, চিনাঘাস, গুবাক, পদ্মমৃণাল, শিমবীজ ও তাল আঁটির শাঁস, কুমুদাদির মূল, গাব, করোলা, কচিতালের শাঁস, শিম, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি পত্রশাক, যজ্ঞডুমুর, শীতলজল, গাধার দুগ্ধ, বিরুদ্ধ দ্রব্য, ক্ষার, শুষ্কমাংস, রক্তমোক্ষণ, মধু, কষায় কটু ও তিক্তরস, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি যানে আরোহণ, পথপর্য্যটন ও খাটে শয়ন এইগুলি বাতরোগে অপথ্য। বিশেষত স্নান, দূষিত জল ও দন্তধাবন এই সমস্ত আঘ্মান রোগীর এবং অর্দ্দিতরোগীর বর্জ্জনীয়।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে বাতব্যাধ্যধিকারঃ।

বাতরক্তাধিকার

বাতরক্ত নিদানম্

লবণাম্লকটুক্ষার-স্নিগ্ধোষ্ণাজীর্ণভোজনৈঃ। ক্লিন্নশুষ্কাম্বুজানূপ-মাংসপিণ্যাকমূলকৈঃ।। কুলত্থমাষনিষ্পাব-শাকাদিপললেক্ষুভিঃ। দধ্যারনালসৌবীর-শুক্ততক্রসুরাসবৈঃ।। বিরুদ্ধাধ্যশনক্রোধ-দিবাস্বপ্নপ্রজাগরৈঃ। প্রায়শঃ সকুমারাণাং মিথ্যাহারবিহারিণাম্। স্থূলানাং সুখিনাঞ্চাপি কপ্যতে বাতশোণিতম্।। হস্ত্যাশ্বোষ্ট্রৈর্গচ্ছ-তশ্চাশ্নতশ্চ বিদাহ্যন্নং স বিদাহোঽশনস্য। কৃৎস্নং রক্তং বিদহত্যাশু তচ্চ দুষ্টং শীঘ্রং পাদয়োশ্চীয়তে তু।। তৎসম্পৃক্তং বায়ুনা দূষিতেন তৎপ্রাবল্যাদুচ্যতে বাতরক্তম্।। স্বেদোঽত্যর্থং ন বা কার্ষ্ণ্যং স্পর্শাজ্ঞত্বং ক্ষতেঽতিরুক্। সন্ধিশৈথিল্যমালস্যং সদনং পিড়কোদ্গমঃ।। জানুজঙ্ঘোরুকট্যংস-হস্তপাদাঙ্গসন্ধিষু। নিস্তোদঃ স্ফুরণং ভেদো গুরুত্বং সুপ্তিরেব চ।। কণ্ডূঃ সন্ধিষু রুগ্ ভূত্বা ভূত্বা নশ্যতি চাসকৃৎ। বৈবর্ণ্যং মণ্ডলোৎপত্তির্বাতাসৃক্পূর্ব্বলক্ষণম্।। বাতেঽধিকেঽধিকং তত্র শূলস্ফুরণভঞ্জনম্। শোথস্য রৌক্ষ্যং কৃষ্ণত্বং শ্যাবতা বৃদ্ধিহানয়ঃ।। ধমন্যঙ্গুলিসন্ধীনাং সঙ্কোচোঽঙ্গগ্রহোঽতিরুক্। শীতদ্বেষানপশয়ৌ স্তম্ভবেপথুসুপ্তয়ঃ।। রক্তে শোথোঽতিরুক্ তোদস্তাম্রশ্চিমিচিমায়তে। স্নিগ্ধরুক্ষৈঃ শমং নৈতি কণ্ডূক্লেদ-সমন্বিতঃ।। পিত্তে বিদাহঃ সম্মোহঃ স্বেদো মূর্চ্ছা মদস্তৃষা। স্পর্শাসহত্বং রুগ্‌রাগঃ শোথঃ পাকো ভৃশোষ্মতা।। কফে স্তৈমিত্যগুরুতা-সুপ্তিস্নিগ্ধত্বশীততাঃ। কণ্ডুমন্দা চ রুগ্‌দ্বন্দ্বে সর্ব্বলিঙ্গঞ্চ সঙ্করাৎ।।

লবণ, অম্ল, কটু, ক্ষার (যবক্ষারাদি), স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও অপক্ক বা দুর্জ্জর দ্রব্যভোজন, এবং জলচর ও অনুপচর জীবের পচা বা শুষ্ক মাংস, তিলকল্ক, মূলা, কুলত্থকলায়, মাষকলায়, শিম, শাকাদিদ্রব্য, মাংস, ইক্ষু, দধি, কাঁজি, সৌবীর (সন্ধানবিশেষ), শুক্ত (আচারবিশেষ), তক্র, সুরা, আসব, বিরুদ্ধ-ভোজন, অধ্যশন (পূর্ব্বাহার অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন), ক্রোধ, দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ এই সকল কারণে বাতরক্ত প্রকুপিত হয়। এই পীড়া প্রায় অযথা আহার-বিহারকারী কোমলাঙ্গ স্থূলকায় সুখী ব্যক্তিদিগেরই হইয়া থাকে।

যে-ব্যক্তি নিয়ত হস্তী, অশ্ব বা উষ্ট্র দ্বারা ভ্রমণ ও বিদাহজনক অন্ন ভোজন করে, তাহার সমস্ত রক্ত, ঐ ভুক্তান্নের বিদাহহেতু আশু বিদগ্ধ হইয়া থাকে এবং সেই বিদগ্ধ রক্ত, কুপিত বায়ু সহযোগে পদদ্বয়ে সঞ্চিত হয়। যদিও বাত ও রক্ত উভয়ই কুপিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে, তথাপি দোষত্ব বিষয়ে বায়ুরই প্রাবল্যহেতু ইহাকে রক্তবাত না-বলিয়া বাতরক্তই কহিয়া থাকে। বিদাহী অন্নভোজনে রক্ত ও হস্ত্যাদিগমনে বায়ু প্রকুপিত হয় এবং পদদ্বয় লম্বভাবে থাকাতে ঐ দুষ্ট রক্ত বায়ু-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পদদ্বয়েই সঞ্চিত হইয়া থাকে।

বাতরক্ত উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অত্যন্ত ঘর্ম্মাগম কিংবা একেবারেই ঘর্ম্মের অনির্গম, স্থানে-স্থানে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন, স্পর্শশক্তিলোপ, কোন কারণে কোন স্থানে ক্ষত হইলে, তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, সন্ধিসকলের শৈথিল্য, আলস্য, অবসন্নতা ও পিড়কার (ব্রণবিশেষ) উৎপত্তি হয় এবং জানু, জঙ্ঘা, উরু, কটি, স্কন্ধ, হস্ত, পদ ও সন্ধিসকলে সূচীবেধবৎ বেদনা, স্ফুরণ (স্পন্দনবিশেষ), বিদারণবৎ পীড়া, গুরুত্ব, স্পর্শশক্তির হ্রাস ও কণ্ডূ হয় এবং সন্ধিস্থলে বারংবার বেদনা হয় ও নিবৃত্তি পায়। তদ্ব্যতীত দেহে বিবর্ণতা ও চাকা-চাকা চিহ্নসকল প্রকাশিত হইয়া থাকে।

বাতরক্ত রোগে যদি বায়ুর কোপ অধিকতর হয়, তাহা হইলে শূল, স্ফুরণ ও ভঙ্গবৎ পীড়া এবং শোথের রুক্ষতা, কৃষ্ণ বা শ্যাববর্ণতা ও বাতরক্ত-লক্ষণের কখনও বৃদ্ধি, কখনও বা হ্রাস হয়। ধমনী অঙ্গুলি ও সন্ধিসকলের সঙ্কোচ, অঙ্গবেদনা, অতিশয় যাতনা, শীতসেবনে দ্বেষ ও শীতে অনুপশয়, স্তব্ধতা, কম্প ও স্পর্শশক্তির হ্রাস হইয়া থাকে এবং এই বাতরক্তে যদি রক্তকোপের প্রাবল্য থাকে, তাহা হইলে শোথ তাম্রবর্ণ, কণ্ডূক্লেদসমন্বিত, অতিশয় দাহ তোদ ও চিমিচিমি-বেদনাবিশিষ্ট হয়। স্নিগ্ধ ও রুক্ষক্রিয়া দ্বারা পীড়ার শান্তি হয় না। পিত্তাধিক্য বাতরক্তে দাহ, মোহ, ঘর্ম্মাগম, মূর্চ্ছা, মত্ততা ও তৃষ্ণা হয়। আর শোথ স্পর্শাসহ, দাহযুক্ত, রক্তবর্ণ এবং পাকান্বিত ও অতিশয় উষ্মবিশিষ্ট হয়। কফাধিক বাতরক্তে স্তৈমিত্য, গুরুত্ব, স্পর্শশক্তির অল্পতা, চাক্‌চিক্য, শৈত্য, কণ্ডূ ও অল্প-অল্প বেদনা হইয়া থাকে। দোষদ্বয়ের প্রাবল্যে তদুভয়দোষকৃত লক্ষণ এবং দোষত্রয়ের আধিক্যে ত্রিদোষকৃত লক্ষণসকলের মিলন হয়।

বাতরক্ত চিকিৎসা

উত্তানমথ গম্ভীরং দ্বিবিধং বাতশোণিতম্। ত্বঙ্মাংসাশ্রয়মুত্তানং গম্ভীরন্ত্বন্তরাশ্রয়ম্।।

বাতরক্ত দুই প্রকার, যথা উত্তান ও গম্ভীর। বাতরক্ত ত্বক্ ও মাংসাশ্রিত হইলে তাহাকে উত্তান এবং মেদ প্রভৃতি অন্তর্ব্বর্ত্তী-ধাতুগত হইলে তাহাকে গম্ভীর বাতরক্ত বলা যায়।

বাহ্যং লেপাভ্যঙ্গসেকোপনাহৈর্বাতশোণিতম্। বিরেকাস্থাপনস্নেহ-পানৈর্গম্ভীরমাচরেৎ।। দ্বয়োর্ম্মুঞ্চেদসৃক্ শৃঙ্গ-সূচ্যলাবুজলৌকসা। দেশাদ্ দেশং ব্রজেৎ স্রাব্য শিরাভিঃ প্রচ্ছনেন বা। অঙ্গগ্লানৌ ন তু স্রাব্যং রুক্ষবাতোত্তরে তু যৎ।।

প্রলেপ, অভ্যঙ্গ, পরিষেক ও উপনাহ দ্বারা বাহ্য অর্থাৎ উত্তান-বাতরক্তের এবং বিরেচন, আস্থাপন ও স্নেহপান দ্বারা গম্ভীর বাতরক্তের চিকিৎসা করিবে। শৃঙ্গ, সূচী, অলাবু ও জলৌকা দ্বারা উভয় বাতরক্তেরই রক্তমোক্ষণ করিবে। বাতরক্ত প্রসরণশীল অর্থাৎ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়, অতএব যে-স্থানে যাইবে সেই স্থানেই শিরাবেধ বা প্রচ্ছন (ঈষৎ বিদারণ) দ্বারা রক্তস্রাব করাইবে। কিন্তু রোগীর অঙ্গগ্লানি থাকিলে বা দেহ রুক্ষ ও বাতপ্রধান হইলে রক্তমোক্ষণ নিষিদ্ধ।

বাতশোণিতিনো রক্তং স্নিগ্ধস্য বহুশো হরেৎ। অল্পাল্পং রুক্ষয়েদ্ বায়ুং যথাদোষং যথাবলম্।।

বাতরক্ত-পীড়িত ব্যক্তিকে স্নেহপান করাইয়া, দোষ ও বল অনুসারে অল্প পরিমাণে পুনঃপুনঃ তাহার রক্তমোক্ষণ করিবে। রক্তমোক্ষণ বিষয়ে এরূপ সাবধান হইতে হইবে, যেন রক্তক্ষয় দ্বারা বায়ুর প্রকোপ না জন্মে।

উগ্রাঙ্গদাহতোদেষু জলৌকোভির্বিনির্হরেৎ। শৃঙ্গতুম্বীসূচিকাভিঃ কণ্ডুরুগ্বেপনান্বিতম্।।

উগ্র অঙ্গদাহ ও সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা থাকিলে জলৌকা দ্বারা এবং কণ্ডূ, বেদনা ও কম্প থাকিলে অলাবু, শৃঙ্গ ও সূচীবেধ দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে।

বিরেচনৈঃ স্নেহযুক্তৈর্নিত্যমেনং বিরেচয়েৎ।।

স্নেহযুক্ত বিরেচক ঔষধ দ্বারা বাতরক্ত রোগীর নিত্য বিরেচন করাইবে।

বিদধ্যাদসকৃচ্চাপি বস্তিকর্ম্ম যথাবলম্। ন হি বস্তিসমং কিঞ্চিদ্ বাতরক্তচিকিৎসিতম্।।

বল বিবেচনা করিয়া পুনঃপুনঃ বস্তিপ্রয়োগ করিবে। বস্তি বাতরক্তের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

ছিন্নোদ্ভবাকষায়েণ সেব্যং শুদ্ধং শিলাজতু। অমৃতাত্রিফলাক্বাথ-সংযুতা বা পলঙ্কষা।।

গুলঞ্চের ক্বাথের সহিত শোধিত শিলাজতু অথবা গুলঞ্চ ও ত্রিফলার ক্বাথের সহিত গুগগুলু সেবন করিলে বাতরক্ত প্রশমিত হয়।

গুড়ূচ্যাঃ স্বরসং কল্কং চূর্ণং বা ক্বাথমেব চ। প্রভূতকালমাসেব্য মুচ্যতে বাতশোণিতাৎ।।

গুড়ূচীর স্বরস, কল্ক, চূর্ণ বা ক্বাথ দীর্ঘকাল সেবন করিলে রোগী বাতরক্ত-মুক্ত হয়।

ঘৃতেন বাতং সগুড়া বিবন্ধং পিত্তং সিতাঢ্যা মধুনা কফঞ্চ। বাতাসৃগুগ্রং-রুবূতৈলমিশ্রা শুণ্ঠ্যামবাতং শময়েদ্ গুড়ূচী।।

গুড়ূচীর ক্বাথ ঘৃতের সহিত পান করিলে বাতরোগ; গুড়ের সহিত পান করিলে মলবিবদ্ধতা; চিনির সহিত পান করিলে পিত্তদুষ্টি; মধুর সহিত পান করিলে কফদুষ্টি; এরণ্ড তৈলের সহিত পান করিলে উগ্র বাতরক্ত এবং শুঁঠচূর্ণের সহিত পান করিলে আমবাত প্রশমিত হয়।

কটুকামৃতযষ্ট্যাহ্ব-শুণ্ঠীকল্কং সমাক্ষিকম্। গোমূত্রপীতং জয়তি সকফং বাতশোণিতম্।।

কটকী, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু ও শুঁঠ ইহাদের কল্ক (প্রত্যেক অর্দ্ধপোয়া) মধু সংযুক্ত করিয়া গোমূত্রের সহিত পান করিলে কফান্বিত বাতরক্ত বিনষ্ট হয়।

হরীতকীং প্রাশ্য সমং গুড়েন তিস্রোঽথবা পঞ্চ ততো গুড়ূচ্যাঃ। ক্বাথোঽনুপীতঃ শময়ত্যবশ্যং প্রভিন্নমাজানুজবাতরক্তম্।

তিনটি বা পাঁচটি হরীতকী, গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিলে পরে গুলঞ্চের ক্বাথ পান করিলে বাতরক্ত নিবৃত্ত হয়।

সিংহাস্যপঞ্চমূলী-চ্ছিন্নরুহৈরণ্ডগোক্ষুরকাথঃ। এরণ্ডতৈলরামঠ-সৈন্ধবচূর্ণান্বিতঃ পীতঃ।। প্রশময়তি বাতরক্তং তথামবাতং কটীশূলম্। মূত্রপুরীষবিবন্ধং ব্রধ্ন বিকারং সুদুর্ব্বারম্।।

বাসক, পঞ্চমূলী, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল ও গোক্ষুরের ক্বাথে এরণ্ড তৈল, হিঙ্গু ও সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতরক্ত, আমবাত, কটীশূল, মল-মূত্রবদ্ধতা ও সুদারুণ ব্রধ্নরোগ প্রশমিত হয়।

গন্ধর্ব্বহস্তবৃষগোক্ষুরকামৃতানাং মূলং বলেক্ষুরকয়োশ্চ পচেৎ তু ধীমান্। বাতাসৃগাশু বিনিহন্তি চিরপ্ররূঢ়-মাজানুগং স্ফুটিতমূর্দ্ধগতঞ্চ ধীমান্।। কফপিত্তপ্রশমনং কচ্ছূবীসর্পনাশনম্। বাতরক্তপ্রশমনং হৃদ্যং গুড়ঘৃতং স্মৃতম্। পিপ্পলীবর্দ্ধমানং বা সেব্যং পথ্যা গুড়েন বা।।

এরণ্ডমূল, বাসক, গোক্ষুর, গুড়ূচী, বেড়েলামূল, কুলেখাড়ার মূল এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে বহুদিনজাত বাতরক্ত, জানু পর্য্যন্ত স্ফুটিত বাতরক্ত ও ঊর্ধ্বগত বাতরক্ত আশু নষ্ট হয়। গুড় ও ঘৃত সমভাগে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কফ, পিত্ত, কচ্ছূ, বিসর্প ও বাতরক্ত নিবারিত হয়। ইহা হৃদ্য। গুড়-সহ পিপ্পলী এক-একটি বৃদ্ধি করিয়া সেবন করিলে অথবা গুড়-সহ হরীতকী সেবন করিলেও বাতরক্ত নষ্ট হয়।

পিত্তোত্তরে তু কাশ্মর্য্যা-দ্রাক্ষারগ্বধচন্দনৈঃ। মধুকক্ষীরকাকোলী-যুক্তং ক্বাথং সুশীতলম্।। শর্করামধুসংযুক্তং বাতরক্তে পিবেন্নরঃ। ধারোষ্ণং মূত্রসংযুক্তং ক্ষীরং দোষানুলোমনম্।। পিবেদ্ বা সত্রিবৃচ্চূর্ণং পিত্তরক্তা-বৃতানিলে। ক্ষীরেণৈরণ্ডতৈলং বা প্রয়োগেণ পিবেন্নরঃ।। বহুদোষো বিরেকার্থং জীর্ণে ক্ষীরৌদনাশনঃ।।

পিত্তাধিক বাতরক্তে গাম্ভারীফল, কিসমিস, সোঁদালের আঠা, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও ক্ষীরকাকোলী এই সকলের ক্বাথ শীতল হইলে ক্বাথের অষ্টমাংশের একাংশ চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তাধিক বাতরক্ত প্রশমিত হয়। ধারোষ্ণ দুগ্ধ গোমূত্র-সহ পান করিলে দোষের অনুলোম হয়। পিত্ত ও রক্তাধিক বাতরক্তে ধারোষ্ণ দুগ্ধ-সহ তেউড়ীমূলচূর্ণ পান করিলে ব্যাধি উপশমিত হয়। বহুদোষবিশিষ্ট বাতরক্ত রোগী বিরেচনার্থ দুগ্ধ-সহ এরণ্ড তৈল পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধ ও অন্ন আহার করিবে।

রক্তোত্তরং ক্ষীরঘৃতং মধুকোশীরবারিভিঃ। সেচনঞ্চাত্র কর্ত্তব্যমবিক্ষীরৈঃ ক্ষণং ক্ষণম্।। সহস্রশতধৌতেন ঘৃতেন রুধিরোত্তরে। লেপনং সুষ্ঠুশীতেন ঘৃতসর্জ্জরসেন বা। শীতৈর্নির্ব্বাপণৈশ্চাপি রক্তপিত্তোত্তরং জয়েৎ।।

রক্তাধিক বাতরক্তে যষ্টিমধু ও বেণার মূলের ক্বাথে দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত সংযুক্ত করিয়া মাখাইবে। মেষীদুগ্ধ দ্বারা পুনঃপুনঃ পরিষেচন করিবে। শতধৌত ঘৃত বা সহস্রধৌত ঘৃত মর্দ্দন করিবে। অথবা ঘৃত ও ধূনা একত্র মিশ্রিত করিয়া সুশীতল অবস্থায় তাহার লেপ দিবে। দাহ-প্রশমক সুশীতল দ্রব্যের প্রলেপ দ্বারা রক্তপিত্তোল্বণ বাতরক্ত জয় করিবে।

সরাগে সরুজে দাহে রক্তং বিস্রাব্য লেপয়েৎ। তিলাঃ পিয়ালং মধুকং বিসমূলঞ্চ বেতসম্। সঘৃতং পয়সা পিষ্টং প্রলেপো দাহরোগনুৎ।।

দাহ ও বেদনাযুক্ত রক্তাধিক বাতরক্তে রক্তমোক্ষণ করিয়া পরে তিল, পিয়াল, যষ্টিমধু, পদ্মমূল ও বেতস এই সকল দ্রব্য দুগ্ধ-সহ পেষণ ও ঘৃতসংযুক্ত করিয়া লেপ দিবে। ইহাতে বাতরক্ত-জন্য দাহ নষ্ট হয়।

মাহিষং নবনীতঞ্চ বলিনা পরিমিশ্রিতম্। গোমূত্রমিশ্রিতং কৃত্বা ক্ষীরেণ লবণেন চ।। তদেকত্র সমালোড্য বহ্নিনা ভাবয়েচ্ছনৈঃ। গাত্রমুদ্বর্ত্তয়েৎ তেন দেহস্ফুটনশান্তয়ে।।

মহিষের মাখনের সহিত গন্ধক উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। পরে তাহার সহিত গোমূত্র, দুগ্ধ ও সৈন্ধব মিশাইয়া আলোড়ন করত উষ্ণ করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে গাত্রস্ফুটন নষ্ট হয়।

গোধূমচূর্ণাজপয়োঘৃতঞ্চ সচ্ছাগদুগ্ধোরুবুবীজকল্কঃ। লেপো বিধেয়ঃ শতধৌতসর্পিঃ সেকে পয়শ্চা-বিকমেব শস্তম্।।

গোধূমচূর্ণ, ছাগদুগ্ধ ও ছাগঘৃত; ছাগদুগ্ধ ও এরণ্ডবীজ এবং শতধৌত ঘৃত বাতরক্ত রোগে এই ত্রিবিধ প্রলেপ ও মেষদুগ্ধ সেচন হিতকর।

এরণ্ডবীজমমৃতাং শতাহ্বাং জীরকং বলাম্। ছাগেন পয়সা পিষ্টা লেপয়েদসকৃদ্ ভিষক্।।

এরণ্ডবীজ, গুলঞ্চ, শুলফা, জীরক ও বেড়েলা এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া, তদ্দ্বারা পুনঃপুনঃ প্রলেপ দিবে।

রাস্নাং গুডূচীং মধুকং বলাঞ্চ পয়সা সহ। পিষ্টা প্রলেপয়েৎ তেন বাতরক্তং প্রশাম্যতি।।

রাস্না, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু ও বেড়েলা, দুগ্ধে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতরক্তের শান্তি হইয়া থাকে।

লেপস্তদ্বৎ তিলা ভৃষ্টাঃ পিষ্টাঃ পয়সি নির্ব্বৃতাঃ।।

খোলায় ভৃষ্ট ও দুগ্ধে নির্ব্বাপিত কৃষ্ণতিল, দুগ্ধে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে।

গৃহধূমো বচা কুষ্ঠং শতাহ্বা রজনীদ্বয়ম্। প্রলেপঃ শূলনুদ্ বাতরক্তে বাতকফোত্তরে।।

গৃহধূম (ঝুল), বচ, কুড়, শুলফা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া, তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে বাতকফোল্বণ বাতরক্তের বেদনা প্রশমিত হয়।

অমৃতাদিঃ

অমৃতানাগরধন্যাক-কর্ষত্রয়েণ পাচনং সিদ্ধম্। জয়তি সরক্তং বাতং সামং কুষ্ঠান্যশেষানি।।

গুলঞ্চ, শুঁঠ ও ধনে প্রত্যেক ২ তোলা করিয়া লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। সেই ক্বাথ পান করিলে বাতরক্ত, আমবাত ও নানাপ্রকার কুষ্ঠ প্রশমিত হয়।

বাসাদিঃ

বাসাগুডূচীচতুরঙ্গুলানামেরণ্ডতৈলেন পিবেৎ কষায়ম্। ক্রমেণ সর্ব্বাঙ্গজমপ্যশেষং জয়েদসৃগ্‌বাতভবং বিকারম্।।

বাসক, গুলঞ্চ ও সোঁদালফল ইহাদের ক্বাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্বাঙ্গগত বাতরক্ত নিবারিত হয়।

নবকার্ষিকঃ

ত্রিফলা নিম্বমঞ্জিষ্ঠা বচা কটুকরোহিণী। বৎসাদনী দারুনিশা কয়ায়ো নবকার্ষিকঃ।। বাতরক্তং তথা কুষ্ঠং পামানং রক্তমণ্ডলম্। কুষ্ঠং কাপালিকাকুষ্ঠং পানাদেবাপকর্ষতি।। পঞ্চরক্তিকমাষেণ কার্য্যোঽয়ং নবকার্ষিকঃ। কিন্ত্বেবং সাধিতে ক্বাথে যোগ্যমাত্রা প্রদীয়তে।।

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, নিম্ব, মঞ্জিষ্ঠা, বচ, কটকী, গুলঞ্চ ও দারুহরিদ্রা প্রত্যেক ১ কর্ষ পরিমিত অর্থাৎ সমুদায়ে ৯ কর্ষ। ইহাদের ক্বাথ পান করিলে বাতরক্ত, পামা, রক্তমণ্ডল, কুষ্ঠ ও কাপালিকাকুষ্ঠ নিবারিত হয়। (এ স্থলে ৫ রতিতে মাষা ধরিয়া তদনুসারে কর্ষের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে। আর উক্ত বিধানে ক্বাথ প্রস্তুত করিলেও অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিবে)।

পটোলাদিঃ

পটোলকটুকাভীরু-ত্রিফলামৃতসাধিতম্। ক্বাথং পীত্বা জয়েজ্জন্তুঃ সদাহং বাতশোণিতম্।।

পলতা, কটকী, শতমূলী, ত্রিফলা ও গুলঞ্চ ইহাদের ক্বাথ পান করিলে পিত্তজ বাতরক্ত ও তজ্জনিত দাহের শান্তি হয়।

নিম্বাদি চূর্ণম্

নিম্বামৃতাভয়া ধাত্রী প্রত্যেকঞ্চ পলোন্মিতম্। সোমরাজীপলং শুণ্ঠী বিড়ঙ্গৈড়গজাঃ কণাঃ।। যমানী চোগ্রগন্ধা চ জীরকং কটুকং তথা। খদিরং সৈন্ধবং ক্ষারং দ্বে হরিদ্রে চ মুস্তকম্।। দেবদারু তথা কুষ্ঠং কর্ষং কর্ষং প্রদাপয়েৎ। সর্ব্বং সংচূর্ণিতং কৃত্বা 'শ্লথ'বস্ত্রেণ ছানয়েৎ।। শাণমাত্রন্তু ভোক্তব্যং ছিন্নাক্বাথং পিবেদনু। মাসমাত্রপ্রয়োগেণ ভবেৎ কাঞ্চনসন্নিভঃ।। বাতশোণিতমত্যুগ্রং শ্বিতমৌড়ুম্বরং তথা। কোঠং চর্ম্মদলাখ্যঞ্চ সিধ্ম পামা চ বিপ্লুতা।। কণ্ডুবিচর্চ্চিকারূংষি দদ্রুমণ্ডলকিট্টিমম্। সর্ব্বাণ্যেব নিহন্ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা।। আমবাতকৃতং শোথমদরং সর্ব্বরূপিণম্। প্লীহানং গুল্মরোগঞ্চ পাণ্ডুরোগং সকামলম্।। সর্ব্বান্ কণ্ডুব্রণাংশ্চৈব হরতে নাত্র সংশয়ঃ। এতন্নিম্বাদিকং চূর্ণং প্রাহ নাগার্জ্জুনো মুনিঃ।।

নিমছাল, গুলঞ্চ, হরীতকী ও আমলকী ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল; সোমরাজী ১ পল, শুঁঠ, চাকুন্দা মূল, বিড়ঙ্গ, পিপুল, যমানী, বচ, জীরা, কটকী, খদিরকাষ্ঠ, সৈন্ধব, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুতা, দেবদারু ও কুড় প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমুদায় উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ৪ মাষা। অনুপান গুলঞ্চের ক্বাথ। এক মাস এই ঔষধ সেবন করিলে অতি প্রবল বাতরক্ত, শ্বিত্র, কোঠ, চর্ম্মদল, পামা, ব্রণ, কণ্ডু, প্লীহা, গুল্ম এবং আমবাত-জন্য শোথ প্রভৃতি নানাপ্রকার পীড়া প্রশমিত হয়।

ত্রিফলাগুগ্‌গুলুঃ

ত্রিফলাতিবিষাদারু-দার্ব্বীমস্তাপরূষকৈঃ। খদিরাসননক্তাহ্ব-গুড়ূচীনৃপপাদপৈঃ।। ভূনিম্বনিম্বকটকী-কলিঙ্গকূলকৈঃ সমৈ। ক্বাথং কৃত্বা ততঃ পূতং শৃতমষ্টগুণেহম্ভসি।। গুড়ুচ্যাস্তত্র সুকৃতং চূর্ণমর্দ্ধন্তু বারিণি। ক্ষিপ্ত্বা সুনূতনে ভাণ্ডে বাসয়েদ্রজনীগতম্।। সোমোপেতেন পূতেন কৌশিকং পরিভাবয়েৎ। ষড়্গুণেন তু সপ্তাহং শিলাজতুসমন্বিতম্।। শুক্তস্য তু পলান্যষ্টৌ সমাবাপ্য বিচক্ষণঃ। তাপ্যচূর্ণং পলার্দ্ধৈকং দ্বে পলে মধুসর্পিষোঃ।। একীকৃত্য সমং সর্ব্বং লিহ্যাৎ তু ত্রিফলাম্বুনা। তনুনা মুদ্গযূষেণ জাঙ্গলানাং রসেন বা।। জীর্ণেহজীর্ণে চ ভুঞ্জীত পুরাণাং শালিযষ্টিকম্। যথারোগং যথাসাত্ম্যং রসৈর্যূষৈশ্চ সংস্কৃতৈঃ।। ত্রিসপ্তাহপ্রয়োগেণ বাতরক্তং সুদারুণম্। নিহন্তি বীর্য্যতঃ ক্ষিপ্রং কুষ্ঠরোগান্ ব্রণানপি। ছিন্নং ভিন্নঞ্চ সন্ধত্তে ত্রিফলাখ্যো হি গুগ্‌গুলুঃ।।

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, আতইচ, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, মুতা, ফলসা, খদিরকাষ্ঠ, পিয়াশাল, ডহরকরঞ্জ, গুলঞ্চ, সোঁদালের আঠা, চিরতা, নিমছাল, কটকী, ইন্দ্রযব ও পটোলপত্র, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক অষ্টগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইবে। পরে ঐ ক্বাথের অর্দ্ধাংশ গুলঞ্চচূর্ণ উহাতে মিশ্রিত করিয়া নূতন পাত্রে এক রাত্রি রাখিয়া পর দিন ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর শিলাজতু ও গুগগুলু সমভাগে লইয়া উহাদের উভয়ের ৬ গুণ উক্ত ক্বাথ দ্বারা ৭ দিন ভাবনা দিবে। পরে উহার সহিত ১ সের শুক্ত, অর্দ্ধ পোয়া স্বর্ণমাক্ষিক, অর্দ্ধ পোয়া মধু ও অর্দ্ধ পোয়া ঘৃত মিশ্রিত করিবে। রোগীর অবস্থানুসারে ত্রিফলার জল বা পাতলা মুগের যূষ, কিংবা জাঙ্গল মাংসের রসের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় লেহন করিবে। এই গুগগুলু ৩ সপ্তাহ সেবন করিলে সুদারুণ বাতরক্ত, কুষ্ঠ ও ব্রণ নষ্ট হয় এবং ছিন্ন ও ভিন্ন সংযোজিত হয়।

অমৃতাগুগ্‌গুলুঃ

ত্রিপ্রস্থমমৃতায়াশ্চ প্রস্থমেকন্তু গুগ্‌গুলোঃ। প্রত্যেকং ত্রিফলাপ্রস্থং বর্ষাভূপ্রস্থমেব চ।। সর্ব্বমেকত্র সংকুট্য সাধয়েন্নল্বণেহম্ভসি। পুনঃ পচেৎ পাদশেষং যাবৎ সান্দ্রত্বমাগতম্।। দন্তীচিত্রকমূলানাং কণা বিশ্বফল-ত্রিকম্। গুড়ুচীত্বগ্বিড়ঙ্গানাং প্রত্যেকার্দ্ধপলং মতম্।। ত্রিবৃতাকর্ষমেকন্তু সর্ব্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ। সিদ্ধে উষ্ণে

ক্ষিপেৎ তত্র অমৃতাগুগ্‌গুলুং পরম্।। ততো যথাবলং খাদেদম্লপিত্তী বিশেষতঃ। বাতরক্তং তথা কুষ্ঠং গুদজান্যগ্নিসাদনম্।। দুষ্টব্রণং প্রমেহাংশ্চ আমবাতং ভগন্দরম্। নাড্যাঢ্যবাতং শ্বয়থুং হন্যাৎ সর্ব্বাময়াংস্তথা। অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতশ্চায়মমৃতাখ্যো হি গুগ্‌গুলুঃ।।

গুলঞ্চ ৬ সের; গুগগুলু, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী ও পুনর্নবা প্রত্যেক ২ সের; এই সকল দ্রব্য একত্র কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করত ১৬ সের থাকিতে নামাইবে। পরে ঐ ক্বাথ ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করত গাঢ় করিবে। তৎপরে ঈষদুষ্ণ থাকিতে দন্তী, চিতামূল, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, গুলঞ্চ, দারুচিনি ও বিড়ঙ্গ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক অর্দ্ধপল অর্থাৎ ৪ তোলা এবং তেউড়ীমূলচূর্ণ ২ তোলা ঐ গাঢ় ঈষদুষ্ণ ক্বাথে প্রক্ষেপ দিবে। ইহা রোগীর বলানুসারে সেবনে অম্লপিত্ত, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, অর্শ, অগ্নিমান্দ্য, দুষ্টব্রণ, প্রমেহ, আমবাত, ভগন্দর, নাড়ীব্রণ, ঊরুস্তম্ভ, শোথ এবং অন্যান্য রোগসকল নষ্ট হয়। অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্ত্তৃক এই অমৃতাগুগগুলু নির্ম্মিত হইয়াছে।

কৈশোরগুগ্‌গুলুঃ

বরমহিষলোচনোদরসন্নিভবর্ণস্য গুগ্‌গুলোঃ প্রস্থম্। প্রক্ষিপ্য তোয়রাশৌ ত্রিফলাঞ্চ যথোক্তপরিমাণাম্।। দ্বাত্রিংশচ্ছিন্নরুহাপলানি দেয়ানি যত্নেন। বিপচেদপ্রমত্তো দর্ব্ব্যা সংঘট্টয়ন্ মুহুর্যাবৎ।। অর্দ্ধক্ষয়িতং তোয়ং জাতং জ্বলনস্য সম্পর্কাৎ। অবতার্য্য বস্ত্রপূতং পুনরপি সংসাধয়েৎপাত্রে।। সান্দ্রীভূতে তস্মিন্নতার্য্য হিমোপলপ্রখ্যে। ত্রিফলাচূর্ণার্দ্ধপলং ত্রিকটোশ্চূর্ণং ষড়ক্ষপরিমাণম্।। ক্রিমিরিপুচূর্ণার্দ্ধপলং কর্ষং কর্ষং ত্রিবৃদ্দন্ত্যোঃ। পলমেকঞ্চ গুড়ূচ্যা দত্ত্বা সংমূর্চ্ছ্য যত্নেন।। উপযুজ্য চানুপানং যূষং ক্ষীরং সুগন্ধি সলিলঞ্চ। ইচ্ছাহারবিহারী ভেষজমুপযুজ্য সর্ব্বকালমিদম্।। তনুরোধি বাতশোণিতমেকজমথ দ্বন্দ্বজং চিরোত্থঞ্চ। জয়তি স্রুতপরিশুষ্কং স্ফুটিতঞ্চাজানুজঞ্চাপি।। ব্রণকাসকুষ্ঠগুল্মশ্বয়থুদরপাণ্ডুমেহাংশ্চ। মন্দাগ্নিঞ্চ বিবন্ধং প্রমেহপিড়কাশ্চ নাশয়ত্যাশু।। সততং নিষেব্যমাণঃ কালবশাদ্ধন্তি সর্ব্বগদান্। অভিভূয় জরাদোষং করোতি কৈশোরিকং রূপম্।। প্রত্যেকং ত্রিফলাপ্রস্থো জলমত্র ষড়াঢ়কম্। পাকায়ত্তং ফলং পাকে ক্বাথে পাকপ্রধানতা। তস্মাৎ ক্বাথবিধৌ নিত্যং যতিতব্যং চিকিৎসকৈঃ।।

শ্লথ পোট্টলীবদ্ধ মহিষাক্ষ গুগগুলু ২ সের, ত্রিফলা প্রত্যেক ২ সের, গুলঞ্চ ৪ সের, পাকার্থ জল ৯৬ সের। পাককালে মুহুর্ম্মুহু নাড়িবে। ৪৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং পোট্টলীস্থ গুগগুলু উক্ত ক্বাথে গুলিয়া পুনর্ব্বার লৌহপাত্রে চড়াইয়া পাক করিবে। ঘন হইলে নামাইয়া অতিশীতল হইলে ত্রিফলা (প্রত্যেক) চূর্ণ ৪ তোলা, ত্রিকটুচূর্ণ (মিলিত) ১২ তোলা, বিড়ঙ্গচূর্ণ ৪ তোলা, তেউড়ীমূলচূর্ণ ২ তোলা, দন্তীমূলচূর্ণ ২ তোলা, গুলঞ্চচূর্ণ ১ পল প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়িত করিবে। মাত্রা ১ তোলা। অনুপান চণকাদির যূষ, দুগ্ধ বা সুগন্ধি জল। ঔষধ সেবনকালে যথেচ্ছ আহার-বিহার করিতে পারা যায়। ইহাতে বাতরক্ত, সর্ব্বপ্রকার ব্রণ, কাস, কুষ্ঠ, গুল্ম, মেহ, অগ্নিমান্দ্য ও প্রমেহপিড়কা প্রভৃতি রোগ আশু নিবারিত হয়। নিয়মিতরূপেই ইহা ব্যবহার করিলে সর্ব্বপ্রকার রোগই কালে নিবারিত হয়। ঔষধের ক্বাথ পাক করিবার সময় চিকিৎসক সাতিশয় যত্নবান থাকিবেন, কারণ ফল, পাকায়ত্ত এবং ক্বাথে পাকেরই প্রাধান্য আছে।

রসাভ্রগুগ্‌গুলুঃ

কর্ষদ্বয়ং পারদস্য লৌহং গন্ধঞ্চ তৎসমম্। লৌহগন্ধসমঞ্চাভ্রং গুগ্‌গুলুং কুড়বদ্বয়ম্।। অমৃতায়া রসপ্রস্থে রসপ্রস্থে ফলত্রিকে। সান্দ্রীভূতে রসে তস্মিন্ গর্ভং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ।। ত্রিকটু ত্রিফলা দন্তী গুড়ূচী চেন্দ্রবারুণী।

বিড়ঙ্গং নাগপুষ্পঞ্চ ত্রিবৃতা চ সুচুর্ণিতম্।। প্রত্যেকং কর্ষমাদায় সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ। ভক্ষয়েৎ কোলমাত্রন্তু চ্ছিন্নাক্বাথানপানতঃ।। বাতরক্তং মহাঘোরং স্ফুটিতং গলিতং জয়েৎ। অষ্টাদশবিধং কষ্ঠং ক্রিমিরোগাশ্মরীং তথা।। ভগন্দরং গুদভ্রংশং শ্বেতকুষ্ঠং সকামলম্। অপচীং গণ্ডমালাঞ্চ পামাকণ্ডুবিচর্চ্চিকাঃ।। চর্ম্ম-কীলং মহাদদ্রু নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ। বাতরক্তবিনাশায় ধন্বন্তরিকৃতঃ পুরা। রসাভ্রগুগ্গুলুঃ খ্যাতো বাতরক্তেঽমৃতোপমঃ।।

পারদ, লৌহ, গন্ধক প্রত্যেক ৪ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, গুগগুলু ১ সের, গুলঞ্চ ২ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; ত্রিফলা মিলিত ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। এই দুই ক্বাথ একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার সহিত পারদাদি দ্রব্যসকল পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে তাহাতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তীমূল, গুলঞ্চ, রাখালশসার মূল, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর ও তেউড়ীমূল প্রত্যেক ২ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিবে। মাত্রা ১ তোলা। অনুপান গুলঞ্চের ক্বাথ। ইহা সেবন করিলে গলিত স্ফুটিত ঘোরতর বাতরক্ত রোগ এবং কুষ্ঠ, ক্রিমি, অশ্মরী, ভগন্দর, শ্বেতকুষ্ঠ, কণ্ডূ, চর্ম্মকীল, দদ্রু ও অন্যান্য নানাপ্রকার রোগ প্রশমিত হয়। বাতরক্ত বিনাশের নিমিত্ত ধন্বন্তরী এই রসাভ্রগুগগুলু প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা বাতরক্তে অমৃতের ন্যায় কার্য্য করে।

পুনর্নবাগুগ্গুলুঃ

পুনর্নবামূলশতং বিশুদ্ধং রুবুকমূলঞ্চ তথা প্রযোজ্য। দত্ত্বা পলং ষোড়শকঞ্চ শুণ্ঠ্যাঃ সঙ্কুট্য সম্যগ্ বিপচেদ্ ঘটেঽপাম্।। পলানি চাষ্টাবথ কৌশিকস্য তেনাষ্টশেষেণ পুনঃ পচেৎ তু। এরণ্ডতৈল কুড়বঞ্চ দদ্যাদ্ দত্ত্বা ত্রিবৃচ্চূর্ণপলানি পঞ্চ।। নিকুম্ভচূর্ণস্য পলং গুড়ূচ্যাঃ পলদ্বয়ঞ্চার্দ্ধপলং পলং বা। ফলত্রয়ত্র্যূষণচিত্রকাণি সিন্ধুত্থভল্লাতবিড়ঙ্গকানি।। কর্ষং তথা মাক্ষিকধাতুচূর্ণং পুনর্নবায়াঃ পলমেব চূর্ণম্। চূর্ণানি দত্ত্বা হ্যবতার্য্য শীতে খাদেন্নরঃ কর্ষসমপ্রমাণম্।। বাতাসৃজং বৃদ্ধিগদঞ্চ সপ্ত জয়ত্যবশ্যন্ত্বথ গৃধ্রসীঞ্চ। জঙ্ঘোরুপৃষ্ঠত্রিক-বস্তিজঞ্চ তথামবাতং প্রবলঞ্চ হন্তি।।

পুনর্নবার মূল ১০০ পল (১২।।০ সের), এরণ্ডমূল ১০০ পল, শুণ্ঠীচূর্ণ ১৬ পল, এই সকল ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে ছাঁকিয়া তাহার সহিত ১ সের গুগগুলু মিশাইয়া পুনরায় পাক করিবে। অনন্তর উহাতে এরণ্ডতৈল ।।০ অর্দ্ধসের, তেউড়ীচূর্ণ ৫ পল, দন্তীমূলচূর্ণ ১ পল, গুলঞ্চ ২ পল, ত্রিফলা ও ত্রিকটুচূর্ণ (প্রত্যেক) অর্দ্ধপল ও চিতা অর্দ্ধপল, সৈন্ধব লবণ ১ পল, ভেলা ১ পল, বিড়ঙ্গ ১ পল, স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা ও পুনর্নবা ১ পল প্রদান করিয়া পাক করিবে। পরে শীতল হইলে নামাইয়া (রোগীর বলানুসারে) ২ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। ইহাতে বাতরক্ত, গৃধ্রসী, বৃদ্ধি এবং জঙ্ঘা, উরু, পৃষ্ঠ, ত্রিক ও বস্তিগত আমবাত অতি প্রবল হইলেও নিবারিত হয়।

যোগসারামৃতঃ

শতাবরী নাগবলা বৃদ্ধদারকমুচ্চটাঃ। পুনর্নবামৃতা কৃষ্ণা বাজিগন্ধা ত্রিকণ্টকম্।। পৃথগ্দশপলান্যেষাং শ্লক্ষচূর্ণানি কারয়েৎ। তদর্দ্ধশর্করাযুক্ত-চূর্ণং সংমর্দ্দয়েদ্ বুধঃ।। স্থাপয়েৎ সুদৃঢ়ে পাত্রে মধ্বর্দ্ধাঢ়কসংযুতম্। ঘৃতপ্রস্থে সমালোড্য ত্রিসুগন্ধিপলেন তু।। তং খাদেদিষ্টচেষ্টাত্মা যথাবহ্নিবলং নরঃ। বাতরক্তং ক্ষয়ং কুষ্ঠং কার্শ্যং পিত্তপ্রসম্ভবম্।। বাতপিত্তকফোত্থাংশ্চ রোগানন্যাংশ্চ তদ্বিধান্। হত্বা করোতি পুরুষং বলীপলিতবর্জ্জিতম্। যোগসারামৃতো নাম লক্ষ্মীকান্তিবিবর্দ্ধনঃ।।

শতমূলী, গোরক্ষচাকুলে, বৃদ্ধদারক, ভূম্যামলকী, পুনর্নবা, গুলঞ্চ, পিপ্পলী, অশ্বগন্ধা, গোক্ষুর এই

সকল দ্রব্য প্রত্যেক ১০ পল লইয়া চূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণের অর্দ্ধপরিমাণ চিনি লইয়া মিশ্রিত করিবে। তাহার পর দৃঢ় ভাণ্ডে রাখিয়া তাহাতে ৮ সের মধু ও ৪ সের ঘৃত মিশ্রিত করিয়া দণ্ড দ্বারা আলোড়ন করিবে। পরে দারুচিনি, এলাইচ ও তেজপত্র প্রত্যেক ১ পল চূর্ণ করিয়া সুগন্ধি করিবার জন্য মিশ্রিত করিবে। রোগীর বল ও অগ্নি বিবেচনা করিয়া এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা বাতরক্ত, ক্ষয়রোগ, কুষ্ঠ, রক্তপিত্তজনিত কৃশতা, বাতজ পিত্তজ ও কফজ বিবিধ রোগ এবং পলিতাদি বৃদ্ধলক্ষণসমূহ দূরীভূত হয়। এই ঔষধ কান্তি ও শ্রীবর্দ্ধক।

অমৃতভল্লাতকাবলেহঃ

ভল্লাতকপ্রস্থযগং ছিত্ত্বা দ্রোণজলে ক্ষিপেৎ। প্রস্থদ্বয়ং গুড়ূচ্যাশ্চ ক্ষুণ্ণং তত্রাম্ভসি ক্ষিপেৎ।। চতর্থাংশাবশেষস্ত কষায়মবতারয়েৎ। বস্ত্রপূতে কষায়ে তু বক্ষ্যমাণানি নিক্ষিপেৎ।। শরাবমাত্রকং সর্পির্দুগ্ধং স্যাদাঢ়কং তথা। সিতাং প্রস্থমিতাং দদ্যাৎ প্রস্থার্দ্ধং মাক্ষিকং ক্ষিপেৎ। সর্ব্বাণ্যেকত্র ভাণ্ডে তু পচেন্মৃদ্বগ্নিনা শনৈঃ। সর্ব্বদ্রবে ঘনীভূতে পাবকাদবতারয়েৎ।। তত্র ক্ষেপ্যাণি চূর্ণানি ব্রূমো বিল্ববিষামৃতাঃ। বাকুচী চাথ দদ্রুঘ্নঃ পিচুমর্দ্দো হরীতকী।। অক্ষো ধাত্রী চ মঞ্জিষ্ঠা মরিচং নাগরং কণা। যমানী সৈন্ধবং মুস্তং ত্বগেলা নাগকেশরম্।। পর্পটিং পত্রকং বালমুশীরং চন্দনং তথা। গোক্ষুরস্য চ বীজানি কর্চূরো রক্তচন্দনম্।। পৃথক্ পলার্দ্ধমানানাং চূর্ণমেষামিহ ক্ষিপেৎ। পলমাত্রামিদং প্রাতঃ সমশ্নীয়াজ্জলেন হি।। নাশয়েদ-বলেহোহয়ং পথ্যান্যন্নানি খাদতঃ। কুষ্ঠানি বাতরক্তানি সর্ব্বাণ্যর্শাংসি সেবিতঃ।। ব্যায়ামমাতপং বহ্নিমম্লং মাংসং দধি স্ত্রিয়ম্। তৈলাভ্যঙ্গং তথাধ্বানং নরো ভল্লাতকী ত্যজেৎ।।

ভল্লাতকসকলের মুখ (নাক বা বৃন্ত) ছাড়াইয়া উহার ৪ সের এবং গুলঞ্চ ৪ সের কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করত ১৬ সের থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া একটি পাত্রে রাখিয়া উহাতে ২ সের ঘৃত, ১৬ সের দুগ্ধ, ২ সের চিনি, এই সকল দ্রব্য দিয়া ধীরে ধীরে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ঐ ক্বাথ ঘনীভূত হইলে অগ্নি হইতে নামাইয়া বেলশুঁঠ, আতইচ, গুলঞ্চ, সোমরাজী, চাকুন্দেবীজ, নিম, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, মঞ্জিষ্ঠা, মরিচ, শুঁঠ, পিপ্পলী, যমানী, সৈন্ধব, মুতা, দারুচিনি, এলাইচ, নাগকেশর, ক্ষেতপাপড়া, তেজপত্র, বালা, বেণার মূল, শ্বেতচন্দন, গোক্ষুরবীজ, শটী ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ৪ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে এবং শীতল হইলে ২ সের মধু মিশাইবে। এই ঔষধ প্রাতঃকালে ৮ তোলা (উপযুক্ত) মাত্রায় জলের সহিত সেব্য। এই অবলেহ সেবন করিলে কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও সর্ব্বপ্রকার অর্শ নিবারিত হয়। এই ভল্লাতকাবলেহ সেবনকালে ব্যায়াম, রৌদ্র, অগ্নিসন্তাপ, অম্লদ্রব্য, মাংস, দধি, স্ত্রীসম্ভোগ, তৈলাভ্যঙ্গ ও পথপর্য্যটন ত্যাগ করিবে।

রসপ্রয়োগঃ

বাতরক্তান্তকো রসঃ

পারদং গন্ধকং লৌহং ঘনং তালং মনঃশিলা। শিলাজতু পুরং শুদ্ধং সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ।। বিড়ঙ্গ-ত্রিফলাব্যোষং সোমরাজী[1] পুনর্নবা। দেবদারু চিত্রকঞ্চ দার্ব্বী শ্বেতাপরাজিতা।। চূর্ণমেষাং পৃথক্ তুল্যং সর্ব্বমেকত্র ভাবয়েৎ। ত্রিফলাভৃঙ্গরাজস্য রসেনৈব ত্রিধা ত্রিধা।। সম্ভাব্য ভক্ষয়েৎ পশ্চান্মাষমাত্রং দিনে দিনে। কৃত্বানুপানং নিম্বস্য পত্রং পুষ্পং ত্বচং সমম্।। শাণমাত্রং ঘৃতৈঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্ববাতবিকারনুৎ। বাতরক্তং মহাঘোরং গম্ভীরং সর্ব্বজং জয়েৎ। সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্তং সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যয়ম্।।

১. সোমরাজীত্যত্র অহিফেনমিতি রত্নাবলীধৃতঃ পাঠঃ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, হরিতাল, মনছাল, শিলাজতু, শোধিত গুগগুলু, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, সোমরাজী, পুনর্নবা, দেবদারু, চিতামূল, দারুহরিদ্রা, শ্বেত অপরাজিতা এই সমুদায় সমভাগে মর্দ্দন করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে ও ভৃঙ্গরাজের রসে যথাক্রমে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া মাষকলাই প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান নিম্বের পত্র, পুষ্প ও ত্বকের চূর্ণ অর্দ্ধতোলা এবং ঘৃত। ইহা কিছু দিন সেবন করিলে উপদ্রব-সংযুক্ত ঘোরতর বাতরক্ত রোগ নষ্ট হয়।

গুড়ূচ্যাদি লৌহম্

গুড়ূচীসারসংযুক্তং ত্রিকত্রয়সমাযুতম্। বাতরক্ত নিহন্ত্যাশু সর্ব্বরোগহরং হ্যয়ঃ।। (গুড়ূচীং কুট্টয়িত্বা পাত্রস্থজলে সংমর্দ্দ্য অধঃপতিতসারো বিশুষ্কো গ্রাহ্যঃ। ত্রিকত্রয়ং ত্রিফলাত্রিকটুত্রিমদাঃ। সর্ব্বসমং লৌহম্)।

গুলঞ্চের চিনি, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ত্রিমদ (বিড়ঙ্গ, চিতামূল, মুতা) প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ১০ তোলা; এই সমুদায় দ্রব্য জল দিয়া মাড়িয়া (৬ রতি প্রমাণ) বটিকা করিবে। ইহাতে বাতরক্ত প্রশমিত হয়। (ধনে ও পলতার জলের সহিত সেবনীয়। হস্তপদাদির জ্বালাতে ইহা বিশেষ উপকার করে)।

লাঙ্গল্যাদ্যং লৌহম্

বিশুদ্ধলাঙ্গলীমূল-ত্রিকটুত্রিফলৈস্তথা। দ্রাক্ষাগুগ্‌গুলুভিস্তুল্যং লৌহচূর্ণং নিযোজয়েৎ।। মাতুলুঙ্গরসেনৈব ত্রিফলায়া রসেন চ। বিমৃদ্য যত্নতঃ পশ্চাদ্ গুড়িকাং কোলসম্মিতাম্।। ভক্ষয়েন্মধুনা সার্দ্ধং শৃণু কুর্ব্বন্তি যান্ গুণান্। আজানস্ফটিতং ঘোরং সর্ব্বাঙ্গস্ফুটিতং তথা। তৎ সর্ব্বং নাশয়ত্যাশু সাধ্যাসাধ্যঞ্চ শোণিতম্।।

পরিষ্কৃত ঈশলাঙ্গলার মূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা ও গুগগুলু এই সকল দ্রব্য সমভাগ; ইহাদের সকলের সমান লৌহচূর্ণ; একত্র মিশ্রিত করিয়া টাবালেবুর রসে ও ত্রিফলার ক্বাথে মর্দ্দিত করত কুলপরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু। ইহাতে সর্ব্বাঙ্গস্ফুটিত এবং সাধ্যাসাধ্য সর্ব্বপ্রকার বাতরক্ত উপশমিত হয়।

তালভস্ম

হরিতালং পলং শুদ্ধং তথা কর্ষং বিষস্য চ। শ্বেতাঙ্কোঠরসেনৈব দ্বয়মেকত্র খল্লয়েৎ।। পলাশভস্ম দ্বিপলং নিধায় স্থালিকোপরি। তদ্ভস্মোপরি তালস্য গোলকং স্থাপয়েৎ সুধীঃ।। তস্যোপরি অপামার্গ-ভস্ম দদ্যাদ্ পলত্রয়ম্। স্থালীমুখে শরাবঞ্চ দদ্যাদ্ যত্নেন লেপয়েৎ।। লেপয়িত্বা ততশ্চল্ল্যামহোরাত্রং পচেদ্ ভিষক্। ততস্তু জায়তে ভস্ম শুদ্ধকর্পূরসন্নিভম্।। গুঞ্জাত্রয়ং ততো ভক্ষ্যমনুপানবিশেষতঃ। বাতরক্তঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ দদ্রুবিস্ফোটকাপচীঃ।। বিচর্চ্চিকাং চর্ম্মদলং বাতপিত্তঞ্চ শোণিতম্। রক্তপিত্তং তথা শোথং গলৎকুষ্ঠং বিনাশয়েৎ। হলীমকং তথা শূলমগ্নিমান্দ্যামরোচকম্।।

হরিতাল ১ পল, বিষ ২ তোলা; এই দ্রব্যদ্বয়কে শ্বেত-আঁকড়ার রসে খলে মর্দ্দন করিয়া একটি গোলক করিবে। পরে একটি স্থালীর নীচে ১৬ তোলা পলাশের ক্ষার রাখিয়া তাহার উপর ঐ গোলক রাখিয়া ২৪ তোলা অপামার্গের ক্ষার তাহার উপরে প্রদান করিবে, এবং স্থালীর মুখ শরার দ্বারা উত্তমরূপে বদ্ধ করিয়া লেপন করিবে। পরে দিবারাত্র চুল্লীর উপর পাক করিয়া পাকের পর হরিতালভস্ম শুদ্ধ কর্পূরের ন্যায় দেখিতে পাইবে। পরিমাণ ৩ রতি। অনুপানবিশেষে সেবন করিলে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, দদ্রু, বিস্ফোট, অপচী, বিচর্চ্চিকা, চর্ম্মদল, বাতপিত্ত, রক্তদুষ্টি, রক্তপিত্ত, শোথ,

গলৎকুষ্ঠ, হলীমক, শূল, অগ্নিমান্দ্য ও অরোচক রোগ বিনষ্ট হয়।

মহাতালেশ্বরো রসঃ

তথাসিদ্ধেন তালেন গন্ধতুল্যেন মেলয়েৎ। দ্বয়োস্তুল্যং জীর্ণতাম্রং বালুকাযন্ত্রগং পচেৎ।। অয়ং তালেশ্বরো নাম রসঃ পরমদুর্ল্লভঃ। হন্যাৎ কুষ্ঠানি সর্ব্বাণি বাতরক্তমথাপি চ। শূলমষ্টবিধং শ্বিত্রং রসস্তালেশ্বরো মহান্।।

পূর্ব্বোক্ত প্রণালীমতে হরিতাল ভস্ম করিয়া ঐ হরিতালভস্ম ও তত্তুল্য গন্ধক একত্র করিয়া উভয়ের সমান জারিত তাম্র প্রদান করিবে এবং বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। তাহা হইলে পরম দুর্লভ মহাতালেশ্বর নামক রস প্রস্তুত হইবে। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ, বাতরক্ত, অষ্ট প্রকার শূল ও শ্বিত্র রোগ উপশমিত হইবে।

বিশ্বেশ্বরো রসঃ

রসাদ্ দশ বিষাৎ পঞ্চ গন্ধকাদ্ দশ শোধিতাৎ। তুত্থাদ্ দশ পলাশস্য বীজেভ্যঃ পঞ্চ কারয়েৎ।। ক্ষুদ্রাশ্বমার-ধুস্তূর-করহাটকনীলিতঃ। দশকং দশকং কুর্য্যাচ্ছোষয়িত্বা জটাত্বচঃ।। দশকং দশকং দত্ত্বা কুচিলাদ্ দশ নূতনাৎ। ভল্লাতকাচ্চ দশকং চূর্ণয়িত্বা ভিষক্ ততঃ।। সুদিনে চ বলিং দত্ত্বা বৈদ্যঃ পূজাপরায়ণঃ। রক্তিকাদ্বিতয়ং দদ্যাৎ সহতে যদি বা ত্রয়ম্।। বাতরক্তং জ্বরং কুষ্ঠং খরস্পর্শমসৌখ্যদম্। আজানুস্ফুটিতং হন্তি বিষজং বাহ্নি নিঃসৃতম্।। কুষ্ঠমষ্টাদশবিধমগ্নিমান্দ্যমরোচকম্। বিশ্বেশ্বরো রসো নাম বিশ্বনাথেন ভাষিতঃ।।

শোধিত পারদ ১০ ভাগ, বিষ ৫ ভাগ, গন্ধক ১০ ভাগ, তুঁতে ১০ ভাগ, পলাশবীজ ৫ ভাগ, কণ্টকারী, করবীর, ধুতূরা, হাতজুরীলতা, নীলগাছ, জটামাংসী, দারুচিনি, প্রত্যেক ১০ ভাগ, নূতন কুঁচিলা ও ভেলা দশ-দশটি; এই সকল দ্রব্য গ্রহণ করত চূর্ণ করিবে। পূজাপরায়ণ বৈদ্য রোগীর অবস্থানুসারে ২ রতি অথবা ৩ রতি পর্য্যন্ত সেবন করিতে দিবেন। এই ঔষধ সেবনে বাতরক্ত, জ্বর, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, অরোচক ও বিষজ বিবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

দ্বাদশায়সঃ

গরুত্মান্ দরদস্তীক্ষ্ণং শর্ব্বাখ্যো বঙ্গশুক্তিকে। শুল্বঞ্চ গগনং ফেনং রুধিরঞ্চ ত্রিনেত্রকম্।। পাতাল-নৃপতিশ্চৈব বহ্নিমূলং সরামঠম্। ত্রিকটু ত্রিফলা শিগ্রু অজমোদা যমানিকা।। পিপ্পলীমূলং ভার্গী চ লশুনং জীরকদ্বয়ম্। আর্দ্রকস্য রসেনৈব বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্।। বাতরক্তং মহাকুষ্ঠং গলিতাঙ্গং ত্রিদোষজম্। শোথং কণ্ডূঞ্চ রুধিরং সর্ব্বমেতদ্ ব্যপোহতি।। মন্দানলামবাতঞ্চ শ্লেষ্মাণঞ্চ জলোদরম্। ঘ্রাণাক্ষিকর্ণজিহ্বানাং সর্ব্বরোগং বিনাশয়েৎ।।

স্বর্ণমাক্ষিক, হিঙ্গুল, লৌহ, রসসিন্দূর, বঙ্গ, শুক্তি, তাম্র, অভ্র, সমুদ্রফেন, কুঙ্কুম, স্বর্ণ, সীসা, চিতামূল, হিঙ্গ, ত্রিকট, ত্রিফলা, সজিনাবীজ, বনযমানী, যমানী, পিপুলমূল, বামনহাটী, রসুন, জীরা ও কৃষ্ণজীরা এই সমুদায় একত্র আদার রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে বাতরক্ত, গলিত ত্রিদোষজ কুষ্ঠ, কণ্ডূ, মন্দাগ্নি, আমবাত এবং চক্ষু কর্ণ নাসিকা ও জিহ্বা প্রভৃতির সকল প্রকার পীড়া নিবারণ হয়।

গুড়ূচী ঘৃতম্

গুড়ূচীকাথকল্কাভ্যাং সপয়স্কং শৃতং ঘৃতম্। হন্তি বাতং তথা রক্তং কুষ্ঠং জয়তি দুস্তরম্।।

ঘৃত ৪ সের, গুলঞ্চের ক্বাথ ১৬ সের, দুগ্ধ ৪ সের ও গুলঞ্চের কল্ক ১ সের। যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে বাতরক্ত ও কুষ্ঠ নিবারিত হয়।

শতাবরী ঘৃতম্

শতাবরীকল্কগর্ভং রসে তস্যাশ্চতুর্গুণে। ক্ষীরতুল্যং ঘৃতং পক্বং বাতশোণিতনাশনম্।।

শতমূলীর কল্ক ও স্নেহচতুর্গুণ রস দ্বারা যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। পাককালে ঘৃতের সমান দুগ্ধ দিবে। ইহাতে বাতরক্ত প্রশমিত হয়।

অমৃতাদ্যং ঘৃতম্

অমৃতা মধুকং দ্রাক্ষা ত্রিফলা নাগরং বলা। বাসারগ্বধবৃশ্চীর-দেবদারুত্রিকণ্টকম্।। কটুকা সবরী কৃষ্ণা কাশ্মর্য্যস্য ফলানি চ। রাস্নাক্ষুরকগন্ধর্ব্ব-বৃদ্ধদারঘনোৎপলৈঃ।। কল্কৈরেভিঃ সমৈঃ কৃত্বা সর্পিঃপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। ধাত্রীরসসমং দত্ত্বা বারি ত্রিগুণসংযুতম্।। সম্যক্ সিদ্ধন্তু বিজ্ঞায় ভোজ্যপানে প্রশস্যতে। বহুদোষান্বিতং বাতং রক্তেন সহ মূর্চ্ছিতম্।। উত্তানঞ্চাপি গম্ভীরং ত্রিকজঙ্ঘোরুজানুজম্। ক্রোষ্টুশীর্ষে মহাশূলে চামবাতে সুদারুণে।। বাতরোগোপসৃষ্টস্য বেদনাঞ্চাপি দুস্তরাম্। মূত্রকৃচ্ছ্রমুদাবর্ত্তং প্রমেহং বিষমজ্বরম্।। এতান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু বাতপিত্তকফোদ্ভবান্। সর্ব্বকালোপযোগেন বর্ণায়ুর্বলবর্দ্ধনম্। অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং শ্রেষ্ঠং ঘৃতমেতদনুত্তমম্।।

ঘৃত ৪ সের, আমলকীর রস ৪ সের, জল ১২ সের। কল্কার্থ যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, শুঁঠ, বেড়েলা, বাসক, সোন্দাল, শ্বেতপুনর্নবা, দেবদারু, গোক্ষুর, কটকী, শতমূলী, পিপুল, গাম্ভারীফল, রাস্না, কুলেখাড়া, এরণ্ড, বৃদ্ধদারক, মুতা ও নীলোৎপল সমভাগে এই সকল দ্রব্য প্রয়োগ করিয়া যথাবিহিত নিয়মানুসারে ঘৃত পাক করিবে। পানীয় ও ভোজ্যবস্তুর সহিত এই ঘৃত পান করিলে উত্তান ও গম্ভীর এবং ত্রিক জানু ও জঙ্ঘাশ্রিত বহুদোষযুক্ত বাতরক্ত, ক্রোষ্টুশীর্ষ, শূল, আমবাত, বাতজনিত বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও প্রমেহ প্রভৃতি বহুপ্রকার রোগ বিনষ্ট এবং বল বর্ণ ও আয়ু বর্দ্ধিত হয়।

গুড়ূচী তৈলম্

গুড়ূচীক্বাথকল্কাভ্যাং সিদ্ধং তৈলং প্রযত্নতঃ। বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু নাত্র কার্য্যা বিচারণা।।

গুলঞ্চের ক্বাথ ১৬ সের ও কল্কার্থ গুলঞ্চ ১ সের-সহ তিলতৈল ৪ সের পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে বাতরক্ত ও পিত্ত-জন্য দাহ উপশমিত হয়।

মধ্যমগুড়ূচী তৈলম্

গুড়ূচীক্বাথকল্কাভ্যাং সিদ্ধং তৈলং পয়ঃসমম্। বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা।। একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব তথৈব সান্নিপাতিকম্। নাশয়েৎ তিমিরং ঘোরং গুড়ূচীতৈলমুত্তমম্।।

তিলতৈল ৪ সের, গুলঞ্চের ক্বাথ ১২ সের (কেহ বলেন ১৬ সের) ও কল্ক ১ সের। দুগ্ধ ৪ সের। এই তৈল মর্দ্দনে বাতরক্ত নষ্ট হয়।

বৃহদ্গুড়ূচী তৈলম্

শতং ছিন্নরুহায়াশ্চ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। তেন পাদাবশেষেণ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।। ক্ষীরং চতুর্গুণং দদ্যাৎ কল্কানেতান্ প্রযত্নতঃ। অশ্বগন্ধা বিদারী চ কাকোল্যৌ হরিচন্দনম্।। শতাবরী চাতিবলা শ্বদংষ্ট্রা বৃহতীদ্বয়ম্। ক্রিমিঘ্নং ত্রিফলা রাস্না ত্রায়মাণা চ শারিবা।। জীবন্তী গ্রন্থিকং ব্যোষং বাগুজী ভেকপর্ণিকা। বিশালা গ্রন্থিপর্ণঞ্চ মঞ্জিষ্ঠা চন্দনং নিশা।। শতাহ্বা সপ্তপর্ণী চ কার্ষিকাণ্যুপকল্পয়েৎ। পানাভ্যঞ্জননস্যেষু

বাতরক্তে প্রযোজয়েৎ।। বাতরক্তমুদাবর্ত্তং কুষ্ঠান্যষ্টদশৈব তু। হনুস্তম্ভং প্রমেহঞ্চ কামলাং পাণ্ডুতাং জয়েৎ।। বিস্ফোটঞ্চ বিসর্পঞ্চ নাড়ীব্রণভগন্দরম্। বিচর্চ্চিকাং গাত্রকণ্ডুং পাদদাহং বিশেষতঃ। এতৎ তৈলবরং শ্রেষ্ঠং বলীপলিতনাশনম্। আত্রেয়নির্ম্মিতঞ্চৈব বলবর্ণকরং স্মৃতম্।।

তিলতৈল ৪ সের। কাথার্থ গুলঞ্চ ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ অশ্বগন্ধা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, হরিচন্দন, শতমূলী, গোরক্ষচাকলে, গোক্ষর, বৃহতী, কণ্টকারী, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, রাস্না, বলাডুমুর, অনন্তমূল, জীবন্তী, পিপুলমূল, ত্রিকটু, হাকুচবীজ, থুলকুড়ি, রাখালশসার মূল, গেঁটেলা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, শুলফা ও ছাতিমছাল প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল পান অভ্যঙ্গ ও নস্যার্থে ব্যবহার্য্য। এই তৈল মর্দ্দনে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, প্রমেহ, কামলা, পাণ্ডু, বিস্ফোট, বিসর্প, ভগন্দর, হস্তপদাদির দাহ ও নানাপ্রকার বাতপৈত্তিক রোগ নষ্ট হয়।

মহারুদ্রগুড়ূচী তৈলম্

অমৃতায়াস্তুলাং সম্যগ্‌জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। পিচুমর্দ্দত্বচং ক্ষুণ্ণাং ভাজনপ্রতিমাং তথা।। জলদ্রোণে বিনিষ্কাথ্য গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্। প্রস্থঞ্চ কটুতৈলস্য গোমূত্রঞ্চাপি তৎসমম্।। অমৃতা বাগুজী কুষ্ঠী করবীফলত্রিকম্। দাড়িম্বং নিম্ববীজঞ্চ রজন্যৌ বৃহতীদ্বয়ম্।। নাগবলা ত্রিকটুকং পত্রং মাংসী পুনর্নবা। গ্রন্থিকং বিকসাশ্বহ্বা শতপুষ্পা চ চন্দনম্।। শারিবে দ্বে সপ্তপর্ণো গোময়স্য রসস্তথা। এষাং কর্ষমিতৈর্ভাগৈঃ সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা।। বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু সর্ব্বোপদ্রবসংযুতম্। কুষ্ঠঞ্চাষ্টাদশবিধং বিসর্পঞ্চ ব্রণাময়ম্। মহারুদ্রগুড়ুচ্যাখ্যং তৈলং ভুবনদুর্লভম্।।

কটুতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ গুলঞ্চ ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; নিমছাল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোমূত্র ৪ সের। কল্কার্থ গুলঞ্চ, সোমরাজীবীজ, দন্তীমূল, করবীমূল, ত্রিফলা, দাড়িমবীজ, নিম্ববীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বৃহতী, কণ্টকারী, গোরক্ষচাকলে, ত্রিকট, তেজপত্র, জটামাংসী, পুনর্নবা, পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, অশ্বগন্ধা, শুলফা, রক্তচন্দন, শ্যামালতা, অনন্তমূল, ছাতিমছাল ও গোময়রস প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা মর্দ্দন করিলে সকল প্রকার উপদ্রবযুক্ত বাতরক্ত, কুষ্ঠ বিসর্প ও ব্রণ নষ্ট হয়।

রুদ্র তৈলম্

পুনর্নবা নিশা নিম্বং বার্ত্তাকুর্বৃহতী ত্বচম্। কণ্টকারী করঞ্জশ্চ নির্গুণ্ডী বৃষমূলকম্।। অপামার্গং পটোলঞ্চ ধুস্তূরং দাড়িমীফলম্। জয়ন্তীমূলকং দন্তী প্রত্যেকং কার্ষিকদ্বয়ম্।। ত্রিফলায়াঃ প্রদাতব্যং দ্বিকর্ষঞ্চ পৃথক্ পৃথক্। দত্ত্বা ছিন্নরুহায়াশ্চ দ্বাত্রিংশচ্চ পলানি চ।। পাচয়েদ্ ভাজনং তোয়ং চতুর্ভাগাবশেষিতম্। কটুতৈলস্য চ প্রস্থং দুগ্ধঞ্চ তৎসমং ভবেৎ।। বাসকস্বরসপ্রস্থং মন্দমন্দেন বহ্নিনা। গন্ধং শটী চ কাকোলী চন্দনং গ্রন্থিকং নখী।। পূতিকা কেশরং কুষ্ঠং বচা কুন্দুরু শৈলজম্। হ্রীবেরং যষ্টিমধুকং জটামাংসী শিলারসম্।। রেণুকৈলাঞ্চ সরলং নালুকং কার্ষিকং ক্ষিপেৎ। রুদ্রতৈলমিদং খ্যাতং বাতরক্তং বিমুঞ্চতি।। অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং হন্ত্যস্থিমজ্জগতং পুনঃ। হস্তপাদাঙ্গুলীসন্ধি-গলিতং স্ফুটিতং তথা।। কৃষ্ণং শ্বেতং তথা রক্তং নানাবর্ণং সদাহকম্। পামাং বিচর্চ্চিকাং কণ্ডুং ছায়াং ত্বচঞ্চ কালিনীম্।। মসুরিকাং মণ্ডলঞ্চ জ্বলনঞ্চ বিসর্পকম্। নাড়ীব্রণং মর্ম্মহীনং গাত্রবৈবর্ণ্যদদ্রুকম্। নিহন্তি রক্তদোষঞ্চ ভাস্করস্তিমিরং যথা।।

কটুতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ গুলঞ্চ ৪ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; দুগ্ধ ৪ সের, বাসক রস ৪ সের। কল্কার্থ পনর্নবা, হরিদ্রা, নিমছাল, বেগুণ, বৃহতী, গুড়ত্বক, কণ্টকারী, করঞ্জ, নিসিন্দা, বাসকমূল,

আপাঙ্গ, পটোলপত্র, ধুতূরা, দাড়িমফলের ছাল, জয়ন্তীমূল ও দন্তী ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। ত্রিফলা পৃথক পৃথক ৪ তোলা। গন্ধার্থ কৃষ্ণাগুরু, শটী, কাঁকলা, চন্দন, গেঁটেলা, নখী, খটাশী, নাগেশ্বর, কুড়, বচ, কুন্দুরখোটী, শৈলজ, বালা, যষ্টিমধু, জটামাংসী, শিলারস, রেণুকা, এলাইচ, সরলকাষ্ঠ, নালকা প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দন করিলে অস্থিগত ও মজ্জাশ্রিত কণ্ঠ, হস্তপদাদির ক্ষত, পামা, বিচর্চ্চিকা, কণ্ডু, মসূরিকা, গাত্রবৈবর্ণ্য, দদ্রু, রক্তদোষ ও নানাপ্রকার ত্বগ্‌দোষ নিবারণ হয়।

মহারুদ্র তৈলম্

পুনর্নবা নিশা নিম্বং বার্ত্তাকুদাড়িমীফলম্। বৃহত্যৌ পূতিকামূলং বাসকং সিন্ধুবারকম্।। পটোলপত্রং ধুস্তূরমপামার্গং জয়ন্তিকা। দন্তী বরা পৃথক্ সর্ব্বং কর্ষদ্বয়মিতং পুনঃ।। বিষস্য দ্বিপলং দেয়ং পৃথগ্ ব্যোষং পলত্রয়ম্। প্রস্থঞ্চ সার্ষপং তৈলং প্রস্থাম্বু বৃষপত্রজম্।। গুডূচ্যাস্তু চতুঃষষ্টি-পলং ক্বাথরসেন চ। বারিপ্রস্থেন পক্তব্যং মহারুদ্রমিদং শুভম্।। বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু নানাদোষসমুদ্ভবম্। অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং হন্তি বর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।। ক্রিমিদুষ্টব্রণঞ্চৈব দাহং কণ্ডুং নিহন্তি চ। অস্বেদনং মহাস্বেদমভ্যঙ্গাদেব নশ্যতি।। (বাসারুদ্রগুডূচীতৈলমিত্যস্য সংজ্ঞান্তরম্)।

কটুতৈল ৪ সের, বাসকপত্ররস ৪ সের। ক্বাথার্থ গুলঞ্চ ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ পুনর্নবা, হরিদ্রা, নিমছাল, বেগুণ, দাড়িমফলের ছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটামূল, বাসকছাল, নিসিন্দা, পটোলপত্র, ধুতূরা, আপাঙ্গমূল, জয়ন্তী, দন্তী, ত্রিফলা প্রত্যেক ৪ তোলা, বিষ ১৬ তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ৩ পল। জল ৪ সের। এই তৈল মর্দ্দন করিলে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, দুষ্টব্রণ, কণ্ডু ও দাহ প্রভৃতি নিবারণ হয়। ইহা বর্ণ ও অগ্নিবর্দ্ধক। (এই মহারুদ্রতৈলকে বাসারুদ্রগুডূচী তৈলও কহে)।

বিষতিন্দুক তৈলম্

বিষতরুফলমজ্জপ্রস্থযুগ্মঞ্চ শিগ্রুস্বরসলকুচবারিপ্রস্থমেকৈকশশ্চ। কনকবরুণচিত্রাপত্রনির্গুণ্ডিকাম্মুক-স্বরসতুরগগন্ধাবৈজয়ন্তীরসশ্চ।। পৃথাগতি পরিকল্প্য প্রস্থযুগ্মেন যুগ্মং বিষতরুফলমজ্জাতুল্যতৈলং বিপক্বম্। লশুনসরলযষ্টীকুষ্ঠসিন্ধুত্থযুগ্মং দহনতিমিরকৃষ্ণাকল্কযুক্তং সুসিদ্ধম্।। হরতি সকলবাতান্ ঘোররূপানসাধ্যান্ প্রতিদিনমনুলোপাৎ সুপ্তবাতস্য জন্তোঃ। কুষ্ঠমষ্টাদশবিধং দ্বিবিধং বাতশোণিতম্। বৈবর্ণ্যং ত্বগ্‌গতান্ দোষান্ নাশয়ত্যাশু মর্দ্দনাৎ।।

তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ কুট্টিত কুঁচিলাবীজ ৪ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের; সজিনামূলের রস (অভাবে ক্বাথ) ৪ সের; মাদারমূল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; কালধুতূরা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; বরুণছাল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। চিতাপত্র ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; নিসিন্দাপত্ররস ৪ সের; (স্বরসের অভাবে ক্বাথ), অশ্বগন্ধার ক্বাথ ৪ সের; জয়ন্তীর রস ৪ সের (স্বরসের অভাবে ক্বাথ)। কল্কার্থ রসুন, সরলকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, কুড়, সৈন্ধব ও বিটলবণ, চিতামূল, হরিদ্রা ও পিপুল প্রত্যেক ১ পল। এই তৈল মর্দ্দন করিলে প্রবল বাতব্যাধি, অষ্টাদশবিধ কুষ্ঠ, দ্বিবিধ বাতরক্ত, বিবর্ণতা ও ত্বগ্‌দোষ আশু নিবারণ হয়।

মহাপিণ্ড তৈলম্

অমৃতায়াঃ পলশতং সোমরাজীতুলাং তথা। প্রসারণ্যাঃ পলশতং জলদ্রোণে পৃথক্ পচেৎ।। পাদশেষং গৃহীত্বা চ তৈলপ্রস্থং পচেদ্ ভিষক্। ক্ষীরং চতুর্গুণং দত্ত্বা মন্দমন্দেন বহ্নিনা।। পিণ্ডশালজনির্য্যাস-সিন্ধুবারফলত্রয়ম্। বিজয়াবৃহতীদন্তী-কঙ্কোলকপুনর্নবাঃ।। বহ্নিগ্রন্থিককুষ্ঠানি নিশে দ্বে চন্দনদ্বয়ম্।

পূতিপূতীকসিদ্ধার্থ-বাকুচীচক্রমর্দ্দকম্।। বাসানিম্বপটোলানি বানরীবীজমেব চ। অশ্বাহ্বা সরলং সর্ব্বং প্রতিকর্ষমিতং পচেৎ।। এতৎ তৈলবরং হন্তি বাতরক্তমসংশয়ম্। কুষ্ঠমষ্টাদশবিধং গ্রন্থিবাতং সুদারুণম্।। কায়গ্রহঞ্চামবাতং ভগন্দরগুদাময়ম্। জ্বরমষ্টবিধং হন্তি মর্দ্দনান্নাত্র সংশয়ঃ।।

তৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ গুলঞ্চ, সোমরাজী, গন্ধভাদুলে প্রত্যেক ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের (পৃথক পৃথক ক্বাথ), দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ শিলারস, ধুনা, নিসিন্দা, ত্রিফলা, সিদ্ধি, বৃহতী, দন্তীমূল, কাঁকলা, পুনর্নবা, চিতামূল, পিপুলমূল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চন্দন, রক্তচন্দন, খটাশী, করঞ্জ, শ্বেতসর্ষপ, সোমরাজীবীজ, চাকন্দাবীজ, বাসকছাল, নিমছাল, পটোলপত্র, আলকুশীবীজ, অশ্বগন্ধা ও সরলকাষ্ঠ প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে বাতরক্ত ও কুষ্ঠাদি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

দশপাকবলাতৈলম্

বলাকষায়কল্কাভ্যাং তৈলং ক্ষীরচতর্গুণম। দশপাকং ভবেদেতদ্ বাতাসৃগ্‌বাতপিত্তজিৎ।। ধন্যং পুংসবনঞ্চৈব নরাণাং শুক্রবর্দ্ধনম্। রেতোযোনিবিকারঘ্নমেতদ্বাতদ্ বিকারনুৎ।।

তৈল ৪ সের। বেড়েলার ক্বাথ ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। বেড়েলার কল্ক ১ সের; এইরূপ ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা দশবার যথাবিধি তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে বাতরক্ত ও বাতপিত্তরোগ নষ্ট হয়। ইহা শুক্রবৃদ্ধিকারক এবং রেতোদোষ, যোনিবিকার ও বাতবিকার-বিনাশক।

শারিবাদ্যতৈলম্

শারিবারিষ্টকুষ্মাণ্ড-পোতকীভস্মকাঘনাঃ। গুড়ুচীক্বাথদুগ্ধাভ্যাং কর্ম্মরঙ্গরসেন চ।। পচেৎ তৈলঞ্চ তিলজং দত্ত্বৈতানি ভিষগ্বরঃ। কাকোল্যৌ জীর(ব)কে মেদে শতাহ্বা ক্ষীরিণীযুতৈঃ।। জিঙ্গী সিক্থামৃতানন্তা-সর্জ্জসৈন্ধবচন্দনৈঃ। হন্যাদ্ বাতাসৃজং ঘোরং স্ফুটিতং গলিতং তথা।। চর্ম্মদলঞ্চ পামাদীংস্ত্বগ্‌দোষঞ্চ বিপাদিকম্। কুষ্ঠান্যর্শাংসি সর্ব্বাণি ব্রণশোথভগন্দরম্।। নাসাক্ষি বাতরক্তস্য বিকারৈরতিবর্দ্ধিতম্। তন্নিহন্যাচ্ছারিবাদ্যং তৈলমেতদ্ বিনিশ্চিতম্।।

তিলতৈল ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, কামরাঙ্গার রস ৪ সের। ক্বাথ্য দ্রব্য অনন্তমূল, নিমছাল, কুষ্মাণ্ড, পুঁইশাক, বিড়ঙ্গ, মাষাণী (বা গন্ধভাদুলিয়া) ও গুলঞ্চ, এই সকল দ্রব্য মিলিত ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মেদা, মহামেদা, শুলফা, ক্ষীরিণী (দুধলে), মঞ্জিষ্ঠা, মোম, গুলঞ্চ, অনন্তমূল, ধূনা, সৈন্ধবলবণ ও রক্তচন্দন, এই সকল দ্রব্য মিলিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈল ব্যবহার করিলে স্ফুটিত ও গলিত ভয়ঙ্কর বাতরক্ত, চর্ম্মদল, পামা, প্রভৃতি ত্বগ্‌দোষ, কুষ্ঠ, অর্শ, ব্রণশোথ ও ভগন্দর প্রভৃতি বিবিধ রোগ নিবারিত হয়।

শতাহ্বাদি তৈলম্

ক্বাথেন শতপুষ্পায়াঃ কুষ্ঠস্য মধুকস্য চ। একৈকং সাধয়েৎ তৈলং বাতরক্তরুজাপহম্।।

শুলফা, কুড়, কিংবা যষ্টিমধুর ক্বাথ-সহ যথাবিধি তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করিলে বাতরক্ত বিনষ্ট হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

বাতরক্তে পথ্যানি

যবষষ্টিকনীবার-কলমারুণশালয়ঃ। গোধূমাশ্চণকা মুদ্গাস্তুবর্য্যোঽপি মুকুষ্টকাঃ।। অজানাং মহিষীণাঞ্চ গবামপি পয়াংসি চ। লাবতিত্তিরিসর্পন্বিট্‌-তাম্রচূড়াদিবিষ্কিরাঃ।। প্রতুদাঃ শুকদাত্যূহ-কপোতচটকাদয়ঃ। উপোদিকা কাকমাচী বেত্রাগ্রং সুনিষণ্ণকম্।। বাস্তুকং কারবেল্লঞ্চ তণ্ডুলীয়ঃ প্রসারণী। পত্তুরো বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডং সর্পিঃ শম্পাকপল্লবম্।। পটোলং রুবূতৈলঞ্চ মৃদ্বীকা শ্বেতশর্করা। নবনীতং সোমবল্লী কস্তুরী সিত-চন্দনম্।। শিংশপাগুরুদেবাহ্ব-সরলং স্নেহমর্দ্দনম্। তিক্তঞ্চ পথ্যমুদ্দিষ্টং বাতরক্তগদে নৃণাম্।।

যব, যষ্টিকতণ্ডুল, উড়ীধান্য, কলমাধান্য, রক্তশালি, গোধূম, ছোলা, মুগ, অড়হর, বনমুগ, ছাগদুগ্ধ, মহিষদুগ্ধ, গোদুগ্ধ, লাব, তিত্তিরি, ময়ূর ও কুক্কুট প্রভৃতি বিষ্কির পক্ষী এবং শুক, ডাকপাখী, কবুতর, চটক প্রভৃতি প্রতুদ পক্ষীর মাংস, পুঁইশাক, কাকমাচী, বেতাগ্র, সুষুণিশাক, বেতোশাক, করলা, নটেশাক, গন্ধভাদুলিয়া, শালিঞ্চশাক, পাকা কুমড়া, ঘৃত, সোন্দালের কচি পাতা, পটোল, এরণ্ডতৈল, দ্রাক্ষা, পরিষ্কৃত চিনি, মাখন, সোমলতা, কস্তুরী, শ্বেতচন্দন, শিশুবৃক্ষ, অগুরু, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, তৈলাদি মর্দ্দন ও তিক্তদ্রব্য এই সমস্ত বাতরক্ত রোগে পথ্য।

বাতরক্তেঽপথ্যানি

দিবাস্বপ্নাগ্নিসন্তাপ-ব্যায়ামাতপমৈথুনম্। মাষাঃ কুলত্থা নিষ্পাবাঃ কলায়াঃ ক্ষারসেবনম্।। অম্বুজানূপ-মাংসানি বিরুদ্ধানি দধীনি চ। ইক্ষবো মূলকং মদ্যং পিণ্যাকোঽম্লানি কাঞ্জিকঃ।। কটূষ্ণগুর্ব্বভিষ্যন্দি-লবণানি চ শক্তবঃ। ইত্যপথ্যং নিগদিতং বাতরক্তগদে নৃণাম্।।

দিবানিদ্রা, অগ্নির উত্তাপ, ব্যায়াম, রৌদ্রসেবন, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, মাষকলায়, কুলত্থকলায়, শিম, মটরকলায়, ক্ষারসেবন, ঔদকমাংস, আনূপমাংস, বিরুদ্ধদ্রব্য, দধি, ইক্ষু, মূলা, মদিরা, তিলকল্ক, অম্লদ্রব্য, কাঁজি, কটুরস, উষ্ণবীর্য্য গুরুপাক ও কফকর দ্রব্য, লবণ ও ছাতু এই সমস্ত বাতরক্তরোগে অপথ্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে বাতরক্তাধিকারঃ।

উরুস্তম্ভ নিদানম্

শীতোষ্ণদ্রবসংশুষ্ক-গুরুস্নিগ্ধৈর্নিষেবিতৈঃ। জীর্ণাজীর্ণে তথায়াস সংক্ষোভস্বপ্নজাগরৈঃ।। সশ্লেষ্মমেদঃ-পবনঃ সামমত্যর্থসঞ্চিতম্। অভিভূয়েতরং দোষমূরূ চেৎ প্রতিপদ্যতে।। সক্থ্যস্থিনী প্রপূর্য্যান্তঃ শ্লেষ্মণা স্তিমিতেন চ। তদা স্তভ্নাতি তেনোরূ স্তব্ধৌ শীতাবচেতনৌ।। পরকীয়াবিব গুরূ স্যাত্যামতিভৃশব্যথৌ। ধ্যানাঙ্গমর্দ্দস্তৈমিত্য-তন্দ্রাচ্ছর্দ্দ্যরুচিজ্বরৈঃ।। স যুক্তৌ পাদসদন-কৃচ্ছ্রোদ্ধরণসুপ্তিভিঃ। তমূরুস্তম্ভমিত্যাহু-রাঢ্যবাতমথাপরে।।

শীতল, উষ্ণ, দ্রব, কঠিন, গুরু, লঘু, স্নিগ্ধ ও রুক্ষদ্রব্যসেবন; অনেকভাগ জীর্ণ অল্প অজীর্ণ এরূপ অবস্থায় ভোজন, পরিশ্রম, সংক্ষোভ (অত্যন্ত শরীরচালনা), দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ এই সকল কারণে কুপিত বায়ু দুষ্ট মেদ ও শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইয়া আমরসযুক্ত অতিসঞ্চিত পিত্তকে দূষিত করিয়া যখন উরুকে আশ্রয় করে, তখন ঐ বায়ু স্তিমিত শ্লেষ্মদ্বারা উরুর অস্থি পূর্ণ করিয়া উহাকে স্তব্ধ, শীতল, অচেতন, ভারাক্রান্ত ও অতিশয় বেদনার্ত করে। তাহাতে রোগী মনে করে যেন উরু তাহার নয়, অপরের, অর্থাৎ উত্তোলন ও গমনাদিক্রিয়ায় সামর্থ্য থাকে না। উরুস্তম্ভকে অনেকে আঢ্যবাত কহিয়া থাকেন। এই রোগে অতিচিন্তা, অঙ্গবেদনা, স্তৈমিত্য, তন্দ্রা, বমি, অরুচি ও জ্বর এবং পাদের অবসাদ স্পর্শানভিজ্ঞতা ও কষ্টে সঞ্চালন, এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

উরুস্তম্ভ চিকিৎসা

স্নেহাসৃক্স্রাববমন-বস্তিকর্ম্মবিরেচনম্। বর্জ্জয়েদাঢ্যবাতে তু যতস্তৈস্তস্য কোপনম্।। তস্মাদত্র সদা কার্য্যং স্বেদলঙ্ঘনরুক্ষণম্। আমমেদঃকফাধিক্যান্মারুতং পরিরক্ষতা।। যৎ স্যাৎ কফপ্রশমনং নতু মারুত-কোপনম্। তৎ সর্ব্বং সর্ব্বদা কার্য্যমূরুস্তম্ভস্য ভেষজম্।। সর্ব্বো রুক্ষঃ ক্রমঃ কার্য্যস্তত্রাদৌ কফনাশনঃ। পশ্চাদ্ বাতবিনাশায় বিধাতব্যাখিলা ক্রিয়া।।

উরুস্তম্ভ রোগে স্নেহপ্রয়োগ, রক্তমোক্ষণ, বমন, বস্তিকর্ম্ম ও বিরেচন এই সমুদয় বর্জ্জন করিবে, কারণ ইহাদের দ্বারা রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব আম মেদ ও কফের আধিক্য হইতে বায়ুকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত উরুস্তম্ভে স্বেদ লঙ্ঘন ও রুক্ষক্রিয়া কর্ত্তব্য। যাহা কফের প্রশমক অথচ বায়ুর প্রকোপক নহে, তাহাই ইহাতে প্রযোজ্য। প্রথমে কফনাশক সর্ব্বপ্রকার রুক্ষক্রিয়া কর্ত্তব্য, পশ্চাৎ বায়ুনাশের নিমিত্ত যাহা আবশ্যক, তৎসমুদায়ই করিবে।

রুক্ষণাদ্ বাতকোপশ্চেন্নিদ্রানাশার্ত্তিপূর্ব্বকঃ। স্নেহস্বেদক্রমস্তত্র কার্য্যো বাতাময়াপহঃ। প্রতারয়েৎ প্রতিস্রোতঃ সরিতং শীতলোদকাম্। সরশ্চ বিমলং শীতং স্থিরতোয়ং পুনঃপুনঃ।।

অতিরুক্ষণ দ্বারা বায়ুর প্রকোপহেতু নিদ্রানাশাদি উপদ্রব উপস্থিত হইলে বাতনাশক স্নেহস্বেদ প্রয়োগ করিবে। রোগীকে শীতল জলবিশিষ্ট নদীর স্রোতের বিপরীত দিকে কিংবা সরোবরের নির্ম্মল শীতল স্থির জলে পুনঃপুনঃ সন্তরণ করিতে দিবে।

কল্কৈর্দিহেচ্চ মূত্রাঢ্যৈঃ করঞ্জফলসর্ষপৈঃ। মূলৈর্বাপ্যশ্বগন্ধায়া মূলৈরর্কস্য বা ভিষক্।। পিচুমর্দ্দস্য বা মূলৈরথবা দেবদারুণঃ। দন্তীদ্রবন্তীসুরসাসর্ষপৈশ্চাপি বুদ্ধিমান্। তর্কারীসুরসাশিগ্রু-বচাবৎসকনিম্বকৈঃ।।

ডহরকরঞ্জার ফল ও সর্ষপ; কিংবা অশ্বগন্ধা, আকন্দ, নিম বা দেবদারুর মূল, অথবা দন্তী, ইন্দুরকাণি, রাস্না ও সর্ষপ; কিংবা জয়ন্তী, রাস্না, সজিনা, বচ, কুড়চি ও নিম গোমূত্রে বাটিয়া উরুস্তম্ভে তাহার প্রলেপ দিবে।

ক্ষৌদ্রসর্ষপবল্মীক-মৃত্তিকা-সংযুতং ভিষক্। কুর্য্যাৎ প্রলেপনং গাঢ়মূরুস্তম্ভে সবেদনে।।

সর্ষপচূর্ণ ও উয়ীমৃত্তিকা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া (ধুতূরাপাতার রসের সহিত পিষ্ট ও উষ্ণ করিয়া) বেদনাযুক্ত উরুস্তম্ভে গাঢ়রূপে প্রলেপ দিবে।

কৃষ্ণধুস্তূরমূলঞ্চ ফলঞ্চ খাখসাভিধম্। রসোনমরিচাজাজী-জয়ন্তীশিগ্রুসর্ষপাঃ।। সর্ব্বাণ্যেতানি মূত্রেণ পিষ্টান্যুষ্ণীকৃতানি চ। গাঢ়ং প্রলেপয়েদ্ বৈদ্য আঢ্যবাতে ভয়াবহে।।

কৃষ্ণধুতূরামূল, ঢেঁড়ীফল, রসুন, মরিচ, কৃষ্ণজীরা, জয়ন্তীপত্র, সজিনার ছাল ও সর্ষপ এই সমুদয় দ্রব্য গোমূত্রের সহিত পিষ্ট ও উষ্ণীকৃত করিয়া উরুস্তম্ভে গাঢ় প্রলেপ দিবে।

ভল্লাতকাদিঃ

ভল্লাতকামৃতাশুণ্ঠী-দারুপথ্যাপুনর্নবাঃ। পঞ্চমূলীদ্বয়োন্মিশ্রা উরুস্তম্ভনিবর্হণাঃ।।

ভেলা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, দেবদারু, হরীতকী, পুনর্নবা ও দশমূল ইহাদের ক্বাথ উরুস্তম্ভে হিতকর।

পিপ্পল্যাদিঃ

পিপ্পলীপিপ্পলীমূল-ভল্লাতক্বাথমেব বা। কল্কং মধুযুতং পীত্বা উরুস্তম্ভাদ্ বিমুচ্যতে।।

পিপুল, পিপুলমূল ও ভেলার মুটী ইহাদের ক্বাথ কল্ক বা চূর্ণ মধু-সহ সেবন করিলে উরুস্তম্ভ রোগ প্রশমিত হয়।

গ্রন্থিকারুষ্করকৃষ্ণানাং ক্বাথং ক্ষৌদ্রান্বিতং পিবেৎ। লিহ্যাদ্ বা ত্রিফলাচূর্ণং ক্ষৌদ্রেণ কটুকাযুতম্।।

পিপুলমূল, ভেলা ও পিপুল ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া কিংবা ত্রিফলাচূর্ণ ও কটকীচূর্ণ (মাত্রা অর্দ্ধতোলা) মধুর সহিত সেবন করিলে উরুস্তম্ভ বিনষ্ট হয়।

শিলাজতু গুগ্‌গুলুং বা পিপ্পলীমথ নাগরম্। উরুস্তম্ভে পিবেন্মূত্রৈর্দশমূলীরসেন বা।।

শিলাজতু, গুগগুলু, পিপুল কিংবা শুঁঠ ইহাদের কোন একটি গোমূত্র কিংবা দশমূলের ক্বাথের সহিত সেবন করিলে ঊরুস্তম্ভ রোগ বিনষ্ট হয়।

ত্রিফলা পিপ্পলী মুস্তং চব্যং কটুকরোহিণী। লিহ্যাদ্ বা মধুনা চূর্ণমূরুস্তম্ভার্দ্দিতো নরঃ।।

ত্রিফলা, পিপুল, মুতা, চই ও কটকী ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত (অর্দ্ধতোলা মাত্রায়) লেহন করিলে ঊরুস্তম্ভ নিবারিত হয়।

পিপ্পলীবর্দ্ধমানং বা মাক্ষিকেণ গুড়েন বা। ঊরুস্তম্ভে প্রশংসন্তি গণ্ডীরারিষ্টমেব চ।।

মধু বা পুরাতন গুড়ের সহিত পিপ্পলীবর্দ্ধমান যোগ কিংবা শোথোক্ত গণ্ডীরারিষ্ট ঊরুস্তম্ভে ব্যবস্থা করিবে। পিপ্পলীবর্দ্ধমান যোগের নিয়ম এই, যথা প্রত্যহ এক-একটি পিপ্পলী অধিক ভক্ষণ করিয়া পরে এক-একটি কমাইতে হয় অর্থাৎ প্রথম দিন ৫টি ভক্ষণ করিলে দ্বিতীয় দিনে ৬টি, তৃতীয় দিন ৭টি, এইরূপ ১০টি পর্য্যন্ত হইবে, পরে এক-একটি করিয়া মাত্রা হ্রাস করিবে।

কফক্ষয়ার্থং ব্যায়ামেষ্বেনং শক্যেষু যোজয়েৎ। স্থানান্যক্রাময়েৎ কল্যং প্রতিস্রোতো নদীমুখম্।।

ঊরুস্তম্ভ-রোগীর কফক্ষয়-নিমিত্ত উপযুক্ত ব্যায়াম, প্রভাতে উচ্চস্থানসমূহ লঙ্ঘন এবং নদীস্রোতের প্রতিকূলে সন্তরণ করাইবে।

সৈন্ধবাদ্যং হিতং তৈলং বর্ষাভ্বমৃতগুগ্গুলুঃ।।

ঊরুস্তম্ভরোগে বক্ষ্যমাণ সৈন্ধবাদ্য তৈল এবং বাতরক্ত অধিকারের পুনর্নবাগুগ্গুল ও অমৃতাগুগ্গুল হিতকর।

গুঞ্জাভদ্রো রসঃ

নিষ্কত্রয়ং শুদ্ধসূতং নিষ্কদ্বাদশগন্ধকম্। গুঞ্জাবীজঞ্চ ষড়্নিষ্কং জয়ন্তী নিম্ববীজকম্।। প্রত্যেকং নিষ্কমাত্রন্তু নিষ্কং জৈপালবীজকম্। জয়াজম্বীরধুস্তূর-কাকমাচীদ্রবৈর্দ্দিনম্।। ভাবয়িত্বা বটীং কুর্য্যাচ্চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণতঃ। গুঞ্জাভদ্রো রসো নাম্না হিঙ্গু-সৈন্ধবসংযুতঃ। শময়ত্যুল্বণং দুঃখমূরুস্তম্ভং সুদুর্জ্জয়ম্।।

পারদ ১৷৷০ তোলা, গন্ধক ৬ তোলা, শ্বেতকুঁচের বীজ ৩ তোলা, জয়ন্তীবীজ, নিম্ববীজ ও জয়পাল-বীজ প্রত্যেক ৷৷০ তোলা; এই সমুদায় জয়ন্তী, জামীরলেবু, ধুতুরা ও কাকমাচীর রসে ১ দিন ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। হিং ও সৈন্ধব লবণের সহিত সেব্য। ইহাতে উৎকট ঊরুস্তম্ভ রোগ নিবারিত হয়।

অষ্টকট্বর তৈলম্

পলাভ্যাং পিপ্পলীমূল-নাগরাদষ্টকট্বরঃ। তৈলপ্রস্থঃ সমো দধ্না গৃধ্রস্যূরুগ্রহাপহঃ। অষ্টকট্বরতৈলেঽস্মিন্ তৈলং সার্ষপমিষ্যতে।।

সার্ষপতৈল ৪ সের, দধি ৪ সের, কটর অর্থাৎ সসার দধি তক্র ৩২ সের। কল্কার্থ পিপুলমূল ২ পল, শুঁঠ ২ পল, (কেহ-কেহ বলেন, পিপুলমূল ও শুঁঠ মিলিত ২ পল)। যথাবিধি তৈলপাক করিয়া ব্যবহার করিলে গৃধ্রসী ও ঊরুস্তম্ভ বিনষ্ট হয়।

কুষ্ঠাদ্যং তৈলম্

কুষ্ঠশ্রীবেষ্টকোদীচ্যং সরলং দারু কেশরম্। অজগন্ধাশ্বগন্ধা চ তৈলং তৈঃ সার্ষপং পচেৎ। সক্ষৌদ্রং মাত্রয়া তস্মাদূরুস্তম্ভার্দ্দিতঃ পিবেৎ।।

সার্ষপতৈল ৪ সের, জল ১৬ সের। কল্কার্থ কড়, নবনীতখোটী, বালা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, নাগকেশর, বনযমানী ও অশ্বগন্ধা (মিলিত) ১ সের; এই তৈল পাক করিয়া মধুর সহিত পান করিলে উরুস্তম্ভ নিবারিত হয়।

মহাসৈন্ধববাদ্যং তৈলম্

সিন্ধূরুগ্নিশ্বপাসোগ্রা-ভার্গীযষ্টিস্থিরাফলৈঃ। দারুবিশ্বশটীধান্য-কৃষ্ণাকট্‌ফলপৌষ্করৈঃ।। দীপ্যকাতিবিষৈরণ্ড-নীলীনীলাম্বুজৈঃ পচেৎ। তৈলং সকাঞ্জিকং হন্তি পানাভ্যঞ্জননাবনৈঃ।। আমবাতং ক্রিমীন্ গুল্মান্ প্লীহোদরশিরোরুজঃ। মন্দাগ্নিং পক্ষসন্ধ্যাগু-বাতস্তম্ভগদানপি।।

তৈল ৪ সের। কল্কার্থ সৈন্ধব, কুড়, চিতা, বচ, বামুনহাটী, যষ্টিমধু, শালপাণি, জাতীফল, দেবদারু, শুণ্ঠী, শঠী, ধনে, পিপুল, কটফল, পুষ্করমূল, যমানী, আতইচ, ভেরেণ্ডামূল, নীলীবৃক্ষ ও নীলপদ্ম। এই সকল মিলিত ১ সের। কাঁজি ১৬ সের। এই তৈল যথাবিধানে পাক করিয়া পানে নস্যে ও অভ্যঙ্গে প্রয়োগ করিলে আমবাত উরুস্তম্ভ ও গুল্ম প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

উরুস্তম্ভে পথ্যানি

রুক্ষঃ সর্ব্ববিধঃ স্বেদঃ কোদ্রবা রক্তশালয়ঃ। যবাঃ কুলত্থাঃ শ্যামাকা উদ্দালাশ্চ পুরাতনাঃ।। শোভাঞ্জনঃ কারবেল্লং পটোলং লশুনানি চ। সুনিষণ্ণং কাকমাচী বেত্রাগ্রং নিম্বপল্লবম্।। পত্তূরো বাস্তুকং পথ্যা বার্ত্তাকুস্তপ্তবারি চ। শম্পাকশাকং পিণ্যাক-তক্রারিষ্টমধূনি চ।। কটুতিক্তকষায়াণিক্ষারসেবা গবাং জলম্। ব্যায়ামশ্চ যথাশক্তি স্থূলস্যাক্রমণানি চ।। স্বচ্ছে হ্রদে সন্তরণং প্রতিস্রোতোনদীষু চ। শ্লেষ্মাপহরণং যচ্চ ন চ মারুতকোপনম্। এতৎ পথ্যং নরৈঃ সেব্যমূরুস্তম্ভবিকারিভিঃ।।

সমস্ত রুক্ষক্রিয়া, স্বেদ, পুরাতন কোদোধান্য, রক্তশালি, যব, কুলত্থকলায়, শ্যামাধান্য, বনকোদ্রব, সজিনা, করলা, পটোল, রশুন, সুষণিশাক, কাকমাচী, বেতাগ্র, নিমপাতা, শালিঞ্চশাক, বেতোশাক, হরীতকী, বেগুন, গরমজল, সোন্দালপাতা, তিলাদির কল্ক, তক্র, অরিষ্ট, মধু, কটুদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য, কষায়দ্রব্য, ক্ষারসেবন, গোমূত্র, সামর্থ্যানুসারে ব্যায়াম, শরীরকর্ষণ, স্বচ্ছ জলবিশিষ্ট হ্রদে সন্তরণ স্রোতস্বিনী নদীর প্রতিকূলে সন্তরণ এবং যাহা কফনাশক অথচ বায়ুর প্রকোপক নহে, সেই সমস্ত উরুস্তম্ভ রোগীর হিতজনক।

উরুস্তম্ভেহ্পথ্যানি

গুরুশীতদ্রবস্নিগ্ধ-বিরুদ্ধাসাত্ম্যভোজনম্। বিরেচনং স্নেহনঞ্চ বমনং রক্তমোক্ষণম্। বস্তিঞ্চ ন হিতং প্রাহুরূরুস্তম্ভবিকারিণাম্।।

গুরুপাক, শীতবীর্য্য, দ্রববহুল, স্নিগ্ধ (ঘৃতাদিবহুল) দ্রব্য, সংযোগবিরুদ্ধ (যেমন মাংস ও দুগ্ধ, মৎস্য বা লবণের সহিত দুগ্ধসেবন) ও অসাত্ম্য (স্বাস্থ্যের অহিতকর) দ্রব্যসকল ভোজন, বিরেচন, স্নেহপ্রয়োগ, বমন, রক্তমোক্ষণ এবং বস্তিক্রিয়া উরুস্তম্ভ রোগীর পক্ষে এই সমস্ত অহিতকর।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে উরুস্তম্ভাধিকারঃ।

আমবাতাধিকার

আমবাত নিদানম্

বিরুদ্ধাহারচেষ্টস্য মন্দাগ্নের্নিশ্চলস্য চ। স্নিগ্ধং ভুক্তবতো হ্যন্নং ব্যায়ামং কুর্বতস্তথা।। বায়ুনা প্রেরিতো হ্যামঃ শ্লেষ্মস্থানং প্রধাবতি। তেনাত্যর্থং বিদগ্ধোঽসৌ ধমনীঃ প্রতিপদ্যতে।। বাতপিত্তকফৈর্ভূয়ো দূষিতঃ *সোঽন্নজো রসঃ। স্রোতাংস্যভিষ্যন্দয়তি নানাবর্ণোঽতিপিচ্ছিলঃ।। জনয়ত্যাশু দৌর্ব্বল্যং গৌরবং* হৃদয়স্য চ। ব্যাধীনামাশ্রয়ো হ্যেষ আমসংজ্ঞোঽতিদারুণঃ।। যুগপৎ কুপিতাবন্তস্ত্রিকসন্ধিপ্রবেশকৌ। স্তব্ধং বা কুরুতো গাত্রমামবাতঃ স উচ্যতে।। অঙ্গমর্দ্দোঽরুচিস্তৃষ্ণা আলস্যং গৌরবং জ্বরঃ। অপাকঃ শূনতাঙ্গানামামবাতস্য লক্ষণম্।। স কষ্টঃ সর্ব্বরোগাণাং যদা প্রকুপিতো ভবেৎ। হস্তপাদশিরোগুল্ফ-ত্রিকজানূরুসন্ধিষু।। করোতি সরুজং শোথং যত্র দোষঃ প্রপদ্যতে। স দেশো রুজ্যতেঽত্যর্থং ব্যাবিদ্ধ ইব বৃশ্চিকৈঃ।। জনয়েৎ সোঽগ্নিদৌর্ব্বল্যং প্রসেকারুচিগৌরবম্। উৎসাহহানিং বৈরস্যং দাহঞ্চ বহুমূত্রতাম্।। কুক্ষৌ কঠিনতাং শূলং তথা নিদ্রাবিপর্য্যয়ম্। তৃট্‌চ্ছর্দ্দিভ্রমমূর্চ্ছাশ্চ হৃদ্‌গ্রহং বিড়্‌বিবদ্ধতাম্। জাড্যান্ত্রকূজমানাহং কষ্টাংশ্চান্যানুপদ্রবান্।। পিত্তাৎ সদাহরাগঞ্চ সশূলং পবনানুগম্। স্তিমিতং গুরু কণ্ডূঞ্চ কফদুষ্টং তমাদিশেৎ।।

যুগপৎ ক্ষীরমৎস্যাদি বিরুদ্ধ আহার, অতিরিক্ত মৈথুন, ব্যায়াম ও জলপ্রতরণাদি বিরুদ্ধবিহার, অগ্নিমান্দ্য, গমনাগমনরাহিত্য, স্নিগ্ধান্নভোজী হইয়া ব্যায়ামকরণ, এই সকল কারণে আম অর্থাৎ অপক্ক আহাররস, বায়ু-কর্ত্তৃক আমাশয় সন্ধ্যাদি-কফস্থানে নীত ও তথায় অত্যন্ত দূষিত হইয়া ধমনীসমূহে উপস্থিত হয়। অনন্তর সেই আমাখ্য অন্নরস, বায়ু পিত্ত ও কফ দ্বারা অধিকতর দূষিত, অতিপিচ্ছিল ও বিবিধ বর্ণযুক্ত হইয়া স্রোতসকলকে ক্লেদযুক্ত করে। ইহাতে শরীর শীঘ্র দুর্ব্বল ও হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া থাকে। এই আমসংজ্ঞক ব্যাধি অতি ভয়ঙ্কর ও বিবিধ রোগের মূল। উক্তপ্রকারে

আমসংযুক্ত বায়ু এবং কফ যুগপৎ কুপিত হইয়া ত্রিক ও সন্ধিস্থলে প্রবেশ করত গাত্রকে স্তব্ধ করিয়া ফেলে, ইহার নাম আমবাত।

অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, তৃষ্ণা, আলস্য, দেহের গুরুতা, জ্বর, অপরিপাক ও শোথ এইগুলি আমবাতের সাধারণ লক্ষণ।

আমবাত প্রকুপিত হইলে, সকল রোগাপেক্ষাই কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। ইহাতে হস্ত, পদ, মস্তক, গুল্‌ফ, ত্রিক, জানু, ঊরু ও সন্ধিস্থলে বেদনাযুক্ত শোথ উৎপন্ন হয় এবং সেই দুষ্ট আম যে-স্থানকে আশ্রয় করে, সেই স্থানে বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় অত্যন্ত যাতনা উপস্থিত হয়। এই রোগে অগ্নিদৌর্ব্বল্য, মুখনাসাদি দিয়া জলস্রাব, অরুচি, দেহের গুরুতা, উৎসাহহানি, মুখবৈরস্য, দাহ, বহুমূত্র, কুক্ষিদেশে শূল ও কঠিনতা, নিদ্রাবিপর্যয়, পিপাসা, বমি, ভ্রম, মূর্চ্ছা, হৃদয়ে ব্যথা, মলবদ্ধতা, শরীরের জড়তা, অন্ত্রকূজন (পেটের নাড়ীতে অব্যক্ত ধ্বনি) ও আনাহ এবং অন্যান্য বিবিধ কষ্টপ্রদ উপদ্রবসকল উপস্থিত হইয়া থাকে।

পৈত্তিক আমবাতে গাত্রদাহ ও শরীর রক্তবর্ণ হয়। বাতজে শূলবৎ বেদনা; কফজে স্তৈমিত্য, গুরুতা ও কণ্ডূ হইয়া থাকে।

আমবাত চিকিৎসা

লঙ্ঘনং স্বেদনং তিক্তং দীপনানি কটূনি চ। বিরেচনং স্নেহনঞ্চ বস্তয়শ্চামমারুতে।।

আমবাত রোগে লঙ্ঘন, স্বেদক্রিয়া, তিক্ত কটু ও অগ্নিদীপক আহার, বিরেচন, স্নেহপান ও বস্তিপ্রয়োগ কর্ত্তব্য।

রুক্ষঃ স্বেদো বিধাতব্যো বালুকাপুটকৈস্তথা। উপনাহাশ্চ কর্ত্তব্যাস্তেঽপি স্নেহবিবর্জ্জিতাঃ।।

আমবাত পীড়ায় বালুকার পুটুলী উত্তপ্ত করিয়া, তদ্দ্বারা রুক্ষস্বেদ প্রদান এবং স্নেহবর্জ্জিত প্রলেপ বিধেয়।

শঙ্কর স্বেদঃ

কার্পাসাস্থিকুলত্থিকাতিলযবৈরেরণ্ডমূলাতসীবর্ষাভূশণশিগ্রুকাঞ্জিকযুতৈরেকীকৃতৈর্বা পৃথক্। স্বেদঃ স্যাদথ কূর্পরোদরশিরঃস্ফিক্‌পাণিপাদাঙ্গলিগুল্‌ফস্কন্ধকটীরুজা বিজয়তে সামাঃ সমীরানগাঃ।। (এতানি সমুদিতানি একৈকশো বা সংকুট্য কাঞ্জিকেন সংসিচ্য বস্ত্রেণ পোট্টলীদ্বয়ং বদ্ধা দীপ্তাগ্নিচুল্ল্যুপরিস্থিত-কাঞ্জিকস্থাল্যুপরিলিপ্তসচ্ছিদ্রশরাবস্থং বাষ্পতপ্তমেকৈকমানীয় বেদনাস্থানে স্বেদয়েৎ।)

কার্পাসবীজ, কুলত্থকলাই, তিল, যব, লাল ভেরেণ্ডামূল, মসিনা, পুনর্নবা, শণবীজ ও সজিনাবীজ, এই সকল দ্রব্যসমস্ত বা যাহা পাওয়া যায়, তাহা কুট্টিত ও কাঁজিতে সিক্ত করিয়া দুইটি পুটুলী বান্ধিবে এবং প্রজ্বলিত চুল্লীর উপর কাঁজিপূর্ণ একটি হাঁড়ি বসাইয়া ঐ হাঁড়ির মুখে একখানি বহুছিদ্রবিশিষ্ট শরা চাপা দিয়া সন্ধিস্থলে লেপ দিবে। ঐ শরার উপর ঔষধের পুটুলী দুইটি রাখিবে, একটি উষ্ণ হইতে থাকিবে, অপরটি দ্বারা স্বেদ দিবে, এরূপ ক্রমান্বয় পুটুলীদ্বয় দ্বারা স্বেদ দিলে কূর্পর, উদর, মস্তক, স্ফিক্ (পাছা), হস্ত, পদ, অঙ্গুলি, গুল্‌ফ, স্কন্ধ ও কটীদেশের আমবাতজনিত বেদনা বিনষ্ট হইবে।

আমবাতে পঞ্চকোল-সিদ্ধং

এই রোগে পঞ্চকোলের অর্থাৎ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুঁঠ ইহাদের সহিত সিদ্ধ অন্নপান ব্যবস্থেয়।

শুষ্কমূলকযূষং বা যূষং বা পঞ্চমৌলিকম্। রসকং কাঞ্জিকং বাপি শুণ্ঠীচূর্ণাবচূর্ণিতম্।।

শুষ্ক মূলার বা পঞ্চমূলের সহিত সিদ্ধ মুদ্গযূষ অথবা শুঁঠচূর্ণ-সংযুক্ত মাংসরস বা কাঁজি আমবাতে হিতকর।

শতপুষ্পাবচাবিশ্ব-শ্বদংষ্ট্রা বরুণত্বচঃ। সহদেবী চ বর্ষাভূঃ শটী চাপি প্রসারণী।। সতর্কারীফলং হিঙ্গু শুক্তকাঞ্জিকপেষিতম্। আমবাতহরং শ্রেষ্ঠং সুখোষ্ণং লেপনং হিতম্।।

শুলফা, বচ, শুঁঠ, গোক্ষুর, বরুণছাল, পীত বেড়েলা, পুনর্নবা, শটী, গন্ধভাদুলে, জয়ন্তীফল ও হিং, এই সকল দ্রব্য শুক্ত বা কাঁজির সহিত পেষিত এবং তাহা অল্প উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে আমবাতে বিশেষ উপকার করে।

অহিংস্রা কৈবুকং মূলং শিগ্রুর্বল্মীকমৃত্তিকা। মূত্রৈণৈতানি সংপিষ্য চোপনাহায় কল্পয়েৎ।।

কেলেকড়া, কেঁউমূল, সজিনাছাল ও উই মৃত্তিকা, এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে আমবাতের উপশম হয়।

চিত্রকং কটুকা পাঠা কলিঙ্গাতিবিষামৃতাঃ। দেবদারু বচা মুস্ত-নাগরাতিবিষাভয়াঃ। পিবেদুষ্ণাম্বুনা নিত্যমামবাতস্য ভেষজম্।।

চিতামূল, কটকী, আকনাদি, ইন্দ্রযব, আতইচ ও গুলঞ্চ অথবা দেবদারু, বচ, মুতা, শুঁঠ, আতইচ ও হরীতকী, ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত নিত্য সেবন করিলে আমবাত উপশমিত হয়।

শটীবিশ্বৌষধিকল্কং বর্ষাভূক্কাথসংযুতম্। সপ্তরাত্রং পিবেজ্জন্তুরামবাতবিনাশনম্।।

পুনর্নবার ক্বাথে শটী ও শুঁঠের কল্ক প্রক্ষেপ দিয়া সপ্তাহকাল সেবন করিলে আমবাত বিনষ্ট হয়।

ত্রিবৃৎসৈন্ধবশুণ্ঠীনামারনালেন চূর্ণিতম্। পীত্বা বিরিচ্যতে জন্তুরামবাতহরং পরম্।।

তেউড়ীচূর্ণ ১২ মাষা, সৈন্ধব লবণ ২ মাষা, শুণ্ঠীচূর্ণ ২ মাষা এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া কাঁজির সহিত পান করিলে বিরেচন হইয়া আমবাত প্রশমিত হয়।

সপ্তাহং ত্রিবৃতশ্চূর্ণং ত্রিবৃৎক্বাথেন ভাবিতক্। কাঞ্জিকেন তু তৎ পীতং রেচয়েদামবাতিনম্।।

তেউড়ীচূর্ণ, তেউড়ীর ক্বাথে সাতদিন ভাবনা দিয়া কাঁজির সহিত পান করিলেও বিরেচন হইয়া আমবাতের শান্তি হয়।

কর্ষং নাগরচূর্ণস্য কাঞ্জিকেন পিবেৎ সদা। আমবাতপ্রশমনং কফবাতহরঃ পরম্।।

শুঁঠচূর্ণ ২ তোলা (।।০ তোলা ব্যবহার) কাঞ্জিকের সহিত প্রতিদিন সেবন করিলে আমবাত ও কফবাত বিনষ্ট হয়।

শুণ্ঠীগোক্ষুরকক্বাথঃ প্রাতঃ প্রাতর্নিষেবিতঃ। সামবাতে কটীশূলে পাচনো রুক্প্রণাশনঃ।। (কোষ্ঠভেদে কর্ত্তব্যে যবক্ষারমত্র প্রক্ষিপন্তি)।।

শুঁঠ ১ ভাগ, গোক্ষুর ২ ভাগ; যথাবিধি ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে আমবাত ও কটীশূল নিবারিত হয়। এই ক্বাথ দোষের পাচক ও বেদনানিবারক। (কোষ্ঠভেদ আবশ্যক হইলে ইহাতে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিবে)।

আমবাতে কণাযুক্তং দশমূলীজলং পিবেৎ। খাদেদ্ বাপ্যভয়াবিশ্বং গুড়ূচীং নাগরেণ বা।।

আমবাতে দশমূলীর ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে কিংবা হরীতকীচূর্ণ ২ মাষা ও শুঁঠচূর্ণ ২ মাষা বাটিয়া উষ্ণজল-সহ অথবা গুলঞ্চ ও শুঁঠের ক্বাথ পান করিবে।

অমৃতানাগরগোক্ষুরমুণ্ডিতিকাবরুণকৈঃ কৃতং চূর্ণম্। মস্তারনালপীতমামানিলনাশনং খ্যাতম্।।

গুলঞ্চ, শুঁঠ, গোক্ষুর, মুণ্ডিরী ও বরুণবৃক্ষের মূল এই সকলের চূর্ণ দধির মাত কিংবা কাঁজির সহিত সেবন করিলে আমবাত প্রশমিত হয়।

রসোনাদিকষায়ঃ

রসোনবিশ্বনির্গুণ্ডী-ক্বাথমামার্দ্দিতঃ পিবেৎ। নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদামবাতস্য ভেষজম্।।

রসুন, শুঁঠ ও নিসিন্দা ইহাদের ক্বাথ পান করিলে আমবাত নষ্ট হয়। আমবাতের ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

দশমূলীকষায়েণ পিবেৎ বা নাগরাম্ভসা। কুক্ষিবস্তিকটীশূলে তৈলমেরণ্ডসম্ভবম্।।

দশমূলের বা শুঁঠের ক্বাথের সহিত এরণ্ডতৈল পান করিলে কুক্ষি বস্তি ও কটীশূল নিবারণ হয়।

আমবাতগজেন্দ্রস্য শরীরবনচারিণঃ। এক এব নিহন্তাসাবেরণ্ডস্নেহকেশরী।।

শরীররূপবনে বিচরণকারী আমবাতরূপ গজেন্দ্রের, এরণ্ডতৈলরূপ কেশরীই একমাত্র নিহন্তা অর্থাৎ এরণ্ডতৈল আমবাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এরণ্ডতৈলসংযুক্তাং হরীতকীং ভক্ষয়েন্নরো বিধিবৎ। আমানিলার্ত্তিযুক্তো গৃধ্রসীবৃদ্ধ্যর্দ্দিতো নিত্যম্।।

হরীতকীচূর্ণ এরণ্ডতৈলের সহিত অবলেহ করিলে আমবাত, গৃধ্রসী ও বৃদ্ধিরোগের শান্তি হইয়া থাকে।

রাস্নাপঞ্চকম্

রাস্নাং গুড়ূচীমেরণ্ডং দেবদারু মহৌষধম্। পিবেৎ সার্ব্বাঙ্গিকে বাতে সামে সন্ধ্যস্থিমজ্জগে।

রাস্না, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, দেবদারু ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ, সন্ধিগত অস্থিগত মজ্জাগত ও সর্ব্বাঙ্গগত আমবাতে প্রযোজ্য।

রাস্নাসপ্তকম্

রাস্নামৃতারগ্বধদেবদারু-ত্রিকণ্টকৈরণ্ডপনর্নবানাম্। ক্বাথং পিবেন্নাগরচূর্ণমিশ্রং জঙ্ঘোরুপার্শ্বত্রিক-পৃষ্ঠশূলী।। রাস্নাপঞ্চকে রাস্নাসপ্তকে চ উষ্ণে ভেদার্থমেরণ্ডতৈলং প্রক্ষিপন্তি বৃদ্ধাঃ।

রাস্না, গুলঞ্চ, সোন্দালফল, দেবদারু, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল ও পুনর্নবা, ইহাদের ক্বাথে শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জঙ্ঘা, উরু, পার্শ্ব, ত্রিক ও পৃষ্ঠশূল প্রশমিত হয়। (বিরেচনার্থ রাস্নাপঞ্চক ও রাস্নাসপ্তকের উষ্ণ ক্বাথে বৃদ্ধ বৈদ্যগণ এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া থাকেন)।

রাস্নাদশমূলকম্

দশমূল্যমৃতৈরণ্ড-রাস্নানাগরদারুভিঃ। ক্বাথো রুবুকতৈলেন সামং হন্ত্যনিলং গুরুম্।।

দশমূল, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, রাস্না, শুঁঠ ও দেবদারু, ইহাদের ক্বাথে এরণ্ডতৈল (শোধনার্থ ২ তোলা এবং শমনার্থ ১ তোলা পর্য্যন্ত) প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে আমবাত বিনষ্ট হয়।

মহারাস্নাদি পাচনম্

রাস্না বাতারিমূলঞ্চ বাসকঃ সদুরালভঃ। শটী দারু বলা মুস্তং নাগরাতিবিষাভয়াঃ। শ্বদংষ্ট্রাব্যাধিঘাতশ্চ

মিসিধান্যপুনর্নবাঃ। অশ্বগন্ধামৃতা কৃষ্ণা বৃদ্ধদারঃ শতাবরী।। বচা সহচরশ্চৈব চবিকা বৃহতীদ্বয়ম্। সমভাগান্বিতৈরেতৈ রাস্নাদ্বিগুণভাগিকৈঃ।। কষায়ং পায়য়েৎ সিদ্ধমষ্টভাগাবশেষিতম্। শুণ্ঠীচূর্ণসমাযুক্ত-মাভাদ্যেন যুতং তথা।। অলম্বুষাদিসংযুক্তমজমোদাদিসংযুতম্। যথাদোষং যথাব্যাধিং প্রক্ষেপং কারয়েদ্ ভিষক্।। সর্ব্বেষু বাতরোগেষু সন্ধিমজ্জগতেষু চ। আনাহেষু চ সর্ব্বেষু সর্ব্বগাত্রানুকম্পনে।। কুব্জকে বামনে চৈব পক্ষাঘাতে তথার্দ্দিতে। জানুজঙ্ঘাস্থিপীড়াস গৃধ্রস্যাঞ্চ হনগ্রহে।। প্রশস্তং বাতরক্তে স্যাদূরুস্তম্ভে তথার্শসি। বিশ্বচীগুল্মহৃদ্রোগ-বিসূচীক্রোষ্টুশীর্ষকে।। অন্ত্রবৃদ্ধৌ শ্লীপদে চ যোনিশুক্রাময়ে তথা। পুংসাং মেঢ়গতে রোগে স্ত্রীণাং বন্ধ্যাময়ে তথা।। যোষিতাং গর্ভদং মুখ্যং নাস্তি কিঞ্চিদতঃ পরম্। সর্ব্বেষাং পাচনানান্তু শ্রেষ্ঠমেতদ্ধি পাচনম্। মহারাস্নাদিকং নাম প্রজাপতিবিনির্ম্মিতম্।।

রাস্না, এরণ্ডমূল, বাসক, দুরালভা, শটী, দেবদারু, বেড়েলা, মুস্তক, শুঁঠ, আতইচ, হরীতকী, গোক্ষুর, সোন্দাল, মৌরি, ধনে, পুনর্নবা, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, পিপ্পলী, বৃদ্ধদারক, শতমূলী, বচ, ঝিণ্টী, চই, বৃহতী ও কণ্টকারী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগ, রাস্না ২ ভাগ; এই ক্বাথ ৮ ভাগের ১ ভাগ থাকিতে নামাইয়া দোষ ও রোগ অনুসারে শুণ্ঠীচূর্ণ, আভাদ্যচূর্ণ, অলম্বুষাদি চূর্ণ কিংবা অজমোদাদি চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া পান করিবে। ইহা বিবেচনার সহিত প্রযুক্ত হইলে সন্ধি ও মজ্জাগত সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ, আনাহ, গাত্রকম্পন, কুব্জতা, পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, জানুবেদনা, অস্থিবেদনা, গৃধ্রসী, হনুগ্রহ, বাতরক্ত, উরুস্তম্ভ, অর্শ, বিশ্বচী, গুল্ম, হৃদ্রোগ, যোনিব্যাপৎ, শুক্রদোষ, মেঢ়গত রোগ ও স্ত্রীগণের বন্ধ্যাদোষ প্রভৃতি বহুবিধ রোগের শান্তি হইয়া থাকে। ইহা স্ত্রীলোকদের গর্ভসঞ্চারক। এরূপ ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রজাপতি ইহার প্রকাশক।

শতপুষ্পাদ্যং চূর্ণম্

শতপুষ্পা বিড়ঙ্গশ্চ সৈন্ধবং মরিচং সমম্। চূর্ণমুষ্ণাম্বুনা পীতমগ্নিসন্দীপনং পরম্।।

শুলফা, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব লবণ ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিবে। ইহা অগ্নিদীপক।

হিঙ্গ্বাদ্যং চূর্ণম্

হিঙ্গু চব্যং বিড়ং শুণ্ঠী কৃষ্ণাজাজী সপৌষ্করম্। ভাগোত্তরমিদং চূর্ণং পীতং বাতামজিদ ভবেৎ।।

হিঙ্গু ১ ভাগ, চই ২ ভাগ, বিট্‌লবণ ৩ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, পিপুল ৫ ভাগ, জীরা ৬ ভাগ ও পুষ্করমূল ৭ ভাগ, ইহাদের চূর্ণ গরম জল-সহ সেবন করিলে আমবাত বিনষ্ট হয়।

অলম্বুষাদ্যং চূর্ণম্

অলম্বুযাং গোক্ষুরকং গুড়ূচীং বৃদ্ধদারকম্। পিপ্পলীং ত্রিবৃতাং মুস্তং বরুণং সপনর্নবম্।। ত্রিফলাং নাগরঞ্চৈব শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ। মস্তারনালতক্রেণ পয়োমাংসরসেন বা।। আমবাতং নিহন্ত্যাশু শ্বয়থুং সন্ধিসংস্থিতম্। প্লীহগুল্মোদরানাহ-দুর্নামানি বিনাশয়েৎ।। অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং তেজোবৃদ্ধিং বলং তথা। বাতরোগান্ জয়ত্যেষ সন্ধিমজ্জগতানপি।।

মুণ্ডিরী, গোক্ষুর, গুলঞ্চ, বৃদ্ধদারক, পিপ্পলী, তেউড়ী, মুতা, বরুণমূল, পুনর্নবা, ত্রিফলা ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ দধির মাত, কাঁজি, তক্র, দুগ্ধ বা মাংসরসের সহিত সেবন করিলে আমবাত, সন্ধিজাত শোথ, প্লীহা, গুল্ম, জঠররোগ, আনাহ, অর্শ ও সন্ধিমজ্জগত বাতরোগ নিবারিত হয়। ইহা বলকারক, অগ্নিদীপক ও তেজোবর্দ্ধক।

বৈশ্বানরচূর্ণম্

মাণিমন্থস্য ভাগৌ দ্বৌ যমান্যাস্তদ্বদেব হি। ভাগাস্ত্রয়োঽজমোদায়া নাগরাদ্ ভাগপঞ্চকম্।। দশ দ্বৌ চ

হরীতক্যাঃ শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতাঃ শুভাঃ। মস্তারনালতক্রেণ সর্পিষোষ্ণোদকেন বা।। পীতং জয়ত্যামবাতং গুল্মং হৃদ্বস্তিজান্ গদান্। প্লীহানং গ্রন্থিশূলাদীনর্শাংস্যানাহমেব চ।। বিবদ্ধং বাতজান্ রোগাংস্তথৈব হস্তপাদজান্। বাতানুলোমনমিদং চূর্ণং বৈশ্বানরং স্মৃতম্।। (ভাগাস্ত্রয়োঽজমোদায়া ইতি অজমোদা যমানী, তেন পঞ্চ ভাগা যমান্যা এব। কেচিদ্ বনযমানীত্যুপন্যস্য যমান্যা ভাগদ্বয়ং প্রযচ্ছন্তি। অন্যে ত্বজমোদাং বনযমানীং গৃহ্ণন্তি। কিন্ত্বন্তঃপরিমার্জ্জনে যমান্যেব যুক্তা)। চঃ টীঃ।

সৈন্ধব লবণ ২ ভাগ, যমানী ৫ ভাগ, শুঁঠ ৫ ভাগ, হরীতকী ১২ ভাগ, এই সমুদায় চূর্ণ মিশ্রিত ও একত্র মর্দ্দিত করিয়া লইবে। অনুপান দধির মাত, কাঁজি, তক্র, ঘৃত বা উষ্ণ জল। এই ঔষধ সেবন করিলে আমবাত, গুল্ম, শূল, অর্শ ও আনাহ প্রভৃতি নানা রোগ উপশমিত হয়। ইহা বায়র অনলোমক। (বৈশ্বানর চূর্ণে কেহ-কেহ যমানী ২ ভাগ ও অজমোদা অর্থাৎ বনযমানী ৩ ভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন; কেহ বা 'অজমোদা' এই শব্দটিই ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র যমানীই ২ ভাগ গ্রহণ করেন; কিন্তু এ স্থলে 'অজমোদা'র অর্থ যমানী, যেহেতু অন্তঃপরিমার্জ্জনের জন্য যমানীই প্রশস্ত, অতএব ৫ ভাগ যমানী গ্রহণই কর্ত্তব্য)।

পথ্যাদ্যং চূর্ণম্

পথ্যাবিশ্বযমানীভিস্তুল্যাভিশ্চূর্ণিতং পিবেৎ। তক্রেণোষ্ণোদকেনাপি কাঞ্জিকেনাথবা পুনঃ।। আমবাতং নিহন্ত্যাশু শোথং মন্দাগ্নিতামপি। পীনসং কাসহৃদ্রোগং স্বরভেদমরোচকম্।।

হরীতকী, শুঁঠ ও যমানী এই সকল চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া (।।০ তোলা মাত্রায়) তক্র, উষ্ণ জল অথবা কাঁজির সহিত সেবন করিলে আমবাত অগ্নিমান্দ্য ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি রোগসকল নিবারিত হয়।

পুনর্নবাদি চূর্ণম্

পুনর্নবামৃতা শুণ্ঠী শতাহ্বা বৃদ্ধদারকম্। শটী মুণ্ডিতিকাচূর্ণমারনালেন পায়য়েৎ।। আমাশয়োত্থবাতঘ্নং চূর্ণং পেয়ং সুখাম্বুনা। আমবাতং নিহন্ত্যাশু গৃধ্রসীমুদ্ধতামপি।।

পুনর্নবা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, শুলফা, বৃদ্ধদারক, শটী ও মুণ্ডিরী ইহাদের চূর্ণ কাঁজির কিংবা ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান করিলে আমবাত ও উদ্ধত গৃধ্রসী রোগ নিবারিত হয়।

আভাদ্যচূর্ণম্

আভা রাস্না গুডূচী চ শতাবর্য্যো মহৌষধম্। শতপুষ্পাশ্বগন্ধা চ হবুষা বৃদ্ধদারকঃ।। যমানী চাজমোদা চ সমভাগানি কারয়েৎ। সূক্ষ্মচূর্ণমিদং কৃত্বা বিড়ালপদকং পিবেৎ।। মদ্যৈর্মাংসরসৈর্যূষৈস্তক্রৈরুষ্ণোদকেন বা। সর্পিষা বাপি লেহ্যন্তু দধিমণ্ডেন বা পুনঃ।। অস্থিসন্ধিগতং বায়ুং স্নায়ুমজ্জাশ্রিতঞ্চ যম্। কটিগ্রহং গৃধ্রসীঞ্চ মন্যাস্তম্ভং হনুগ্রহম্।। যে চ কোষ্ঠগতা রোগাস্তাংশ্চ সর্ব্বান্ প্রণাশয়েৎ। আভাদ্যো নাম চূর্ণোঽয়ং সর্ব্বব্যাধিনিবর্হণঃ।।

বাবলামূলের ছাল, রাস্না, গুলঞ্চ, শতমূলী, শুঁঠ, শুলফা, অশ্বগন্ধা, হবষা, বৃদ্ধদারক, যমানী, বনযমানী প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া সুক্ষ্মচূর্ণ করিবে। মদ্য, মাংসরস, যূষ, তক্র, উষ্ণোদক, ঘৃত অথবা দধিমণ্ডের সহিত এই চূর্ণ (।।০ তোলা মাত্রায়) সেবন করিলে অস্থিগত, সন্ধিগত, স্নায়ুগত ও মজ্জাশ্রিত বায়ু এবং কটিগ্রহ, গৃধ্রসী, মন্যাস্তম্ভ, হনুগ্রহ ও কোষ্ঠগত সকলপ্রকার রোগ নিরাকৃত হয়।

অজমোদাদিবটকঃ

অজমোদা মরিচপিপ্পলীবিড়ঙ্গসুরদারুচিত্রকশতাহ্বাঃ।। সৈন্ধবপিপ্পলীমূলং ভাগা নবকস্য পলিকাঃ স্যুঃ।। শুণ্ঠী দশপলিকা স্যাৎ পলানি তাবন্তি বৃদ্ধদারস্য। পথ্যা পঞ্চপলানি চ সর্ব্বাণ্যেকত্র সঞ্চূর্ণ্য।। সমগুড়বটকানদতশ্চূর্ণং বাপ্যুষ্ণবারিণা পিবতঃ। নশ্যন্ত্যামানিলজাঃ সর্ব্বে রোগাঃ সুকষ্টাশ্চ।। বিসূচিকা প্রতিতূণী হৃদ্রোগো গৃধ্রসী চোগ্রা। কটিবস্তিগুদস্ফ টনঞ্চৈবাস্থিজঙ্ঘয়োস্তীব্রম্।। শ্বয়থুস্তথাঙ্গসন্ধিষু যে চান্যেহপ্যামবাতসম্ভূতাঃ। সর্ব্বে প্রয়ান্তি নাশং তম ইব সূর্য্যাংশুবিধ্বস্তম্।। (অজমোদাদিবটকে সর্ব্বচূর্ণসমো গুড়ঃ, কিঞ্চিদুদকং দত্ত্বা বহ্নৌ গুড়ং দ্রবীকৃত্য তত্র চূর্ণং প্রক্ষিপ্য বটকাঃ কার্য্যাঃ, চূর্ণং বেতি গুড়ং বিহায় কেবলমুষ্ণোদকাদিভিঃ পেয়মিতি ভানুঃ)।

যমানী, মরিচ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতামূল, শুলফা, সৈন্ধব, পিপুলমূল, এই নয় দ্রব্যের প্রত্যেকের ১ পল, শুঁঠ ১০ পল, বিদ্ধড়ক বীজ ১০ পল, হরীতকী ৫ পল; এই সমুদায় একত্র চূর্ণ করিয়া সর্ব্বসমান গুড়ের সহিত মিশ্রিত করত বটক প্রস্তুত করিবে। (প্রথমে গুড়ের সহিত কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া অগ্নিসন্তাপে দ্রবীভূত করিবে। অনন্তর তাহাতে চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া বটক করিতে হইবে। গুড় ব্যতিরেকে কেবলমাত্র চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত ।।০ তোলা পরিমাণে সেবন করিলেও উপকার হয়)। ইহাতে আমবাত, হৃদ্রোগ, গৃধ্রসী, কটিশূল, বস্তিশূল প্রভৃতি এবং আমবাত-সম্ভূত অন্যান্য নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়।

যোগরাজগুগ্‌গুলুঃ

চিত্রকং পিপ্পলীমূলং যমানী কারবী তথা। বিড়ঙ্গান্যজমোদা চ জীরকং সুরদারু চ।। চব্যৈলা সৈন্ধবং কুষ্ঠং রাস্না গোক্ষুরধান্যকম্। ত্রিফলা মুস্তকং ব্যোষং ত্বগুশীরং যবাগ্রজম্।। তালীশপত্রং পত্রঞ্চ শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ। যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবন্মাত্রন্তু গুগ্‌গুলুম্।। সংমর্দ্দ্য সর্পিষা গাঢ়ং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ। অতো মাত্রাং প্রযুঞ্জীত যথেষ্টাহারবানপি।। যোগরাজ ইতি খ্যাতো যোগোহয়মমৃতোপমঃ। আমবাতাঢ্য বাতাদীন্ ক্রিমিদুষ্টব্রণানি চ।। প্লীহগুল্মোদরানাহ-দুর্নামানি বিনাশয়েৎ। অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং তেজোবৃদ্ধিং বলং তথা। বাতরোগান্ জয়ত্যেষ সন্ধিমজ্জগতানপি।। (আদৌ শুদ্ধগুগ্‌গুলুং ঘৃতেন পিট্টয়িত্বা পশ্চাৎ সমেন সর্ব্বচূর্ণেনসহ ঘৃতেন পিট্টয়িত্বা স্নিগ্ধভাণ্ডে স্থাপয়েৎ, ততোহষ্টৌ মাষকানুষ্ণোদকেন ভক্ষয়েৎ)।

চিতামূল, পিপুলমূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ, যমানী, জীরা, দেবদারু, চই, এলাইচ, সৈন্ধব, কুড়, রাস্না, গোক্ষুর, ধনে, ত্রিফলা, মুতা, ত্রিকটু, গুড়ত্বক, বেণার মূল, যবক্ষার, তালীশপত্র ও তেজপত্র এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণ করিবে। চূর্ণসমষ্টির সমান গুগগুলু। অগ্রে গুগগুলু ঘৃতে মাড়িয়া ভাণ্ডে রাখিবে। বিবেচনা করিয়া মাত্রা প্রদান করিবে। (ব্যবহার মাত্রা ।।০ তোলা), অনুপান উষ্ণ জল বা কাঁজি। ইহা সেবন করিলে আমবাত, উরুস্তম্ভ, ক্রিমি, দুষ্টব্রণ, প্লীহা ও অন্যান্য অনেক রোগ উপশমিত হয়।

বৃহদ্‌যোগরাজ গুগ্‌গুলুঃ

ত্রিকটু ত্রিফলা পাঠা শতাহ্বা রজনীদ্বয়ম্। অজমোদা বচা হিঙ্গু হবুষা হস্তিপিপ্পলী।। উপকুঞ্চিকা শটী ধান্যং বিড়ং সৌবর্চ্চলং তথা। সৈন্ধবং পিপ্পলীমূলং ত্বগেলাপত্রকেশরম্।। ফণিজ্ঝকশ্চ লৌহঞ্চ সর্জ্জকশ্চ ত্রিকণ্টকঃ। রাস্না চাতিবিষা শুণ্ঠী যবক্ষারাম্লবেতসম্।। চিত্রকং পুষ্করং চব্যং বৃক্ষাম্লং দাড়িমং রুবুঃ। অশ্বগন্ধা ত্রিবৃদ্দন্তী বদরং দেবদারু চ।। হরিদ্রা কটুকা মূর্ব্বা ত্রায়মাণা দুরালভা। বিড়ঙ্গং মৃতবঙ্গঞ্চ যমানী বাসকাভ্রকম্।। এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ। শোধিতং গুগ্‌গুলুঞ্চৈব সর্ব্বচূর্ণসমং নয়েৎ।। ঘৃতেন পিট্টয়িত্বা চ স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।। রসবাতেন যে ভগ্নাঃ কটিভগ্নাশ্চ যে জনাঃ।।

* একাঙ্গং শুষ্যতে যেষাং কুষ্ঠং বাপি ক্ষতোত্তরম্। পাদৌ বিস্তারিতৌ যেষাং যেষাং বা গৃধ্রসীগ্রহঃ।। সন্ধিবাতং ক্রোষ্টুশীর্ষং বাতং সর্ব্বশরীরগম্। অশীতিং বাতজান্ রোগাংশ্চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্।। বিংশতিং শ্লৈষ্মিকাংশ্চৈব হন্ত্যবশ্যং ন সংশয়ঃ। অয়ং বৃহদ্‌যোগরাজ-গুগ্‌গুলুঃ সর্ব্ববাতহা।।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, আকনাদি, শুলফা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বনযমানী, বচ, হিঙ্গু, হবুষা, গজপিপ্পলী, জীরা, শটী, ধনে, বিট, সচল ও সৈন্ধব লবণ, পিপুলমূল, গুড়ত্বক, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, ক্ষুদ্রপত্র তুলসী, লৌহ, ধূনা, গোক্ষুর, রাস্না, আতইচ, শুঁঠ, যবক্ষার, অম্লবেতস, চিতামূল, কুড়, চই, মহাদা, দাড়িম, এরণ্ডমূল, অশ্বগন্ধা, তেউড়ী, দন্তীমূল, কুলশুঁঠ, দেবদারু, হরিদ্রা, কটকী, মূর্ব্বা, বলাডুমুর, দুরালভা, বিড়ঙ্গ, বঙ্গভস্ম, যমানী, বাসকছাল ও অভ্র প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ। চূর্ণসমষ্টির সমান গুগগুলু। ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। ইহাতে নানাপ্রকার বাতরোগ, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক রোগ নষ্ট হয়।

শিবাগুগ্‌গুলুঃ

শিবাবিভীতামলকীফলানাং প্রত্যেকশো মুষ্টিচতুষ্টয়ঞ্চ। তোয়াঢ়কে তৎক্কথিতং বিধায় পাদাবশেষে ত্ববতারণীয়ম্।। এরণ্ডতৈলং দ্বিপলং নিধায় পিচুত্রয়ং গন্ধকনামকস্য। পচেৎ পরস্যাত্র পলদ্বয়ঞ্চ পাকাবশেষে চ বিচূর্ণ্য দদ্যাৎ।। রাস্না বিড়ঙ্গং মরিচং কণা চ দন্তী জটানাগরদেবদারু। প্রত্যেকশঃ কোলমিতং তথৈষাং বিচূর্ণ্য নিক্ষিপ্য নিযোজয়েচ্চ।। আমবাতে কটীশূলে গৃধ্রসীক্রোষ্টুশীর্ষকে। নচান্যদস্তি ভৈষজ্যং যথায়ং গুগ্‌গুলুঃ স্মৃতঃ।।

হরীতকী, বহেড়া, আমলকী প্রত্যেক দ্রব্য ৩২ তোলা পরিমাণে লইয়া ১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া একপাদ অর্থাৎ ৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে তাহাতে এরণ্ডতৈল ১৬ তোলা ও গন্ধক ৬ তোলা দিয়া পাক করিবে। পাকাবসানে গুগগুলু ১৬ তোলা প্রক্ষেপ দিবে এবং রাস্না, বিড়ঙ্গ, মরিচ, পিপ্পলী, দন্তী, জটামাংসী, শুঁঠ ও দেবদারু প্রত্যেক বস্তু ১ তোলা পরিমাণে চূর্ণ করিয়া প্রদান করিবে। ইহা সেবনে আমবাত, কটিশূল, গৃধ্রসী ও ক্রোষ্টুশীর্ষক প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

সিংহনাদগুগ্‌গুলুঃ

পলত্রয়ং কষায়স্য ত্রিফলায়াঃ সচূর্ণিতম্। সৌগন্ধিকপলঞ্চৈকং কৌশিকস্য পলং তথা।। কড়বং চিত্রতৈলস্য সর্ব্বমাদায় যত্নতঃ। পাচয়েৎ পাকবিদ্ বৈদ্যঃ পাত্রে লৌহময়ে দৃঢ়ে।। হন্তি বাতং তথা পিত্তং শ্লেষ্মাণং খঞ্জপঙ্গতাম্। শ্বাসং সদর্জ্জয়ং হন্তি কাসং পঞ্চবিধং তথা।। কুষ্ঠানি বাতরক্তানি গুল্মশূলোদরাণি চ। আমবাতং জয়েদেতদপি বৈদ্যবিবর্জ্জিতম্।। এতদভ্যাসযোগেন জরাপলিতনাশনম্। সর্পিস্তৈলবসোপেতমশ্নীয়াচ্ছালিষষ্টিকম্।। সিংহনাদ ইতি খ্যাতো রোগবারণদর্পহা। বহ্নিবৃদ্ধিকরঃ পুংসাং ভাষিতো দণ্ডপাণিনা।।

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদের ক্কাথ ৩ পল, শোধিত গন্ধকচূর্ণ ১ পল, গুগগুলু ১ পল, এরণ্ডতৈল ।৷০ সের (কেহ বলেন ১ সের), একখানি দৃঢ় লৌহপাত্রে প্রথমে এরণ্ডতৈলের সহিত গন্ধকচূর্ণ ও গুগগুলু পাক করিয়া পরে ত্রিফলার ক্কাথ দিয়া আলোড়িত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, শ্বাস, পঞ্চবিধ কাস, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, গুল্ম, শূল, উদর ও অতি কঠিন আমবাত রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা নিয়ত সেবন করিলে জরা ও পলিতাদি বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনকালে ঘৃত তৈল ও বসার সহিত শালি বা যষ্টিকধান্যের অন্ন পথ্য করিবে। এই ঔষধ সিংহনাদ গুগগুলু বলিয়া বিখ্যাত। ইহা সেবনে অগ্নির দীপ্তি হয়। (মাত্রা ২ আনা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত)।

বৃহৎ সিংহনাদ গুগ্‌গুলুঃ

পিট্টিতাং গুগ্‌গুলোর্মাণীং কটুতৈলপলাষ্টকে। প্রত্যেকং ত্রিফলা প্রস্থৌ সার্দ্ধদ্রোণে জলে পচেৎ।। পাদশেষঞ্চ পূতঞ্চ পুনরেতদ্‌ বিমিশ্রয়েৎ। ত্রিকটুত্রিফলামুস্ত-বিড়ঙ্গামরদারু চ।। গুড়ূচ্যগ্নিত্রিবৃদ্দন্তী-চবীশূরণমাণকম্‌। পারদং গন্ধকঞ্চৈব প্রত্যেকং শুক্তিসম্মিতম্‌।। সহস্রং কানকফলং সিদ্ধে সংচূর্ণ্য নিক্ষিপেৎ। ততো মাষদ্বয়ং জগ্ধ্বা পিবেৎ তপ্তজলাদিকম্‌।। অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং বড়বানলসন্নিভম্‌। ধাতুবৃদ্ধিং বয়লাবৃদ্ধিং বলং সুবিপুলং তথা।। আমবাতং শিরোবাতং সন্ধিবাতং সুদারুণম্‌। জানুজঙ্ঘাশ্রিতং বাতং সকটীগ্রহমেব চ।। অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ ভগ্নঞ্চ তিমিরোদয়ে। অম্লপিত্তং তথা কুষ্ঠং প্রমেহং গুদনির্গমম্‌।। কাসং পঞ্চবিধং শ্বাসং ক্ষয়ঞ্চ বিষমজ্বরম্‌। প্লীহানং শ্লীপদং গুল্মং পাণ্ডুরোগং সকামলম্‌। শোথান্ত্রবৃদ্ধিশূলানি গুদজানি বিনাশয়েৎ।। মেদঃকফামসংঘাতং ব্যাধিবারণদর্পহা।। সিংহনাদ ইতিখ্যাতো যোগোহ্‌য়মমৃতোপমঃ।। (কটুতৈলেন গুগ্‌গুলুং পিট্টয়িত্বা ক্বাথজলেন সহ পক্কা আসন্নপাকে প্রক্ষেপার্থং ত্রিকট্বাদীনাং চূর্ণ ৪ তোলা শোধিত জয়পালবীজ গোটা ১০০০ রসগন্ধকৌ কজ্জলীকৃত্য শীতীভূতে দাতব্যৌ ইতি বৃদ্ধাঃ।)

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া প্রত্যেক ৪ সের, শ্লথ পোট্টলীবদ্ধ গুগগুলু ১ সের, পাকার্থ জল ৯৬ সের, শেষ ২৪ সের। পরে ঐ পোট্টলীবদ্ধ গুগগুলু বাহির করিয়া তাহা ৮ পল কটুতৈলে পেষণ করণানন্তর ঐ ঐ ক্বাথ-জলের সহিত পাক করিবে। আসন্ন পাকে তাহাতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, গুলঞ্চ, চিতামূল, তেউড়ী, দন্তীমূল, চই, ওল, মাণ, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ৪ তোলা, জয়পাল ১০০০টা (উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া) নিক্ষেপ করত আলোড়িত করিয়া লইবে। মাত্রা ২ মাষা (ব্যবহার অর্দ্ধ সের হইতে অর্দ্ধ পোয়া পর্য্যন্ত)। অনুপান উষ্ণ জল বা উষ্ণ দুগ্ধ প্রভৃতি। ইহাতে অতিশয় অগ্নির দীপ্তি, ধাতুপুষ্টি ও বলবৃদ্ধি এবং আমবাত প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। ইহা তীব্র বিরেচক বলিয়া মেদ, কফ ও আমের সংঘাতনাশক।

বাতারিগুগ্‌গুলুঃ

বাতারিতৈলসংযুক্তং গন্ধকং পুরসংযুতম্‌। ফলত্রয়যুতং কৃত্বা পিট্টয়িত্বা চিরং রুজী।। ভক্ষয়েৎ প্রত্যহং প্রাতরুষ্ণতোয়ানুপানতঃ। দিনে দিনে প্রযোক্তব্যং মাষমেকং নিরন্তরম্‌।। সামবাতং কটীশূলং গৃধ্রসীং খঞ্জপঙ্গুতাম্‌। বাতরক্তং সশোথঞ্চ সদাহং ক্রোষ্টুশীর্ষকম্‌। শময়েদ্‌ বহুশো দৃষ্টমপি বৈদ্যবিবর্জ্জিতম্‌।।

এরণ্ডতৈল, গন্ধক, গুগগুলু ও ত্রিফলা একত্র পেষণ করিয়া তাহা এক মাস ক্রমাগত প্রাতঃকালে উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে আমবাত, কটীশূল, গৃধ্রসী, পঙ্গুতা ও বাতরক্ত প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

রসোনপিণ্ডঃ

রসোনস্য পলশতং তিলস্য কুড়বং তথা। হিঙ্গু ত্রিকটুকং ক্ষারৌ দ্বৌ পঞ্চ লবণানি চ।। শতপুষ্পা তথা কুষ্ঠং পিপ্পলীমূলচিত্রকৌ। অজমোদা যমানী চ ধান্যকঞ্চাপি বুদ্ধিমান্‌।। প্রত্যেকন্তু পলঞ্চৈষাং শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ। ঘৃতভাণ্ডে দৃঢ়ে চৈতৎ স্থাপয়েদ্‌ দিনষোড়শ।। প্রক্ষিপ্য তৈলমাণীঞ্চ প্রস্থার্দ্ধং কাঞ্জিকস্য চ। খাদেৎ কর্ষপ্রমাণন্তু তোয়ং মদ্যং পিবেদনু।। আমবাতে তথা বাতে সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গসংশ্রয়ে। অপস্মারেহ্‌নলে মন্দে কাসশ্বাসগরেষু চ। উন্মাদে বাতভগ্নে চ শূলে জন্তোঃ প্রশস্যতে।। রসোনপিণ্ডাদুপজাতগাত্র-দাহে বিদধ্যাদ্‌ বপুষঃ প্রলেপম্‌। ধুস্তুরপত্রস্বরসেন পিষ্টং নাগেশচূর্ণং নবনীতযুক্তম্‌।।

রসুন ১২।।০ সের, নিস্তুষ তিল।।০ সের, হিঙ্গু, ত্রিকটু, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ, শুলফা, কুড়, পিপুলমূল, চিতামূল, বনযমানী, যমানী ও ধনে ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল; এই সমুদায় একত্র কোন ঘৃতপাত্রে রাখিয়া তাহাতে তিলতৈল ১ সের ও কাঁজি ২ সের প্রক্ষিপ্ত করিয়া ১৬ দিন

ধান্যরাশির মধ্যে রাখিবে। মাত্রা ২ তোলা (ব্যবহার ।।০ তোলা)। অনুপান জল বা মদ্য। ইহাতে আমবাত, বাত, শ্বাস, কাস ও শূলাদি নানা রোগ নষ্ট হয়। রসোনপিণ্ড সেবনে গাত্রদাহ উপস্থিত হইলে নাগেশ্বরচূর্ণ ধুতূরাপাতার (কেহ বলেন ধুতূরাফুলের) রসে মাড়িয়া তাহার সহিত নবনীত মিশাইয়া গাত্রে প্রলেপ দিবে।

মহারসোনপিণ্ডঃ

পলশতং রসো নস্য তদর্দ্ধং নিস্তুষাৎ তিলাৎ। পাত্রং গব্যস্য তক্রস্য পিষ্ট্বা চৈতানি সংক্ষিপেৎ।। ত্রিকটু ধান্যকং চব্যং চিত্রকং গজপিপ্পলী। অজমোদা ত্বগেলা চ গ্রন্থিকঞ্চ পলাংশিকম্।। শর্করায়াঃ পলান্যষ্টৌ পলাংশং মরিচস্য চ। কুষ্ঠাজাজ্যোশ্চ চত্বারি মধুনঃ কুড়বং তথা।। আর্দ্রকস্য চ তাবন্তি সর্পিষোঽষ্টৌ পলানি চ। তিলতৈলস্য চত্বারি শুক্তকস্যাপি বিংশতিম্।। সিদ্ধার্থকস্য চত্বারি রাজিকায়াস্তথৈব চ। কর্ষপ্রমাণং দাতব্যং হিঙ্গুলবণপঞ্চকম্।। একীকৃত্য দৃঢ়ে কুম্ভে ধান্যরাশৌ নিধাপয়েৎ। দ্বাদশাহাৎ সমুদ্ধৃত্য প্রাতঃ খাদ্যং যথাবলম্।। সুরাং সৌবীরকং সীধু ক্ষীরঞ্চানু পিবেন্নরঃ। জীর্ণে যথেপ্সিতং ভোজ্যং দধিপিষ্টান্নবর্জ্জিতম্।। একমাসপ্রয়োগেণ সর্ব্বান্ ব্যাধীন্ ব্যপোহতি। অশীতিং বাতজান্ রোগাংশ্চ-ত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্।। বিংশতিং শ্লৈষ্মিকাংশ্চৈব প্রমেহানপি বিংশতিম্। অর্শাংসি ষট্প্রকারাণি গুল্মং পঞ্চবিধং তথা।। অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠমেকাদশবিধং ক্ষয়ম্। শ্বয়থুং যোনিশূলঞ্চ সর্ব্বমাশু বিনাশয়েৎ।। ক্ষতসন্ধ্যাস্থিভগ্নানাং সন্ধানকরণঃ পরঃ। দৃষ্টের্বলকরে হৃদ্য আয়ুষ্যো বলবর্দ্ধনঃ। মহারসোন-পিণ্ডোঽয়মামবাতকুলান্তকঃ।। (সর্ব্বানেকীকৃত্য চণ্ডাতপে শোষয়িত্বা স্নিগ্ধভাণ্ডে সংস্থাপ্য ধান্যরাশৌ দ্বাদশ দিনানি স্থাপ্যং তত উদ্ধৃত্য আকৃষ্য খাদ্যং মাং ৮ উক্তমনুপানম্)।

রসোন ১০০ পল, তুষরহিত তিল ৫০ পল, গব্য তক্র ১৬ সের, ত্রিকটু, ধনে, চই, চিতামূল, গজপিপ্পলী, বনযমানী, গুড়ত্বক, এলাইচ, পিপুলমূল ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল, চিনি ৮ পল, মরিচচূর্ণ ১ পল, কুড় ৪ পল, কৃষ্ণজীরা ৪ পল, মধু ।।০ সের, আদা ৪ পল, ঘৃত ৮ পল, তিলতৈল ৪ পল, শুক্ত (কাঁজিবিশেষ) ২০ পল, শ্বেতসর্ষপ ৪ পল, রাইসর্ষপ ৪ পল, হিঙ্গু ২ তোলা, পঞ্চলবণ প্রত্যেক ২ তোলা, এই সমুদায় ঘৃতকুম্ভে স্থাপন করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ১২ দিন অবস্থাপিত করিবে। প্রাতঃকালে যথাযোগ্য মাত্রায় প্রদান করিবে। অনুপান সুরা, সৌবীরক, সীধু বা দুগ্ধ। দধি ও পিষ্টক ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্য ভোজ্য। এক মাস এই ঔষধ সেবন করিলে নানাপ্রকার বাতজ, পিত্তজ ও কফজ ব্যাধি নিবারিত হয়। ইহা আমবাতের মহৌষধ এবং আয়ুষ্য, হৃদ্য, চক্ষুর্জ্যোতিষ্কর ও বলবর্দ্ধক।

আমবাতগজসিংহো মোদকঃ

শুণ্ঠীচূর্ণস্য প্রস্থৈকং যমান্যাশ্চ পলাষ্টকম্। জীরকস্য পলদ্বন্দ্বং ধান্যকস্য পলদ্বয়ম্।। পলৈকং শতপুষ্পায়া লবঙ্গস্য পলং তথা। টঙ্গণস্য পলং ভৃষ্টং মরিচস্য পলং ভবেৎ।। ত্রিবৃতাত্রিফলাক্ষার-পিপ্পলীনাং পলং পলম্। শট্যেলাতেজপত্রাণাং চবিকানাং পলস্তথা।। অভ্রং লৌহং তথা বঙ্গং প্রত্যেকঞ্চ পলং পলম্। এতেষাং সর্ব্বচূর্ণানাং খণ্ডং দদ্যাদ্ গুণত্রয়ম্।। ঘৃতেন মধুনা মিশ্রং কর্ষমাত্রন্তু মোদকম্। একৈকং ভক্ষয়েৎ প্রাতর্ঘৃতঞ্চানুপিবেৎ পয়ঃ।। শরীরং বীক্ষ্য মাত্রাস্য যুক্ত্যা বা ক্রটিবর্দ্ধনম্। আমবাতপ্রশমনঃ কটীগ্রহবিনাশনঃ।। শূলঘ্নো রক্তপিত্তঘ্নশ্চাম্লপিত্তবিনাশনঃ। শ্রীমতা চন্দ্রনাথেন গুরুণা ভাষিতং ময়ি।। শ্রীমদ্গাহননাথোঽহং কৃতবান্ মোদকং শুভম্। গর্জ্জত্বামগজেন্দ্রোঽয়মজীর্ণবলমাগতঃ।। যথা সিংহো বনে হন্তি দন্তিনং বলিনং শুভম্। তথামরাজকরিণং নিহন্ত্যেব ন সংশয়ঃ।। (শট্যাদীনাং চতুর্ণাং প্র ক ১ সুগমমন্যৎ)।

শুঁঠ ২ সের, যমানী ১ সের, জীরা ২ পল, ধনে ২ পল, শুলফা ১ পল, লবঙ্গ ১ পল, সোহাগার খই ১ পল, মরিচ ১ পল, তেউড়ী, ত্রিফলা, যবক্ষার, পিপুল, শটী, এলাইচ, তেজপত্র, চই, অভ্র, লৌহ ও বঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল, চূর্ণসমষ্টির তিন গুণ চিনি। ঘৃত ও মধুসংযোগে মোদক প্রস্তুত করিবে। বলাদি বিবেচনা করিয়া ২ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় ব্যবস্থা করিবে। অনুপান দুগ্ধাদি। ইহা সেবন করিলে আমবাত, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত ও শূল প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

আমবাতারিবটিকা

রসগন্ধকলৌহাভ্র[১]-তুত্থটঙ্গণসৈন্ধবান্। সমভাগৈর্ব্বিচূর্ণ্যাথ চূর্ণদ্বিগুণগুগ্‌গুলুঃ।। গুগ্‌গুলোঃ পাদিকং দেয়ং ত্রিবৃতামূলবল্কলম্। তৎসমং চিত্রকং দেয়ং ঘৃতেন বটিকাং কুরু।। খাদেন্মাষদ্বয়ঞ্চেদং ত্রিফলাজলযোগতঃ। আমবাতারিবটিকা পাচিকা ভেদিকা মতা।। আমবাতং নিহন্ত্যাশু গুল্মশূলোদরাণি চ। যকৃৎপ্লীহোদরাষ্ঠীলাঃ কামলাং পাণ্ডুরোগকম্।। হলীমকঞ্চাম্লপিত্তং শ্বয়থুং শ্লীপদার্ব্বুদৌ। গ্রন্থিশূলং শিরঃশূলং বাতরোগঞ্চ গৃধ্রসীম্।। গলগণ্ডং গণ্ডমালাং ক্রিমিকুষ্ঠবিনাশিনী। বিদ্রধিং গর্দ্দভানাহবস্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ নাশয়েৎ। আমবাতারিবটিকা পুরেশানেন চোদিতা।।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, (পাঠান্তরে তাম্র), তুঁতে, সোহাগা, সৈন্ধব প্রত্যেক সমান ভাগ। সকলের দ্বিগুণ গুগগুলু, গুগগুলুর চতুর্থাংশ (সিকিভাগ) তেউড়ীচূর্ণ, তেউড়ীচূর্ণের সমান চিতামূলচূর্ণ। সমুদায় ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ২ মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান ত্রিফলার জল। এই ঔষধ পাচক ও ভেদক। ইহা সেবন করিলে আমবাত, গুল্ম, শূল, উদর, যকৃৎ, প্লীহা, অম্লপিত্ত এবং শিরঃশূল প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

অপরামবাতারি-বটিকা

রসগন্ধৌ বরা বহ্নিগুগ্‌গুলুঃ ক্রমবর্দ্ধিতঃ। এতদেরণ্ডতৈলেন মর্দ্দয়েদতিচিক্কণম্।। কর্ষৌহ্যস্যৈরণ্ডতৈলেন হন্ত্যুষ্ণজলপায়িনঃ। আমবাতমতীবোগ্রং দুগ্ধং মৌদ্গাদি বর্জ্জয়েৎ।।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, ত্রিফলা ৩ ভাগ, চিতা ৪ ভাগ, গুগগুলু ৫ ভাগ, এই সকল দ্রব্য এরণ্ডতৈলের সহিত অতি পরিষ্কাররূপে মর্দ্দন করিবে। পরে ২ তোলা প্রমাণ এরণ্ডতৈলের সহিত সেবন করিয়া উষ্ণ জল পান করিবে; তাহা হইলে অত্যুগ্র আমবাতও বিনষ্ট হইবে। এই ঔষধ সেবনকালে দুগ্ধ ও মুগ প্রভৃতি বর্জ্জন করিবে।

আমবাতেশ্বরো রসঃ

শুদ্ধগন্ধং পলার্দ্ধঞ্চ মৃততাম্রঞ্চ তৎসমম্। তাম্রার্দ্ধং পারদং শুদ্ধং রসতল্যং মৃতায়সম্।। সর্ব্বং পঞ্চাঙ্গুলেনৈব ভাবয়েচ্চ পুনঃপুনঃ। সংচূর্ণ্য পঞ্চকৌলোত্থৈঃ ক্বাথৈঃ সর্ব্বং বিভাবয়েৎ।। রৌদ্রে বিংশতিবারাংশ্চ গুড়ূচীনাং রসৈর্দ্দশ। ভৃষ্টটঙ্গণচূর্ণেন তুল্যেন সহ মেলয়েৎ।। টঙ্গণার্দ্ধং বিড়ং দেয়ং মরিচং বিড়তুল্যকম্। তিন্তিড়ীক্ষারতুল্যঞ্চ সূততুল্যঞ্চ দন্তিকম্।। ত্রিকটু ত্রিফলা চৈব লবঙ্গঞ্চার্দ্ধভাগিকম্। আমবাতেশ্বরো নাম বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।। মহাগ্নিকারকো হ্যেষ আমবাতান্তকো মতঃ। স্থূলানাং কর্ষণঃ শ্রেষ্ঠঃ কৃশানাং স্থৌল্যকারকঃ।। অনপানবিশেষেণ সর্ব্বরোগবিনাশনঃ। অনেন সদৃশো নাস্তি বহ্নিদীপ্তিকরো মহান্।। গুল্মার্শোগ্রহণীদোষ-শোথপাণ্ডুজ্বরাপহঃ।।

শোধিত গন্ধক ও তাম্র প্রত্যেকের ৪ তোলা, শুষ্ক পারদ ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা, এই সকল দ্রব্যকে এরণ্ডমূলের রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। পরে চূর্ণ করিয়া পঞ্চকোলের (পিপুল, পিপুলমূল,

১. লৌহাভ্র ইত্যত্র লৌহার্ক ইতি বা পাঠঃ।

চই, চিতা, শুঁঠ) ক্বাথ দ্বারা ২০ বার ভাবনা দিয়া গুলঞ্চ রসে ১০ বার ভাবনা দিবে। ইহার সহিত সর্ব্বসমান সোহাগাচূর্ণ, তদৰ্দ্ধ বিটলবণ এবং মরিচ মিলিত করিয়া তিন্তিড়ীক্ষার ও দন্তী পারদের তুল্য (২ তোলা) এবং ত্রিকটু, ত্রিফলা ও লবঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। বিষ্ণু কর্ত্তৃক এই আমবাতেশ্বর নামক মহৌষধ কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই ঔষধ অনুপানবিশেষে প্রয়োজিত হইলে আমবাত, অগ্নিমান্দ্য, অতিরিক্ত স্থূলতা, কৃশতা, গুল্ম, অর্শ্ব, গ্রহণী, শোথ, পাণ্ডু প্রভৃতি সমস্ত রোগ বিনষ্ট হয় এবং ইহা শরীর পুষ্ট ও অগ্নি বৃদ্ধি করে।

বাতগজেন্দ্রসিংহঃ

অভ্রং লৌহং রসং গন্ধং তাম্রং নাগং সটঙ্গণম্। বিষং সিন্ধুং লবঙ্গঞ্চ হিঙ্গু জাতীফলং সমম্।। তদৰ্দ্ধং ত্রিসুগন্ধঞ্চ ত্রৈফলং জীরকং তথা। কন্যারসেন সংপিষ্য বটী কার্য্যা ত্রিরক্তিকা।। সেব্যা পয়োহনুপানেন সদা প্রাতঃ সুখান্বিতৈঃ। অশীতিং বাতজাং রোগাংশ্চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্।। বিংশতিং শ্লৈষ্মিকান্ রোগান্ সেবনাদেব নাশয়েৎ। অভিঘাতেন যে ক্ষীণাঃ ক্ষীণার্দ্ধাবয়বাশ্চ যে।। ব্যাধিক্ষীণা বয়ঃক্ষীণাঃ স্ত্রীক্ষীণাশ্চাপি যে নরাঃ। ক্ষীণেন্দ্রিয়া নষ্টশুক্রা বহ্নিহীনাশ্চ মানবাঃ।। তেষাং বৃষ্যশ্চ বলশ্চ বয়ঃস্থাপন এব চ। খঞ্জানাং পঙ্গুকুব্জানাং ক্ষীণানাং মাংসবৰ্দ্ধনঃ।। অরোগী সুখমাপ্নোতি রোগী রোগাদ্ বিমুচ্যতে। রসস্যাস্য প্রসাদেন নাস্তি রোগাদ্ভয়ং ক্বচিৎ। বাতগজেন্দ্রসিংহোহয়ং রসো রোগবিনাশকঃ।।

অভ্র, লৌহ, রস, গন্ধক, তাম্র, সীসা, সোহাগা, বিষ, সৈন্ধব, লবঙ্গ, হিঙ্গু ও জায়ফল প্রত্যেক ১ তোলা; গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, ত্রিফলা ও জীরা প্রত্যেক ৷৷০ তোলা; এই সমুদয় ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান জল। ইহা সেবন করিলে আমবাত এবং বাতিক পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক বিবিধ রোগের উপশম হয়।

ত্রিফলাদিলৌহম্

ত্রিফলা মুস্তকং ব্যোষং বিড়ঙ্গং পুষ্করং বচা। চিত্রকং মধকঞ্চৈব পলাংশং শ্লক্ষ্ণচূর্ণিতম্।। অয়শ্চূর্ণপলান্যষ্টৌ গুগ্‌গুলোস্তাবদেব হি। আলোড্য মধুনোপেতং পলদ্বাদশকেন চ।। প্রাতর্বিলিহ্য ভুঞ্জানো জীর্ণে তস্মিন্ জয়েদ্রুজঃ। দুঃসাধ্যমামবাতঞ্চ পাণ্ডুরোগং হলীমকম্। জীর্ণান্নসম্ভবং শূলং শ্বয়থুং বিষমজ্বরম্।।

ত্রিফলা, মুতা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, কুড়, বচ, চিতামূল ও যষ্টিমধু প্রত্যেক চূর্ণ ৬ পল, লৌহচূর্ণ ৮ পল, গুগগুলু ৮ পল, এই সমুদায় দ্রব্য ১২ পল মধুর সহিত মৰ্দ্দন করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে দুঃসাধ্য আমবাত ও অন্নদ্রবশূল প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়।

বৃদ্ধদারাদ্যং লৌহম্

বৃদ্ধদারত্রিবৃদ্দন্তী-গজপিপ্পলিমাণকৈঃ। ত্রিকত্রয়সমাযুক্তৈরামবাতান্তকস্ত্বয়ঃ। সর্ব্বানেব গদান্ হন্তি কেশরী করিণং যথা।।

বৃদ্ধদার, তেউড়ীমূল, দন্তী, গজপিপ্পলী, পুরাতন মাণকচুর মূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা এবং ত্রিজাত (দারুচিনি, এলাইচ ও তেজপাত; মতান্তরে ত্রিমদ), প্রত্যেক সমভাগ, সকলের সমান লৌহ। এই ঔষধ আমবাতাদি রোগসকল বিনষ্ট করে।

বিড়ঙ্গাদি-রস লৌহম্

বজ্রপাণ্ড্যাদিলৌহানাং গ্রাহ্যং পঞ্চপলং শুভম্। চূর্ণং মৃতাভ্রকস্যাপি লৌহার্দ্ধং পারদং তথা।। ত্রিগুণা ত্রিফলা গ্রাহ্যা লৌহাভ্রাৎ ষোড়শৈর্জলৈঃ। পক্বাষ্টভাগশেষস্তু গ্রাহ্যং ক্বাথজলং ততঃ।। তেন লৌহাভ্রচূর্ণঞ্চ পুনঃ পাচ্যং সমং ঘৃতম। শতাবর্য্যা রসঞ্চৈব ক্ষীরঞ্চ দ্বিগুণং রসাৎ।। লৌহময্যা পচেদ্ দৰ্ব্ব্যা পাত্রে

চায়সি তাম্রকে। পচেৎ পাকবিধিজ্ঞস্তু বহ্নিনা মৃদুনা শনৈঃ।। সিদ্ধে চ প্রক্ষিপেদেতান্ বিড়ঙ্গাদিযথোদিতান্। বিড়ঙ্গং নাগরং ধান্যগুড়ুচীসত্ত্বজীকরম্।। পলাশবীজং মরিচং পিপ্পলী হস্তিপিপ্পলী। ত্রিবৃতা ত্রিফলা দন্তী এলা চৈরণ্ডকং তথা।। চবিকা গ্রন্থিকং চিত্রং মুস্তকং বৃদ্ধদারকম্। সর্ব্বেষাং চূর্ণমেতেষাং লৌহাভ্রকসমং ভবেৎ।। আমবাতগজেন্দ্রস্য কেশরী বিধিনির্ম্মিতঃ। আমবাতঞ্চ শোথঞ্চাপ্যগ্নিমান্দ্যং হলীমকম্।। (হন্তীতি শেষঃ)।

লৌহ ৫ পল, অভ্র ২।।০ পল, পারদ ২।।০ পল। ক্বাথার্থ ত্রিফলা প্রত্যেক ৭।।০ পল, জল ৩৬০ পল, শেষ ৪৫ পল। প্রথমে কোন লৌহ বা তাম্রপাত্রে উক্ত লৌহ ও অভ্রচূর্ণ রাখিয়া তাহাতে ঐ ত্রিফলার ক্বাথ ৪৫ পল, ঘৃত ৭।।০, শতমূলীর রস ৭।।০ পল, দুগ্ধ ১৫ পল নিক্ষেপ করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে এবং লৌহদর্ব্বী দ্বারা নাড়িবে। আসন্নপাকে পশ্চাল্লিখিত দ্রব্যসকল প্রক্ষেপ করিবে। যথা বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, ধনে, গুলঞ্চসার, জীরা, পলাশবীজ, মরিচ, পিপুল, গজপিপ্পলী, তেউড়ী, ত্রিফলা, দন্তীমূল, এলাইচ, এরণ্ডমূল, চই, পিপুলমূল, চিতামূল, মুতা ও বিদ্ধাড়কবীজ ইহাদের মিলিত চূর্ণ ৭।।০ পল। পাকসমাপনান্তে নামাইয়া উপরিউক্ত পারদ ২।।০ পল এবং গন্ধক ২।।০ পল (অনুক্ত হইলেও) কজ্জলী করিয়া উহার সহিত মিশাইয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। ইহা সেবন করিলে আমবাত, শোথ, অগ্নিমান্দ্য ও হলীমক রোগ নষ্ট হয়।

পঞ্চানন-রস লৌহম্

জারিতং পুটিতং লৌহচূর্ণং পঞ্চপলং শুভম্। গুগ্গুলোশ্চ পলং পঞ্চ লৌহার্দ্ধং মৃতমভ্রকম্।। শুদ্ধসূতমভ্রসমং গন্ধকং তৎসমং ভবেৎ। ত্রিগুণাময়সশ্চূর্ণাৎ কৃত্বা তাং ত্রিফলাং পচেৎ।। দ্বিরষ্টভাগং পানীয়মষ্টভাগাবশেষিতম্। তেন চাষ্টাবশেষেণ পচেল্লৌহাভ্রগুগ্গুলুম্।। ঘৃততুল্যং শতাবর্য্যা রসং দত্ত্বা তথা শুভম্। প্রস্থং প্রস্থঞ্চ দুগ্ধস্য শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।। লৌহময্যা পচেদ্ দর্ব্ব্যা পাত্রে চায়সি মৃন্ময়ে। ততঃ পাকবিধিজ্ঞস্তু পাকসিদ্ধৌ বিনিক্ষিপেৎ।। বিড়ঙ্গং নাগরং ধান্যং গুড়ুচীসত্ত্বজীরকম্। পঞ্চকোলং ত্রিবৃদ্দন্তী ত্রিফলৈলা চ মুস্তকম্।। সচূর্ণিতঞ্চ প্রত্যেকমেষার্দ্ধপলং ক্ষিপেৎ। রসস্য কজ্জলীং কৃত্বা ঈষদুষ্ণে বিমর্দ্দয়েৎ।। উত্তার্য্য স্থাপয়েদ্ ভাণ্ডে স্নিগ্ধে চাপি সুরক্ষিতম্। ঘৃতেন মধুনা পশ্চান্মর্দ্দয়িত্বানুপানতঃ।। গুড়ুচীনাগরৈরণ্ডং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ। ভক্ষয়েচ্ছুদ্ধদেহস্তু শুভেহহনি সুরার্চ্চকঃ।। আমবাতমহাব্যাধিবিনাশায়েষ্টদেবতাম্। সন্ধিবাতং কটীশূলং কুক্ষিশূলং সুদারুণম্।। জঙ্ঘাপাদাঙ্গুলীশূলং গৃধ্রসীং হন্তি পঙ্গুতাম্। গুল্মশোথং পাণ্ডুরোগং সন্ধিবাতঞ্চ দুঃসহম্। আমবাতগজেন্দ্রস্য কেশরী বিধিনির্ম্মিতঃ।।

লৌহ ৫ পল, গুগগুলু ৫ পল, অভ্র ২।।০ পল, পারদ ২।।০ পল, গন্ধক ২।।০ পল, ক্বাথার্থ ত্রিফলা প্রত্যেক ৫ পল, জল ৩০ সের, শেষ ৩ সের ৬ পল। এই ক্বাথে লৌহ অভ্র ও গুগগুলু পাক করিবে। তাহাতে ঘৃত ৩২ পল, শতমূলীর রস ৩২ পল, দুগ্ধ ৩২ পল দিয়া লৌহ বা মৃন্ময়পাত্রে লৌহদর্ব্বী দ্বারা পাক করিবে। আসন্নপাকে বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, ধনে, গুলঞ্চসার, জীরা, পঞ্চকোল, তেউড়ী, দন্তীমূল, ত্রিফলা, এলাইচ, মুতা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা নিক্ষেপ করিবে। পারদ ও গন্ধক কজ্জলী করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। পরে ঔষধ নামাইয়া স্নিগ্ধ ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। ইহা ঘৃত ও মধুর সহিত মাড়িয়া গুলঞ্চ শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের ক্বাথের সহিত সেব্য। অগ্রে বিরেচনাদি দ্বারা দেহ শোধন করিয়া পশ্চাৎ এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহাতে আমবাত ও সন্ধিবাত প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়।

নাগরক্বাথকল্কাভ্যাং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। চতুর্গুণেন তেনাথ কেবলেনোদকেন বা।। বাতশ্লেষ্মপ্রশমনমগ্নি-

সন্দীপনং পরম্। নাগরং ঘৃতমিত্যুক্তং কট্যামশূলনাশনম্।।

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ কুট্টিত শুণ্ঠী ১ সের; শুণ্ঠীর ক্বাথ কিংবা কেবল জল ১৬ সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে কটীশূল ও আমবাত প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক।

শৃঙ্গবেরাদ্যং ঘৃতম্

শৃঙ্গবেরযবক্ষার-পিপ্পলীমূলপিপ্পলীঃ। পিষ্ট্বা বিপাচয়েৎ সর্পিরারনালং চতুর্গুণম্।। শূলং বিবন্ধমানাহমাম-বাতং কটীগ্রহম্। নাশয়েদ্ গ্রহণীদোষগ্নিসন্দীপনং পরম্।।

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ শুঁঠ, যবক্ষার, পিপুলমূল, পিপুল মিলিত ১ সের। কাঁজি ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত সেবন করিলে শূল, বিবন্ধ, আনাহ, আমবাত, কটীগ্রহ ও গ্রহণীদোষ নিরাকৃত হয়। ইহা অগ্নিসন্দীপক।

কাঞ্জিকষট্পলঘৃতম্

হিঙ্গু ত্রিকটুকং চব্যং মাণিমন্থং তথৈব চ। কল্কান্ কৃত্বা চ পলিকান্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।। আরনালাঢ়কং দত্ত্বা তৎসর্পির্জঠরাপহম্। শূলং বিবন্ধমানাহমামবাতং কটীগ্রহম্।। নাশয়েদ্ গ্রহণীদোষং মন্দাগ্নের্দীপনং পরম্। পুষ্ট্যর্থং পয়সা সাধ্যং দধ্না বিণ্মূত্রসংগ্রহে। দীপনার্থং মতিমতা মস্তুনা চ প্রকীর্ত্তিতম্।।

ঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য হিঙ্গু, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চই ও সৈন্ধব প্রত্যেক ১ পল পরিমিত। কাঁজি ১৬ সের। যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে জঠর, শূল ও আমবাত প্রভৃতি রোগ নষ্ট এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হয়। এই ঘৃত কাঁজির পরিবর্ত্তে চতুর্গুণ দুগ্ধ দ্বারা পাক করিলে পুষ্টিকারক, চতুর্গুণ দধির সহিত পাক করিলে মলমূত্রের বিবদ্ধতানাশক এবং দধির মাতের সহিত পাকে অগ্নিদীপক হইয়া থাকে।

প্রসারণী তৈলম্

প্রসারণ্যা রসসিদ্ধং তৈলমেরণ্ডজং পিবেৎ। সর্ব্বদোষহরঞ্চৈব কফরোগহরং পরম্।

এরণ্ডতৈল ৪ সের, ১৬ সের গন্ধভাদুলিয়ার রসের সহিত পাক করিয়া যথামাত্রায় পান করিলে উপকার হয়। শ্লৈষ্মিক রোগে ইহা অত্যন্ত হিতকর।

দ্বিপঞ্চমূল্যাদ্যং তৈলম্

দ্বিপঞ্চমূলীনির্য্যূহ-কল্কদধ্যম্লকাঞ্জিকৈঃ। তৈলং কট্যুরুপার্শ্বার্ত্তি-কফবাতাময়ান্ গ্রহান্।। হন্তি বস্তিপ্রদানেন করোত্যগ্নিবলং মহৎ।।

দশমূলের ক্বাথ ও কল্ক এবং দধি ও অম্ল কাঞ্জিকের সহিত পক্ক তৈলের বস্তি প্রয়োগ করিলে কটী, ঊরু ও পার্শ্বশূল এবং বাতশ্লৈষ্মিক বেদনা নিবারিত হয়। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবলকারক।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যং তৈলম্

সৈন্ধবং শ্রেয়সী রাস্না শতপুষ্পা যমানিকা। সর্জ্জিকা মরিচং কুষ্ঠং শুণ্ঠী সৌবর্চ্চলং বিড়ম্।। বচাজমোদা মধুকং জীরকং পৌষ্করং কণা। এতান্যর্দ্ধপলাংশানি শ্লক্ষ্ণপিষ্টানি কারয়েৎ।। প্রস্থমেরণ্ডতৈলস্য প্রস্থাম্বু শতপুষ্পজম্। কাঞ্জিকং দ্বিগুণং দত্ত্বা তথা মস্তু শনৈঃ পচেৎ।। সিদ্ধমেতৎ প্রযোক্তব্যমামবাতহরং পরম্। পানাভ্যঞ্জনবস্তৌ চ করুতেহগ্নিবলং ভৃশম্।। বাতার্ত্তবঙ্ক্ষণে শস্তং কটীজানূরুসন্ধিজে। শূলে হৃৎপার্শ্বপৃষ্ঠেষু কৃচ্ছ্রেহশ্মরিনিপীড়িতে।। বাহ্যায়ামার্দ্দিতানাহে অন্ত্রবৃদ্ধিনিপীড়িতে। অন্যাংশ্চানিলজান্ রোগান্ নাশয়ত্যাশু দেহিনাম্।।

এরণ্ডতৈল ৪ সের, শুলফার ক্বাথ ৪ সের, কাঁজি ৮ সের, দধির মাত ৮ সের। কল্কার্থ সৈন্ধব, গজপিপ্পলী, রাস্না, শুলফা, যমানী, সর্জ্জিক্ষার, মরিচ, কুড়, শুঁঠ, সচল লবণ, বিটলবণ, বচ, যমানী, যষ্টিমধু, জীরা, পিপুল ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা। এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ ও বস্তিতে প্রয়োগ করিলে আমবাত প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হইয়া অগ্নিবল বৃদ্ধি হয়।

দ্বিতীয় সৈন্ধবাদ্যং তৈলম্

সৈন্ধবং দেবকাষ্ঠঞ্চ বচা শুণ্ঠী চ কটফলম্। শতাহ্বা মুস্তকং চব্যং মেদে মলহরং ত্রিবৃৎ।। হিজ্জলস্য ত্বচং বালং চিত্রকং ব্রহ্মযষ্টিকা। শটী বিড়ঙ্গমধুকং রেণুকাতিবিষা রুবু।। অম্বষ্ঠা নীলিনী দন্তীমূলং মরিচমেব চ। অজমোদা পিপ্পলী চ কুষ্ঠং রাস্না চ গ্রন্থিকম্।। এষাং কর্ষমিতৈঃ কল্কৈঃ শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।প্রস্থঞ্চ কটুতৈলস্য মূর্চ্ছিতস্য যথাবিধি। এতৎ তৈলবরং শ্রেষ্ঠমভ্যঙ্গাৎ সর্ব্ববাতানুৎ। বিশেষেণামবাতেষু কটীজানূরুসন্ধিষু।। হৃৎপার্শ্বসর্ব্বগাত্রেষু শূলঞ্চৈব বিনাশয়েৎ। বাতশ্লেষ্মণি বাহ্যায়ামান্ত্রবৃদ্ধৌ ভগন্দরে।। শস্তং নাড়ীব্রণান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যথ দেহিনাম্। অন্যাংশ্চ বিবিধান্ রোগান্ বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা।। সৈন্ধবাদ্যমিদং তৈলং সর্ব্বাময়নিসূদনম্।।

যথাবিধি মূর্চ্ছিত কটু তৈল ৪ সের। কল্কার্থ সৈন্ধব, দেবদারু, বচ, শুঁঠ, কটফল, শুলফা, মুতা, চই, মেদা, মহামেদা, জয়পালমূল (অথবা ত্বক), তেউড়ীমূল, হিজলছাল, বালা, চিতামূল, বামুনহাটী, শটী, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, রেণুক, আতইচ, এরণ্ডমূল, আকনাদি, নীলবৃক্ষ, দন্তীমূল, মরিচ, বনযমানী, পিপুল, কুড়, রাস্না, পিপুলমূল প্রত্যেক ২ তোলা। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই তৈল মর্দ্দনে সকল প্রকার বাতরোগ নষ্ট হয়। বিশেষত আমবাতে ও হৃৎপার্শ্বশূলে এবং সর্ব্বাঙ্গশূলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

বিজয়ভৈরবতৈলং মহাবিজয়ভৈরবতৈলঞ্চ

রসগন্ধশিলাতালং সর্ব্বং কুর্য্যাৎ সমাংশকম্। চূর্ণয়িত্বা ততঃ সূক্ষ্মমারনালেন পেষয়েৎ।। তৈলকল্কেন সংলিপ্য সূক্ষ্মবস্ত্রং ততঃ পরম্। তৈলাক্তাং কারয়েদ্ বর্ত্তিমূর্দ্ধভাগে চ দীপয়েৎ।। বর্ত্ত্যধঃস্থাপিতে পাত্রে তৈলং পততি শোভনম্। লেপয়েত্তেন গাত্রাণি ভক্ষণায় চ দাপয়েৎ।। নাশয়েৎ সূতৈলং তদ্ বাতরোগানশেষতঃ। বাহুকম্পং শিরঃকম্পং জঙ্ঘাকম্পং ততঃ পরম্।। ঐকাঙ্গঞ্চ তথা বাতং হন্তি লেপান্ন সংশয়ঃ। ফণিফেনযুতঞ্চৈতন্মহদ্বিজয়ভৈরবম্।।

পারদ, গন্ধক, মনছাল ও হরিতাল প্রত্যেক ২ তোলা কাঁজিতে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড লিপ্ত করিবে। পরে উহা শুষ্ক করিয়া বাতির ন্যায় পাকাইবে এবং সেই বাতির অগ্রভাগে তৈল মাখাইবে। পরে বাতি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে অল্প-অল্প তৈল ঢালিয়া দিবে, ঐ তৈল প্রজ্বলিত হইয়া নিম্নস্থাপিত পাত্রে বিন্দু-বিন্দু পতিত হইবে, (উল্লিখিত বর্ত্তিতে ১৬ তোলা মাত্রা তৈল প্রস্তুত হইবে)। ইহার নাম বিজয়ভৈরব তৈল। এই তৈল গাত্রে মর্দ্দন করিলে প্রবল বেদনা, একাঙ্গবাত ও বাহুকম্প প্রভৃতি বিবিধ বাতরোগ প্রশমিত হয়। ইহা ৩-৪ বিন্দু মাত্রায় দুগ্ধের সহিত সেবন করিতেও দেওয়া যায়। এই তৈলের সহিত অহিফেন মিশাইলে মহাবিজয়ভৈরব তৈল প্রস্তুত হয়।

স্বল্পপ্রসারণীতৈলং তৈলং বা সৈন্ধবাদিকম্। দশমূলাদ্যতৈলেন বস্তিদানং প্রশস্যতে।।

স্বল্পপ্রসারণী তৈল, সৈন্ধবাদি তৈল বা দশমূলাদ্য তৈলের বস্তিপ্রদান আমবাতে প্রশস্ত।

প্রসারণীসন্ধানম্

প্রসারণ্যাঢ়কক্বাথে প্রস্থো গুড়রসোনয়োঃ। পক্কঃ পঞ্চোষণরজঃ-পাদঃ স্যাদামবাতহা।।

গন্ধভাদুলে ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ১৬ সের ক্বাথে গুড় ১ সের ও রসুন ১ সের মিশ্রিত করিয়া এক সপ্তাহকাল একটি আবৃত পাত্রে রাখিবে, পরে ইহাতে পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুঁঠ, ইহাদের চূর্ণ ৷৷০ অর্দ্ধ সের প্রক্ষেপ দিবে। ইহারই নাম প্রসারণী সন্ধান। ইহা আমবাতনাশক।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

আমবাতে পথ্যানি

রুক্ষঃ স্বেদো লঙ্ঘনং স্নেহপানং বস্তির্লেপো রেচনং পায়ুবর্ত্তিঃ। অব্দোৎপন্নাঃ শালয়ো যে কুলত্থা জীর্ণং মদ্যং জাঙ্গলানাং রসাশ্চ।। বাতশ্লেষ্মঘ্নানি সর্ব্বানি তক্রং বর্ষাভূশ্চৈরণ্ডতৈলং রসোনম্। পটোলপত্তূরক-কারবেল্লং বার্ত্তাকুশিগ্রুণি চ তপ্তনীরম্।। মন্দার-গোকণ্টকবৃদ্ধদারং ভল্লাতকং গোজলমার্দ্রকঞ্চ কটূনি তিক্তানি চ দীপনানি স্যুরামবাতাময়িনে হিতানি।।

রুক্ষ স্বেদ, উপবাস, স্নেহপান, বস্তিক্রিয়া, প্রলেপ, বিরেচন, গুহ্যে বর্ত্তিপ্রয়োগ, এক বৎসরের পরাতন শালিতণ্ডুল এবং কুলথকলায়, পুরাতন মদ্য, জাঙ্গল মৃগপক্ষী প্রভৃতির মাংসরস, বায়ুনাশক ও শ্লেষ্মনাশক সমস্ত ক্রিয়া, তক্র, পুনর্নবা, ভেরেণ্ডার তৈল, রসুন, পটোল, শালিঞ্চ শাক, করলা, বেগুন, সজিনা, গরম জল, পালিধামাদার, গোক্ষুর, বৃদ্ধদারক, ভল্লাতক, গোমূত্র, আদা, কটুদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য, অগ্নিপ্রদীপক দ্রব্য, এই সকল আমবাত রোগে হিতজনক।

আমবাতেঽপথ্যানি

দধিমৎস্যগুড়ক্ষীরোপোদিকামাষপিষ্টকম্। দুষ্টনীরং পূর্ব্ববাতং বিরুদ্ধান্যশনানি চ ।। অসাত্ম্যং বেগরোধঞ্চ জাগরং বিষমাশনম্। বর্জ্জয়েদামবাতার্ত্তো গুর্ব্বভিষ্যন্দকারি চ।।

দধি, মৎস্য, গুড়, দুগ্ধ, পুঁইশাক, মাষকলায়, পিষ্টক, দূষিত জল, পূর্ব্ববায়ু, বিরুদ্ধভোজন, অসাত্ম্য ভোজন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, রাত্রিজাগরণ, বিষমাশন এবং গুরু ও অভিষ্যন্দি দ্রব্য এই সকল আমবাত রোগে অহিতকর।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে আমবাতাধিকারঃ।

শূলরোগাধিকার

শূল নিদানম্

দোষৈঃ পৃথক্-সমস্তাম-দ্বন্দ্বৈঃ শূলোঽষ্টধা ভবেৎ। সর্ব্বেষ্বেতেষু শূলেষু প্রায়েণ পবনঃ প্রভুঃ।।

শূল আট প্রকার, যথা বাতাদি পৃথক-পৃথক দোষে তিন প্রকার; দ্বন্দ্বদোষে তিন প্রকার, মিলিত ত্রিদোষে এক প্রকার ও আমদোষে এক প্রকার। কিন্তু এই আট প্রকার শূলেই বায়ুর বিশেষ প্রাধান্য থাকে।

শূল চিকিৎসা

বমনং লঙ্ঘনং স্বেদঃ পাচনং ফলবর্ত্তয়ঃ। ক্ষারচূর্ণানি গুড়িকাঃ শস্যন্তে শূলশান্তয়ে।।

শূলরোগে বমন (উৎক্লিষ্টকফে), লঙ্ঘন (আমপাচনার্থ), স্বেদ (পৈত্তিক শূল ব্যতিরেকে), পাচন, ফলবর্ত্তি ক্ষারবর্ত্তি বা ক্ষারপ্রয়োগ এবং বক্ষ্যমাণ চূর্ণ ও গুড়িকা প্রশস্ত।

বাতজশূল লক্ষণম্

ব্যায়ামযানাদতিমৈথুনাচ্চ প্রজাগরাচ্ছীতজলাতিপানাৎ। কলায়মুদ্গাঢ়কিকোরদূষাদত্যর্থরুক্ষাধ্যশনাভিঘাতাৎ।। কষায়তিক্তাতিবিরূঢ়জান্নবিরুদ্ধবল্লূরকশুষ্কশাকাৎ। বিট্‌শুক্রমূত্রানিলবেগরোধাচ্ছোকোপবাসাদতিহাস্যভাষাৎ।। বায়ুঃ প্রবৃদ্ধো জনয়েদ্ধি শূলং হৃৎপার্শ্বপৃষ্ঠত্রিকবস্তিদেশে। জীর্ণে প্রদোষে চ ঘনাগমে চ শীতে চ কোপং সমুপৈতি গাঢ়ম্।। মুহুর্ম্মুহুশ্চোপশমপ্রকোপৌ বিড়্‌বাতসংস্তম্ভনতোদভেদৈঃ। সংস্বেদনাভ্যঞ্জনমর্দ্দনাদ্যৈঃ স্নিগ্ধোষ্ণভোজ্যৈশ্চ শমং প্রয়াতি।।

ব্যায়াম, অশ্বাদিযানে ভ্রমণ, অতিমৈথুন, রাত্রিজাগরণ, শীতল জলের অতিপান এবং মুগ, কলায় (মটর), অড়হর ও কোদোধান্য ভক্ষণ, রুক্ষদ্রব্যসেবন, পূর্ব্বাহার অজীর্ণসত্ত্বে পনর্ভোজন, অভিঘাত,

কষায় ও তিক্ত রস আহার, অঙ্কুরিত ধান্যের অন্ন ও মিলিত ক্ষীরমাংসাদি বিরুদ্ধভোজন, শুষ্ক মাংস ও শুষ্ক শাক আহার, মল মূত্র বায়ু ও শুক্রের বেগধারণ, শোক, উপবাস, অতিহাস্য ও অতিভাষণ, এই সকল কারণে বায়ু কুপিত হইয়া হৃদয় পার্শ্বদ্বয় পৃষ্ঠ ত্রিক ও বস্তিদেশে শূল উৎপাদন করে। এই বায়ুজনিত শূল ভুক্ত আহার জীর্ণ হইলে, সায়ংকালে, মেঘাগমে এবং বর্ষা ও শীত ঋতুতে প্রগাঢ় প্রকুপিত হয়। এই শূল মুহুর্ম্মুহু উপশমিত ও মুহুর্ম্মুহু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাতে মল ও অধোবায়ুর স্তম্ভন এবং সূচীবেধবৎ বা ভঙ্গবৎ বেদনা উপস্থিত হয়। স্বেদক্রিয়া, তৈলাদি মর্দ্দন বা বেদনাস্থলে হস্তাদিমর্দ্দন এবং স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্য ভোজন এই সকল দ্বারা বাতশূলের উপশম হইয়া থাকে।

বাতজশূল চিকিৎসা

বিজ্ঞায় বাতশূলন্তু স্নেহস্বেদৈরুপাচরেৎ। বাতশূলাকুলস্য স্যাৎ স্বেদ এব সুখাবহঃ।।

বাতশূলের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে স্নেহস্বেদ প্রয়োগ করিবে। বাতশূলে স্বেদই বিশেষ আরামজনক।

মৃত্তিকাস্বেদঃ

মৃত্তিকাং সজলাং পাকাদ্ ঘনীভূতাং পটে ক্ষিপেৎ। কৃত্বা তৎপোট্টলীং শূলী যথা স্বেদং নিধাপয়েৎ।।

মৃত্তিকা জলে গুলিয়া অগ্নিতে পাক করিবে, জল নিঃশেষ-প্রায় হইয়া ঘনীভূত হইলে উহা বস্ত্রখণ্ডে পোট্টলীবদ্ধ করিয়া শূলস্থানে উষ্ণস্বেদ প্রদান করিবে।

তিলৈশ্চ গুড়িকাং কৃত্বা ভ্রাময়েজ্জঠরোপরি। শূলং সুদুস্তরং তেন শান্তিং গচ্ছতি সত্বরম্।। গুটিকেয়ং কোষ্ণা ভ্রাময়িতব্যা। ইতি বৃন্দটীকা।

কতকগুলি তিল বাটিয়া তাহার গুড়িকা করিবে। সেই গুড়িকা উষ্ণ করিয়া উদরের উপরে বুলাইলে অতি দুস্তর শূল আশু প্রশমিত হয়।

বিল্বমূলতিলৈরণ্ডং পিষ্ট্বা চাম্লতুযাম্ভসা। গুড়িকাং ভ্রাময়েদুষ্ণাং বাতশূলবিনাশিনীম্।।

বিল্বমূল, তিল ও এরণ্ডমূল একত্র কাঁজিতে বাটিয়া তন্নির্ম্মিত এবং ঈষদুষ্ণীকৃত গুড়িকা বেদনাস্থলে বুলাইলে বাতশূল বিনষ্ট হয়।

নাভিলেপাজ্জয়েচ্ছূলং মদনং কাঞ্জিকান্বিতম্।।

মদন (ময়না) ফল কাঁজিতে বাটিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিলে শূল নিবারিত হয়।

দারুহৈমবতীকুষ্ঠ-শতাহ্বাহিঙ্গুসৈন্ধবৈঃ। অম্লপিষ্টৈঃ সুখোষ্ণৈশ্চ লিম্পেচ্ছূলযুতোদরম্।।

দেবদারু, শ্বেতবচ, কুড়, শুলফা, হিং ও সৈন্ধব কাঁজিতে বাটিয়া ঈষদুষ্ণ করত উদরে প্রলেপ দিলে শূল নিবারিত হয়।

মূলং বৈল্বং তথৈরণ্ডং চৈত্রকং বিশ্বভেষজম্। হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুক্তং সদ্যঃ শূলনিবারণম্।।

বিল্বমূল, এরণ্ডমূল, চিতামূল, শুঁঠ, হিং ও সৈন্ধব পেষণ করিয়া উদরে প্রলেপ দিলেও ত্বরায় শূলের শান্তি হয়।

বলাপুনর্নবৈরণ্ড-বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরৈঃ। সহিঙ্গু লবণং পীতং সদ্যো বাতরুজাপহম্।।

বেড়েলা, পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, ইহাদের ক্বাথে হিং ও সচল লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতশূল সদ্য প্রশমিত হয়।

বিশ্বমেরণ্ডজং মূলং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ। হিঙ্গুসৌবর্চ্চলোপেতং সদ্যঃ শূলনিবারণম্।।

শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের ক্বাথ হিং ও সচল লবণের সহিত পান করিলে ত্বরায় শূলবেদনা নিবারিত হয়।

হিঙ্গপষ্করমূলাভ্যাং হিঙ্গসৌবর্চ্চলেন বা। বিশ্বৈরণ্ডযবক্বাথঃ সদ্যঃশূলনিবারণঃ। তদ্বদ্রুবযবক্বাথো হিঙ্গুসৌবর্চ্চলান্বিতঃ।।

শুঁঠ, এরণ্ডমূল ও যব ইহাদের ক্বাথ হিঙ্গু ও পুষ্করমূলচূর্ণের সহিত; অথবা হিঙ্গু ও সচল লবণের সহিত পান করিলে সদ্য শূল নিবারিত হয়। এরণ্ডমূল ও যব ইহাদের ক্বাথও হিঙ্গু এবং সচল লবণের সহিত পান করিলে শূলের শান্তি হইয়া থাকে।

শূলী নিরন্নকোষ্ঠোঽদ্ভিরুষ্ণাভিশ্চূর্ণিতাঃ পিবেৎ। হিঙ্গুপ্রতিবিষাব্যোষ-বচাসৌবর্চ্চলাভয়াঃ।।

শূলরোগী অভুক্তাবস্থায় হিং, আতইচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বচ, সচল লবণ ও হরীতকী, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিবেন।

তুম্বুরূণ্যভয়া হিঙ্গু-পৌষ্করং লবণত্রয়ম্। পিবেদ্ যবাম্বুনা বাত-শূলগুল্মাপতন্ত্রকী।।

ধনে, হরীতকী, হিং, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), বিটলবণ, সৈন্ধব লবণ ও ঔদ্ভিদ লবণ, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ যবের ক্বাথের সহিত পান করিলে বাতশূল, গুল্ম ও অপতন্ত্রক রোগ উপশমিত হয়।

যমানীহিঙ্গুসিন্ধুত্থ-ক্ষারসৌবর্চ্চলাভয়াঃ। সুরামণ্ডেন পাতব্যা বাতশূলনিসূদনাঃ।।

যমানী, হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সচল লবণ ও হরীতকী ইহাদের চূর্ণ সুরামণ্ডের সহিত পান করিলে বাতশূল নিবারিত হয়।

শ্যামা বিড়ং শিগ্রুফলানি পথ্যা বিড়ঙ্গকম্পিল্লকমশ্বমূত্রী। কল্কং সমং মদ্যযুতঞ্চ পীত্বা শূলং নিহন্যাদ-নিলাত্মকন্তু।। (শ্যামা—বৃদ্ধদারকঃ। অশ্বমূত্রী—শল্লকী)।

বৃদ্ধদারক, বিটলবণ, সজিনাবীজ, হরীতকী, বিড়ঙ্গ, কমলাগুঁড়ি ও শল্লকী, ইহাদের কল্ক মদ্যের সহিত পান করিলে বাতশূল বিনষ্ট হয়।

হিঙ্গ্বম্লকৃষ্ণালবণং যমানী-ক্ষারাভয়াসৈন্ধবতুল্যভাগম্। চূর্ণং পিবেদ্বারুণিমণ্ডমিশ্রং শূলে প্রবৃদ্ধেঽনিলজে শিবায়।।

হিং, অম্লবেতস, পিপ্পলী, সচল লবণ, যমানী, যবক্ষার, হরীতকী ও সৈন্ধব, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ বারুণি (তাড়ী)-মণ্ডের সহিত পান করিলে অতি প্রবৃদ্ধ বাতশূলও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সৌবর্চ্চলাম্লিকাজাজী-মরিচৈর্দ্বিগুণোত্তরৈঃ। মাতুলুঙ্গরসৈঃ পিষ্টা গুড়িকা বাতশূলনুৎ।।

সচল লবণ ১ ভাগ, তেঁতুল ২ ভাগ, কৃষ্ণজীরা ৪ ভাগ ও মরিচ ৮ ভাগ; এই সমুদায় দ্রব্য টাবালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া।০ আনা মাত্রায় গুড়িকা করিবে; উষ্ণ জল-সহ এই গুড়িকা সেবনে বাতশূল নিবারিত হয়।

হিঙ্গ্বম্লবেতসব্যোষ-যমানীলবণত্রিকৈঃ। বীজপূররসোপেতৈর্গুড়িকা বাতশূলনুৎ।।

হিং, অম্লবেতস, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যমানী, সৈন্ধব, সচল ও বিটলবণ এই সমুদায় দ্রব্য টাবালেবুর রসে পেষণ করিয়া ২ আনা বা ৪ আনা মাত্রায় গুড়িকা করিবে। ইহা বাতশূলনাশক।

বীজপূরকমূলঞ্চ ঘৃতেন সহ পায়য়েৎ। জয়েদ্ বাতভবং শূলং কর্ষমেকং প্রমাণতঃ।।

টাবালেবুর মূল ২ তোলা ঘৃতের সহিত সেবন করিলে বাতশূল প্রশমিত হয়। (মাত্রা ।।০ তোলা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ বর্দ্ধনীয়)।

পিত্তজশূল লক্ষণম্

ক্ষারাতিতীক্ষ্ণোষ্ণবিদাহিতৈলনিষ্পাবপিণ্যাককুলত্থযূষৈঃ। কট্বম্লসৌবীরসুরাবিকারৈঃ ক্রোধানলায়াসরবিপ্রতাপৈঃ।। গ্রাম্যাতিযোগাদশনৈর্বিদগ্ধৈঃ পিত্তং প্রকুপ্যাশু করোতি শূলম্। তৃণ্মোহদাহার্ত্তিকরং হি নাভ্যাং সংস্বেদমূর্চ্ছাভ্রমচোষযুক্তম্।। মধ্যন্দিনে কুপ্যতি চার্দ্ধরাত্রে বিদাহকালে জলদাত্যয়ে চ। শীতে চ শীতৈঃ সমুপৈতি শান্তিং সুস্বাদুশীতৈরপি ভোজনৈশ্চ।।

ক্ষারপদার্থ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি উষ্ণ ও অতি বিদাহজনক দ্রব্যভোজন, তৈলপান, শিম্বী, তিলকল্ক, কুলত্থকলায়ের যূষ, কটু ও অম্লরস, সৌবীর (সন্ধানবিশেষ), সুরাবিকার (সুরানির্ম্মিত খাদ্যদ্রব্য) , ক্রোধ, অগ্নিতাপ, পরিশ্রম, রৌদ্রসেবন, অতিমৈথুন ও বিদগ্ধ আহার, এই সকল কারণে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া আশু নাভিদেশে শূল উৎপাদন করে। ইহাতে তৃষ্ণা, মোহ, দাহ, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও চোষ (নিকটে অগ্নি থাকিলে শরীরে যেরূপ চূষণবৎ পীড়া উপস্থিত হয়, তদ্বৎ পীড়া) এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। মধ্যাহ্ন সময়ে, অর্দ্ধরাত্রে, ভুক্তান্নের পরিপাকাবস্থায় শরৎঋতুতে ও শীতক্রিয়ায় এবং সুস্বাদু ও শীতল আহার দ্বারা ইহার উপশম হইয়া থাকে।

পিত্তজশূল চিকিৎসা

গুড়শালিযবাঃ ক্ষীরং সর্পিঃ পানং বিরেচনম্। জাঙ্গলানি চ মাংসানি ভেষজং পিত্তশূলিনাম্।।

পুরাতন গুড়, শালিধান্য, যব, দুগ্ধ ও ঘৃত এবং বিরেচন ক্রিয়া ও জাঙ্গলপশুর মাংস পিত্তশূল রোগীর হিতকারক।

পৈত্তে তু শূলে বমনং পয়োম্বুরসৈস্তথেক্ষোঃ সপটোলনিম্বৈঃ। শীতাবগাহাঃ পুলিনাঃ সবাতাঃ কাংস্যাদিপাত্রাণি জলপ্লুতানি।।

পিত্তশূলে পটোল ও নিম্বের কল্ক-যুক্ত দুগ্ধ, জল কিংবা ইক্ষুরস পান করাইয়া বমন করাইবে। শীতল জলে অবগাহন, নদীতটে বায়ুসেবন ও জলপ্লুত কাংস্যাদি পাত্র ধারণ করিলে পিত্তশূল বিনষ্ট হয়।

বিরেচনং পিত্তহরঞ্চ শস্তং রসাশ্চ শস্তাঃ শশলাবকানাম্। সন্তর্পণং লাজমধূপপন্নং যোগাঃ সুশীতা মধুসংপ্রযুক্তাঃ।।

পৈত্তিক শূলে পিত্তঘ্ন মধুর গণযুক্ত বিরেচনক্রিয়া, শশ ও লাবপক্ষীর মাংসরস, মধু-সংযুক্ত খই চূর্ণের সন্তর্পণ ও মধু-সংযুক্ত অন্যান্য সুশীতল যোগ হিতকর।

ছর্দ্দ্যাং জ্বরে পিত্তভবেঽথ শূলে ঘোরে বিদাহে ত্বতিতর্ষিতে চ। যবস্য পেয়াং মধুনা বিমিশ্রাং পিবেৎ সুশীতাং মনুজঃ সুখার্থী।।

বমি, জ্বর, পিত্তশূল, প্রবল দাহ ও অতি তৃষ্ণা এই সকল স্থলে মধু-সংযুক্ত সুশীতল যবপেয়া উপকারী।

প্রলিহ্যাৎ পিত্তশূলঘ্নং ধাত্রীচূর্ণং সমাক্ষিকম্।

মধুর সহিত আমলকীচূর্ণ অবলেহন করিলে পিত্তশূল বিনষ্ট হয়।

শতাবরীরসং ক্ষৌদ্র-যুতং প্রাতঃ পিবেন্নরঃ। দাহশূলোপশান্ত্যর্থং সর্ব্বপিত্তাময়াপহম্।।

প্রাতঃকালে মধুর সহিত শতমূলীর রস পান করিলে পিত্তশূল, দাহ ও সর্ব্বপ্রকার পিত্তজ রোগ প্রশমিত হয়।

ধাত্র্যা রসং বিদার্য্যা বা ত্রায়ন্তীগোস্তনাম্বু বা। পিবেৎ সর্শকরং সদ্যঃ পিত্তশূলনিসূদনম্।।

আমলকীরস বা ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস অথবা বলাডুমুর ও দ্রাক্ষার ক্বাথ এই যোগত্রয় চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিলে পিত্তশূল নিবারিত হয়।

শতাবরীসযষ্ট্যাহ্ব-বাট্যালকুশগোক্ষরৈঃ।শৃতশীতং পিবেৎ তোয়ং সগুড়ক্ষৌদ্রশর্করম্।পিত্তাসৃগ্দাহশূলঘ্নং সদ্যো দাহজ্বরাপহম্।।

শতমূলী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কুশমূল ও গোক্ষুর ইহাদের ক্বাথ শৃতশীত অর্থাৎ পাকান্তে ব্যজনাদি দ্বারা শীতল করিয়া গুড় মধু ও চিনি-সহ পান করিলে রক্তপিত্ত, দাহ, পিত্তশূল ও দাহযুক্ত জ্বর প্রশমিত হয়।

বৃহত্যৌ গোক্ষুরৈরণ্ড-কুশকাশেক্ষুবালিকাঃ। পীতাঃ পিত্তভবং শূলং সদ্যো হন্যুঃ সুদারুণম্।।

বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, কুশ, কাশ ও ইক্ষুবালিকা (খাগড়াভেদ) ইহাদের ২ তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করত পান করিলে সুদারুণ পিত্তশূল নিবারিত হয়।

তৈলমেরণ্ডজং বাপি মধুকক্কাথসংযুতম্। শূলং পিত্তোদ্ভবং হন্তি গুল্মং পৈত্তিকমেব চ।।

যষ্টিমধুর ক্বাথে এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পিত্তোদ্ভব শূল ও পৈত্তিক গুল্ম প্রশমিত হয়।

ত্রিফলানিম্বযষ্ট্যাহ্ব-কটুকারগ্বধৈঃ শৃতম্। পায়য়েন্মধুসংমিশ্রং দাহশূলোপ্রশান্তয়ে।।

ত্রিফলা, নিমছাল, যষ্টিমধু, কটকী ও সোন্দালফল, ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দাহ ও শূল প্রশান্ত হয়।

ত্রিফলারগ্বধক্কাথং সক্ষৌদ্রং শর্করান্বিতম্। পায়য়েদ্রক্তপিত্তঘ্নং দাহশূলনিবারণম্।।

ত্রিফলা ও সোন্দালের ক্বাথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দাহ, শূল ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

কফজ শূল লক্ষণম্

আনূপবারিজকিলাটপয়োর্বিকারৈর্মাংসেক্ষুপিষ্টকৃশরাতিলশষ্কুলীভিঃ। অন্যৈর্বলাসজনকৈরপি হেতুভিশ্চ শ্লেষ্মা প্রকোপমুপগম্য করোতি শূলম্।। হৃল্লাসকাসসদনারুচিসংপ্রসেকৈরামাশয়ে স্তিমিতকোষ্ঠশিরো-গুরুত্বৈঃ। ভুক্তে সদৈব হি রুজং কুরুতেহ্‌তিমাত্রং সূর্য্যোদয়েহ্‌থ শিশিরে কুসুমাগমে চ।।

আনূপ (জলবহুল-দেশজাত) ও জলজ মাংস, তক্রকূর্চ্চিকা, দুগ্ধবিকার (দধি প্রভৃতি), মাংস, ইক্ষরস, পিষ্টক, কৃশরা (খিচুড়ীবিশেষ), তিলপিষ্টক এবং অন্যান্য যাবতীয় কফকর হেতু, এই সকল কারণে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া, আমাশয়ে শূল উৎপাদন করে। ইহাতে বমনবেগ, কাস, দেহের অবসন্নতা, অরুচি, মুখাদি হইতে জলস্রাব, কোষ্ঠপ্রদেশের স্তব্ধতা ও মস্তকে ভারবোধ, এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। আহার করিবামাত্র এবং প্রাতঃকালে, শীত ও বসন্ত ঋতুতে শ্লৈষ্মিক শূল অতিমাত্র যন্ত্রণাদায়ক হয়।

কফজ শূল চিকিৎসা

শ্লেষ্মাধিকে চ্ছর্দ্দনলঙ্ঘনানি শিরোবিরেকং মধুসীধুপানম্। মধুনি গোধূমযবানরিষ্টান্ সেবেত রুক্ষান্ কটুকাংশ্চ সর্ব্বান্।। মধুসীধু মদ্যবিশেষৌ। বৃন্দটীকা।

শ্লেষ্মাধিক শূলরোগে বমন, লঙ্ঘন, শিরোবিরেচন, মধুজাত মদ্য ও সীধু, মধু, গোধূম, যব, অরিষ্ট (সন্ধানবিশেষ) এবং সর্ব্বপ্রকার রুক্ষ ও কটুদ্রব্য হিতকর।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূল-চব্যচিত্রকনাগরৈঃ। যবাগূর্দীপনীয়া স্যাচ্ছূলঘ্নী তোয়সাধিতা।।

পিপল, পিপলমূল, চই, চিতা ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ-যবাগূ অগ্নির দীপক ও শূলনাশক।

লবণত্রয়সংযুক্তং পঞ্চকোলং সরামঠম্। সুখোষ্ণেনাম্বুনা পীতং কফশূলবিনাশনম্।।

পঞ্চকোল অর্থাৎ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুঁঠ, ইহাদের চূর্ণে লবণত্রয় (সৈন্ধব সচল ও বিটলবণ) ও হিঙ্গু মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে কফজনিত শূল প্রশমিত হয়। (চূর্ণের মাত্রা ১ তোলা ও উষ্ণ জল অর্দ্ধপোয়া)।

মুস্তং বচাং তিক্তকরোহিণীঞ্চ তথাভয়াং নির্দ্দহনীঞ্চ তুল্যাম্। পিবেৎ তু গোমূত্রযুতাং কফোত্থশূলে তথামস্য চ পাচনার্থম্।।

কফজ শূলে আমপাচনার্থ মুতা, বচ, কটকী, হরীতকী ও মূর্ব্বা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে পেষণ করিয়া গোমূত্রের সহিত পান করিবে।

বচাব্দাগ্ন্যভয়াতিক্তা-চূর্ণং গোমূত্রসংযুতম্। সক্ষারং বা পিবেৎ ক্বাথং বিল্বাদেঃ কফশূলবান্।। (বিল্বাদের্দশ-মূলস্য)।

বচ, মুতা, চিতা, হরীতকী ও কটকী, ইহাদের চূর্ণ গোমূত্রের সহিত অথবা বিল্বাদি দশমূলের ক্বাথ যবক্ষারের সহিত পান করিলে কফশূল নিবারিত হয়।

আমজ শূল লক্ষণম্

আটোপহৃল্লাসবমীগুরুত্ব-স্তৈমিত্যকানাহকফপ্রসেকৈঃ। কফস্য লিঙ্গেন সমানলিঙ্গমামোদ্ভবং শূলমুদা-হরন্তি।।

আমজ শূলে আটোপ (উদরের গুড়গুড় শব্দ), বমনবেগ, বমি, দেহের গুরুতা, স্তৈমিত্য, মলমূত্রের অপ্রবৃত্তি, কফস্রাব এবং কফজ শূলোক্ত লক্ষণসমূহ উপস্থিত হইয়া থাকে।

আমজ শূল চিকিৎসা

আমশূলে ক্রিয়া কার্য্যা কফশূলবিনাশিনী। সেব্যমামহরং সর্ব্বং যদগ্নিবলবর্দ্ধনম্।।

আমশূলে কফশূল-বিনাশিনী চিকিৎসা করিবে এবং যে-সকল ঔষধে আমদোষ বিনষ্ট ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়, সেই সমুদায় ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

চতুঃসম চূর্ণম্

দীপ্যকং সৈন্ধবং পথ্যা নাগরঞ্চ চতুঃসমম্। চূর্ণং শূলঃ জয়ত্যাশু মন্দস্যাগ্নেশ্চ দীপনম্।।

যমানী, সৈন্ধব, হরীতকী ও শুঁঠ এই চারি দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া জলের সহিত সেবন করিলে আমশূল নিবারিত ও অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

বস্তৌ হৃৎপার্শ্বপৃষ্ঠেষু স শূলঃ কফবাতিকঃ। কুক্ষৌ হৃন্নাভিমধ্যেষু স শূলঃ কফপৈত্তিকঃ। দাহজ্বরকরো ঘোরো বিজ্ঞেয়ো বাতপৈত্তিকঃ।।

দ্বন্দ্বজশূল লক্ষণ। বাতশ্লৈষ্মিকশূল—বস্তি, হৃদয়, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠে; পিত্তশ্লেষ্মজ শূল—কুক্ষি, হৃদয় ও নাভিদেশে এবং বাতপৈত্তিক শূল—পূর্ব্বোক্ত বাতিক ও পৈত্তিক শূলের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই শূলে অতিশয় জ্বর ও দাহ উপস্থিত হয়।

বাতপিত্তজ শূল চিকিৎসা

সমাক্ষিকং বৃহত্যাদিং পিবেৎ পিত্তানিলাত্মকে। ব্যামিশ্রং বা বিধিং কুর্য্যাচ্ছূলে পিত্তানিলাত্মকে।।

বাতপৈত্তিক শূলে বৃহত্যাদিগণের ক্বাথ মধু-সংযুক্ত করিয়া পান করিবে অথবা যে-সকল ঔষধ বাতজ ও পিত্তজ শূলনাশক, সেই সকল ঔষধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে।

পিত্তশ্লেষ্মজ শূল চিকিৎসা

পিত্তজে কফজে বাপি যা ক্রিয়া কথিতা পৃথক্। একীকৃত্য প্রযুঞ্জীত তাং ক্রিয়াং কফপিত্তজে।। পটোল-ত্রিফলারিষ্ট-ক্বাথং মধুযুতং পিবেৎ। পিত্তশ্লেষ্মজ্বরচ্ছর্দ্দি-দাহশূলোপশান্তয়ে।।

পিত্তজ ও কফজ শূলে পৃথক-পৃথক যে-চিকিৎসা কথিত হইয়াছে, পিত্তশ্লেষ্মজ শূলে তাহা মিলিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। পটোল, ত্রিফলা ও নিমছাল, ইহাদের ক্বাথ মধু-সহ পান করিলে পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বর, বমি, দাহ ও শূল উপশমিত হয়।

বাতশ্লেষ্মজ শূল চিকিৎসা

রসোনং মদ্যসংমিশ্রং পিবেৎ প্রাতঃ প্রকাঙ্ক্ষিতঃ। বাতশ্লেষ্মভবং শূলং নিহন্তং বহ্নিদীপনম্।।

নিস্তুষ রসন ৬ মাষা ও মদ্য ৮ তোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মজনিত শূল নিবারিত ও অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

ত্রিদোষজ শূল লক্ষণম্

সর্ব্বেষু দোষেষু চ সর্ব্বলিঙ্গং বিদ্যাদ্ ভিষক্ সর্ব্বভবং হি শূলম্। সুকষ্টমেনং বিষবজ্রকল্পং বিবর্জ্জনীয়ং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ।।

ত্রিদোষজ শূল। পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহে বাতাদি দোষত্রয় প্রকপিত হইয়া ত্রিদোষলক্ষণাক্রান্ত (সান্নিপাতিক) শূল উৎপাদন করে। এই শূল অতি কষ্টদায়ক এবং বিষ ও বজ্রসদৃশ ভয়াবহ। চিকিৎসকেরা ইহাকে অসাধ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন।

ত্রিদোষজ শূল চিকিৎসা

বিদারীদাড়িমরসঃ সব্যোষলবণান্বিতঃ। ক্ষৌদ্রযুক্তো জয়ত্যাশু শূলং দোষত্রয়োদ্ভবম্।।

ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ২ তোলা ও পক্ব দাড়িমের রস ২ তোলা, ইহাদের সহিত শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও সৈন্ধবলবণচূর্ণ এবং মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ত্রিদোষজনিত শূল নিবারিত হয়।

গোমূত্রশুদ্ধমণ্ডুরং ত্রিফলাচূর্ণসংযুতম্। বিলিহন্ মধুসর্পির্ভ্যাং শূলং হন্তি ত্রিদোষজম্।।

মণ্ডুর পোড়াইয়া ক্রমশ সাতবার গোমূত্রে নির্ব্বাপিত করিয়া শোধিত করিবে। সেই শোধিত মণ্ডুরচূর্ণ ১ ভাগ এবং ত্রিফলাচূর্ণ (মিলিত) ১ ভাগ, ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে ত্রিদোষজ শূল নিবারিত হয়। (মাত্রা ৫,৬ বা৭ মাষা)।

• শঙ্খচূর্ণং সলবণং সহিঙ্গু ব্যোষসংযুতম্। উষ্ণোদকেন তৎ পীতং শূলং হন্তি ত্রিদোষজম্।।

শোধিত শঙ্খচূর্ণ ১ মাষা; সৈন্ধব লবণ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ মিলিত ২ মাষা এবং হিং ২ বা ৩ রতি, এই সকল দ্রব্য একত্র মিলিত করিয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে শ্লেষ্মোল্বণ ত্রিদোষজ শূল প্রশমিত হয়। (কাহারও মতে সকল দ্রব্য সমভাগ)।

পরিণাম শূল লক্ষণম্

স্বৈর্নিদানৈঃ প্রকুপিতো বায়ুঃ সন্নিহিতস্তদা। কফপিত্তে সমাবৃত্য শূলকারী ভবেদ্ বলী।। ভুক্তে জীর্য্যতি যচ্ছূলং তদেব পরিণামজম্। তস্য লক্ষণমপ্যেতৎ সমাসেনাভিধীয়তে।। আধ্মানাটোপবিণ্মূত্র-বিবন্ধা-রতিবেপনৈঃ। স্নিগ্ধোষ্ণোপশমপ্রায়ং বাতিকং তদ্ বদেদ্ ভিষক্।। তৃষ্ণাদাহারতিস্বেদং কট্বম্ললবণোত্তরম্। শূলং শীতশমপ্রায়ং পৈত্তিকং লক্ষয়েদ্ বুধঃ।। ছর্দ্দিহৃল্লাসসম্মোহং স্বল্পরুগ্ দীর্ঘসন্ততি। কটুতিক্তোপশান্তঞ্চ তচ্চ জ্ঞেয়ং কফাত্মকম্।। সংসৃষ্টলক্ষণং বুদ্ধা দ্বিদোষং পরিকল্পয়েৎ। ত্রিদোষজমসাধ্যন্তু ক্ষীণমাংস-বলানলম্।।

পরিণামশূল। নিজ প্রকোপণহেতুতে প্রকুপিত বলবান বায়ু কফপিত্তের সন্নিহিত হইয়া, তাহাদিগকে দূষিত করত পরিণামশূল উৎপাদন করে। ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক-সময়ে পরিণামশূলের প্রকোপ হইয়া থাকে। বাতিকাদিভেদে ইহার ভিন্ন-ভিন্ন লক্ষণসকল লিখিত হইতেছে।

বাতিক পরিণামশূলে উদরাধ্মান, উদরে গুড়গুড় ধ্বনি, মলমূত্রের বিবদ্ধতা, অসুস্থচিত্ততা ও কম্প এই লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়। স্নিগ্ধোষ্ণ সেবন দ্বারা ইহা শান্ত হয়।

কটু অম্ল ও লবণরস সেবনে পৈত্তিক পরিণামশূল উৎপন্ন হয়। ইহাতে তৃষ্ণা, দাহ, অসুস্থচিত্ততা ও ঘর্ম্ম এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এই শূল শীতক্রিয়ায় উপশমিত হইয়া থাকে।

কফজনিত পরিণামশূলে বমি, বমনবেগ ও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। ইহাতে বেদনা অল্প, কিন্তু দীর্ঘকাল-স্থায়ী। কটু তিক্ত সেবন দ্বারা এই শূল উপশমিত হয়।

পরিণামশূলে দুই দোষের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে দ্বিদোষজ এবং তিন দোষের লক্ষণ সংঘটিত হইলে তাহাকে ত্রিদোষজ বলিয়া জানিবে। ত্রিদোষজ পরিণামশূলগ্রস্ত রোগীর মাংস বল ও অগ্নি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, শূল অসাধ্য হইয়া থাকে।

পরিণাম শূল চিকিৎসা

বমনং তিক্তমধুরৈর্বিরেকশ্চাপি শস্যতে। বস্তয়শ্চ হিতাঃ শূলে পরিণামসমুদ্ভবে।।

পরিণামশূল রোগে আমাশয়স্থ দোষে তিক্ত ও মধুর রসদ্রব্য দ্বারা বমন, লঙ্ঘন; পচ্যমানাশয়স্থ দোষে বিরেচন ও নিরূহ বস্তি এবং পক্বাশয়স্থ দোষে অনুবাসন-বস্তি প্রয়োগ করিবে।

শম্ব কজং ভস্ম পীতং জলেনোষ্ণেন তৎক্ষণাৎ। পক্তিজং বিনিহন্ত্যেতচ্ছূলং বিষ্ণুরিবাসুরান্।।

একটি বা দুইটি নির্মাংস শম্বূক (শামুকের খোলা) ভস্ম করিয়া, সেই ভস্ম উষ্ণ জলে গুলিয়া পান করিলে কফপ্রধান পরিণামশূল নিবারিত হয়। (এই ঔষধ পান করিবার সময় মুখাভ্যন্তর ঘৃতাভ্যক্ত করা আবশ্যক)।

শম্বূকাদি গুড়িকা

শম্বূকং ত্র্যূষণঞ্চৈব পঞ্চৈব লবণানি চ। সমাংশং গুড়িকাং কৃত্বা কলম্বুকরসেন বা।। প্রাতরে
বা ভক্ষয়েৎ তু যথাবলম্। শূলাদ্ বিমুচ্যতে জন্তুঃ সহসা পরিণামজাৎ।।

শম্বূকভস্ম, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও পঞ্চলবণ (সৈন্ধব, বিট, সচল, সামুদ্র ও ঔদ্ভিদ লবণ) সমভাগে লইয়া কলমীর রসে মর্দ্দন করত ।।০ তোলা পরিমাণে বটিকা করিবে। এই বটিকা প্রাতঃকালে বা ভোজনসময়ে বলানুসারে সেবন করিলে পরিণামশূল আশু প্রশমিত হয়।

তিলনাগরপথ্যানাং ভাগং শম্বূকভস্মনাম্। দ্বিভাগগুড়সংযুক্তং গুড়ীং কৃত্বাক্ষভাগিকাম্।। শীতাম্বুপানং পূর্ব্বাহ্নে ভক্ষয়েৎ ক্ষীরভোজনঃ। সায়াহ্নে রসকং পীত্বা নরো মুচ্যেত দুর্জ্জয়াৎ।। পরিণামসমুত্থাচ্চ শূলাচ্চিরভবাদপি।।

তিল, শুঁঠ, হরীতকী ও শম্বূকভস্ম প্রত্যেক সমভাগ, গুড় ৮ ভাগ; একত্র করিয়া ২ তোলা পরিমাণে গুড়িকা করিবে। এই ঔষধ পূর্ব্বাহ্নে শীতল জলের সহিত সেবন করিয়া দুগ্ধের সহিত অন্নভোজন ও সায়াহ্নে মাংসরস পান করিবে। ইহা দ্বারা দীর্ঘকালোৎপন্ন দুর্জ্জয় পরিণামশূলও নিবারিত হয়।

নারিকেলক্ষারঃ

নারিকেলং সতোয়ঞ্চ লবণেন প্রপূরিতম্। মৃদাববেষ্টিতং শুষ্কং পক্বং গোময়বহ্নিনা।। পিপ্পল্যা ভক্ষিতং হন্তি শূলং হি পরিণামজম্। বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।।

জল-সংযুক্ত সুপক্ক নারিকেলের মধ্যে সৈন্ধব লবণ পূরণ করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা উত্তমরূপে প্রলেপ দিবে এবং উহা শুষ্ক করিয়া ঘুঁটের অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। পরে উহার মধ্যস্থ সৈন্ধব-সংযুক্ত নারিকেল, পিপ্পলীর সহিত যথামাত্রায় সেবন করিবে। তাহাতে সর্ব্বপ্রকার পরিণামশূল নিবারিত হইবে।

লৌহচূর্ণং বরাযুক্তং বিলীঢ়ং মধুসর্পিষা। শূলং পরিণতং হন্যাৎ তন্মলং বা প্রযোজিতম্।। (অত্র তন্মলং লৌহমলং মণ্ডূরং পলং ১, মিলিত ত্রিফলাচূর্ণং পলং ১, ততো মিলিতচূর্ণাৎ ৮ মাষাঃ মধুঘৃতাভ্যাং লেহ্যাঃ)।

লৌহচূর্ণ ও ত্রিফলাচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে পরিণামশূল প্রশমিত হয়। কিংবা মণ্ডূরচূর্ণ ৮ তোলা ও ত্রিফলাচূর্ণ মিলিত ৮ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া ১ তোলা পরিমাণে, ঘৃত ও মধু-সহ লেহন করিলে পরিণামশূল নষ্ট হয়।

কৃষ্ণাভয়ালৌহচূর্ণং গুড়েন সহ ভক্ষয়েৎ। পক্তিশূলং নিহন্ত্যেতজ্জঠরাণ্যগ্নিমন্দতাম্। আমবাতবিকারাংশ্চ স্থৌল্যঞ্চৈবাপকর্ষতি।।

পিপ্পলী, হরীতকী ও লৌহচূর্ণ সমপরিমাণে লইয়া গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিবে। ইহা দ্বারা পরিণাম-শূল, উদররোগ, অগ্নিমান্দ্য, আমবাত ও স্থৌল্য বিনষ্ট হয়।

পথ্যালৌহরজঃশুণ্ঠী-চূর্ণং মাক্ষিকসর্পিষা। পরিণামরুজং হন্তি বাতপিত্তকফাত্মিকাম্।।

হরীতকী, শুঁঠ ও লৌহচূর্ণ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে বাতিক পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক পরিণামশূল নিবারিত হয়।

নাগরতিলগুড়কল্কং পয়সা সংসাধ্য যঃ পুমানদ্যাৎ। উগ্রং পরিণতিশূলং তস্যাপৈতি সপ্তরাত্রেণ।। (শুণ্ঠীচূর্ণগুড়য়োঃ প্রত্যেকং কর্ষঃ, তিল প্ল ১ গব্যদুগ্ধং ২ শং পায়সং কৃত্বা ভক্ষয়েৎ)।

শুঁঠচূর্ণ ২ তোলা, পুরাতন গুড় ২ তোলা ও তিলচূর্ণ ৮ তোলা, ২ সের গব্য দুগ্ধের সহিত পায়স করিয়া সেবন করিলে সপ্তাহের মধ্যে পরিণামশূল প্রশমিত হয়।

দগ্ধাহ্লুনসরেণাদ্যাৎ সতীনযবশক্তুকান্। অচিরান্মুচ্যতে শূলান্ নরোহন্নপরিবর্জ্জনাৎ।।

অন্নভোজন পরিত্যাগ করিয়া সর-সংযুক্ত দধির সহিত মটর ও যবের ছাতু ভক্ষণ করিলে শীঘ্র শূল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়।

কম্বলাবৃতগাত্রস্য প্রাণায়ামং প্রকুর্ব্বতঃ। কটুতৈলাক্তশক্তুনাং ধূপঃ শূলহরঃ পরঃ।।

শূলরোগী কম্বল দ্বারা গাত্র আবৃত করিয়া শ্বাসরোধপূর্ব্বক কটুতৈল-মিশ্রিত যবশক্তুর ধূম গ্রহণ করিলে শূলরোগ হইতে বিমুক্ত হয়।

এরণ্ড সপ্তকম্

এরণ্ডবিল্ববৃহতীদ্বয়মাতলঙ্গপাষাণভৃৎত্রিকণ্টমূলকৃতঃ কষায়ঃ। সক্ষারহিঙ্গলবণো রুবতৈলমিশ্রঃ শ্রোণ্যংসমেঢ্রহৃদয়স্তনরুক্ষু পেয়ঃ।।

এরণ্ডমূল, বিল্বমূল, বৃহতী, কণ্টকারী, টাবালেবুর মূল, পাষাণভেদী ও গোক্ষুরমূল, ইহাদের ক্বাথে যবক্ষার, হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ ও এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কটী, অংস, মেঢ্র, হৃদয় ও স্তন প্রভৃতি স্থানের শূল বিনষ্ট হয়।

তীক্ষ্ণায়শ্চূর্ণসংযুক্তং ত্রিফলাচূর্ণমুত্তমম্। প্রযোজ্যং মধুসর্পির্ভ্যাং সর্ব্বশূলনিবারণম্।। (মারিত-পুটিত-বজ্রলৌহচূর্ণং কর্ষ ১ মাষা ৮, ত্রিফলাচূর্ণং প্র মা ৮, মিলিতচূর্ণাচ্চ গ্রাহ্যং রতি ৪, ঘৃতমধুনী দত্ত্বা লৌহমুদ্গারেণ সংমর্দ্দ্য ভক্ষণীয়ম্)।

তীক্ষ্ণলৌহচূর্ণ ২ তোলা ৮ মাষা ও ত্রিফলাচূর্ণ প্রত্যেকে ৮ মাষা একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃত এবং মধুর সহিত ৪ রতি পরিমাণে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শূল নিবারিত হয়।

মূত্রান্তঃপাচিতাং শুষ্কাং লৌহচূর্ণসমুত্থিতাম্। সগুড়ামভয়ামদ্যাৎ সর্ব্বশূলপ্রশান্তয়ে।।

গোমূত্রসিদ্ধ ও শুষ্ক হরীতকীচূর্ণ ১ ভাগ, লৌহচূর্ণ ১ ভাগ ও গুড় ২ ভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শূল নিবারিত হইয়া থাকে।

অন্নদ্রবশূল লক্ষণম্

জীর্ণে জীর্য্যত্যজীর্ণে বা যচ্ছূলমুপজায়তে। পথ্যাপথ্যপ্রয়োগেণ ভোজনাভোজনেন চ। ন শমং যাতি নিয়মাৎ সোহন্নদ্রব উদাহৃতঃ।।

ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইলে বা পরিপাকের সময় অথবা অপক্কাবস্থাতেই যে-শূল উপস্থিত হয় এবং যাহা পথ্য, অপথ্য, ভোজন, অভোজন বা যে-কোন নিয়ম প্রতিপালন করা যায় কিছুতেই উপশম-প্রাপ্ত হয় না, তাহাকে অন্নদ্রবশূল কহে।

অন্নদ্রব শূল চিকিৎসা

অন্নদ্রবাখ্যে শূলে তু ন তাবৎ স্বাস্থ্যমশ্নুতে।। যাবৎ কটুকপিত্তাম্লমন্নং ন চ্ছর্দ্দয়েদ্ দ্রবম্।। বান্তমাত্রে জরৎ পিত্তং শূলমাশু বিনাশয়েৎ। পিত্তান্তং বমনং কৃত্বা কফান্তঞ্চ বিরেচনম্।।

অন্নদ্রব-নামক শূল উৎপন্ন হইলে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত কটু পিত্ত ও অম্লরসযুক্ত হইয়া ভুক্তদ্রব্য বমি হইয়া না যায়, ততক্ষণ রোগী স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে না। বমি হইবামাত্র পিত্ত জীর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া শূল বিনষ্ট করে। অতএব এই রোগে পিত্তোদগমন পর্য্যন্ত বমন এবং কফ নিঃসরণ পর্য্যন্ত বিরেচন দেওয়া কর্ত্তব্য।

অন্নদ্রবে চ তৎ কার্য্যং জরৎপিত্তে যদীরিতম্। আমপক্কাশয়ে শুদ্ধে গচ্ছেদন্নদ্রবং শমম্। মাষেণ্ডরী সতুষিকা স্বিন্না সর্পির্যুতা হিতা।।

জরৎপিত্তে (অম্লপিত্তে) যে-সকল চিকিৎসা কথিত হইয়াছে, অন্নদ্রবশূলেও সেই সকল চিকিৎসা কর্ত্তব্য। আমাশয় ও পক্বাশয় শুদ্ধ থাকিলেই অন্নদ্রবশূলের শান্তি হয়। ঘৃত-সংযুক্ত সিদ্ধ সতুষ মাষেগুরী অন্নদ্রবশূলে সপথ্য।(খোলা-সহ মাষকলায় দ্বারা কৃত পিষ্টকাকার ভক্ষ্য দ্রব্যকে মাষেগুরী কহিয়া থাকে)।

ধাত্রীফলভবং চূর্ণময়শ্চূর্ণসমন্বিতম্। যষ্টীচূর্ণেন বা যুক্তং লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রেণ তদ্গদে।। শ্যামাকতণ্ডুলৈঃ সিদ্ধং সিদ্ধং কোদ্রবতণ্ডুলৈঃ। প্রিয়ঙ্গুতণ্ডুলৈঃ সিদ্ধং পায়সং সহিতং হিতম্।। (প্রিয়ঙ্গুঃ কঙ্গুবিশেষঃ)।

আমলকীচূর্ণের সহিত সমভাগ লৌহচূর্ণ কিংবা যষ্টিমধুচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে জরৎপিত্ত ও অন্নদ্রবশূল নিবারিত হয়। শ্যামাধান্যের তণ্ডুল, কোদ্রব তণ্ডুল বা প্রিয়ঙ্গু তণ্ডুলের (কঙ্গুধান্য-বিশেষের) পায়স পাক করিয়া সেবন করিলেও অন্নদ্রবশূল বিনষ্ট হয়।

অন্নদ্রবো দুশ্চিকিৎস্যো দুর্ব্বিজ্ঞেয়ো মহাগদঃ। তস্মাৎ তস্য প্রশমনে পরং যত্নং সমাচরেৎ।।

অন্নদ্রবশূল ভয়ানক দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি। অতএব ইহার শান্তির জন্য বিশেষরূপে যত্ন করিবে।

জীবন্তীমূলকল্কো বা সতৈলঃ পার্শ্বশূলনুৎ।।

জীবন্তীমূলের কল্ক তিলতৈলের সহিত মিলিত করিয়া প্রলেপ দিলে পার্শ্বশূল প্রশমিত হয়।

মাতুলুঙ্গরসো বাপি শিগ্রুক্বাথস্তথা পরঃ। সক্ষারো মধুনা পীতঃ পার্শ্বহৃদ্বস্তিশূলনুৎ।।

টাবালেবুর মূলের ক্বাথে বা সজিনামূলের ক্বাথে যবক্ষার ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পাক করিলে পার্শ্ব, হৃদয় ও বস্তিশূল প্রশমিত হয়।

চিত্রকং গ্রন্থিকৈরণ্ড-শুণ্ঠীধান্যং জলৈঃ শৃতম্। শূলানাহবিবন্ধেষু সহিঙ্গু বিড়সৈন্ধবম্।।

চিতা, পিপুলমূল, এরণ্ডমূল, শুঁঠ ও ধনে ইহাদের ক্বাথে হিং, বিট ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শূল, আনাহ ও মলবদ্ধতা বিনষ্ট হয়।

হিঙ্গু সৌবর্চ্চলং পথ্যা বিড়সৈন্ধবতুম্বুরু। পৌষ্করঞ্চ পিবেচ্চূর্ণং দশমূলযবাম্ভসা।। পার্শ্বহৃৎকটিপৃষ্ঠাংস-শূলে তন্দ্রাপতানকে। শোথে শ্লেষ্মপ্রসেকে চ কর্ণরোগে চ শস্যতে।।

দশমূল প্রত্যেক ১ মাষা ৭ রতি ও যবতণ্ডুল ২ তোলা, জল ২ সের, শেষ।০ পোয়া। এই ক্বাথে হিং, সচল লবণ, হরীতকী, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, ধনে ও পুষ্করমূল (অভাবে কুড়) ইহাদের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পার্শ্ব, হৃদয়, কটি, পৃষ্ঠ ও স্কন্ধশূল এবং তন্দ্রা, অপতানক, শোথ, শ্লেষ্মপ্রসেক ও কর্ণশূল উপশমিত হয়।

হিঙ্গু ত্রিকটুকং কুষ্ঠং যবক্ষারোহথ সৈন্ধবম্। মাতুলুঙ্গরসোপেতং প্লীহশূলাপহং রজঃ।।

টাবালেবুর মূলের ক্বাথ (কাহারও মতে টাবালেবুর ফলের রসে) হিং, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুড়, যবক্ষার ও সৈন্ধব ইহাদের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে প্লীহশূল বিনষ্ট হয়।

দগ্ধমনির্গতধূমং মৃগশৃঙ্গং গোঘৃতেন সহ পীতম্। হৃদয়নিতম্বজশূলং হরতি শিখী দারুনিবহমিব।।

হরিণের শৃঙ্গ চূর্ণ করিয়া, তাহা অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে। ঐ দগ্ধ শৃঙ্গচূর্ণ গব্যঘৃতের সহিত সেবন করিলে হৃদয় ও নিতম্বজ শূল প্রশান্ত হইয়া থাকে।

শঙ্খরস গুড়িকা

পলানি চিঞ্চাক্ষারস্য পঞ্চ পঞ্চ পলানি চ। লবণানাং ক্ষিপেৎ প্রস্থদ্বয়ং জম্বীরবারিণঃ।। পলদ্বাদশ শঙ্খস্য

ভস্মীভূতং ক্ষিপেৎ পুনঃ। পূর্ব্বত্রয়েণ সংমর্দ্দ্য হিঙ্গুব্যোষচতুষ্পলম্।। রসামৃতসুগন্ধানাং পলার্দ্ধঞ্চ পৃথক্ পৃথক্। দদ্যাৎ সমস্তং সংমর্দ্দ্য জম্বীরাম্লৈর্দিনত্রয়ম্।। বদরাস্থিপ্রমাণেন গুড়িকাঃ কারয়েদ্ ভিষক্। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় তোয়মুষ্ণং পিবেদনু।। শূলঞ্চ সর্ব্বগুল্মঞ্চ অজীর্ণং পরিণামজম্। অন্ত্রশূলং পক্তিশূলং হৃচ্ছূলঞ্চ বিশেষতঃ।। কুক্ষিশূলং পার্শ্বশূলং পৃথক্ বাতাদিসম্ভবম্। আমশূলমুদাবর্ত্তং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।। (তিন্তীড়ীত্বগ্‌ভস্ম প্ল ৫, পঞ্চলবণ প্রত্যেকং প্ল ১, শঙ্খভস্ম প্ল ১২, জম্বীররস শং ৮; শনৈঃ শনৈঃ পক্ত্বা পশ্চাৎ হিঙ্গু শুণ্ঠী পিপ্পলী মরিচ এষাং চূর্ণং প্রত্যেকং প্ল ১, রসগন্ধক অমৃত প্রত্যেকং তো ৪ সর্ব্বমেকীকৃত্য জম্বীররসেন মর্দ্দয়িত্বা দিনত্রয়ং রৌদ্রে শোষয়েৎ। ততো বদরাস্থিমিতা বট্যঃ কার্য্যাঃ। অত একামুষ্ণজলেন ভক্ষয়েৎ)।

তেঁতুলছালভস্ম ৫ পল, পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ পল, শঙ্খভস্ম ১২ পল, জামীরলেবুর রস ৮ সের; অল্পে-অল্পে পাক করিয়া পশ্চাৎ হিঙ্গু, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ইহাদের প্রত্যেক ১ পল এবং পারদ, বিষ ও গন্ধক প্রত্যেক ৪ তোলা। এই সমুদায় মিশ্রিত করিয়া জামীরের রসে মাড়িয়া তিন দিন রৌদ্রে শুষ্ক করত কুল-আঁটির ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। উষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়। ইহাতে পরিণাম-শূল প্রভৃতি সকল প্রকার শূল নষ্ট হয়।

লৌহগুড়িকা

লৌহস্য রজসো ভাগস্ত্রিফলায়াস্ত্রয়স্তথা। গুড়স্যাষ্টৌ তথা ভাগা গুড়ান্মূত্রং চতুর্গুণম্।। এতৎ সর্ব্বঞ্চ বিপচেদ্ গুড়পাকবিধানবিৎ। লিহেচ্চ তদ যথাশক্তি ক্ষয়ে শূলে চ পাকজে।।

লৌহচূর্ণ ১ ভাগ, ত্রিফলা ৩ ভাগ, পুরাতন গুড় ৮ ভাগ এবং গোমূত্র ৩২ ভাগ, এই সকল একত্র করিয়া গুড়পাক-বিধানে পাক করিবে। রোগীর শক্তি বঝিয়া প্রয়োগ করিলে ক্ষয়রোগ ও পরিণামশূল নষ্ট হয়।

সামুদ্রাদ্যং চূর্ণম্

সামুদ্রং সৈন্ধবং ক্ষারৌ রুচকং রোমকং বিড়ম্। দন্তী লৌহরজঃ কিট্টং ত্রিবৃচ্ছূরণকং সমম্।। দধিগোমূত্র-পয়সা মন্দপাবকপাচিতম্। তদ্‌যথাগ্নিবলং চূর্ণং পিবেদুষ্ণেণ বারিণা।। জীর্ণেহ্‌জীর্ণে তু ভুঞ্জীত মাংসাদি ঘৃতসাধিতম্। নাভিশূলং প্লীহশূলং যকৃদ্‌গুল্মকৃতঞ্চ যৎ।। বিদ্রধ্যষ্ঠীলিকাং হন্তি কফবাতোদ্ভবং তথা। শূলানামপি সর্ব্বেষামৌষধং নাস্তি তৎপরম্। পরিণামসমুত্থস্য বিশেষেণান্তকৃন্মতম্।। (সামুদ্রাদীনাং প্রত্যেকং সমভাগচূর্ণমেকীকৃত্য দধিদুগ্ধগোমূত্রাণাং সমভাগেন যাবতা আলোড়িতং ভবতি, তাবদ্ দত্ত্বা মন্দানলেন পচেৎ আ চূর্ণীভাবাৎ। ততোহ্‌দগ্ধমুষ্ণোদকেন যথাযোগ্যং প্রযোজ্যম্। অন্যে তু সমুদিতচূর্ণাদ্ দধ্যাদীনাং মিলিতানাং চাতুর্গুণ্যমাহুঃ)।

করকচ, সৈন্ধব, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সচল, সাম্ভারি ও বিটলবণ, দন্তীমূল, লৌহচূর্ণ, মণ্ডুর, তেউড়ী ও ওল প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ। দধি, দুগ্ধ ও গোমূত্র সমান-সমান ভাগে পাকযোগ্য মাত্রায় দিয়া মন্দ অগ্নিতে পাক করিবে। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। উষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিয়া ঘৃতপক্ক মাংসাদি ভোজন করা যাইতে পারে। এই ঔষধ সকল প্রকার শূল, বিশেষত পরিণামশূল নিবারক। ইহা যকৃৎ প্লীহাদি ও অন্যান্য রোগেরও উত্তম মহৌষধ।

বিড়ঙ্গাদি মোদকঃ

বিড়ঙ্গতণ্ডুলব্যোষং ত্রিবৃদ্দন্তীসচিত্রকম্। সর্ব্বাণ্যেতানি সংহৃত্য সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ।। গুড়েন মোদকং কৃত্বা ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ। উষ্ণোদকানুপানস্তু দদ্যাদগ্নিবিবর্দ্ধনম্। জয়েৎ ত্রিদোষজং শূলং পরিণাম-সমুদ্ভবম্।।

বিড়ঙ্গের তণ্ডুল, ত্রিকটু, তেউড়ী, দন্তী ও চিতা এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া এবং চূর্ণের দ্বিগুণ গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা উষ্ণ জলের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে ত্রিদোষ-জন্য পরিণামশূল প্রশমিত হয়। মাত্রা ২ তোলা।

কোলাদি মণ্ডূরম্

কোলাগ্রন্থিকশৃঙ্গবেরচপলাক্ষারৈঃ সমং চূর্ণিতং মণ্ডুরং সুরভীজলেঽষ্টগুণিতে পক্কাথ সান্দ্রীকৃতম্। তৎ খাদেদশনাদিমধ্যবিরতৌ প্রায়েণ দুগ্ধান্নভুগ্ জেতুং বাতকফাময়ান্ পরিণতৌ শূলঞ্চ শূলানি চ।।

শুদ্ধ মণ্ডূরচূর্ণ ২।।০ পল, চই, পিপুলমূল, শুঁঠ, পিপুল, যবক্ষার প্রত্যেক ৪ তোলা, গোমূত্র ২০ পল। মণ্ডূর ও গোমূত্র পাক করিয়া আসন্নপাকে চূর্ণসকল প্রক্ষেপ দিবে। এই ঔষধ ভোজনের প্রথমে, মধ্যে ও অন্তে সেবনীয়। ঔষধ সেবনকালে দুগ্ধান্নভোজী হওয়া আবশ্যক। ইহাতে পরিণামজ ও অন্যান্য শূল নষ্ট হয়।

গুড়মণ্ডূরম্

গুড়ামলকপথ্যানাং চূর্ণং প্রত্যেকশঃ পলম্। ত্রিপলং লৌহকিট্টস্য তৎসর্ব্বং মধুসর্পিষা।। সমালোড্য সমশ্নীয়াদক্ষমাত্রাপ্রমাণতঃ। আদিমধ্যাবসানেষু ভোজনস্য নিহন্তি তৎ।। অন্নদ্রবং জরৎপিত্তমস্রপিত্তং সুদারুণম্। পরিণামসমুত্থঞ্চ শূলং সংবৎসরোত্থিতম্।।

পুরাতন গুড়, আমলকী ও হরীতকীচূর্ণ প্রত্যেক ১ পল, শোধিত মণ্ডূরচূর্ণ ৩ পল একত্র মিশ্রিত এবং ঘৃত ও মধুর সহিত আলোড়িত করিয়া, ভোজনের আদি মধ্য ও অন্তে ২ তোলা (ব্যবহার ।।০ তোলা) পরিমাণে সেবন করিলে অন্নদ্রবশূল, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত ও বৎসরাভ্যন্তরজাত সুদারুণ পরিণামশূল প্রশমিত হয়।

ক্ষীরমণ্ডূরম্

লৌহকিট্টপলান্যষ্টৌ গোমূত্রার্দ্ধাঢ়কে পচেৎ। ক্ষীরপ্রস্থেন তৎ সিদ্ধং পিত্তশূলহরং পরম্।।

মণ্ডূর ১ সের, পাকার্থ গোমূত্র ৮ সের, দুগ্ধ ৪ সের। যথাবিধি পাক করিয়া লইবে। ইহাতে পরিণাম-শূল নষ্ট হয়।

মণ্ডূরবটিকা

লৌহকিট্টপলান্যষ্টৌ গোমূত্রেঽষ্টগুণে পচেৎ। চবিকানাগরক্ষার-পিপ্পলীমূলপিপ্পলীঃ।। সংচূর্ণ্য নিক্ষিপেৎ তস্মিন্ পলাংশাঃ সান্দ্রতাং গতে। গুড়িকাঃ কল্পয়েৎ তেন পক্তিশূলনিবারিণীঃ।।

মণ্ডূরচূর্ণ ১ সের, ৮ সের গোমূত্রে পাক করিয়া, আসন্ন পাকে চই, শুঁঠ, যবক্ষার, পিপুলমূল ও পিপুল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক-এক পল প্রক্ষেপ দিবে, গাঢ় হইলে উপযুক্ত মাত্রায় বটী করিবে। এই বটী সেবনে পরিণামশূল নিবারিত হয়।

তারামণ্ডূরগুড়ঃ

বিড়ঙ্গং চিত্রকং চব্যং ত্রিফলা ত্র্যূষণানি চ। নব ভাগানি চৈতানি লৌহকিট্টসমানি চ।। গোমূত্রং দ্বিগুণং দত্ত্বা মূত্রার্দ্ধিকগুড়ান্বিতম্। শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পক্বা সুসিদ্ধং পিণ্ডতাং গতম্।। স্নিগ্ধভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য ভক্ষয়েৎ কোলামাত্রয়া। প্রাঙ্মধ্যান্তক্রমেণৈব ভোজনস্য প্রযোজিতঃ।। যোগোঽয়ং শময়ত্যাশু পক্তিশূলং সুদারুণম্। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং মন্দাগ্নিতামপি।। অর্শাংসি গ্রহণীরোগং ক্রিমিগুল্মদরাণি চ। নাশয়েদম্লপিত্তঞ্চ স্থৌল্যঞ্চাপি নিযচ্ছতি।। বর্জ্জয়েচ্ছুষ্কশাকানি বিদাহ্যম্লকটূনি চ। পক্তিশূলান্তকো হ্যেষ

গুড়ো মণ্ডুরসংজ্ঞিতঃ শূলার্ত্তানাং কৃপাহেতোস্তারয়া পরিকীর্ত্তিতঃ।।

শুদ্ধ মণ্ডুর ৯ পল, গোমূত্র ১৮ পল, গুড় ৯ পল। যথাবিধানে পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চই, ত্রিফলা, ত্রিকটু, প্রত্যেক ১ পল। মৃদু অগ্নিতে অল্পে অল্পে পাক করত পিণ্ডীভূত হইলে স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ১ তোলা। ভোজনের আদি মধ্য ও অন্তে সেবনীয়। ইহাতে পক্তিশূল প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উপশমিত হয়। এই ঔষধ সেবনকালে শুষ্ক শাক, বিদাহী দ্রব্য এবং অম্ল ও কটুরস বর্জ্জনীয়।

শতাবরীমণ্ডুরম্

সংশোধ্য চূর্ণিতং কৃত্বা মণ্ডুরস্য পলাষ্টকম্। শতাবরীরসস্যাষ্টৌ দধ্নশ্চ পয়সস্তথা।। পলান্যাদায় চত্বারি তথা গব্যস্য সর্পিষঃ। বিপচেৎ সর্ব্বমেকধ্যং যাবৎ পিণ্ডত্বমাগতম্।। সিদ্ধন্তু ভক্ষয়েন্মধ্যে ভোজনস্যাগ্রতোঽপি বা। বাতাত্মকং পিত্তভবং শূলঞ্চ পরিণামজম্। নিহন্ত্যেব হি যোগোঽয়ং মণ্ডুরস্য ন সংশয়।।

শোধিত মণ্ডুরচূর্ণ ৮ পল, শতমূলী রস ৮ পল, দধি ৮ পল, ঘৃত ৪ পল। এই সমুদায় একত্র পাক করিবে, পিণ্ডবৎ হইলে নামাইয়া লইবে। ইহা ভোজনের আদিতে মধ্যে ও অন্তে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে বাতিক, পৈত্তিক ও পরিণামজ শূল নষ্ট হয়।

বৃহচ্ছতাবরীমণ্ডুরম্

শতাবরীরসপ্রস্থে প্রস্থে চ সুরভীজলে। অজায়াঃ পয়সঃ প্রস্থে প্রস্থে ধাত্রীরসস্য চ।। লৌহমলপলান্যষ্টৌ শর্করাপলষোড়শ। দত্ত্বাজ্যকুড়বং তত্র শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।। সিদ্ধশীতে ঘনীভূতে দ্রবাণীমানি দাপয়েৎ। বিড়ঙ্গত্রিফলাব্যোষ-যবানীগজপিপ্পলীদ্বিজীরকঘনানাঞ্চ শ্লক্ষ্ণান্যক্ষসমানি চ। খাদেদগ্নিবলাপেক্ষী ভোজনাদৌ বিচক্ষণঃ।। শূলং সর্ব্বভবং হন্তি পিত্তশূলং বিশেষতঃ। হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ কুক্ষিবস্তিগুদে রুজম্।। কাসং শ্বাসং তথা শোথং গ্রহণীদোষমেব চ। যকৃৎপ্লীহোদরানাহ-রাজযক্ষ্মবিনাশনম্।। বিষ্টম্ভমামং দৌর্ব্বল্যমগ্নিমান্দ্যঞ্চ যদ্ ভবেৎ। এতান্ রোগান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।।

শতমূলীর রস ৪ সের, গোমূত্র ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের, আমলকীর রস ৪ সের, মণ্ডুর ৮ পল, চিনি ১৬ পল, ঘৃত ৪ পল। এই সমুদায় একত্র মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পাকশেষে ঘনীভূত ও শীতল হইলে তাহাতে বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, যমানী, গজপিপ্পলী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মুতা প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। এই ঔষধ আহারের পূর্ব্বে অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া সেবন করা উচিত। ইহা সকলপ্রকার শূলের, বিশেষত পিত্তশূলের উৎকষ্ট ঔষধ। ইহাতে কুক্ষি, বস্তি ও গুহ্যরোগ এবং শোথ, গ্রহণীদোষ, প্লীহা প্রভৃতি অন্যান্য রোগও উপশমিত হয়।

বৃহচ্ছতাবরীমণ্ডুরম্ (মতান্তরে)

মণ্ডুরস্যাতিতপ্তস্য বরাক্কাথপ্লুতস্য চ।। চূর্ণীকৃত্য পলান্যষ্টৌ শতাবরীরসস্য চ।। দধ্নশ্চ পয়সশ্চাষ্টাবামলক্যা রসস্য চ। চতষ্পলং ঘৃতস্যাপি শাণমাত্রং বিনিক্ষিপেৎ।। সিদ্ধে প্রত্যেকমেতেষামজাজীধান্যমুস্তকম্। ত্রিজাতককণাপথ্যা উপযুক্তং নিহন্তি চ।। শূলং দোষত্রয়োদ্ভূতমম্লপিত্তঞ্চ দারুণম্। অরুচিঞ্চ বমিঞ্চৈব কাসং শ্বাসঞ্চ নাশয়েৎ।। (ত্রিফলাক্কাথনির্ব্বাপিত মণ্ডুর প্ল ৮, পাকার্থং শতমূলী রস প্ল ৮, দধি প্ল ৮, দুগ্ধ প্ল ৮, আমলকীরস প্ল ৮, ঘৃত প্ল ৪, সিদ্ধে প্রক্ষেপার্থমজাজ্যদীনাং প্র চূর্ণ মা ৪। অত্র অজাজী জীরকম্)।

প্রথমত মণ্ডুর উষ্ণ করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে নিষিক্ত করত শোধন করিয়া লইবে। এইরূপে শোধিত মণ্ডুর ৮ পল। পাকার্থ শতমূলীর রস ৮ পল, দধি ৮ পল, দুগ্ধ ৮ পল, আমলকীর রস ৮ পল, ঘৃত

৪ পল। পাক সিদ্ধ হইলে জীরা, ধনে, মুতা, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, পিপুল ও হরীতকী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ মাষা প্রক্ষেপ দিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে সান্নিপাতিক শূল ও অম্লপিত্তাদি নানা রোগ নষ্ট হয়।

চতুঃসমমণ্ডুরম্

সদ্যো লৌহমলাজ্যমাক্ষিকসিতাভাগাঃ সমা মানতঃ পাত্রে তাম্রময়ে দিনান্তমথিতং সংস্থাপয়েদাতপে।
পশ্চাৎ তদ্ঘনতাং প্রণীয় রজনীমেকাং বহিঃ স্থাপয়েৎ পাত্রে তাম্রময়ে নিধেয়মথবা পাত্রে বর্হিভাবিতে।।
পশ্চান্মাষচতুষ্টয়ং প্রতিদিনং জগ্ধাজলং শীতলং পেয়ং ভোজনপূর্ব্বমধ্যবিরতৌ স্বচ্ছন্দভোজ্যৈর্নরৈঃ।
জেতুং শূলহুতাশমান্দ্যকসনশ্বাসাম্লপিত্তজ্বরোন্মাদাপস্মৃতিমেহসর্ব্বজঠরাজীর্ণাদিসর্ব্বা রুজঃ।

শোধিত মণ্ডুর ১ পল,ঘৃত ১ পল, মধু ১ পল, চিনি ১ পল, এই সমুদায় একত্র তাম্রপাত্রে লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিয়া একদিন রৌদ্রে এবং একরাত্রি শিশিরে স্থাপন করিবে, পরে উহা কোন তাম্রপাত্রে বা ঘৃতপাত্রে রাখিয়া দিবে। প্রত্যহ ৪ মাষা পরিমাণে সেব্য। অনুপান শীতল জল। ইহা ভোজনের আদি মধ্য ও অন্তে সেবন করা ব্যবস্থেয়। ইহাতে শূলাদি নানা রোগ নষ্ট হয়। (ইহার মাত্রা যে ৪ মাষা লিখিত হইয়াছে, তাহাই ৩ ভাগ করিয়া এক-এক ভাগ ভোজনের কালত্রয়ে সেবনীয়)।

রসমণ্ডুরম্

কুড়বং পথ্যাচূর্ণং দ্বিপলং গন্ধাশ্ম লৌহকিট্টঞ্চ। শুদ্ধরসার্দ্ধপলং ভৃঙ্গস্য রসং সকেশরাজস্য।। প্রস্থোন্মিতঞ্চ দত্ত্বা পাত্রে লৌহেহ্থ দণ্ডসংঘৃষ্টম্। শুষ্কং ঘৃতমধুযুক্তং মৃদিতং স্থাপ্যঞ্চ ভাজনে স্নিগ্ধে।। উপযুক্তমেতদ-চিরান্নিহন্তি কফপিত্তান্ রোগান্। শূলং তথাম্লপিত্তং গ্রহণীঞ্চ কামলামুগ্রাম্।।

হরীতকীচূর্ণ ৪ পল, শুদ্ধ গন্ধকচূর্ণ ২ পল, শুদ্ধ মণ্ডূরচূর্ণ ২ পল, পারদ ৪ তোলা, ভৃঙ্গরাজরস ৪ সের, কেশুরিয়ার রস ৪ সের (কেহ-কেহ বলেন ভৃঙ্গরাজরস ২ সের, কেশুরিয়ার রস ২ সের), এই সমদায় লৌহপাত্রোপরি লৌহদণ্ডে মর্দ্দনপূর্ব্বক রৌদ্রে শুকাইয়া ঘৃত মধ সংযক্ত করত স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। (মাত্রা ৪ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ১ মাষা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবে)। অনুপান দুগ্ধাদি। ইহাতে শূল ও অম্লপিত্তাদি রোগ নষ্ট হয়।

লৌহামৃতম্

তনূনি লৌহপত্রাণি তিলোৎসেধসমানি চ। কাশকামূলকল্কেন সংলিপ্য সর্ষপেণ বা।। বিশোষ্য সূর্য্যকিরণৈঃ পুনরেবাবলেপয়েৎ। ত্রিফলায়া জলে ধ্মাতং বাপয়েচ্চ পুনঃপুনঃ।। ততঃ সংচূর্ণিতং কৃত্বা কর্পটেন তু ছানয়েৎ। ভক্ষয়েন্মধুসর্পির্ভ্যাং যথাগ্নেতেৎ প্রযোজয়েৎ।। মাষকং ত্রিগুণং বাথ চতুর্গুণমথাপি বা। ছাগস্য পয়সঃ কুর্য্যাদনুপানমভাবতঃ।। গবাং ঘৃতেন দুগ্ধেন চতুঃষষ্টিগুণেন চ। পক্তিশূলং নিহন্ত্যেতন্মাসেনৈকেন নিশ্চিতম।। লৌহামৃতমিদং শ্রেষ্ঠং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা। ককারপূর্ব্বকং যচ্চ যচ্চাম্লং পরিকীর্ত্তিতম্। সেব্যং তন্ন ভবেদত্র মাংসঞ্চানূপসম্ভবম্।।

তিলপ্রমাণ পুরু কতকগুলি লৌহপত্রে শ্বেত আকন্দের মূল অথবা শ্বেতসর্ষপ বাটিয়া প্রলেপ দিবে। পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পুনরায় লেপ দিবে এবং অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে নির্ব্বাপিত করিবে। যতক্ষণ রৌদ্রে লৌহ জীর্ণ না-হয়, ততক্ষণ উক্তরূপে প্রলিপ্ত, শুষ্ক ও দগ্ধ করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে নির্ব্বাপিত করিবে। অনন্তর চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। ৩ মাষা কিংবা ৪ মাষা মাত্রায় ঘৃত ও মধু-সহ সেবনীয়। অনুপান ছাগদুগ্ধ অথবা ঔষধের ৬৪ গুণ গব্যঘৃত ও দুগ্ধ। এই

ঔষধসেবনে এক মাসের মধ্যে নিশ্চয়ই পক্তিশূল নিবারিত হয়। ইহা সেবনকালে ককারাদি দ্রব্য, অম্লদ্রব্য এবং আনূপ মাংস বর্জ্জনীয়।

ত্রিফলা লৌহম্

অক্ষামলকশিবানাং স্বরসৈশ্চ পক্কং সুলৌহজচূর্ণম্। সগুড়ং যদ্যুপভুঙ্‌ক্তে মুঞ্চতি ত্রিদোষজং শূলম্।।

লৌহচূর্ণ ১ সের, বহেড়া, আমলকী ও হরীতকীর স্বরস বা ক্বাথ ৪ সের (কেহ বলেন, প্রত্যেকের ক্বাথ ৪ সের), গুড় ১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহা সেবনে ত্রিদোষজ শূল দূরীভূত হয়।

সপ্তামৃত লৌহম্

মধুকং ত্রিফলাচূর্ণময়োরজঃ সমং লিহন্। মধুসর্পির্যুতং সম্যগ্ গব্যং ক্ষীরং পিবেদনু।। ছর্দ্দিং সতিমিরং শূলমম্লপিত্তং জ্বরং ক্লমম্। আনাহং মূত্রসঙ্গঞ্চ শোথঞ্চৈব নিহন্তি তৎ।।

যষ্টিমধু, ত্রিফলা প্রত্যেক এক-এক ভাগ, লৌহচূর্ণ ৪ ভাগ; এই সমুদায় উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া লইবে। অনুপান গব্য দুগ্ধ। ইহাতে শূল ও অম্লপিত্তাদি রোগ নষ্ট হয়।

ধাত্রীলৌহম্

ধাত্রীচূর্ণস্যাষ্টৌ পলানি চত্বারি লৌহচূর্ণস্য। যষ্টিমধুকরজশ্চ দ্বিপলং দদ্যাৎ পটে ঘৃষ্টম্।। অমৃতাক্বাথেন তচ্চূর্ণং ভাব্যঞ্চ সপ্ত সপ্তাহম্। চণ্ডাতপেষু শুষ্কং ভূয়ঃ পিষ্টা নবে ঘটে স্থাপ্যম্।। ঘৃতমধুনা সহ যুক্তং ভক্তাদৌ মধ্যতোঽন্তে চ। ত্রীনপি বারান্ খাদেৎ পথ্যং দোষানুবন্ধেন।। ভক্তস্যাদৌ শময়তি রোগান্ পিত্তানিলোদ্ভূতান্। মধ্যেঽন্নবিষ্টম্ভং জয়তি নৃণাং বিদহ্যতে নান্নম্।। পানান্নকৃতান্ দোষান্ ভুক্ত্যন্তে শীলিতং জয়তি। এবং জীর্য্যতে চান্নে শূলং নৃণাং সুকষ্টমপি।। হরতি চ সহসা যুক্তো যোগশ্চায়ং জরৎ-পিত্তম্। চক্ষুষ্যং পলিতঘ্নং কফপিত্তসমুদ্ভবান্ জয়েদ্রোগান্।। (অত্র অমৃতা আমলকীতি ভানুদাসঃ, অন্যে তু গুড়ূচীমাহঃ। সপ্তাহং সপ্ত ভাবনাঃ। ঔষধস্য মাষকত্রয়ং ভোজনাদিমধ্যান্তেষু ঘৃতমধুভ্যাং মর্দ্দিতং ভক্ষ্যমিতি ত্রিপুরারিঃ)।

আমলকীর চূর্ণ ৮ পল, লৌহচূর্ণ ৪ পল, বস্ত্রপূত যষ্টিমধুচূর্ণ ২ পল। এই সমুদায় একত্র করিয়া আমলকীর ক্বাথে (কাহারও মতে গুলঞ্চের ক্বাথে) ভাবনা দিবে। ভাবনার্থ আমলকী ১৪ পল, পাকের জল ১১২ পল, শেষ ২৮ পল। এই ক্বাথে ৭ দিন ৭বার ভাবনা দিবে। পরে প্রখর রৌদ্রে শুষ্ক ও পুনর্ব্বার পিষ্ট করিয়া নূতন মৃৎপাত্রে রাখিবে। ঘৃত ও মধুর সহিত আহারের আদি মধ্য ও অন্তে এক-এক মাষা মাত্রায় ৩ মাষা সেবনীয়। ইহাতে অতি কৃচ্ছ্র শূলরোগ নষ্ট হয়।

ধাত্রীলৌহম্ (মতান্তরে)

ষট্‌পলং শুদ্ধমণ্ডুরং যবস্য কুড়বং তথা। পাকায় নীরপ্রস্থার্দ্ধং দদ্যাৎ পাদাবশেষিতম্।। শতমূলীরসস্যাষ্টা-বামলক্যা রসস্তথা। তথা দধি পয়ো ভূমিকুষ্মাণ্ডস্য চতুষ্পলম্।। চতুষ্পলং সর্পিরিক্ষু-রসং দদ্যাদ্ বিচক্ষণঃ। প্রক্ষিপেজ্জীরধন্যাকং ত্রিজাতং করিপিপ্পলী।। মুস্তং হরীতকীঞ্চৈব লৌহমভ্রং কটুত্রিকম্। রেণকং ত্রিফলাঞ্চৈব তালীশং নাগকেশরম্।।[১] এতেষাং কার্ষিকং ভাগং চূর্ণয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ। ভোজনাদ্যবসানে চ মধ্যে চৈব সমাহিতঃ।। তোলৈকং ভক্ষয়েচ্চানু পেয়ং নিত্যং পয়স্তথা। শূলমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা।। বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্। পরিণামভবং শূলমন্নদ্রবভবং তথা।। দ্বন্দ্বজানপি শূলাংশ্চ অম্লপিত্তং সুদারুণম্। সর্ব্বশূলহরং শ্রেষ্ঠং ধাত্রীলৌহমিদং শুভম্।।

---

১. ইতঃপরং—"কট্‌ফলং মধুকং রাস্না চাশ্বগন্ধা সচন্দনম্।" ইতি রসেন্দ্রধৃতোঽধিকঃ পাঠঃ।

ঈষৎকুট্টিত যবতণ্ডুল ৪ পল, পাকার্থ জল ১৬ পল, শেষ ৪ পল। বস্ত্রপূত শতমূলীর রস, আমলকীব রস (অভাবে ক্বাথ), দধি, দুগ্ধ প্রত্যেক ৮ পল; ভূমিকুষ্মাণ্ড রস, ঘৃত, ইক্ষুরস প্রত্যেক ৪ পল; এই সমুদায় একত্র করিয়া উহাতে গোমূত্রশোধিত ও সূক্ষ্মচূর্ণীকৃত মণ্ডুর ৬ পল দিয়া পাক করিবে। আসন্নপাকে জীরক, ধনে, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, গজপিপ্পলী, মুতা, হরীতকী, লৌহ, অভ্র, ত্রিকটু, রেণুক, ত্রিফলা, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, (মতান্তরে কটকী, যষ্টিমধু, রাস্না, অশ্বগন্ধা ও চন্দন) ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করত নামাইয়া লইবে। মাত্রা।০ আনা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত। ইহা ভোজনের প্রথমে মধ্যে ও অন্তে সেবনীয়। সেবনান্তে দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার শূল ও অম্লপিত্ত নষ্ট হয়।

খণ্ডামলকী

স্বিন্নপীড়িতকুষ্মাণ্ডাৎ তুলার্দ্ধং ভৃষ্টমাজ্যতঃ। প্রস্থার্দ্ধে খণ্ডতুল্যন্তু পচেদামলকীরসাৎ।। প্রস্থে সুস্বিন্নকুষ্মাণ্ড-রসপ্রস্থে বিঘট্টয়ন্। দর্ব্ব্যাং পাকং গতে তস্মিংশ্চূর্ণীকৃত্য বিনিক্ষিপেৎ।। দ্বে দ্বে পলে কণাজাজী-শুণ্ঠীনাং মরিচস্য চ। পলং তালীশধন্যাক-চাতুর্জ্জাতকমুস্তকম্।। কর্ষপ্রমাণং প্রত্যেকং প্রস্থার্দ্ধং মাক্ষিকস্য চ। পক্তিশূলং নিহন্ত্যেতদ্ দোষত্রয়কৃতঞ্চ যৎ।। ছর্দ্দ্যম্লপিত্তমূর্চ্ছাশ্চ শ্বাসং কাসমরোচকম্। হৃচ্ছূলং পৃষ্ঠশূলঞ্চ রক্তপিত্তঞ্চ নাশয়েৎ।। রসায়নমিদং শ্রেষ্ঠং খণ্ডামলকসংজ্ঞিতম্।। (ছর্দ্দ্যম্লপিত্তয়োঃ পিত্তোত্তরশূলে চ দৃষ্টফলোঽয়ং যোগঃ)।

সিদ্ধ এবং বস্ত্রনিষ্পীড়িত সুপক্ব কুষ্মাণ্ডশস্য ৫০ পল, ২ সের ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। পরে আমলকীর রস ৪ সের, কুষ্মাণ্ডরস ৪ সের একত্র এবং তাহাতে ৫০ পল চিনি মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই রসে উক্ত ঘৃতভৃষ্ট কুষ্মাণ্ড দিয়া রীতিমত পাক করিবে। হাতা দ্বারা বারংবার সংঘট্টন করিবে, নতুবা নীচে ধরিয়া যাইবে। এইরূপে পাকান্তে নামাইয়া তাহাতে পিপুল, জীরা ও শুঁঠ প্রত্যেক চূর্ণ ২ পল, মরিচচূর্ণ ১ পল, তালীশপত্র, ধনে, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর ও মুতা প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে মধু ২ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে ত্রিদোষোত্থ পরিণামশূল, শ্বাস, কাস, হৃচ্ছূল, পৃষ্ঠশূল ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি নিবারিত হয়। বমি, অম্লপিত্ত ও পিত্তপ্রধান শূলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

নারিকেলখণ্ডঃ

কুড়বমিতমিহ স্যান্নারিকেলং সুপিষ্টং পলপরিমিতসর্পিঃপাচিতং খণ্ডতুল্যম্। নিজপয়সি তদেতৎ প্রস্থমাত্রে বিপক্বং গুড়বদথ সুশীতে শাণভাগান্ ক্ষিপেচ্চ।। ধান্যাকপিপ্পলিপয়োদতুগাদ্বিজীরান্ শাণং ত্রিজাতমিভ-কেশরবদ্ বিচূর্ণ্য। হন্ত্যম্লপিত্তমরুচিং ক্ষয়মস্রপিত্তং শূলং বমিং সকলপৌরুষকারি হারি।।

সুপক্ব নারিকেল শস্য শিলায় পেষণ এবং তাহা বস্ত্র দ্বারা নিষ্পীড়ন করিয়া তাহার ৪ পল (মতান্তরে ৮ পল) লইয়া অর্দ্ধপোয়া ঘৃতে ঈষৎ ভাজিয়া লইবে। পরে ৪ সের নারিকেলজলে ৷৷০ সের চিনি গুলিয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই জলে নারিকেল শস্য দিয়া পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে নামাইয়া ধনে, পিপুল, মুতা, বংশলোচন, জীরা ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ৷৷০ তোলা, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর প্রত্যেক চূর্ণ ১ মাষা করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অম্লপিত্ত, অরুচি, ক্ষয়রোগ, রক্তপিত্ত, শূল ও বমি নিবারণ হয়। ইহাতে পুরুষত্ববৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বৃহন্নারিকেলখণ্ডঃ

নারিকেলপলান্যষ্টৌ শর্করা প্রস্থসম্মিতা। তজ্জলং পাত্রমেকন্তু সর্পিঃ পঞ্চপলানি চ।। শুণ্ঠীচূর্ণস্য কুড়বং

প্রস্থার্দ্ধং ক্ষীরমেব চ। সর্ব্বমেকীকৃতং পাত্রে শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।। তুগা ত্রিকটুকং মুস্তং চাতুর্জ্জাতং সধান্যকম্। দ্বিকণাজীরকঞ্চৈব কর্ষযুগ্মং পৃথক্ পৃথক্।। শ্লক্ষ্ণচূর্ণং বিনিক্ষিপ্য স্থাপয়েদ্ ভাজনে মৃদঃ। খাদেৎ প্রতিদিনং শাণং যথেষ্টহারবানপি।। সর্ব্বদোষভবং শূলমেকজং দ্বন্দ্বজং তথা। পরিণামভবং শূলমম্লপিত্তঞ্চ নাশয়েৎ।। বলপষ্টিকরং হৃদ্যং বাজীকরণমুত্তমম্। রক্তপিত্তহরং শ্রেষ্ঠং ছর্দ্দিহৃদ্রোগনাশনম্। ধন্বন্তরিকৃতঞ্চৈতন্নারিকেলরসায়নম্।।

শিলাপিষ্ট-নিষ্কাশিতরস-সুপক্ক নারিকেলশস্য ৮ পল, ভর্জ্জনার্থ ঘৃত ৫ পল। নারিকেলজল ১৬ সের, চিনি ২ সের; এই জলে চিনি গুলিয়া ছাঁকিয়া তাহার সহিত ঘৃতভর্জ্জিত নারিকেলশস্য ৮ পল, শুণ্ঠীচূর্ণ ৪ পল, দুগ্ধ ২ সের দিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে বংশলোচন, ত্রিকটু, মুতা, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, ধনে, পিপুল, গজপিপুল, জীরা ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা নিক্ষেপ ও উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইয়া মৃৎপাত্রে রাখিবে। মাত্রা ।।০ অর্দ্ধ তোলা। ইহা সেবন করিলে শূল, অম্লপিত্ত, বমি ও হৃদ্রোগ নষ্ট হইয়া বলবীর্য্য বৃদ্ধি হয়।

নারিকেলামৃতম্

নারিকেলফলপ্রস্থং সুপিষ্টং ভর্জ্জিতং ঘৃতে। প্রস্থে প্রস্থং সমাদায় শুণ্ঠীচূর্ণন্তু তৎসমম্।। দ্বিপাত্রং নারিকেলাম্ব তৎসমং ক্ষীরমেব চ। ধাত্র্যাশ্চ স্বরসপ্রস্থং খণ্ডস্যাপি তুলাং নস্যেৎ।। একীকৃত্য পচেৎ সর্ব্বং শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা ভিষক্। সদ্ধশীতে প্রদাতব্যং চূর্ণমেষাং সুশোভনম্।। কটুত্রয়ং চাতুর্জ্জাতং প্রত্যেকঞ্চ পলোন্মিতম্। ধাত্রী জীরকযুগ্মঞ্চ ধন্যাকং গ্রন্থিপর্ণকম্।। তুগাপয়োদচূর্ণানি ত্রিকর্ষাণি পৃথক্ পৃথক্ । চতুষ্পলানি মধুনঃ স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।। শিবং প্রণম্য সগণং ধন্বন্তরিমথাপরম্। কর্ষপ্রমাণং ভোক্তব্যং ক্ষীরং যূষং পিবেদনু।। অম্লপিত্তং নিহন্ত্যগ্রং শূলঞ্চৈব সুদারুণম্। পরিণামভবং শূলং পৃষ্ঠশূলঞ্চ নাশয়েৎ।। অন্নদ্রব-ভবং শূলং পার্শ্বশূলং সুদুস্তরম্। অগ্নিসন্দীপনকরং রসায়নমিদং শুভম্।। মূত্রাঘাতানশেষাংশ্চ রক্তপিত্তং বিশেষতঃ। পীনসঞ্চ প্রতিশ্যায়ং নাশয়েন্নিত্যসেবনাৎ।। রোগানীকবিনাশায় লোকানুগ্রহহেতবে। অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং শ্রেষ্ঠং নারিকেলামৃতং শুভম্।।

শিলাপিষ্ট-বস্ত্রনিপীড়িত-সুপক্ক নারিকেলশস্য ৪ সের, সন্তলনার্থ ঘৃত ৪ সের, পাকার্থ নারিকেল জল ৩২ সের, গব্য দুগ্ধ ৩২ সের, আমলকী রস ৪ সের, চিনি ১২।।০ সের, শুঁঠচূর্ণ ২ সের। এই সমুদায় একত্র পাক করিবে। পাকান্তে শীতল হইলে ত্রিকটু, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর প্রত্যেক ১ পল, আমলকী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, গেঁটেলা, বংশলোচন ও মুতা প্রত্যেক ৬ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া, মধু ।।০ সের মিলাইয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান দুগ্ধ ও মুদ্গযূষ প্রভৃতি। এই ঔষধ সেবন করিলে নানাপ্রকার শূল, অম্লপিত্ত, অশেষবিধ মূত্রাঘাত এবং রক্তপিত্ত প্রভৃতি অনেক রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

হরীতকীখণ্ডঃ

ত্রিফলাব্দং চাতুর্জ্জাতং যমানী কটুকত্রয়ম্। ধান্যং মধুরিকা চৈব শতপুষ্পা লবঙ্গকম্।। প্রত্যেকং কার্ষিকং গ্রাহ্যং ত্রিবৃতা স্বর্ণপত্রিকা। পলদ্বন্দ্বপ্রমাণেন সর্ব্বতুল্যা হরীতকী।। যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি সিতা তদ্দ্বিগুণা মতা। পক্কৈতানি বিধানেন ক্ষীরেণোষ্ণেন সংপিবেৎ।। হন্ত্যম্লপিত্তং শূলঞ্চ ষড়র্শাংস্যনিলাময়ম্। কোষ্ঠবাতং কটীশূলমানহমপি দারুণম্।।

ত্রিফলা, মুতা, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, যমানী, ত্রিকটু, ধনে, মৌরি, লবঙ্গ, শুলফা প্রত্যেক ২ তোলা; তেউড়ী ও সোনামুখী প্রত্যেক ২ পল, হরীতকীচূর্ণ ৮ পল, চিনি ৩২ পল।

যথাবিধি পাক করিবে। (উপযুক্ত মাত্রা ১ তোলা)। অনুপান উষ্ণ দুগ্ধ। ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্ত, শূল, ছয় প্রকার অর্শ ও বায়ুরোগ প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

পূগখণ্ডঃ

ছিন্নং পূগফলং দৃঢ়ং পরিণতং পক্কা চ দুগ্ধাম্বুভিঃ প্রক্ষাল্যাতপশোষিতং বসুপলং গ্রাহ্যং ততশ্চূর্ণিতাৎ। তৎ সর্পিঃকুড়বে বিপাচ্য হি বরীধাত্রীরসৌ দ্ব্যঞ্জলী দ্বে প্রস্থে পয়সঃ প্রদায় বিপচেন্মন্দং তুলার্দ্ধাং সিতাম্।। হেমাম্ভোধরচন্দনং ত্রিকটুকং ধাত্রীপিয়ালাস্থিজৌ মজ্জানৌ ত্রিসুগন্ধিজীরকযুগং শৃঙ্গাটকং বংশজা। জাতীকোষফলে লবঙ্গমপরং ধান্যাককক্কোলকং নাকুলীতগরাম্বুবীরণশিফা ভৃঙ্গাশ্বগন্ধে তথা।। সর্ব্বং দ্ব্যক্ষমিতং বিচূর্ণ্য বিধিনা পাকে তু মন্দে ততঃ প্রক্ষিপ্যাথ বিঘট্টয়ন্ মুহুরিদং দর্ব্ব্যাবতার্য্য ক্ষণাৎ। সিদ্ধং বীক্ষ্য বিধারয়েদবহিতঃ স্নিগ্ধেহ্থ মৃদ্‌ভাজনে খাদেৎ প্রাতরিদং জ্বরাময়হরং বৃষ্যং বুধঃ কার্ষিকম্।। শূলাজীর্ণগুদপ্রবাহরুধিরং দুষ্টাম্লপিত্তং জয়েদ্ যক্ষ্মক্ষীণহিতং মহাগ্নিজননং তৃট্‌ছর্দ্দিমূর্চ্ছাপহম্। পাণ্ডুঘ্নং বলবর্ণদৃষ্টিকরণং গর্ভপ্রদং যোষিতামেতৎ পূগরসায়নং প্রদরনুদ্ বিণ্‌মূত্রসঙ্গাপহম্।।

সুপক্ক সুপারি খণ্ড-খণ্ড করিয়া সজল দুগ্ধে সিদ্ধ করত ধৌত করিয়া লইবে। পরে উহা রৌদ্রে শুষ্ক ও চূর্ণীকৃত করিয়া ৮ পল চূর্ণ গ্রহণ করিবে। ঐ সুপারিচূর্ণ ৮ পল, ১ সের ঘৃতে পাক করিয়া তাহাতে আমলকীর রস ১ সের, শতমূলীর রস ১ সের, দুগ্ধ ৮ সের ও চিনি ৫০ পল দিয়া পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ নাগেশ্বর, মুতা, রক্তচন্দন, ত্রিকটু, আমলকীমজ্জা, পিয়ালমজ্জা, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, পানিফল, বংশলোচন, জয়িত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ, ধনে, কাঁকলা, গন্ধরাস্না, তগরপাদুকা, বালা, বেণার মূল, ভৃঙ্গরাজ ও অশ্বগন্ধা প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা। এই সমুদায় চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া হাতা দ্বারা মুহুর্ম্মুহু আলোড়ন করিয়া নামাইয়া স্নিগ্ধ মৃৎপাত্রে রাখিবে। প্রত্যহ প্রাতে ১ তোলা পরিমাণে সেবনীয়। ইহাতে শূল ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

পূগখণ্ডঃ (মতান্তরে)

প্রস্থৈকং পূগচূর্ণস্য পয়সশ্চাঢ়কং ক্ষিপেৎ। শর্করায়াঃ পলশতং ঘৃতস্য কুড়বদ্বয়ম্।। চাতুর্জ্জাতং ত্রিকটুকং দেবপুষ্পং সচন্দনম্। মাংসী তালীশপত্রঞ্চ বীজং কমলসম্ভবম্।। নীলোৎপলং তথা বাংশী শৃঙ্গাটং জীরকং তথা। বিদারীকন্দজঞ্চৈব রজো গোক্ষুরসম্ভবম্।। শতমূলীরসশ্চৈব মালতীকুসুমং তথা। ধাত্রীচূর্ণং সমং কর্ষং কর্পূরং শুক্তিমানতঃ।। মন্দেহগ্নৌ বিপচেদ্ বৈদ্যঃ স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ। খাদেচ্চ প্রাতরুত্থায় কর্ষমেকং প্রমাণতঃ।। ছর্দ্দ্যম্লপিত্তহৃদ্দাহ-ভ্রমিমূর্চ্ছাপহং নৃণাম্। সর্ব্বশূলহরং শ্রেষ্ঠমামবাতবিনাশনম্।। মেহমেদোবিকারঘ্নং প্লীহপাণ্ডুগদাপহম্। অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ গুদজং রুধিরং জয়েৎ।। রেতোবৃদ্ধিকরং হৃদ্যং পুষ্টিদং কামদং তথা। বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং বৃদ্ধোহ্পি তরুণায়তে। নাতঃ পরতরং শ্রেষ্ঠং বিদ্যতে বাজিকর্ম্মসু।।

সুপারিচূর্ণ ২ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, চিনি ১২।।০, ঘৃত ২ সের। এই সমুদায় একত্র পাক করিয়া উপযুক্ত সময়ে গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, ত্রিকটু, লবঙ্গ, রক্তচন্দন, জটামাংসী, তালীশপত্র, পদ্মবীজ, নীলসুঁদি, বংশলোচন, পানিফল, জীরা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, শতমূলীরস, মালতীপুষ্প ও আমলকী প্রত্যেক ২ তোলা ও কর্পূর ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া যথাবিধি পাক করিবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ২ তোলা পরিমাণে সেবনীয়। ইহাতে সকলপ্রকার শূল, আমবাত, মেহ, বমি ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি নানা রোগ উপশমিত হয়। ইহা শুক্রজনক, হৃদ্য ও পষ্টিকারক এবং ইহা বাজীকারক শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

শঙ্খাদি চূর্ণম্

শঙ্খচূর্ণং পলঞ্চৈব পঞ্চৈব লবণানি চ। ক্ষারং টঙ্গণকং জাতী শতপুষ্পা যমানিকা।। হিঙ্গু ত্রিকটু কঞ্চৈব সর্ব্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ। আমবাতং যকৃচ্ছূলং পরিণামসমুদ্ভবম্। অন্নদ্রবকৃতং শূলং শূলঞ্চৈব ত্রিদোষজম্।।

শঙ্খভস্ম ১ পল, সৈন্ধব সচল বিট শাম্ভার ও ঔদ্ভিদ লবণ, সোহাগার খই, জায়ফল, শুলফা, যমানী, হিঙ্গু ও ত্রিকটু প্রত্যেক ১ পল, একত্র চূর্ণ করিয়া (১ মাষা মাত্রায় উষ্ণ জল-সহ) সেবন করিবে। ইহাতে আমবাত, যকৃৎশূল ও সর্ব্বপ্রকার শূল উপশমিত হয়।

শূলসংহারকং চূর্ণম্

সুপুরাতনমণ্ডূরং পলাষ্টকসমন্বিতম্। মারীযদাড়িমত্বক্ চ কচ্চী কুটজবল্কলম্।। মুচুকুন্দঞ্চ কক্কোলমপামার্গঞ্চ চিত্রকম্। পৃথগ্ দ্বিকার্ষিকঞ্চৈষাং গুড়ুচীঞ্চ দ্বিকার্ষিকীম্।। আঢ়কেন চ মূত্রেণ তাবজ্জ্বালং সমাচরেৎ। যাবৎ পিত্তলিকামূর্দ্ধবহ্নিস্তত্র প্রজায়তে।। ক্ষারভূতং সমাপেষ্য রসগন্ধৌ চ হিঙ্গলম্। লবঙ্গং তেজপত্রঞ্চ শুভা জাতীফলং তথা।। শঙ্খনাভি দদ্রুহারি প্রত্যেকঞ্চ দ্বিকার্ষিকম্। পূর্ব্ববৎ পেষয়িত্বা চ সর্ব্বমেকত্র মেলয়েৎ।। প্রস্থগোমূত্রদুগ্ধেন পুনঃ সর্ব্বং তথা পচেৎ। তোলৈকমুষ্ণদুগ্ধেন পায়য়েৎ কুশলো ভিষক্।। একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব ত্রিদোষজমথাপি বা। শূলমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যং সুনিশ্চিতম্। শূলসংহারকং নাম চূর্ণমেতৎ সুদুর্লভম্।। (অত্র কচ্চীতি মাণস্য বল্কলং, কক্কোলমিতি কাঁকরোলং, শুভেতি বংশলোচনা, দদ্রুহারীতি কেৎরাঙ্গা যস্য প্রসিদ্ধিঃ)।

শোধিত পুরাতন মণ্ডূর ১ সের। চাঁপানটে, দাড়িমফলের ছাল, মাণকচুর বল্কল, কুড়চিছাল, মুচুকুন্দ, কাঁকরোল, আপাঙ্গ, চিতামূল ও গুলঞ্চ প্রত্যেক ৪ তোলা, গোমূত্র ১৬ সের, এই সমস্ত একত্র পিত্তলপাত্রে পাক করিবে। পাক করিতে-করিতে যখন সমস্ত গোমূত্র শুকাইয়া যাইবে এবং পাত্রস্থ উক্ত দ্রব্যসকল জ্বলিয়া উঠিবে, তখন নামাইয়া সেই ভস্ম-সহ পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল, লবঙ্গ, তেজপত্র, বংশলোচন, জাতীফল, শঙ্খনাভি এবং চাকুন্দে প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ ৪ তোলা পরিমাণে মিশাইয়া পুনরায় ৪ সের গোমূত্রে ও ৪ সের দুগ্ধে পাক করিবে। পরে সমস্ত চূর্ণ করিয়া ১ তোলা পরিমাণে উষ্ণ দুগ্ধ-সহ সেবন করিবে। এই ঔষধে সর্ব্বপ্রকার শূল নিশ্চয়ই প্রশমিত হয়।

ত্রিফলালৌহম্

তীক্ষ্ণায়শ্চূর্ণসংযুক্তং ত্রিফলাচূর্ণমুত্তমম্। ক্ষীরেণ পায়য়েদ্ ধীমান্ সদ্যঃ শূলনিবারণম্।।

লৌহচূর্ণ ও ত্রিফলাচূর্ণ সমভাগে লইয়া দুগ্ধের সহিত পান করিলে সদ্য শূলরোগ নিবারিত হয়।

শর্করালৌহম্

ত্রিফলায়াস্তথা ধাত্র্যাশ্চূর্ণং বা কাললৌহজম্। শর্করাচূর্ণসংযুক্তং সর্ব্বশূলেষু যোজয়েৎ।।

ত্রিফলা ও ধাত্রীচূর্ণের সমান লৌহচূর্ণ একত্র করিয়া চিনির সহিত সেবনীয়। ইহা সর্ব্বপ্রকার শূলেই প্রয়োগ করা যায়।

বৈশ্বানরলৌহম্

দ্বিপলং তিন্তিড়ীক্ষারং তথাপামার্গসম্ভবম্। শম্বূকভস্মসংযুক্তং লবণঞ্চ সমং তথা।। চতুর্ণাং সমভাগাঃ স্যুস্তুল্যঞ্চ লৌহচূর্ণকম্। চূর্ণং সংপিষ্য খল্লাদৌ কারয়েদেকতাং ভিষক্।। শূলস্যাগমবেলায়াং খাদেন্মাষদ্বয়ং নরঃ। শূলমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ।।

তেঁতুলছালভস্ম, আপাঙ্গভস্ম, শামুকমুটিভস্ম ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক ।০ পোয়া, লৌহ ১ সের;

এই সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া লইবে। শূলবেদনা উপস্থিত হইবার সময় ইহা ২ মাষা পরিমাণে সেবন করাইবে। ইহাতে সকলপ্রকার শূল নষ্ট হয়।

চতুঃসমলৌহম্

অভ্রং গন্ধং রসং লৌহং প্রত্যেকং সংস্কৃতং পলম্। সর্ব্বমেতৎ সমাহৃত্য যত্নতঃ কুশলো ভিষক্।। আজ্যে পলে দ্বাদশকে দুগ্ধে বৎসরসংখ্যকে। পক্ত্বা ক্ষিপেৎ তত্র চূর্ণং সুপূতং ঘনবাসসা।। বিড়ঙ্গ-ত্রিফলাবহ্নি-ত্রিকটুনাং তথৈব চ। পিষ্ট্বা পলোন্মিতানেতাংস্তথা সংমিশ্রিতান্ নয়েৎ।। তৎ তু পিষ্টং শুভে ভাণ্ডে স্থাপয়েৎ তু বিচক্ষণঃ। আত্মনঃ শোভনে চাহ্নি পূজয়িত্বা রবিং গুরুম্।। ঘৃতেন মধুনালোড্য ভক্ষয়েন্মাষকাদিকম্। অষ্টৌ মাষান্ ক্রমেণৈব বর্দ্ধয়েচ্চ সমাহিতঃ।। অনুপানং প্রযোক্তব্যং নারিকেলজলং পয়ঃ। জীর্ণে লোহিতশাল্যন্নং মুদগমাংসরসাদিভিঃ।। ভক্ষয়েদ্ ঘৃতসংযুক্তং সদ্যঃ শূলাদ্ বিমুচ্যতে। হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চাপ্যামবাতং কটীগ্রহম্।। গুল্মশূলং শিরঃশূলং যকৃৎপ্লীহানমেব চ। অগ্নিমান্দ্যং ক্ষয়ং কুষ্ঠং কাসং শ্বাসং বিচর্চ্চিকাম্। অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ যোগেনানেন সাধয়েৎ।।

শোধিত অভ্র, গন্ধক, পারদ, লৌহ প্রত্যেক ১ পল, এই সমুদায় দ্রব্য ১২ পল, ঘৃত ও ১২ পল দুগ্ধ সহ একত্র পাক করিয়া তাহাতে পশ্চাল্লিখিত দ্রব্যের ঘনবস্ত্র-নিষ্কাষিত চূর্ণসকল প্রক্ষেপ দিবে। প্রক্ষেপ্যদ্রব্য যথা বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, চিতামূল, ত্রিকটু প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল। যথাবিধি পাক করিয়া উপযুক্ত পাত্রে রাখিবে। নিজের শুভদিনে সূর্য্য ও গুরুর পূজা করিয়া ঘৃত ও মধু-সহ ১ মাষা মাত্রায় সেবন করিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ ৮ মাষা পর্য্যন্ত মাত্রাবৃদ্ধি করিবে। অনুপান দুগ্ধ বা নারিকেলজল। পথ্য রক্তশালিতণ্ডুলের অন্ন, মুগের যূষ ও মাংসরস প্রভৃতি। ইহাতে নানাবিধ শূল, গুল্ম, যকৃৎ, প্লীহা ও ক্ষয় প্রভৃতি অনেক রোগের শান্তি হয়।

শূলরাজলৌহম্

কর্ষৈকং কান্তলৌহস্য শুদ্ধমভ্রং পলং তথা। সিতায়াশ্চ পলঞ্চৈকং মধুসর্পিস্তথৈব চ।। সর্ব্বমেকীকৃতং পাত্রে লৌহদণ্ডেন মর্দ্দয়েৎ। ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং চব্যচিত্রকম্।। প্রত্যেকং তোলকং মানং চূর্ণিতং তত্র দাপয়েৎ। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় শিশিরাম্বনুপানতঃ।। সর্ব্বদোষভবং শূলং কুক্ষিশূলঞ্চ যদ্ ভবেৎ। হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ অম্লপিত্তঞ্চ নাশয়েৎ।। অর্শাংসি গ্রহণীদোষং প্রমেহাংশ্চ বিসূচিকাম্। শূলরাজমিদং লৌহং হরেণ পরিনির্ম্মিতম্।।

কান্তলৌহ ২ তোলা এবং শোধিত অভ্র, চিনি, মধু ও ঘৃত প্রত্যেক দ্রব্য ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিবে। ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, চই, চিতা প্রত্যেক ১ তোলা পরিমাণে চূর্ণ করিয়া তাহাতে মিশ্রিত করিবে। শীতল জল অনপানে প্রাতঃকালে সেবন করিলে সকল দোষজাত শূল, কুক্ষিশূল, পার্শ্বশূল, হৃচ্ছূল, অম্লপিত্ত, অর্শ, গ্রহণীরোগ, প্রমেহ ও বিসূচিকা বিনষ্ট হয়। হর কর্ত্তৃক এই শূলরাজলৌহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

শূলগজকেশরী

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং যামৈকং মর্দ্দয়েদ্ দৃঢ়ম্। দ্বয়োস্তুল্যং শুদ্ধতাম্র-সম্পুটে তং নিরোধয়েৎ।। ঊর্দ্ধাধো লবণং দত্ত্বা মৃদ্‌ভাণ্ডে স্থাপয়েদ্ বুধঃ। রুদ্ধ্বা গজপুটং দত্ত্বা স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ।। সম্পুটং চূর্ণয়েৎ শ্লক্ষ্ণং পর্ণখণ্ডে দ্বিগুঞ্জকম্। ভক্ষয়েৎ সর্ব্বশূলার্ত্তো হিঙ্গু শুণ্ঠীঞ্চ জীরকম্।। বাচামরিচজং চূর্ণং কর্ষমুষ্ণজলৈঃ পিবেৎ। অসাধ্যং সাধয়েচ্ছূলং শ্রীশূলগজকেশরী।। (মৃদ্‌ভাণ্ডে পলদ্বয়লবণযোগ্যে পলৈকং লবণং নিক্ষিপ্য লবণমধ্যে সম্পুটকং স্থাপয়িত্বা অপরলবণপলেনাচ্ছাদ্য ভাণ্ডমুখং কর্পট্যা আচ্ছাদ্য লিপ্ত্বা চ গজপুটে পচেৎ। ইতি রসেন্দ্রটীকা)।

শুদ্ধ পারদ ২ তোলা, শুদ্ধ গন্ধক ৪ তোলা উভয়ে কজ্জলী করিয়া গোঁড়ালেবুর রসে মাড়িয়া তদ্দ্বারা ৬ তোলা পরিমিত তাম্রপুটের অভ্যন্তরভাগ লিপ্ত করিবে। পরে একটি ভাণ্ডের মধ্যে ৮ তোলা লবণ রাখিয়া তদুপরি ঐ তাম্রসম্পুট স্থাপন ও তাহার উপরিভাগেও ৮ তোলা লবণ প্রদান করিয়া মুখ রুদ্ধ করত গজপুটে পাক করিবে। পর দিবস তাম্রপুট উদ্ধৃত ও চূর্ণিত করিয়া উপযুক্ত পাত্রে স্থাপন করিবে। ইহা ২ রতি পরিমাণে পানের সহিত সেব্য। ঔষধসেবনান্তে হিঙ্গু, শুঁঠ, জীরক, বচ ও মরিচ, ইহাদের ২ তোলা পরিমিত চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে কৃচ্ছ্রসাধ্য শূলও উপশমিত হইয়া থাকে।

শূলবজ্রিণী বটী

রসগন্ধকলৌহানাং পলার্দ্ধেন সমন্বিতম্। টঙ্গণং রামঠং শুণ্ঠী[১] ত্রিকটু ত্রিফলা শঠী।। ত্বগেলা পত্রতালীশং জাতীফললবঙ্গকম্। যমানী জীরকং ধান্যং প্রত্যেকং তোলকং শুভম্।। গণেশং যোগিনীঃ শম্ভুংহরিং সূর্য্যং প্রপূজ্য চ।। শীততোয়ানুপানেন চ্ছাগীদুগ্ধেন বা পুনঃ। এক্যৈকা ভক্ষিতা চেয়ং বটিকা শূলবজ্রিণী।। শূলমষ্টবিধং হন্তি প্লীহগুল্মোদরজ্বরম্। অষ্ঠীলানাহমেহাংশ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।। অম্লপিত্তমবাতাংশ্চ কামলাং পাণ্ডরোগকম্। গুরুণা চন্দ্রনাথেন বটিকৈষা প্রকীর্ত্তিতা। সংসারলোকরক্ষার্থং বিচিন্ত্য পরিনির্ম্মিতা।।

পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেক ৪ তোলা, সোহাগা, হিঙ্গু, শুঁঠ (কেহ বলেন, তামা), ত্রিকটু, ত্রিফলা, শঠী, গুড়ত্বক, এলাইচ, তেজপত্র, তালীশপত্র, জায়ফল, লবঙ্গ, যমানী, জীরা, ধনে ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা। সমুদয় ছাগীদুগ্ধে পেষণ করিয়া ১ মাষা পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান ছাগীদুগ্ধ বা শীতল জল। ইহাতে শূল, গুল্ম, প্লীহা, মেহ ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি নানা রোগ বিনষ্ট হয়।

শূলান্তকো রসঃ

ত্র্যষণং ত্রিফলা মুস্তং ত্রিবৃতা চিত্রকং তথা। এক্যৈকশঃ সমো ভাগস্তদর্দ্ধং রসগন্ধয়োঃ।। লৌহাভ্রক-বিড়ঙ্গানাং ভাগস্তদ্দ্বিগুণো ভবেৎ। এতৎ সর্ব্বং সমাদায় চূর্ণয়িত্বা বিচক্ষণঃ।। ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ গুড়িকাং কারয়েদ্ ভিষক্। তদেকাং ভক্ষয়েৎ প্রাতর্ভক্তবারি পিবেদনু।। নিহন্তি পরিণামোত্থমম্লপিত্তং বমিং তথা। অন্নদ্রবভবং শূলং সন্নিপাতসমুদ্ভবম্। সর্ব্বশূলান্ নিহন্ত্যাশু শুষ্কং দার্ব্বনলো যথা।।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, তেউড়ী, চিতামূল প্রত্যেক ১ তোলা, কজ্জলী ১ তোলা, লৌহ, অভ্র, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমুদায় চূর্ণ ত্রিফলার ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান কাঁজি। ইহাতে পরিণামজাদি সর্ব্বপ্রকার শূল রোগ নষ্ট হয়।

ত্রিপুরভৈরবঃ

ভাগো রসস্যাশ্মহেম্নো ভাগো গ্রাহ্যোঽতিযত্নতঃ। তয়োর্দ্বাদশভাগানি তাম্রপত্রাণি লেপয়েৎ।। পচেচ্ছূলহরঃ সূতো ভবেৎ ত্রিপুরভৈরবঃ। মাষো মধ্বাজ্যসংযুক্তো দেয়োঽস্য পরিণামজে। অন্যে ত্বেরণ্ডতৈলেন হিঙ্গুত্রয়যুতো রসঃ।।

১ ভাগ পারদ ও ১ ভাগ গন্ধক কজ্জলী করিয়া তদ্দ্বারা ১২ ভাগ তামার পাত প্রলিপ্ত করিবে। পরে তাহা বালুকাযন্ত্রে পাক করিলে ঔষধ প্রস্তুত হইবে। ইহা ১ মাষা মাত্রায় পরিণামশূলে মধু ও ঘৃতের সহিত প্রয়োগ করিবে। অন্য শূলে এরণ্ডতৈল ও ৩ ভাগ হিঙ্গুর সহিত সেবন করিতে দিবে।

১. শুণ্ঠীত্যত্র শুল্বমিতি পাঠান্তরম্।

শূলহরণযোগঃ

হরীতকী ত্রিকটুকং কুচিলা হিঙ্গু সৈন্ধবম্। গন্ধকঞ্চ সমং সর্ব্বং বটীং কুর্য্যাৎ সুখাবহাম্।। লঘুকোল-প্রমাণাস্তু শস্যতে প্রাতরেব হি। একৈকা বটিকা গ্রাহ্যা গুল্মশূলবিনাশিনী।। গ্রহণ্যামতিসারে চ সাজীর্ণে মন্দপাবকে। যোজয়েদুষ্ণপয়সা সুখমাপ্নোতি নিশ্চিতম্। সুবর্ণবদ্ ভবেদ্ দেহং সদোৎসাহযুতং নৃণাম্।।

হরীতকী, ত্রিকটু, কুঁচিলা, হিঙ্গু, সৈন্ধব, গন্ধক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র করিয়া ছোট কুলের মত বটিকা করিবে। প্রাতঃকালে উষ্ণ দুগ্ধের সহিত ১টি করিয়া বটি সেবন করিলে গুল্ম, শূল, গ্রহণী, অতিসার, অজীর্ণ ও মন্দাগ্নি প্রভৃতি রোগসকল নষ্ট হয়। ইহাতে সুবর্ণের ন্যায় কান্তি ও শরীর উৎসাহবান হইয়া থাকে।

শ্রীবিদ্যাধরাভ্রম্

বিড়ঙ্গমুস্তত্রিফলাগুড়ুচী-দন্তীত্রিবৃদ্‌বহ্নিকটুত্রিকঞ্চ। প্রত্যেকমেষাং পিচুভাগচূর্ণং পলানি চত্বার্য্যয়সো মলস্য।। গোমূত্রশুদ্ধস্য পুরাতনস্য যদ্বায়সস্তানি চিরাটিকায়াঃ। কৃষ্ণাভ্রকাচ্চূর্ণপলং বিশুদ্ধং নিশ্চন্দ্রকং শ্লক্ষ্ণমতীব সূতাৎ।। পাদোনকর্ষং স্বরসেন খল্ল-শিলাতলে মন্যুমনীদলস্য। সংমর্দ্দ্য যত্নাদতিশুদ্ধগন্ধ-পাষাণচূর্ণেন পিচূন্মিতেন।। যক্ত্বা ততঃ পূর্ব্বরজাংসি দত্ত্বা সর্পির্মধভ্যামবর্দ্ধ্য যত্নাৎ। নিধাপয়েৎ স্নিগ্ধবিশুদ্ধভাণ্ডে ততঃ প্রযোজ্যাস্য রসায়নস্য।। প্রাঙ্‌মাষকৌ দ্বাবথ বা ত্রয়ো বা গব্যং পয়ো বা শিশিরং জলং বা। পিবেদয়ং যোগবরঃ প্রভূতকালপ্রনষ্টানলদীপকশ্চ।। রোগং নিহন্যাৎ পরিণামশূলং শূলং তথান্নদ্রবসংজ্ঞকঞ্চ। যক্ষ্মাম্লপিত্তং গ্রহণীং প্রদুষ্টাং জীর্ণজ্বরং লোহিতপিত্তমুগ্রম্।। ন সন্তি তে যান্ ন নিহন্তি রোগান্ যোগোত্তমঃ সম্যগুপাস্যমানঃ।। (মন্যুমনীদলং থুলকুড়ীতি যস্য প্রসিদ্ধিঃ, চিরাটিকা লৌহচটকেতি খ্যাতা। থানকুনীরসেন পারদং সংশোধ্য সংমর্দ্দ্য পশ্চাদ্ গন্ধকচূর্ণং কর্ষমিতং দত্ত্বা সংমর্দ্দ্য চ বিড়ঙ্গাদিচূর্ণং প্রক্ষিপ্য ঘৃতভাণ্ডে স্থাপনীয়ম্। ভোজনাদিমধ্যান্তেষু ভক্ষ্যম্। ভোজনাৎ পূর্ব্বং ব্যবহরন্তি বৈদ্যাঃ। মণ্ডূরস্থানে লৌহং গ্রাহ্যম্। পরিণামশূলেঽতিপ্রশস্তম্। চতুঃষষ্টিগুণং গব্যদুগ্ধং শিশিরতোয়ং বা অনুপেয়ম্)।

বিড়ঙ্গ, মুতা, ত্রিফলা, গুলঞ্চ, দন্তীমূল, তেউড়ী, চিতামূল ও ত্রিকটু ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। গোমূত্রশোধিত মণ্ডূর অথবা লৌহচটা-ভস্ম ৪ পল, কৃষ্ণাভ্রচূর্ণ ১ পল, থুলকুড়ির রসে শোধিত হিঙ্গুলোত্থ পারদ ১।।০ তোলা, শোধিত গন্ধক ২ তোলা। অগ্রে পারদ ও গন্ধকে কজ্জলী করিয়া পশ্চাত উহার সহিত অন্যান্য দ্রব্যসকল মিশ্রিত এবং ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া যত্নপূর্ব্বক মাড়িয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে এবং তাহা স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা প্রথমত ২ বা ৩ মাষা। অনুপান গব্যদুগ্ধ বা শীতল জল। ইহাতে নানাবিধ শূল ও অম্লপিত্তাদি বহু রোগ নষ্ট হয়, বিশেষত ইহা পরিণাম-শূলের অতি উৎকষ্ট ঔষধ।

বৃহদ্ বিদ্যাধরাভ্রম্

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং ফলত্রয়কটুত্রয়ম্। বিড়ঙ্গমুস্তকঞ্চৈব ত্রিবৃতা দন্তীচিত্রকম্।। আখুপর্ণী গ্রন্থিকঞ্চ প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্। পলং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণস্য মৃতায়শ্চ চতর্গুণম্।। ঘৃতেন মধনা পিষ্ট্বা বটিকাং কোলসম্মিতাম্। একৈকাং বটিকাং খাদেৎ প্রাতরুত্থায় নিত্যশঃ।। অনুপানং গবাং ক্ষীরং নীরং বা নারিকেলজম্। সর্ব্বশূলং নিহন্ত্যাশু বাতপিত্তভবং তথা।। একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব তথৈব সান্নিপাতিকম্। পরিণামোদ্ভবং শূলমামবাতোদ্ভবং তথা।। কার্শ্যং বৈবর্ণ্যমালস্যং তন্দ্রারুচিবিনাশনম্। সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।।

শোধিত পারদ, গন্ধক, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, মুতা, তেউড়ী, দন্তী, চিতা, আখুপর্ণী, পিপুলমূল,

প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা করিয়া গ্রহণ করিবে। কৃষ্ণ অভ্রচূর্ণ ৮ তোলা, শোধিত লৌহ ৩২ তোলা; ঘৃত ও মধুর সহিত মাড়িয়া কুলের মত বটী প্রস্তুত করিবে। প্রাতঃকালে গোদুগ্ধ অথবা নারিকেলজল অনপানে সেবন করিবে। ইহাতে বাতিক, পৈত্তিক, একজ, দ্বন্দ্বজ এবং সান্নিপাতিক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার শূল, পরিণামজ ও আমবাতজ শূল, কৃশতা, বিবর্ণতা, আলস্য, তন্দ্রা ও অরুচি প্রভৃতি সাধ্যাসাধ্য সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

গুড়পিপ্পলীঘৃতম্

সপিপ্পলীগুড়ং সর্পিঃ পচেৎ ক্ষীরচতুর্গুণে। বিনিহন্ত্যম্লপিত্তঞ্চ শূলঞ্চ পরিণামজম্।

গব্য ঘৃত ১ সের। কল্কার্থ পিপুল অর্দ্ধপোয়া, গুড় অর্দ্ধপোয়া। দুগ্ধ ৪ সের। এই ঘৃত পান করিলে পরিণামশূল ও অম্লপিত্ত রোগনিবারণ হয়।

পিপ্পলীঘৃতম্

ক্বাথেন কল্কেন চ পিপ্পলীনাং সিদ্ধং ঘৃতং মাক্ষিকসংপ্রযুক্তম্। ক্ষীরানুপানস্য নিহন্ত্যবশ্যং শূলং প্রবৃদ্ধং পরিণামসংজ্ঞম্।। (সুশীতে মধু পাদিকং, কল্কবন্মধুশর্করেতি বচনাৎ দুগ্ধপলমনুপিবেৎ)।

ঘৃত ৪ সের, পিপুলের ক্বাথ ১৬ সের। কল্কার্থ পিপুল ১ সের। সুশীতল হইলে মধু ১ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। অনুপান দুগ্ধ অর্দ্ধপোয়া। ইহা সেবন করিলে পরিণামশূল নষ্ট হয়।

দাধিকং ঘৃতম্

পিপ্পলী নাগরং বিল্বং কারবীচব্যচিত্রকম্। হিঙ্গুদাড়িমবৃক্ষাম্ল-বচাক্ষারাম্লবেতসম্।। বর্ষাভূঃ কৃষ্ণলবণম-জাজী বীজপূরকম্। দধি ত্রিগুণিতং সর্পিস্তৎসিদ্ধং দাধিকং ঘৃতম্।। গুল্মার্শঃপ্লীহহৃৎপার্শ্ব-শূলযোনি-রুজাপহম্। দোষসংশমনং শ্রেষ্ঠং দাধিকং পরমং স্মৃতম্।

ঘৃত ৪ সের। দধি ১২ সের। কল্কার্থ পিপুল, শুঁঠ, বিল্বমূল, কৃষ্ণজীরা, চই, চিতা, হিঙ্গু, দাড়িম, মহাদা, বচ, যবক্ষার, অম্লবেতস, পুনর্নবা, কৃষ্ণলবণ, জীরক ও বীজপূরকমূল; উত্তমরূপে কুট্টিত এই সকল কল্ক দ্বারা যথারীতি ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে গুল্ম, অর্শ, প্লীহা, হৃদয়শূল, পার্শ্বশূল ও যোনিশূল প্রশমিত হয়। ইহা দোষপ্রশমক শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

বীজপূরাদ্যং ঘৃতম্

বীজপূরকমেরণ্ডং রাস্নাং গোক্ষুরকং বলাম্। পৃথক্ পঞ্চপলান্ ভাগান্ যবপ্রস্থসমাযুতান্।। বারিদ্রোণেন সংসাধ্য যাবৎ পাদাবশেষিতম্। ঘৃতপ্রস্থং পচেৎ তেন কল্কং দত্ত্বাক্ষসম্মিতম্।। তুম্বুরূণ্যভয়া ব্যোষং হিঙ্গু সৌবর্চ্চলং বিড়ম্। সৈন্ধবং যাবশূকঞ্চ সর্জ্জিকামম্লবেতসম্।। পুষ্করং দাড়িমঞ্চৈব বৃক্ষাম্লং জীরক-দ্বয়ম্। মস্তুপ্রস্থদ্বয়ং দত্ত্বা সর্ব্বং মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।। ঘৃতমেতৎ প্রশংসন্তি শূলং হন্তি ত্রিদোষজম্। বাতশূলং যকৃচ্ছূলং গুল্মং প্লীহাপহং পরম্।। হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ অঙ্গশূলঞ্চ নাশয়েৎ। বলবর্ণকরং হৃদ্যমগ্নিসন্দীপনং পরম্।।

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ টাবালেবুর মূল, এরণ্ডমূল, রাস্না, গোক্ষুর, বেড়েলা, ইহাদের প্রত্যেকের ৫ পল, নিস্তুষ যব ২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ ধনে, হরীতকী, ত্রিকটু, হিঙ্গু, সচল, বিট ও সৈন্ধব লবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, অম্লবেতস, কুড়, দাড়িম, মহাদা, জীরা, কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ২ তোলা। দধির মাত ৮ সের। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে নানাবিধ শূল নষ্ট হয়।

শূলগজেন্দ্রতৈলম্

এরণ্ডং দশমূলঞ্চ প্রত্যেকং পলপঞ্চকম্। জলে চাষ্টগুণে পক্কা তৈলস্যার্দ্ধাঢ়কং পচেৎ।। বিশ্বং জীরং যমানীঞ্চ ধান্যকং পিপ্পলীং বচাম্। সৈন্ধবং বদরীপত্রং প্রত্যেকঞ্চ পলদ্বয়ম্।। যবক্কাথঃ পয়শ্চৈব তৈলাদ্ দেয়ং গুণদ্বয়ম্। তৈলমেতন্মহাতেজো নাম্না শূলগজেন্দ্রকম্।। নিহন্ত্যষ্টবিধং শূলমুপদ্রবসমন্বিতম্। অগ্নিপ্রদং বমিহরং শ্বাসকাসারুচীর্জয়েৎ।। জ্বরঘ্নং রক্তপিত্তঘ্নং প্লীহগুল্মবিনাশনম্। শ্রীমদগহননাথেন নির্ম্মিতং বিশ্ব-সম্পদে।।

তিলতৈল ৮ সের। ক্বাথার্থ এরণ্ডমূল ও দশমূলের প্রত্যেক ৫ পল, জল ৫৫ সের, শেষ ১৩ সের ১২ ছটাক; যব ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ শুঁঠ, জীরা, যমানী, ধনে, পিপুল, বচ, সৈন্ধব, কুলপত্র প্রত্যেক ২ পল। এই তৈল মর্দ্দনে শূল ও তজ্জনিত বমি প্রভৃতি উপদ্রব এবং শ্বাসাদি বিবিধ রোগ নিবারিত হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

শূলরোগে পথ্যানি

ছর্দ্দিঃ স্বেদো লঙ্ঘনং পায়ুবর্ত্তির্বস্তির্নিদ্রা রেচনং পাচনঞ্চ। অব্দোৎপন্নাঃ শালয়ো বাট্যমণ্ডস্তপ্তক্ষীরং জাঙ্গলানাং রসাশ্চ।। পটোলশোভাঞ্জনকারবেল্লবার্ত্তাকুরাম্রাণি পচেলিমানি। দ্রাক্ষা কপিত্থং রুচকং পিয়ালং শালিঞ্চপত্রাণি চ বাস্তুকানি।। সামুদ্রসৌবর্চ্চলহিঙ্গু বিশ্বং বিড়ং শতাহ্বা লশুনং লবঙ্গম্। এরণ্ডতৈলং সুরভীজলঞ্চ তপ্তাম্বু জম্বীররসোঽপি কুষ্ঠম্। লঘুনি চ ক্ষাররজাংসি চেতি বর্গো হিতঃ শূলগদার্দ্দিতেভ্যঃ।।

বমন, স্বেদ, উপবাস, গুহ্যে বর্ত্তিপ্রয়োগ, বস্তিক্রিয়া, নিদ্রা, বিরেচন, পাচকদ্রব্য, সংবৎসরোষিত শালিধান্য, যবমণ্ড, গরম দুগ্ধ, জাঙ্গল মাংসের রস, পটোল, সজিনা, করলা, বেগুণ, গাছপাকা আম, কিসমিস, কয়েৎবেল, রুচকলবণ, পিয়ালফল, শালিঞ্চশাক, বেতোশাক, সামুদ্রলবণ, সচল লবণ, হিঙ্গু, শুণ্ঠী, বিটলবণ, শুলফা, লশুন, লবঙ্গ, ভেরেণ্ডার তৈল, গোমূত্র, গরম জল, গোঁড়ালেবুর রস, কুড়, লঘুপাক দ্রব্য ও যবক্ষারচূর্ণ এই সমস্ত দ্রব্য শূলরোগ হিতজনক।

শূলরোগেঽপথ্যানি

বিরুদ্ধান্যন্নপানানি জাগরং বিষমাশনম্। রুক্ষতিক্তকষায়াণি শীতলানি গুরূণি চ।। ব্যায়ামং মৈথুনং মদ্যং বৈদলং লবণং তিলান্। বেগরোধং শুচং ক্রোধং বর্জ্জয়েচ্ছূলবান্ নরঃ।।

বিরুদ্ধ অন্নপানীয়, রাত্রিজাগরণ, বিষম ভোজন, রুক্ষ তিক্ত ও কষায় দ্রব্য, শীতল দ্রব্য, গুরুপাক দ্রব্য, ব্যায়াম, স্ত্রী-প্রসঙ্গ, মদ্য, ডাল, লবণরসযুক্ত দ্রব্য, তিল, বেগধারণ, শোক ও ক্রোধ শূলরোগে অহিতকর।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে শূলরোগাধিকারঃ।

উদাবর্ত্তানাহাধিকার

উদাবর্ত্ত নিদানম্

বাতবিণ্মূত্রজৃম্ভাস্র-ক্ষবোদ্গারবমীন্দ্রিয়ক্ষুত্তৃষ্ণোচ্ছ্বাসনিদ্রাণাং ধৃত্যোদাবর্ত্তসম্ভবঃ।।

অধোবায়ু মল, মূত্র, জৃম্ভা (হাই), অশ্রু, হাঁচি, উদগার, বমি, শুক্র, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দীর্ঘশ্বাস ও নিদ্রা এই সকলের বেগ ধারণ করিলে যে-যে রোগ জন্মে, তাহাদিগকে উদাবর্ত্ত কহে।

উদাবর্ত্ত চিকিৎসা

সর্ব্বেষ্বেতেষু বিধিবদুদাবর্ত্তেষু কৃৎস্নশঃ। বায়োঃ ক্রিয়া বিধাতব্যা স্বমার্গপ্রতিপত্তয়ে।।

সকল উদাবর্ত্তে রোগেই বায়ুকে স্বমার্গে আনিবার জন্য যথাবিধি সমস্ত ক্রিয়াই বিধেয়।

অধোবাতনিরোধোত্থে হ্যুদাবর্ত্তে হিতং মতম্। স্নেহপানং তথা স্বেদো বর্ত্তির্বস্তির্হিতো মতঃ।।

অধোবাত-নিরোধজনিত উদাবর্ত্তে স্নেহপান, স্বেদ, ফলবর্ত্তি ও বস্তিপ্রয়োগ হিতজনক।

বিড়্বিঘাতসমুত্থে তু বিড়্ভেদ্যন্নং তথৌষধম্। বর্ত্ত্যভ্যঙ্গাবগাহাংশ্চ স্বেদো বস্তির্হিতো মতঃ।।

মলবেগ ধারণজনিত উদাবর্ত্তরোগে বিরেচক ঔষধ ও অন্ন এবং ফলবর্ত্তি প্রয়োগ, স্নেহাভ্যঙ্গ, জলাবগাহন, স্বেদ ও বস্তিক্রিয়া হিতকর।

মূত্রাবরোধজনিতে ক্ষীরবারিবচাং পিবেৎ। দুঃস্পর্শাস্বরসং বাপি কষায়ং ককুভস্য চ।। এর্ব্বারুবীজং তোয়েন পিবেদ্ বা লবণীকৃতম্। সিতামিক্ষুরসং ক্ষীরং দ্রাক্ষাং যষ্টিমথাপি বা। সর্ব্বথৈব প্রযুঞ্জীত মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীবিধিম্।।

মূত্রবেগ রোধজনিত উদাবর্ত্তে সজল দগ্ধের সহিত বচচূর্ণ, কিংবা দরালভার স্বরস, অথবা অর্জ্জুনছালের ক্বাথ অথবা জলের সহিত কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ-মিশ্রিত কাঁকুড়বীজচূর্ণ অথবা চিনি,

ইক্ষুরস, দুগ্ধ, দ্রাক্ষারস বা যষ্টিমধুর ক্বাথ পান করিবে। মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীরোগের সমস্ত বিধি ইহাতে প্রয়োগ করিবে।

জৃম্ভাভিঘাতজে স্নেহং স্বেদং বাপি প্রযোজয়েৎ। অন্যানপি প্রযুঞ্জীত সমীরণহরান্ বিধীন্।।

জৃম্ভাবেগধারণজনিত উদাবর্ত্ত রোগে স্নেহ বা স্বেদ প্রয়োগ করিবে। বাতহর অন্যান্য ক্রিয়াও ইহাতে কর্ত্তব্য।

নেত্রনীরাবরোধোত্থে মুঞ্চেদ্ বাপি দৃশোর্জলম্। স্বপ্যাৎ সুখঞ্চ তস্যাগ্রে কথয়েচ্চ কথাঃ প্রিয়াঃ।।

অশ্রুবেগ বিধারণজনিত উদাবর্ত্তে তীক্ষ্ণাঞ্জন প্রদান দ্বারা চক্ষু হইতে অশ্রুনিঃসারণ করিবে, রোগীকে সুখে নিদ্রা যাইতে দিবে এবং তাহার নিকট প্রিয় কথা কহিবে।

ছিক্কানিরোধজে তীক্ষ্ণ-ঘ্রাণনস্যার্কদর্শনৈঃ। প্রবর্ত্তয়েৎ ক্ষুতং সক্তং স্নেহস্বেদৌ চ শীলয়েৎ।।

হাঁচি নিরোধজনিত উদাবর্ত্তে মরিচাদি তীক্ষ্ণ দ্রব্যের ঘ্রাণ ও নস্য এবং সূর্য্যদর্শন দ্বারা সক্ত (আট্‌কান) হাঁচির প্রবর্ত্তন করাইবে এবং স্নেহস্বেদ প্রয়োগ করিবে।

উদ্গারস্যাবরোধে তু স্নৈহিকং ধূমমাচরেৎ।

উদগাররোধজনিত উদাবর্ত্তে স্নৈহিক ধূম প্রয়োগ করিবে।

ছর্দ্দিনিগ্রহসঞ্জাতে বমনং লঙ্ঘনং হিতম্। বিরেচনঞ্চাত্র মতং তৈলেনাভ্যঞ্জনং তথা।।

বমনবেগ ধারণ-জন্য উদাবর্ত্তে বমন, লঙ্ঘন, বিরেচন এবং তৈলাভ্যঙ্গ ব্যবস্থা করিবে।

বস্তিশুদ্ধিকরৈঃ সিদ্ধং চতুর্গুণজলং পয়ঃ। আবারিনাশাৎ ক্বথিতং পীতবন্তং প্রকামতঃ। রময়েয়ুঃ প্রিয়া নার্য্যঃ শুক্রোদাবর্ত্তিনং নরম্।। তস্যাভ্যঙ্গোঽবগাহশ্চ মদিরা চরণায়ুধাঃ। শালিঃ পয়োনিরূহশ্চ মৈথুনমেব চ ।।

শুক্রনিগ্রহ-জন্য উদাবর্ত্তরোগীকে বস্তিশুদ্ধিকর (তৃণপঞ্চমূলাদি) দ্রব্যের কল্ক ও চতুর্গুণ জল-সহ দুগ্ধ পাক করিয়া দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিতে দিবে এবং প্রিয়তমা রমণীতে রমণ করাইবে। ইহাতে তৈলাভ্যঙ্গ, অবগাহন, মদ্যপান, কুক্কুটমাংসের রস, শালিতণ্ডুলের অন্ন এবং পয়োনিরূহ অর্থাৎ দুগ্ধের পিচকারী হিতকর। মৈথুনই ইহার প্রকৃত ঔষধ।

ক্ষুদ্বিঘাতসমুদ্ভূতে স্নিগ্ধমুষ্ণং তথা লঘু। রুচ্যমল্পং হিতং ভক্ষ্যং পুষ্পং সেব্যং সুগন্ধি যৎ।।

ক্ষুধাবেগধারণ-জন্য উদাবর্ত্তে স্নিগ্ধ, উষ্ণ, লঘু ও রুচিকারক অথচ অল্প ভোজন করিবে এবং সুগন্ধি পুষ্পের আঘ্রাণ লইবে।

তৃষ্ণাবিঘাতসম্ভূতে শীতঃ সর্ব্বো বিধির্হিতঃ। কর্পূরশিশিরং স্বল্পং পিবেৎ তোয়ং শনৈঃ শনৈঃ। তৃষ্ণাঘাতে পিবেন্মন্থং যবাগুং বাপি শীতলাম্।।

তৃষ্ণানিগ্রহ-জন্য উদাবর্ত্তে সর্ব্বপ্রকার শীতল ক্রিয়া এবং কর্পূরবাসিত সুশীতল অল্প জল অল্পে অল্পে পান করা প্রশস্ত। ইহাতে মন্থ ও শীতল যবাগূ পেয়।

রসেনাদ্যাৎ সুবিশ্রান্তঃ শ্রমশ্বাসাতুরো নরঃ।।

শ্রমোদ্ভূত শ্বাসের বেগধারণজনিত উদাবর্ত্তে বিশ্রাম এবং মাংসরসের সহিত অন্নভোজন কর্ত্তব্য।

নিদ্রাবেগবিঘাতোত্থে পিবেৎ ক্ষীরং সিতাযুতম্। সংবাহনং সুশয্যাত্র হিতঃ স্বপ্নঃ প্রিয়াঃ কথাঃ।।

নিদ্রাবেগধারণজনিত উদাবর্ত্ত রোগে চিনি-সংযক্ত দন্ধপান, গাত্রমর্দ্দন, সখপ্রদ শয্যা, নিদ্রা ও প্রিয়কথা হিতকর।

সদ্যোজাতস্যোদাবর্ত্তস্য লক্ষণম্

বায়ুঃ কোষ্ঠানুগো রুক্ষৈঃ কষায়কটুতিক্তকৈঃ। ভোজনৈঃ কুপিতঃ সদ্য উদাবর্ত্তং করোতি চ।। বাতমূত্র-পুরীষাসৃক্-কফমেদোবহানি বৈ। স্রোতাংস্যুদাবর্ত্তয়তি পুরীষঞ্চাতিবর্ত্তয়েৎ।। ততো হৃদ্বস্তিশূলার্ত্তো হৃল্লাসারতিপীড়িতঃ। বাতমূত্রপুরীষাণি কৃচ্ছ্রেণ লভতে নরঃ।। শ্বাসকাসপ্রতিশ্যায়-দাহমোহতৃষাজ্বরান্। বমিহিক্কাশিরোরোগ-মনঃশ্রবণবিভ্রমান্। বহূনন্যাংশ্চ লভতে বিকারান্ বাতকোপজান্।।

বেগরোধজ উদাবর্ত্তের লক্ষশ লিখিত হইল; এক্ষণে রুক্ষাদি সেবনহেতে প্রকপিত বায়জনিত সদ্যসম্ভূত উদাবর্ত্তের লক্ষণাদি লিখিত হইতেছে—কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, রুক্ষ কষায় কটু ও তিক্ত ভোজনহেতু কুপিত হইয়া সদ্য উদাবর্ত্ত রোগ উৎপাদন করে। এই কুপিত বায়ু, বাত মূত্র মল রক্ত কফ ও মেদোবহ স্রোতসকলকে আবৃত এবং মলকে শুষ্ক করে। তাহাতে রোগী হৃচ্ছূল, বস্তিশূল, বিবমিষা ও অস্বাস্থ্যে কাতর হয় এবং অতিকষ্টে অধোবায়ু মূত্র ও মল ত্যাগ করে। ক্রমশ শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, দাহ, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, জ্বর, বমি, হিক্কা, শিরোরোগ, মনোবিভ্রম, শ্রবণবিভ্রম এবং বাতপ্রকোপ জন্য অপরাপর বিবিধ পীড়ায় পীড়িত হইয়া থাকে।

উক্তোদাবর্ত্তস্য চিকিৎসা

হিঙ্গুমাক্ষিকসিন্ধূত্থৈঃ পিষ্টৈর্বর্ত্তিং বিনির্ম্মিতাম্। ঘৃতাভ্যক্তাং গুদে ন্যস্যেদুদাবর্ত্তবিনাশিনীম্।।

অতঃপর রুক্ষাদি সেবন-জন্য কুপিত বাতকৃত সদ্যোজাত উদাবর্ত্তের চিকিৎসা কথিত হইতেছে—হিং, মধু, সৈন্ধব লবণ একত্র পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা বর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ঐ বর্ত্তি ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া গুহ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে বিরেচন হইয়া উদাবর্ত্তের প্রশান্তি হইয়া থাকে।

ফলবর্ত্তিঃ

মদনং পিপ্পলী কুষ্ঠং বচা গৌরবাশ্চ সর্ষপাঃ। গুড়ক্ষারসমাযুক্তাঃ ফলবর্ত্তিরিহোচ্যতে।।

মদনফল (ময়নাফল), পিপুল, কুড়, বচ, যবক্ষার ও শ্বেতসর্ষপ প্রত্যেক সমভাগ, গুড় সর্ব্বসম। গুড়ে কিঞ্চিৎ জল দিয়া অগ্নিতে পাক করিয়া, তাহাতে ঐ সকল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহারই নাম ফলবর্ত্তি, গুহ্যদ্বারে এই বর্ত্তি প্রয়োগ করিলেও উদাবর্ত্তের নিবৃত্তি হয়।

আনাহ লক্ষণম্

আমং শকৃদ বা নিচিতং ক্রমেণ ভূয়ো বিবদ্ধং বিগুণানিলেন। প্রবর্ত্তমানং ন যথাস্বমেনং বিকারমানাহমুদা-হরন্তি।। তস্মিন্ ভবন্ত্যামসমুদ্ভবে তু তৃষ্ণাপ্রতিশ্যায়শিরোবিদাহাঃ। আমাশয়ে শূলমথো গুরুত্বং হৃৎস্তম্ভ উদ্গারবিঘাতনঞ্চ।। স্তম্ভঃ কটীপৃষ্ঠপুরীষমূত্রে শূলোহথ মূর্চ্ছা শকৃতশ্চ ছর্দ্দিঃ। শোথশ্চ পক্কাশয়জে ভবন্তি তথালসোক্তানি চ লক্ষণানি।।

আনাহের কারণ ও লক্ষণ—আহারজনিত অপক্ক রস বা পুরীষ ক্রমশ সঞ্চিত ও বিগুণ বায়ু কর্ত্তৃক বিবদ্ধ হইয়া যথাযথরূপে নিঃসৃত না হইলে, তাহাকে আনাহ রোগ বলা যায়।

আমজ আনাহ রোগে তৃষ্ণা, প্রতিশ্যায়, মস্ত কের জ্বালা, আমাশয়ে শূল ও গুরুতা, হৃদয়ের স্তব্ধতা এবং উদগারের অপ্রবর্ত্তন, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মলসঞ্চয়জনিত আনাহে কটী ও পৃষ্ঠের স্তব্ধতা, মলমূত্রের রোধ, শূল, মূর্চ্ছা, পুরীষবমন ও শোথ এবং অলসক-রোগোক্ত আধ্মান ও বাতনিরোধাদি লক্ষণসমূহ লক্ষিত হয়।

আনাহ চিকিৎসা

তুল্যকারণকার্য্যত্বাদুদাবর্ত্তহরীং ক্রিয়াম্। আনাহেষু চ কুর্ব্বীত বিশেষশ্চাভিধীয়তে।।

উদাবর্ত্ত ও আনাহ এই উভয় রোগেরই উৎপত্তির কারণ ও কার্য্য একপ্রকার; অতএব উদাবর্ত্তের যে-সকল ক্রিয়া উক্ত হইল, আনাহ রোগেও তাহাই করিবে। যাহা বিশেষ আছে তাহা কথিত হইতেছে।

ত্রিবৃৎকৃষ্ণাহরীতক্যো দ্বিচতুঃপঞ্চভাগিকাঃ। গুড়েন তুল্যা গুটিকা হরত্যানাহমূল্বণম্।।

তেউড়ী ২ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, হরীতকী ৫ ভাগ এবং গুড় সর্ব্বসম অর্থাৎ ১১ ভাগ; এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া যথোপযুক্ত মাত্রায় গুড়িকা করিবে। এই গুড়িকাসেবনে প্রবল আনাহ বিনষ্ট হয়।

বচাভয়াচিত্রকযাবশূকান্ সপিপ্পলীকাতিবিষান্ সকুষ্ঠান্। উষ্ণাম্বুনানাহবিমূঢ়বাতান্ পীত্বা জয়েদাশু হিতৌদনাশী।।

বচ, হরীতকী, চিতা, যবক্ষার, পিপুল, আতইচ ও কুড়, ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিয়া হিতাহারী হইলে অতি সত্বর আনাহ ও মূঢ়বাত প্রশমিত হয়।

ত্রিবৃদ্ধরীতকীশ্যামাঃ স্নুহীক্ষীরেণ ভাবয়েৎ। বটিকা মূত্রপীতাস্তাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চানাহভেদিকাঃ।।

অরুণমূল তেউড়ী, হরীতকী ও শ্যামমূল তেউড়ী, ইহাদের চূর্ণ মনসাসিজের আঠায় ভাবনা দিয়া বটিকা করিবে। অনুপান গোমূত্র। ইহা আনাহ রোগে প্রধান ভেদক ঔষধ।

ফলঞ্চ মূলঞ্চ বিরেচনোক্তং হিঙ্গ্বর্কমূলং দশমূলমগ্র্যম্। স্নুক্‌চিত্রকৌ চৈব পুনর্নবা চ তল্যানি সর্ব্বৈর্লবণানি পঞ্চ।। স্নেহৈঃ সমূত্রৈঃ সহ জর্জ্জরাণি শরাবসন্ধৌ বিপচেৎ সুলিপ্তে। পক্কং সুপিষ্টং লবণং তদন্নৈঃ পানৈস্তথানাহরুজাঘ্নমগ্র্যম্।।

বিরেচনকল্পোক্ত ফল ও মূল এবং হিং, আকন্দমূল, দশমূল, মনসাসিজ, চিতা ও পুনর্নবা প্রত্যেক সমভাগ; সর্ব্বসম পঞ্চলবণ (সৈন্ধব, বিট, সচল, সামুদ্র ও ঔদ্ভিদ লবণ); এই সকল দ্রব্য তৈল ও গোমূত্রে জর্জ্জরিত করিয়া একটি হাঁড়িতে স্থাপনপূর্ব্বক একখানি শরার দ্বারা হাঁড়ির মুখ বন্ধ ও মৃত্তিকা দ্বারা সন্ধিস্থান প্রলিপ্ত করিবে। ঐ হাঁড়ি চুল্লীতে বসাইয়া নিম্নে জ্বাল দিবে ও ভস্ম হইলে নামাইয়া চূর্ণ করিবে। এই লবণৌষধ অন্নপানের সহিত সেবনীয়। ইহা আনাহবেদনা নিবারণের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

রাঠধূমবিড়ব্যোষ-গুড়মূত্রৈর্বিপাচিতা। গুদেহঙ্গুষ্ঠসমা বর্ত্তির্বিধেয়ানাহশূলনুৎ।।

মদনফল, গৃহধূম (ঝুল), বিটলবণ, ত্রিকটু এই সকল দ্রব্য উপযুক্ত পরিমাণে গুড় ও গোমূত্রের সহিত পাক করিয়া অঙ্গুষ্ঠসদৃশ স্থূল বর্ত্তি প্রস্তুত করত গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিলে আনাহশূল বিনষ্ট হয়।

ত্রিকটুকাদ্যা বর্ত্তিঃ

বর্ত্তিস্ত্রিকটুকসৈন্ধবসর্ষপগৃহধূমকুষ্ঠমদনফলৈঃ। মধুনি গুড়ে বা পক্কৈর্বিহিতা সাঙ্গুষ্ঠসংমিতা বিজ্ঞেঃ।।

• বর্ত্তিরিয়ং দৃষ্টফলা শনৈঃ প্রণিহিতা গুদে ঘৃতাভ্যক্তা। আনাহমুদররুজার্ত্তিং শময়তি জঠরং তথা গুল্মম্।। (ত্রিকট্বাদীনাং মিলিত্বা কর্ষঃ, গুড়ঃ কর্ষঃ, মধু পলমিত্যেকে; ত্রিকট্বাদিদ্রব্যং সমভাগং সংগৃহ্য বর্ত্তিঃ কার্য্যেতি কেচিৎ। বৃন্দটীকা)।

ত্রিকটু, সৈন্ধব, শ্বেতসর্ষপ, গৃহধূম, কুড় ও ময়নাফল মিলিত ২ তোলা, মধু ৮ তোলা, গুড় ২ তোলা এই সমস্ত পাক করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমিত বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। কেহ-কেহ ত্রিকটু প্রভৃতি সমভাগ লইতে বলেন। ঐ বর্ত্তিতে ঘৃত মাখাইয়া উহা গুহ্যে প্রয়োগ করিলে আনাহ, উদাবর্ত্ত, উদর ও গুল্মরোগ নষ্ট হয়।

নারাচচূর্ণম্

খণ্ডপলং ত্রিবৃতাসমমুপকুল্যাকর্ষচূর্ণিতং শ্লক্ষ্ণম্। প্রাগ্‌ভোজনস্য মধুনা বিড়ালপদকং নরো লিহ্যাৎ। এতদ্ গাঢ়পুরীষে দেয়ং বিজ্ঞৈরুদাবর্ত্তে। মধুরং নরপতিযোগ্যং চূর্ণং নারাচকং নাম্না।।

চিনি ৮ তোলা, তেউড়ীচূর্ণ ৮ তোলা এবং পিপ্পলীচূর্ণ ২ তোলা; এই সকল একত্র করিয়া ২ তোলা মাত্রায় ভোজনের পূর্ব্বে মধুর সহিত লেহন করিলে মলকাঠিন্য নিবারিত হয়। ইহা সুস্বাদু।

গুড়াষ্টকম্

সব্যোষপিপ্পলীমূলং ত্রিবৃদ্দন্তী চ চিত্রকম্। তচ্চূর্ণং গুড়সংমিশ্রং ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ।। এতদ্ গুড়াষ্টকং নাম্না বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্। উদাবর্ত্তপ্লীহগুল্ম-শোথপাণ্ড্বাময়াপহম্।।

ত্রিকটু, পিপ্পলীমূল, তেউড়ী, দন্তী ও চিতা এই সকল সমভাগে গ্রহণ করিয়া সমস্ত চূর্ণের সমান গুড় মিশ্রিত করিবে। ইহা প্রাতঃকালে যথামাত্রায় সেবন করিলে উদাবর্ত্ত, প্লীহা, শোথ ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয় এবং বল বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

বৈদ্যনাথবটী

পথ্যা ত্রিকটু সূতঞ্চ দ্বিগুণং কানকং তথা। থানকুনীরসৈরম্ল-লোণিকায়া রসৈঃ কৃতা।। গুড়িকোদরগুল্মাদি পাণ্ড্বাময়বিনাশিনী। ক্রিমিকুষ্ঠগাত্রকণ্ডু-পিড়কাশ্চ নিহন্তি চ।। গুড়ী সিদ্ধফলা চেয়ং বৈদ্যনাথেন ভাষিতা।।

হরীতকী, ত্রিকটু, রসসিন্দূর, এই সকল এক-এক ভাগ; জয়পাল ২ ভাগ, ইহাদিগকে থানকুনী ও আমরুলের রসে মর্দ্দিত করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে উদাবর্ত্ত, গুল্ম ও পাণ্ডুরোগ, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও গাত্রকণ্ডূ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

নারাচরসঃ

সূতগন্ধকতুল্যাংশং মরিচং সূততুল্যকম্। টঙ্গণং পিপ্পলী শুণ্ঠী দ্বৌ দ্বৌ ভাগৌ বিমিশ্রয়েৎ।। সর্ব্বতুল্যানি বীজানি দন্তীনাং নিস্তুষাণি চ। স্নুহীক্ষীরেণ সংযুক্তং মর্দ্দয়েৎ দিবসত্রয়ম্।। নারিকেলোদরে স্থাপ্যং মহাগাঢ়াগ্নিনা ততঃ। তৎ কল্কং পাচয়েৎ ক্ষিপ্রং খল্লয়িত্বা নিধাপয়েৎ।। তন্মধ্যনাভিলেপেন রাজযোগ্যং বিরেচনম্। বটিকা লেপমাত্রেণ দশবারং বিরেচয়েৎ। তদ্‌গন্ধঘ্রাণমাত্রেণ বিরেকো জায়তে ধ্রুবম্।।

পারদ, গন্ধক, মরিচ প্রত্যেক এক-এক ভাগ; সোহাগা, পিপুল, শুঁঠ প্রত্যেক ২ ভাগ; সর্ব্বসমান নিস্তুষ লঘুদন্তীবীজ। এই সমুদায় সিজের আটায় ৩ দিবস মর্দ্দন করিয়া নারিকেলের মধ্যভাগে স্থাপনপূর্ব্বক প্রবল অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঔষধ দ্বারা নাভিদেশে প্রলেপ দিলে বা ইহার গন্ধ আঘ্রাণ করিলেই বিরেচন হয়।

বৃহদিচ্ছাভেদী রসঃ

শুদ্ধং পারদটঙ্গণং সমরিচং গন্ধাশ্ম তুল্যং ত্রিবৃদ্‌বিশ্বা চ দ্বিগুণা ততো নবগুণং জৈপালচূর্ণং ক্ষিপেৎ। খল্লে দণ্ডযুগং বিমর্দ্দ্য বিধিনা চার্কস্য পত্রে ততঃ স্বেদং গোময়বহ্নিনা চ মৃদুনা স্বেচ্ছাবশাদ্ ভেদকঃ।। গুঞ্জৈকপ্রমিতো রসো হিমজলৈঃ সংসেবিতো রেচয়েদ্ যাবন্নোষ্ণজলং পিবেদপি বরং পথ্যঞ্চ দধ্যোদনম্। আমং সর্ব্বভবং সুজীর্ণমুদরং গুল্মং বিশালং হরেদ্ বহ্নেদীপ্তিকরো বলাসহরণঃ সর্ব্বাময়ধ্বংসনঃ।।

শোধিত পারদ, সোহাগা, মরিচ, গন্ধক, এই সকল দ্রব্য সমভাগ; গন্ধকের দ্বিগুণ তেউড়ী ও আতইচ এবং ৯ গুণ জয়পালচূর্ণ একত্র করিয়া খলে আকন্দপাতার রসে ২ দণ্ড কাল মর্দ্দন করিবে। অনন্তর ঘুঁটের অগ্নিতে মৃদু পাক করিয়া ১ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করত শীতল জলের সহিত সেবন করিবে। উষ্ণ জল সেবন না-করা পর্য্যন্ত দাস্ত হইবে। পথ্য দধি ও অন্ন। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার আম, উদাবর্ত্ত, গুল্ম প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় এবং অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

শুষ্কমূলাদ্যং ঘৃতম্

মূলকং শুষ্কমার্দ্রঞ্চ বর্ষাভূমূলপঞ্চকম্। আরেবতফলঞ্চাপি পিষ্ট্বা তেন পচেদ্ ঘৃতম্। তৎ পীতমাত্রং শময়েদুদাবর্ত্তমসংশয়ম্।। শুষ্কমিতি মূলকার্দ্রকয়োর্বিশেষণমিতি ডল্বণঃ।

শুষ্ক মূলা, আদা (ডল্বণের মতে শুঁঠ), পুনর্নবা, বৃহৎ পঞ্চমূল ও সোঁদালফল, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া তাহার ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। সেই ক্বাথ-সহ ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে উদাবর্ত্ত রোগ নিশ্চয় প্রশমিত হয়। (এই ঘৃতের কল্কদ্রব্য নাই)।

স্থিরাদ্যং ঘৃতম্

স্থিরাদিবর্গস্য পুনর্নবায়াঃ সম্পাকপূতীককরঞ্জয়োশ্চ। সিদ্ধঃ কষায়ো দ্বিপলাংশিকানাং প্রস্থো ঘৃতাৎ স্যাৎ প্রতিরুদ্ধবাতে।।

স্বল্পপঞ্চমূল, পুনর্নবা, সোন্দালফল ও নাটাকরঞ্জ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২ পল পরিমাণে লইয়া চতুর্গুণ জল-সহ পাক করিবে। চতুর্থাংশ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঐ ক্বাথের সহিত ৪ সের পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে প্রতিরুদ্ধ বাত প্রশমিত হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

উদাবর্ত্তে পথ্যানি

স্নেহস্বেদবিরেকাশ্চ বস্তয়ঃ ফলবর্ত্তয়ঃ অভ্যঙ্গাশ্চ যবাঃ সর্ব্বে সৃষ্টবিণ্মূত্রমারুতম্।। গ্রাম্যৌদকানূপরসা রুবুতৈলঞ্চ বারুণী। বালমূলকশম্পাক-ত্রিবৃৎতিলসুধাদলম্।। শৃঙ্গবেরং মাতুলুঙ্গং যবক্ষারো হরীতকী। লবঙ্গং রামঠং দ্রাক্ষা গোমূত্রং লবণানি চ।।

স্নিগ্ধস্বেদ, বিরেচন, বস্তিক্রিয়া, ফলবর্ত্তি, তৈলাদি মর্দ্দন, যব এবং মল মূত্র ও বায়ুর নিঃসারক সমস্ত দ্রব্য; গ্রাম্য ঔদক ও আনূপ মাংসের রস, ভেরেণ্ডার তৈল, বারুণী মদ্য, কচি মূলা, সোঁদাল-পত্র, তেউড়ী, তিল, সিজপাতা, শুণ্ঠী, ছোলঙ্গ, যবক্ষার, হরীতকী, লবঙ্গ, হিঙ্গু, কিসমিস, গোমূত্র ও সৈন্ধবলবণ এইগুলি উদাবর্ত্ত রোগে পথ্য।

উদাবর্ত্তেহপথ্যানি

বমনং বেগরোধঞ্চ শমীধান্যানি কোদ্রবম্। নালীতশাকং শালুকং জাম্ববং কর্কটীফলম্।। পিণ্যাকমালুকং সর্ব্বং করীরং পিষ্টবৈকৃতম্। বিষ্টম্ভীনি বিরুদ্ধানি কষায়নি গুরূণি চ। উদাবর্ত্তী প্রযত্নেন বর্জ্জয়েৎ সততং নরঃ।।

বমন, মলমূত্রাদির বেগরোধ, শমীধান্য (মগ মাষ প্রভৃতি কলায়), কোদোধান্য নালিতা শাক, কমদাদির মূল, জাম, কাঁকুড়, তিলকল্ক, সর্ব্বপ্রকার আলু, বাঁশের কোঁড়া, সকলপ্রকার পিষ্টবিকৃতি, বিষ্টম্ভী দ্রব্য, বিরুদ্ধ দ্রব্য, কষায় দ্রব্য ও গুরুপাক দ্রব্য, এই সমস্ত উদাবর্ত্তরোগীর পরিত্যাজ্য।

আনাহরোগে পথ্যাপথ্যম্

উদাবর্ত্তহিতং সর্ব্বং পাচনং লঙ্ঘনং তথা। আনাহে তু যথাযোগ্যং যোজয়েন্মতিমান্ ভিষক্।। অপথ্যানি প্রদিষ্টানি যান্যুদাবর্ত্তিনাং পুরা। আনাহী তু পরিহরেৎ তানি সর্ব্বাণি যত্নতঃ।।

জ্ঞানী বৈদ্য আনাহরোগে উদাবর্ত্তোক্ত সকলপ্রকার ক্রিয়া এবং লঙ্ঘন ও পাচন যুক্তি অনুসারে প্রয়োগ করিবেন। উদাবর্ত্তরোগে যে-সকল অপথ্য উক্ত হইয়াছে, আনাহরোগেও সেই সকল অহিতকর, অতএব যত্নবান হইয়া তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে উদাবর্ত্তানাহাধিকারঃ।

গুল্মরোগাধিকার

গুল্ম-নিদানম্

দুষ্টা বাতাদয়োঽত্যর্থং মিথ্যাহারবিহারতঃ। কুর্ব্বন্তি পঞ্চধা গুল্মং কোষ্ঠান্তর্গ্রন্থিরূপিণম্।। তস্য পঞ্চবিধং স্থানং পার্শ্বহৃন্নাভিবস্তয়ঃ। হৃন্নাভ্যোরন্তরে গ্রন্থিঃ সঞ্চারী যদি বাচলঃ।। বৃত্তশ্চয়াপচয়বান্ স গুল্ম ইতি কীর্ত্তিতঃ। স ব্যস্তৈর্জায়তে দোষৈঃ সমস্তৈরপি চোচ্ছ্রিতৈঃ।। পুরুষাণাং তথা স্ত্রীণাং জ্ঞেয়ো রক্তেন চাপরঃ। অরুচিঃ কৃচ্ছ্রবিণ্মূত্র-বাততান্ত্রবিকূজনম্। আনাহশ্চোর্দ্ধবাতত্বং সর্ব্বগুল্মেষু লক্ষয়েৎ।।

বাতাদি দোষত্রয়, অনুচিত আহার-বিহারাদি দ্বারা অত্যর্থ কুপিত হইয়া কোষ্ঠমধ্যে গ্রন্থিরূপ গুল্ম রোগ উৎপাদন করে। ইহা পাঁচপ্রকার। পার্শ্বদ্বয়, হৃদয়, নাভি ও বস্তি এই পাঁচটি, গুল্মের অবস্থিতিস্থান। ঊর্ধ্বে হৃদয় এবং অধোদিকে বস্তি, ইহার মধ্যে কোন স্থানে সঞ্চরণশীল বা অচল, কদাচিৎ পুষ্ট বা কদাচিৎ অপুষ্ট, যে-গোলাকার গ্রন্থি জন্মে তাহাকে গুল্ম কহে।

সেই গুল্ম পাঁচ প্রকার; যথা বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ। ইহা স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই হয়। ঋতুশোণিতজনিত গুল্ম কেবল স্ত্রীদিগেরই হইয়া থাকে।

অরুচি এবং মল মূত্র ও অধোবায়ুর কষ্টে প্রবর্ত্তন, অন্ত্রকূজন, আনাহ ও বায়ুর ঊর্ধ্বগতি এই সকল লক্ষণ সর্ব্বপ্রকার গুল্মরোগেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

গুল্ম চিকিৎসা

বায়োঃ প্রশমনং কার্য্যমাদৌ গুল্মচিকিৎসতা। জিতে তস্মিন্ বলী দোষঃ সুখেনান্যো নিবার্য্যতে।।

গুল্ম-চিকিৎসক অগ্রে বায়ুপ্রশমনের চেষ্টা করিবেন, কারণ বায়ুর শান্তি হইলেই অন্য প্রবল দোষ সহজেই নিবারিত হয়।

সিদ্ধমেকাদশবিধং শৃণ মে গুল্মভেষজম্। স্নেহনং স্বেদনঞ্চৈব নিরূহমনবাসনম্।। বিরেকবমনে চোভে লঙ্ঘনং বৃংহণং তথা। শমনঞ্চাবসেকঞ্চ শোণিতস্যাগ্নিকর্ম্ম চ। কারয়েদিতি গুল্মানাং যথারম্ভং চিকিৎসিতম্।।

গুল্মরোগে এই একাদশবিধ কর্ম্ম কর্ত্তব্য; যথা স্নেহন, স্বেদন, নিরূহণ, অনুবাসন, বিরেচন, বমন, লঙ্ঘন, বৃংহণ, শমন, রক্তাবসেচন ও অগ্নিকর্ম্ম।

স্নেহস্বেদবিরেকৈস্তু গুল্মঃ শৈথিল্যমাপ্নুয়াৎ। তস্মাদনেন বিধিনা গুল্মরোগমুপাচরেৎ।।

স্নেহ, স্বেদ ও বিরেচন দ্বারা গুল্ম শিথিল হয়, অতএব এই বিধি অবলম্বন করিয়া গুল্মরোগের চিকিৎসা করিবে।

লঘ্বন্নং দীপনং স্নিগ্ধমুষ্ণং বাতানুলোমনম্। বৃংহণং যদ্ ভবেৎ সর্ব্বং তদ্ধিতং সর্ব্বগুল্মিনাম্।। স্নিগ্ধস্য ভিষজা স্বেদঃ কর্ত্তব্যো গুল্মশান্তয়ে। স্রোতসাং মার্দ্দবং কৃত্বা জিত্বামারুতমুল্বণম্। ভিত্ত্বা বিবন্ধং স্নিগ্ধস্য স্বেদো গুল্মমপোহতি।।

লঘু অন্নভোজন এবং অগ্নিদীপক স্নিগ্ধ উষ্ণ ও বাতানুলোমক ঔষধসেবন এবং যদ্দ্বারা দেহের পুষ্টিসাধন হয়, তৎসমুদায়, আহার-বিহার গুল্মরোগে হিতকর। গুল্মরোগ-শান্তির জন্য অগ্রে স্নেহপানাদি দ্বারা রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া স্বেদ প্রয়োগ করা চিকিৎসকের কর্ত্তব্য। কারণ স্নেহ-স্বেদ দ্বারা স্রোতঃসকলের মৃদুতা, উল্বণ বায়ুর হ্রাস ও মলবিবদ্ধতার নাশ হইয়া গুল্মরোগের শান্তি হয়।

কুম্ভীপিণ্ডেষ্টকাস্বেদান্ কারয়েৎ কশলো ভিষক্। উপানাহাশ্চ কর্ত্তব্যাঃ সখোষ্ণাঃ শাল্বণদয়ঃ।। (কুম্ভীস্বেদঃ—বাতাহরক্বাথাদিভিঃ কাঞ্জিকাদিভির্বা ঘটস্থিতৈঃ স্বেদঃ। পিণ্ডস্বেদঃ—উৎস্বিন্নমাষাদি-পিণ্ডৈর্বস্ত্রবদ্ধৈঃ স্বেদঃ। ইষ্টকাস্বেদঃ—ইষ্টকয়া প্রতপ্তয়া বাতহরক্বাথসিক্তয়া স্বেদঃ। শাল্বণস্বেদঃ—"কাকোল্যাদিঃ সবাতঘ্নঃ সর্ব্বাম্লদ্রব্যসংযতঃ। সানূপমাংসঃ সুস্বিন্নঃ সর্ব্বস্নেহসমন্বিতঃ। সখোষ্ণঃ স্পষ্টলবণঃ শাল্বণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ")।

গুল্মরোগে কুম্ভীস্বেদ, পিণ্ডস্বেদ ও ইষ্টকাস্বেদ এবং শাল্বণাদি প্রলেপ হিতকর। (বাতঘ্ন অত্যুষ্ণ ক্বাথ বা কাঞ্জিক দ্বারা একটি ঘট পূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদপ্রদান করাকে কুম্ভীস্বেদ; সিদ্ধ মাষাদির পিণ্ড বস্ত্রবদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা যে-স্বেদ দেওয়া যায়, তাহাকে পিণ্ডস্বেদ; ইষ্টক অগ্নিতে প্রতপ্ত ও বাতহর ক্বাথে সিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদপ্রদান করাকে ইষ্টকাস্বেদ কহে। শাল্বণ উপনাহ বাতব্যাধিতে উক্ত হইয়াছে)।

স্থানাবসেকো রক্তস্য বাহুমধ্যে শিরাব্যধঃ। স্বেদানুলোমনঞ্চৈব প্রশস্তং সর্ব্বগুল্মিনাম্।।

স্থির গুল্মে গুল্মস্থান হইতে রক্তমোক্ষণ এবং বাহুসন্ধির অধোদেশস্থ সূক্ষ্ম শিরা বিদ্ধ করিবে। স্বেদ ও অনুলোমন ক্রিয়া, সকল গুল্মরোগেই প্রশস্ত।

পেয়া বাতহরৈঃ সিদ্ধাঃ কৌলত্থা ধন্বজা রসাঃ। খড়াঃ সপঞ্চমূলাশ্চ গুল্মিনাং ভোজনে হিতাঃ।।

বাতহর ঔষধাদি (দশমূল্যাদি) দ্বারা সিদ্ধ পেয়া, কুলত্থ কলায়ের যূষ এবং জাঙ্গল মাংসরস ও বৃহৎপঞ্চমূলসিদ্ধ খড়যূষ গুল্মরোগীর হিতকর।

বাতজগুল্ম লক্ষণম্

রুক্ষান্নপানং বিষমাতিমাত্রং বিচেষ্টনং বেগবিনিগ্রহশ্চ। শোকোহভিঘাতোহতিমলক্ষয়শ্চ নিরন্নতা চানিলগুল্মহেতুঃ।। যঃ স্থানসংস্থানরুজাবিকল্পং বিড়্বাতসঙ্গং গলবক্ত্রশোষম্। শ্যাবারুণত্বং শিশির-

জ্বরশ্চ হৃৎকুক্ষিপার্শ্বাংসশিরোরুজশ্চ।। করোতি জীর্ণে ত্বধিকং প্রকোপং ভুক্তে মৃদুত্বং সমুপৈতি যশ্চ। বাতাৎ স গুল্মো ন চ তত্র রুক্ষং কষায়তিক্তং কটু চোপশেতে।।

বাতগুল্মের নিদান ও লক্ষণ। অধিক বা অল্প অথবা অসময়ে ভোজন, রুক্ষ অন্নপানীয় সেবন, বলবান ব্যক্তির সহিত যুদ্ধবিগ্রহাদি বিরুদ্ধচেষ্টা, মলমূত্রের বেগধারণ, শোক, আঘাতপ্রাপ্তি, বিরেচনাদি দ্বারা অতিশয় মলক্ষয় এবং অনশন এইগুলি বাতগুল্মের হেতু। বাতগুল্মের অবস্থিতির কোন নিয়ম নাই; কখনও নাভিতে, কখনও পার্শ্বে, কখনও বা বস্তিদেশে চলিয়া বেড়ায়। আকৃতিও সর্ব্বদা একরূপ থাকে না; কখনও ক্ষুদ্র, কখনও বৃহৎ, কখনও গোলাকার, কখনও বা দীর্ঘাকার হইয়া থাকে। যন্ত্রণারও স্থিরতা নাই; কখনও অল্প, কখনও মহৎ, কখনও সূচীবেধবৎ, কখনও বা নানারূপ যাতনা উপস্থিত হয়। ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধ, অধোবায়ুর অপ্রবৃত্তি, মুখ ও গলনালীর শোষ, শরীরের শ্যাব বা অরুণবর্ণতা, শীতজ্বর, হৃদয় কুক্ষি পার্শ্ব স্কন্ধ ও মস্তকে বেদনা হইয়া থাকে। ভুক্তাহারের পরিপাকাবস্থায় রোগের অধিক প্রকোপ হয়, কিন্তু আহার করিলে কিছু উপশম হয়। রুক্ষ কষায় তিক্ত ও কটুদ্রব্যসেবন বাতগুল্মে উপশয়জনক (সুখকর) হয় না।

বাতজ গুল্ম চিকিৎসা

বাতগুল্মে কফে বৃদ্ধে বান্তিশ্চূর্ণাদিচেষ্যতে।।

বাতজ গুল্মে কফ প্রবল হইলে বমন করাইবে এবং চূর্ণ, ফলবর্ত্তি ও গুড়িকাদি প্রয়োগ করিবে।

বাতারিতৈলেন পয়োযুতেন পথ্যাসমেতেন বিরেচনং হি। সংস্বেদনং স্নিগ্ধমতিপ্রশস্তং প্রভঞ্জনক্রোধকৃতে চ গুল্মে।।

বাতজ গুল্মে দুগ্ধ ও হরীতকীচূর্ণের সহিত এরণ্ডতৈল সেবন এবং স্নেহস্বেদ প্রয়োগ বিধেয়।

স্বর্জিকাকুষ্ঠসহিতঃ ক্ষারঃ কেতকজোঽপি বা। পীতস্তৈলেন শময়েদ্ গুল্মং পবনসম্ভবম্।।

সাচিক্ষার ২ মাষা, কুড় ২ মাষা ও কেতকীজটার ক্ষার ৪ মাষা, এই সকল তিলতৈলের (কেহ বলেন, এরণ্ডতৈলের) সহিত সেবন করিলে বাতজ গুল্ম বিনষ্ট হয়।

মাতুলুঙ্গরসো হিঙ্গু দাড়িমং বিড়সৈন্ধবম্। সুরামণ্ডেন পাতব্যং বাতগুল্মরুজাপহম্।।

টাবালেবুর রস, হিং, দাড়িম, বিটলবণ ও সৈন্ধব লবণ, এই সকল দ্রব্য সুরামণ্ডে প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিলে বাতজ গুল্ম প্রশমিত হয়।

নাগরার্দ্ধপলং পিষ্টং দ্বে পলে লুঞ্চিতস্য চ। তিলস্যৈকং গুড়পলং ক্ষীরেণোষ্ণেন বা পিবেৎ। বাতগুল্ম-মুদাবর্ত্তং যোনিশূলঞ্চ নাশয়েৎ।।

শুঁঠ ৪ তোলা, তুষরহিত তিল ২ পল, গুড় ১ পল এই সকল পেষণ করিয়া উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বাতগুল্ম, উদাবর্ত্ত ও যোনিশূল প্রশমিত হয়।

পিবেদেরণ্ডতৈলং বা বারুণীমণ্ডমিশ্রিতম্। তদেব তৈলং পয়সা বাতগুল্মী পিবেন্নরঃ।।

বারুণীমণ্ডের কিংবা উষ্ণ দুগ্ধের সহিত এরণ্ডতৈল পান করিলে যথাক্রমে কফানুগ ও পিত্তানুগ বাতগুল্ম উপশমিত হয়।

সাধয়েচ্ছুষ্কশুদ্ধস্য রসোনস্য চতুষ্পলম্। ক্ষীরোদকেঽষ্টগুণিতে ক্ষীরশেষঞ্চ পায়য়েৎ।। বাতগুল্মমুদাবর্ত্তং গৃধ্রসীং বিষমজ্বরম্। হৃদ্রোগং বিদ্রধিং শোষং নাশয়ত্যাশু তৎ পয়ঃ। এবন্তু সাধিতে ক্ষীরে স্তোকমপ্যত্র দীয়তে।।

পরিষ্কৃত ও শুষ্ক রশুন ৪ পল, দুগ্ধ ও জল (মিশ্রিত) ৩২ পল একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইবে। এই দুগ্ধ (অগ্নিবলানুসারে) অল্প মাত্রায় পান করিলে বাতগুল্ম, উদাবর্ত্ত, গৃধ্রসী, বিষমজ্বর, হৃদ্রোগ, বিদ্রধি ও শোষ আশু নিবারিত হয়।

তিত্তিরাংশ্চ ময়ূরাংশ্চ কুক্কুটান্ ক্রৌঞ্চবর্ত্তকান্। সর্পিঃ শালিং প্রসন্নাঞ্চ বাতগুল্মে প্রযোজয়েৎ।।

তিত্তিরি, ময়ূর, কুক্কুট, বক ও বর্ত্তক (ভারুই) পক্ষীর মাংস এবং ঘৃত, শালিতণ্ডুলের অন্ন ও প্রসন্না (মদ্যবিশেষ) বাতগুল্ম রোগীকে পথ্য দিবে।

পিত্তজগুল্ম লক্ষণম্

কট্বম্লতীক্ষ্ণোষ্ণবিদাহিরুক্ষ-ক্রোধাতিমদ্যার্কহুতাশসেবা। আমাভিঘাতো রুধিরঞ্চ দুষ্টং পৈত্তস্য গুল্মস্য নিমিত্তমুক্তম্।। জ্বরঃ পিপাসা বদনাঙ্গরাগঃ শূলং মহজ্জীর্য্যতি ভোজনে চ। স্বেদো বিদাহো ব্রণবচ্চ গুল্মঃ স্পর্শাসহঃ পৈত্তিকগুল্মরূপম্।।

পিত্তজনিত গুল্মের নিদান ও লক্ষণ। কটু অম্ল তীক্ষ্ণ উষ্ণ বিদাহী ও রুক্ষদ্রব্য ভোজন, ক্রোধ, অধিক মদ্যপান, অত্যন্ত রৌদ্র ও অগ্নিসন্তাপ সেবন, বিদগ্ধাজীর্ণজনিত দুষ্ট আমরসের আধিক্য এবং দুষ্ট রক্ত, এইগুলি পৈত্তিক গুল্মের হেতু। ইহাতে জ্বর, পিপাসা, সমস্ত অঙ্গের বিশেষত মুখের লোহিতবর্ণত্ব, আহারের পরিপাকাবস্থায় অত্যন্ত বেদনা, ঘর্ম্মাগম ও বিদাহ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। পৈত্তিক গুল্ম ব্রণবৎ স্পর্শাসহ হইয়া থাকে।

পিত্তজ গুল্ম চিকিৎসা

পিত্তে তু রেচনং স্নিগ্ধং রক্তে রক্তস্য মোক্ষণম্। স্নিগ্ধোষ্ণেনোদিতে গুল্মে পৈত্তিকে স্রংসনং হিতম্। রুক্ষোষ্ণেন তু সম্ভূতে সর্পিঃ প্রশমনং পরম্।।

পিত্তজ গুল্মে স্নিগ্ধ বিরেচন ও রক্তজ গুল্মে রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থেয়। স্নিগ্ধোষ্ণ কারণসম্ভূত পৈত্তিক গুল্মে বিরেচন এবং রুক্ষোষ্ণ কারণজাত পৈত্তিক গুল্মে ঘৃতপান হিতকর।

কাকোল্যাদি-মহাতিক্ত-বাসাদ্যৈঃ পিত্তগুল্মিনম্। স্নেহিতং স্রংসয়েৎ পশ্চাদ্ যোজয়েদ্ বস্তিকর্ম্মণা।।

কাকোল্যাদি গণের ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা সাধিত কাকোল্যাদি ঘৃত অথবা কুষ্ঠোক্ত মহাতিক্তক ঘৃত বা রক্তপিত্তোক্ত বাসাদ্য ঘৃত পান করাইয়া রোগীকে স্নিগ্ধ করণানন্তর বস্তিপ্রয়োগ দ্বারা তাহার বিরেচন করাইবে।

স্নিগ্ধোষ্ণজে পিত্তগুল্মে কম্পিল্লং মধুনা লিহেৎ। রেচনার্থে রসং বাপি দ্রাক্ষায়াঃ সগুড়ং পিবেৎ।।

স্নিগ্ধোষ্ণ কারণজনিত পিত্তগুল্মে বিরেচনের নিমিত্ত মধুর সহিত কমলাগুঁড়ি অথবা গুড়-সহ দ্রাক্ষারস পান করিবে।

পিত্তগুল্মে ত্রিবৃচ্চূর্ণং পাতব্যং ত্রিফলাম্বুনা। অভয়াং দ্রাক্ষয়া খাদেৎ পিত্তগুল্মী গুড়েন বা।। (ত্রিফলাম্বুনা ত্রিফলাক্বাথেন)।

পিত্তগুল্মী ত্রিফলার ক্বাথের সহিত তেউড়ীচূর্ণ অথবা দ্রাক্ষার সহিত কিংবা গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিলে উপকার দর্শে।

রোহিণীকটুকা নিম্বো মধুকং ত্রিফলাত্বচঃ। কর্ষাং শাস্ত্রায়মাণা চ পটোলত্রিবৃতে পলে।। দ্বিপলঞ্চ মসূরাণাং সাধ্যমষ্টগুণে জলে। ঘৃতাচ্ছেষং ঘৃতসমং সর্পিষশ্চ চতুষ্পলম্।। পিবেৎ সংমূর্চ্ছিতং তেন গুল্মঃ শাম্যতি

পৈত্তিকঃ। জ্বরস্তৃষ্ণা চ শূলঞ্চ ভ্রমো মূর্চ্ছারতিস্তথা।।

কটকী, নিম্ব, যষ্টিমধু, ত্রিফলাত্বক ও বলাডুমুর প্রত্যেক ২ তোলা, পলতা ও তেউড়ী প্রত্যেক ১ পল ও মসূর ২ পল, পাকার্থ জল ঘৃতের ৮ গুণ, শেষ ৪ পল। ঐ ক্বাথে ঘৃত ৪ পল মিশ্রিত করিয়া যথাবিধি পান করিলে পৈত্তিক গুল্মাদি বহু রোগ বিনষ্ট হয়।

দাহশূলার্ত্তিসংক্ষোভ-স্বপ্ননাশারুচিজ্বরৈঃ। বিদহ্যমানং জানীয়াদ্ গুল্মং তমুপনাহয়েৎ।।

গুল্মরোগে দাহ, শূল, বেদনা, ক্ষুব্ধতা, নিদ্রানাশ, অরুচি ও জ্বর উপস্থিত হইলে গুল্ম পাকিবার উপক্রম হইয়াছে জানিবে। তৎকালে উহার পাকের নিমিত্ত সত্বর ব্রণশোথোক্ত পাচন প্রলেপ দিবে।

পক্বে তু ব্রণবৎ কার্য্যং ব্যধশোধনরোপণম্। স্বয়মূর্দ্ধমধো বাপি স চেদ্ দোষঃ প্রবর্ত্ততে।। দ্বাদশাহমুপেক্ষেত রক্ষন্নন্যানুপদ্রবান্। পরন্তু শোধনং সর্পিঃ শুদ্ধে মধু সতিক্তকম্।।

গুল্ম পাকিয়া উঠিলে তাহা ব্রণবৎ বিদ্ধ করিয়া পূযাদি নিঃসারণ ও রোপণক্রিয়া করিবে। ইহা স্বয়ংই বিদীর্ণ হইয়া পূযাদি ঊর্দ্ধ কিংবা অধোদেশ দিয়া নির্গত হইতে পারে, এই নিমিত্ত ১২ দিন পর্য্যন্ত শোধনাদি কোন ক্রিয়াই করিবে না। কেবল অন্যান্য যে-সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিকার করিবে। দ্বাদশ দিনের পর ব্রণশোধক ঔষধমিশ্রিত ঘৃত পান করাইবে। পূযাদি নিঃসারণ হইলে ক্ষতরোপণার্থ তিক্তদ্রব্যসাধিত ঘৃত মধুমিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে।

কফজ গুল্ম লক্ষণম্

শীতং গুরু স্নিগ্ধমচেষ্টনঞ্চ সংপূরণং প্রস্বপনং দিবা চ। গুল্মস্য হেতুঃ কফসম্ভবস্য সর্ব্বস্তু দুষ্টো নিচয়াত্মকস্য।। স্তৈমিত্যশীতজ্বরগাত্রসাদ-হৃল্লাসকাসারুচিগৌরবাণি। শৈত্যং রুগল্পা কঠিনোন্নতত্বং গুল্মস্য রূপাণি কফাত্মকস্য।।

কফজ ও ত্রিদোষজ গুল্মের হেতু। শীতল গুরু ও স্নিগ্ধ দ্রব্য সেবন, শারীরিক চেষ্টারাহিত্য, অধিক ভোজন এবং দিবানিদ্রা এইগুলি কফজ গুল্মের হেতু। আর উল্লিখিত বাতজাদি তিন প্রকার গুল্মের যে-সকল হেতু উক্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত হেতুই ত্রিদোষজ গুল্মের জানিবে।
কফজ গুল্মের লক্ষণ। স্তৈমিত্য, শীতজ্বর, গাত্রের অবসন্নতা, বমনবেগ, কাস, অরুচি, শরীরের গুরুতা, শীতানুভব, বেদনার মাত্রাল্পতা এবং গুল্মের কাঠিন্য ও উন্নতি ইত্যাদি কফজ গুল্মের রূপ।

কফজ গুল্ম চিকিৎসা

যোগৈশ্চ বাতগুল্মোক্তৈঃ শ্লেষ্মগুল্মমুপাচরেৎ। অপরৈশ্চ বলাসঘ্নৈর্যুক্তিযুক্তৈঃ শমং নয়েৎ।।

শ্লৈষ্মিক গুল্মে বাতগুল্মনাশক যোগ এবং অন্যান্য কফঘ্ন যোগসকল বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

লঙ্ঘনোল্লেখনে স্বেদে কৃতেহগ্নৌ সংপ্রধুক্ষিতে। ঘৃতং সক্ষারকটুকং পাতব্যং কফগুল্মিনা।।

কফজ গুল্মে উপবাস, বমন ও স্বেদক্রিয়া দ্বারা অগ্নিবৃদ্ধি হইলে যবক্ষার ও ত্রিকটুর কল্ক দ্বারা সাধিত ঘৃত পান করিবে।

মন্দোহগ্নির্বেদনা মন্দা গুরুস্তিমিতকোষ্ঠতা। সোৎক্লেশা চারুচির্যস্য স গুল্মী বমনোপগঃ।।

মন্দাগ্নি, অল্প বেদনা, কোষ্ঠে ভার ও স্তৈমিত্য, উৎক্লেশ (গা বমি-বমি) এবং অরুচি হইলে গুল্মরোগীকে বমন করাইবে।

মন্দেঽগ্নাবনিলে মূঢ়ে জ্ঞাত্বা সস্নেহমাশয়ম্। গুড়িকাশ্চূর্ণনির্য্যূহাঃ প্রযোজ্যাঃ কফগুল্মিনাম্।।

কফজনিত গুল্মে অগ্নিমান্দ্য ও বায়ুর স্তব্ধতা দৃষ্ট হইলে স্নেহক্রিয়া দ্বারা কোষ্ঠকে স্নিগ্ধ করিয়া এই অধিকারোক্ত গুড়িকা, চূর্ণ ও কষায় বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

পঞ্চমূলীশৃতং তোয়ং পুরাণং বারুণীরসম্। কফগুল্মী পিবেৎ কালে জীর্ণং মাধ্বীকমেব বা।। (মাধ্বীকং মধু)।

কফজ গুল্মে রোগীকে বৃহৎ পঞ্চমূলের কষায়, পুরানো বারুণী ও জীর্ণ মধু পান করিতে দিবে।

তিলৈরণ্ডাতসীবীজ-সর্ষপৈঃ পরিলিপ্য বা। শ্লেষ্মগুল্মময়ঃপাত্রৈঃ সুখোষ্ণৈঃ স্বেদয়েদ্ ভিষক্।।

শ্লৈষ্মিক গুল্মে তিল, মসিনা, এরণ্ডবীজ ও সর্ষপ বাটিয়া গুল্মস্থানে প্রলেপ দিয়া ঈষদুষ্ণ লৌহপাত্র দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে।

যমানীচূর্ণিতং তক্রং বিড়েন লবণীকৃতম্। পিবেৎ সন্দীপনং বাত-মূত্রবর্চ্চোঽনুলোমনম্।।

যমানীচূর্ণ ও বিটলবণ-সংযুক্ত তক্রপান করিলে অগ্নির দীপ্তি ও বাত-মূত্র-পুরীষের অনুলোম হয়।

দ্বন্দ্বজ গুল্ম লক্ষণম্

নিমিত্তরূপাণ্যুপলভ্য গুল্মে দ্বিদোষজে দোষবলাবলঞ্চ। ব্যামিশ্রলিঙ্গানপরাংশ্চ গুল্মাংস্ত্রীনাদিশেদৌষধ-কল্পনার্থম্।।

যদিও বাতজাদি পাঁচ প্রকার গুল্মের উল্লেখ হইয়াছে, তথাপি যে-স্থলে উভয়বিধ গুল্মের নিদান ও লক্ষণ একত্র দৃষ্ট হইবে, তথায় ঔষধ কল্পনার্থ অর্থাৎ মিলিত চিকিৎসা করিবার জন্য আর তিন প্রকার মিশ্রলক্ষণাক্রান্ত দ্বন্দ্বজ গুল্ম নির্দ্দেশ করিবে। এই দ্বন্দ্বজ গুল্মে দোষের বলাবলের প্রতিও লক্ষ রাখিবে।

দ্বন্দ্বজ গুল্ম চিকিৎসা

ব্যামিশ্রদোষে ব্যামিশ্রঃ সর্ব্ব এব ক্রিয়াক্রমঃ। সন্নিপাতোদ্ভবে গুল্মে ত্রিদোষঘ্নো বিধির্হিতঃ।।

দ্বিদোষজ গুল্মে তত্তদ্দোষোক্ত পৃথক-পৃথক চিকিৎসা মিলিত করিয়া ব্যবস্থা করিবে এবং ত্রিদোষজ গুল্মে ত্রিদোষঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

বচাবিড়ভয়াশুণ্ঠী-হিঙ্গুকুষ্ঠাগ্নিদীপ্যকাঃ। দ্বিত্রিষট্‌চতুরেকাষ্ট-সপ্তপঞ্চাংশিকাঃ ক্রমাৎ।। চূর্ণং মদ্যাদিভিঃ পীতং গুল্মানাহোদরাপহম্। শূলার্শঃশ্বাসকাসঘ্নং গ্রহণীদীপনং পরম্।।

বচ ২ ভাগ, বিটলবণ ৩ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, হিং ১ ভাগ, কুড় ৮ ভাগ, চিতা ৭ ভাগ, যমানী ৫ ভাগ; এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মদ্য ও উষ্ণ জল প্রভৃতির সহিত সেবন করিলে গুল্ম, আনাহ, উদর, শূল, অর্শ, শ্বাস ও কাস বিনষ্ট হয়। ইহা অগ্নিস্থান গ্রহণীযন্ত্রের উদ্দীপক।

যমানীহিঙ্গুসিন্ধূত্থ-ক্ষারসৌবর্চ্চলাভয়াঃ। সুরামণ্ডেন পাতব্যা গুল্মশূলনিসূদনাঃ।।

যমানী, হিঙ্গু, সৈন্ধব লবণ, যবক্ষার, সচল লবণ ও হরীতকী ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া উষ্ণ জল বা সুরামণ্ডের সহিত পান করিলে গুল্মশূল নিবারিত হয়।

হিঙ্গুপুষ্করমূলানি তুম্বুরূণি হরীতকী। শ্যামা বিড়ং সৈন্ধবঞ্চ যবক্ষারং মহৌষধম্।। যবক্কাথোদকেনৈতদ্ ঘৃতভৃষ্টন্তু পায়য়েৎ। তেনাস্য ভিদ্যতে গুল্মঃ সশূলঃ সপরিগ্রহঃ।। (চূর্ণাদ্ যোগ্যমাত্রাং গৃহীত্বা যবক্কাথে প্লাবয়িত্বা ঘৃতে পরিভর্জ্জ্য পায়য়েৎ। শ্যামা ত্রিবৃদিতি চক্রটীকা)।

হিং, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), ছোট ধনে, হরীতকী, তেউড়ীমূল, বিটলবণ, সৈন্ধব লবণ, যবক্ষার ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিবে, সেই চূর্ণ যবের ক্বাথের সহিত মিশ্রিত ও ঘৃতে সন্তলন করিয়া পান করিলে গুল্ম ও তজ্জনিত উপদ্রবসকল বিনষ্ট হয়।

পূতীকপত্রগজচির্ব্বিটিচব্যবহ্নিব্যোষঞ্চ সংস্তরচিতং লবণোপধানম্। দগ্ধ্বা বিচূর্ণ্য দধিমস্তুযুতং প্রযোজ্যং গুল্মোদরশ্বয়থুপাণ্ডুগদোদ্ভবেষু।।

নাটাকরঞ্জার পত্র, রাখালশসা, চই, চিতা, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ এই সকল দ্রব্য একটি হাঁড়িতে রাখিয়া তদুপরি সমস্ত দ্রব্যের সমান সৈন্ধব লবণ এবং ঐ সৈন্ধব লবণের উপর আবার নাটাকরঞ্জ পত্রাদি স্থাপন করিয়া স্তর সাজাইবে। পরে হাঁড়ির মুখে একখানি শরা চাপা দিয়া সন্ধিস্থলে লেপ দিবে। তদনন্তর ঐ হাঁড়ি চুল্লীতে বসাইয়া নিম্নে জ্বাল দিবে, যখন অন্তর্ধূমে হাঁড়ির মধ্যস্থ ঔষধ দগ্ধ হইবে, তখন উহা লইয়া চূর্ণ করিবে। গুল্ম, উদর, শোথ ও পাণ্ডুরোগে ঐ চূর্ণ যথামাত্রায় দধির মাতের সহিত প্রয়োগ করিবে।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূল-চিত্রকাজাজীসৈন্ধবৈঃ। যুক্তা পীতা সুরা হন্তি গুল্মমাশু সুদুস্তরম্।।

পিপল, পিপলমূল, চিতা, কৃষ্ণজীরা ও সৈন্ধব, ইহাদের চূর্ণ সরার সহিত পান করিলে দস্তর বাতশ্লেষ্মজ গুল্ম বিনষ্ট হয়।

ত্রিফলা কাঞ্চনক্ষীরী সপ্তলা নীলিনী বচা। ত্রায়ন্তী হবুষা তিক্তা ত্রিবৃৎ সৈন্ধবপিপ্পলী।। পিবেদ্ বিচূর্ণ্য মূত্রোষ্ণ-বারিমাংসরসাদিভিঃ। সর্ব্বগুল্মোদরপ্লীহ-কুষ্ঠার্শঃশোথপীড়িতঃ।।

ত্রিফলা, স্বর্ণক্ষীরী, চর্ম্মকষা, নীলবুহ্না, বচ, বলাডুমুর, হবুষা, কটকী, তেউড়ী, সৈন্ধব ও পিপ্পলী ইহাদের চূর্ণ গোমূত্র, উষ্ণ জল বা মাংসরসাদির সহিত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার গুল্ম, উদর, প্লীহা, কুষ্ঠ, অর্শ ও শোথ প্রশমিত হয়।

শরপুঙ্খস্য লবণং পথ্যাচূর্ণং সমং দ্বয়ম্। শাণপ্রমাণমশ্নীয়াচ্চূর্ণং গুল্মগদাপহম্।।

শরপুঙ্খের ক্ষার ও হরীতকীচূর্ণ সমভাগ লইয়া অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে গুল্মরোগ প্রশমিত হয়।

স্বর্জ্জিকা শাণমানা স্যাৎ তাবদেব গুড়ং ভবেৎ। উভয়োর্বটিকাং খাদেদ্ গুল্মাময়বিনাশিনীম্।।

স্বর্জিকাক্ষার অর্দ্ধতোলা ও পুরাতন গুড় অর্দ্ধতোলা, একত্র মর্দ্দন করিয়া বটী করিবে। সেই বটী সেবন করিলে গুল্মরোগ বিনষ্ট হয়।

রক্তজ গুল্ম লক্ষণম্

নবপ্রসূতাহিতভোজনা যা যা চামগর্ভং বিসৃজেদৃতৌ বা। বায়ুর্হি তস্যাঃ পরিগৃহ্য রক্তং করোতি গুল্মং সরুজং সদাহম্।। পিত্তস্য লিঙ্গেন সমানলিঙ্গং বিশেষণঞ্চাপ্যপরং নিবোধ। যঃ স্পন্দতে পিণ্ডিত এব নাঙ্গৈশ্চিরাৎ সশূলঃ সমগর্ভলিঙ্গঃ। স রৌধিরঃ স্ত্রীভব এব গুল্মো মাসে ব্যতীতে দশমে চিকিৎস্যঃ।।

প্রসবান্তে, অপক্ব গর্ভস্রাবান্তে বা ঋতুকালে অহিতজনক আহার-বিহারাদি করিলে বায়ু কুপিত হইয়া রক্তকে পরিগ্রহণ করত গর্ভাশয়ে গুটিকাকার রক্তগুল্ম উৎপাদন করে। ইহাতে অত্যন্ত বেদনা ও দাহ থাকে এবং পিত্তজ গুল্মের তাবৎ লক্ষণই উপস্থিত হয়, তদ্ভিন্ন গর্ভলক্ষণ সমস্ত অর্থাৎ ঋতুবন্ধ, মুখ পীতবর্ণ, স্তনাগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ ও নানাবিধ আহারাদিতে স্পৃহা হইয়া থাকে।

তবে গর্ভ হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা বেদনা ব্যাতিরেকে নিরন্তর স্পন্দিত হয়, রক্তগুল্ম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাভাবে সমস্ত পিণ্ডটিই, দীর্ঘকালান্তে অত্যন্ত যাতনার সহিত স্পন্দিত হইয়া থাকে, এইমাত্র প্রভেদ। যাহা হউক, এইরূপ প্রভেদ সত্ত্বেও গর্ভাশঙ্কায় পণ্ডিতেরা দশম মাস ব্যতীত হইলে এই স্ত্রীভব রক্তগুল্মের চিকিৎসা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অন্যান্য রোগ পুরাতন হইলে কষ্টসাধ্য হয়, কিন্তু ব্যাধিমাহাত্ম্যে, রক্তগুল্ম সুখসাধ্য হইয়া থাকে। তজ্জন্য কেহ-কেহ বলেন, যখন গর্ভ ও গুল্মে এরূপ প্রভেদলক্ষণ দৃষ্ট হয়, তখন গর্ভাশঙ্কায় না-হইয়া পুরাণত্বাভিপ্রায়েই পণ্ডিতেরা দশম মাসান্তে চিকিৎসা করিতে বিধি দিয়াছেন।

রক্তজ গুল্ম চিকিৎসা

রৌধিরস্য তু গুল্মস্য গর্ভকালব্যতিক্রমে। স্নিগ্ধস্বিন্নশরীরায়ৈ দদ্যাৎ স্নিগ্ধবিরেচনম্।।

রক্তগুল্মে প্রসবকালে অর্থাৎ দশম মাস অতীত হইলে রোগিণীকে স্নেহ ও স্বেদ প্রদান করিয়া স্নিগ্ধ বিরেচন দিবে।

শতাহ্বাচিরবিল্বত্বগ্ দারুভার্গীকণোদ্ভবঃ। কল্কং পীতো হরেদ্ গুল্মং তিলক্কাথেন রক্তজম্।।

শুলফা, নাটাকরঞ্জার ছাল, দেবদারু, বামুনহাটী ও পিপুল, ইহাদের কল্ক তিলের ক্কাথের সহিত সেবন করিলে রক্তজ গুল্ম নিবারিত হইয়া থাকে।

তিলক্কাথং গুড়ব্যোষ-হিঙ্গুভার্গীযুতং পিবেৎ। আর্ত্তবপ্রভবে গুল্মে নষ্টে পুষ্পে চ যোষিতাম্।।

রক্তগুল্মে এবং রজোলোপে তিলের ক্কাথে পুরাতন গুড়, ত্রিকটু, হিং ও বামুনহাটীর চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

সক্ষারত্র্যূষণং মদ্যং প্রপিবেদস্রগুল্মিনী। পলাশক্ষারতোয়েন সিদ্ধং সর্পিঃ পিবেচ্চ সা।। (ক্ষারো ঘণ্টাপারুল্যাদিকৃতঃ। অন্যে তু যবক্ষার ইত্যাহুঃ। চঃ টীঃ)।

ঘণ্টাপারুলি প্রভৃতির ক্ষার (কেহ বলেন, যবক্ষার) ও ত্রিকটুচূর্ণের সহিত মদ্য, অথবা পলাশক্ষার-সংযুক্ত চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ ঘৃত পান করিলে রক্তগুল্ম প্রশমিত হয়।

উষ্ণৈর্বা ভেদয়েদ্ ভিন্নে বিধিরাসৃগ্দরো হিতঃ। ন প্রভিদ্যেত যদ্যেবং দদ্যাদ্ যোনিবিশোধনম্। ক্ষারেণ যুক্তং পললং সুধাক্ষীরেণ বা পুনঃ।।

রক্তগুল্মে সুরামণ্ডাদি উষ্ণবীর্য্য ঔষধ দ্বারা গুল্ম ভেদ করাইয়া রক্তপ্রদর-বিহিত ক্রিয়া করিবে। যদি গুল্ম ভিন্ন না-হয়, তাহা হইলে পলাশক্ষার বা সিজের আঠার সহিত তিলকল্কের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া সেই বর্ত্তি যোনির অভ্যন্তরে নিহিত করিয়া যোনিশোধন করিবে।

প্রবর্ত্তমানে নিতরাং শোণিতে রক্তপিত্তবৎ। রক্তাতিসারশমনী ক্রিয়া চাপি বিধীয়তে।।

উপরিউক্ত ক্রিয়াসমূহ দ্বারা যদি অধিক রক্তস্রাব হয়, তাহা হইলে রক্তপিত্ত ও রক্তাতিসারের চিকিৎসা করিবে।

পীতো ধাত্রীরসো যুক্তো মরিচৈশ্চাস্রগুল্মনুৎ।।

মরিচচূর্ণের সহিত আমলকীর রস পান করিলে রক্তগুল্মের শান্তি হয়।

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণম্

হিঙ্গু ত্রিকটুকং পাঠাং হবুষামভয়াং শটী। অজমোদাজগন্ধে চ তিন্তিড়ীকাম্লবেতসৌ।। দাড়িমং পৌষ্করং

ধান্যমজাজীং চিত্রকং বচাম্। দ্বৌ ক্ষারৌ লবণে দ্বে চব্যঞ্চৈকত্র চূর্ণয়েৎ।। চূর্ণমেতৎ প্রযোক্তব্যমন্নপানেষ্বনত্যয়ম্। প্রাগ্‌ভুক্তমথবা পেয়ং মদ্যেনোষ্ণোদকেন বা।। পার্শ্বহৃদ্বস্তিশূলেষু গুল্মে বাতকফাত্মকে। আনাহে মূত্রকৃচ্ছ্রেষু গুদযোনিরুজাস চ।। গ্রহণ্যর্শোবিকারেষু প্লীহপাণ্ড্বাময়েঽরুচৌ। উরোবিবন্ধে হিক্কায়াং শ্বাসে কাসে গলগ্রহে।। ভাবিতং মাতুলুঙ্গস্য চূর্ণমেতদ্রসেন বা। বহুশো গুড়িকাঃ কার্য্যাঃ কার্ম্মুকাঃ স্যুস্ততোঽধিকাঃ।। (গুড়িকাপক্ষে এষাং সমভাগচূর্ণং সপ্তদিনং ছোলঙ্গরসেন ভাবয়িত্বা গুড়িকাঃ কার্য্যাঃ। তিন্তিড়ীকং মহার্দ্রকমিতি চক্র-টীকা)।

হিঙ্গু, ত্রিকটু, আকনাদি, হবুষ, হরীতকী, শটী, যমানী, ক্ষেত্রযমানী, মহাদা, অম্লবেতস, অম্লদাড়িম, কুড়, ধনে, জীরা, চিতামূল, বচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, সচললবণ ও চই এই সমুদায়ের সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া মদ্য বা উষ্ণ জলের সহিত ভোজনের পূর্ব্বে সেবন করিলে বাতশ্লৈষ্মিক গুল্ম ও আনাহ প্রভৃতি বহু রোগ নিবারিত হয়। (ঐ সকল চূর্ণ ছোলঙ্গ লেবুর রসে ৭ দিন ভাবনা দিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিলে ইহা চূর্ণ অপেক্ষা ফলপ্রদ হয়)।

বচাদি চূর্ণম্

বচা হরীতকী হিঙ্গু সৈন্ধবঞ্চাম্লবেতসম্। যবক্ষারং যমানীঞ্চ পিবেদুষ্ণেন বারিণা।। এতদ্ধি গুল্মনিচয়ং সশূলং সপরিগ্রহম্। ভিনত্তি সপ্তরাত্রেণ বহ্নের্বৃদ্ধিং করোতি চ।।

বচ, হরীতকী, হিঙ্গু, সৈন্ধব লবণ, অম্লবেতস, যবক্ষার ও যমানী এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণিত করিয়া (প্রাতঃকালে ৪ মাষা পরিমাণে) উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে সত্বর গুল্মরোগ প্রশমিত হইয়া অগ্নির তেজোবৃদ্ধি হয়।

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণম্

হিঙ্গূগ্রগন্ধা বিড়শুণ্ঠ্যজাজী হরীতকী পষ্করমূলকষ্ঠম্। ভাগোত্তরং চূর্ণিতমেতদিষ্টং গুল্মোদরাজীর্ণবিসূচিকাসু।।

হিং ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, বিটলবণ ৩ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, জীরা ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, পুষ্করমূল ৭ ভাগ, কুড় ৮ ভাগ; সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া সেবন করিলে গুল্ম প্রভৃতি অনেক রোগ নষ্ট হয়।

লবঙ্গাদি চূর্ণম্

লবঙ্গদন্তীত্রিবৃতাযমানী-শুণ্ঠীবচাধান্যকচিত্রকাণি। ফলত্রয়ং মাগধিকা চ কট্বী দ্রাক্ষা চবী গোক্ষুরযাবশূকম্।। এলাজমোদা কুটজস্য বীজং বিধায় চূর্ণানি সমান্যমীষাম্। খাদেৎ ততঃ পাণিতলং হিতাশী কোষ্ণং জলঞ্চানুপিবেৎ প্রযত্নাৎ।। নিহন্তি গুল্মং সরুজং সদাহমর্শাংসি শোথাংশ্চ তথামবাতম্। সর্ব্বোদরাণ্যেব চিরোত্থিতানি চূর্ণং লবঙ্গাদিকমাশু হন্তি।।

লবঙ্গ, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, যমানী, শুঁঠ, বচ, ধনে, চিতামূল, ত্রিফলা, পিপুল, কটকী, দ্রাক্ষা, চই, গোক্ষুর, যবক্ষার, এলাইচ, বনযমানী ও ইন্দ্রযব এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণিত করিয়া ২ তোলা পর্য্যন্ত পরিমাণে উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে গুল্ম প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

ক্ষারাষ্টকম্

পলাশবজ্রিশিখরী-চিঞ্চার্কতিলনালজাঃ। যবজঃ স্বর্জ্জিকা চেতি ক্ষারা অষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ। এতে গুল্মহরাঃ ক্ষারা অজীর্ণস্য চ পাচকাঃ।।

পলাশক্ষার, মনসাসিজের ক্ষার, আপাঙ্গের ক্ষার, তেঁতুলক্ষার, আকন্দক্ষার, তিলনালের ক্ষার, যবক্ষার ও স্বর্জ্জিকাক্ষার এই অষ্টক্ষার গুল্মনাশক ও অজীর্ণপাচক।

• **বজ্রক্ষারঃ**

সামুদ্রং সৈন্ধবং কাচং যবক্ষারঃ সুবর্চ্চলম্। টঙ্কণং স্বর্জ্জিকাক্ষারং তুল্যং চূর্ণং প্রকল্পয়েৎ।। বজ্রিক্ষীরৈরর্কক্ষীরৈরাতপে ভাবয়েৎ ত্র্যহম্। বেষ্টয়েদর্কপত্রেণ রুদ্ধা ভাণ্ডে পুনঃ পচেৎ।। তৎ ক্ষারং চূর্ণয়েৎ পশ্চাৎ ত্র্যূষণং ত্রিফলা তথা। যমানী জীরকো বহ্নিশ্চূর্ণমেষাঞ্চ কারয়েৎ।। সর্ব্বচূর্ণসমং ক্ষারং সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ। তচ্চূর্ণং টঙ্কযুগলং সলিলেন প্রযোজয়েৎ।। গুল্মে শূলে তথাজীর্ণে শোথে সর্ব্বোদরেষু চ। মন্দে বহ্নৌ চোদাবর্ত্তে প্লীহ্নি চাপি পরং হিতম্।। বাতেহধিকে জলৈঃ কোষ্ণৈর্হিতঃ পিত্তাধিকে ঘৃতৈঃ। গোমূত্রেণ কফাধিক্যে কাঞ্জিকেন ত্রিদোষজে।। বজ্রক্ষার ইতি খ্যাতঃ প্রোক্তঃ পূর্ব্বাং স্বয়ম্ভুবা। সেবিতো হরতেহজীর্ণং তথাজীর্ণভবান্ গদান্।।

সামুদ্রলবণ, সৈন্ধবলবণ, কাচলবণ, যবক্ষার, সচল লবণ, সোহাগার খই ও সাচিক্ষার, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মনসাসিজের আঠা দ্বারা ৩ দিন ও আকন্দের আঠা দ্বারা ৩ দিন ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুকাইবে। পরে উহা আকন্দপাতা দ্বারা বেষ্টিত করিয়া একটি হাঁড়ির মধ্যে পুরিয়া শরা দ্বারা হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিবে এবং ঐ হাঁড়ি চুল্লীর উপর বসাইয়া নিম্নে জ্বাল দিবে। হাঁড়ির মধ্যস্থ ঔষধ অন্তর্ধূমে দগ্ধ হইলে, ঐ দগ্ধ ক্ষার বাহির করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে ত্রিকটু, ত্রিফলা, যমানী, জীরা ও চিতা, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ এবং উপরিউক্ত ক্ষারচূর্ণ সর্ব্বসমষ্টির সমান গ্রহণ করিয়া একত্র মিলিত করত জলের সহিত ১ তোলা পরিমাণে সেবন করিবে। ইহা দ্বারা গুল্ম, শূল, অজীর্ণ, শোথ, সর্ব্বপ্রকার উদররোগ, অগ্নিমান্দ্য, উদাবর্ত্ত ও প্লীহা নষ্ট হয়। এই বজ্রক্ষার বাতাধিক্যে ঈষদুষ্ণ জলের সহিত, পিত্তাধিক্যে ঘৃতের সহিত, শ্লেষ্মাধিক্যে গোমূত্রের সহিত এবং ত্রিদোষপ্রকোপে কাঞ্জিকের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবনে অজীর্ণজনিত রোগ প্রশমিত হয়।

দন্তীহরীতকী

জলদ্রোণে বিপক্তব্যা বিংশতিঃ পঞ্চ চাভয়াঃ। দন্ত্যাঃ পলানি তাবন্তি চিত্রকস্য তথৈব চ।। তেনাষ্টভাগশেষেণ পচেদ্ দন্তীসমং গুড়ম্। তাশ্চাভয়াস্ত্রিবৃচ্চূর্ণাৎ তৈলাচ্চাপি চতুষ্পলম্।। পলমেকং কণাশুণ্ঠ্যোঃ সিদ্ধে লেহে চ শীতলে। ক্ষৌদ্রং তৈলসমং দদ্যাচ্চাতুর্জ্জাতপলং তথা।। ততো লেহপলং লীঢ়া জগ্ধা চৈকাং হরীতকীম্। সুখং বিরিচ্যতে স্নিগ্ধো দোষপ্রস্থমনাময়ঃ।। প্লীহশ্বয়থুগুল্মার্শোহৃৎপাণ্ডুগ্রহণীগদাঃ। শাম্যন্তুৎক্লেশবিষম-জ্বরকুষ্ঠান্যরোচকাঃ।।

শ্লথ পোট্টলীবদ্ধ হরীতকী ২৫টি, দন্তীমূল ২৫ পল, চিতামূল ২৫ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। এই ক্বাথজলে ২৫ পল পুরাতন গুড় গুলিয়া ছাঁকিবে এবং পূর্ব্বোক্ত পোট্টলীবদ্ধ স্বিন্ন হরীতকী ২৫টি, ৪ পল তৈলে ভাজিয়া তাহা ঐ ক্বাথে পাক করিবে। আসন্নপাকে তেউড়ীচূর্ণ ৪ পল, পিপুলচূর্ণ ৪ তোলা, শুঁঠচূর্ণ ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে নামাইবে অর্থাৎ লেহবৎ করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে তাহাতে মধু ৪ পল, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। সেবনের মাত্রা ২ তোলা লেহ এবং হরীতকী ১টি। ইহা দ্বারা বিরেচন হইয়া গুল্ম, প্লীহা, শোথ, অর্শ ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি অনেক রোগ নষ্ট হয়।

কাঙ্কায়নগুড়িকা

শটীং পুষ্করমূলঞ্চ দন্তীং চিত্রকমাঢ়কীম্। শৃঙ্গবেরং বচাঞ্চৈব পলিকানি সমাহরেৎ।। ত্রিবৃতায়াঃ পলঞ্চৈব কুর্য্যাৎ ত্রীণি চ হিঙ্গুনঃ। যবক্ষারপলে দ্বে তু দ্বে পলে চাম্লবেতসাৎ।। যমান্যজাজী মরিচং ধান্যকঞ্চেতি কার্ষিকম্। উপকুঞ্চ্যজমোদাভ্যাং তথা চাষ্টমিকামপি।। মাতুলুঙ্গরসেনৈব গুড়িকাঃ কারয়েদ্ ভিষক্। আসাঞ্চৈকাং পিবেদ্ দ্বে বা তিস্রো বাথ সুখাম্বুনা।। অম্লৈর্মদ্যৈশ্চ যূষৈশ্চ ঘৃতেন পয়সাথবা। এষা

কাঙ্কায়নোক্তা চ গুড়িকা গুল্মনাশিনী।। অর্শোহৃদ্রোগশমনী ক্রিমীণাঞ্চ বিনাশিনী। গোমূত্রযুক্তা শময়েৎ কফগুল্মং চিরোত্থিতম্।। ক্ষীরেণ পিত্তগুল্মঞ্চ মদ্যৈরম্লৈশ্চ বাতিকম্। ত্রিফলারসমূত্রৈশ্চ নিযচ্ছেৎ সান্নিপাতিকম্। রক্তগুল্মে চ নারীণামুষ্ট্রীক্ষীরেণ পায়য়েৎ।।

শটী, পুষ্করমূল, দন্তীমূল, চিতামূল, অড়হরমূল, শুঁঠ, বচ ও তেউড়ীমূল প্রত্যেক ১ পল, হিঙ্গু ৩ পল, যবক্ষার ২ পল, অম্লবেতস ২ পল, যমানী, শ্বেতজীরা, মরিচ, ধনে প্রত্যেক ২ তোলা, কৃষ্ণজীরা, যমানী প্রত্যেক অর্দ্ধ পল; এই সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া টাবালেবুর রসে মাড়িয়া (৪ মাষা পরিমাণে) গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক, দুই বা তিন গুড়িকা একবারে সেবনীয়। অনুপান সুখোষ্ণ জল, কাঁজি, মদ্য, মুদগাদির যূষ, ঘৃত ও দুগ্ধ প্রভৃতি। গোমূত্রের সহিত সেবনে কফজ, দুগ্ধের সহিত সেবনে পৈত্তিক, মদ্য বা কাঁজির সহিত সেবনে বাতিক এবং ত্রিফলার ক্বাথ বা গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে সান্নিপাতিক গুল্ম নষ্ট হয়। স্ত্রীলোকদিগের রক্তগুল্মে উষ্ট্রদুগ্ধের সহিত সেব্য। ইহা সেবন করিলে গুল্ম এবং অন্যান্য অনেক ব্যাধি নষ্ট হয়।

পঞ্চাননরসঃ

পারদং শিখিতুত্থঞ্চ গন্ধকং জৈপালপিপ্পলী। আরগ্বধফলান্মজ্জাং বজ্রীক্ষীরেণ ভাবয়েৎ।। ধাত্রীরসযুতং খাদেদ্রক্তগুল্মপ্রশান্তয়ে। চিঞ্চাফলরসঞ্চানু পথ্যং দধ্যোদনং হিতম্।।

পারদ, তুঁতে, গন্ধক, জয়পাল, পিপুল ও সোঁদালফলের মজ্জা এই সমুদায় সিজের আঠায় ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান আমলকীর রস বা তেঁতুলের রস। পথ্য দধি ও অন্ন। ইহাতে রক্তগুল্ম নিবারিত হইয়া থাকে।

গুল্মবজ্রিণী বটিকা

রসগন্ধকতাম্রঞ্চ কাংস্যং টঙ্গণতালকম্। প্রত্যেকং পলিকং গ্রাহ্যং মর্দ্দয়েদতিযত্নতঃ।। তদ্ যথাগ্নিবলং খাদেদ্ রক্তগুল্মপ্রশান্তয়ে। নির্ম্মিতা নিত্যনাথেন বটিকা গুল্মবজ্রিণী।। গুল্মপ্লীহোদরাষ্ঠীলা-যকৃদানাহ-নাশিনী। কামলাপাণ্ডুরোগঘ্নী জ্বরশূলবিনাশিনী।।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, কাংস্য, সোহাগা, হরিতাল প্রত্যেক ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। রোগীর অগ্নি ও বল বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিলে রক্তগুল্ম, গুল্ম, প্লীহা, উদর, অষ্ঠীলা, যকৃৎ, আনাহ, কামলা, পাণ্ডু, জ্বর ও শূল প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

গুল্মকালানলো রসঃ

পারদং গন্ধকং তালং তাম্রকং টঙ্গণং[১] সমম্। তোলদ্বয়মিতং ভাগং যবক্ষারঞ্চ তৎসমম্[২]।। মুস্তকং পিপ্পলী শুণ্ঠী মরিচং গজপিপ্পলী। হরীতকী বচা কুষ্ঠং তোলৈকং চূর্ণয়েৎ সুধীঃ।। সর্ব্বমেকীকৃতং পাত্রে ভাবনা ক্রিয়তে ততঃ। পর্পটিং মুস্তকং শুণ্ঠ্যপামার্গং পাপচেলিকম্।। তৎ পুনশ্চূর্ণয়েৎ পশ্চাৎ সর্ব্বগুল্ম-নিবারণম্। গুঞ্জাচতুষ্টয়ং খাদেদ্ধরীতক্যনুপানতঃ।। বাতিকং পৈত্তিকং গুল্মং শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্। দ্বন্দ্বজং বিনিহন্ত্যাশু বাতগুল্মং বিশেষতঃ। শ্রীমদ্গহননাথেন নির্ম্মিতো বিশ্বসম্পদে।।

পারদ, গন্ধক, হরিতাল, তাম্র, সোহাগা (মতান্তরে লৌহ) প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা, যবক্ষার ১০ তোলা, মুতা, পিপুল, শুঁঠ, মরিচ, গজপিপ্পলী, হরীতকী, বচ, কুড় প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা। সমুদায় চূর্ণ একত্র মিলিত করিয়া ক্ষেতপাপড়া, মুতা, শুঁঠ, আপাঙ্গ ও আকনাদি ইহাদের ক্বাথে ভাবনা দিয়া

১. অত্র টঙ্গণমিত্যত্র লৌহমিতি রসেন্দ্রঃ। ২. গুল্মকালানলে যবক্ষারঞ্চ তৎসমমিতি সর্ব্বদ্রব্যসমম্।

শুকাইয়া পুনর্ব্বার চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা ৪ রতি। অনুপান হরীতকীর জল। ইহাতে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও দ্বন্দ্বজ গুল্ম আশু প্রশমিত হয়। বিশেষত ইহা বাতগুল্মের উত্তম ঔষধ।

বৃহদ্গুল্মকালানলো রসঃ

অভ্রং লৌহং রসং গন্ধং টঙ্গণং কটুকং বচাম্। দ্বিক্ষারং সৈন্ধবং কুষ্ঠং ত্র্যষণং সুরদারু চ।। পত্রমেলাং ত্বচং নাগং খাদিরং সারমেব চ। গৃহীত্বা সমভাগেন শ্লক্ষ্ণচূর্ণং প্রকল্পয়েৎ।। জয়ন্তীচিত্রকোন্মত্ত-কেশরাজদলং তথা। নিষ্পীড্য স্বরসং নীত্বা ভাবয়েৎ কুশলো ভিষক্।। চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকাঃ কারয়েৎ ততঃ। উত্থায় ভক্ষয়েৎ প্রাতরনুপানং জলং পয়ঃ।। গুল্মং পঞ্চবিধং হন্তি যকৃৎপ্লীহোদরাণি চ। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথঞ্চৈব সুদারুণম্।। হলীমকং রক্তপিত্তং মন্দাগ্নিমরুচিং তথা। গ্রহণীমার্দ্দবং কার্শ্যং জীর্ণঞ্চ বিষমজ্বরম্।।

অভ্র, লৌহ, পারদ, গন্ধক, সোহাগা, কটকী, বচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, কুড়, ত্রিকটু, দেবদারু, তেজপত্র, এলাইচ, গুড়ত্বক, নাগেশ্বর, খদিরসার প্রত্যেক সমভাগে সূক্ষ্ম চূর্ণ ও একত্র মিশ্রিত করিয়া জয়ন্তী, চিতা, ধুতূরা ও কেশুরিয়া ইহাদের পত্রের রসে ভাবনা দিবে। ৪ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া জল বা দুগ্ধ-সহ প্রাতঃকালে সেবন করিবে। ইহাতে পঞ্চপ্রকার গুল্ম, যকৃৎ, প্লীহা, উদর, শোথ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

মহাগুল্মকালানলো রসঃ

গন্ধকং তালকং তাম্রং তথৈব তীক্ষ্ণলৌহকম্। সমাংশং মর্দ্দয়েদ্ গাঢ়ং কন্যানীরেণ যত্নতঃ।। সংপুটং কারয়েৎ পশ্চাৎ সন্ধিলেপঞ্চ কারয়েৎ।। ততো গজপুটং দত্ত্বা স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ।। দ্বিগুঞ্জাং ভক্ষয়েদ্ গুল্মী শৃঙ্গবেরানুপানতঃ। সর্ব্বগুল্মং নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।।

গন্ধক, হরিতাল, তাম্র ও তীক্ষ্ণলৌহ প্রত্যেক সমভাগ, ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া শরাবদ্বয়ের মধ্যে স্থাপন করত মৃত্তিকা দ্বারা শরাবদ্বয়ের সন্ধিস্থান প্রলিপ্ত করিবে। পরে গজপুটে পাক করিয়া শীতল হইলে তুলিবে। ২ রতি পরিমিত বটী আদার রস বা শুঁঠের ক্বাথ-সহ সেবনে সর্ব্বপ্রকার গুল্মরোগ বিনষ্ট হয়।

গুল্মশার্দ্দুলো রসঃ

রসং গন্ধং শুদ্ধ-লৌহং গুগ্‌গুলুঃ পিপ্পলঃ পলম্। ত্রিবৃতা পিপ্পলী শুণ্ঠী শঠী ধান্যকজীরকম্।। প্রত্যেকং পলিকং গ্রাহ্যং পলার্দ্ধং কানকং ফলম্। সংচূর্ণ্য বটিকা কার্য্যা ঘৃতেন বল্লমানতঃ।। বটীদ্বয়ং ভক্ষয়েচ্চার্দ্র-কোষ্ণাম্বু পিবেদনু। হন্তি প্লীহযকৃদ্গুল্ম-কামলোদরশোথকম্।। বাতিকং পৈত্তিকং গুল্মং শ্লৈষ্মিকং রৌধিরং তথা। গহনানন্দনাথোক্ত-রসোহ্য়ং গুল্মশার্দ্দূলঃ।।

পারদ, গন্ধক, শোধিত লৌহ, গুগগুলু, অশ্বত্থছাল, তেউড়ী, পিপুল, শুঁঠ, শঠী, ধনে, জীরা প্রত্যেক ৮ তোলা, জয়পালফল ৪ তোলা একত্র চূর্ণ করিয়া ঘৃত মিশ্রিত করত ৩ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। আদার রস ও উষ্ণ জল-সহ ২ বটী সেবন করিবে। ইহাতে প্লীহা, যকৃৎ, কামলা, উদর, শোথ এবং বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক ও রৌধির গুল্ম বিনষ্ট হয়।

নাগেশ্বরো রসঃ

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধো নাগবঙ্গৌ মনঃশিলা। নরসারশ্চ ত্রিক্ষারো লৌহং শুদ্ধং[১] তথাভ্রকম্।। এতানি

১. শুদ্ধমিত্যত্র তাম্রমিতি পাঠান্তরম্।

সমভাগানি স্নুহীক্ষীরেণ মর্দ্দয়েৎ। চিত্রকো বাসকো দন্তী ক্বাথেনৈকেন মর্দ্দয়েৎ।। দিনৈকন্তু প্রযত্নেন রসো নাগেশ্বরো মতঃ। গুল্মপ্লীহপাণ্ডুশোথান্ আধ্মানঞ্চ বিনাশয়েৎ। ভক্ষয়েন্মাষমেকন্তু পর্ণখণ্ডেন গুল্মবান্।।

পারদ, গন্ধক, সীসা, বঙ্গ, মনঃশিলা, নিশাদল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, লৌহ ও অভ্র, এই সমুদায় সমভাগে লইয়া সিজের আঠায় মর্দ্দন করিবে। পরে চিতা, বাসক ও দন্তী এই তিনের কোনটির ক্বাথ দ্বারা ১ দিন মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা প্রমাণ বটি করিবে। পানের সহিত সেব্য। ইহাতে গুল্ম, প্লীহা, পাণ্ডু, শোথ ও উদরাধ্মান রোগ প্রশমিত হয়।

বিদ্যাধরো রসঃ

পারদং গন্ধকং তালং তাপ্যং স্বর্ণং মনঃশিলাম্। কৃষ্ণাক্বাথৈঃ স্নুহীক্ষীরৈর্দিনৈকং মর্দ্দয়েৎ সুধীঃ।। নিষ্কার্দ্ধং শ্লৈষ্মিকং গুল্মং হন্তি মূত্রানুপানতঃ। রসো বিদ্যাধরো নাম গোদুগ্ধঞ্চ পিবেদনু।।

পারদ, গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ ও মনঃশিলা প্রত্যেক সমভাগ। পিপুলের ক্বাথে ও মনসা সিজের আঠায় একদিন মর্দ্দন করিবে। ইহা ২ মাষা (উপযুক্ত) মাত্রায় সেবন করিলে শ্লৈষ্মিক গুল্ম বিনষ্ট হয়। অনুপান গোমূত্র বা গব্য দুগ্ধ।

শিখিবাড়বো রসঃ

মারিতং তাম্রসূতাভ্রং গন্ধকং মাক্ষিকং সমম্। মর্দ্দয়েচ্চিত্রকদ্রাবৈর্যবক্ষারযতং দিনম্।। দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েন্নিত্যং নাগবল্লীদলেন চ। বাতগুল্মহরঃ খ্যাতো রসোঽয়ং শিখিবাড়বঃ।।

তাম্র, পারদ, অভ্র, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক ও যবক্ষার প্রত্যেক সমানভাগ। চিতার রসে ১ দিন মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান পানের রস। ইহা সেবন করিলে বাতগুল্ম প্রশমিত হয়।

প্রাণবল্লভো রসঃ

লৌহং তাম্রং বরাটঞ্চ তুত্থং হিঙ্গু ফলত্রিকম্। স্নুহীমূলং যবক্ষারং জৈপালং টঙ্গণং ত্রিবৃৎ।। প্রত্যেকং পলিকং গ্রাহ্যং ছাগীদুগ্ধেন পেষয়েৎ। চতুর্গুঞ্জাং বটীং খাদেদ্ বারিণা মধুনাপি বা।। প্রাণবল্লভনামায়ং গহনানন্দভাষিতঃ। নিহন্তি কামলাং পাণ্ডুং মেহং হিক্কাং বিশেষতঃ।। অসাধ্যং সন্নিপাতঞ্চ গুল্মং রুধির-সম্ভবম্। বাতরক্তঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ কণ্ডুবিস্ফোটকাপচীম্।।

লৌহ, তাম্র, কপর্দ্দক, তুঁতে, হিঙ্গু, ত্রিফলা, সিজমূলের ক্ষার, যবক্ষার, জয়পাল, সোহাগা, তেউড়ীমূল প্রত্যেক বস্তু ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া ছাগদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। ৪ কুঁচ পরিমিত বটী জল কিংবা মধু অনুপানে সেবন করিলে কামলা, পাণ্ডু, মেহ, হিক্কা, রক্তগুল্ম, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিস্ফোট ও অপচী রোগ বিনষ্ট হয়।

রসায়নামৃত লৌহম্

ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং জীরকদ্বয়ম্। যমানীদ্বয়ভূনিম্বং ত্রিবৃদ্দন্তী সুবর্চ্চলম্। সর্ব্বেষাং কার্ষিকং ভাগং সৈন্ধবং কর্ষমভ্রকম্। খণ্ডস্য ষোড়শপলং প্রস্থঞ্চ ত্রিফলাজলম্।। জম্বীরাণাং রসং দদ্যাৎ পলষোড়শকং তথা। পাচ্যং সর্ব্বং প্রযত্নেন লৌহং দত্ত্বা পলদ্বয়ম্।। সিদ্ধে পাকে পুনর্দ্দেয়ং ঘৃতং পলচতুষ্টয়ম্। সর্ব্বরোগেষু সংযোজ্যং মহামৃতরসায়নম্।। গুল্মং পঞ্চবিধং হন্তি যকৃৎপ্লীহোদরাণি চ। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং জীর্ণজ্বরং তথা। রোগান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।।

চিনি ১৬ পল। পাকার্থ মিলিত ত্রিফলা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের এবং গোঁড়ালেবুর রস

১৬ পল যথাবিধানে পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, চিরতা, তেউড়ী, দন্তীমূল, সচল লবণ, সৈন্ধব ও অভ্র প্রত্যেক ২ তোলা, লৌহ ২ পল; এই সমুদায় প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে তাহার সহিত ৪ পল ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই রসায়নামৃত সকলপ্রকার রোগেই প্রয়োগ করা যায়। বিশেষত ইহাতে পঞ্চপ্রকার গুল্ম, যকৃৎ, প্লীহা, উদর, পাণ্ডু, কামলা, শোথ ও জীর্ণজ্বর আশু বিনষ্ট হয়।

ত্র্যূষণাদ্য ঘৃতম্

ত্র্যূষণত্রিফলাধান্য-বিড়ঙ্গচব্যচিত্রকৈঃ। কল্কীকৃতৈর্ঘৃতং সিদ্ধং সক্ষীরং বাতগুল্মনুৎ।।

ঘৃত ৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, ধনে, বিড়ঙ্গ, চই ও চিতা। যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। অনুপান দুগ্ধ। এই ঘৃত বাতগুল্মনাশক।

দ্রাক্ষাদ্য ঘৃতম্

দ্রাক্ষাং মধুকখর্জ্জুর বিদারীং সশতাবরীম্। পরূষকাণি ত্রিফলাং সাধয়েৎ পলসম্মিতাম্।। জলাঢ়কে পাদশেষে রসমামলকস্য চ। ঘৃতমিক্ষুরসং ক্ষীরমভয়াকল্কপাদিকম্।। সাধয়েৎ তু ঘৃতং সিদ্ধং শর্করাক্ষৌদ্র-পাদিকম্। প্রয়োগাৎ পিত্তগুল্মঘ্নং সর্ব্বপিত্তবিকারনুৎ। সাহচর্য্যাদিহ পৃথগ্ ঘৃতাদেঃ ক্বাথতুল্যতা।।

দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, পিণ্ডখর্জ্জুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, ফলসা ও ত্রিফলা প্রত্যেক ৮ তোলা, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের, আমলকীর রস ৪ সের, ঘৃত ৪ সের, ইক্ষুরস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, হরীতকীর কল্ক ১ সের। যথাবিধানে পাক করিবে। শীতল হইলে মধু ও শর্করা মিলিত ১ সের মিশ্রিত করিবে। এই ঘৃতসেবনে পিত্তগুল্ম ও সর্ব্বপ্রকার পিত্তজ রোগ বিনষ্ট হয়।

পঞ্চপল ঘৃতম্

পিপ্পল্যাঃ পিচুরধ্যর্দ্ধো দাড়িমাদ্ দ্বিপলং পলম্। ধান্যাৎ পঞ্চ ঘৃতাচ্ছুণ্ঠ্যাঃ কর্ষঃ ক্ষীরং চতুর্গুণম্।। সিদ্ধমেতদ্ ঘৃতং সদ্যো বাতগুল্মং চিকিৎসতি। যোনিশূলং শিরঃশূলমর্শাংসি বিষমজ্বরম্।।

ঘৃত ৫ পল। কল্কার্থ পিপুল ৩ তোলা, দাড়িমবীজ ২ পল, ধনে ১ পল, শুঁঠ ২ তোলা, দুগ্ধ ২০ পল। এই সমুদায় সদ্য পাক করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে বাতগুল্ম, যোনিশূল, শিরঃশূল, বিষমজ্বর ও অর্শরোগ নিবারিত হয়।

ধাত্রীষট্পলকং ঘৃতম্

ধাত্রীফলানাং স্বরসৈঃ ষড়ঙ্গং পাচয়েদ্ ঘৃতম্। শর্করাসৈন্ধবোপেতং তদ্ধিতং সর্ব্বগুল্মিনাম্।।

ঘৃত ৪ সের, আমলকীর রস ১৬ সের। কল্কার্থ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও যবক্ষার প্রত্যেক ১ পল। পাকে জল ১৬ সের। প্রক্ষেপ চিনি ৩ পোয়া ও সৈন্ধব।০ পোয়া। এই ঘৃত সকল প্রকার বাতগুল্মেই হিতকর।

ভার্গীষট্পলকং ঘৃতম্

ষড়্ভিঃ পলৈর্মগধজাফলমূলচব্যবিশ্বৌষধজ্বলনযাবককল্কপকম্। প্রস্থং ঘৃতস্য দশমূল্যরুবুকভার্গী-ক্বাথেহ্প্যথো পয়সি দধ্নি চ ষট্পলাখ্যম্।। গুল্মোদরারুচিভগন্দরমগ্নিসাদকাসজ্বরক্ষয়শিরোগ্রহণী-বিকারান্। সদ্যঃ শমং নয়তি যে চ কফানিলোত্থা ভার্গ্যাখ্যষট্পলমিদং প্রবদন্তি বৈদ্যাঃ।।

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চই, শুঁঠ, চিতা ও যবক্ষার প্রত্যেক এক-এক পল করিয়া

৬ পল; দশমূল, এরণ্ডমূল ও বামুনহাটীর ক্বাথ (মিলিত) ৬ সের (কাহারও মতে ক্বাথ ৮ সের, নিশ্চলের মতে ক্বাথ ১৬ সের), দুগ্ধ ৪ সের, দধি ৬ সের, (কাহারও মতে দধি ৪ সের, নিশ্চলের মতে দধি ১৬ সের, অন্যের মতে দধি ৮ সের)। যথাবিধি পাক করিবে। এই ষট্‌পলক ঘৃত পান করিলে গুল্ম, জঠর, অরুচি, ভগন্দর, অগ্নিমান্দ্য, কাস, জ্বর, ক্ষয়, শিরোরোগ ও গ্রহণীবিকার এবং বাতশ্লেষ্মজনিত অন্যান্য রোগ আশু প্রশমিত হয়।

ক্ষীরষট্‌পলকং ঘৃতম্

পিপ্পলীপিপ্পলীমূল-চব্যচিত্রকনাগরৈঃ। পলিকৈঃ সযবক্ষারৈঃ সর্পিঃপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।। ক্ষীরপ্রস্থেন তৎ সর্পির্হন্তি গুল্মং কফাত্মকম্। গ্রহণীপাণ্ডুরোগঘ্নং প্লীহকাসজ্বরাপহম্।।

ঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও যবক্ষার প্রত্যেক ১ পল। এই ঘৃত সেবনে কফগুল্ম, গ্রহণীরোগ ও পাণ্ডু প্রভৃতি অনেক ব্যাধি নষ্ট হয়।

ভল্লাতকং ঘৃতম্

ভল্লাতকানাং দ্বিপলং পঞ্চমূলং পলোন্মিতম্। সাধ্যং বিদারীগন্ধাদ্যমাপোথ্য সলিলাঢ়কে।। পাদাবশেষে পূতে চ পিপ্পলীং নাগরং বচাম্। বিড়ঙ্গং সৈন্ধবং হিঙ্গু যাবশূকং বিড়ং শটীম্।। চিত্রকং মধুকং রাস্নাং পিষ্ট্বা কর্ষসমান্ ভিষক্। প্রস্থঞ্চ পয়সো দত্ত্বা ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।। এতদ্ ভল্লাতকং নাম কফগুল্মহরং পরম্। প্লীহপাণ্ডাময়শ্বাস-গ্রহণীকাসগুল্মনুৎ।।

ভেলা ২ পল, বিদারীগন্ধাদি স্বল্পপঞ্চমূল অর্থাৎ শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর প্রত্যেক ১ পল, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। কল্কার্থ পিপুল, শুঁঠ, হিঙ্গু, বচ, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব লবণ, যবক্ষার, বিটলবণ, শটী, চিতা, যষ্টিমধু ও রাস্না প্রত্যেক ২ তোলা। দুগ্ধ ৪ সের, ঘৃত ৪ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই ভল্লাতক ঘৃত কফগুল্মের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা দ্বারা প্লীহা, পাণ্ডু, শ্বাস, গ্রহণী, কাস ও গুল্ম বিনষ্ট হয়।

হবুষাদ্যং ঘৃতম্

হবুষাব্যোষপৃথ্বীকা-চব্যচিত্রকসৈন্ধবৈঃ। সাজাজীপিপ্পলীমূল-দীপ্যকৈঃ পাচয়েদ্ ঘৃতম্।। সকোলমূলকরসং সক্ষীরদধিদাড়িমম্। তৎপরং বাতগুল্মঘ্নং শূলানাহবিবন্ধনুৎ।। যোন্যর্শোগ্রহণীদোষ-শ্বাসকাসারুচিজ্বরান্। পার্শ্বহৃদ্বস্তিশূলঞ্চ ঘৃতমেতদ্ ব্যপোহতি।।

ঘৃত ৪ সের, কলশুঁঠের ক্বাথ ৪ সের, শুষ্ক মূলার ক্বাথ ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, দধি ৪ সের, দাড়িমফলের ক্বাথ ৪ সের। কল্কার্থ হবুষা, ত্রিকটু, কৃষ্ণজীরা, চই, চিতামূল, সৈন্ধব, জীরা, পিপুলমূল ও যমানী মিলিত ১ সের। এই ঘৃত পান করিলে বাতগুল্ম প্রভৃতি অনেক রোগ উপশমিত হয়।

রসোনাদ্যং ঘৃতম্

রসোনস্বরসে সর্পিঃ পঞ্চমূলরসান্বিতম্। সুরারনালদধ্যম্ল-মূলকস্বরসৈঃ সহ।। ব্যোষদাড়িমবৃক্ষাম্ল-যমানী-চব্যসৈন্ধবৈঃ। হিঙ্গ্বম্লবেতসাজাজী-দীপ্যকৈশ্চ পলান্বিতৈঃ।। সিদ্ধং গুল্মগ্রহণ্যর্শঃ-শ্বাসোন্মাদক্ষয়জ্বরান্। কাসাপস্মারমন্দাগ্নি-প্লীহশূলানিলান্ জয়েৎ।।

রসুনের স্বরস, মহৎ পঞ্চমূলের ক্বাথ, সুরা, কাঁজি, দধি ও অম্লমূলক, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ৪ সের, ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ ত্রিকটু, দাড়িম, মহাদা, যমানী, চই, সৈন্ধব, হিঙ্গু, অম্লবেতস (থৈকল), জীরা, বনযমানী প্রত্যেক ১ পল। যথাবিধানে পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে গুল্ম, গ্রহণী,

অর্শ, শ্বাস, উন্মাদ, ক্ষয়, জ্বর, কাস, অপস্মার, মন্দাগ্নি, প্লীহা, শূল ও বাতরোগ বিনষ্ট হয়।

ত্রায়মাণাদ্যং ঘৃতম্

জলে দশগুণে সাধ্যং ত্রায়মাণাচতুষ্পলম্। পঞ্চভাগস্থিতং পূতং কল্কৈঃ সংযোজ্য কার্ষিকৈঃ।। রোহিণীকটুকা মুস্তং ত্রায়মাণা দুরালভা। কল্কৈস্তামলকী বীরা জীবন্তী চন্দনোৎপলৈঃ।। রসস্যামলকীনাঞ্চ ক্ষীরস্য চ ঘৃতস্য চ। পলানি পৃথগষ্টাষ্টৌ দত্ত্বা সম্যগ্ বিপাচয়েৎ।। পিত্তগুল্মং রক্তপিত্তং বিসর্পং পৈত্তিকজ্বরম্। হৃদ্রোগং কামলাং কুষ্ঠং হন্যাদেব ঘৃতোত্তমম্।। পলোল্লেখাগতে মানে ন দ্বৈগুণ্যমিহেষ্যতে। চত্বারিংশৎ-পলং তেন তোয়ং দশগুণং ভবেৎ।।

ঘৃত ১ সের। ক্বাথার্থ বলাডুমুর ৪ পল, জল ৪০ পল, শেষ ৮ পল। আমলকীর রস ১ সের, দুগ্ধ ১ সের। কল্কার্থ কটকী, মুতা, বলাডুমুর, দুরালভা, ভূঁইআমলকী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, রক্তচন্দন ও উৎপল প্রত্যেক ২ তোলা। এই ঘৃত পানে পিত্তগুল্ম, রক্তপিত্ত ও অন্যান্য অনেক রোগ নষ্ট হয়।

বৃশ্চীরাদ্যরিষ্টঃ

বৃশ্চীরমূরুবুকঞ্চ বর্ষাভূং বৃহতীদ্বয়ম্। চিত্রকঞ্চ জলদ্রোণে পচেৎ পাদাবশেষিতম্।। মাগধীচিত্রকক্ষৌদ্র-লিপ্তকুম্ভে নিধাপয়েৎ। মধুনঃ প্রস্থমাবাপ্য পথ্যাচূর্ণার্দ্ধসংযুতম্।। বুষোষিতং দশাহঞ্চ জীর্ণভক্তঃ পিবেন্নরঃ। অরিষ্টোঽয়ং জয়েদ্ গুল্মমবিপাকং সুদুস্তরম্।।

শ্বেত পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, পুনর্নবা, বৃহতী, কণ্টকারী ও চিতা এই সকল দ্রব্য মিলিত ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের। যথাবিধি পাক করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইবে। তৎপরে একটি কলসীর অভ্যন্তর-ভাগ পিপুল, চিতা ও মধু দ্বারা লিপ্ত করিয়া ঐ কলসীতে উক্ত ক্বাথ স্থাপন করিবে। পশ্চাৎ ৪ সের মধু ও ১ সের হরীতকীচূর্ণ তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া ঐ কলসীটি ১০ দিন ধান্য (আগড়া) রাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। ভুক্ত দ্রব্য সম্যক্ জীর্ণ হইলে এই অরিষ্ট পান করিবে। ইহা পান করিলে গুল্ম ও দুস্তর অপাক নিবারিত হইয়া থাকে।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

গুল্মরোগে পথ্যানি

স্নেহঃ স্বেদো বিরেকশ্চ বস্তির্বাহুশিরাব্যধঃ। লঙ্ঘনং বর্ত্তিরভ্যঙ্গঃ স্নেহঃ পক্কে তু পাটনম্।। সংবৎসর-সমুৎপন্নাঃ কলায়রক্তশালয়ঃ। খড়কুলত্থযূষশ্চ ধন্বমাংসরসঃ সুরা।। গবামজায়াশ্চ পয়ো মৃদ্বীকা চ পরূষকম্। খর্জ্জূরং দাড়িমং ধাত্রী নাগরঙ্গাম্লবেতসম্।। তক্রমেরণ্ডতৈলঞ্চ লশুনং বালমূলকম্। পত্তূরো বাস্তুকং শিগ্রু যবক্ষারো হরীতকী।। রামঠং মাতুলুঙ্গঞ্চ ত্র্যূষণং সুরভীজলম্। যদন্নং স্নিগ্ধমুষ্ণঞ্চ বৃংহণং লঘু দীপনম্। বাতানুলোমনঞ্চৈব পথ্যং গুল্মে নৃণাং ভবেৎ।।

স্নেহ, স্বেদ, বিরেচন ও বস্তিপ্রয়োগ, বাহুদ্বয়ের শিরাবেধ, উপবাস, গুহ্যে বর্ত্তিপ্রয়োগ, তৈলাদি অভ্যঙ্গ, স্নেহপ্রয়োগ, পাটন (পাকিলে ছেদন), সংবৎসরোষিত কলায় ও রক্তশালি, খড়যূষ, কুলত্থ-কলায়ের যূষ, ধন্বদেশজ মৃগপক্ষী প্রভৃতির মাংসরস, সুরা, গোদুগ্ধ, ছাগদুগ্ধ, দ্রাক্ষা, ফসলাফল, খর্জ্জুর, দাড়িম, আমলকী, নারাঙ্গীলেবু, থৈকল, তক্র, ভেরেণ্ডার তৈল, রসন, কচি মূলা, শালিঞ্চশাক, বেতোশাক, সজিনা, যবক্ষার, হরীতকী, হিঙ্গু, ছোলঙ্গলেবু, ত্রিকটু, গোমূত্র এবং স্নিগ্ধ উষ্ণবীর্য্য পুষ্টিকর লঘু ও অগ্নিদীপক দ্রব্য এবং বাতানুলোমক অন্ন গুল্মরোগে হিতকর।

গুল্মরোগেঽপথ্যানি

বাতকারীণি সর্ব্বাণি বিরুদ্ধান্যশনানি চ। বল্লূরং মূলকং মৎস্যান্ মধুরাণি ফলানি চ।। শুষ্কশাকং শমীধান্যং বিষ্টম্ভীনি গুরূণি চ। অধোবাতশকৃন্মূত্র-শ্রমশ্বাসাশ্রুধারণম্। বমনং জলপানঞ্চ গুল্মরোগী পরিত্যজেৎ।।

বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্যসমূহ, বিরুদ্ধভোজন, শুষ্ক মাংস, মূলা, মৎস্য, মধুর রসযুক্ত ফল, শুষ্ক শাক, শমীধান্য (মুদগমাষাদি), বিষ্টম্ভিদ্রব্য, গুরুদ্রব্য, অধোবাতবেগ, মলবেগ, মূত্রবেগ, শ্রমজনিত শ্বাসবেগ ও অশ্রুবেগ ধারণ, বমন এবং জলপান, গুল্মরোগীর এই সমস্ত পরিত্যাজ্য।

দ-সংগ্রহে গুল্মরোগাধিকারঃ।

হৃদ্রোগাধিকার

হৃদ্রোগ নিদানম্

অত্যুষ্ণগুর্ব্বম্লকষায়তিক্ত-শ্রমাভিঘাতাধ্যশনপ্রসঙ্গৈঃ। সংচিন্তনৈর্বেগবিধারণৈশ্চ হৃদাময়ঃ পঞ্চবিধঃ প্রদিষ্টঃ।। দূষয়িত্বা রসং দোষা বিগুণা হৃদয়ং গতাঃ। হৃদি বাধাং প্রকুর্ব্বন্তি হৃদ্রোগং তং প্রচক্ষতে।।

অতি উষ্ণ গুরু কষায় ও তিক্ত ভোজন, পরিশ্রম, আঘাতপ্রাপ্তি ও অধ্যশন অর্থাৎ পূর্ব্বাহার অজীর্ণ সত্ত্বেও পুনর্ভোজন এই সকলের আতিশয্য এবং নিরন্তর চিন্তা ও মলাদির বেগধারণ এই সকল কারণে হৃদ্রোগ জন্মে। হৃদ্রোগ পাঁচপ্রকার। যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ এবং ক্রিমিজ। কুপিত বাতাদি দোষত্রয় উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ রসকে দূষিত করত নানাপ্রকার বেদনা উপস্থিত করে। ইহাকেই হৃদ্রোগ বলিয়া থাকে।

বাতজ হৃদ্রোগ লক্ষণম্

আযম্যতে মারুতজে হৃদয়ং তুদ্যতে তথা। নির্ম্মথ্যতে দীর্য্যতে চ স্ফোট্যতে পাট্যতেঽপি চ।।

বাত-জন্য হৃদ্রোগে হৃদয় যেন আকৃষ্ট, সূচী দ্বারা বিদ্ধ, দণ্ড দ্বারা মথিত, অস্ত্র দ্বারা দ্বিধাকৃত, শলাকা দ্বারা স্ফুটিত ও কুঠার দ্বারা পাটিত বলিয়া বোধ হয়।

বাতজ হৃদ্রোগ চিকিৎসা

বাতোপসৃষ্টে হৃদয়ে বাময়েৎ স্নিগ্ধমাতরম্। দ্বিপঞ্চমূলীক্বাথেন সস্নেহলবণেন চ।। (অত্রানুক্তমপি মদনফলাদিচূর্ণং বোধ্যং বমনযোগত্বাৎ, বাতজেঽপি বমনবিধানং হৃদয়স্য কফস্থানত্বাৎ। এবং পিত্তেঽপি বমনং বোধ্যম্। চরকে হৃদ্রোগিণো যদ্যপ্যবম্যা উক্তাস্তথাপি কফোৎক্লেশে বলীয়সি সর্ব্বত্রৈব বমনং জ্ঞেয়ম্)।

বাতোল্বণ হৃদ্রোগে স্নেহপ্রয়োগ দ্বারা রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া তৈল ও লবণ-সংযুক্ত দশমূলের ক্বাথের সহিত মদনফলচূর্ণ পান করাইয়া বমন করাইবে।

ঘৃতেন দুগ্ধেন গুড়াম্ভসা বা পিবন্তি চূর্ণং ককুভত্বচো যে। হৃদ্রোগজীর্ণজ্বররক্তপিত্তং হত্বা ভবেয়ুশ্চির-জীবিনস্তে।।

ঘৃত, দুগ্ধ কিংবা গুড়োদকের সহিত অর্জ্জুনছালচূর্ণ ২ আনা মাত্রায় সেবন করিলে হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর ও রক্তপিত্তের শান্তি এবং আয়ুর্বৃদ্ধি হয়।

পিপ্পল্যাদি চূর্ণম্

পিপ্পল্যেলা বচা হিঙ্গু যবক্ষারোহথ সৈন্ধবম্। সৌবর্চ্চলমথো শুণ্ঠী অজমোদা চ চূর্ণিতম্।। ফলধান্যাম্ল-কৌলত্থ-দধিমদ্যাসবাদিভিঃ। পায়য়েচ্ছুদ্ধদেহঞ্চ স্নেহেনান্যতমেন বা।।

অগ্রে মদনফলাদি দ্বারা বমন করাইয়া রোগীকে শুদ্ধদেহ করিয়া পরে পিপুল, এলাইচ, বচ, হিঙ্গু, যবক্ষার, সৈন্ধব এবং সচল লবণ, শুঁঠ ও বনযমানী ইহাদের চূর্ণ, টাবালেবুর রস, কাঁজি, কুলত্থ-কলায়ের ক্বাথ, দধি, মদ্য, আসব বা কোন স্নেহপদার্থের সহিত পান করাইবে।

সপুষ্করাখ্যং ফলপূরমূলং মহৌষধং শঠ্যভয়া চ কল্কঃ। ক্ষীরাম্লসর্পির্লবণৈর্বিমিশ্রঃ স্যাদ্ বাতহৃদ্রোগহরো নরাণাম্।।

পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), টাবালেবুর মূল, শুঁঠ, শঠী ও হরীতকী, ইহাদের কল্ক, দুগ্ধ কাঁজি ঘৃত ও লবণ সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে বায়ু-জন্য হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়।

হরীতকীবচারাস্না-পিপ্পলীনাগরোদ্ভবম্। শঠীপুষ্করমূলোত্থং চূর্ণং হৃদ্রোগনাশনম্।।

হরীতকী, বচ, রাস্না, পিপুল, শুঁঠ, শঠী ও পুষ্করমূল, ইহাদের চূর্ণ (২ আনা হইতে ।।০ আনা মাত্রায়) জলের সহিত সেবন করিলে হৃদ্রোগ নিবারিত হয়।

নাগরং বা পিবেদুষ্ণং কষায়ঞ্চাগ্নিবর্দ্ধনম্। কাসশ্বাসানিলহরঃ শূলহৃদ্রোগনাশনম্।

শুঁঠের উষ্ণ ক্বাথ পানে শূল, হৃদ্রোগ, কাস, শ্বাস ও বায়ু প্রশমিত এবং অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পুটদগ্ধং হরিণশৃঙ্গং পিষ্টং গব্যেন সর্পিষা পিবতঃ। হৃৎপৃষ্ঠশূলমচিরাদুপৈতি শান্তিং সুকষ্টমপি।।

হরিণশৃঙ্গ কুশ দ্বারা বেষ্টিত ও মৃত্তিকালিপ্ত করিয়া গোময়াগ্নিতে দগ্ধ করিবে। পরে তাহা গব্য ঘৃতের সহিত পেষিত করিয়া সেবন করিলে অতি কষ্টপ্রদ হৃদয়শূল ও পৃষ্ঠশূল অচিরে নিবারিত হয়।

তৈলাজ্যগুড়বিপক্বং চূর্ণং গোধূমপার্থজং বাপি। পিবতি পয়োহনু চ যঃ স ভবেজ্জিতসকলহৃদাময়ঃ পুরুষঃ।

তৈল, ঘৃত ও গুড় মিলিত ১ ভাগ, গোধূম ও অর্জ্জুনছালচূর্ণ মিলিত ৪ ভাগ, অল্প জল-সহ একত্র মোহনভোগের ন্যায় পাক করিয়া সেবন করিলে রোগী সকলপ্রকার হৃদ্রোগ হইতে মুক্তিলাভ করে। পথ্য দুগ্ধ।

পিত্তজ হৃদ্রোগ লক্ষণম্

তৃষ্ণোষাদাহচোষাঃ স্যুঃ পৈত্তিকে হৃদয়ক্লমঃ। ধূমায়নঞ্চ মূর্চ্ছা চ স্বেদঃ শোষো মুখস্য চ।।

পৈত্তিক হৃদ্রোগে তৃষ্ণা, উষ্মা, দাহ, শরীরে চূষণবৎ পীড়া, হৃদয়গ্লানি, কণ্ঠ হইতে ধূমনির্গমবৎ

প্রতীতি, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম ও মুখশোষ হইয়া থাকে।

পিত্তজ হৃদ্রোগ চিকিৎসা

শীতাঃ প্রদেহাঃ পরিষেচনঞ্চ তথা বিরেকো হৃদি পিত্তদুষ্টে।।

পিত্তজনিত হৃদ্রোগ শীতল প্রদেহ ও পরিষেক এবং বিরেচন প্রশস্ত।

শ্রীপর্ণীমধুকক্ষৌদ্র-সিতাগুড়জলৈর্বমেৎ। পিত্তোপসৃষ্টে হৃদয়ে সেবেত মধুরৈঃ শৃতম্। ঘৃতং কষায়াংশ্চো-দ্দিষ্টান্ পিত্তজ্বরবিনাশনান্।।

পিত্তজনিত হৃদ্রোগে গাম্ভারীছাল ও যষ্টিমধু ২ তোলা, ||০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া |০ পোয়া থাকিতে নামাইবে। সেই ক্বাথে ময়নাফলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহা মধু, চিনি ও গুড়ের সহিত পান করাইয়া বমন করাইবে। ইহাতে কাকোল্যাদি মধর গণোক্ত দ্রব্যের ক্বাথ ও কল্ক-সহ সিদ্ধ ঘৃত এবং পিত্তজ্বরোক্ত কষায়সকল ব্যবস্থা করিবে।

দ্রাক্ষাসিতাক্ষৌদ্রপরূষকৈঃ স্যাৎ শুদ্ধে চ পিত্তাপহমন্নপানম্। পিষ্ট্বা পিবেদ্বাপি সিতাজলেন যষ্ট্যাহ্বয়ং তিক্তকরোহিণীঞ্চ।।

বমন ও বিরেচন দ্বারা দেহশোধন করিয়া দ্রাক্ষা, চিনি, মধু ও ফলসা ফল-সহ পিত্তনাশক অন্ন পানীয় প্রদান করিবে। চিনির জলের সহিত যষ্টিমধু ও কটকী পেষণ করিয়া সেবন করাইবে।

অর্জ্জুনস্য ত্বচা সিদ্ধং ক্ষীরং যোজ্যং হৃদাময়ে। সিতয়া পঞ্চমূল্যা বা বলয়া মধুকেন বা।।

অর্জ্জুনছাল, স্বল্পপঞ্চমূল, বেড়েলা বা যষ্টিমধুর সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া চিনির সহিত সেবন করিতে দিবে।

কফজ হৃদ্রোগ লক্ষণম্

গৌরবং কফসংস্রাবোহরুচিঃ স্তম্ভোহগ্নিমার্দ্দবম্। মাধুর্য্যমপি চাস্যস্য বলাসাবততে হৃদি।।

শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে গুরুতা, কফস্রাব, অরুচি, জড়তা, অগ্নিমান্দ্য ও মুখমাধুর্য্য এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

কফজ হৃদ্রোগ চিকিৎসা

বচানিম্বকষায়াভ্যাং বান্তং হৃদি কফোত্থিতে। বাতহৃদ্রোগহৃচ্চূর্ণং পিপ্পল্যাদিঞ্চ যোজয়েৎ।।

কফজ হৃদ্রোগে বচের কষায় বা নিমের কষায় দ্বারা কিংবা বচের কল্ক ও নিমের কষায় মিলিত করিয়া তদ্দ্বারা বমন করাইয়া পূর্ব্বোক্ত বাতহৃদ্রোগনাশক পিপ্পল্যাদি চূর্ণ ও পিপ্পল্যাদি গণ প্রয়োগ করিবে।

ত্রিবৃতাদি চূর্ণম্

ত্রিবৃচ্ছঠী বলা রাস্না শুণ্ঠী পথ্যা সপৌষ্করা। চূর্ণিতা বা শৃতা মূত্রে পাতব্যা কফহৃদ্‌গদে।।

কফজ হৃদ্রোগে তেউড়ী, শঠী, বেড়েলা, রাস্না,শুঁঠ, হরীতকী ও কুড় ইহাদের ক্বাথ পান করাইবে।

সূক্ষ্মৈলাদিচূর্ণম্

সূক্ষ্মৈলা মাগধীমূলং প্রলীঢ়ং সর্পিষা সহ। নাশয়েদাশু হৃদ্রোগং কফজং সপরিগ্রহম্।।

ছোট এলাইচ ও পিপুলমূলচূর্ণ ঘৃতের সহিত লেহন করিলে আশু কফজ হৃদ্রোগ ও তাহার উপদ্রব-সকল প্রশমিত হয়।

ত্রিদোষজ ক্রিমিজ হৃদ্রোগ লক্ষণম্

বিদ্যাদ্ ত্রিদোষজন্ত্বপি সর্ব্বলিঙ্গং তীব্রার্ত্তিতোদং ক্রিমিজং সকণ্ডুম্।। উৎক্লেদঃ ষ্ঠীবনং তোদঃ শূলং হৃল্লাসকস্তমঃ। অরুচিঃ শ্যাবনেত্রত্বং শোথশ্চ ক্রিমিজে ভবেৎ।। ক্লমঃ সাদো ভ্রমঃ শোষো জ্ঞেয়াস্তেষামুপ-দ্রবাঃ। ক্রিমিজে ক্রিমিজাতীনাং শ্লৈষ্মিকাণাঞ্চ যে মতাঃ।।

ত্রিদোষজ ও ক্রিমিজ হৃদ্রোগের লক্ষণ। ত্রিদোষজ হৃদ্রোগে বাতজাদি ত্রিবিধ হৃদ্রোগের লক্ষণই সংঘটিত হয়। অপিচ ইহাতে অপচার ঘটিলে অর্থাৎ তিল ক্ষীর ও গুড়াদি আহার করিলে হৃদয়ের কোন স্থানে একটি গ্রন্থি উৎপন্ন হয় এবং সেই গ্রন্থির রস ও ক্লেদ হইতে ক্রিমি জন্মিয়া থাকে। তখন সেই ত্রিদোযজ হৃদ্রোগে ক্রিমি-জন্য তীব্র বেদনা, হৃদয়ে সূচীবেধবৎ পীড়া ও কণ্ডু উপস্থিত হয়। ক্রিমিজ হৃদ্রোগে বমনবেগ, মুখস্রাব, হৃদয়ে সূচীবেধবৎ পীড়া, শূল, হৃদয়স্থ রসের উদ্গিরণ, অন্ধকারদর্শন, অরুচি, শ্যাবনেত্রতা ও শোথ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্লান্তিবোধ, দেহের অবসাদ, ভ্রম ও শোষ এই সকল উপদ্রব সর্ব্বপ্রকার হৃদ্রোগেই দৃষ্ট হয়। ক্রিমিজ হৃদ্রোগে এতদ্ব্যতীত শ্লৈষ্মিক ক্রিমির যে-সকল উপদ্রব তাহাও ঘটিয়া থাকে।

ত্রিদোষজ হৃদ্রোগ চিকিৎসা

ত্রিদোষজে লঙ্ঘনমাদিতঃ স্যাদন্নঞ্চ সর্ব্বেষু হিতং বিধেয়ম্। হীনাতিমধ্যত্বমবেক্ষ্য চৈব কার্য্যং ত্রয়াণামপি কর্ম্ম শস্তম্।।

ত্রিদোষজ হৃদ্রোগে প্রথমে লঙ্ঘন করাইয়া পরে যে-সকল অন্নপান বাতাদি দোযত্রয়েই প্রশস্ত, তাহা ব্যবস্থা করিবে। এবং দোষের হীনতা প্রবলতা ও মধ্যাবস্থা লক্ষ করিয়া দোযত্রয়েরই বৈধ চিকিৎসা করিবে।

চূর্ণং পুষ্করজং লিহ্যান্মাক্ষিকেণ সমাযুতম্। হৃচ্ছূলং শ্বাসকাসঘ্নং ক্ষয়হিক্কানিবারণম্।।

পুষ্করচূর্ণ (অভাবে কুড়চূর্ণ) মধুর সহিত মিলিত করিয়া লেহন করিলে হৃৎশূল, কাস, শ্বাস, ক্ষয় ও হিক্কা নিবারিত হয়।

গোধূমককুভচূর্ণং ছাগপয়োগব্যসর্পিষা পক্বম্। মধুশর্করাসমেতং শময়তি হৃদ্রোগমুদ্ধতং পুংসাম্।।

গোধূম ১ ভাগ, অর্জ্জুনছালচূর্ণ ১ভাগ, ঘৃত ও চিনি এই সমস্ত দ্রব্য ছাগদুগ্ধ-সহ মোহনভোগের ন্যায় পাক করিয়া শীতল হইলে তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিবে। ইহা সেবনে উগ্র হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়।

মূলং নাগবলায়াস্তু চূর্ণং দুগ্ধেন পায়য়েৎ। হৃদ্রোগশ্বাসকাসঘ্নং ককুভস্য চ বল্কলম্।। রসায়নং পরং বল্যং বাতজিন্মাসযোজিতম্। সংবৎসরপ্রয়োগেণ জীবেদ্ বর্ষশতং ধ্রুবম্।।

গোরক্ষচাকুলের মূলচূর্ণ অথবা অর্জ্জুনছালচূর্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে হৃদ্রোগ, শ্বাস ও কাস নিবারিত হয়। ইহা রসায়ন,বলকর ও বায়ুনাশক। এই ঔষধ দীর্ঘকাল সেবন করিলে রোগী দীর্ঘায়ু হয়।

হিঙ্গুগ্রগন্ধাবিড়বিশ্বকৃষ্ণা-কুষ্ঠভয়াচিত্রকযাবশূকম্। পিবেৎ সসৌবর্চ্চলপুষ্করাঢ্যং যবাম্ভসা শূলহৃদা-ময়ঘ্নম্।।

হিং, বচ, বিটলবণ, শুঁঠ, পিপুল, কুড়, হরীতকী, চিতা, যবক্ষার, সচল লবণ ও পুষ্করমূল ইহাদের চূর্ণ যবের ক্বাথের সহিত সেবন করিলে হৃদ্রোগ ও শূল নিবারিত হয়।

* দশমূলীকষায়স্তু লবণক্ষারসংযুতঃ। শ্বাসং কাসঞ্চ হৃদ্রোগং গুল্মশূলঞ্চ নাশয়েৎ।।

দশমূলের ক্বাথে লবণ ও যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে হৃদ্রোগ, কাস, শ্বাস ও গুল্মশূল বিনষ্ট হয়।

পাঠাং বচাং যবক্ষারমভয়াং সাম্লবেতসাম্। দুরালভাং চিত্রকঞ্চ ত্র্যষণঞ্চ ফলত্রয়ম্।। শঠীং পুষ্করমূলঞ্চ তিন্তিড়ীকং সদাড়িমম্। মাতুলুঙ্গস্য মূলানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।। সুখোদকেন মদ্যৈর্বা চূর্ণান্যেতানি পায়য়েৎ। অর্শঃ শূলঞ্চ হৃদ্রোগং গুল্মঞ্চাশু ব্যপোহতি।।

আকনাদি, বচ, যবক্ষার, হরীতকী, অম্লবেতস, দুরালভা, চিতার মূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, শঠী, পুষ্করমূল, তেতুঁলছাল, দাড়িমত্বক্ ও টাবালেবুর মূল, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ঈষদুষ্ণ জল বা মদ্যের সহিত সেবন করিলে গুল্ম, অর্শ, শূল ও হৃদ্রোগ নিবারিত হয়।

ক্রিমিজ হৃদ্রোগ চিকিৎসা

ক্রিমিজে চ পিবেন্মূত্রং বিড়ঙ্গাময়সংযুতম। হৃদি স্থিতাঃ পতন্ত্যেবমধস্তাৎ ক্রিময়ো নৃণাম্।। যবান্নং বিতয়েচ্চাস্মৈ সবিড়ঙ্গমতঃপরম্।।

ক্রিমিজ হৃদ্রোগে বিড়ঙ্গ ও কুড়চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া গোমূত্র-সহ পান করিলে হৃদয়স্থ ক্রিমিসকল অধোগামী হইয়া নিপাতিত হয়। পথ্য বিড়ঙ্গ কষায়-সাধিত যবান্ন।

ক্রিমিহৃদ্রোগিণং স্নিগ্ধং ভোজয়েৎ পিশিতৌদনম্। দধ্না চ পললোপেতং ত্র্যহং পশ্চাদ্বিরেচয়েৎ।। সুগন্ধিভিঃ সলবণৈর্যোগৈঃ সাজাজিশর্করৈঃ। বিড়ঙ্গাঢৈর্ধান্যাম্লং পায়য়েদ্ধিতমুত্তমম্।। (অত্র পিশিতৌদনং ক্রিমীণামুৎক্লেশার্থং; পিশিতপ্রধানমোদনং পিশিতৌদনং দধ্না পললেন চ সংযুক্তং ত্র্যহং ভোজয়েৎ। পললং পিষ্টকমিতি জেজ্জড়ঃ, তিলচূর্ণমিতি চক্রঃ, অন্যে তু শুষ্কমাংসচূর্ণমাহুঃ। এতে ক্রিমিঘাতকাঃ। সুগন্ধিভিঃ সলবণৈর্যোগৈরিতি বিরেচনযোগৈঃ, চাতুর্জাতেন সুগন্ধীকরণঞ্চ বান্তিশঙ্কানিরাসার্থং। ধান্যাম্ল-মনুপেয়ম্)।

ক্রিমিজ হৃদ্রোগে প্রথমত ৩ দিন দধি ও তিলপিষ্টক-সংযুক্ত স্নিগ্ধ মাংসান্ন ভোজন করাইয়া চাতুর্জ্জাতাদি দ্বারা সুগন্ধীকৃত এবং সৈন্ধব, জীরা, চিনি ও অধিক বিড়ঙ্গবিশিষ্ট বিরেচক ঔষধ পান করাইবে। অনুপান কাঁজি।

উরোগ্রহ নিদানম্

অত্যভিষ্যন্দিগুর্ব্বন্ত্ব-শুষ্কপূত্যামিষাশনাৎ। সান্ত্রং মাংসং যকৃৎপ্লীহ্নোঃ সদ্যোবৃদ্ধির্যদা ভবেৎ।। উরোগ্রহং তদা কুক্ষৌ কুরুতঃ কফমারুতৌ।। ন বামপার্শ্বে ন চ দক্ষিণাংশে বুক্কস্য মধ্যে পরিবৃদ্ধিমেতি। উরোগ্রহং তং প্রবদন্তি রোগং বুক্কাগ্রতস্তস্য শিরাতনুত্বম্।। দৌর্ব্বল্যং দুর্ব্বলাগ্নিত্বং কার্শ্যং মাংসাভিকাঙ্ক্ষিতম্। জায়তে কৃষ্ণবর্ণত্বং পীতকঞ্চাপি জায়তে।। দ্বিজিহ্বসদৃশঃ কশ্চিৎ কশ্চিৎ কচ্ছপসন্নিভঃ। জ্বরোহরুচিঃ পিপাসা চ শোথশ্চাতিপ্রকোপণে।।

ক্লেদজনক, গুরুপাক আহার, জলপান এবং শুষ্ক ও পূতিমাংস ভোজনহেতু বায়ু ও কফ প্রকুপিত হইয়া উরোগ্রহ (অগ্রমাস)-নামক রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে যকৃৎ-প্লীহার মধ্যস্থ অন্ত্র ও মাংস সদ্যোবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার আকৃতি সর্প বা কচ্ছপসদৃশ। রোগীর বুক্কাগ্রস্ত শিরাসকল তনু, বর্ণ কৃষ্ণ বা পীত এবং দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, কৃশতা ও মাংসভক্ষণেচ্ছা হইয়া থাকে। এই রোগ প্রবল হইলে জ্বর, অরুচি, পিপাসা ও শোথ উপস্থিত হয়।

উরোগ্রহ চিকিৎসা

অত্রাশু স্বেদনং যুক্ত্যা বমনং রক্তমোক্ষণম্। তীক্ষ্ণৈর্নিরূহণঞ্চৈব ক্রমাল্লঙ্ঘণমাচরেৎ।।

যুক্তিপূর্ব্বক যথাক্রমে স্বেদ, বমন, রক্তমোক্ষণ, তীক্ষ্ণ নিরূহণ ও লঙ্ঘন দ্বারা উরোগ্রহের আশু প্রতিকার করিবে।

পুত্রজীবকশিগ্রুত্বক্-সূর্য্যাবর্ত্তবলোদ্ভবাঃ। রসা একৈকশঃ কোষ্ণা দ্বিশো বা রামঠাশ্রিতাঃ।।

জিয়াপূতা, সজিনাছাল, হুড়হুড়ে ও বেড়েলা ইহাদের প্রত্যেকটির বা দুই-দুইটির রস হিং-সংযুক্ত ও ঈষদুষ্ণ করিয়া পান করিবে।

চব্যাম্লবেতসক্ষার-সরামঠসচিত্রকান্। পিবেৎ তৈলারনালাভ্যামুরোগ্রহনিবৃত্তয়ে।।

চই, অম্লবেতস, যবক্ষার, হিং ও চিতামূল, সমভাগ চূর্ণ তৈল বা কাঁজির সহিত সেবন করিলে উরোগ্রহ বিনষ্ট হয়।

হৃদ্রোগ সাধারণ চিকিৎসা

ককুভাদি চূর্ণম্

ককুভত্বগ্‌বচা রাস্না বলা নাগবলাভয়া। শটী পুষ্করমূলঞ্চ পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্।। সর্ব্বাণ্যেতানি সংচূর্ণ্য সর্পিষা শাণমাত্রয়া। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় সর্ব্বহৃদ্রোগশান্তয়ে।।

অর্জ্জুনছাল, বচ, রাস্না, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, হরীতকী, শটী, কুড়, পিপুল ও শুঁঠ প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ।।০ তোলা মাত্রায় উপযুক্ত পরিমাণে গব্যঘৃতের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার হৃদ্রোগের শান্তি হয়।

রসায়নম্

রসগন্ধাভ্রভস্মানি পার্থবৃক্ষত্বগম্বুনা। একবিংশতিধা ঘর্ম্মে ভাবিতানি বিধানতঃ। মাষমাত্রমিদং চূর্ণং মধুনা সহ লেহয়েৎ।। বাতজং পিত্তজং শ্লেষ্ম-সম্ভূতং বা ত্রিদোষজম্। ক্রিমিজঞ্চাপি হৃদ্রোগং নিহন্ত্যেব ন সংশয়ঃ।।

পারদ, গন্ধক ও অভ্রভস্ম এই সকল দ্রব্য অর্জ্জুনছালের রসে ২১বার আতপে ভাবনা দিয়া ১ মাষা পরিমিত চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে বাতাদি সর্বপ্রকার দোষসম্ভূত হৃদ্রোগ নিবারিত হয়।

নাগার্জ্জুনাভ্রম্

সহস্রপুটনৈঃ শুদ্ধং বজ্রাভ্রমর্জ্জুনত্বচঃ। সত্ত্বৈর্বিমর্দ্দিতং সপ্তদিনং খল্লে বিশোষিতম্।। ছায়াশুষ্কা বটী কার্য্যা নাম্নেদমর্জ্জুনাহ্বয়ম্। হৃদ্রোগং সর্ব্বশূলার্শো-হৃল্লাসচ্ছর্দ্দ্যরোচকান্।। অতীসারমগ্নিমান্দ্যং রক্তপিত্তং ক্ষতক্ষয়ম্। শোথোদরাম্লপিত্তঞ্চ বিষমজ্বরমেব চ। হন্ত্যন্যানপি রোগাংশ্চ বল্যং বৃষ্যং রসায়নম্।। (অর্জ্জুনত্বচঃ সত্ত্বৈরিতি অর্জ্জুনবল্কলকাথৈরিত্যর্থঃ। র, টী)।

সহস্রপুট দ্বারা শুদ্ধ বজ্রাভ্র অর্জ্জুনছালের ক্বাথে ৭ দিন খলে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করত বটি প্রস্তুত করিবে। ইহা দ্বারা হৃদ্রোগ, শূল, অর্শ, ছর্দ্দি, অরোচক, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য, রক্তপিত্ত ও বিষমজ্বর প্রভৃতি নানা ব্যাধি বিনষ্ট হয়।

কল্যাণসুন্দরো রসঃ

সিন্দূরমভ্রং তারঞ্চ তাম্রং হেম চ হিঙ্গুলম্। সর্ব্বং খল্লতলে ক্ষিপ্ত্বা মর্দ্দয়েদ্ বহ্নিবারিণা।। হস্তিশুণ্ডরসা

পশ্চাদ্ ভাবয়িত্বা চ সপ্তধা। গুঞ্জামাত্রাং বটীং কৃত্বা কোষ্ণতোয়েন দাপয়েৎ।। উরস্তোয়ঞ্চ হৃদ্রোগং বক্ষোবাতমুরোঽস্রকম্। ফৌপ্‌ফুসান্ হন্তি রোগাংশ্চ রসঃ কল্যাণসুন্দরঃ।।

রসসিন্দূর, অভ্র, রৌপ্য, তাম্র, স্বর্ণ ও হিঙ্গুল প্রত্যেক সমভাগে লইয়া চিতার রসে একদিন মাড়িয়া এবং হাতিশুঁড়ার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে উরস্তোয়, হৃদ্রোগ, বক্ষোবাত, বক্ষোরুধির এবং ফুসফুসজ রোগ সমস্ত বিনষ্ট হয়।

চিন্তামণি রসঃ

পারদং গন্ধকাঞ্চভ্রং লৌহং বঙ্গং শিলাজতু। সমং সমং গৃহীত্বা চ স্বর্ণং সূতাঙ্‌ঘ্রিসম্মিতম্।। স্বর্ণস্য দ্বিগুণং রৌপ্যং সর্ব্বমেকত্র মর্দ্দয়েৎ। চিত্রকস্য দ্রবেণাপি ভৃঙ্গরাজাম্ভসা ততঃ।। পার্থস্যাথ কষায়েণ সপ্তকৃত্বো বিভাবয়েৎ। ততো গুঞ্জামিতাঃ কুর্য্যাদ্ বটীশ্ছায়াপ্রশোষিতাঃ।। একৈকাং দাপয়েদাসাং গোধূম-ক্বাথবারিণা। হৃদ্রোগান্ নিখিলান্ হন্তি ব্যাধীন্ ফুপ্‌ফুসজানপি।। প্রমেহান্ বিংশতিং শ্বাসান্ কাসানপি সুদুস্তরান্। বলপুষ্টিকরো হৃদ্যো রসশ্চিন্তামণিঃ স্মৃতঃ।।

পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, বঙ্গ, শিলাজতু প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ।০ তোলা ও রৌপ্য।।০ তোলা; সমুদায় একত্র করিয়া চিতার রসে, ভৃঙ্গরাজ রসে এবং অর্জ্জুনছালের ক্বাথে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করত ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। এক-একটি বটিকা গোধূমের ক্বাথের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে হৃদ্রোগ, হৃদ্‌গত ও ফুসফুসগত রোগ এবং প্রমেহ প্রভৃতি ব্যাধি নষ্ট ও বলবীর্য্য বর্দ্ধিত হয়।

বিশ্বেশ্বর রসঃ

স্বর্ণাভ্রলৌহবঙ্গানাং রসগন্ধকয়োরপি। বৈক্রান্তস্য চ সংগৃহ্য ভাগাংস্তোলকসম্মিতান্।। কর্পূরসলিলেনাথ ভাবয়িত্বা যথাবিধি। রক্তিকৈকপ্রমাণেন বিদধ্যাদ্ বটিকাস্ততঃ।। অয়ং বিশ্বেশ্বরো নাম রসঃ ফুসফুসজান্ গদান্। হৃদ্রোগাংশ্চ জয়েৎ সর্ব্বান্ সংশয়োঽত্র ন বিদ্যতে।।

স্বর্ণ, অভ্র, লৌহ, বঙ্গ, পারদ, গন্ধক ও বৈক্রান্ত প্রত্যেক ১ তোলা পরিমাণে লইয়া কর্পূরের জলে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে হৃদ্রোগ ও ফুসফুসজ সমস্ত রোগ নিরাকৃত হয়।

হৃদয়ার্ণব রসঃ

সূতার্কগন্ধকং ক্বাথে বরায়া মর্দ্দয়েদ্ দিনম্। কাকমাচ্যা বটীং কৃত্বা চণমাত্রাঞ্চ ভক্ষয়েৎ। হৃদয়ার্ণবনামায়ং হৃদ্রোগদলনো রসঃ।।[১]

পারদ, গন্ধক ও তাম্র ত্রিফলার ক্বাথে এবং কাকমাচীর রসে এক-এক দিন মর্দ্দন করিয়া চণক প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে হৃদ্রোগের শান্তি হয়।

১. ইতোঽগ্রে—কাকমাচীফলং কর্ষং ত্রিফলাফলসংযুতম্। দ্বাত্রিংশৎ তোলকং ক্বাথমষ্টভাগাবশেষিতম্। অনুপানং পিবেচ্চাত্র হৃদ্রোগে চ কফোত্থিতে। ইতি রসেন্দ্রধৃতঃ অধিকঃ পাঠঃ।

কাকমাচীফল, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া মিলিত ২ তোলা; জল ৩২ তোলা, শেষ ৪ তোলা, এই ক্বাথ কফজ হৃদ্রোগে অনুপানার্থ প্রয়োগ করিবে।

পঞ্চানন রসঃ

সূতগন্ধৌ দ্রবৈর্ধাত্র্যা মর্দ্দয়েদ্ গোস্তনীদ্রবৈঃ। যষ্টিখর্জ্জূরসলিলৈর্দিনঞ্চ পরিমর্দ্দয়েৎ। ধাত্রীচূর্ণং সিতাঞ্চানু পিবেদ্ হৃদ্রোগশান্তয়ে।।

পারদ ও গন্ধক একত্র কজ্জলী করিয়া আমলকী, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু ও খেজুরের রসে এক-এক দিন মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান আমলকীচূর্ণ ও চিনি। ইহা সেবনে হৃদ্রোগ বিনষ্ট হয়।

প্রভাকর বটী

মাক্ষিকং লৌহমভ্রঞ্চ তুগাক্ষীরং শিলাজতু। ক্ষিপ্ত্বা খল্লোদরে পশ্চাদ্ ভাবয়েৎ পার্থবারিণা।। বল্লদ্বয়মিতাং কুর্য্যাদ্ বটীং ছায়াবিশোষিতাম্। প্রভাকরবটী সেয়ং হৃদ্রোগান্ নিখিলান্ জয়েৎ।।

স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অভ্র, বংশলোচন ও শিলাজতু প্রত্যেক সমভাগে লইয়া অর্জ্জুনছালের ক্বাথে ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। যথাযোগ্য অনুপানের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে সকলপ্রকার হৃদ্রোগের শান্তি হয়।

শঙ্করবটী

রসস্য ভাগাশ্চত্বারো বলেরষ্টৌ তথা মতাঃ। ত্রয়ো লৌহস্য নাগস্য দ্বাবিত্যেকত্র মর্দ্দয়েৎ।। ভাবয়েৎ কাকমাচ্যাশ্চ চিত্রকস্যার্দ্রকস্য চ। স্বরসেন জয়ন্ত্যাশ্চ বাসায়া বিল্বপার্থয়োঃ।। ততো গুঞ্জাদ্বয়মিতাং বিদধ্যাদ্ বটিকাং ভিষক্। একৈকাং দাপয়েদাসামীষদুষ্ণেন বারিণা।। জয়েদিয়ং ফুসফুসজান্ রোগান্ হৃদয়সম্ভবান্। জীর্ণজ্বরং তথা ঘোরং প্রমেহানপি বিংশতিম্।। কাসশ্বাসামবাতাংশ্চ গ্রহণীমপি দুস্তরাম্। বটীং শ্রীশঙ্করপ্রোক্তা বলপুষ্টিবিবর্দ্ধনী।।

পারদ ৪ ভাগ, গন্ধক ৮ ভাগ, লৌহ ৩ ভাগ ও সীসা ২ ভাগ, এই সমুদায় একত্র করিয়া যথাক্রমে কাকমাচী, চিতা, আদা, জয়ন্তী, বাসক, বিল্ব ও অর্জ্জুনের স্বরসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে ফুসফুসজ রোগ, হৃদ্রোগ ও অন্যান্য বিবিধ পীড়া নিরাকৃত হয়।

পার্থস্য কল্কস্বরসেন সিদ্ধং শস্তং ঘৃতং সর্ব্বহৃদাময়েষু।।

ঘৃত ৪ সের, ক্বাথার্থ অর্জ্জুনছাল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ অর্জ্জুনছাল ১ সের। অর্জ্জুনঘৃত সকলপ্রকার হৃদ্রোগে প্রশস্ত।

বলাদ্যং ঘৃতম্

ঘৃতং বলানাগবলার্জ্জুনাম্বু-সিদ্ধং সযষ্টীমধুকল্কপাদম্। হৃদ্রোগশূলক্ষতরক্তপিত্তং কালানিলাসৃক্ শময়ত্যুদীর্ণম্।।

ঘৃত ৪ সের, ক্বাথার্থ বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে ও অর্জ্জুনছাল মিলিত ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ যষ্টীমধু ১ সের। এই ঘৃত পান করিলে হৃদ্রোগ, শূল, উরঃক্ষত ও রক্তপিত্তাদি অনেক পীড়ার উপশম হইয়া থাকে।

বল্লভকং ঘৃতম্

মুখ্যং শতার্দ্ধঞ্চ হরীতকীনাং সৌবর্চ্চলস্যাপি পলদ্বয়ঞ্চ। পক্কং ঘৃতং বল্লভকেতি নাম্না হৃচ্ছ্বাসশূলোদর-মারুতঘ্নম্।।

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ হরীতকী ৫০টা, সচল লবণ ২ পল। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে হৃদ্রোগ, শ্বাস, শূল ও বায়ুনাশ হয়।

শ্বদংষ্ট্রাদ্যং ঘৃতম্

শ্বদংষ্ট্রোশীরমঞ্জিষ্ঠা বলা কাশ্মর্য্যকর্ত্তৃণম্। দর্ভমূলং পৃথক্‌পর্ণী পলাশর্ষভকৌ স্থিরা।। পলিকান্ সাধয়েৎ তেষাং রসে ক্ষীরে চতুর্গুণে। কল্কৈঃ স্বগুপ্তর্ষভক-মেদাজীবন্তীজীবকৈঃ।। শতাবর্য্যৃদ্ধিমৃদ্বীকা-শর্করা-শ্রাবণীবিসৈঃ। প্রস্থং সিদ্ধো ঘৃতাদ্বাত-পিত্তহৃদ্রোগশূলনৎ।। মূত্রকৃচ্ছ্র প্রমেহার্শঃ-শ্বাসকাসক্ষয়াপহঃ। ধনঃস্ত্রী-মদ্যভারাধ্ব-ক্ষীণানাং বলমাংসদঃ।।

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ গোক্ষুর, বেণার মূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেড়েলা, গাম্ভারীছাল, গন্ধতৃণ, কুশমূল, চাকুলে, পলাশমূল, ঋষভক ও শালপাণি প্রত্যেক ১ পল। জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ আলকুশীবীজ, ঋষভক, মেদা, জীবন্তী, জীবক, শতমূলী, ঋদ্ধি, দ্রাক্ষা, চিনি, মুণ্ডিরী ও মৃণাল ১ সের। এই ঘৃত বাতিক ও পৈত্তিক হৃদ্রোগ, শূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ, অর্শ ও ক্ষয় প্রভৃতি রোগনাশক। ধনুঃ আকর্ষণ, স্ত্রী-সংসর্গ, মদ্যপান, ভারবহন ও পথশ্রম-জন্য ক্ষীণ ব্যক্তিরা ইহা দ্বারা বল ও পুষ্টিসম্পন্ন হয়।

পার্থাদ্যরিষ্টঃ

পার্থীং ত্বচং তুলামেকাং মৃদ্বীকার্দ্ধতুলাং তথা। ভাগং মধুকপুষ্পস্য পলবিংশতিসম্মিতম্।। চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পক্ত্বা দ্রোণমেবাবশেষয়েৎ। ধাতক্যা বিংশতিপলং গুড়স্য চ তুলাং ক্ষিপেৎ।। মাষমাত্রং স্থিতো ভাণ্ডে ভবেৎ পার্থাদ্যরিষ্টকঃ। হৃৎফুসফুসগদান্ সর্ব্বান্ হন্ত্যয়ং বলবীর্য্যকৃৎ।।

অর্জ্জুনছাল ১২।।০ সের, দ্রাক্ষা ৬।০ সের ও মৌলফুল ২০ পল, একত্র ২৫৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৬৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ক্বাথজল ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর ঐ জলে গুড় ১২।।০ সের গুলিয়া ও ধাইফুলচূর্ণ ২০ পল প্রক্ষিপ্ত করত রুদ্ধভাণ্ডে ১ মাস রাখিবে। ইহাতে অন্তরুৎসেক ক্রিয়া দ্বারা অরিষ্ট প্রস্তুত হইবে। এই পার্থাদ্যরিষ্ট পান করিলে হৃদয় ও ফুসফুসজাত পীড়াসকলের শান্তি এবং বলবীর্য্য বৃদ্ধি হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

হৃদ্রোগে পথ্যানি

স্বেদো বিরেকো বমনঞ্চ লঙ্ঘনং বস্তির্বিলেপী চিররক্তশালয়ঃ। মৃগদ্বিজা জাঙ্গলসংজ্ঞয়ান্বিতা যূষা রসা মুদ্গাকুলত্থসম্ভবাঃ।। রাগাঃ খড়াঃ কাম্বলিকাশ্চ ষাড়বা ভব্যং পটোলং কদলীফলান্যপি। পুরাণকুষ্মাণ্ড-রসালদাড়িমং শম্পাকশাকং নবমূলকান্যপি।। এরণ্ডতৈলং গগনাম্বু সৈন্ধবং দ্রাক্ষাপি তক্রঞ্চ পুরাতনো গুড়ঃ। শুণ্ঠী যমানী লশুনং হরীতকী কুষ্ঠঞ্চ কুস্তুম্বুরু কৃষ্ণমার্দ্রকম্।। সৌবীরশুক্তং মধু বারুণীরসঃ। কস্তূরিকা চন্দনকং প্রপাণকম্। তাম্বুলমপ্যেষ গণঃ সখা ভবেন্মর্ত্ত্যস্য হৃদ্রোগনিপীড়িতস্য।।

স্বেদ, বিরেচন, বমন, উপবাস, বস্তিক্রিয়া, বিলেপী, পুরাতন রক্তশালি, জাঙ্গল মৃগপক্ষীর মাংসরস, মুগ ও কুলত্থকলায়ের যূষ, রাগ (রুচিকর যোগবিশেষ) খড়যূষ, কাম্বলিক যূষ, ষাড়ব, চালতা, পটোল, কদলীফল, পুরানো কুমড়া, পাকা আম, দাড়িম, সোঁদালশাক, কচিমূলা, ভেরেণ্ডাতৈল, বৃষ্টিজল, সৈন্ধব, দ্রাক্ষা, তক্র, পুরানো গুড়, শুণ্ঠী, যমানী, রশুন, হরীতকী, কুড় ,ধনে, মরিচ, আদা, সৌবীর, শুক্ত, মধু, বারুণীরস, কস্তূরী, রক্তচন্দন, পানক ও তাম্বুল হৃদ্রোগী মনুষ্যের হিতকারক।

হৃদ্রোগেঽপথ্যানি

তৃট্ছর্দ্দিমূত্রানিলশুক্রকাসোদ্গারশ্রমশ্বাসবিড়শ্রুবেগান্। সহ্যাদ্রিবিন্ধ্যাদ্রিনদীজলানি মেষীপয়ো দুষ্টজলং কষায়ম্।। বিরুদ্ধমুষ্ণং গুরুতিক্তমম্লং পত্রোত্থশাকানি চিরন্তনানি। ক্ষারং মধুকানি চ দন্তকাষ্ঠং রক্তস্রুতিং হৃদ্গদবাংস্ত্যজেচ্চ।।

তৃষ্ণা, বমি, মূত্র, অধোবাত, শুক্র, কাস, উদ্গার, শ্রমজনিত শ্বাস, মল এবং অশ্রু এই সমস্তের বেগধারণ; সহ্যগিরি ও বিন্ধ্যগিরিজাত নদীর জল; মেষীদুগ্ধ, দূষিত জল, কষায়রস, বিরুদ্ধদ্রব্য, উষ্ণদ্রব্য, গুরুদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য, অম্লদ্রব্য, বহুদিবসোৎপন্ন পত্রশাক, যবক্ষার, মৌলফল, দন্তধাবন ও রক্তমোক্ষণ এই সকল হৃদ্রোগে অপথ্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে হৃদ্রোগাধিকারঃ।

মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকার

মূত্রকৃচ্ছ্র নিদানম্

ব্যায়ামতীক্ষ্ণৌষধরুক্ষমদ্যপ্রসঙ্গনিত্যদ্রুতপৃষ্ঠযানাৎ। আনূপমাংসাধ্যশনাদজীর্ণাৎ স্যুর্মূত্রকৃচ্ছ্রাণি নৃণাং তথাষ্টৌ।। পৃথঙ্‌মলাঃ স্বৈঃ কুপিতা নিদানৈঃ সর্ব্বেঽথবা কোপমুপেত্য বস্তৌ। মূত্রস্য মার্গং পরিপীড়য়ন্তি যদা তদা মূত্রয়তীহ কৃচ্ছ্রাৎ।। তীব্রার্ত্তিরুগ্বঙ্ক্ষণবস্তিমেঢ্রে স্বল্পং মুহুর্মূত্রয়তীহ বাতাৎ। পীতং সরক্তং সরুজং সদাহং কৃচ্ছ্রং মুহুর্মূত্রয়তীহ পিত্তাৎ।। বস্তেঃ সলিঙ্গস্য গুরুত্বশোথৌ মূত্রং সপিচ্ছং কফমূত্রকৃচ্ছ্রে। সর্ব্বাণি রূপানি তু সন্নিপাতাদ্ ভবন্তি তৎ কৃচ্ছ্রতমং হি কৃচ্ছ্রম।।

ব্যায়াম, তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ ও রুক্ষ মদ্য ইহাদের প্রসঙ্গ অর্থাৎ সতত সেবা, নিত্য দ্রুত পৃষ্ঠযান (ঘোটকাদিতে গমন), অনূপদেশ (সজলভূমি)-জাত মাংস, অধ্যশন ও অজীর্ণ এই সকল কারণে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ উৎপন্ন হয়। ইহা আটপ্রকার। বাতাদি পৃথক-পৃথক দোষ অথবা মিলিত ত্রিদোষ স্ব-স্ব প্রকোপণহেতুতে প্রকুপিত হইয়া বস্তিদেশে যাইয়া মূত্রমার্গকে পরিপীড়িত করিলে অতিক্লেশে মূত্রপ্রবর্ত্তন হয়, তাহাকে মূত্রকৃচ্ছ্র কহে।

বায়ুজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে বঙ্ক্ষণ (কুঁচকিস্থান), বস্তি (মূত্রাশয়) ও মেঢ্রে(লিঙ্গে) তীব্র বেদনা হয় এবং মুহুর্ম্মুহু অল্প পরিমাণে মূত্রপ্রবর্ত্তন হইয়া থাকে। পিত্তজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে অত্যন্ত বেদনা ও দাহের সহিত পীত বা রক্তবর্ণ মূত্র কষ্টে মুহুর্ম্মুহু নির্গত হয়। শ্লেষ্মজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে লিঙ্গ ও বস্তিদেশে গুরুত্ব ও শোথ হয় এবং মূত্র পিচ্ছিল হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে উল্লিখিত ত্রিবিধ লক্ষণই প্রকাশিত হয়। ইহা অতি কষ্টসাধ্য। (শল্যজাদি আর চারিপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র আছে, তাহাদের লক্ষণ বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রের ন্যায় জানিবে)।

মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা

অভ্যঞ্জনস্নেহনিরূহবস্তি-স্বেদোপনাহোত্তরবস্তিসেকান্। স্থিরাদিভির্বাতহরৈশ্চ সিদ্ধান্ দদ্যাদ্রসাংশ্চানিল-মূত্রকৃচ্ছ্রে।।

বাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে বায়ুনাশক তৈলমর্দ্দন, স্নেহপান, নিরূহবস্তি, স্বেদ, উপনাহ (পুলটিস), উত্তরবস্তি ও পরিষেক এবং স্বল্পপঞ্চমূল ও বাতঘ্ন ঔষধের সহিত সিদ্ধ মাংসরস ব্যবস্থা করিবে।

অমৃতাদিঃ

অমৃতাং নাগরং ধাত্রীং বাজিগন্ধাঞ্চ গোক্ষুরম্। ক্বাথয়িত্বা পিবেদ্ বাতমূত্রকৃচ্ছ্রী সমাক্ষিকম্।।

বায়ুজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে রোগীকে গুলঞ্চ, শুঁঠ, আমলকী, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুর, ইহাদের ক্বাথ মধুর সহিত পান করিতে দিবে।

পুনর্নবাদ্য মিশ্রকঃ

পুনর্নবৈরণ্ডশতবরীভিঃ পত্তূরবৃশ্চীরবলাশ্মভিদ্ভিঃ। দ্বিপঞ্চমূলেন কুলত্থকেন যবৈশ্চ তোয়োৎকথিতে কষায়ে।। তৈলং বরাহর্ক্ষবসা ঘৃতঞ্চ তৈরেব কল্কৈর্লবণৈশ্চ সিদ্ধম্। তন্মাত্রয়াত্র প্রতিহন্তি পীতং শূলান্বিতং মারুতমূত্রকৃচ্ছ্রম্।।

রক্তপুনর্নবা, এরণ্ডমূল, শতমূলী, রক্তচন্দন (কেহ বলেন শালিঞ্চশাক) শ্বেত পুনর্নবা, বেড়েলা, পাষাণভেদী, দশমূল, কুলত্থকলাই ও যব ইহাদের কষায় ও কল্ক এবং লবণ-সহ তৈল, শূকরবসা, ভল্লুকবসা ও ঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে বেদনান্বিত বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

সেকাবগাহাঃ শিশিরাঃ প্রদেহাঃ গ্রৈষ্মো বিধির্বস্তিপয়োবিকারাঃ। দ্রাক্ষাবিদারীক্ষুরসৈর্ঘৃতৈশ্চ শস্তা হি পিত্তপ্রভবে চ কৃচ্ছ্রে।।

পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রে শীতল পরিবেষক, অবগাহন ও প্রলেপ এবং গ্রীষ্মঋতুচর্য্যোক্ত বিধি, বস্তিক্রিয়া, দুগ্ধবিকৃতি পান, কিসমিস, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষুরস ও ঘৃত হিতকর।

পঞ্চতৃণমূলম্

কুশঃ কাশঃ শরো দর্ভ ইক্ষুশ্চেতি তৃণোদ্ভবম্। পিত্তকৃচ্ছ্রহরং পঞ্চমূলং বস্তিবিশোধনম। এতৎ সিদ্ধং পয়ঃ পীতং মেঢ্রগং হন্তি শোণিতম্।।

কুশ, কাশ, শর, উলু ও কৃষ্ণেক্ষুমূল, এই তৃণপঞ্চমূলের ক্বাথ পান করিলে পিত্তজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়। তৃণপঞ্চমূল বস্তিশোধক। এই পঞ্চমূলের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিলে লিঙ্গের শোণিতস্রাব নিবারিত হয়।

শতাবরীরসঃ পীতঃ সসিতঃ পিত্তকৃচ্ছ্রনুৎ।

শতমূলীর রস চিনির সহিত পান করিলে পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়।

শতবর্য্যাদিঃ

শতবরীকাসকশশ্বদংষ্ট্রা বিদারিশালীক্ষুকসেরুকাণাম্। ক্বাথং সুশীতং মধরশর্করাভ্যাং যুক্তং পিবেৎ পৈত্তিকমূত্রকৃচ্ছ্রে।।

শতমূলী, কাশ, কুশ, গোক্ষুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শালিধান্যমূল, কৃষ্ণেক্ষুমূল ও কেশুরের মূল, ইহাদের

ক্বাথ শীতল অবস্থায় মধু ও চিনির সহিত পান করিলে পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রে উপকার দর্শে।

এর্ব্বারুবীজং মধুকঞ্চ দার্ব্বীং পৈত্তে পিবেৎ তণ্ডুলধাবনেন। দার্ব্বীং তথৈবামলকীরসেন সমাক্ষিকাং পিত্তকৃতে তু কৃচ্ছ্রে।।

পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রে কাঁকুড়বীজ, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রা, ইহাদের চূর্ণ তণ্ডুলধাবন জলের সহিত অথবা দারুহরিদ্রাচূর্ণ মধু-সংযুক্ত করিয়া আমলকীর রসের সহিত পান করিতে দিবে।

হরীতক্যাদিঃ

হরীতকীগোক্ষুররাজবৃক্ষ পাষাণভিদ্‌ধন্বযবাসকানাম্। ক্বাথং পিবেন্মাক্ষিকসংপ্রযুক্তং কৃচ্ছ্রে সদাহে সরুজে বিবদ্ধে।।

মূত্রকৃচ্ছ্রে দাহ, বেদনা ও মূত্রবিবদ্ধতা থাকিলে হরীতকী, গোক্ষুর, সোন্দাল, পাষাণভেদী ও দুরালভা, ইহাদের ক্বাথ মধুর সহিত প্রয়োগ করিবে।

ক্ষারোষ্ণতীক্ষ্ণৌষধমন্নপানং স্বেদো যবান্নং বমনং নিরুহাঃ। তক্রঞ্চ তিক্তৌষধসিদ্ধতৈল-মভ্যঙ্গপানং কফমূত্রকৃচ্ছ্রে।।

কফজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে ক্ষার, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য ঔষধ এবং অন্ন পানীয়, স্বেদ, যবান্ন, বমন, নিরূহ, তক্র এবং তিক্ত ঔষধের সহিত তৈল সিদ্ধ করিয়া সেই তৈল মর্দ্দন ও পান ব্যবস্থেয়।

মূত্রেণ সুরয়া বাপি কদলীস্বরসেন বা। কফকৃচ্ছ্রবিনাশায় শ্লক্ষ্ণং পিষ্ট্বা ত্রুটীং পিবেৎ।।

কফজ মূত্রকৃচ্ছ্র-বিনাশার্থ ছোট এলাইচ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া গোমূত্র, সুরা বা কদলীমূলের রসের সহিত পান করিবে।

তক্রেণ যুক্তং শিতিমারকস্য বীজং পিবেৎ কৃচ্ছ্রবিনাশহেতোঃ। পিবেত্তথা তণ্ডুলধাবনেন প্রবালচূর্ণং কফমূত্রকৃচ্ছ্রে শ্বদংষ্ট্রাবিশ্বতোয়ং বা কফকৃচ্ছ্রবিনাশনম্।।

শালিঞ্চবীজ তক্রের সহিত অথবা প্রবালচূর্ণ তণ্ডুলজলের সহিত পান করিলে কফজ মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়। কিংবা গোক্ষুর ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ পান করিলেও কফজ মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হইয়া থাকে।

সর্ব্বং ত্রিদোষপ্রভবে তু বায়োঃ স্থানানুপূর্ব্ব্যা প্রসমীক্ষ্য কার্য্যম্। ত্রিভ্যোঽধিকে প্রাগ্‌বমনং কফে স্যাৎ পিত্তে বিরেকঃ পবনে তু বস্তিঃ।।

ত্রিদোষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে যদি বাতাদি তিন দোষেরই প্রকোপ সমান থাকে, তাহা হইলে বাতজাদি নির্দ্দিষ্ট পৃথক-পৃথক চিকিৎসা মিলিত করিয়া করিবে। কিন্তু সমত্রিদোষজ মূত্রকৃচ্ছ্রের উদ্ভব বাতস্থানে হয় বলিয়া অগ্রে বায়ুরই শমতা করিবে। বিষম ত্রিদোষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে যদি কফের আধিক্য থাকে, তাহা হইলে প্রথম বমন, পিত্তের প্রাবল্য থাকিলে বিরেচন ও বায়ুর আধিক্য থাকিলে বস্তিপ্রয়োগ ব্যবস্থেয়।

বৃহতীধাবনীপাঠা-যষ্টিমধুকলিঙ্গকাঃ। পাচনীয়ো বৃহত্যাদিঃ কৃচ্ছ্রদোষত্রয়াপহঃ।।

বৃহতী, কণ্টকারী, আকনাদি, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথ মূত্রকৃচ্ছ্রোৎপাদক বাতাদি তিন দোষেরই শান্তিকারক।

মূত্রকৃচ্ছ্রেঽভিঘাতোত্থে বাতকৃচ্ছ্রক্রিয়া হিতা।।

অভিঘাতজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রের চিকিৎসা করিবে।

স্বেদচূর্ণক্রিয়াভ্যঙ্গবস্তয়ঃ স্যুঃ পুরীষজে।। (চূর্ণক্রিয়েতি ফলবর্ত্তিঃ কিংবা বিরেচনদ্রব্যচূর্ণং দত্ত্বা গুদে নলিকয়া ফুৎকরণম্)।

পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে স্বেদপ্রদান, চূর্ণক্রিয়া (মদনফল-নির্ম্মিত ফলবর্ত্তি গুহ্যদ্বারে দিয়া কিংবা বিরেচন দ্রব্যের চূর্ণ গুহ্যদ্বারে দিয়া নল দ্বারা ফুৎকারপ্রদান), তৈলাভ্যঙ্গ ও বস্তিপ্রয়োগ কর্ত্তব্য।

ক্বাথং গোক্ষুরবীজস্য যবক্ষারযুতং পিবেৎ। মূত্রকৃচ্ছ্রং শকৃজ্জঞ্চ পীতঃ শীঘ্রং বিনাশয়েৎ।

গোক্ষুরবীজের ক্বাথ যবক্ষার সংযুক্ত করিয়া পান করিবে। তাহাতে শীঘ্রই পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়।

ক্রিয়া হিতা ত্বশ্মরীশর্করায়াং যা মূত্রকৃচ্ছ্রে কফমারুতোত্থে।।

কফবাতজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে যে-সকল চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, অশ্মরী ও শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রেও সেই সকল চিকিৎসা হিতকর।

ত্রিকন্টকারগ্বধদর্ভকাশ-দুরালভাপর্ব্বতভেদপথ্যাঃ। নিঘ্নন্তি পীতা মধনাশ্মরীজং সম্প্রাপ্তমৃত্যোরপি মূত্রকৃচ্ছ্রম্।।

গোক্ষুরবীজ, সোঁদাল আটা, কুশ, কাশ, দুরালভা, পাষাণভেদী ও হরীতকী ইহাদের চূর্ণ বা ক্বাথ মধুর সহিত সেবন করিলে অশ্মরীজ মূত্রকৃচ্ছ্রের শান্তি হয়।

পাষাণভেদীক্বাথস্তু কৃচ্ছ্রমশ্মরীজং জয়েৎ।।

পাথরকুচির ক্বাথ অশ্মরীজ মূত্রকৃচ্ছ্রবিনাশক।

লেহ্যং শুক্রবিবন্ধোত্থে শিলাজতু সমাক্ষিকম্।।

শুক্রবিবন্ধজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে মধুর সহিত শিলাজতু লেহন করিবে।

এলাহিঙ্গুযুতং ক্ষীরং সর্পির্মিশ্রং পিবেন্নরঃ। মূত্রদোষবিশুদ্ধ্যর্থং শুক্রদোষহরঞ্চ তৎ।।

মূত্রদোষবিশোধন ও শুক্রদোষনিবারণ-জন্য দুগ্ধে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ এলাইচচূর্ণ ও হিং প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

যন্মূত্রেকৃচ্ছ্রে বিহিতস্তু পৈত্তে তৎ কারয়েচ্ছোণিতমূত্রকৃচ্ছ্রে ।।

পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রে যে-সকল চিকিৎসা কথিত হইয়াছে, রক্তদুষ্টিজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রেও সেই সমস্ত চিকিৎসা করিবে।

ধাত্র্যাদিঃ

ধাত্রী দ্রাক্ষা বিদারী চ যষ্ট্যাহ্বং গোক্ষুরং তথা। এভিঃ কষায়ং বিপচেৎ পিবেচ্ছীতং সশর্করম্। অপি যোগশতাসাধ্যং মূত্রকৃচ্ছ্রং জয়েল্লঘু।।

আমলকী, দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু ও গোক্ষুর মিলিত ২ তোলা, জল ৷৷০ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া। শীতল হইলে চিনি অর্দ্ধ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে। ইহাতে দুঃসাধ্য মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

বৃহদ্ধাত্র্যাদিঃ

ধাত্রী দ্রাক্ষা চ যষ্ট্যাহ্বং বিদারী সত্রিকন্টকা। দর্ভেক্ষুমূলমভয়া ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ। সসিতং মূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নং রুজাদাহহরং পরম্।।

আঁমলকী, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, কুশমূল, কৃষ্ণেক্ষুমূল ও হরীতকী প্রত্যেক ২ মাষা, জল ।।০ সের, শেষ অৰ্দ্ধ পোয়া, প্রক্ষেপ চিনি অৰ্দ্ধ তোলা। এই ক্বাথ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও তজ্জনিত দাহাদি নিবারিত হয়।

নারিকেলোদ্ভবং পুষ্পং তণ্ডুলোদকসংযুতম্। রক্তজং মূত্রকৃচ্ছ্রং হি পীতং হন্তি ন সংশয়ঃ।।

নারিকেলফুল তণ্ডুলজলের সহিত বাটিয়া খাইলে রক্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়।

কষায়োঽতিবলামূল-সাধিতোঽশেষকৃচ্ছ্রজিৎ।। (অতিবলা শ্বেতবলা, চক্রটীকা)।

শ্বেত বেড়েলামূলের ক্বাথ পান করিলে অশেষ প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়।

অয়োরজঃ শ্লক্ষ্ণপিষ্টং মধুনা সহ যোজিতম্। মূত্রকৃচ্ছ্রং নিহন্ত্যাশু ত্রিভির্লেহৈর্ন সংশয়ঃ।। সিতাতুল্যো যবক্ষারঃ সৰ্ব্বকৃচ্ছ্রবিনাশনঃ। নিদিগ্ধিকারসো বাপি সক্ষৌদ্রঃ কৃচ্ছ্রনাশনঃ।। (অয় ইত্যাদি মারিত-পুটিতবজ্রাদিলৌহচূর্ণং রতি ৫, মধুমাত্রেণ লৌহপাত্রে মৰ্দ্দয়িত্বা লেহ্যম্, রক্তিকাক্রমেণ মাষকদ্বয়পর্য্যন্তম্। ত্রিভির্লেহৈরিতি দিনত্রয়েণেত্যর্থঃ। চ, টীঃ)।

লৌহচূর্ণ (৫ রতি হইতে ২ মাষা পর্য্যন্ত মাত্রায়) মধুর সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তিন দিন অবলেহ করিলে নিশ্চয়ই মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়। যবক্ষার ও চিনি সমভাগে সেবন করিলে অথবা কণ্টকারীর স্বরস মধুর সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হইয়া থাকে।

সূর্য্যাবর্ত্তভবং বীজং শ্লক্ষ্ণং দৃশদি পেষিতম্। ব্যুষিতোদকসংপীতং কৃচ্ছ্রং হন্তি সুদারুণম্।।

হুড়হুড়ের বীজ উত্তমরূপে শিলাপিষ্ট করিয়া বাসি জলের সহিত খাইলে সুদারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

মধুনা চ যবক্ষারং মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীহরম্।।

মধুর সহিত যবক্ষার সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী বিনষ্ট হয়।

কুষ্মাণ্ডকরসং পীত্বা সযবক্ষারশর্করম্। মূত্রকৃচ্ছ্রাদ্ বিমুচ্যেত শীঘ্রঞ্চ লভতে সুখম্।।

কুষ্মাণ্ডের রসে কিঞ্চিৎ যবক্ষার ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শীঘ্র মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

গুড়েনামলকং বৃষ্যং শ্রমঘ্নং তর্পণং পরম্। পিত্তাসৃগ্‌দাহশূলঘ্নং মূত্রকৃচ্ছ্রনিবারণম্।।

আমলকী ও গুড় সমভাগে সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, দাহ ও শূল নিবারিত হয়। ইহা বৃষ্য, শ্রমঘ্ন ও শ্রেষ্ঠ তর্পণ।

হরিদ্রা মধুকং মূৰ্ব্বা মুস্তকং দেবদারু চ। পিবেদক্ষসমং কল্কং পয়সা মূত্রপীড়িতঃ।।

মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে হরিদ্রা, যষ্টিমধু, মূৰ্ব্বা, মুতা ও দেবদারু ইহাদের কল্ক ১ তোলা বা ২ তোলা পরিমাণে দুগ্ধের সহিত পান করিবে।

পিষ্ট্বা গোপয়সা শ্লক্ষ্ণং কুটজস্য ত্বচং পিবেৎ। তেনোপশাম্যতি ক্ষিপ্রং মূত্রকৃচ্ছ্রং সুদারুণম্।।

কুড়চির ছাল গোদুগ্ধে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া পান করিলে শীঘ্রই সুদারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র উপশমিত হয়।

শ্বদংষ্ট্রাদিলেপঃ

পিষ্ট্বা শ্বদংষ্ট্রাফলমূলিকাভিরেৰ্ব্বারুবীজানি সকাঞ্জিকানি। আলিপ্যমানানি সমানি বস্তৌ মূত্রস্য সংশুদ্ধি-করাণি সদ্যঃ।।

গোক্ষুরের ফল ও মূল এবং কাঁকুড়বীজ সমভাগে লইয়া কাঁজিতে পেষণ করত বস্তিদেশে প্রলেপ দিবে, তাহাতে সদ্যই মূত্র বিশোধিত হইবে।

ভৈষজ্যৈরশ্মরীপ্রোক্তৈর্মূত্রকৃচ্ছ্রমুপাচরেৎ। যোগবাহিরসৈর্বাপি চানুপানবিশেষতঃ।।

অশ্মরীরোগাধিকারোক্ত ঔষধ ও অনুপানবিশেষে যোগবাহী রসসমূহের প্রয়োগ দ্বারা মূত্রকৃচ্ছ্রের চিকিৎসা করিবে।

বৃহদ্গোক্ষুরাদ্যবলেহঃ

গোকণ্টকং পলশতং দশমূলং তথৈব চ। পাষাণভেদোঽষ্টপলং গুড়ূচীপলপঞ্চকম্।। এরণ্ডোঽভীরুরষ্টৌ মূলং দশপলং পৃথক্। পদ্মমূলঞ্চাশ্বগন্ধা প্রত্যেকং পলবিংশতিঃ।। সর্ব্বমেকত্র সংকুট্য জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। পাদশেষস্তু সংগৃহ্যং বস্ত্রপূতং সমাক্ষিপেৎ।। গব্যাজ্যং প্রস্থমেকন্তু শিলাজঞ্চ তথা স্মৃতম্। ঘনীভূতে তু সঞ্জাতে দ্রব্যাণীমানে দাপয়েৎ।। তালমূলী শতাহ্বা চ ত্রিকটু ত্রিফলা তথা। সূক্ষ্মৈলা ভূতকেশী চ হ্রীবেরং নাগকেশরম্।। পদ্মকং জাতিপত্রত্বগ্ মধুযষ্টী সরোচনা। জাতিফলমুশীরঞ্চ ত্রিবৃতা রক্তচন্দনম্।। ধান্যকং কটুকং ক্ষারৌ নাগবল্লী চ শৃঙ্গিকা। পুষ্করাহ্বং শঠী দারু সীসং লৌহঞ্চ বঙ্গকম্।। দ্রব্যাণীমানি সংগৃহ্য প্রত্যেকং পলমাত্রকম্। খাদেদ্ বলাগ্নিং সংপ্রেক্ষ্য পথ্যং সেবেত মানবঃ।। স্নিগ্ধভাণ্ডে নিধায়াথ নিত্যং লিহ্যাৎ পলোন্মিতম্। অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতো বিবদ্ধতা।। প্রমেহা বিংশতিশ্চৈব শুক্রদোষস্তথৈব চ। ধাতক্ষয়শ্চোষশ্চবাতো বাতকগুলিকাদয়ঃ।। তে সর্ব্বে প্রশমং যান্তি ভাস্করেণ তমো যথা। নাতঃ পরতরং কিঞ্চিৎ কৃষ্ণাত্রেয়েণ পূজিতঃ।।

গোক্ষুর ১০০ পল, দশমূল ১০০ পল, পাষাণভেদী ৮ পল, গুলঞ্চ ৫ পল, এরণ্ডমূল ৮ পল, শতমূলী ১০ পল, পদ্মমূল ২০ পল, অশ্বগন্ধা ২০ পল, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত ও ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে উহা বস্ত্রে ছাঁকিয়া তাহাতে গব্যঘৃত ৪ সের ও শিলাজতু ২ সের মিলিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে উহাতে তালমূলী, শুলফা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ছোট এলাইচ, ভূতকেশী, বালা, নাগকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, জৈত্রী, দারুচিনি, যষ্টিমধু, গোরোচনা, জায়ফল, বেণার মূল, তেউড়ী, রক্তচন্দন, ধনে, কটকী, যবক্ষার, সোহাগা, পান, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পুষ্করমূল, শঠী, দেবদারু, সীসা, লৌহ ও বঙ্গ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক এক পল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া নামাইয়া একটি ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। প্রতিদিন ১ পল পরিমাণে বা অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতাদি পীড়াসকল এবং শুক্রদোষ প্রশমিত হয়।

রসপ্রয়োগঃ

মূত্রকৃচ্ছ্রহরঃ

বিদারী গোক্ষুরং যষ্টী কেশরঞ্চ সমং পচেৎ। তৎ কষায়ং পিবেৎ ক্ষৌদ্রে রসভস্মযুতং পুনঃ। মূত্রকৃচ্ছ্রং হরেৎ সর্ব্বং সপ্তাহাৎ পিত্তসম্ভবম্।

ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, যষ্টিমধু, নাগেশ্বর, প্রত্যেক ৪ মাষা, পাকের জল ।।০ সের, শেষ অর্দ্ধপোয়া। প্রক্ষেপ্য মধু ৪ মাষা। এই ক্বাথের সহিত রসসিন্দুর সেবন করিলে সপ্তাহ-মধ্যে পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়।

মূত্রকৃচ্ছ্রান্তকো রসঃ

রসগন্ধযবক্ষারং সিতাতক্রযুতং পিবেৎ। মূত্রকৃচ্ছ্রাণ্যশেষাণি নিহন্তি নিয়তং নৃণাম্।।

পারদ, গন্ধক ও যবক্ষার একত্রিত করিয়া চিনি ও তক্রের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হইয়া থাকে।

মূত্রকৃচ্ছ্রান্তকঃ

সূতং স্বর্ণঞ্চ বৈক্রান্তং গন্ধতুল্যং বিমর্দ্দয়েৎ। চাণ্ডালীরাক্ষসীদ্রাবৈর্দ্বিযামান্তে তু গোলকম্। শুষ্কং বদ্ধা পুটেচ্চাহঃ করীষাগ্নৌ মহাপুটে। মাষমাত্রং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈর্মূত্রকৃচ্ছ্রপ্রশান্তয়ে।।

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, বৈক্রান্ত প্রত্যেক সমভাগ, চাণ্ডালী ও চোরখড়িকার রসে ২ প্রহর মর্দ্দন করিয়া গোলাকার করিবে। পরে উহা শুষ্ক করিয়া ঘুঁটের অগ্নিতে ১ দিন মহাপুটে পাক করিবে। মাষকলায় পরিমাণে মধুর সহিত সেব্য। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্রবিনাশক।

ত্রিনেত্রাখ্যো রসঃ

বঙ্গং সূতং গন্ধকং ভাবয়িত্বা লৌহে পাত্রে মর্দ্দয়েদেকঘস্রম্।। দূর্ব্বাযষ্টীগোক্ষুরৈঃ শাল্মলীভির্মূষামধ্যে ভূধরে পাচয়িত্বা।। তত্তদ্দ্রাবৈর্ভাবয়িত্বাস্য বল্লং দদ্যাচ্ছীতং পায়সং বক্ষ্যমাণম্। দূর্ব্বাযষ্টীশাল্মলীতোয়দুগ্ধৈ স্তুল্যৈঃ কুর্য্যাৎ পায়সং তদ্দদীত।। প্রাতঃকালে শীতপানীয়পানান্মূত্রে জাতে স্যাৎ সুখী চ ক্রমেণ।।

বঙ্গ, প্যারদ, গন্ধক এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া দূর্ব্বা, যষ্টিমধু, গোক্ষুর ও শিমুলের রসে একদিন লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিবে। পরে মূষাবদ্ধ করিয়া ভূধরযন্ত্রে পাক করত শীতল হইলে তুলিয়া পূর্ব্বোক্ত দূর্ব্বা, যষ্টিমধু, গোক্ষুর ও শিমুলের ক্বাথে ভাবনা দিবে। তিন কুঁচ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিয়া সেবনার্থ প্রয়োগ করিবে। অনন্তর দূর্ব্বা, যষ্টিমধু ও শিমুলের ক্বাথে এবং ক্বাথতুল্য দুগ্ধে পায়স প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে এবং প্রাতঃকালে শীতল জল পান করিতে দিবে। ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হয়।

তারকেশ্বরঃ

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং লৌহং বঙ্গং মৃতাভ্রকম্। দুরালভাং যবক্ষারং বীজং গোক্ষুরজং শিবাম্।। সমাংশং ভাবয়েৎ সর্ব্বং কুষ্মাণ্ডফলবারিণা। পঞ্চতৃণভবক্বাথে রসে গোক্ষুরজে তথা।। সংপিষ্য বটিকা কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ। মধুনামর্দ্দ্য বিলিহেন্মূত্রকৃচ্ছ্র বিনাশনঃ।। উডুম্বরফলং পক্বং চূর্ণিতং কর্ষমাত্রকম্। লেহয়েন্মধুনা সার্দ্ধমনুপানং সুখাবহম্।। অজাক্ষীরং ভবেৎ পথ্যং শর্করেক্ষুরসো হিতঃ।।

পারা, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, দুরালভা, যবক্ষার, গোক্ষুরবীজ ও হরীতকী এই সমুদায় সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দন করিয়া কুমড়ার জলে, কুশাদি তৃণপঞ্চমূলের ক্বাথে ও গোক্ষুররসে ভাবনা দিবে এবং উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া সেবনীয়। ঔষধসেবনান্তে ২ তোলা পক্ব যজ্ঞডুমুর ফলচূর্ণ মধু-সংযুক্ত করিয়া অবলেহ করিবে। পথ্য ছাগদুগ্ধ, চিনি ও ইক্ষুরস। ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

বরুণাদ্যং লৌহম্

দ্বিপলং বরুণং ধাত্র্যাস্তদর্দ্ধং ধাত্রীপুষ্পকম্। হরীতক্যাঃ পলার্দ্ধঞ্চ পৃশ্নিপর্ণং তদর্দ্ধকম্ ।। কর্ষমানঞ্চলৌহাভ্রং চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় শাণমানং বিধানবিৎ।। মূত্রাঘাতং তথা ঘোরং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ দারুণম্। অশ্মরীং বিনিহন্ত্যাশু প্রমেহং বিষমজ্বরম্।। বলপুষ্টিকরঞ্চৈব বৃষ্যমায়ুষ্যমেব চ। বরুণাদ্যমিদং লৌহং চরকেণ বিনির্ম্মিতম্।।

বরুণছাল ১৬ তোলা, আমলকী ১৬ তোলা, ধাইফুল ৮ তোলা, হরীতকী ৪ তোলা, চাকুলে

২ তোলা, লৌহ ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া প্রাতঃকালে ৪ মাষা পরিমাণে সেবন করিবে। ইহাতে মূত্রাঘাত, ঘোর মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, প্রমেহ ও বিষমজ্বর আশু বিনষ্ট হয়। এই বরুণাদ্য লৌহ বলকারক, পুষ্টিকর, বৃষ্য ও আয়ুবর্দ্ধক।

মূত্রকৃচ্ছ্রান্তক রসঃ

শতাবরীরসৈঃ পিষ্টা মৃতসূতঞ্চ তালকম্। শিখিতুত্থঞ্চ তুল্যাংশং দিনৈকং মর্দ্দয়েদ্ দৃঢ়ম্।। তদ্ গোলং সার্ষপে তৈলে পাচ্যং যামঞ্চ চূর্ণয়েৎ। মূত্রকৃচ্ছ্রান্তকশ্চাস্য ক্ষৌদ্রৈর্গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্।। ভক্ষণান্নাত্র সন্দেহো মূত্রকৃচ্ছ্রং নিহন্ত্যলম্। তুলসী তিলপিণ্যাকং বিল্বমূলং তুষাম্বুণা। কর্ষৈকং বানুপানেন সুরয়া বা সুবর্চ্চলৈঃ।।

রসসিন্দুর, হরিতাল ও তুঁতে ইহাদিগকে শতাবরী রসে একদিন দৃঢ়রূপে মর্দ্দন করিয়া সর্ষপ তৈলে এক প্রহর কাল পাক করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া ৪ রতি পরিমিত বটি প্রস্তুত করত মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে নিশ্চয়ই মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়। ঔষধসেবনান্তে তুলসী, তিলকল্ক, বেলমূলের ছাল মিলিত ২ তোলা, ইহাদের ক্বাথ, কাঁজি, সুরা বা হুড়হুড়ের রস-সহ অনুপানার্থ প্রয়োগ করিবে।

শতাবরীকাশকুশশ্বদংষ্ট্রাবিদারিকেক্ষ্বামলকেষু সিদ্ধম্। সর্পিঃ পয়ো বা সিতয়া বিমিশ্রং কৃচ্ছ্রেষু পিত্তপ্রভবেষু যোজ্যম্।।

শতমূলী, কাশ, কুশ গোক্ষুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষুমূল ও আমলকী ইহাদের সহিত ঘৃত বা দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

সুকুমারকুমারক ঘৃতম্

পুনর্নবামূলতুলা দশমূলং শতাবরী। বলা তুরগগন্ধা চ তৃণমূলং ত্রিকণ্টকম্।। বিদারীগন্ধা নাগাহ্বা গুডূচ্যতিবলা তথা। পৃথগ্ দশপলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ ।। তেন পাদাবশেষেণ ঘৃতস্যার্দ্ধাঢ়কং পচেৎ। মধুকং শৃঙ্গবেরঞ্চ দ্রাক্ষাসৈন্ধবপিপ্পলীঃ।। দ্বিপলিকাঃ পৃথগ্ দদ্যাদ্ যমান্যাঃ কুড়বং তথা। ত্রিংশদ্ গুড়পলান্যত্র তৈলস্যৈরণ্ডজস্য চ।। প্রস্থং দত্ত্বা সমালোড্য সম্যঙ্ মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। এতদীশ্বরপুত্রাণাং প্রাগ্ ভোজনমনিন্দিতম্।। রাজ্ঞাং রাজসমানাঞ্চ বহুস্ত্রীপতয়শ্চ যে। মূত্রকৃচ্ছ্রে কটীস্তম্ভে তথা গাঢ়-পুরীষিণাম্।। মেঢ্রবঙ্ক্ষণশূলে চ যোনিশূলে প্রশস্যতে। যথোক্তানাঞ্চ গুল্মানাং বাতশোণিকাশ্চ যে।। বল্যং রসায়নং শীতঞ্চ সুকুমারকুমারকম্। পুনর্নবাশতে দ্রোণো দেয়োহন্যেষু তথাপরঃ।।

পুনর্নবামূল ১০০ পল এবং দশমূল, শতমূলী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, তৃণপঞ্চমূল, গোক্ষুর, শালপাণি, গোরক্ষচাকুলে, গুলঞ্চ ও শ্বেত বেড়েলা প্রত্যেক ১০ পল অর্থাৎ সমুদায়ে ১০০ পল, এই ২০০ পল দ্রব্য ২ দ্রোণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই ক্বাথ ৩২ সের, ঘৃত ৮ সের, গুড় ৩০ পল (৩ সের ৩ পোয়া), এরণ্ডতৈল ৪ সের। কল্কার্থ যষ্টিমধু, আদা, দ্রাক্ষা, সৈন্ধব লবণ ও পিপ্পলী প্রত্যেক ২ পল, যমানী অর্দ্ধ সের। যথাবিধানে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ইহা আহারের প্রথমে সেব্য। এই ঘৃত মূত্রকৃচ্ছ্র, কটীস্তম্ভ, মলের গাঢ়তা, মেঢ্র-যোনি-বঙ্ক্ষণ-শূল,গুল্ম ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোগে প্রশস্ত। ইহা বলকারক, রসায়ন ও শীতল।

ত্রিকণ্টকাদ্যং ঘৃতম্

ত্রিকণ্টকৈরণ্ডকুশাদ্যভীরু-কর্কারুকেক্ষুস্বরসেন সিদ্ধম্। সর্পির্গুড়ার্দ্ধাংশযুতং প্রপেয়ং কৃচ্ছ্রাশ্মরীমূত্র-বিঘাতহেতোঃ।।

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ গোক্ষুর ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; এরণ্ডমূল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; তৃণপঞ্চমূল মিলিত ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; শতমূলীর রস ৪ সের; কুষ্মাণ্ডরস ৪ সের; ইক্ষুরস ৪ সের। পাক সিদ্ধ হইলে উষ্ণ অবস্থায় ছাঁকিয়া লইয়া ২ সের গুড় মিশ্রিত ও আলোড়িত করিয়া লইবে। অনুপান উষ্ণ দুগ্ধ। এই ঘৃত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও মূত্রাঘাত রোগ উপশমিত হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

মূত্রকৃচ্ছ্রে পথ্যানি

পুরাতনা লোহিতশালয়শ্চ ক্ষারো যবান্নানি চ তীক্ষ্ণমুষ্ণম্। তক্রং পয়ো দধ্যপি গোপ্রসূতং ধন্বামিষং মুদ্গরসাঃ সিতা চ।। পুরাণকুষ্মাণ্ডফলং পটোলং মহার্দ্রকং গোক্ষুরকং কুমারী। গুবাকখর্জ্জূরকনারিকেল-তালদ্রুমাণাঞ্চ শিরাংসি পথ্যা।। তালাস্থিমজ্জা ত্রপুষং ত্রুটিশ্চ শীতানি পানান্যশনানি চাপি। প্রণীরনীরং হিমবালুকা চ মিত্রং নৃণাং স্যাৎ সতি মূত্রকৃচ্ছ্রে।।

পুরাতন রক্তশালি, যবক্ষার, যবান্ন, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য, তক্র, গব্যদুগ্ধ ও দধি, মরুদেশজ মৃগপক্ষী প্রভৃতির মাংসরস, মুগের যূষ, চিনি, পুরানো কুমড়া, পটোল, মহাদা, গোক্ষুর, ঘৃতকুমারী এবং সুপারি, খর্জ্জূর, নারিকেল ও তালগাছের মাতি, হরীতকী, তালআঁটির শাঁস, শসা, ছোট এলাইচ, শীতল অন্নপানীয়, শীতল জল ও কর্পূর, এই সকল মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে হিতকর।

মূত্রকৃচ্ছ্রেহপথ্যানি

মদ্যং শ্রমং নিধুবনং গজবাজিযানং সর্ব্বং বিরুদ্ধমশনং বিষমাশনঞ্চ। তাম্বুলমৎস্যলবণার্দ্রকতৈলভৃষ্টং পিণ্যাকহিঙ্গুতিলসর্ষপবেগরোধান্।। মাষান্ করীরমতিতীক্ষ্ণবিদাহিরুক্ষমম্লঞ্চ মুঞ্চত জনঃ সতি মূত্রকৃচ্ছ্রে।।

মদ্যপান, পরিশ্রম, মৈথুন, হস্তী ও অশ্বে আরোহণ; সকলপ্রকার বিরুদ্ধভোজন, বিষমাশন, তাম্বুল ভক্ষণ, মৎস্য, লবণ ,আর্দ্রক, তৈলভৃষ্ট দ্রব্য, তিলাদির কল্ক, হিঙ্গ, তিল, সর্ষপ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, মাষকলায়, বংশাঙ্কুর, অতিশয় তীক্ষ্ণ বিদাহী রুক্ষ ও অম্লরস-সংযুক্ত দ্রব্য এই সকল মূত্রকৃচ্ছ্র রোগীর পরিত্যাজ্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকারঃ।

মূত্রাঘাত নিদানম্

জায়ন্তে কুপিতৈর্দোষৈর্মূত্রাঘাতাস্ত্রয়োদশ। প্রায়ো মূত্রবিঘাতাদ্যৈর্বাতকুণ্ডলিকাদয়ঃ।। রৌক্ষ্যাদ্বেগবিঘাতাদ্বা বায়ুর্বস্তৌ সবেদনঃ। মূত্রমাবিশ্য চরতি বিগুণঃ কুণ্ডলীকৃতঃ।। মূত্রমল্পাল্পমথবা সরুজং সংপ্রবর্ত্ততে। বাতকুণ্ডলিকাং তান্তু ব্যাধিং বিদ্যাৎ সুদারুণম্।। আধ্মাপয়ন্ বস্তিগুদং রুদ্ধা বায়ুশ্চলোন্নতাম্। কুর্য্যাৎ তীব্রার্ত্তিমষ্ঠীলাং মূত্রবিণ্মার্গরোধিনীম্।। বেগং বিধারয়েদ্ যস্তু মূত্রস্যাকুশলো নরঃ। নিরুণদ্ধি মুখং তস্য বস্তের্বস্তিগতোঽনিলঃ।। মূত্রসঙ্গো ভবেৎ তেন বস্তিকুক্ষিনিপীড়িতঃ। বাতবস্তিঃ স বিজ্ঞেয়ো ব্যাধিঃ কৃচ্ছ্রপ্রসাধনঃ।। চিরং ধারয়তো মূত্রং ত্বরয়া ন প্রবর্ত্ততে। মেহমানস্য মন্দং বা মূত্রাতীতঃ স উচ্যতে।। মূত্রস্য বেগেঽভিহতে তদুদাবর্ত্তহেতুকঃ। অপানঃ কুপিতো বায়ুরুদরং পূরয়েদ্ ভৃশম্।। নাভেরধস্তাদাধ্মানং জনয়েৎ তীব্রবেদনম্। তন্মূত্রজঠরং বিদ্যাদধোবস্তিনিরোধনম্।। বস্তৌ বাপ্যথবা নালে মণৌ বা যস্য দেহিনঃ। মূত্রং প্রবৃত্তং সজ্জেত সরক্তং বা প্রবাহতঃ।। স্রবেচ্ছনৈরল্পমল্পং সরুজং বাথ নীরুজম্। বিগুণানিলজো ব্যাধিঃ স মূত্রোৎসঙ্গ সংজ্ঞিতঃ।। রুক্ষস্য ক্লান্তদেহস্য বস্তিস্থৌ পিত্তমারুতৌ। মূত্রক্ষয়ং সরুগ্দাহং জনয়েতাং তদাহ্বয়ম্।। অন্তর্বস্তিমুখে বৃত্তঃ স্থিরোঽল্পঃ সহসা ভবেৎ। অশ্মরীতুল্যরুগ্-গ্রন্থির্মূত্রগ্রন্থিঃ স উচ্যতে।। মূত্রিতস্য স্ত্রিয়ং যাতো বায়ুনা শুক্রমুদ্ধতম্। স্থানাচ্চ্যুতং মূত্রয়তঃ প্রাক্ পশ্চাদ্বা প্রবর্ত্ততে।। ভস্মোদকপ্রতীকাশং মূত্রশুক্রং তদুচ্যতে। ব্যায়ামাধ্বাতপৈঃ পিত্তং বস্তিং প্রাপ্যানিলান্বিতম্।। বস্তিং মেঢ্রং গুদঞ্চৈব প্রদহেৎ স্রাবয়েদধঃ। মূত্রং হারিদ্রমথবা সরক্তং রক্তমেব বা।। কৃচ্ছ্রাৎ পুনঃপুন-র্জন্তোরুষ্ণবাতং ব্রুবন্তি তম্। পিত্তং কফো দ্বাবপি বা সংহন্যেতেঽনিলেন চেৎ।। কৃচ্ছ্রান্মূত্রং তদা পীতং শ্বেতং রক্তং ঘনং সৃজেৎ। সদাহং রোচনাশঙ্খচূর্ণবর্ণং ভবেৎ তু তৎ।। শুষ্কং সমস্তবর্ণং বা মূত্রসাদং বদন্তি তম্। রুক্ষদুর্ব্বলয়োর্বাতেনোদাবর্ত্তং শকৃদ্ যদা।। মূত্রস্রোতোঽনুপদ্যেত বিট্‌সংসৃষ্টং তদা নরঃ। বিড়্গন্ধং মূত্রয়েৎ কৃচ্ছ্রাদ্বিড়্বি ঘাতং বিনির্দ্দিশেৎ।। দ্রুতাধ্বলঙ্ঘনায়াসৈরভিঘাতাৎ প্রপীড়নাৎ।

স্বস্থানাদ্বস্তিরুদ্‌বৃত্তঃ স্থূলস্তিষ্ঠতি গর্ভবৎ।। শূলস্পন্দনদাহার্ত্তো বিন্দং বিন্দং স্রবত্যপি। পীড়িতস্তু সৃজেদ্ধারাং সংস্তম্ভোদ্বেষ্টনার্ত্তিমান্।। বস্তিকুণ্ডলমাহুস্তং ঘোরং শস্ত্রবিষোপমম্। পবনপ্রবলং প্রায়ো দুর্নিবারমবুদ্ধিভিঃ।। তস্মিন্ পিত্তান্বিতে দাহঃ শূলং মূত্রবিবর্ণতা। শ্লেষ্মণা গৌরবং শোথঃ স্নিগ্ধং মূত্রং ঘনং সিতম্।।

মূত্রাদির বেগধারণ ও রুক্ষভোজনাদি দ্বারা বাতাদি দোষসকল কুপিত হইয়া বাতকুণ্ডলিকা প্রভৃতি ত্রয়োদশ প্রকার মূত্রাঘাত রোগ উৎপাদন করে। মূত্রকৃচ্ছ্রে ও মূত্রাঘাতে প্রভেদ এই, মূত্রকৃচ্ছ্রে মূত্রনির্গমকালে যাতনা অত্যন্ত অধিক, বিবদ্ধতা কম; কিন্তু মূত্রাঘাতে বিবন্ধ অধিক, মূত্রণকালে যন্ত্রণা কম।

বাতকুণ্ডলিকা। দেহের রুক্ষতা বা মূত্রাদির বেগধারণহেতু বায়ু কুপিত হইয়া বস্তিদেশে মূত্রকে আবরণ করিয়া বেদনার সহিত আবর্ত্তের ন্যায় কুণ্ডলাকারে সঞ্চরণ করে, তাহাতে মূত্র অল্প-অল্প অথবা যাতনার সহিত নির্গত হয়, ইহাকেই বাতকুণ্ডলিকা কহে। এই ব্যাধি অতি কষ্টদায়ক।

মূত্রাষ্ঠীলা। কুপিত বায়ু মূত্রাশয় ও গুদনাড়ীকে স্ফীত, আধ্মাপিত ও রুদ্ধ করিয়া তীব্র বেদনাযুক্ত মলমূত্রমার্গরোধক, চলনশীল ও উন্নতাকার অষ্ঠীলাতুল্য গ্রন্থি উৎপাদন করে। ইহাই মূত্রাষ্ঠীলা।

বাতবস্তি। যে-ব্যক্তি মূর্খতাবশত মূত্রের বেগ ধারণ করে, তাহার বস্তিগত বায়ু কুপিত হইয়া বস্তিমুখ রোধ করে, তাহাতে মূত্ররোধ হয় এবং ঐ কুপিত বায়ু পিণ্ডিত হইয়া বস্তি ও কুক্ষিদেশে অবস্থিতি করে। ইহাকেই বাতবস্তি কহে। বাতবস্তি অতি কষ্টসাধ্য।

মূত্রাতীত। দীর্ঘকাল মূত্রের বেগধারণ করিলে প্রস্রাব সত্বর হয় না অথবা মন্দ-মন্দ নির্গত হইয়া থাকে। ইহাকেই মূত্রাতীত কহে।

মূত্রজঠর। মূত্রের বেগ অভিহত হইলে উদাবর্ত্ত রোগ উপস্থিত হয় এবং সেই উদাবর্ত্ত-হেতু অপান বায়ু দুষ্ট হইয়া উদরকে অতিশয় পরিপূরণ করিয়া নাভির অধোভাগে তীব্র যন্ত্রণাদায়ক আধ্মান উপস্থিত করে। ইহাকেই মূত্রজঠর রোগ কহে। এই রোগে বস্তির অধোভাগ বিবদ্ধ হইয়া থাকে।

মূত্রোৎসঙ্গ। এই রোগে বস্তিদেশে, লিঙ্গনালে অথবা লিঙ্গগ্রন্থিতে মূত্র সংযুক্ত হইয়া থাকে, নির্গত হইতে পারে না, অতিশয় কুন্থন করিলে বস্তি প্রভৃতিব গাত্রভেদ হওয়ায় সরক্ত মূত্র বেদনার সহিত অথবা বেদনা ব্যতিরেকে শনৈঃ শনৈঃ বিন্দু-বিন্দু নির্গত হইতে থাকে। বিগুণ বায়ু দ্বারা এই ব্যাধির উৎপত্তি হয়। ইহার নাম মূত্রোৎসঙ্গ।

মূত্রক্ষয়। রুক্ষ ও ক্লান্তদেহ ব্যক্তির বস্তিস্থিত পিত্ত এবং মারুত কুপিত হইয়া মূত্রক্ষয় করে, ইহারই নাম মূত্রক্ষয়। মূত্রক্ষয় রোগে অত্যন্ত বেদনা ও দাহ উপস্থিত হয়।

মূত্রগ্রন্থি। বস্তিমুখের অভ্যন্তরভাগে সহসা উৎপন্ন এবং অশ্মরীতুল্য বেদনাবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ও গোলাকার স্থির গ্রন্থিকে মূত্রগ্রন্থি কহে। অশ্মরী ও মূত্রগ্রন্থিতে প্রভেদ এই যে অশ্মরী ক্রমে-ক্রমে সঞ্চিত হয়, মূত্রগ্রন্থি সহসা জন্মিয়া থাকে। অপর ভেদ এই যে অশ্মরী রোগে পিত্তাদি কুপিত হয়, মূত্রগ্রন্থিতে কেবলমাত্র রক্ত কুপিত হইয়া থাকে এবং অশ্মরীর পূর্ব্বরূপও প্রকাশ পায় না।

মূত্রশুক্র। মূত্রবেগাক্রান্ত ব্যক্তি স্ত্রীসঙ্গম করিলে শুক্র স্বস্থানচ্যুত হইয়া বায়ু কর্ত্তৃক ঊর্ধ্বনীত হয় এবং মূত্রণকালে প্রস্রাবের অগ্রে বা পশ্চাতে ভস্মমিশ্রিত জলের ন্যায় নির্গত হইয়া থাকে। ইহারই নাম মূত্রশুক্র।

উষ্ণবাত। ব্যায়াম, অধিক পথ-পর্য্যটন এবং আতপসেবন এই সকল কারণে পিত্ত প্রকুপিত ও

বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া বস্তিকে আশ্রয় করিয়া বস্তি লিঙ্গ ও পায়ুদেশে দাহ উপস্থিত করে। এবং পীত বা ঈষল্লোহিত অথবা সম্পূর্ণ লোহিতবর্ণ মূত্র অতি কষ্টের সহিত পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। ইহাকেই উষ্ণবাত কহে।

মূত্রসাদ। যদি পিত্ত বা কফ অথবা পিত্ত ও কফ উভয়ই বায়ু দ্বারা ঘনীভূত হয়, তাহা হইলে শ্বেত পীত বা লোহিতবর্ণ কিংবা গোরোচনা বা শঙ্খচূর্ণবিশিষ্ট অথবা উল্লিখিত সমস্ত বর্ণযুক্ত অল্পপরিমিত ঘন মূত্র প্রবর্ত্তন করে। মূত্রণকালে কষ্ট ও দাহ হইয়া থাকে। ইহারই নাম মূত্রসাদ।

বিড়্‌বিঘাত। দেহ অতিশয় রুক্ষ ও দুর্ব্বল হইলে পুরীষ বায়ু দ্বারা ঊর্ধ্বগত হইয়া মূত্রস্রোতে উপনীত হয়, তজ্জন্য মলগন্ধযুক্ত অথবা মলমিশ্রিত মূত্র অতি কষ্টে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে । এইরূপ পীড়ার নাম বিড়্ বিঘাত।

বস্তিকুণ্ডল। দ্রুত পথ-পর্য্যটন, উল্লম্ফন, পরিশ্রম, আঘাতপ্রাপ্তি এবং প্রপীড়ন (টেপাটেপি) এই সকল কারণে বস্তি অর্থাৎ মূত্রাশয় স্বস্থান হইতে উত্থিত হইয়া গর্ভবৎ স্থূলাকারে পার্শ্বদেশে অবস্থিতি করে। তাহাতে রোগী শূল কম্প ও দাহে আর্ত্ত হইয়া বিন্দু-বিন্দু প্রস্রাব ত্যাগ করে। কিন্তু বস্তি চাপিলে উহা হইতে মূত্রধারা নির্গত এবং উহাতে স্তব্ধতা ও মোচড়নবৎ বেদনা উপস্থিত হয়। এই পীড়ার নাম বস্তিকুণ্ডল। ইহা বাতোল্বণ হইলে শস্ত্র ও বিষসদৃশ ভযাবহ এবং প্রায়ই দুর্নিবার হইয়া থাকে। পিত্তান্বিত হইলে দাহ শূল ও মূত্রবিবর্ণতা হয়। কফান্বিত হইলে দেহের গুরুতা, শোথ এবং মূত্র স্নিগ্ধ ঘন ও শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে।

মূত্রাঘাত চিকিৎসা

মূত্রাঘাতান্ যথাদোষং মূত্রকৃচ্ছ্রহরৈর্জয়েৎ। বস্তিমুত্তরবস্তিঞ্চ দদ্যাৎ স্নিগ্ধং বিরেচনম্।।

মূত্রাঘাতে অর্থাৎ মূত্রবিবদ্ধতা রোগে মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক ঔষধ, বস্তি ও উত্তরবস্তি এবং স্নিগ্ধ বিরেচন প্রযোজ্য।

মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীরোগে ভেষজং যৎ প্রকল্পিতম্। মূত্রাঘাতেষু সর্ব্বেষু তৎ কুর্য্যাদ্দেশকালবিৎ।।

মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীরোগে যে-সকল ঔষধ কল্পিত হইয়াছে, দেশকালবিদ্ বৈদ্য সকলপ্রকার মূত্রাঘাতেই সেই সকল ঔষধ বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবেন।

কল্কমেৰ্ব্বারুবীজানামক্ষমাত্রং সসৈন্ধবম্। ধান্যাম্লযুক্তং পীত্বৈব মূত্রাঘাতাদ্ বিমুচ্যতে।।

কাঁকুড়বীজ ২ তোলা, সৈন্ধব লবণ।০ আনা, কাঞ্জিতে বাটিয়া সেবন করিলে মূত্রাঘাত নিবারিত হয়।

নলকুশকাশেক্ষুশিফাং ক্বথিতাং প্রতিঃ সুশীতলাং সসিতাম্। পিবতঃ প্রয়াতি নিয়তং মূত্রগ্রহ ইত্যুবাচ কচঃ।। (কচঃ বৃহস্পতেঃ পুত্রঃ)।

নল, কুশ, কাশ ও ইক্ষু, ইহাদের মূলের ক্বাথ শীতল করিয়া চিনির সহিত প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেবন করিলে মূত্ররোধ নষ্ট হয়।

যবক্ষারগুড়োন্মিশ্রং পিবেৎ পুষ্পফলোদ্ভবম্। রসং মূত্রবিবন্ধঘ্নং শর্করাশ্মরিনাশনম্।।

কুমড়ার রস, কিঞ্চিৎ যবক্ষার ও পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মূত্রাঘাত, শর্করা ও অশ্মরীরোগ নষ্ট হয়।

- সুরাং সৌবর্চ্চলবতীং মূত্রাঘাতী পিবেন্নরঃ। দাড়িমাম্বুযতং মুখ্যমেলাবীজং সনাগরম্। পীত্বা সুরাং সলবণাং মূত্রাঘাতাদ্বিমুচ্যতে।।

মূত্রাঘাতরোগী সৌবর্চ্চল লবণের সহিত সুরা অথবা এলাইচ ও শুঁঠচূর্ণের সহিত দাড়িমরস; কিংবা সৈন্ধবলবণের সহিত সুরা পান করিলে, মূত্রাঘাত রোগ হইতে বিমুক্ত হইবে।

সপত্রফলমূলস্য ক্বাথং গোক্ষুরকস্য চ। পিবেন্মধুসিতাযুক্তং মূত্রাঘাতাদিরোগনুৎ।।

পত্র ফল ও মূলের সহিত গোক্ষুরবৃক্ষের ক্বাথ, মধু ও চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিলে মূত্রাঘাতাদি রোগ বিনষ্ট হয়।

ত্রিফলাকল্কসংযুক্তং লবণং বাপি পায়য়েৎ। নিদিগ্ধিকায়াঃ স্বরসং পিবেদ্ বস্ত্রাৎ পরিস্রুতম্।।(অত্রাম্ভসৈব পানম্। তথা মিলিত্বা অষ্টমাষকমানঞ্চ, ত্রিফলাকল্ক মাষা ৬ সৈন্ধবমাষা ২। চক্রঃ টীঃ)।

মূত্রাঘাত রোগে ত্রিফলার কল্ক ও সৈন্ধবলবণ (সমভাগে মিলিত ১ তোলা) জলের সহিত সেবন করিবে। অথবা কণ্টকারীর রস বস্ত্রে ছাঁকিয়া তাহা পান করিবে।

বিম্বীমূলঞ্চ সংপিষ্টং কাঞ্জিকেন সমন্বিতম্। নাভিলেপনমাত্রেণ মূত্ররোধং নিহন্তি চ।।

মূত্ররোধ হইলে তেলাকুচার মূল কাঁজিতে বাটিয়া নাভিদেশে তাহার প্রলেপ দিলে প্রস্রাব হইবে।

মূত্রে বিবদ্ধে কর্পূরশ্চূর্ণং লিঙ্গে প্রবেশয়েৎ। কুস্মাণ্ডকরসো বাপি পেয়ঃ সক্ষারশর্করঃ।। (কুষ্মাণ্ডরসঃ কুষ্মাণ্ডমঞ্জিকাস্বরসঃ। চঃ টীঃ)।

মূত্রবিবদ্ধ হইলে লিঙ্গমধ্যে কর্পূরচূর্ণ (পরিষ্কৃত দূর্ব্বাকাণ্ডাদি দ্বারা) প্রবেশ করাইয়া দিবে। অথবা কুমড়ার মঞ্জরীর রস যবক্ষার ও চিনির সহিত পান করিবে।

ত্রিকণ্টকৈরণ্ডশতাবরীভিঃ সিদ্ধং পয়ো বা তৃণপঞ্চমূলৈঃ। গুড়প্রগাঢ়ং সঘৃতং পয়ো বা রোগেষু কৃচ্ছ্রাদিষু শস্যতে তৎ।।

গোক্ষুর, এরণ্ডমূল ও শতমূলী ইহাদের সহিত অথবা তৃণপঞ্চমূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে গুড় ও ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া উপযুক্ত মাত্রায় পান করিবে। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতাদি রোগে প্রশস্ত।

জলেন খদিরীবীজঞ্চ মূত্রাঘাতাশ্মরীহরম্। মূলং রুদ্রজটায়াশ্চ তক্রপীতং তদর্থকৃৎ।।(খদিরীবীজমশোক-বীজমিত্যাহুঃ। চঃ টীঃ)।

অশোকবীজ জলের সহিত অথবা রুদ্রজটার মূল তক্রের সহিত সেবন করিলে মূত্রাঘাত ও অশ্মরী রোগ প্রশমিত হয়।

শৃতপীতপয়োহন্নাশী চন্দনং তণ্ডুলাম্বুনা। পিবেৎ সশর্করং শ্রেষ্ঠমুষ্ণবাতে সশোণিতে।।

শৃতশীতল দুগ্ধের সহিত অন্নভোজন এবং তণ্ডুলোদকের সহিত চিনি-সংযুক্ত শ্বেতচন্দন পান করিলে শোণিতযুক্ত উষ্ণবাত নিবারণ হইয়া থাকে।

শীতাবগাহ আবস্তেরুষ্ণবাতনিবারণঃ।।

শীতল জলে বস্তিদেশ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিলেও উষ্ণবাত নিবারিত হয়।

স্ত্রীণামতিপ্রসঙ্গেন শোণিতং যস্য রিচ্যতে। মৈথুনোপরমশ্চাস্য বৃংহণীয়ো হিতো বিধিঃ।।

অধিক স্ত্রীসম্ভোগহেতু লিঙ্গ দিয়া যাহার রক্ত নির্গত হয়, তাহার মৈথুনত্যাগ ও বলকারক ঔষধাদি সেবন করা কর্ত্তব্য।

স্বগুপ্তাফলমৃদ্বীকা-কৃষ্ণেক্ষুরসিতারজঃ। সমাংশমর্দ্ধভাগানি ক্ষীরক্ষৌদ্রঘৃতানি চ।। সর্ব্বং সম্যগ্ বিমথ্যাক্ষমানং লীঢ়্বা পয়ঃ পিবেৎ। হন্তি শুক্রাশয়োত্থাংশ্চ দোষান্ বন্ধ্যাসুতপ্রদম্।।

আলকুশীর বীজ, দ্রাক্ষা, পিপ্পলী, কুলেখাড়ার বীজ ও চিনি, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণসমভাগ এবং দুগ্ধ মধু ও ঘৃত প্রত্যেক (মিলিত চূর্ণের) অর্দ্ধভাগ একত্র উত্তমরূপে আলোড়িত করিয়া ২ তোলা পরিমাণে লেহন করিয়া দুগ্ধ অনুপান করিবে। তাহাতে শুক্রাশয়জাত সমস্ত দোষ নিবারিত হয়।

গোধাবত্যা মূলং ক্বথিতং ঘলতৈলগোরসৈর্মিশ্রম্। পীতং নিরুদ্ধমরিয়াদ্ ভিনত্তি মূত্রস্য সংরোধম্।।

গোয়ালিয়া লতার মূলের ক্বাথ ঘৃত তৈল ও তক্রের সহিত সেবন করিলে মূত্ররোগ অচিরে নিবারিত হয়।

বরাম্ললবণোপেতং সূতং যশ্চ পিবেন্নরঃ। তস্য নশ্যন্তি বেগেন মূত্রাঘাতাস্ত্রয়োদশ।।

কাঁজি ও সৈন্ধব লবণের সহিত রসসিন্দূর সেবন করিলে সকলপ্রকার মূত্রাঘাত প্রশমিত হয়।

দশমূলীশৃতং পীত্বা সশিলাজতু-শর্করম্। বাতকুণ্ডলিকাষ্ঠীলা-বাতবস্তৌ প্রযুজ্যতে।।

দশমূলের ক্বাথে শিলাজতু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতকুণ্ডলিকা, অষ্ঠীলা ও বাতবস্তি উপশমিত হয়।

কর্কটীবীজসিন্ধূত্থ-ত্রিফলাসমভাগিকম্। পীতমুষ্ণাম্ভসা চূর্ণং মূত্ররোধং নিবারয়েৎ।।

কাঁকুড়বীজ, সৈন্ধবলবণ ও ত্রিফলা ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে মূত্ররোধ নিবারিত হয়।

চিত্রকাদ্যং ঘৃতম্

চিত্রকং শারিবা চৈব বলা কালানুশারিবা। দ্রাক্ষা বিশালা পিপ্পল্যস্তথা চিত্রফলা ভবেৎ।। তথৈব মধুকং পথ্যাং দদ্যাদামলকানি চ। ঘৃতাঢ়কং পচেদেভিঃ কল্কৈরক্ষসমন্বিতৈঃ।। ক্ষীরদ্রোণে জলদ্রোণে তৎসিদ্ধমবতারয়েৎ। শীতং পরিস্রুতঞ্চৈব শর্করাপ্রস্থসংযুতম্।। তুগাক্ষীর্য্যাশ্চ তৎসর্ব্বং মতিমান্ প্রতিমিশ্রয়েৎ। ততো মিতং পিবেৎ কালে যথাদোষং যথাবলম্।। বাতরেতাঃ পিত্তরেতাঃ শ্লেষ্মরেতাশ্চ যো ভবেৎ। রক্তরেতা গ্রন্থিরেতাঃ পিবেদিচ্ছন্নরোগতাম্।। জীবনীয়ঞ্চ বৃষ্যঞ্চ সর্পিরেতন্মহাগুণম্। প্রজাহিতঞ্চ ধন্যঞ্চ সর্ব্বরোগাপহং শিবম্।। সর্পিরেতৎ প্রযুঞ্জানা স্ত্রী গর্ভং লভতেঽচিরাৎ। অসৃগ্‌দোষান্ জয়েচ্চাপি যোনিদোষাংশ্চ সংহতান্। মূত্ররোধেষু সর্ব্বেষু কুর্য্যাদেতচ্চিকিৎসিতম্।।

ঘৃত ১৬ সের। দুগ্ধ ৬৪ সের, জল ৬৪ সের। কল্কার্থ চিতা, অনন্তমূল, বেড়েলা, তগরপাদুকা, দ্রাক্ষা, রাখালশসা, পিপুল, চিত্রফলা (গোরক্ষচাকুলেবিশেষ), যষ্টিমধু, হরীতকী ও আমলকী ২ তোলা পরিমাণে এই সকল দ্রব্য কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া তাহাতে ২ সের চিনি ও ২ সের বংশলোচন মিশ্রিত করিবে। এই ঘৃত জীর্ণাহারে এবং অগ্নি ও বলানসারে যথামাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মূত্রদোষ নিবারিত হয়। ইহা বৃষ্য, আয়ুষ্কর, যোনিদোষ ও রক্তদোষ-নিবারক এবং সর্ব্বরোগনাশক।

ধান্য গোক্ষুরকং ঘৃতম্

ধান্যগোক্ষুরকক্বাথ-কল্কযুক্তং ঘৃতং হিতম্। মূত্রাঘাতে মূত্রদোষে শুক্রদোষে চ দারুণে।।

ধনে ও গোক্ষুর, এই উভয়ের ক্বাথ ও কল্ক-সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে মূত্রাঘাত এবং মূত্র ও শুক্রদোষ নিবারিত হয়।

ভদ্রাবহং ঘৃতম্

অম্বষ্ঠা পাটলা চৈব বর্ষাভূদ্বয়মেব চ। বিদারীকন্দকাশাশ্চ কুশমোরটগোক্ষুরাঃ।। পাষাণভেদো বারাহী শালিমূলং শরস্তথা। ভল্লাতকং শিরীষস্য মূলমেষামথাহরেৎ।। সমভাগানি সর্ব্বাণি ক্বাথয়িত্বা বিচক্ষণঃ। পাদশেষকষায়েণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।। কল্কং দত্ত্বাথ মতিমান্ গিরিজং মধুকং তথা। নীলোৎপলঞ্চ কাকোলীং বীজং ত্রাপুষমেব চ।। কুষ্মাণ্ডঞ্চ তথৈর্ব্বারু-সম্ভবঞ্চ সমং ভবেৎ। উষ্ণবাতং নিহন্ত্যেতদ্ ঘৃতং ভদ্রাবহং শুভম্।।

অম্বষ্ঠা, পারুল, শ্বেত পুনর্নবা, রক্ত পুনর্নবা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাশ, কুশ, ইক্ষু, গোক্ষুর, পাষাণভেদী, বারাহীকন্দ (চুবড়ি আলু), শালিধান্যমূল, শরমূল, ভেলার মুটী ও শিরীষমূল, এই সকল দ্রব্য সমভাগ (মোট ৮ সের), জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ শৈলজ, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, কাকোলী, শসার বীজ, কুষ্মাণ্ড ও কাঁকুড়বীজ এই সকল মিলিত ১ সের। ঘৃত ৪ সের। যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে উষ্ণবাত নিবারিত হয়।

বিদারী ঘৃতম্

বিদারী বৃষকো যূথী মাতুলুঙ্গী চ ভূস্তৃণম্। পাষাণভেদঃ কস্তুরী বসুকো বসিরোহনলঃ।।পুনর্নবা বচা রাস্না চাতিবলা তথা। কশেরুবিসশৃঙ্গাট-তামলক্যঃ স্থিরাদয়ঃ।। শরেক্ষুদর্ভমূলঞ্চ কুশঃ কাশস্তথৈব চ। পলদ্বয়ন্তু সংহৃত্য জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।। পাদশেষে রসে তস্মিন্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। শতাবর্য্যাস্তথা ধাত্র্যাঃ স্বরসো ঘৃতসম্মিতঃ।। ষট্পলং শর্করায়াশ্চ কার্ষিকাণ্যপরাণি চ। যষ্ট্যাহ্বং পিপ্পলী দ্রাক্ষা কাশ্মর্য্যং সপরূষকম্।। এলা দুরালভা কৌন্তী কুঙ্কুমং নাগকেশরম্। জীবনীয়ানি চাষ্টৌ চ দত্ত্বা চ দ্বিগুণং পয়ঃ।। এতৎ সর্পির্বিপক্তব্যং শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা বুধৈঃ। মূত্রাঘাতেষু সর্ব্বেষু বিশেষাৎ পিত্তজেষু চ।। শর্করাশ্মরীশূলেষু শোণিতপ্রভবেষু চ। হৃদ্রোগে পিত্তগুল্মে চ বাতাসৃক্পিত্তজেষু চ।। কাসশ্বাসক্ষতোরস্কে ধনুঃস্ত্রীভারকর্ষিতে। তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দিমনঃকম্প-শোণিতচ্ছর্দ্দনে তথা।। রক্তে যক্ষ্মণ্যপস্মারে তথোন্মাদে শিরোগ্রহে। যোনিদোষে রজোদোষে শুক্রদোষে স্বরাময়ে।। এতৎ স্মৃতিকরং বৃষ্যং বাজীকরণমুত্তমম্। পুত্রদং বলবর্ণাঢ্যং বিশেষাদ্ বাতনাশনম্।। পানভোজননস্যেষু ন ক্বচিৎ প্রতিহন্যতে। বিদারীঘৃতমিত্যুক্তং রসায়নমনুত্তমম্।।

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ ভূমিকুষ্মাণ্ড, বাসক, যুঁইমূল, টাবালেবু, গন্ধতৃণ, পাষাণভেদী, কস্তুরী, আকন্দ, গজপিপ্পলী, চিতা, পুনর্নবা, বচ, রাস্না, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, কেশুর, মৃণাল, পানিফল, ভুঁই আমলা, স্বল্প পঞ্চমূল, শর, ইক্ষু, দর্ভমূল, কুশ, কাশ প্রত্যেক ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। শতমূলীর স্বরস ৪ সের। আমলকীর স্বরস ৪ সের। দুগ্ধ ৮ সের। কল্কার্থ চিনি ৬ পল, যষ্টিমধু, পিপুল, দ্রাক্ষা, গাম্ভারী, পরূষফল, এলাইচ, দুরালভা, রেণুকা, কুঙ্কুম, নাগেশ্বর ও জীবনীয়গণ (ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক ও ঋষভক) প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্যসহ মৃদু অগ্নিতে যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মূত্রাঘাত, বিশেষত পিত্তজ মূত্রাঘাত নিবারিত হয়। ইহাতে শর্করা, অশ্মরী, রক্তদোষ-জন্য রোগ, হৃদ্রোগ, বাতরক্ত প্রভৃতি এবং রজোদোষ, যোনিদোষ, শুক্রদোষ ও স্বরভঙ্গ বিনষ্ট হয়। এই ঘৃতপানে অতিরিক্ত ধনু-আকর্ষণ, ভারবহন ও স্ত্রীসঙ্গ-জন্য উপস্থিত রোগসকল নষ্ট হইয়া থাকে। ইহা বৃষ্য, স্মৃতিকর, বাজীকরণ, পুত্রদ ও বলবর্ণকারক।

শিলোদ্ভিদাদি তৈলম্

শিলোদ্ভিদৈরণ্ডসমস্থিরাভিঃ পুনর্নবাভীরুরসেষু সিদ্ধম্। তৈলং শৃতং ক্ষীরমথানুপানং কালেষু কৃচ্ছ্রাদিষু সম্প্রযোজ্যম্।।

তৈল ৪ সের। পুনর্নবা ও শতমূলীর রস ১৬ সের। কল্কার্থ পাষাণভেদী, ভেরেণ্ডামূল ও শালপাণি মিলিত ১ সের। যথাবিধি তৈল পাক করিয়া দুগ্ধসহ সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগ প্রশমিত হয়।

উশীরাদ্যং তৈলম্

উশীরং তগরং কুষ্ঠং যষ্টীমধুকচন্দনম্। বিভীতক্যভয়াভীরু পদ্মমুৎপল শারিবে।। বলা তুরগগন্ধা চ দশমূলং শতাবরী। বিদারী কাকোলী চৈব গুড়ূচ্যতিবলা তথা।। শ্বদংষ্ট্রা শতপুষ্পা চ বাট্যালকমধুরিকে। এতৈঃ কর্ষমিতৈর্ভাগৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।। সপত্রফলমূলস্য গোক্ষুরস্য পলৎ শতম্। জলদ্রোণে বিপক্তব্যং পাদাংশেনাবতারয়েৎ।। তক্রং তৈলসমং দেয়ং বীরণকাথমাঢ়কম্। মূত্রাঘাতং মূত্রকৃচ্ছ্রমশ্মরীং হন্তি দারুণাম্।। বলবর্ণকরং বৃষ্যং বাতপিত্তনিসূদনম্। উশীরাদ্যমিদং তৈলং কাশিরাজেন নির্ম্মিতম্।।

তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ পত্র ফল ও মূল-সহ গোক্ষুর ১২।৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; বেণার মূল ১২।৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; তক্র ৪ সের। কল্কার্থ বেণার মূল, তগরপাদুকা, কুড়, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, বহেড়া, হরীতকী, মহাশতাবরী, পদ্মকাষ্ঠ, উৎপল, অনন্তমূল, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, দশমূল, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী, গুলঞ্চ, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর, শুলফা, শ্বেত বেড়েলা ও মৌরি প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী রোগ নিবারিত হয়। ইহা বল ও বর্ণকারক, বৃষ্য এবং বায়ু ও পিত্তনাশক।

পথ্যাপথ্যাবিধিঃ

মূত্রঘাতে পথ্যানি

অভ্যঞ্জনস্নেহবিরেকবস্তি-স্বেদাবগাহোত্তরবস্তয়শ্চ। পুরাতনা লোহিতশালয়শ্চ মাংসানি ধন্বপ্রভবাণি মদ্যম্।। তক্রং পয়ো দধ্যাপি মাষযূষঃ পুরাণকুষ্মাণ্ডফলং পটোলম্। মহার্দ্রকং তালফলাস্থিমজ্জা হরীতকী কোমলনারিকেলম্।। গুবাকখর্জ্জূরকনারিকেল তালদ্রুমাণামপি মস্তকানি। যথামলং সর্ব্বমিদঞ্চ মূত্রাঘাতাতুরাণাং হিতমাবহন্তি।।

অভ্যঙ্গ, স্নেহপ্রয়োগ, বিরেচন, বস্তিক্রিয়া, স্বেদ, অবগাহন, উত্তরবস্তি, পরানো রক্তশালি, ধন্বদেশজাত মৃগপক্ষী প্রভৃতির মাংস, মদ্যপান, তক্র, দুগ্ধ, দধি, মাষকলায়ের যূষ, পুরানো কুমড়া, পটোল, বন আদা, তালআঁটির শাঁস, হরীতকী, কোমল নারিকেল (নেয়াপাতি), এবং সুপারি, খর্জ্জূর, নারিকেল ও তালবৃক্ষের মস্তক, এই সকল দোষানুসারে প্রয়োগ করিলে মূত্রাঘাতরোগীর হিতকর হয়।

মূত্রাঘাতেঽপথ্যানি

বিরুদ্ধানি চ সর্ব্বাণি ব্যায়ামং মার্গশীলনম্। রুক্ষং বিদাহি বিষ্টম্ভি ব্যবায়ং বেগধারণম্। করীরং বমনঞ্চাপি মূত্রাঘাতী বিবর্জ্জয়েৎ।।

সকলপ্রকার বিরুদ্ধদ্রব্য, ব্যায়াম, নিয়ত পর্য্যটন, রুক্ষ দ্রব্য, বিদাহী দ্রব্য, বিষ্টম্ভি দ্রব্য, মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, বংশাঙ্কুর এবং বমন এই সকল মূত্রাঘাতে পরিত্যাগ করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে মূত্রাঘাতাধিকারঃ।

অশ্মরীরোগাধিকার

অশ্মরী নিদানম্

বাতপিত্তকফৈস্তিস্রশ্চতুর্থী শুত্রজাপরা। প্রায়ঃ শ্লেষ্মাশ্রয়াঃ সর্ব্বা অশ্মর্য্যঃ স্যুর্যমোপমাঃ।। বিশোষয়েদ্বস্তি-গতং সশুক্রং মূত্রং সপিত্তং পবনঃ কফং বা। যদা তদাশ্মর্য্যুপজায়তে তু ক্রমেণ পিত্তেম্বিব রোচনা গোঃ।। অশ্মরী শর্করা চৈব তুল্যসম্ভবলক্ষণে। বিশেষণং শর্করায়াঃ শৃণু কীর্ত্তয়তো মম।। পচ্যমানাশ্মরী পিত্তাচ্ছোষ্যমাণা চ বায়ুনা। বিমুক্তকফসন্ধানা ক্ষরন্তী শর্করা মতা।। হৃৎপীড়া বেপথুঃ শূলং কুক্ষাবগ্নিশ্চ দুর্ব্বলঃ। তয়া ভবতি মূর্চ্ছা চ মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ দারুণম্।। মূত্রবেগনিরস্তাভিঃ প্রশমং যাতি বেদনা। যাবদস্যাঃ পুনর্নৈতি গুড়িকা স্রোতসো মুখম্।।

কুপিত বায়ু, পিত্ত, কফ ও শুক্র দ্বারা অশ্মরী রোগ উৎপন্ন হয়। সুতরাং অশ্মরী চারি প্রকার। যথা বাতজ পিত্তজ কফজ ও শুক্রজ। শুক্রজ অশ্মরী ভিন্ন, সকলপ্রকার অশ্মরীরই সমবায়ী-কারণ শ্লেষ্মা। শুক্রাশ্মরীর সমবায়ী কারণ শুক্র। কাহারও মতে শুক্রাশ্মরীরও সমবায়ী-কারণ কফ। অশ্মরী অতি ভয়ঙ্কর ব্যাধি, অচিকিৎসিত হইলে নিশ্চয়ই মারাত্মক হইয়া থাকে।

কুপিত বায়ু কর্ত্তৃক বস্তিগত মূত্র ও শুক্র কিংবা পিত্ত ও কফ বিশোষিত হইলে অশ্মরীরূপে পরিণত হয়। যেমন গো-পিত্ত বায়ু কর্ত্তৃক শোষিত হইয়া ক্রমে-ক্রমে গোরোচনারূপে পরিণত হয়, অশ্মরীও সেইরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শর্করা। অশ্মরী ও শর্করার কারণ ও লক্ষণ তুল্যরূপ জানিবে। তবে শর্করার বিশেষ বিবরণ শুনো। মূত্র শুক্র ও কফ প্রথমে পিত্তোষ্মা দ্বারা পক্ক, পশ্চাৎ বায়ু দ্বারা শোষিত এবং কফ দ্বারা আশ্লিষ্ট হইলে, তাহাকে অশ্মরী বলা যায়। ঐ অশ্মরী যদি কোন কারণে কফসংশ্লেষরহিত হয়, তাহা হইলে শর্করাবৎ সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম হইয়া মূত্রমার্গ দিয়া ক্ষরিত হইতে থাকে, তাহাকেই শর্করা কহে। সেই শর্করা

হইতে দারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মে। ইহাতে হৃৎপীড়া, কম্প, কুক্ষিদেশে শূল, অগ্নিমান্দ্য ও মূর্চ্ছা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। অশ্মরীগুড়িকা অর্থাৎ শর্করা মূত্রবেগে যখন স্রোতোমুখে আসিয়া সংলগ্ন হয়, তখন দারুণ বেদনা আনয়ন করে, কিন্তু মূত্রবেগবর্জ্জিত হইলে বেদনার শান্তি হইয়া থাকে। (অশ্মরী শর্করারূপে পরিণত হয় বলিয়া এই উভয়কে অভিন্ন পদার্থ বলা যাইতে পারে, সুতরাং অশ্মরী ও শর্করা হইতে জাত মূত্রকৃচ্ছ্রদ্বয়ও একজাতীয়, অতএব শর্করাজ মূত্রকৃচ্ছ্রকে অশ্মরীজ মূত্রকৃচ্ছ্রের অন্তর্ভূত গণনা করিয়া সমুদায়ে আটপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র অভিহিত হইয়াছে)।

অশ্মরী চিকিৎসা

অশ্মরী দারুণো ব্যাধিরন্তকপ্রতিমো মতঃ। ঔষধৈস্তরুণঃ সাধ্যঃ প্রবৃদ্ধশ্ছেদমর্হতি।।

অশ্মরী অতি ভয়ঙ্কর ব্যাধি, ইহা সাক্ষাৎ যমস্বরূপ, তরুণ অশ্মরী ঔষধসাধ্য, কিন্তু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে শস্ত্রপ্রয়োগ আবশ্যক।

তস্য পূর্ব্বেষু রূপেষু স্নেহাদিক্রম ইষ্যতে। তেনাস্যাপচয়ং যান্তি ব্যাধের্মূলান্যশেষতঃ।।

অশ্মরীরোগের পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইলে স্নেহাদিপ্রয়োগ কর্ত্তব্য। কারণ তদ্দ্বারা ব্যাধির মূল নষ্ট হয়।

বরুণস্য ত্বচং শ্রেষ্ঠাং শুণ্ঠীগোক্ষুরসংযুতাম্। যবক্ষারগুড়ং দত্ত্বা ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ। অশ্মরীং বাতজাং হন্তি চিরকালানুবন্ধিনীম্।।

বরুণছাল, শুঁঠ ও গোক্ষুর ইহাদের ক্বাথে যবক্ষার ২ মাষা, পুরাতন গুড় ২ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন বাতাশ্মরীর শান্তি হইবে।

শুণ্ঠ্যাদিক্বাথঃ

শুণ্ঠ্যাগ্নিমন্থপাষাণ-শিগ্রুবরুণগোক্ষুরৈঃ। অভয়ারগ্বধফলৈঃ ক্বাথং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ।। রামঠক্ষারলবণ-চূর্ণং দত্ত্বা পিবেন্নরঃ। অশ্মরীমূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নং পাচনং দীপনং পরম্। হন্যাৎ কোষ্ঠাশ্রিতং বাতং কট্যূরুগুদ-মেঢ্রগম্।।

শুঁঠ, গণিয়ারি, পাষাণভেদী, সজিনা, বরুণছাল, গোক্ষুর, হরীতকী ও সোঁদালফল, ইহাদের ক্বাথে হিঙ্গু, যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র এবং কোষ্ঠ কটী উরু গুহ্য ও মেঢ্রগত বাত প্রশমিত হয়। ইহা পাচক ও অগ্নির প্রদীপক।

ঊষকাদিগণঃ

ঊষকং সৈন্ধবং হিঙ্গু কাশীশদ্বয়গুগ্গুলু। শিলাজতু তুত্থকঞ্চ ঊষকাদিরুদাহৃতঃ।। ঊষকাদিঃ কফং হন্তি গণো মেদোবিশোধনঃ। অশ্মরীশর্করামূত্র-শূলঘ্ন কফগুল্মনুৎ।।

ক্ষারমৃত্তিকা, সৈন্ধব, হিঙ্গু, হিরাকসদ্বয় (ধাতুকাশীশ, পুষ্পকাশীশ), গুগগুলু, শিলাজতু, তুঁতে ইহারা ঊষকাদিগণ। এই সমস্ত দ্রব্য কফনাশক, মেদোবিশোধক, অশ্মরী শর্করা মূত্রশূল ও কফগুল্মনাশক।

বরুণাদিকষায়ঃ

বরুণত্বক্কষায়স্তু পীতস্তু গুড়সংযুতঃ। অশ্মরীং পাতয়ত্যাশু বস্তিশূলবিনাশনঃ।

বরুণছালের কষায় গুড় দিয়া পান করিলে অশ্মরী আশু নিপতিত ও বস্তিশূল প্রশমিত হয়।

পিবেদ্ বরুণমূলত্বক্-ক্বাথং তৎকল্কসংযুতম্। ক্বাথশ্চ শিগ্রুমূলোত্থঃ কদুষ্ণোঽশ্মরীনাশনঃ।।

ধরুণমূলের ছালের ক্বাথে বরুণমূলের ছালের কল্ক মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অশ্মরী বিনষ্ট হয়। সজিনামূলের ছালের ক্বাথও ঈষদুষ্ণ করিয়া পান করিলে অশ্মরী বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নাগবরুণগোক্ষুরপাষাণভেদকপোতবক্ত্রকাথঃ। গুড়যাবশূকমিশ্রং পীতো হন্ত্যশ্মরীমুগ্রাম্।।

শুঁঠ, বরুণছাল, গোক্ষুর, পাষাণভেদী ও কপোতবক্ত্র (শিরীষসদৃশ ক্ষুদ্রপত্রবিশিষ্ট বৃক্ষবিশেষ), ইহাদের ক্বাথে গুড় ও যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে উগ্র অশ্মরীও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বরুণত্বক্‌শিলাভেদ-শুণ্ঠীগোক্ষুরকৈঃ কৃতঃ। কষায়ঃ ক্ষারসংযুক্তঃ শর্করাঞ্চ ভিনত্ত্যপি।। শ্বদংষ্ট্রৈরণ্ডপত্রাণি নাগরং বরুণত্বচম্। এতৎ ক্বাথবরং প্রাতঃ পিবেদশ্মরীভেদনম্।।

বরুণছাল, পাষাণভেদী, শুঁঠ ও গোক্ষুরের ক্বাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শর্করা বিনষ্ট হয়। গোক্ষুর, এরণ্ডপত্র, শুঁঠ ও বরুণছালের ক্বাথ প্রাতে সেবন করিলে অশ্মরীভেদ হইয়া থাকে।

বৃহদ্‌বরুণাদিঃ

বারুণং বল্কলং শুণ্ঠী বীজং গোক্ষুরসম্ভবম্। তালমূলী কুলথঞ্চ কুশাদিপঞ্চমূলকম্।। শর্করাক্ষারসংযুক্তং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ। অশ্মরীমূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নং বস্তিমেহনশূলনুৎ।।

বরুণছাল, শুঁঠ, গোক্ষুরবীজ, তালমূলী, কুলথকলাই, কুশাদি তৃণপঞ্চমূল মিলিত ২ তোলা, জল ।।০ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া, প্রক্ষেপ চিনি ২ মাষা, যবক্ষার ২ মাষা। ইহাতে অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, বস্তিশূল ও লিঙ্গশূল নিবারিত হয়।

মূলং শ্বদংষ্ট্রেক্ষুরকোরুবূকাৎ ক্ষীরেণ পিষ্টং বৃহতীদ্বয়াচ্চ। আলোড্য দধ্না মধুরেণ পেয়ং দিনানি সপ্তাশ্মরি-ভেদনার্থম্।। (সর্ব্বং মিলিত্বা মাষচতুষ্টয়ম্)।

গোক্ষুর, কোকিলাক্ষ, এরণ্ড, বৃহতী ও কণ্টকারী ইহাদের মূল মিলিত ৪ মাষা, দুগ্ধে পেষণ করিয়া অনম্ল দধিতে আলোড়ন করিয়া ৭ দিন পান করিলে অশ্মরী বিনষ্ট হয়।

এলাদিঃ

এলোপকুল্যা মধুকাশ্মভেদঃ কৌন্তীশ্বদংষ্ট্রাবৃষকোরুবূকৈঃ। ক্বাথং পিবেদশ্মজতুপ্রগাঢ়ং সশর্করে চাশ্মরি-মূত্রকৃচ্ছ্রে।।

এলাইচ, পিপ্পলী, যষ্টিমধু, পাষাণভেদী, রেণুকা, গোক্ষুর, বাসক ও এরণ্ড, ইহাদের ক্বাথে ৩/৪ মাষা শিলাজতু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শর্করা, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

ত্রিকণ্টকস্য বীজানাং চূর্ণং মাক্ষিকসংযুতম্। অবিক্ষীরেণ সপ্তাহং পিবেদশ্মরীনাশনম্। শুক্রাশ্মর্য্যান্তু সামান্যো বিধিরশ্মরীনাশনঃ।।

গোক্ষুরবীজচূর্ণ মধু-সংযুক্ত করিয়া মেষীদুগ্ধের সহিত সপ্তাহকাল সেবন করিলে অশ্মরী বিনষ্ট হয়। শুক্রাশ্মরী রোগে অশ্মরী রোগোক্ত সাধারণ চিকিৎসা করিবে।

প্রপিবেৎ তালমূল্যা বা কল্কং ব্যুষিতবারিণা। তেনৈবাথ গবাক্ষ্যা বা ত্র্যহাদশ্মরীপাতনম্।।

তালমূলী অথবা গোরক্ষচাকুলে বাটিয়া বাসি জলের সহিত পান করিলে অশ্মরী শীঘ্রনিপতিত হয়।

যো নারিকেলকুসুমং সক্ষারং বারিণা পিষ্টা। পিবতি তস্য হি দিনৈকান্নিপততি ঘোরাশ্মরী নূনম্।।

নারিকেলফুল ৪ মাষা, যবক্ষার ৪ মাষা জলে বাটিয়া প্রাতে ভক্ষণ করিলে অশ্মরী পতিত হয়।

পাষাণভেদাদ্যং চূর্ণং ঘৃতঞ্চ

পাষাণভেদো বৃষকঃ শ্বদংষ্ট্রা পাঠাভয়া ব্যোষশটীনিকুম্ভাঃ। হিংস্রাখরাহ্বাশিতিমারকাণামেৰ্ব্বারুকাচ্চ ত্রপুষাচ্চ বীজম্।। উপকুঞ্চিকা হিঙ্গু সবেতসাম্লং স্যাদ্ দ্বে বৃহত্যৌ হবুষা বচা চ। চূর্ণং পিবেদশ্মরিভেদি পক্বং সর্পিশ্চ গোমূত্রচতুর্গুণং তৈঃ।।

পাষাণভেদী, বাসক, গোক্ষুর, আকনাদি, হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, শটী, দন্তী, কালিয়াকড়া, বনযমানী, শালিঞ্চ, কাঁকুড়বীজ, শসাবীজ, কৃষ্ণজীরা, হিং, অম্লবেতস, বৃহতী, কণ্টকারী, হবুষা ও বচ ইহাদের চূর্ণ জল-সহ পান করিবে অথবা এই সকল দ্রব্যের কল্ক দ্বারা ঘৃতের চতুর্গুণ গোমূত্র-সহ যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে অশ্মরী বিনষ্ট হয়।

জাতীফলাদ্যবর্গঃ

জাতীফলং বরী দর্ভং শর্করা চ তথৈব চ। এলা চৈব লবঙ্গানি সর্পিষা সগুড়ত্বচম্।। সমভাগানি সৰ্ব্বাণি কারয়েচ্চৈব যত্নতঃ। অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতং তথৈব চ। স্রোতোরোধং নিহন্ত্যাশু প্রমেহনিখিলানি চ।।

জাতীফল, শতমূলী, কুশ, চিনি, এলাইচ, লবঙ্গ ও দারুচিনি ইহাদের সমভাগ চূর্ণ ঘৃত-সহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। এই জাতীফলাদ্য বর্গসেবনে অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, স্রোতোরোধ ও সৰ্ব্বপ্রকার প্রমেহ নিবারিত হয়।

তিলাদিক্ষারযোগঃ

তিলাপামার্গকদলী-পলাশযবসম্ভবঃ। ক্ষারঃ পেয়োহ্বিমূত্রেণ শর্করাশ্মরিজিদ্ ভবেৎ।। (ছাগমূত্রেণেতি রসেন্দ্রচিন্তামণৌ)।

তিলনালভস্ম, আপাঙ্গভস্ম, কদলীকাণ্ডভস্ম, যবনালভস্ম (মিলিত ২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্ষারজল ছাঁকিয়া পুনৰ্ব্বার পাক করত সমুদায় জল নিঃশেষিত করিবে)। ইহাদের ক্ষারচূর্ণ ২ রতি পরিমাণে মেষ বা ছাগমূত্রের সহিত সেব্য। ইহাতে শর্করা ও অশ্মরী রোগ নষ্ট হয়।

পাষাণবজ্রো রসঃ

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং রসৈঃ শ্বেতপুনর্নবৈঃ। মর্দ্দয়িত্বা দিনং খল্লে রুদ্ধা তদ্ ভূধরে পচেৎ।। দিনান্তে তৎ সমুদ্ধৃত্য মৰ্দ্দয়েদ্ গুড়সংযুতম্। অশ্মরীং বস্তিশূলং হন্তি পাষাণবজ্রকঃ।। গোরক্ষকর্কটীমূল-ক্বাথং কৌলত্থকং তথা। অনুপানং প্রযোক্তব্যং বুদ্ধা দোষবলাবলম্।।

শোধিত পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, শ্বেত পুনর্নবার রসে একদিন খলে মৰ্দ্দন করিয়া ভূধরযন্ত্রে পাক করিবে। পরে শীতল হইলে উত্তোলন করত গুড়-সহ মৰ্দ্দন করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান গোরক্ষকর্কটী মূলের এবং কুলত্থকলায়ের ক্বাথ। দোষের বলাবল বুঝিয়া অনুপান প্রয়োগ করিবে। ইহাতে অশ্মরী (পাথুরী) ও বস্তিশূল প্রশমিত হয়।

পাষাণভিন্নঃ

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং শিলাজতুরসঃ পলম্। শ্বেত পুনর্নবাবাসা-রসৈঃ শ্বেতাপরাজিতৈঃ।। প্রতিদিনং ত্র্যহং মৰ্দ্দ্যং শুষ্কং তদ্ ভাণ্ডসংপুটে। স্বেদয়েদ্ দোলিকাযন্ত্রে সংশুষ্কং তদ্ বিচূর্ণয়েৎ।। রসঃ পাষাণভিন্নঃ স্যাদ্ দ্বিগুঞ্জশ্চাশ্মরীং হরেৎ। ভূধাত্রীফলবিশালাং পিষ্ট্বা দুগ্ধেন পায়য়েৎ। কলত্থক্বাথসংপীতমনুপান সখাবহম্।।

পারদ ১ পল, গন্ধক ২ পল, শিলাজতু ১ পল, এই সমুদায় একত্র করিয়া যথাক্রমে শ্বেত পুনর্নবা,

বাসক ও শ্বেত অপরাজিতার রসে এক-এক দিন মর্দ্দন করিয়া শুকাইয়া ভাণ্ডমধ্যে নিরোধ করত দোলাযন্ত্রে স্বেদ প্রদান করিবে। পরে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া ভুঁই আমলার ফল ও রাখালশসার মূল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া তৎসহযোগে এই ঔষধ ২ রতি পরিমাণে সেবন করাইবে। কিংবা কুলত্থের ক্বাথের সহিত সেব্য। ইহাতে অশ্মরী বিনষ্ট হয়।

ত্রিবিক্রমো রসঃ

মৃততাম্রমজাক্ষীরৈঃ পাচ্যং তুল্যং গতে দ্রবে। তৎ তাম্রং শুদ্ধসূতঞ্চ গন্ধকঞ্চ সমং সমম্।। নির্গুণ্ডী-স্বরসৈর্মর্দ্দ্যং দিনং তদ্গোলকীকৃতম্। যামৈকং বালুকাযন্ত্রে পক্বা যোজ্যং দ্বিগুঞ্জকম্।। বীজপূরস্য মূলঞ্চ সজলঞ্চানুপায়য়েৎ। রসস্ত্রিবিক্রমো নাম শর্করামশ্মরীং জয়েৎ।। (ত্রিবিক্রমরসে তাম্রতুল্যং ছাগীদুগ্ধং দত্ত্বা পাচ্যম্। দুগ্ধে নিঃশেষিতে তাম্রতুল্যং রসগন্ধকং নিক্ষিপ্য নির্গুণ্ডীরসৈর্দিনৈকং সংমর্দ্দ্য বালুকাযন্ত্রে যামৈকং পচেৎ। মাত্রা চাস্য গুঞ্জাদ্বয়পরিমিতা। রসেন্দ্র টীঃ)।

জারিত তাম্রে সমপরিমিত ছাগীদুগ্ধ মিশাইয়া একত্র পাক করিবে। যখন দুগ্ধ নিঃশেষ হইবে, তখন ঐ তাম্রের সমান শোধিত পারদ ও গন্ধক একত্রিত করিয়া নিসিন্দারসে একদিন মর্দ্দন করত বালুকাযন্ত্রে একপ্রহর পাক করিয়া ২ রতি পরিমাণে প্রয়োগ করিবে। টাবালেবুর মূল ও জল অনুপানে সেবনীয়। ইহাতে শর্করা ও অশ্মরী বিনষ্ট হয়।

পাষাণাদ্যং ঘৃতম্

পাষাণভেদো বসুকো বশিরোঽশ্মন্তকস্তথা। শতাবরী শ্বদংষ্ট্রা চ বৃহতী কণ্টকারিকা।। কপোতবক্ত্রার্ত্তগল-কাঞ্চনোশীরগুল্মকাঃ। বৃক্ষাদনী ভল্লুকশ্চ বরুণঃ শাকজং ফলম্।। যবাঃ কুলত্থাঃ কোলানি কতকস্য ফলানি চ। ঊষকাদিপ্রতীবাপমেষাং ক্বাথে শৃতং ঘৃতম্।। ভিনত্তি বাতসম্ভূতামশ্মরীং কষায়াংশ্চ পয়াংসি চ। ভোজনানি চ কুর্ব্বীত বর্গেঽস্মিন্ বাতনাশনে।।

পাষাণভেদী, আকন্দ, রক্তাপামার্গ, আমরুল, শতমূলী, কাঞ্চন, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, নীলঝিণ্টী, কপোতবক্ত্র (শিরীষসদৃশ ক্ষুদ্রপত্রবিশিষ্ট বৃক্ষবিশেষ), বেণার মূল, গুলঞ্চ, পরগাছা, শ্যোণাক, বরুণ, সেগুণফল, যব, কুলত্থকলাই, কুল, নির্ম্মলীফল, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথে ও ঊষকাদিগণের কল্কে ঘৃত পাক করিয়া উপযক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বাতজ অশ্মরী বিনষ্ট হয়। উপরিউক্ত বাতনাশক দ্রব্যসমূহের সহিত ক্ষার, যবাগূ, পেয়া, কষায়, দুগ্ধ ও ভোজ্য দ্রব্যসকল যথাবিধি পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে বাতাশ্মরী বিনষ্ট হয়।

কুশাদ্যং ঘৃতম্

কুশঃ কাসঃ শরো গুন্দ্র ইৎকরো মোরটেঽশ্মভিৎ। দর্ভো বিদারী বারাহী শালিমূলং ত্রিকণ্টকঃ।। ভল্লুকঃ পাটলী পাঠা পত্তূরোঽথ কুরণ্টিকা। পুনর্নবে শিরীষশ্চ কথিতোস্তেষু সাধিতম্। ঘৃতং শিলাহ্বমধুকৈ-র্বীজৈরিন্দীবরস্য চ। ত্রপুষৈর্ব্বারুকাণাং বা বীজৈশ্চাবাপিতং শৃতম্। ভিনত্তি পিত্তসম্ভূতামশ্মরীং ক্ষিপ্রমেব চ।। ক্ষারান্ যবাগূঃ পেয়াশ্চ কষায়াংশ্চ পয়াংসি চ। ভোজনানি প্রকুর্ব্বীত বর্গেঽস্মিন্ পিত্তনাশনে।।

কুশ, কাশ, শর, গুলঞ্চ, ইকড়, ইক্ষুমূল, পাষাণভেদী, উলুমূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বরাক্রান্তা, শালিধান্যমূল, গোক্ষুর, শোণা, পারুল, আকনাদি, শালিঞ্চ, পীতঝিণ্টী, রক্তপুনর্নবা, শ্বেত পুনর্নবা ও শিরীষ এই সকল দ্রব্যের ক্বাথে এবং শিলাজতু, যষ্টিমধু, পদ্মবীজ, শসাবীজ ও কাঁকুড়বীজ, ইহাদের কল্কে যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে পিত্তজ অশ্মরী বিনষ্ট হয়।

উপরিউক্ত পিত্তনাশক বর্গে ক্ষার, যবাগূ, পেয়া, কষায়, দুগ্ধ ও ভোজ্য দ্রব্যসকল যথাবিধি পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে।

বরুণাদ্যং ঘৃতম্

গণে বরুণকাদৌ চ গুগগুল্বেলাহরেণুভিঃ। কুষ্ঠমুস্তাহ্বমরিচ-চিত্রকৈঃ সসুরাহ্বয়ৈঃ।। এতৈঃ সিদ্ধমজাসর্পি-রূষকাদিগণেন চ। ভিনত্তি কফসম্ভূতামশ্মরীং ক্ষিপ্রমেব তু।। ক্ষারান্ যবাগূঃ পেয়াশ্চ কষায়াংশ্চ পয়াংসি চ। ভোজনানি প্রকুর্ব্বীত বর্গেঽস্মিন্ কফনাশনে।।

বরুণাদিগণের ক্বাথে এবং গুগগুলু, এলাইচ, রেণুক, কুড়, মুতা, মরিচ, চিতা ও দেবদারু, ইহাদের এবং ঊষকাদিগণের কল্কে যথাবিধি ছাগঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে কফজ অশ্মরী বিনষ্ট হয়।

উপরিউক্ত কফনাশকগণের সহিত ক্ষার, যবাগূ, পেয়া, কষায়, দুগ্ধ ও ভোজ্য দ্রব্যসকল যথাবিধানে পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে।

বরুণঘৃতম্

বরুণস্য তুল্যং ক্ষুণ্ণাং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। পাদশেষং পরিস্রাব্য ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।। বরুণং কদলী বিল্বং তৃণজং পঞ্চমূলকম্। অমৃতা চাশ্মজং দেয়ং বীজঞ্চ ত্রপুষোদ্ভবম্।। শতপর্ব্বাতিলক্ষারং পলাশ-ক্ষারমেব চ। যূথিকায়াশ্চ মূলানি কার্ষিকাণি সমাবপেৎ।। অস্য মাত্রাং পিবেজ্জন্তুর্দেশকালাদ্যপেক্ষয়া। জীর্ণে চাস্মিন্ পিবেৎ পূর্ব্বং গুড়ং জীর্ণন্তু মস্তুনা। অশ্মরীং শর্করাঞ্চৈব মূত্রকৃচ্ছ্রং বিনাশয়েৎ।। (পূর্ব্বমিতি ভোজনাৎ পূর্ব্বম্)।

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ কুট্টিত বরুণছাল ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ বরুণমূলের ছাল, কদলীমূল, বিল্বছাল, কুশাদি পঞ্চতৃণের মূল, গুলঞ্চ, শিলাজতু, শসার বীজ, বাঁশের মূল, তিলনালের ক্ষার, পলাশক্ষার ও যুঁইমূল প্রত্যেক ২ তোলা। দেশকাল বিবেচনা করিয়া মাত্রা স্থির করিবে। ঘৃত জীর্ণ হইলে ভোজনের পূর্ব্বে পুরাতন গুড়-সংযুক্ত দধির মাত সেবনীয়। ইহাতে অশ্মরী, শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়।

কুলত্থাদ্যং ঘৃতম্

কুলত্থসিন্ধুত্থবিড়ঙ্গসারং সশর্করং শীতলিযাবশূকম্। বীজানি কুষ্মাণ্ডকগোক্ষুরাভ্যাং ঘৃতং পচেন্না বরুণস্য তোয়ে।। দঃসাধ্যসর্ব্বাশ্মরিমূত্রকৃচ্ছ্রং মূত্রাভিঘাতঞ্চ সমূত্রবন্ধম্। এতানি সর্ব্বাণি নিহন্তি শীঘ্রং প্ররূঢ়বৃক্ষানিব বজ্রপাতম্।।

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ বরুণছাল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য কুলথকলাই, সৈন্ধব লবণ, বিড়ঙ্গ, চিনি, শিউলিছোপ, যবক্ষার, কুষ্মাণ্ডবীজ, গোক্ষুরবীজ প্রত্যেক ১ পল। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত পান করিলে দুঃসাধ্য সর্ব্বপ্রকার অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত নিবারিত হয়।

বীরতরাদ্যং তৈলম্

ব্রধ্নাধিকারে যৎ তৈলং সৈন্ধবাদ্যং প্রকীর্ত্তিতম্। তৎ তৈলং দ্বিগুণং ক্ষীরং পচেদ্ বীরতরাদিনা।। ক্বাথেন পূর্ব্বকল্কেন সাধিতন্তু ভিষগ্‌বরৈঃ। এতৎ তৈলবরং শ্রেষ্ঠমশ্মরীণাং বিনাশনম্।। মূত্রাঘাতে মূত্রকৃচ্ছ্রে পিচ্ছিতে মথিতেঽপি বা। ভগ্নে শ্রমাভিপন্নে চ সর্ব্বথৈব প্রশস্যতে।।

ব্রধ্ন (কুঁচকী)-চিকিৎসোক্ত সৈন্ধবাদি তৈল, পুনর্ব্বার নিম্নলিখিত ক্বাথাদির সহিত পাক করিবে অর্থাৎ তাহা দ্বিগুণ দুগ্ধ ও চতুর্গুণ বা দ্বিগুণ বীরতরাদির ক্বাথ এবং পূর্ব্বকল্ক-সহ অর্থাৎ সৈন্ধবাদি তৈল পাক করিতে যে-কল্ক দেওয়া হইয়াছিল, সেই কল্ক-সহ পাক করিবে। অশ্মরীবিনাশে ইহা শ্রেষ্ঠ তৈল। মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগেও এই তৈল প্রশস্ত।

বরুণাদ্যং তৈলং

ত্বক্‌পত্রপুষ্পমূলস্য বরুণাৎ-সত্রিকণ্টকাৎ। কষায়েণ পচেৎ তৈলং বস্তিনাস্থাপনেন চ। শর্করাশ্মরিশূলঘ্নং মূত্রকৃচ্ছ্র বিনাশনম্।। (ক্বাথার্থং বরুণস্য যথালাভং ত্বক্‌পত্রমূলপুষ্পং পল ৩২, গোক্ষুর পল ৩২, জল শং ৬৪, শেষ সং ১৬। অকল্কমিদং তৈলম্, চঃ টীঃ)।

বরুণের ত্বক পত্র পুষ্প ও মূল (যথালাভ) ৩২ পল এবং গোক্ষুর ৩২ পল, গল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, এই ক্বাথে তৈল পাক করিয়া সেই তৈল বস্তিতে ও আস্থাপনে প্রয়োগ করিবে, তাহাতে শর্করা, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হইবে।

পথ্যাপথ্য বিধিঃ

অশ্মরীরোগে পথ্যানি

বস্তির্বিরেকো বমনঞ্চ লঙ্ঘনং স্বেদোঽবগাহোঽপি চ বারিসেচনম্। যবাঃ কুলত্থাঃ প্রপুরাণশালয়ো মদ্যানি ধন্বাণ্ডজসম্ভবা রসাঃ।। পরাণকষ্মাণ্ডফলঞ্চ তল্লতা গোকণ্টকো বারুণশাকমার্দ্রকম্। পাষাণভেদী যবশূকবেণবঃ স্থিরা সমাকর্ষণমশ্মনামপি।। এতানি সর্ব্বাণি ভবন্তি সর্ব্বদা মদেঽশ্মরীরোগ-নিপীড়িতানাম্।।

বস্তিক্রিয়া, বমন, বিরেচন, উপবাস, স্বেদ, অবগাহন, জলসেচন, যব, কুলথকলায়, পুরাতন শালি-তণ্ডুল, মদ্য, মরুদেশজাত এবং অণ্ডজ (পক্ষী ও মৎস্যাদি) প্রাণীর মাংসরস, পুরানো কুমড়া, কুমড়ার ডাঁটা, গোক্ষুর, বরুণের বচি পাতা, আদা, পাষাণভেদী, যবক্ষার, বংশতণ্ডুল, শালপানি এবং অশ্মরী-আকর্ষক দ্রব্য, এই সকল অশ্মরীপীড়িত রোগীর পথ্য।

অশ্মরীরোগে পথ্যানি

মূত্রস্য শুক্রস্য চ বেগমম্লং বিষ্টম্ভি রুক্ষং গুরু চান্নপানম্। বিরুদ্ধপানাশনমশ্মরীমান্ বিবর্জ্জয়েৎ সন্ততম-প্রমত্তঃ।।

মূত্রবেগ ও শুক্রবেগধারণ, অম্লদ্রব্য, বিষ্টম্ভী রুক্ষ গুরু এবং বিরুদ্ধ অন্নপানীয় ভোজন এই সমস্ত অশ্মরীরোগে অবহিতচিত্তে সতত পরিত্যাগ করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহেঽশ্মরীরোগাধিকারঃ।

প্রমেহরোগাধিকার

প্রমেহ নিদানম্

আস্যাসুখং স্বপ্নসুখং দধীনি গ্রাম্যৌদকানূপরসাঃ পয়াংসি। নবান্নপানং গুড়বৈকৃতঞ্চ প্রমেহহেতুঃ কফকৃচ্চ সর্ব্বম্।। মেদশ্চ মাংসঞ্চ শরীরজঞ্চ ক্লেদং কফো বস্তিগতঃ প্রদূষ্য। করোতি মেহান্ সমুদীর্ণমুষ্ণৈস্তানেব পিত্তং পরিদূষ্য চাপি।। ক্ষীণেষু দোষেষ্ববকৃষ্য ধাতূন্ সংদূষ্য মেহান্ কুরুতেঽনিলশ্চ।। সাধ্যাঃ কফোত্থা দশ পিত্তজাঃ ষট্ যাপ্যা ন সাধ্যঃ পবনাচ্চতুষ্কঃ। সমক্রিয়ত্বাদ্বিষমক্রিয়ত্বান্মহাত্যয়ত্বাচ্চ যথাক্রমং তে।। কফঃ সপিত্তঃ পবনশ্চ দোষা মেদোঽস্রশুক্রাম্বুবসালসীকাঃ। মজ্জা রসৌজঃ পিশিতঞ্চ দূষ্যাঃ প্রমেহিণাং বিংশতিরেব মেহাঃ।। দন্তাদীনাং মলাঢ্যত্বং প্রাগ্রূপং পাণিপাদয়োঃ। দাহশ্চিক্কণতা দেহে তৃট্ স্বাদ্বাস্যঞ্চ জায়তে।। সামান্যং লক্ষণং তেষাং প্রভূতাবিলমূত্রতা।। দোষদূষ্যাবিশেষেঽপি তৎসংযোগবিশেষতঃ। মূত্রবর্ণাদিভেদেন ভেদো মেহেষু কল্প্যতে।। অচ্ছং বহু সিতং শীতং নির্গন্ধমুদকোপমম্। মেহত্যুদকমেহেন কিঞ্চিদাবিলপিচ্ছিলম্।। ইক্ষো রসমিবাত্যর্থং মধুরঞ্চেক্ষুমেহতঃ।। সান্দ্রীভবেৎ পর্য্যুষিতং সান্দ্রমেহেন মেহতি। সুরামেহী সুরাতুল্যমুপর্য্যচ্ছমধো ঘনম্।। সংহৃষ্টরোমা পিষ্টেন পিষ্টবদ্বহুলং সিতম্। শুক্রাভং শুক্রমিশ্রং বা শুক্রমেহী প্রমেহতি।। মূর্ত্তাণূন্ সিকতামেহী সিকতারূপিণো মলান্। শীতমেহী সুবহুশো মধুরং ভৃশশীতলম্।। শনৈঃ শনৈঃ শনৈর্মেহী মন্দং মন্দং প্রমেহতি। লালাতন্তুযুতং মূত্রং লালামেহেন পিচ্ছিলম্।। গন্ধবর্ণরসস্পর্শৈঃ ক্ষারেণ ক্ষারতোয়বৎ। নীলমেহেন নীলাভং কালমেহী মসীনিভম্।। হারিদ্রমেহী কটুকং হরিদ্রাসন্নিভং দহৎ। বিস্রং মাঞ্জিষ্ঠমেহেন মঞ্জিষ্ঠাসলিলোপমম্।। বিস্রমুষ্ণং সলবণং রক্তাভং রক্তমেহতঃ। বসামেহী বসামিশ্রং বসাভং মূত্রয়েন্মুহুঃ।। মজ্জাভং মজ্জমিশ্রং বা মজ্জমেহী মুহুর্ম্মুহুঃ। কষায়ং মধুরং রুক্ষং ক্ষৌদ্রমেহং বদেদ্বুধঃ।। হস্তী মত্ত ইবাজস্রং মূত্রং বেগবিবর্জ্জিতম্। সলসীকং বিবদ্ধঞ্চ হস্তিমেহী প্রমেহতি।। অবিপাকোঽরুচিশ্ছর্দ্দির্নিদ্রা কাসঃ সপীনসঃ। উপদ্রবাঃ প্রজায়ন্তে মেহানাং কফজন্মনাম্।। বস্তিমেহনয়োস্তোদো মুষ্কাবদরণং জ্বরঃ। দাহস্তৃষ্ণাম্লিকা মূর্চ্ছা বিড়্ভেদঃ পিত্তজন্মনাম্।। বাতজানামুদার্বত্তঃ কম্পহৃদ্গ্রহলোলতাঃ। শূলমুন্নিদ্রতা শোষঃ কাসঃ শ্বাসশ্চ জায়তে।।

নিশ্চিন্তভাবে কেবলমাত্র উপবেশনজনিত সুখানুভব বা নিদ্রালুতা, সর্ব্বপ্রকার দধি ও দুগ্ধ, গ্রাম্য ঔদক ও আনূপ (সজল দেশজাত বরাহ-কচ্ছপাদি) মাংসের যূষ, নূতন অন্নপানীয়, গুড়জাত দ্রব্যসমূহ এবং অপরাপর যাবতীয় কফজনক দ্রব্য, প্রমেহ রোগের হেতু।

(কফজনিত মেহের আধিক্য ও সাধ্যত্বহেতু সর্ব্বাগ্রে কফজ মেহের, তৎপরে যথাক্রমে পিত্তজ ও বাতজ মেহের সম্প্রাপ্তি লিখিত হইতেছে)।

বস্তিগত কফ, মেদ মাংস ও শরীরজ ক্লেদপদার্থকে দূষিত করিয়া মেহরোগ উৎপাদন করে। এইরূপ পিত্ত উষ্ণবীর্য্য ও উষ্ণস্পর্শ দ্রব্যসেবন দ্বারা কুপিত হইয়া উক্ত মেদ প্রভৃতিকে দূষিত করিয়া পৈত্তিক মেহ জন্মাইয়া থাকে। এবং ঐ দোষদ্বয় অর্থাৎ কফ ও পিত্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইলে বায়ু বসা মজ্জা ওজঃ ও লসীকা-নামক ধাতুসকলকে বস্তিমুখে আনয়ন করিয়া বাতিক মেহ উৎপাদন করে।

কফজনিত দশপ্রকার মেহ সাধ্য। কারণ তাহাদের সমক্রিয়ত্ব আছে। অর্থাৎ কটুতিক্তাদি যে-যে ভেষজ দ্বারা কফদোষের শান্তি হয়, সেই-সেই ভেষজ দ্বারা কফদোষের দূষ্য পদার্থেরও সমতা হইয়া থাকে।

পিত্তজনিত ছয়প্রকার মেহ বিষমক্রিয়ত্বহেতু যাপ্য অর্থাৎ মধুরাদি যে-ভেষজ পিত্তহর, তাহা মেদস্কর এবং কটুকাদি যে-ভেষজ মেদোহর, তাহা পিত্তকর; এইরূপ ক্রিয়াবৈষম্যহেতুই পিত্তজ মেহ যাপ্য হইয়া থাকে।

বায়ুজনিত চারিপ্রকার মেহ মহাত্যয়ত্বহেতু অসাধ্য অর্থাৎ বায়ুমজ্জাদি গম্ভীর ধাত্বাশ্রয়ী, বহুবিপত্তি-জনক ও আশু অনিষ্টকারী হওয়াতে কোনপ্রকার ভেষজেই তাহার প্রতিকার হয় না, সুতরাং বায়ুজ মেহ অসাধ্য। সর্ব্বপ্রকার প্রমেহেই বায়ু পিত্ত ও কফ এই তিনটি দোষ এবং মেদ রক্ত শুক্র, দৈহিক জলীয় পদার্থ, বসা (মাংসস্নেহ), লসীকা (মাংস ও ত্বকের অভ্যন্তরস্থ জলীয় পদার্থ), মজ্জা (অস্থিমধ্য-গত স্নেহ), রস, ওজঃ (সর্ব্বধাতুসার) ও মাংস এই সকল দূষ্যপদার্থ। সমুদায়ে ২০ প্রকার মেহ, তন্মধ্যে কফজ ১০, পিত্তজ ৬ ও বায়ুজ ৪ প্রকার।

মেহরোগ জন্মিবার পূর্ব্বে দন্ত ও চক্ষুকর্ণাদিতে অধিক মলসঞ্চয়, হস্তপদের জ্বালা, দেহের চিক্কণতা, তৃষ্ণা ও মুখের মধুরতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

মূত্রের পরিমাণাধিক্য ও আবিলবর্ণতা, এই দুইটি লক্ষণ সকলপ্রকার মেহেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যদিও বাতজাদি সকলপ্রকার মেহেরই দোষ ও দূষ্য পদার্থসকল সমান, তথাপি মেহরোগ যে একরূপ না-হইয়া বিংশতি প্রকারে বিভিন্ন হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই, যেমন শ্বেত পীত লোহিত কৃষ্ণ ও শ্যাব এই পাঁচটি বর্ণের ন্যূনাধিক্য ও সংযোগবিশেষে কপিলাদি নানাপ্রকার বর্ণ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ মেহ সম্বন্ধে দোষ ও দূষ্য পদার্থসকলের প্রভেদ না-থাকিলেও উহাদের উৎকর্ষাপকর্ষ ও সংযোগবিশেষে মূত্রের বর্ণাদিভেদ হয় এবং সেই মূত্রভেদানুসারেই মেহরোগের প্রকারভেদ হইয়া থাকে। প্রত্যেক মেহের স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র লক্ষণ ক্রমশ লিখিত হইতেছে।

, ইক্ষুমেহ, সান্দ্রমেহ, সুরামেহ, পিষ্টমেহ, শুক্রমেহ, সিকতামেহ, শীতমেহ, শনৈমেহ ও , এই দশটি কফজ। তন্মধ্যে উদকমেহে রোগী স্বচ্ছ, বহুপরিমিত, শ্বেতবর্ণ, শীতল, জলবৎ গন্ধহীন, কিঞ্চিৎ আবিল ও পিচ্ছিল মূত্রত্যাগ করে।

ইক্ষুমেহে প্রস্রাব ইক্ষুরসের ন্যায় অত্যন্ত মিষ্ট হয়।

সান্দ্রমেহে প্রস্রাব পর্য্যুষিত (বাসি) হইলে ঘনীভূত হয়।

সুরামেহে মূত্র সুরাতুল্য এবং উপরিভাগে স্বচ্ছ ও নিম্নে ঘন হইয়া থাকে।
পিষ্টমেহে মূত্রণকালে রোগী রোমাঞ্চিত হয় এবং বহু পরিমাণে পিটুলিগোলা জলের ন্যায় শ্বেতবর্ণ প্রস্রাব করে।
শুক্রমেহে প্রস্রাব শুক্রাভ বা শুক্রমিশ্র হইয়া থাকে।
সিকতামেহে বালুকাকণার ন্যায় অতি সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম কঠিন কণাযুক্ত মূত্র নিঃসৃত হয়।
শীতমেহে মূত্র অতিশয় শীতল মধুরাস্বাদ ও বহুপরিমিত হইয়া থাকে।
শনৈর্মেহে শনৈঃ-শনৈঃ অল্প-অল্প মূত্র নির্গত হয়।
লালামেহে লালাযুক্ত, তন্তুবিশিষ্ট ও পিচ্ছিল প্রস্রাব হয়।
ক্ষারমেহ, নীলমেহ, কালমেহ, হারিদ্রমেহ, মাঞ্জিষ্ঠমেহ ও রক্তমেহ এই ৬টি পিত্তজ।
ক্ষারমেহে ক্ষারজলের ন্যায় গন্ধ বর্ণ স্বাদ ও স্পর্শবিশিষ্ট মূত্র নির্গত হয়।
নীলমেহে নীলবর্ণ এবং কালমেহে মসীনিভ মূত্র নিঃসৃত হয়।
হারিদ্রমেহে মূত্র হরিদ্রাবর্ণ ও কটুরস এবং প্রস্রাবকালে লিঙ্গনালে জ্বালা হইয়া থাকে।
মাঞ্জিষ্ঠমেহে মূত্র আমগন্ধযুক্ত মঞ্জিষ্ঠাজলের ন্যায় লোহিতবর্ণ হয়।
রক্তমেহে মূত্র আমগন্ধযুক্ত, উষ্ণ, লবণাস্বাদ ও রক্তবর্ণ হয়।
বসামেহ, মজ্জমেহ, ক্ষৌদ্রমেহ ও হস্তিমেহ এই ৪টি বাতজ।
তন্মধ্যে বসামেহে মুহুর্ম্মুহু বসাভ বা বসামিশ্র মূত্র নির্গত হয়। (সুশ্রুত গ্রন্থে এই বসামেহ সর্পিমেহ নামে পঠিত)।
মজ্জমেহে মজ্জাভ বা মজ্জমিশ্র মূত্র প্রস্রুত হয়।
ক্ষৌদ্রমেহে মূত্র কষায় মধুর ও রুক্ষ হইয়া থাকে। (চরক গ্রন্থে এই ক্ষৌদ্রমেহ মধুমেহ নামে পঠিত)।
হস্তিমেহে রোগী মত্ত হস্তির ন্যায় নিরন্তর বেগবর্জ্জিত মূত্রত্যাগ করে। কখনও বা মূত্ররোধ হইয়া যায়। হস্তিমেহের মূত্রে লসীকা-নামক জলীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকে।
কফজ মেহের উপদ্রব—আহারের অপরিপাক, অরুচি, বমি, নিদ্রাধিক্য, আর্দ্রকাস ও পীনস।
পিত্তজ মেহের উপদ্রব—বস্তি ও লিঙ্গে সূচীবেধবৎ বেদনা, পাকনিবন্ধন অণ্ডকোষের বিদারণ, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, অম্লোদগার, মূর্চ্ছা ও মলভেদ।
বাতজ মেহের উপদ্রব—উদাবর্ত্ত, কম্প, হৃদয়বেদনা, সর্ব্বপ্রকার আহারে লোলুপতা, শূল, অনিদ্রা, শোষ (যক্ষ্মা), কাস ও শ্বাস।

প্রমেহনিবৃত্তিলক্ষণম্

প্রমেহিণো যদা মূত্রমনাবিলমপিচ্ছিলম্। বিষদং তিক্তকটুকং তদারোগ্যং প্রচক্ষতে।।

প্রমেহরোগীর মূত্র আবিলতাহীন, অপিচ্ছিল, স্বচ্ছ এবং তিক্ত-কটুরসবিশিষ্ট হইলে রোগ নিবৃত্ত হইয়াছে জানিবে।

প্রমেহরোগ চিকিৎসা

স্থূলঃ পরমেহী বলবানিহৈকঃ কৃশস্তথান্য পরিদুর্ব্বলশ্চ। সংবৃংহণং তত্র কৃশস্য কার্য্যং সংশোধনং দোষ-বলাধিকস্য।।

প্রমেহরোগীর মধ্যে কেহ বা স্থূল ও বলবান, কেহ বা কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে। কৃশ ব্যক্তির

পক্ষে বৃংহণ অর্থাৎ বলমাংসবৃদ্ধিকারক ঔষধ এবং বলবান ও প্রভূত দোষাক্রান্তের পক্ষে সংশোধন অর্থাৎ বমন-বিরেচনাদি ব্যবস্থেয়।

ঊর্দ্ধং তথাধশ্চ মলেঽপনীতে মেহেষু সন্তর্পণমেব কার্য্যম্। সংশোধনং নার্হতি যঃ প্রমেহী তস্য ক্রিয়া সংশমনী বিধেয়া।।

মেহরোগ বমন ও বিরেচন দ্বারা দোষসকল উর্ধ্বাধঃ নিঃসৃত হইলে সন্তর্পণ ক্রিয়া করিবে। যে-প্রমেহ রোগীর বমন-বিরেচনাদি শোধনক্রিয়া নিষিদ্ধ, তাহার পক্ষে শমন ঔষধ বিধেয়।

শ্লেষ্মজ দশবিধ প্রমেহ চিকিৎসা

হরীতকীকট্‌ফলমুস্তলোধ্রাঃ পাঠাবিড়ঙ্গার্জ্জুনধন্বনাশ্চ। উভে হরিদ্রে তগরং বিড়ঙ্গং কদম্বশালার্জ্জুনদীপ্যকাশ্চ।। দার্ব্বী বিড়ঙ্গং খদিরো ধবশ্চ সুরাহ্বকুষ্ঠার্জ্জুনচন্দনানি। দার্ব্ব্যগ্নিমন্থৌ ত্রিফলা সপাঠা পাঠা চ মূর্ব্বা চ তথা শ্বদংষ্ট্রা।। যবান্যুশীরাণ্যভয়া গুড়ূচী জম্বূশিবাচিত্রকসপ্তপর্ণাঃ। পাদৈঃ কষায়া মধুমেহিনাং তে দশোপদিষ্টা মধুসংপ্রযুক্তাঃ।। জলপ্রমেহেক্ষুরসপ্রমেহে সান্দ্রপ্রমেহে চ সুরাপ্রমেহে। পিষ্টপ্রমেহেঽপি চ শুক্রমেহে ক্রমাদমী স্যুঃ সিকতাপ্রমেহে।। শীতপ্রমেহে চ শনৈঃপ্রমেহে লালাপ্রমেহেঽপি সুখায় তেযাম্।।

হরীতকী, কটফল, মুতা, লোধ। আকনাদি, বিড়ঙ্গ, অর্জ্জুন, ধামনা। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তগর-পাদুকা, বিড়ঙ্গ। কদম্ব, শাল, অর্জ্জুন, যমানী। দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, খদির, ধাওয়া। দেবদারু, কুড়, অর্জ্জুন, চন্দন। দারুহরিদ্রা, গণিয়ারি, ত্রিফলা, আকনাদি। আকনাদি, মূর্ব্বা, গোক্ষুর। যমানী, বেণার মূল, হরীতকী, গুলঞ্চ। জামছাল, হরীতকী, চিতা, ছাতিম। এই দশ-যোগের কষায় মধুযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে। এই ১০টি কষায় যথাক্রমে প্রযুক্ত হইয়া উদকমেহ, ইক্ষুমেহ, সান্দ্রমেহ, সুরামেহ, পিষ্টমেহ, শুক্রমেহ, সিকতামেহ, শীতমেহ, শনৈর্মেহ ও লালামেহ এই দশটি মেহ নিবারণ করে।

পারিজাতজয়ানিম্ব-বহ্নিগায়ত্রীণাং পৃথক্। পাঠায়াঃ সাগুরোঃ পীতাদ্বয়স্য শারদস্য চ।। জলেক্ষুমদ্যসিকতা-শনৈর্লবণপিষ্টকান্। সান্দ্রমেহান্ ক্রমাদ্ ঘ্নন্তি চাষ্টৌ ক্বাথাঃ সমাক্ষিকাঃ।।

পালিধামান্দারের ক্বাথ, জয়ন্তীর ক্বাথ, নিমের ক্বাথ, চিতার ক্বাথ, খদিরের ক্বাথ, আকনাদি ও অগুরুর ক্বাথ, হরিদ্রা ও ছাতিমের ক্বাথ, এই ৮ প্রকার ক্বাথ মধু-সহ প্রযুক্ত হইলে যথাক্রমে জলমেহ, ইক্ষুমেহ, সুরামেহ, সিকতামেহ, শনৈর্মেহ, লবণমেহ, পিষ্টমেহ এবং সান্দ্রমেহ নিবারিত হয়।

শনৈর্মেহিনাং ত্রিফলাগুডূচীকষায়ম্, পিষ্টমেহিনাং হরিদ্রাদ্বিতয়কষায়ম্, সিকতামেহিনাং নিম্বকষায়ম্, উদকমেহিনাং পারিজাতকষায়ং পায়য়েৎ। সান্দ্রমেহিনাং সপ্তপর্ণকষায়ম্, লালামেহিনাং ত্রিফলায়গ্বধ-কষায়ং পায়য়েৎ। শুক্রমেহিনাং দূর্ব্বাশৈবলপ্লবকরঞ্জকসেরুক-কষায়ং ককুভচন্দনকষায়ং বা, শীতমেহিনাং পাঠাগোক্ষুরকষায়ম্, ইক্ষুমেহিণাং নিম্বকষায়ম্, সুরামেহিণাং শাল্মলীকষায়ং পায়য়েৎ।।

শনৈর্মেহে ত্রিফলা ও গুলঞ্চের কষায়, পিষ্টমেহে হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার কষায়, সিকতামেহে নিমের, উদকমেহে পালিধার ও সান্দ্রমেহে ছাতিমের কষায়, লালামেহে ত্রিফলা ও সোঁদালের কষায়, শুক্রমেহে দূর্ব্বা, শৈবাল, কৈবর্ত্তমতা, করঞ্জ ও কেশুরের অথবা অর্জ্জন ও চন্দনের কষায়, শীতমেহে আকনাদি ও গোক্ষুরের কষায়, ইক্ষুমেহে নিমের ও সুরামেহে শিমুলের কষায় পান করিতে দিবে।

পিত্তজ প্রমেহ চিকিৎসা

লোধ্রার্জ্জুনোশীরকুচন্দনানামরিষ্টসেব্যামলকাভয়ানাম্। ধাত্র্যার্জ্জুনারিষ্টকবৎসকানাং নীলোৎপলানাং তিনিশার্জ্জুনানাম্।। চত্বার এতে বিহিতাঃ কষায়াঃ পিত্তপ্রমেহে মধুসংপ্রযুক্তাঃ।।

লোধ, অর্জ্জুন, বেণার মূল ও রক্তচন্দন। নিম, বেণার মূল, আমলকী ও হরীতকী। আমলকী, অর্জ্জুন, নিম ও কুড়চি। নীলোৎপল, তিনিশ ও অর্জ্জুন। এই চারিটি যোগের ক্বাথ মধু-সহ প্রযোজিত হইলে পিত্তজ মেহ নিবারিত হয়।

উশীরলোধ্রার্জ্জুনচন্দনানামুশীরমুস্তামলকাভয়ানাম্। পটোলনিম্বামলকামৃতানাং মুস্তাভয়াপদ্মকবৃক্ষাকাণাম্।। লোধ্রাম্বুকালীয়কধাতকীনাং নিম্বার্জ্জুনম্রাতনিশোৎপলানাম্। মাঞ্জিষ্ঠহারিদ্রকনীলকৃষ্ণক্ষারাখ্যরক্তে ক্রমশঃ কষায়াঃ।। (পদ্মকমিত্যত্র ক্বচিৎ পুষ্করং ক্বচিৎ মুস্তক ইতি পাঠান্তরম্)।

বেণার মূল, লোধ, অর্জ্জুনছাল ও রক্তচন্দন। বেণার মূল, মুতা, আমলকী ও হরীতকী। পলতা, নিমছাল, আমলকী ও গুলঞ্চ। মুতা, হরীতকী, পদ্মকাষ্ঠ ও কুড়চি। লোধ, বালা, দারুহরিদ্রা ও ধাইফুল। নিমছাল, অর্জ্জুন, আমড়াছাল, হরিদ্রা ও নীলোৎপল। এই ছয়টি যোগের ক্বাথ মধু সংযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহারা যথাক্রমে মাঞ্জিষ্ঠমেহ, হারিদ্রমেহ, নীলমেহ, মসীমেহ, ক্ষারমেহ ও রক্তমেহ এই ছয় প্রকার মেহ বিনষ্ট করে।

অশ্বত্থাচ্চতরঙ্গুল্যান্ন্যগ্রোধাদেঃ ফলত্রয়াৎ। সজিঙ্গীরক্তসারাচ্চ ক্বাথাঃ পঞ্চ সমাক্ষিকাঃ। নীলহারিদ্রশুক্রাখ্যক্ষারমাঞ্জিষ্ঠকাহ্বয়ান্। মেহান্ হন্যুঃ ক্রমাদেতে সক্ষৌদ্রো রক্তমেহজিৎ। ক্বাথঃ খর্জ্জূরকাশ্মর্য্যা-তিন্দুকাস্থ্যমৃতাকৃতঃ।।

অশ্বত্থের ক্বাথ, সোঁদালের ক্বাথ, ন্যগ্রোধাদিগণের ক্বাথ, ত্রিফলার ক্বাথ এবং মঞ্জিষ্ঠা ও রক্তচন্দনের ক্বাথ, এই পাঁচপ্রকার ক্বাথ মধু-সহ প্রযুক্ত হইলে যথাক্রমে নীলমেহ, হারিদ্রমেহ, শুক্রমেহ, ক্ষারমেহ ও মাঞ্জিষ্ঠমেহ প্রশমিত হয়। খর্জ্জূর, গাম্ভারীফল, গুলঞ্চ ও গাবফলের বীজ ইহাদের ক্বাথ সুশীতল করিয়া মধু-সহ সেবন করিলে রক্তমেহ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ছিন্নাবহ্নিকষায়েণ পাঠাকুটজরামঠম্। তিক্তাকুষ্ঠঞ্চ সংচূর্ণ্য সর্পির্মেহে পিবেন্নরঃ।

গুলঞ্চ ও চিতার ক্বাথে আকনাদি, কুড়চি, হিং, কটকী ও কুড় এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্পির্মেহ নিবারিত হইয়া থাকে।

পাঠাশিরীষদুঃস্পর্শমূর্ব্বাকিংশুকতিন্দুকৈঃ। কপিত্থানাং ভিষক্ ক্বাথং হস্তিমেহে প্রযোজয়েৎ।।

আকনাদি, শিরীষ, দুরালভা, মূর্ব্বা, কিংশুক, গাব ও কয়েৎবেল ইহাদের ক্বাথ হস্তিমেহে প্রয়োগ করিবে।

পূগারিমেদয়োঃ ক্বাথং সক্ষৌদ্রঃ ক্ষৌদ্রমেহিণাম্।।

সুপারি ও গুয়েবাবলার ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মধুমেহ নিবারিত হয়।

চাঙ্গেরীমেদয়োঃ ক্বাথঃ সক্ষৌদ্রঃ ক্ষৌদ্রমেহিণাম্।।

মধুমেহে আমরুল ও মেদার ক্বাথ মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিতে দিবে।

বসামেহিনামগ্নিমন্থকষায়ং শিংশপাকষায়ং বা।।

বসামেহে গণিয়ারি বা শিংশপার ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে।

দ্বন্দ্বজ মেহ চিকিৎসা

কম্পিল্লসপ্তচ্ছদশালজানি বৈভীতরৌহীতককৌটজানি। কপিত্থপুষ্পানি চ চূর্ণিতানি ক্ষৌদ্রেণ লিহ্যাৎ কফপিত্তমেহী।।

পিত্তশ্লেষ্মমেহে কমলাগুঁড়ি, ছাতিম, শাল, বহেড়া, রোহিতক (রক্তপুষ্পবৃক্ষবিশেষ), কুড়চি ও কয়েৎবেল ইহাদের পুষ্প চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিবে।

হরীতকীকট্‌ফলমুস্তলোধ্র-কুচন্দনোশীরকৃতঃ কষায়ঃ। ক্ষৌদ্রেণ যুক্তঃ কফবাতমেহং নিহন্তি পীতারজসা চ পীতঃ।।

হরীতকী, কটফল, মুতা, লোধ, বেণার মূল ও রক্তচন্দনের ক্বাথে মধু বা হরিদ্রাচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতশ্লেষ্মমেহ বিনষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গরজনীদ্বন্দ্ব-খদিরোশীরপূগজঃ। ক্বাথঃ পীতো নিহন্ত্যাশু মেহং পিত্তানিলোদ্ভবম্।।

বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, খদির, বেণার মূল ও গুবাক ইহাদের ক্বাথ পান করিলে বাতপিত্তোদ্ভব মেহ আশু নিবারিত হয়।

ত্রিদোষজ মেহ চিকিৎসা

ত্রিফলাদারুদার্ব্ব্যব্দ-ক্বাথঃ ক্ষৌদ্রেণ মেহহা। গুড়ুচ্যাঃ স্বরসঃ পীতো মধুনা সর্ব্বমেহজিৎ।।

ত্রিফলা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা ও মুতা ইহাদের ক্বাথ, অথবা গুলঞ্চের স্বরস মধুর সহিত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সর্ব্বমেহহরো ধাত্র্যা রসঃ ক্ষৌদ্রনিশাযুতঃ। কষায়স্ত্রিফলাদারু-মুস্তকৈরথবা কৃতঃ।।

আমলকীর রস অথবা ত্রিফলা, দেবদারু ও মুতার ক্বাথ এই উভয় যোগই মধু ও হরিদ্রাচূর্ণ-সহ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হয়।

ফলত্রিকং দারুনিশাং বিশালাং মুস্তঞ্চ নিঃক্বাথ্য নিশাংশকল্কম্। পিবেৎ কষায়ং মধু সংপ্রযুক্তং সর্ব্বপ্রমেহেষে সমুত্থিতেষু।। (নিশায়া অংশশ্চতুর্থো ভাগঃ সমুদিতক্বাথ্যাপেক্ষয়া, স এব কল্কঃ। প্রক্ষেপরূপশ্চূর্ণঃ। ব্যবহারস্ত্বনেনৈব। চক্র, টীঃ)।

ত্রিফলা, দারুহরিদ্রা, রাখালশসা ও মুতা ইহাদের ক্বাথে মিলিত দ্রব্যের সিকি ভাগ হরিদ্রাচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ করিয়া সকল মেহে প্রয়োগ করিবে। (কাহারও মতে প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, কাহারও মতে ত্রিফলা হইতে মুতা পর্য্যন্ত প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া যত হইবে, হরিদ্রা তত লইবে)।

ত্রিফলালৌহশিলাজতপথ্যাচূর্ণঞ্চ লীঢ়মেকৈকম্। মধুনামরাস্বরস ইব সর্ব্বান্ মেহান্ নিবারয়তি।। (প্রত্যেকং ত্রিফলাদিচতুর্ণাং চূর্ণং মধুনা লেহ্যম্)।

ত্রিফলা, লৌহ, শিলাজতু বা হরীতকীচূর্ণ অথবা গুলঞ্চের রস মধুর সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহ নিবারিত হয়।

স্ফাটিকং চূর্ণমাদায় নারিকেলোদরে ক্ষিপেৎ। তৎ ফলং পঙ্কমধ্যে তু স্থাপয়েদকরাত্রকম্।। প্রাতরানীয় সজলং চূর্ণং পেয়ং প্রযত্নতঃ। অনেন চিরকালীনো মেহো নশ্যতি নিশ্চিতম্।।

কিঞ্চিৎ ফটকিরিচূর্ণ সজল নারিকেলের মধ্যে নিহিত করিয়া ঐ নারিকেল পঙ্ক-মধ্যে এক রাত্রি মগ্ন করিয়া রাখিবে। পরদিন প্রাতঃকালে উহা উদ্ধৃত করিয়া ঐ চূর্ণ ও জল একত্র পান করিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন মেহও নষ্ট হয়।

শতাবর্য্যা রসং নীত্বা ক্ষীরেণ সহ যঃ পিবেৎ। প্রমেহা বিংশতিস্তস্য ক্ষয়ং যান্তি ন সংশয়ঃ।।

শতমূলীর রস দুগ্ধের সহিত পান করিলে বিংশতি প্রকার মেহ বিনষ্ট হয়।

আমদুগ্ধং সমজলং যঃ পিবেৎ প্রাতরুত্থিতঃ। নিঃসংশয়ং শুক্রমেহং পুরাণস্তস্য নশ্যতি।।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে কাঁচা দুগ্ধ ২ ছটাক ও জল ২ ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পুরানো শুক্রমেহও নষ্ট হয়।

পলাশপুষ্পতোলৈকং সিতায়া অর্দ্ধতোলকম্। পিষ্টং শীতাম্ভসাপীতং মেহং হন্তি ন সংশয়ঃ।।

পলাশপুষ্প ১ তোলা ও চিনি অর্দ্ধতোলা বাটিয়া শীতল জলের সহিত পান করিলে নিশ্চয়ই মেহ নিবারিত হয়।

শাল্মলীত্বগ্রসোপেতং সংক্ষৌদ্ররজনীরজঃ। বঙ্গভস্ম হরেন্মেহান্ পঞ্চানন ইব দ্বিপান্।।

শিমুলছালের রস, মধু ও হরিদ্রাচূর্ণ এই সকল দ্রব্যের সহিত বঙ্গভস্ম সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহ প্রশান্ত হয়।

এলাদি চূর্ণম্

এলাশিলাজতুকণাপাষাণভেদনির্ম্মিতং চূর্ণম্। তণ্ডুলজলেন পীতং প্রমেহরোগং হরত্যাশু।।

এলাইচ, শিলাজতু, পিপুল ও পাষাণভেদী ইহাদের চূর্ণ তণ্ডুলজলের সহিত পান করিলে আশু প্রমেহ নিবৃত্ত হয়।

কর্কটীবীজাদি চূর্ণম্

কর্কটীবীজসিন্ধুত্থ-ত্রিফলাসমভাগিকম্। পীতামুষ্ণাম্ভসা চূর্ণং মূত্ররোধং নিবারয়েৎ।।

মেহরোগে প্রস্রাবরোধ হইলে কাঁকুড়বীজ, সৈন্ধবলবণ ও ত্রিফলা ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে।

ন্যগ্রোধাদি চূর্ণম্

ন্যগ্রোধোডুম্বরাশ্বত্থ-শ্যোণাকরগ্বধাসনম্। আম্রজম্বূকপিত্থঞ্চ পিয়ালং ককুভং ধবম্।। মধুকো মধুকং লোধ্রং বরুণং পারিভদ্রকম্। পটোলং মেষশৃঙ্গী চ দন্তী চিত্রকমাঢ়কী।। করঞ্জত্রিফলাশক্র-ভল্লাতকফলানি চ। এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।। ন্যগ্রোধাদ্যমিদং চূর্ণং মধুনা সহ লেহয়েৎ। ফলত্রয়রসঞ্চানু পিবেন্মূত্রং বিশুধ্যতি।। এতনে বিংশতির্মেহা মূত্রকৃচ্ছ্রাণি যানি চ। প্রশমং যান্তি যোগেন পিড়কা ন চ জায়তে। ন্যগ্রোধাদ্যমিদং তত্র চাম্রজম্বস্থি গৃহ্যতে।।

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, শোণা, সোঁদাল, অসন (পীতশাল), আমের আঁটি, জামের আঁটি, কয়েৎ বেল, পিয়াল, অর্জ্জুন, ধাওয়া, মৌলসার, যষ্টিমধু, লোধ, মেষশৃঙ্গী, বরুণছাল, পালিধামান্দার, পলতা, দন্তী, চিতা, অড়হর, করঞ্জফল, ত্রিফলা, কুড়চি ও ভেলার ফল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণের নাম ন্যগ্রোধাদি চূর্ণ। ইহা মধুর সহিত লেহন করিয়া ত্রিফলার ক্বাথ বা ত্রিফলা-ভিজা জল অনুপান করিলে বিংশতি প্রকার মেহ ও সমস্ত মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হইবে। পিড়কা জন্মিবে না।

কুশাবলেহঃ

কশঃ কাশঃ বীরণশ্চ কৃষ্ণেক্ষুঃ খগ্গড়স্তথা। এষাং দশপলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।। অষ্টভাগাবশেষন্তু কষায়মবতারয়েৎ। খণ্ডপ্রস্থং সমাদায় লেহবৎ সাধ সাধয়েৎ।। অবতার্য্য ততঃ পশ্চাচ্চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ। মধুকং কর্কটীবীজং কর্কারুং ত্রপুষং তথা।। শুভামলকপত্রাণি ত্বগেলানাগ-

• কেশরম্। বরুণামৃতপ্রিয়ঙ্গুণাং প্রত্যেকমক্ষসম্মিতম্।। প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি মূত্রাঘাতাংস্তথাশ্মরীঃ। বাতিকান্ পৈত্তিকাংশ্চাপি শ্লৈষ্মিকান্ সান্নিপাতিকান্। হন্ত্যরোচকামত্যুগ্রং বলপুষ্টিকরং পরম্।।

কুশ, কাশ, বেণা, কৃষ্ণ ইক্ষু ও খাগড়া ইহাদের মূল প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। এই অবশিষ্ট ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে চিনি ২ সের দিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে নামাইয়া তাহাতে যষ্টিমধ, কাঁকড়বীজ, কমড়াবীজ, শসাবীজ, বংশলোচন, আমলকী, তেজপত্র, গুড়ত্বক, এলাইচ, নাগেশ্বর, বরুণছাল, গুলঞ্চ ও প্রিয়ঙ্গ প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক প্রমেহ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও উগ্র অরোচক নষ্ট এবং বল ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়।

শিলাজতুপ্রয়োগঃ

শালসারাদিতোয়েন ভাবিতং যচ্ছিলাজতু। পিবেৎ তেনৈব সংশুদ্ধদেহঃ পিষ্টং যথাবলম্।। জঙ্গেলানাং রসৈঃ সার্দ্ধং তস্মিন্ জীর্ণে চ ভোজনম্। কুর্য্যাদেবং তুল্যং যাবদুপযুঞ্জীত মানবঃ।। মধুমেহং বিহায়াসৌ শর্করামশ্মরীং তথা। বপুর্বর্ণবলোপেতঃ শতঃ জীবত্যনাময়ঃ।। মাক্ষিকং ধাতুমপ্যেবং যুঞ্জ্যাদস্যাপ্যয়ং গুণঃ।। (তেনৈবেতি শালসারাদিতোয়েনৈব পিবেৎ। সংশুদ্ধদেহ ইতি বমনাদিনা। তুলাং যাবদুপযুঞ্জীত ইতি প্রতিদিনমর্দ্ধকর্ষাদিমাত্রয়া। চক্র টীকা)।

শালসারাদি গণের ক্বাথে শিলাজতু ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে পেষণ করিবে এবং শালসারাদি গণেরই ক্বাথের সহিত ঐ শিলাজতু সেবন করিবে। শিলাজতু জীর্ণ হইলে জাঙ্গল মাংসের যূষের সহিত অন্নভোজন করা কর্ত্তব্য। বমনাদি দ্বারা শুদ্ধদেহ ব্যক্তি এই ঔষধ (শিলাজতু) অর্দ্ধ কর্ষাদি মাত্রায় প্রতিদিন সেবন করিবে। সেবিত ঔষধের মোট পরিমাণ যখন ১২॥০ সের হইবে, তখন ঔষধ সেবনে নিরস্ত হইবে। ইহাতে মধুমেহ, শর্করা ও অশ্মরী রোগ দূরীভূত হইয়া বল, বর্ণ ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। শিলাজতু প্রয়োগের বিধি অনুসারে স্বর্ণমাক্ষিক ধাতু সেবন করাইলেও তদ্রূপ উপকার হয়।

শালসারাদি লেহঃ

শালসারাদিবর্গস্য ক্বাথে তু ঘনতাং গতে। দন্তীলোধ্রশিবাকান্ত-লৌহতাম্ররজঃ ক্ষিপেৎ।। ঘনীভূতমদগ্ধঞ্চ প্রাশ্য মেহান্ ব্যপোহতি।।

শালসারাদি গণের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া লেহপাকের নিয়মানুসারে যথাবিধি পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে তাহাতে দন্তীমূল, লোধকাষ্ঠ, হরীতকী, কান্তলৌহ ও তাম্র এই সমুদায়ের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। সাবধান থাকিবে যেন চূর্ণসকল দগ্ধ হইয়া না-যায়, অথচ পাক ঘনীভূত হয়। এই অবলেহ সেবনে সমস্ত মেহ বিনষ্ট হয়।

গোক্ষুরাদি গুটী

ত্রিকটুত্রিফলাতুল্যং গুগগুলুঞ্চ সমাংশকম্। গোক্ষুরক্বাথসংযুক্তাং গুটিকাং কারয়েদ্ বুধঃ।। দেশকাল-বলাপেক্ষী ভক্ষয়েচ্চানুলোমিকাম্। ন চাত্র পরিহারোঽস্তি কর্ম্ম কুর্য্যাদ্ যথেপ্সিতম্।। প্রমেহান্ বাত-রোগাংশ্চ বাতশোণিতমেব চ। মূত্রাঘাতং মূত্রদোষং প্রদরঞ্চানুনাশয়েৎ।।

ত্রিফলা ও ত্রিকটু সমভাগ, উভয়ের সমান গুগগুলু একত্র গোক্ষুরের ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। দেশ, কাল ও রোগীর বল বিবেচনা করিয়া এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে প্রমেহ, মূত্রাঘাত, মূত্রদুষ্টি, প্রদর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

চন্দ্রপ্রভা গুটী

বেল্লব্যোষফলত্রিকং ত্রিলবণং দ্বিক্ষারচব্যানলশ্যামাপিপ্পলিমূলমুস্তকশটীমাক্ষীকধাতুত্বচঃ। ষড়্গ্রন্থামর-দারুবারণকণাভূনিম্বদন্তীনিশাপত্রৈলাতিবিষাঃ পিচুপ্রতিমিতা লৌহস্য কর্ষাষ্টকম্।। ত্বক্ক্ষীরী পলিকা পুরাদ্দশ পলান্যষ্টৌ শিলাজন্মনোমানাৎ কর্ষসমা কৃতেতি গুটিকা সংযোজ্য সর্ব্বং ভিষক্।। তত্রৈব প্রতিবাসরং সহ ঘৃতক্ষৌদ্রেণ লিহ্যাদিমাং তক্রং মস্তু চ গোঘৃতং মধুরসং পশ্চাৎ পিবেন্মাত্রয়া।।

বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, সৈন্ধব সচল ও বিটলবণ, সাচিক্ষার, যবক্ষার, চই, চিতা, অনন্তমূল, পিপলমূল, মতা, শটী, স্বর্ণমাক্ষিক, গুড়ত্বক, বচ, দেবদারু, গজপিপ্পলী, চিরতা, দন্তী, হরিদ্রা, তেজপত্র, এলাইচ ও আতইচ, প্রত্যেক ২ তোলা, লৌহ ১৬ তোলা, বংশলোচন ৮ তোলা, শোধিত গুগগুল ১০ পল, শিলাজতু ৮ পল, এই সকল একত্র মর্দ্দন করিয়া ঘৃত ও মধু-সহ সেবন করিবে। অনুপান তক্র, দধির মাত, গব্য ঘৃত প্রভৃতি।

রসপ্রয়োগঃ

মেহান্তকো রসঃ

রসগন্ধকলৌহঞ্চ তারবঙ্গত্রিভাগিকম্। অভ্রকস্য ত্রয়ো ভাগা ভাগার্দ্ধেন সুবর্ণকম্।। সর্ব্বচূর্ণসমং দদ্যাৎ তালমূলীসুচূর্ণিতম্। নানারোগহরং শ্রেষ্ঠং বাতপিত্তভবং মহৎ। কান্তিপুষ্টিকরঞ্চৈব রতিশক্তিবিবর্দ্ধনম্।।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, রৌপ্য ও বঙ্গ প্রত্যেক ৩ ভাগ, অভ্র ৩ ভাগ, স্বর্ণ অর্দ্ধভাগ এবং সকলের সমান তালমূলীচূর্ণ, একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাতে বাতিক, পৈত্তিক মেহ ও নানা রোগ বিনষ্ট হয় এবং কান্তি পুষ্টি ও রতিশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

মেহকুলান্তকো রসঃ

মৃতং বঙ্গং মৃতঞ্চাভ্রং শুদ্ধ পারদগন্ধকম্। ভূনিম্বং পিপ্পলীমূলং ত্রিকট ত্রিফলা ত্রিবৃৎ।। রসাঞ্জনং বিড়ঙ্গাব্দ-বিল্বগোক্ষুরদাড়িমম্। প্রত্যেকং তোলকং গ্রাহ্যং শুদ্ধমশ্মজতোঃ পলম্।। গোপালকর্কটীমূল-স্বরসৈর্বটিকাং কুরু। প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি মূত্রকৃচ্ছ্রং হলীমকম্।। অশ্মরীং কামলাং পাণ্ডুং মূত্রাঘাতম-রোচকম্। অনুপানং প্রযোক্তব্যং ছাগীদুগ্ধং পয়োঽথবা। ধাত্রীফলস্য নির্য্যাসং ক্বাথং কৌলত্থজং পিবেৎ।।

বঙ্গ, অভ্র, পারদ, গন্ধক, চিরতা, পিপুল, মূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তেউড়ী, রসাঞ্জন, বিড়ঙ্গ, মুতা, বেলশুঁঠ, গোক্ষুরবীজ, দাড়িমবীজ, প্রত্যেক ১ তোলা, শিলাজতু ৮ তোলা। এই সমুদায় বনকাঁকুড়ের মূলের রসে মর্দ্দন করিয়া বটিকা করিবে। (ব্যবহার ২ রতি পরিমিত)। অনুপান ছাগদুগ্ধ, জল, আমলকীর রস বা কুলত্থকলায়ের ক্বাথ। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও হলীমক প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

পঞ্চাননো রসঃ

সূতং গন্ধং মৃতং লৌহং মৃতমভ্রং সমাংশিকম্। সর্ব্বেষাং দ্বিগুণং বঙ্গং মধুনা মর্দ্দয়েদ্দিনম্।। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় শীততোয়ং পিবেদনু। প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি মূত্রাঘাতাংস্তথাশ্মরীম্। মূত্রকৃচ্ছ্রং হরেদুগ্রময়ং পঞ্চাননো রসঃ।।

পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেক ১ তোলা, বঙ্গ ৮ তোলা এই সমুদায় একত্র মধুর সহিত ১ দিন মর্দ্দন করিয়া বটিকা করিবে। (ব্যবহার ১ রতি মাত্রায়)। অনুপান শীতল জল। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও উগ্র মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ হইয়া থাকে।

- **বৃহৎ সোমনাথ রসঃ**

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং পালিধারসমর্দ্দিতম্। রণ্ডাশোধিতগন্ধঞ্চ তেনৈব কজ্জলীকৃতম্।। তদ্দ্বয়োর্দ্বিগুণং লৌহং কন্যারসবিমর্দ্দিতম্। অভ্রকং বঙ্গকং রৌপ্যং খর্পরং মাক্ষিকং তথা।। সবর্ণঞ্চ সমং সর্ব্বং প্রত্যেকঞ্চ রসার্দ্ধকম্। তৎ সর্ব্বং কন্যকাদ্রাবৈর্মর্দ্দয়েদ্ ভাবয়েৎ তথা।। ভেকপর্ণীরসেনৈব গুঞ্জাদ্বয়বটীং হিতাম্। মধুনা ভক্ষয়েচ্চাপি সোমরোগনিবৃত্তয়ে।। প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি বহুমূত্রঞ্চ সোমকম্। মূত্রাতিসারকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতং সদারুণম্।। মূত্রদোষং বহুবিধং প্রমেহং মধসংজ্ঞকম্। হস্তিমেহমিক্ষমেহং লালামেহান্ বিনাশয়েৎ।। বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সোমসংজ্ঞিতম্। নাশয়েদ্ বহুমূত্রঞ্চ প্রমেহমবিকল্পতঃ।।

পালিধার রসে শোধিত হিঙ্গুলোত্থ পারদ ২ তোলা ও ইন্দুরকাণি-পানার রসে শোধিত গন্ধক ২ তোলা, এই উভয়ে কজ্জলী করত তাহার সহিত লৌহ ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িবে। পরে উহার সহিত অভ্র, বঙ্গ, রূপা, খর্পর, স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণ প্রত্যেক ১ তোলা মিশাইয়া ঘৃতকুমারীর ও থুলকুড়ির রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মধু। ইহাতে প্রমেহ, সোমরোগ, বহুমূত্র, মূত্রাতিসার, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও বহুবিধ মূত্রদোষ প্রভৃতি প্রশমিত হইয়া থাকে।

মেহকুঞ্জরকেশরী রসঃ

রসগন্ধায়সাভ্রাণি নাগবঙ্গৌ সুবর্ণকম্। বজ্রকং মৌক্তিকং সর্ব্বমেকীকৃত্য বিচূর্ণয়েৎ।। শতাবরীরসেনৈব গোলকং শুষ্কমাতপে। বুদ্ধা শুষ্কং তমুদ্ধৃত্য শরাবে সুদৃঢ়ে ক্ষিপেৎ।। সন্ধিলেপঃ মৃদা কুর্য্যাদ্ গর্ত্তায়াং গোময়াগ্নিনা। পুটেদ্ যামচতুঃসংখ্যমুদ্ধৃত্য স্বাঙ্গশীতলম্।। শ্লক্ষ্ণখল্লে বিনিক্ষিপ্য গোলং তং মর্দ্দয়েদ্দৃঢ়ম্। দেবব্রাহ্মণপূজাঞ্চ কৃত্বা ধৃত্বাথ কুপিকে।। খাদেদ্ বল্লদ্বয়ং প্রাতঃ শীতঞ্চানু পিবেজ্জলম্। অষ্টাদশপ্রমেহাংশ্চ জয়েন্মাসোপযোগতঃ।। তুষ্টিং তেজো বলং বর্ণং শুক্রবৃদ্ধিঞ্চ দারুণম্। অগ্নের্বলং বিতনুতে মেহকুঞ্জর-কেশরী । দিব্যং রসায়নং শ্রেষ্ঠং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, সীসা, বঙ্গ, স্বর্ণ, হীরা, মুক্তা, এই সকল সমভাগে একত্র করিয়া শতমূলীর রসে মাড়িয়া একটি গোলক করিবে, এই গোলক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া শরাবসংপুটে স্থাপনপূর্ব্বক সন্ধিস্থল মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত করিবে। ইহা গর্ত্তমধ্যে গোময়াগ্নিতে ৪ প্রহর পাক করিয়া শীতল হইলে উদ্ধৃত করিবে। মাত্রা ৪ রতি। প্রাতঃকালে ঔষধ সেবনান্তে কিঞ্চিৎ শীতল জল পান করিবে। এই মেহকুঞ্জরকেশরী এক মাস সেবন করিলে অষ্টাদশ প্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হয় এবং বল বর্ণ তেজ ও শুক্র বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ও শ্রেষ্ঠ রসায়ন।

যোগীশ্বরো রসঃ

মৃতসূতাভ্রনাগানাং তুল্যভাগং প্রকল্পয়েৎ। মহানিম্বস্য বীজোত্থং চূর্ণং যোজ্যং ত্রিভিঃ সমম্।। মধুনা লেহয়েন্মাষং নানামেহপ্রশান্তয়ে। সক্ষৌদ্ররজনী চাথ লেহ্যং নিষ্কত্রয়ং সদা। অসাধ্যং নাশয়েন্মেহং বিদ্যাদ্ যোগীশ্বরো রসঃ।।

রসসিন্দূর, অভ্র, বঙ্গ প্রত্যেক ১ ভাগ, মহানিম্বের বীজচূর্ণ ৩ ভাগ, এই সমস্ত একত্র জল দিয়া মাড়িয়া ১ মাষা পরিমাণে মধু-সহ সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনের পর হরিদ্রাচূর্ণ ও মধু মিলিত দেড় তোলা সেবন করিতে হইবে। ইহাতে অসাধ্য মেহও নিবারিত হয়।

সর্ব্বেশ্বরো রসঃ

স্বর্ণং রৌপ্যং মৌক্তিকঞ্চ বিশুদ্ধঞ্চ শিলাজতু। লৌহমভ্রং তথা তাপ্যং মধুযষ্টী চ পিপ্পলী।। মরিচং

বিশ্বকঞ্চেতি সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ। বিমর্দ্দ্যং প্রহরং যত্নাৎ কজ্জলাকৃতিসন্নিভম্।। কেশরাজভৃঙ্গরাজ-শক্রাশনরসে পৃথক্। প্রমেহান্ বিবিধান্ হন্তি মধুমেহং সুদুর্জ্জয়ম্। বাতপিত্তসমুদ্ভূতং তথা কফসমুদ্ভবম্।। সর্ব্বেশ্বরো রসো নাম্না প্রমেহকুলনাশনঃ।।

স্বর্ণ, রূপা, মুক্তা, শিলাজতু, লৌহ, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, যষ্টিমধু, পিপুল, মরিচ ও শুঁঠ এই সমুদায় একত্র এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া কজ্জলবৎ করিবে। পরে কেশুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ ও সিদ্ধির রসে পৃথক পৃথক মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ব্যবহার ২ রতি মাত্রা। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার প্রমেহ নষ্ট হয়।

বৃহৎ কামচূড়ামণী রসঃ

মৌক্তিকং মাক্ষিকঞ্চৈব স্বর্ণভস্ম পৃথক্ পৃথক্। কর্পূরং জাতিকোষঞ্চ জাতীফললবঙ্গকম্।। বঙ্গভস্ম তথা গ্রাহ্যং রূপ্যঞ্চাপি তথার্দ্ধকম্। চাতুর্জাতঞ্চ সংগ্রাহ্যং সর্ব্বমেকত্র চূর্ণিতম্।। শতমূলীরসেনৈব ভাবয়েৎ সপ্তবারকম্। ততো গুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকা ভিষজাকৃতিঃ।। অনুপানবিশেষেণ রোগাকরবিনাশিনী। শীতং পয়োহনুপানঞ্চ কামিনীঃ কাময়েচ্ছতম্।। বীর্য্যহীনো ভবেদ্ যস্তু যো বা স্যাৎ পতিতধ্বজঃ। সোহশীতি-বার্ষিকো ভূত্বা যুবৈব রমতেহঙ্গনাঃ।। ভেষজৈর্বিবিধৈঃ কিং স্যাদন্যৈশ্চ শতসংখ্যকৈঃ। ফলং ন কিঞ্চিৎ তত্রাস্তি কেবলং গৌরবং মুহুঃ।। নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদস্তি পুষ্টিকরঞ্চ তৎ। অতঃ সর্ব্বপ্রযত্নেন সেব্যা ভূমিভুজা সদা।। বিশেষাদ্ ধ্বজভঙ্গঞ্চ সপ্তাহেন বিনাশয়েৎ। প্রমেহং মূত্ররোগঞ্চ মন্দাগ্নিং শ্বয়থুং তথা। রক্তদোষঞ্চ নারীণাং পানাদেব বিনশ্যতি।।

মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, কর্পূর, জৈত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ, বঙ্গ প্রত্যেকের এক-এক ভাগ, রৌপ্য, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর প্রত্যেক অর্দ্ধভাগ লইয়া একত্র মর্দ্দন করিবে। পরে শতমূলীর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে বীর্য্যহীন ব্যক্তির বীর্য্যবৃদ্ধি এবং দেহের পুষ্টি হয়। বিশেষত ইহা সপ্তাহসেবনে ধ্বজভঙ্গ, প্রমেহ, মূত্ররোগ, অগ্নিমান্দ্য, শোথ এবং স্ত্রীলোকের রক্তদোষ নিবারিত হয়। শীতল জল-সহ সেব্য। রোগের অবস্থা বুঝিয়া অনুপান ব্যবস্থা করিবে।

স্বর্ণবঙ্গম্

প্রক্ষিপেদ্ ভাজনে বঙ্গমায়সে চাপি মৃণ্ময়ে। বিদ্রুতে বহ্নিতাপেন তস্মিংস্তন্মানকং রসম্।। ক্ষিপ্ত্বা সঞ্চূর্ণয়েৎ তত্র নরসারঞ্চ গন্ধকম্। তনুবাসোমৃদালিপ্ত-কাচকূপ্যাং নিধায় চ।। তৎ সর্ব্বং সিকতাযন্ত্রে পচেদ্ যামচতুষ্টয়ম্। পাকাৎ সঞ্জায়তে চিত্রং কীর্ণং হেমকণৈরিব।। রমণীয়তরং স্বর্ণ-বঙ্গং নাম রসায়নম্। বল্যং মেহহরং কান্তি-মেধাবীর্য্যাগ্নিবর্দ্ধনম্।।

লৌহ বা মৃণ্ময়পাত্রে কিঞ্চিৎ বঙ্গ অগ্নিতাপে গলাইয়া তাহাতে বঙ্গের সমান পারদ নিক্ষেপ করিবে। উভয়ে মিশ্রিত হইলে উহার সহিত নিশাদল ও গন্ধকচূর্ণ পারদের সমান পরিমাণে মিলাইয়া মর্দ্দন করিবে। পরে সূক্ষ্মবস্ত্র ও কর্দ্দম দ্বারা লিপ্ত একটি কাচের শিশিতে ঐ সমুদায় চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া বালুকাযন্ত্রে ৪ প্রহর কাল পাক করিবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা স্বর্ণকণাবৎ পরম রমণীয় স্বর্ণবঙ্গ নামক ঔষধ প্রস্তুত হইবে। ইহা রসায়ন, বলকর, কান্তিজনক, স্মরণশক্তিবর্দ্ধক, শুক্রজনক, অগ্নিসন্দীপক ও মেহরোগনাশক। (ইহার মাত্রা ২ রতি)।

বঙ্গেশ্বরঃ

রসস্য ভস্মনা তুল্যং বঙ্গভস্ম প্রযোজয়েৎ। অস্য মাষদ্বয়ং হন্তি মেহান্ ক্ষৌদ্রসমন্বিতম্।।

• রসসিন্দূর ও বঙ্গভস্ম সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ২ মাষা পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে মেহ নষ্ট হয়।

মহাবঙ্গেশ্বরঃ রসঃ

বঙ্গং কান্তঞ্চ গগনং হেমপুষ্পং সমং সমম্। কুমারীরসতো ভাব্যং সপ্তবারং ভিষগ্‌বরৈঃ।। এষ বঙ্গেশ্বরো নাম প্রমেহান্ বিংশতিং জয়েৎ। মূত্রকৃচ্ছ্রং সোমরোগং পাণ্ডুরোগং মহাশ্মরীম্। রসায়নমিদং শ্রেষ্ঠং নাগার্জ্জুনবিনির্ম্মিতম্।।

বঙ্গ, কান্ত লৌহ, অভ্র, নাগেশ্বর প্রত্যেক সমভাগ। ঘৃতকুমারীর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া বটিকা করিবে। ইহা প্রমেহ, পাণ্ডুরোগ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও সোমরোগ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট করে। এই মহাবঙ্গেশ্বর উৎকৃষ্ট রসায়ন।

বৃহদ্বঙ্গেশ্বরো রসঃ

বঙ্গভস্ম রসং গন্ধং রূপ্যং কর্পূরমভ্রকম্। কর্ষং কর্ষং মানমেষাং সূতাঙ্ঘ্রিহেমমৌক্তিকম্।। কেশরাজরসৈর্ভাব্যং দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ। প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি সাধ্যাসাধ্যান্ সংশয়ঃ।। মূত্রকৃচ্ছ্রং তথা পাণ্ডুং ধাতুস্থঞ্চ জ্বরং জয়েৎ। হলীমকং রক্তপিত্তং বাতপিত্তোকফোদ্ভবম্।। গ্রহণীমামদোষঞ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্। এতান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা।। বৃহদ্বঙ্গেশ্বরো নাম সোমরোগং নিহন্ত্যলম্। বহুমূত্রং বহুবিধং মধুমেহং সুদারুণম্।। মূত্রাতিসারং কৃচ্ছ্রঞ্চ ক্ষীণানাং পুষ্টিবর্দ্ধনঃ। ওজস্তেজস্করো নিত্যং স্ত্রীষু সম্যগ্ বৃষায়তে।। বলবর্ণকরো রুচ্যঃ শুক্রসঞ্জননঃ পরঃ। ছাগং বা যদি বা গব্যং পয়ো বা দধি নির্ম্মলম্।। অনুপানং প্রযোক্তব্যং বুদ্ধা দোষগতিং ভিষক্। দদ্যাচ্চ বালে প্রৌঢ়ে চ সেবনার্থং রসায়নম্।।

বঙ্গ, পারদ, গন্ধক, রূপা, কর্পূর, অভ্র প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণ ও মুক্তা প্রত্যেক ৪ মাষা। এই সমুদায় কেশুরিয়ার রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমিত বটিকা করিবে। এই ঔষধ প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, সোমরোগ, বহুমূত্র ও মূত্রাতিসার প্রভৃতি পীড়ায় উৎকৃষ্ট ফলদায়ক। ইহা বল বর্ণ পুষ্টি তেজ ও শুক্রের জনক এবং রতিশক্তিবর্দ্ধক। অনুপান ছাগ বা গব্যদুগ্ধ বা উৎকৃষ্ট দধি। ফলত দোষের গতি বুঝিয়া অনুপান কল্পনা করিবে।

বৃহদ্বঙ্গেশ্বরঃ (মতান্তরে)

সূতং গন্ধং মৃতং লৌহং মৃতমভ্রং সমাংশিকম্। হেম বঙ্গঞ্চ মুক্তা চ তাপ্যমেবং সমং সমম্।। সর্ব্বেষাং চূর্ণিতং কৃত্বা কন্যারসবিমর্দ্দিতম্। গুঞ্জাদ্বয়প্রমাণেন বটিকাং কুরু যত্নতঃ।। বৃহদ্বঙ্গেশ্বরো হ্যেষ রক্তমূত্রে প্রশস্যতে। শ্বেতমূত্রং বৃহন্মূত্রং কৃচ্ছ্রমূত্রং তথৈব চ। সর্ব্বপ্রকারমেহাংস্তু নাশয়েদবিকল্পতঃ। অগ্নিবৃদ্ধিং বয়োবৃদ্ধিং কান্তিবৃদ্ধিং করোতি চ।। ক্ষয়রোগং নিহন্ত্যাশু কাসং পঞ্চবিধং তথা। কুষ্ঠমষ্টাদশবিধং পাণ্ডুরোগং হলীমকম্।। শূলং শ্বাসং জ্বরং হিক্কাং মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্। ক্রমেণ শীলিতো হন্তি রক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা।।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, স্বর্ণ, বঙ্গ, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক সমভাগ, ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, রক্তমেহ ও অন্যান্য অনেক পীড়া প্রশমিত হয়।

বঙ্গাষ্টকম্

রসং গন্ধং মৃতং লৌহং মৃতরূপ্যঞ্চ খর্পরম্। মৃতাভ্রকং মৃতং তাম্রং সর্ব্বতুল্যঞ্চ বঙ্গকম্।। পুটেদ্ গজপুটে বিদ্বান্ স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ। রক্তিদ্বয়প্রমাণেন মধুনা লেহয়েন্নরম্।। নিশাচূর্ণক্ষৌদ্রযতং

পিবেদ্ধাত্রীরসং হ্যনু। বঙ্গাষ্টকমিদং খ্যাতং মহাদেব প্রকাশিতম্।। প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি আমদোষং বিসূচিকাম্। বিষমজ্বরগুল্মার্শো-মূত্রাতিসারপিত্তজিৎ। বীর্য্যবৃদ্ধিং করোত্যাশু সোমরোগনিবর্হণম্।।

পারা, গন্ধক, লৌহ, রৌপ্য, খর্পর, অভ্র ও তাম্র প্রত্যেক সমানভাগ, সর্ব্বসমান বঙ্গ। এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। সুশীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান মধু, হরিদ্রাচূর্ণ ও আমলকীর রস। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, আমদোষ, বিসূচিকা, মূত্রাতিসার ও সোমরোগ প্রভৃতি নষ্ট হইয়া থাকে।

চন্দ্রকলা

এলা সকর্পূরশিলা সধাত্রী জাতীফলং কেশরশাল্মলী চ। সূতেন্দ্রবঙ্গায়সভস্ম সর্ব্বমেতৎ সমানং পরিভাবয়েৎ তু।। গুড়ূচিকাশাল্মলিকাকষায়ৈর্নিষ্কার্দ্ধমানাং মধুনা ততশ্চ। বদ্ধা গুড়ীং চন্দ্রকলেতিসংজ্ঞাং মেহেষু সর্ব্বেষু নিযোজয়েৎ।।

এলাইচ, কর্পূর, শিলাজতু, আমলকী, জায়ফল, নাগেশ্বর, শিমুলমূল, রসসিন্দূর, বঙ্গ ও লৌহভস্ম এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগ। ইহাদিগকে গুলঞ্চ ও শিমুলছালের ক্বাথে ভাবনা দিবে এবং মধুর সহিত মাড়িয়া ২ মাষা পরিমাণে বটিকা করিবে। ইহা সকলপ্রকার মেহে প্রযোজ্য।

চন্দ্রকান্তি রসঃ

বিশুদ্ধং পারদং গন্ধং গগনং গতচন্দ্রকম্। তারং তালং তথা কাংস্যং লৌহং বারিতরং তথা।। মাক্ষিকং ভস্মস্বর্ণঞ্চ সমভাগং প্রকল্পয়েৎ। যাবন্ত্যেতানি সর্ব্বাণি ভস্মবঙ্গঞ্চ তৎসমম্।। রসালত্বগ্ভবৈস্তোয়ৈরা-মলক্যা রসৈস্তথা। ততঃ কুলত্থতোয়েন লজ্জালুস্বরসৈস্তথা।। বটাবরোহতোয়েন রোচনস্বরসেনচ। ভাবনা খলু দাতব্যা প্রত্যেকং দিবসত্রয়ম্।। জাতীফল লবঙ্গাব্দ-ত্বগেলাজাতি কোষকম্। সমভাগং বিচূর্ণ্যাথ দত্ত্বা বৈ কল্পয়েদ্বটীম্।। আমলক্যা রসেনৈব খাদেদেকাং শুভেহ্হনি। চন্দ্রকান্তিরসাখ্যোহ্য়ং সর্ব্বমেহ-বিনাশনঃ।। রস্যাদ্বৃষ্যতরো জ্ঞেয়ো ক্ষীণানাঞ্চাঙ্গবর্দ্ধনঃ। ধ্বজভঙ্গাদীংস্তু রোগান্ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।। মূত্রাঘাতমশ্মরীঞ্চ মধুমেহং সুদারুণম্। মূত্রাতীসারমত্যুগ্রং কাসং পঞ্চবিধং তথা।। রাজযক্ষ্মাণমত্যুগ্রং বহ্নিমান্দ্যং ভগন্দরম্। নাশয়েদম্লপিত্তঞ্চ শূলমষ্টবিধং তথা। রেতোবৃদ্ধিকরঃ পুংসাং ধ্বজভঙ্গাদিনাশনঃ।। (ইত্যাদয়ো বহবো গুণাঃ সন্তি)।

শোধিত পারদ, গন্ধক, নিশ্চন্দ্রক অভ্র, রৌপ্য, হরিতাল, কাঁসা, লৌহ, বেণার মূল, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ প্রত্যেক সমভাগ; এই সকল দ্রব্যের সমান বঙ্গ একত্র মর্দ্দন করিয়া আমছালের ক্বাথ, আমলকীর রস, কুলত্থকলায়ের ক্বাথ, লজ্জাবতীর রস, বটের ঝুড়ির রস ও শিমুলমূলের রস প্রত্যেক দ্বারা তিন দিন করিয়া ভাবনা দিবে। পরে জায়ফল, লবঙ্গ, মুতা, দারুচিনি, এলাইচ ও জৈত্রী এই সকল দ্রব্য সমভাগে উল্লিখিত দ্রব্যের সমান লইয়া চূর্ণ করত একত্র মিশ্রিত করিবে। এই বটী (২ রতি পরিমিত) আমলকীর রস দিয়া সেবন করিতে দিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার মেহ, ধ্বজভঙ্গ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী, মধুমেহ, উৎকট মূত্রাতিসার, পঞ্চপ্রকার কাস, রাজযক্ষ্মা, ভগন্দর ও অগ্নিমান্দ্য রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা শরীরের পুষ্টিসাধক ও বীর্য্যবর্দ্ধক।

বসন্তকুসুমাকর রসঃ

পৃথগ্ দ্বৌ হাটকং চন্দ্রস্ত্রয়ো বঙ্গাহিকান্তকাঃ। চতুর্ভাগং শুদ্ধমভ্রং প্রবালং মৌক্তিকং তথা। ভাবনা গব্য-দগ্ধেন ভাবনেক্ষরসেন চ। বাসালাক্ষারসোদীচ্য-রম্ভাকন্দপ্রসূনকৈঃ।। শতপত্ররসেনৈব মালত্যাঃ

কুঙ্কুমোদকৈঃ। পশ্চান্মৃগমদৈর্ভাব্যং সুসিদ্ধো রসরাড়্ভবেৎ[১]।। কুসুমাকরবিখ্যাতো বসন্তপদপূর্ব্বকঃ। গুঞ্জাদ্বয়েন সংসেব্যঃ সিতাজ্যমধুসংযুতঃ।। বলীপলিতহৃন্মধোঃ কামদঃ সুখদঃ সদা। মেহঘ্ন পুষ্টিদঃ শ্রেষ্ঠঃ পুত্রপ্রসবকারণম্। ক্ষয়কাসঘ্ন উন্মাদশ্বাসরক্তবিষাপহঃ। সিতাচন্দনসংযোগাদম্লপিত্তাদিরোগজিৎ।

স্বর্ণ ২ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ (রৌপ্যের পরিবর্ত্তে কর্পূরও ব্যবহৃত হয়), বঙ্গ, সীসা, লৌহ প্রত্যেক ৩ ভাগ, অভ্র, প্রবাল, মুক্তা ৪ ভাগ। এই সমুদায় একত্র মাড়িয়া যথাক্রমে গব্যদুগ্ধ, ইক্ষুরস, বাসকছালের রস, লাক্ষাক্কাথ, বালার ক্বাথ, কদলীমূলের রস, মোচার রস, পদ্মরস, মালতীফুলের রস, কুঙ্কুমের জল ও মৃগনাভি এই সমুদায় দ্বারা ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান ঘৃত, চিনি, মধু। ইহা মেহরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে অন্যান্য অনেক রোগেরও উপশম হইয়া থাকে। চিনি ও চন্দনের সহিত সেবন করিলে অম্লপিত্ত প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

প্রমেহসেতুঃ

সূতাভ্রঞ্চ বটক্ষীরৈর্মর্দ্দয়েৎ প্রহরদ্বয়ম্। বিশোষ্য পক্বমূষায়াং সর্ব্বরোগে প্রযোজয়েৎ।। বিশেষান্মেহ-রোগেষু ত্রিফলামধুসংযুতম্। মুঞ্জীত বল্লমেকন্তু রসেন্দ্রস্যাস্য বৈদ্যরাট্।।

রসসিন্দূর ও অভ্র সমভাগে বটের আটায় ২ প্রহর মর্দ্দন করিয়া মূষাযন্ত্রে পুটপাক দিবে। পরে ৩ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিয়া ত্রিফলার ক্বাথ ও মধু অনুপানে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহ বিনষ্ট হয়।

হরিশঙ্করো রসঃ

মৃতসূতাভ্রকং তুল্যং ধাত্রীফলনিজদ্রবৈঃ। সপ্তাহং ভাবয়েৎ খল্লে যোগোঽয়ং হরিশঙ্করঃ। মাষমাত্রাং বটীং খাদেৎ সর্ব্বমেহপ্রশান্তয়ে।।

রসসিন্দূর ও অভ্র সমভাগে গ্রহণ করিয়া আমলকীর রসে ৭ দিন ভাবনা দিবে। পরে ১ মাষা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে সকলপ্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হয়।

বৃহদ্ধরিশঙ্করো রসঃ

রসগন্ধকলৌহঞ্চ স্বর্ণং বঙ্গঞ্চ মাক্ষিকম্। সমভাগন্তু সংপিষ্য বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্।। সপ্তাহমামলদ্রাবৈ-র্ভাবিতোঽয়ং রসেশ্বরঃ। হরিশঙ্করনামায়ং গহনানন্দভাষিতঃ। প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, স্বর্ণ, বঙ্গ ও স্বর্ণমাক্ষিক এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র করিয়া আমলকীর রসে ৭ দিন ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাতে বিংশতিপ্রকার প্রমেহরোগ নিশ্চয় প্রশমিত হয়।

আনন্দভৈরবো রসঃ

বঙ্গভস্ম মৃতং স্বর্ণং রসং ক্ষৌদ্রেবিমর্দ্দয়েৎ। দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েন্নিত্যং হন্তি মেহং চিরোত্তবম্।। গুঞ্জামূলং তথা ক্ষৌদ্রৈরনুপানং প্রশস্যতে।।

বঙ্গভস্ম, স্বর্ণ, রসসিন্দূর (পারদভস্ম), ইহাদিগকে সমভাগে লইয়া মধুতে মর্দ্দিত করিবে। ২ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে পুরাতন প্রমেহ বিনষ্ট হয়। অনুপান গুঞ্জামূল ও মধু।

১. ভাবনা গব্যদুগ্ধেক্ষু-বাসাশ্রীদ্বিজলৈর্নিশা—। মোচকন্দরসৈঃ সপ্ত ক্রমাদ্ভাব্যং পৃথক্ পৃথক্।। শতপত্ররসেনৈব মালত্যাঃ কুসুমৈস্তথা। পশ্চান্মৃগমদৈর্ভাব্যঃ সুসিদ্ধো রসরাড় ভবেৎ।। ইতি যোগরত্নাকরে পাঠঃ।

অপূর্ব্বমালিনী বসন্তঃ

বৈক্রান্তমভ্রং রবিতাপ্যরৌপ্যং বঙ্গং প্রবালং রসভস্ম লৌহম্। সুটঙ্কণং কম্বুকভস্ম সর্ব্বং সমাংশকং সেব্যবরীহরিদ্রাঃ।। দ্রব্যৈর্বিভাব্যং মুনিসংখ্যয়া চ মৃগাণ্ডজাশীতকরেণ পশ্চাৎ। বল্লপ্রমাণো মধুপিপ্পলীভি-জীর্ণজ্বরে ধাতুগতে নিযোজ্যঃ।। গুড়ূচিকাসত্ত্বসিতাযুতশ্চ সর্ব্বপ্রমেহেষু নিযোজনীয়ঃ। কৃচ্ছ্রাশ্মরীং নিহন্ত্যাশু মাতুলুঙ্গাঙ্ঘ্রিজৈর্দ্রবৈঃ। রসো বসন্তনামায়মপূর্ব্বো মালিনীপদঃ।।

বৈক্রান্ত, অভ্র, তাম্র, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্য, বঙ্গ, প্রবাল, রসসিন্দূর, লৌহ, সোহাগার খই, শঙ্খভস্ম এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া বেণা, শতমূলী ও হরিদ্রা এই সকল দ্রব্য দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিবে। পশ্চাৎ তাহা মৃগনাভি ও কর্পূরে ভাবিত করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা ধাতুগত ও জীর্ণ জ্বরে মধু ও পিপুলচূর্ণ-সহ সকলপ্রকার প্রমেহরোগে গুলঞ্চরস ও চিনির সহিত এবং মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীরোগে ছোলঙ্গ লেবুর মূলের রস-সহ সেবন করিতে দিবে।

মেঘনাদো রসঃ

ভস্মসূতং সমং কান্তমভ্রকস্তু শিলাজতু। শুদ্ধতাপ্যং শিলাব্যোষ-ত্রিফলাঙ্কোঠজীরকম্।। কার্পাসবীজং রজনীচূর্ণং ভাব্যঞ্চ বহ্নিনা। ত্রিংশদ্বারং বিশোষ্যাথ লিহ্যাচ্চ মধনাসহ। মাষমাত্রং হরেন্মেহং মেঘনাদোরসো মহান্।।

রসসিন্দূর, কান্তলৌহ, অভ্র, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা,ধলাআঁকড়া, জীরা, কার্পাসবীজ ও হরিদ্রাচূর্ণ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া চিতার রসে ৩০ বার ভাবনা দিয়া ১ মাষা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু। ইহা দ্বারা মেহরোগ বিনষ্ট হয়।

মেহবজ্রঃ

ভস্মসূতং মৃতং কান্ত-লৌহভস্ম শিলাজতু। শুদ্ধতাপ্যং শিলা ব্যোষং ত্রিফলা বিল্বজীরকম্।। কপিত্থং রজনীচূর্ণং ভৃঙ্গরাজেন ভাবয়েৎ। ত্রিংশদ্বারং বিশোষ্যাথ লিহ্যাচ্চ মধুনা সহ।। নিষ্কমাত্রং হয়েন্মেহান্ মূত্রকৃচ্ছ্রং সুদারুণম্। মহানিম্বস্য বীজঞ্চ ষড়্নিষ্কং পেষিতঞ্চ যৎ।। পলতণ্ডুলতোয়েন ঘৃতনিষ্কদ্বয়েন চ। একীকৃত্য পিবেচ্চানু হন্তি মেহং চিরোত্থিতম্।।

রসসিন্দূর, কান্তলৌহ, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বেল, জীরা, কয়েৎবেল, হরিদ্রাচূর্ণ এই সকল দ্রব্যকে ভীমরাজের রসে ৩০ বার ভাবনা দিয়া ৪ মাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করত মধর সহিত সেবন করিবে। ইহাতে সুদারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র ও মেহ নিবারিত হয়। অনপান মহানিম্বের বীজ ৩ তোলা চূর্ণ করিয়া চালুনিজল ৮ তোলা এবং ঘৃত ১ তোলার সহিত মিশ্রিত করত সেব্য। ইহাতে পুরাতন প্রমেহ প্রশমিত হয়।

মেহকেশরী

মৃতবঙ্গং সুবর্ণঞ্চ কান্তলৌহঞ্চ পারদম্। মুক্তা গুড়ত্বগ্চৈব সূক্ষ্মৈলাং পত্রকেশরম্।। সমভাগং বিচূর্ণ্যাথ কন্যানীরেণ ভাবয়েৎ। দ্বিমাষাং বটিকাং খাদেদ্ দুগ্ধান্নং প্রপিবেৎ ততঃ।। প্রমেহং নাশয়েদাশু কেশরী করিণং যথা। শুক্রপ্রবাহং শময়েৎ ত্রিরাত্রান্নাত্র সংশয়ঃ।। (চিরজাতং প্রবাহঞ্চ মধুমেহঞ্চ নাশয়েৎ। ইত্যাধিক পাঠঃ রসেন্দ্রঃ)।

বঙ্গ, সুবর্ণ, কান্তলৌহ, পারদ, মুক্তা, দারুচিনি, ছোট এলাইচ, তেজপত্র ও নাগকেশর এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিয়া ২ মাষা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। পথ্য দুগ্ধ ও অন্ন। এই ঔষধ ৩ দিন সেবনে প্রমেহ, শুক্রমেহ ও মধুমেহ বিনষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গাদি লৌহঃ

বিড়ঙ্গাত্রিফলামুস্তৈঃ কণয়া নাগরেণ চ। জীরকাভ্যাং যুতো হন্তি প্রমেহানতিদারুণাম্। লৌহো মূত্র-বিকারাংশ্চ সর্ব্বামেব বিনাশয়েৎ।। (লৌহং সর্ব্বতুল্যমিতি, রঃ সঃ)।

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, মুতা, পিপুল, শুঁঠ, জীরা ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান লৌহ। একত্র মর্দ্দন করিবে। ইহাতে প্রমেহ ও সর্ব্বপ্রকার মূত্রবিকার নিবারিত হয়। মাত্রা ৩ রতি।

শুক্রমাতৃকা বটী

গোক্ষুরবীজং ত্রিফলা পত্রমেলা রসাঞ্জনম্। ধান্যকং চবিকা জীরং তালীশং টঙ্গদাড়িমৌ।। প্রত্যেকার্দ্ধপলং দত্ত্বা গুগ্গুলোঃ কর্ষমেব চ। রসাভ্রগন্ধলৌহানাং প্রত্যেকঞ্চ পলং ক্ষিপেৎ।। সর্ব্বমেকীকৃতং বৈদ্যো দণ্ডযোগেন মর্দ্দয়েৎ। ঘৃতভাণ্ডে তু সংস্থাপ্য মাষমেকঞ্চ ভক্ষয়েৎ।। অনুপানং প্রদাতব্যং জাতিভেদাৎ পৃথক্পৃথক্। দাড়িম্বস্য রসেনৈব চ্ছাগদুগ্ধেন বাম্ভসা ।। চন্দ্রনাথেন গদিতা বটিকা শুক্রমাতৃকা। প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি বাতপিত্তোকফোদ্ভবান্।। দ্বন্দ্বজান্ সন্নিপাতোত্থান্ মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীগদান্। বলবর্ণাগ্নিজননী জ্বরদোষর্নিসূদনী।। (দাড়িম্বরসেনৈব বটী কার্য্যা)।

গোক্ষুরবীজ, ত্রিফলা, তেজপত্র, এলাইচ, রসাঞ্জন, ধনে, চৈ, জীরা, তালীশপত্র, সোহাগা, দাড়িমবীজ প্রত্যেক ৪ তোলা; গুগগুলু ২ তোলা; পারদ, অভ্র, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেক ৮ তোলা। সমুদায় দাড়িমের রসে মর্দ্দন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। ১ মাষা মাত্রায় সেবনীয়। ব্যবহার ৩/৪ রতি। অনুপান দাড়িমের রস, ছাগদুগ্ধ বা জল। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী রোগ নষ্ট হয় এবং বল বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

বেদবিদ্যাবটী

পারদাভ্রককান্তানাং নাগভস্ম সমং সমম্। দিনং ব্রহ্মীরসৈর্মর্দ্দ্যং বালুকাযন্ত্রগং পুনঃ।। উদ্ধৃত্য চূর্ণয়েৎ শ্লক্ষ্ণং জারিতাভ্রং শিলাজতু । তাপ্যং মণ্ডূরবৈক্রান্তং কাসীসং তুল্যমেব চ।। সর্ব্বং সর্ব্বসমং চূর্ণং কল্পয়েচ্চ ততঃ পুনঃ। মুস্তচন্দনপুন্নাগ-নারিকেলস্য মূলকম্।। কপিত্থরজনীদার্ব্বীচূর্ণং সর্ব্বসমং ভবেৎ। জম্বীরাণাং দ্রবৈর্মর্দ্দ্যং দ্বিযামং বটকীকৃতম্।। বেদবিদ্যাবটী নাম্না ভক্ষণাৎ সর্ব্বমেহজিৎ।। মধু ধাত্রীরসঞ্চান ক্ষৌদ্রৈরপি গুড়ূচিকাঃ।।

পারদ, অভ্র, কান্তলৌহ, সীসা প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ব্রহ্মীরসে ১ দিন মর্দ্দন করত বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া ঔষধ উদ্ধৃত করিবে। পরে অভ্র, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, মণ্ডূর, বৈক্রান্ত ও হীরাকস প্রত্যেকে পারদের সমান এবং মুতা, রক্তচন্দন, পন্নাগ, নারিকেল মূল, কয়েৎবেল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা প্রত্যেক দ্রব্য সর্ব্বসমষ্টির তুল্য লইয়া সমস্ত দ্রব্য জামীরের রসে ২ প্রহর মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু, আমলকীর রস কিংবা মধু-সহ গুলঞ্চরস। ইহা সর্ব্বমেহ বিনাশক।

ইন্দ্রবটী

মৃতং সূতং মৃতং বঙ্গমর্জ্জুনস্য ত্বচান্বিতম্। তুল্যাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে শাল্মল্যা মূলজৈর্দ্রবৈঃ।। দিনান্তে বটিকা কার্য্যা মাষমাত্রা প্রমেহহা। এষা চেন্দ্রবটী নাম্না মধুমেহপ্রশান্তয়ে।।

রসসিন্দূর, বঙ্গ, অর্জ্জুনছাল এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া শিমুলমূলের রসে ১ দিন মাড়িয়া ১ মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে প্রমেহ ও মধুমেহ নিবারণ হয়।

চন্দ্র প্রভা বটিকা

চন্দ্রপ্রভা বচা মুস্তা ভূনিম্বসুরদারবঃ। হরিদ্রাতিবিষাদার্ব্বী-পিপ্পলীমূলচিত্রকম্।। ত্রিবৃদ্দন্তী পত্রকঞ্চ ত্বগেলা

বংশলোচনা। প্রত্যেকং কর্ষমাত্রাণি কুর্য্যাদেতানি বুদ্ধিমান্।। ধান্যকং ত্রিফলা চব্যং বিড়ঙ্গং গজপিপ্পলী। সুবর্ণমাক্ষিকঞ্চ ব্যোষং দ্বৌ ক্ষারৌ লবণত্রয়ম্।। এতানি টঙ্কমাত্রাণি সংগৃহ্নীয়াৎ পৃথক্ পৃথক্। দ্বিকর্ষং হতলৌহং স্যাচ্চতস্কর্ষা সিতা ভবেৎ।। শিলাজত্বষ্টকর্ষং স্যাদষ্টৌ কর্ষাশ্চ গুগ্‌গুলোঃ। বিধিনা যোজিতৈরেতৈঃ কর্ত্তব্যা গুটিকা শুভা।। চন্দ্রপ্রভেতি বিখ্যাতা সর্ব্বরোগপ্রণাশনী। নিহন্তি বিংশতিং মেহান্ কৃচ্ছ্রমষ্টবিধং তথা।। চতস্রশ্চাশ্মরীস্তদ্বন্মূত্রাঘাতাং স্ত্রয়োদশ। অণ্ডবৃদ্ধিং পাণ্ডুরোগং কামলাঞ্চ হলীমকম্।। কাসং শ্বাসং তথা কুষ্ঠমগ্নিমান্দ্যমরোচকম্। বাতপিত্তকফব্যাধীন্ বল্যা বৃষ্যা রসায়নী।। সমারাধ্য শিবং যস্মাৎ প্রযত্নাদ্ গুড়িকামিমাম্। প্রাপ্তিবাংশ্চন্দ্রমাস্তস্মাদিয়ং চন্দ্রপ্রভা স্মৃতা।।

সোমরাজী, বচ, মুতা, চিরতা, দেবদারু, হরিদ্রা, আতইচ, দারুহরিদ্রা, পিপুলমূল, চিতামূল, তেউড়ী, দন্তীমূল, তেজপত্র, গুড়ত্বক্, এলাইচ ও বংশলোচন প্রত্যেক ২ তোলা; ধনে, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, চই, গজপিপ্পলী, স্বর্ণমাক্ষিক, ত্রিকটু, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, সচল ও বিটলবণ প্রত্যেক ৪ মাষা; লৌহ ৪ তোলা, চিনি ৮ তোলা, শিলাজতু ১৬ তোলা, গুগগুলু ১৬ তোলা; এই সমুদায় দ্রব্য একত্র মাড়িয়া যথাবিধি বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, মূত্রাঘাত ও পাণ্ডু প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয়। ইহা বলকারক, বৃষ্য ও রসায়ন।

মেহমুদ্গার বটিকা

রসাঞ্জনং বিড়ং দারু বিল্বগোক্ষুরদাড়িমাঃ। ভূনিম্বপিপ্পলীমূলং ত্রিকটু ত্রিফলা ত্রিবৃৎ।। প্রত্যেকং তোলকং দেয়ং লৌহচূর্ণন্তু তৎসমম্। পলৈকং গুগ্‌গুলুং দত্ত্বা ঘৃতেন বটিকাং কুরু।। মাষৈকা নির্ম্মিতা চেয়ং মেহমুদ্গারসঙ্গিনী। শ্রীমদ্গাহননাথেন লোকনিস্তারকারিণা।। অনুপানং প্রকর্ত্তব্যং ছাগীদুগ্ধং জলঞ্চ বা। বিংশন্মেহং নিহন্ত্যাশু মূত্রকৃচ্ছ্রং হলীমকম্। অশ্মরীং কামলাং পাণ্ডুং মূত্রাঘাতমরোচকম্।। যড়র্শাংসি ব্রণং কুষ্ঠং ভগন্দরমসূরিকাম্।। (সুখিনে যদি কর্ত্তব্যা ত্রিসুগন্ধিসমন্বিতা)। অত্র দারু দারুহরিদ্রা। রঃ টীঃ। ত্রিকটুরিত্যত্র ত্রিকণ্টক ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

রসাঞ্জন, বিটলবণ, দারুহরিদ্রা, বেলশুঁঠ, গোক্ষুরবীজ, দাড়িম, চিরতা, পিপুলমূল, ত্রিকটু (পাঠান্তরে গোক্ষুর), ত্রিফলা ও তেউড়ীমূল প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহচূর্ণ ১৫ তোলা, গুগ্‌গুলু ৮ তোলা; এই সমুদায় দ্রব্য ঘৃত দিয়া মাড়িয়া ১ মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান ছাগীদুগ্ধ বা জল। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, হলীমক, অশ্মরী ও মূত্রাঘাত প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

কামধেনুরসঃ

সিন্দূরমভ্রং নাগঞ্চ কর্পূরং হেমমাক্ষিকম্। খর্পরং রজতঞ্চাপি মর্দ্দয়েৎ কমলাম্ভসা।। ততো গুঞ্জামিতাঃ কৃত্বা বটীশ্ছায়াপ্রশোষিতাঃ। একৈকাং দাপয়েদাসাং কসেরুস্বরসেন চ।। প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি শুক্রমেহং বিশেষতঃ। জ্বরং জীর্ণঞ্চ যক্ষ্মাণং কামধেন্বর্ভিধো রসঃ।।

রসসিন্দূর, অভ্র, সীসা, কর্পূর, স্বর্ণ, স্বর্ণমাক্ষিক, খর্পর ও রৌপ্য প্রত্যেক সমভাগে লইয়া পদ্মপুষ্পের রসে মর্দ্দন করত ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিবে। কেশুরের রসের সহিত সেবনীয়। ইহাতে শুক্রমেহ প্রভৃতি অনেক পীড়ার শান্তি হয়।

শিলাজত্বাদি বটী

শিলাজত্বভ্রহেমাণি লৌহগুগ্‌গুলুটঙ্গণম্। কেশরাজস্য তোয়েন মর্দ্দয়েদ্ দিবসদ্বয়ম্।। বল্লমানাং বটীং কৃত্বা শৈবালসলিলেন চ। প্রাতঃ প্রাতঃ প্রযুঞ্জীত শুক্রমেহনিবৃত্তয়ে।।

শিলাজতু, অভ্র, স্বর্ণ, লৌহ, গুগগুলু ও সোহাগার খই, এই সমুদায় সমভাগে লইয়া কেশুরিয়ার

রসে দুই দিবস মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। শেওলার রসের সহিত প্রত্যহ প্রভাতে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে শুক্রমেহের শান্তি হয়।

চন্দনাদি চূর্ণম্

চন্দনং শাল্মলীপুষ্পং ত্রিজাতং রজনীদ্বয়ম্। অনন্তাং শরিবাং মুস্তমুশীরং যষ্টিকামলে।। স্বর্ণপত্রীং শুভাং ভার্গীং দেবদারু হরীতকীম্। সর্ব্বদ্বিগুণিতং লৌহঞ্চৈকত্র পরিমর্দ্দয়েৎ।। প্রমেহা বিংশতিং শ্বাসঃ কাসো জীর্ণজ্বরস্তথা। প্রাশনাদস্য নশ্যন্তি দুর্নামানি চ কামলা।।

শ্বেতচন্দন, শিমুলমূল, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, মুতা, বেণার মূল, যষ্টীমধু, আমলকী, সোণামুখী, বংশলোচন, বামুনহাটী, দেবদারু ও হরীতকী প্রত্যেক সমভাগ এবং এই সকলের সমষ্টির দ্বিগুণ লৌহ একত্র মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ১ মাষা। ইহা সেবন করিলে প্রমেহাদি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

মাক্ষিকাদি চূর্ণম্

মাক্ষিকং পারদং গন্ধং খর্পরং গিরিমৃত্তিকাম্। শিলাজত্বভ্রলৌহানি শাল্মল্যাঃ কুসুমং ত্বচম্।। বিদারীং গোক্ষুরং বীজঞ্চৈকত্র পরিমর্দ্দয়েৎ। মাষমাত্রং প্রযুঞ্জীত শুক্রমেহনিবৃত্তয়ে।।

স্বর্ণমাক্ষিক, পারদ, গন্ধক, খর্পর, গেরিমাটী, শিলাজত, অভ্র, লৌহ, শিমলফল, শিমলছাল, ভূমিকষ্মাণ্ড ও গোক্ষুরবীজ এই সমুদায় সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ১ মাষা। ইহা সেবন করিলে শুক্রমেহের শান্তি হইয়া থাকে।

প্রমেহমিহির তৈলম্

শতপুষ্পা দেবকাষ্ঠং মুস্তকঞ্চ নিশাদ্বয়ম্। মূর্ব্বা কুষ্ঠং বাজিগন্ধা চন্দনদ্বয়রেণুকম্।। কটুকী মধুকং রাস্না ত্বগেলা ব্রহ্মযষ্টিকা। চবিকা ধান্যকং বৎসং পূতিকাগুরু পত্রকম্।। ত্রিফলা নলিকা বালা বলা চাতিবলা তথা। মঞ্জিষ্ঠা সরলং পদ্মং লোধ্রং মধুরিকা বচা।। অজাজী চোশীরং জাতী বাসা তগরপাদুকা। এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।। শতাবর্য্যা রসং তুল্যং লাক্ষারসং চতুর্গুণম। মস্তু লাক্ষারসৈস্তুল্যং ক্ষীরং তুল্যং প্রদাপয়েৎ।। দ্রবৈরেতৈঃ পচেৎ তৈলং গন্ধং দত্ত্বা যথাক্রমম্। এতৎ তৈলবরং শ্রেষ্ঠম-ভ্যঙ্গন্মারুতাপহম্।। বিষমাখ্যান্ জ্বরান্ সর্ব্বান্ মেদোমজ্জগতানপি। বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।। ক্ষীণেন্দ্রিয়ে তথা শস্তং ধ্বজভঙ্গে বিশেষতঃ। দদ্যাৎ তৈলং বিশেষেণ ফলমস্য চ কথ্যতে।। দাহং পিত্তং পিপাসাঞ্চ ছর্দ্দিঞ্চ মুখশোষণম্। প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব নাশয়েদবিকল্পতঃ। প্রমেহমিহিরং নাম্না রতিনাথেন ভাষিতম্।।

তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ লাক্ষা ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; শতমূলীর রস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ শুলফা, দেবদারু, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, কুড়, অশ্বগন্ধা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, রেণুক, কটকী, যষ্টিমধু, রাস্না, গুড়ত্বক, এলাইচ, বামুনহাটী, চই, ধনে, ইন্দ্রযব, করঞ্জবীজ, অগুরু, তেজপত্র, ত্রিফলা, নালুকা, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, মৌরি, বচ, জীরা, বেণার মূল, জায়ফল, বাসকছাল ও তগর-পাদুকা, প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমস্ত কল্ক ও ক্বাথ-সহ যথাবিধি তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে মেদোগত, মজ্জগত ও সর্ব্বদোষজাত বিষমজ্বর, ধ্বজভঙ্গ; দাহ পিত্ত পিপাসা ছর্দ্দি ও মুখশোষ এবং সকলপ্রকার মেহ ও অন্যান্য অনেক পীড়া প্রশমিত হয়।

ত্রিকণ্টকাদ্যং ঘৃতং তৈলং যমকঞ্চ

ত্রিকণ্টকাশ্মন্তকসোমবল্কৈর্ভল্লাতকৈঃ সাতিবিষৈঃ সলোধ্রৈঃ। বচাপটোলার্জ্জুননিম্বমুস্তৈর্হরিদ্রয়া দীপ্যকপদ্মকৈশ্চ।। মঞ্জিষ্ঠপাঠাগুরুচন্দনৈশ্চ সর্ব্বৈঃ সমস্তৈঃ কফবাতজেষু। মেহেষু তৈলং বিপচেদ্ ঘৃতন্তু পিত্তেষু মিশ্রং ত্রিষু লক্ষণেষু।।

গোক্ষুর, অম্লকুচা, খদিরকাষ্ঠ, শোধিত ভেলা, আতইচ, লোধ, বচ, পলতা, অর্জ্জুনছাল, নিমছাল, মুতা, হরিদ্রা, যমানী, পদ্মকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, আকনাদি, অগুরু ও রক্তচন্দন এই সমস্ত দ্রব্যের কল্কের সহিত যথাবিধি তৈল ও ঘৃত বা মিশ্রিত ঘৃততৈল পাক করিবে। কফ ও বাতজনিত মেহে তৈল, পিত্তজ মেহে ঘৃত, ত্রিদোষজ মেহে মিশ্রিত ঘৃততৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে।

কফমেহহরক্কাথ-সিদ্ধং সর্পিঃ কফে হিতম্। পিত্তমেহঘ্ননির্য্যূহ-সিদ্ধং পিত্তে হিতং ঘৃতম্।।

কফোল্বণ মেহে কফজ মেহনাশক ঔষধের ক্কাথের সহিত এবং পিত্তোল্বণ মেহে পৈত্তিক মেহনাশক দ্রব্যের ক্কাথের সহিত ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে।

দাড়িমাদ্যং ঘৃতম্

দাড়িমস্য তু বীজানি ক্রিমিঘ্নস্য চ তণ্ডুলাঃ। রজনী চবিকাজাজী ত্রিফলা নাগরং কণা।। ত্রিকণ্টকস্য বীজানি যমানী ধান্যকং তথা। বৃক্ষাম্লং চপলা কোলং সিন্ধূদ্ভবসমাযুতম্[১]।। কল্কৈরক্ষসমৈরেভির্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। পানে ভোজ্যে চ দাতব্যং সর্ব্বর্ত্তুষু চ মাত্রয়া।। প্রমেহান্ বিংশতিবিধান্ মূত্রাঘাতাংস্তথাশ্মরীম্। কৃচ্ছ্রং সুদারুণঞ্চৈব হন্যাদেতন্ন সংশয়ঃ।। বিবন্ধানাহশূলঘ্নং কামলাজ্বরনাশনম্। (অত্র চপলা পিপ্পলীমূলমিতি বৃন্দঃ। গজপিপ্পলীতি পদ্মসেনত্রিপুরকবীন্দ্রৌ)।

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ দাড়িমবীজ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, চই, জীরা, ত্রিফলা, শুঁঠ, পিপুল, গোক্ষুরবীজ, যমানী, ধনে, মহাদা, পিপুলমূল (মতান্তরে গজপিপ্পলী), কুলশুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ (রত্নাবলী গ্রন্থকার আরও কয়েকটি কল্কদ্রব্য দিতে বলেন। যথা অম্লবেতস, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, কুড়, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, মনঃশিলা, নীলাঞ্জন ও রসাঞ্জন), প্রত্যেক ২ তোলা। পাকের জল ১৬ সের। সকল ঋতুতেই যথাযোগ্য মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী, সুদারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র, আনাহ ও শূল প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

বৃহদ্ দাড়িমাদ্যং ঘৃতম্

চতুঃষষ্টিপলং পক্ক-দাড়িমস্য সুকুট্টিতম্। চতুর্গুণং জলং দত্ত্বা চতুর্ভাগাবশেষিতম্।। ক্কাথেন বস্ত্রপূতেন ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। দাড়িমং চবিকাজাজী ক্রিমিঘ্নং রজনীদ্বয়ম্।। দ্রাক্ষাখর্জ্জূরযষ্ঠ্যাতমৎপলং গজপিপ্পলী। অজমোদা মহাদ্রেকা কাকোলী নাগরং বচা।। দেবাহ্বা চবিকা কুষ্ঠং কাশ্মরী মধুযষ্টিকা। শ্যামেন্দ্রবারুণী মূর্ব্বা শুভা শৃঙ্গী ধনীয়কম্।। কুলথঞ্চ মহামেদা নিম্বশ্চ বৃহতীদ্বয়ম্। দণ্ডোৎপলং বরা বাসা সপ্তলা সিন্ধুবারকম্।। কল্কৈশ্চৈষাং যুক্তিযোগাদ্ গ্রাহ্যো হি পরিভাষয়া। প্রমেহং বাতিকং হন্তি পৈত্তিকং শ্লৈষ্মিকম্ তথা।। হৃচ্ছূলং বস্তিজং শূলং মূত্রাঘাতাং স্ত্রয়োদশ। হিক্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ যক্ষ্মাণং সর্ব্বরূপিণম্।। স্বরক্ষয়মুরোরোগং রক্তপিত্তমরোচকম্। যে চ প্রমেহজা রোগাস্তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যপি।। দাড়িমাদ্যমিদং সর্ব্বপ্রমেহাণাং নিসূদনম্। অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতম্ হ্যেতৎ ঃ

১. ইতঃ পরম্—অম্লবেতসসদ্রাক্ষা-যষ্টীমধুকপাকলৈঃ। দার্ব্বী ত্বক্ চ শিলাধাতুর্নীলোৎপলপলরসাঞ্জনৈঃ।। ইত্যধিক পাঠো রত্নাবল্যাম্। অত্র পাকলং কুষ্ঠম্।

পক্ক দাড়িমবীজ ৮ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের, ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ দাড়িম, চই, জীরা, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দ্রাক্ষা, পিণ্ডখর্জ্জুর, যুঞ্জাত (অভাবে তালমাতী), নীলোৎপল, গজপিপ্পলী, বনযমানী, মহানিম্ব, কাকোলী, শুঁঠ, বচ, দেবদারু, চই, কুড়, গাম্ভারীমূলের ছাল, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, রাখালশসার মূল, মূর্বা, বংশলোচন, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ধনে, কুলথকলাই, মহামেদ, নিমছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, ডানকুনী, ত্রিফলা, বাসকছাল, ছাতিমছাল ও নিসিন্দামূল এই সমুদায় মিলিত ১ সের। জল ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক প্রমেহ, হৃচ্ছূল, বস্তিশূল, ত্রয়োদশ প্রকার মূত্রাঘাত, হিক্কা, শ্বাস, রক্তপিত্ত ও যক্ষ্মা প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার এবং প্রমেহ-জন্য সমস্ত রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

মহাদাড়িমাদ্যং ঘৃতম্

দাড়িমস্য ফলপ্রস্থং প্রস্থঞ্চ যবতণ্ডুলম্। কুলত্থং প্রস্থমাদায় ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।। শতাবরীরসপ্রস্থং গব্যদুগ্ধঞ্চ তৎসমম্। কল্কং সার্দ্ধপিচুর্দ্রাক্ষা খর্জ্জূরং ত্রিফলা নতম্।। রেণকা চাষ্টবর্গশ্চ দেবদারু নিশাদ্বয়ম্। শৃঙ্গী ত্রিকটু সূক্ষ্মৈলা বিদার্য্যতিবলা তথা।। প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি শ্লেষ্মজান্ সন্নিপাতাজান্। বৃংহণঞ্চ বিশেষেণ সর্ব্বমেহহরং পরম্। অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতম্ সিদ্ধং দাড়িমাদ্যমিদং মহৎ।।

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ দাড়িমবীজ ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। যবতণ্ডুল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। কুলথকলায় ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। শতমূলীর রস ৪ সের। গব্যদগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ দ্রাক্ষা, পিণ্ডখর্জ্জুর, ত্রিফলা, তগরপাদকা, রেণক, জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, ছোট এলাইচ, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও গোরক্ষচাকুলে, প্রত্যেক চূর্ণ ৩ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে সকল প্রকার মেহ নষ্ট হয়।

ধান্বন্তরং ঘৃতম্

দশমূলং করঞ্জৌ দ্বৌ দেবদারু বর্ষাভূর্বরুণো দন্তী চিত্রকং সপুনর্নবম্।। সুধানীপকদম্বাশ্চ বিল্বভল্লাতকানি চ। শঠীপুষ্করমূলঞ্চ পিপ্পলীমূলমেব চ।। পৃথগ্ দশপলান্ ভাগাংস্ততস্তোয়ার্ম্মণে পচেৎ। যবকোলকলত্থানাং প্রস্থং প্রস্থঞ্চ দাপয়েৎ।। তেন পাদাবশেষেণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। নিচুলং ত্রিফলা ভার্গী রোহিষং গজপিপ্পলী।। শৃঙ্গবেরং বিড়ঙ্গানি বচা কম্পিল্লকং তথা। গর্ভেণানেন তৎ সিদ্ধং পায়য়েৎ তু যথাবলম্।। এতদ্ধান্বন্তরং নাম বিখ্যাতং সর্পিরুত্তমম্। কুষ্ঠং গুল্মপ্রমেহাংশ্চ শ্বয়থুঃ বাতশোণিতম্।। প্লীহোদরং তথার্শাংসি বিদ্রধিং পিড়কাশ্চ যাঃ। অপস্মারং তথোন্মাদং সর্পিরেতন্নিযচ্ছতি।। পৃথক্ তোয়ার্ম্মণে তত্র পচেদ্দ্রব্যাচ্ছতং শতম্। শতত্রয়াধিকে তোয়মুৎসর্গঃ ক্রমতো ভবেৎ।।

দশমূল, নাটাকরঞ্জফল ও ডহরকরঞ্জফল, দেবদারু, হরীতকী, পুনর্নবা, বরুণ, দন্তী, চিতা, শ্বেত পুনর্নবা, মনসাসীজ মূল, কেলিকদম্ব (কাহারও মতে ভূমিকদম্ব), কদম্ব, বেলছাল, শোধিত ভেলা, শটী, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়) ও পিপুলমূল; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ১০ পল। (দশমূলেরও প্রত্যেক দশ-দশ পল লইতে হইবে)। যব, কুল ও কুলথকলায়, প্রত্যেক ২ সের। এই সকল দ্রব্য ৮ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। সেই ক্বাথে ৪ সের ঘৃত, নিম্নলিখিত কল্কের সহিত পাক করিবে। কল্কদ্রব্য যথা হিজলফল, ত্রিফলা, বামুনহাটী, গন্ধতৃণ, গজপিপ্পলী, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, বচ ও কমলাগুঁড়ি। রোগীর বলাদি বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় এই ধান্বন্তর ঘৃত সেবন করাইলে কুষ্ঠ প্রমেহ প্রভৃতি বিবিধ পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে। এই ঘৃত পাক করিতে প্রতি

১০০ পল ক্বাথ্য দ্রব্যে ৬৪ সের জল দিবার নিয়ম, কিন্তু ৩০০ পলের অধিক হইলে ক্বাথ্য দ্রব্যের অষ্টগুণ জল প্রদেয়।

শাল্মলীঘৃতম্

শাল্মলীদ্রবসংযুক্তং সর্পিচ্ছাগীপয়োঽন্বিতম্। অশ্বগন্ধাং বরীং রাস্নাং মুশলীং বিশ্বভেষজম্।। অনন্তাং মধুকং দ্রাক্ষাং দত্ত্বা চ পলমানতঃ। পচেন্মন্দাগ্নিনা বৈদ্যঃ পাত্রে মৃৎপরিনির্ম্মিতে।। প্রমেহান্ নিখিলান্ হন্তি শুক্রমেহং বিশেষতঃ।। ক্লৈব্যং ধাতুক্ষয়ং শোষং কাসঞ্চৈতদ্ বরং ঘৃতম্।।

গব্যঘৃত ৪ সের। শিমুলের রস ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ অশ্বগন্ধা, শতমূলী, রাস্না, তালমূলী, শুঁঠ, অনন্তমূল, যষ্টিমধু ও দ্রাক্ষা প্রত্যেক ১ পল। পাকার্থ জল ১৬ সের; মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্রে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ইহা সেবন করিলে শুক্রমেহাদি অনেক পীড়ার শান্তি হয়।

দেবদার্ব্বাদ্যরিষ্টঃ

তুলার্দ্ধং দেবদারু স্যাদ্বাসায়াঃ পলবিংশতিঃ। মঞ্জিষ্ঠেন্দ্রযবা দন্তী তগরং রজনীদ্বয়ম্।। রাস্না ক্রিমিঘ্নং মুস্তঞ্চ শিরীষং খদিরার্জ্জুনৌ। ভাগান্ দশপলান্ দদ্যাদ্ যবান্যা বৎসকস্য চ।। চন্দনস্য গুড়ুচ্যাশ্চ রোহিণ্যাশ্চিত্রকস্য চ। ভাগানষ্টপলানেতানষ্টদ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ।। দ্রোণশেষে কষায়ে চ পূতে শীতে প্রদাপয়েৎ। ধাতক্যা ষোড়শপলং মাক্ষিকস্য তুলাত্রয়ম্।। ব্যোষস্য দ্বিপলং দদ্যাৎ ত্রিজাতকচতুষ্পলম্। চতুষ্পলং প্রিয়ঙ্গোশ্চ দ্বিপলং নাগকেশরম্।। সর্ব্বাণ্যেতানি সঞ্চূর্ণ্য ঘৃতভাণ্ডে নিধাপয়েৎ। মাযাদূর্দ্ধং পিবেদেনং প্রমেহং হন্তি দুস্তরম্।। বাতরোগগ্রহণ্যর্শো-মূত্রকৃচ্ছ্রাণি নাশয়েৎ। দেবদার্ব্বাদিকোঽরিষ্টো দদ্রুকুষ্ঠবিনাশনঃ।।

দেবদারু ৬।০ সের, বাসকছাল ২।।০ সের, মঞ্জিষ্ঠা, ইন্দ্রযব, দন্তীমূল, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রাস্না, বিড়ঙ্গ, মুতা, শিরীষছাল, খদিরকাষ্ঠ, অর্জ্জুনছাল, প্রত্যেক ১।০ সের; যমানী, ইন্দ্রযব, রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, কটকী ও চিতামূল প্রত্যেক ১ সের, পাকার্থ জল ৫১২ সের, শেষ ৬৪ সের। পাকশেষে শীতল হইলে মধু ৩৭।।০ সের এবং ধাইফুল ২ সের, ত্রিকটু।০ পোয়া, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ প্রত্যেক।।০ সের, প্রিয়ঙ্গু।।০ সের, নাগেশ্বর।০ পোয়া, সমুদায় চূর্ণ করিয়া ঐ ক্বাথে নিক্ষেপ করিবে এবং ঘৃতপাত্রে ১ মাস রাখিবে। ইহা পান করিলে দুস্তর প্রমেহ, বাতরোগ, গ্রহণী, অর্শ ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

চন্দনাসবঃ

চন্দনং বালকং মুস্তং গাম্ভারীং নীলমুৎপলম্। প্রিয়ঙ্গুং পদ্মকং লোধ্রং মঞ্জিষ্ঠাং রক্তচন্দনম্।। পাঠাং কিরাততিক্তঞ্চ ন্যগ্রোধং পিপ্পলং শঠীম্। পর্পটং মধুকং রাস্নাং পটোলং কাঞ্চনারকম্।। আম্রত্বচং মোচরসং প্রত্যেকং পলমাত্রকম্। ধাতকীং ষোড়শপলাং দ্রাক্ষায়াঃ পলবিংশতিম্।। জলদ্রোণদ্বয়ে ক্ষিপ্ত্বা শর্করায়াস্তুলাং তথা। গুড়স্যার্দ্ধতুলঞ্চাপি মাসং ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।। চন্দনাসব ইত্যেষ শুক্রমেহবিনাশনঃ। বলপুষ্টিকরো হৃদ্যো বহ্নিসন্দীপনঃ পরঃ।।

শ্বেতচন্দন, বালা, মুতা, গাম্ভারীফল, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, আকনাদি, চিরতা, বটছাল, অশ্বত্থছাল, শঠী, ক্ষেতপাপড়া, যষ্টিমধু, রাস্না, পটোলপত্র, কাঞ্চনছাল, আমছাল ও মোচরস প্রত্যেক ১ পল; ধাইফুল ১৬ পল, দ্রাক্ষা ২০ পল, চিনি ১২।।০ সের ও গুড় ৬।০ সের, এই সমুদায় ১২৮ সের জলে সুবিমিশ্রিত করিয়া আবৃত ভাণ্ডে এক মাস রাখিবে। পরে

কল্ক ত্যাগ করিয়া দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। এই চন্দনাসব শুক্রমেহ-নিবারক, বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, হৃদ্য ও অগ্নিসন্দীপক।

লোধ্রাসবঃ

লোধ্রং শঠীং পুষ্করমূলমেলাং মূর্ব্বাং বিড়ঙ্গং ত্রিফলাং যমানীম্। চব্যং প্রিয়ঙ্গুং ক্রমুকং বিশালাং কিরাততিক্তং কটরোহিণীঞ্চ।। ভার্গীং নতং চিত্রকপিপ্পলীনাং মূলং সকষ্ঠাতিবিষং সপাঠম্। কলিঙ্গকান্ কেশরমিন্দ্রসাহ্বান্ নখং সপত্রং মরিচং প্লবঞ্চ।। দ্রোণেহম্ভসঃ কর্ষসমানি পক্ত্বা পূতে চতুর্ভাগজলাবশেষে। রসেহর্দ্ধভাগং মধুনঃ প্রদায় পক্ষং নিধেয়ো ঘৃতভাজনস্থঃ।। লোধ্রাসবোহ্যয়ং কফপিত্তমেহান্ ক্ষিপ্রং নিহন্যাদ্দ্বিপলপ্রয়োগাৎ। পাণ্ড্বাময়ার্শাংস্যরুচিং গ্রহণ্যা দোষং কিলাসং বিধিবচ্চ কুষ্ঠম্।।

লোধ, শঠী, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), এলাইচ, মূর্ব্বামূল, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, যমানী, চই, প্রিয়ঙ্গু, সুপারি, রাখালশসা, চিরতা, কটকী, বামুনহাটী, তগরপাদুকা, চিতামূল, পিপুলমূল, কুড়, আতইচ, আকনাদি, ইন্দ্রযব, নাগকেশর, নখী, তেজপত্র, মরিচ ও কৈবর্ত্তমুস্তক ২ তোলা পরিমাণে লইয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করত ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে উহাতে ৮ সের মধু মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে এক পক্ষ রাখিবে। এই লোধ্রাসব প্রতিদিন ২ পল (ব্যবহার ২ তোলা) মাত্রায় সেবন করিলে কফপিত্তমেহ, পাণ্ডু, অর্শ, অরুচি, গ্রহণীদোষ, কিলাস ও নানাপ্রকার কুষ্ঠ আশু প্রশমিত হয়।

পথ্যাপথ্য বিধিঃ

প্রমেহরোগে পথ্যানি

প্রাগ্লঙ্ঘনানি বমনানি বিরেচনানি প্রোদ্বর্ত্তনানি শমনানি চ দীপকানি। নীবারকঙ্গুযববৈণবকোরদূষশ্যামাকজীর্ণকুরুবিন্দমুকন্দকাশ্চ।। গোধূমশালিকলমাশ্চিরজাঃ কুলত্থমুদ্গাঢ়কীচণকযূষরসাস্তিলাশ্চ। লাজাঃ পুরাতনসুরামধুবাট্যমণ্ডস্তক্রঞ্চ রাসভজলং মহিষীজলঞ্চ।। লট্বাকপোতশশতিত্তিরিলাববর্হিভৃঙ্গৈণবর্ত্তকশুকাদিকজাঙ্গলাশ্চ। শোভাঞ্জনানি কুলকানি কঠিল্লকানি কর্কোটকানি তলকানি চ বার্হতানি।। ঔড়ম্বরাণি লশুনানি নবীনমোচং পত্তুরগোক্ষুরকমূষিকপর্ণিশাকম্। মন্দারপত্রমমৃতা ত্রিফলা কপিত্থং জম্বুঃ কশেরুকমলোৎপলকন্দবীজম্। খর্জ্জূরলাঙ্গলিকতালতরূত্তমাঙ্গং ব্যোষঞ্চ তিন্দুকফলং খদিরঃ কলিঙ্গঃ। তিক্তানি চাপি সকলানি কষায়কাণি হস্ত্যশ্ববাহনমতিভ্রমণং রবিত্বিট্।। ব্যায়াম ইত্যপি গণো ভবতি প্রকামং মিত্রং প্রমেহগদপীরিতমানবানাম্।।

উপবাস, বমন, বিরেচন, উদ্বর্ত্তন, শমনদ্রব্য, অগ্নিদীপক দ্রব্য, উড়ীধান্য, কাঙ্গনীধান্য, যব, বাঁশের তণ্ডুল, কোদোধান্য, শ্যামাধান্য, পুরানো বোরোধান্য ও পুরাতন মুকুন্দক (ষষ্টিক-ধান্যবিশেষ), পুরাতন গোধূম এবং শালি ও কলমাধান্যের তণ্ডুল; কুলত্থকলায়, মুগ, অড়হর ও ছোলার যূষ, মাংসরস, তিল, খই, পুরাতন সুরা, পুরাতন মধু, যবমণ্ড, তক্র, গর্দ্দভমূত্র, মহিষমূত্র, গ্রাম্যচটক, পায়রা, শশক, তিত্তিরি, লাব, ময়ূর, ভৃঙ্গ, এণ, বর্ত্তক ও শুক প্রভৃতি জাঙ্গলমাংস, সজিনা, পটোল , করলা, কাঁকরোল, তাল, বৃহতীফল, যজ্ঞডুমুর, রশুন, নূতন মোচা, শালিঞ্চশাক, গোক্ষুর, ইন্দুরকাণি শাক, পালিধামান্দারের পাতা, গুড়ূচী, ত্রিফলা, কয়েৎবেল, জামফল, কেশুর, পদ্ম এবং উৎপলের কন্দ ও বীজ, খর্জ্জূর, ঈষলাঙ্গলা, তালমাতী, ত্রিকটু, গাব, খদির, ইন্দ্রযব, সকল প্রকার তিক্ত ও কষায়দ্রব্য, হস্তী ও অশ্ববাহনে অত্যন্ত ভ্রমণ, রৌদ্রসেবন ও ব্যায়াম, এই সমস্ত প্রমেহরোগে সুপথ্য।

প্রমেহরোগেঽপথ্যানি

মূত্রবেগং ধূমপানং স্বেদং শোণিতমোক্ষণম্। সদাসনং দিবানিদ্রাং নবান্নানি দধীনি চ।। আনূপমাংসং নিষ্পাবং পিষ্টান্নানি চ মৈথুনম্। সৌবীরকং সুরাং শুক্তং তৈলং ক্ষীরং ঘৃতং গুড়ম্।। তুম্বীং তালাস্থি-মজ্জানং বিরুদ্ধান্যশনানি চ। কষ্মাণ্ডমিক্ষুং দুষ্টাম্বু স্বাদ্বয়ম্ললবণানি চ। অভিষ্যন্দি চ যত্নেন প্রমেহী পরিবর্জ্জয়েৎ।।

মূত্রবেগধানণ, ধূমপান, স্বেদ, রক্তমোক্ষণ, সর্ব্বদা উপবেশন, দিবানিদ্রা, নূতন চাউলের অন্ন, দধি, অনূপ দেশজাত মৃগপক্ষী প্রভৃতির মাংস, শিম, পিষ্টান্ন, মৈথুন, সৌবীর, সুরা, শুক্ত, তৈল, দুগ্ধ, ঘৃত, গুড়, লাউ, তালআঁটির শাঁস, বিরুদ্ধভোজন, কুমড়া, ইক্ষু, দূষিত জল, মধুরদ্রব্য, অম্লদ্রব্য, লবণদ্রব্য ও অভিষ্যন্দি দ্রব্য প্রমেহরোগে অতি যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে প্রমেহরোগাধিকারঃ।

সোমরোগাধিকার

সোমরোগ নিদানম্

স্ত্রীণামতিপ্রসঙ্গাদ্ শোকাদ্বাপি শ্রমাদপি। আভিচারিকদোষাচ্চ গরদোষাৎ তথৈব চ। আপঃ সর্ব্বশরীরেভ্যঃ ক্ষুভ্যন্তি প্রস্রবন্তি চ। তস্মাৎ তাঃ প্রচ্যুতাঃ স্থানান্মূত্রমার্গং ব্রজন্তি চ।। প্রসন্না বিমলাঃ শীতা নির্গন্ধা নীরুজঃ সিতাঃ। স্রবন্তি চাতিমাত্রন্তু দৌর্ব্বল্যং গতিহীনতা।। শিরসঃ শিথিলত্বঞ্চ মুখতালুবিশোষণম্। সোমরোগ ইতি জ্ঞেয়ো দেহে সোমক্ষয়ান্নৃণাম্।।

অধিক স্ত্রীসঙ্গম, শোক, অতিরিক্ত পরিশ্রম, আভিচারিক দোষ অথবা বিষদোষপ্রযুক্ত সর্ব্বদেহস্থ জলপদার্থ বিকৃত ও স্থানচ্যুত হইয়া মূত্রমার্গে উপস্থিত হয়। ঐ সমস্ত জল মূত্ররূপে পরিণত হইয়া মূত্রপথ দিয়া অত্যন্ত অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া যায়। উহা প্রসন্ন, নির্ম্মল, শীতল, শুভ্র ও গন্ধরহিত। উহার নির্গমকালে কোনপ্রকার যাতনা অনভূত হয় না, কিন্তু নিতান্ত দর্ব্বলতা, গতিশক্তি-রাহিত্য, মস্তকের শিথিলতা, মুখ ও তালুর শোষ এই সমুদায় লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই রোগে দেহে সোমগুণের ক্ষয়হেতু ইহার নাম সোমরোগ। (মূত্রাতিসার রোগও এই প্রকার, তাহাতে অত্যন্ত বলক্ষয় ও প্রবল তৃষ্ণা হওয়াতে অধিক জলপান করিতে হয়)।

কার্শ্যং স্বেদোঽঙ্গগন্ধঃ করপদরসনানেত্রকর্ণোপদাহঃ কাসঃ শৈথিল্যমঙ্গেঽরুচিরপি পিড়কা-কণ্ঠতাল্বোষ্ঠ-শোষঃ। দাহঃ শীতপ্রিয়ত্বং ধবলিমতনুতা শ্রান্ততা পীতমূত্রং মূত্রস্থা মক্ষিক্ষাদ্যাশ্চিরমপি বহুমূত্রাখ্যরোগে প্রবৃদ্ধে।।

বহুমূত্রাখ্য রোগ প্রবৃদ্ধ হইলে দেহের কৃশতা, ঘর্ম্ম, অঙ্গে গন্ধ এবং হস্ত পদ জিহ্বা, নেত্র ও কর্ণে উপতাপ, কাস, অঙ্গের শিথিলতা, অরুচি, পিড়কা, কণ্ঠ তাল ও ওষ্ঠশোষ, দাহ, শীতলেচ্ছা, পাণ্ডুবর্ণতা, শ্রান্তত্ব, পীতমূত্রতা ও মূত্রে মক্ষিকাদির উপবেশন, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

সোমরোগ চিকিৎসা

কদলীনাং ফলং পক্কং ধাত্রীফলরসং মধু। শর্করাপয়সা পীতমপাং ধারণমুত্তমম্।।

পক্ক কদলীফল ১টি, আমলকীর রস ১ তোলা, মধু ৪ মাষা, চিনি ৪ মাষা ও দুগ্ধ ১ পোয়া এই সমুদায় একত্র ভক্ষণ করিলে সোমরোগের উপশম হয়।

কদলীনাং ফলং পক্কং বিদারীঞ্চ শতাবরীম্। ক্ষীরেণ পায়য়েৎ প্রাতরপাং ধারণমুত্তমম্।।

পক্ক কদলীফল, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও শতমূলী সমানভাগে একত্র করিয়া দুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে পান করিলে মূত্রাধিক্য নিবারণ হয়।

ধাত্রীফলস্য রসকং মধুনা চ পিবেৎ সদা। বহুমূত্রক্ষয়ং কুর্য্যাৎ ক্ষারেণ বাসকস্য চ।।

প্রত্যহ মধুর সহিত আমলকীর রস অথবা যবক্ষারের সহিত বাসকের রস পান করিলে বহুমূত্র নিবারণ হয়।

তালকন্দঞ্চ তরুণং খর্জ্জূরং কদলীফলম্। পয়সা পায়য়েৎ প্রাতর্মূত্রাতীসারনাশনম্।।

ছোট তাল বা খেজুরগাছের মূল এবং কদলীফল দুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিলে মূত্রাতিসার নিবারণ হয়।

মাষচূর্ণং সমধুকং বিদারী শর্করা মধু। পয়সা পায়য়েৎ প্রাতঃ সোমরোগবিনাশনম্।।

মাষকলাইচূর্ণ, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, চিনি ও মধু এই সমুদায় প্রভাতে দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সোমরোগ নষ্ট হয়।

ত্রিফলাদিযোগঃ

ত্রিফলাবেণুপত্রাব্দ-পাঠামধুযুতৈঃ কৃতঃ। কুম্ভযোনিরিবাম্ভোধিং বহুমূত্রন্তু শোষয়েৎ।।

ত্রিফলা, বাঁশপাতা, মুতা, আকনাদি, ইহাদের ক্বাথ মধু ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া পান করিলে বহুমূত্র নিবারিত হয়।

রসপ্রয়োগঃ

তারকেশ্বরো রসঃ

মৃতসূতাভ্রগন্ধঞ্চ মর্দ্দয়েন্মধুনা দিনম্। তারকেশ্বরনামায়ং গহনানন্দভাষিতঃ।। মাষমাত্রং ভজেৎ ক্ষৌদ্রৈ-র্বহুমূত্রপ্রশান্তয়ে। উডুম্বরফলং পক্কং চূর্ণিতম্ কর্ষমাত্রকম্। সংলিহ্যান্মধুনা সার্দ্ধমনুপানং সুখাবহম্।।

রসসিন্দূর, অভ্র ও গন্ধক একত্র মধুর সহিত একদিন মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা মধু-সহ সেব্য। ঔষধসেবনান্তে পক্ক যজ্ঞডুমুর ফলচূর্ণ ২ তোলা মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে বহুমূত্র রোগ বিনষ্ট হয়।

তারকেশ্বরো রসঃ (দ্বিতীয় প্রকারঃ)

মৃতং সূতং মৃতং লৌহং মৃতং বঙ্গাভ্রকং সমম্। মর্দ্দয়েন্মধুনা চাহো রসোঽয়ং তারকেশ্বরঃ।। মাষমাত্রং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈর্বহুমূত্রানুপত্তয়ে। ঔডুম্বরং পক্কফলং চূর্ণিতং মধুনা লিহেৎ।।

রসসিন্দূর, লৌহ, বঙ্গ ও অভ্র প্রত্যেক সমভাগে মধুর সহিত ১ দিবস মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমিত বটিকা করিবে। ইহা মধুর সহিত সেবন করিয়া পশ্চাৎ পক্ক যজ্ঞডুমুর ফলচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে।

তালকেশ্বরো রসঃ

তালং সূতং সমং গন্ধং মৃতলৌহাভ্রবঙ্গকম্। মর্দ্দয়েন্মধুনা চৈব রসোহ্য়ং তালকেশ্বরঃ।। মাষমাত্রং ভজেৎ ক্ষৌদ্রৈর্বহুমূত্রপ্রশান্তয়ে। উডুম্বরফলং পক্কং চূর্ণিতং কর্ষমানতঃ। সংলেহ্যং মধুনা সার্দ্ধমনুপানং সুখাবহম্।।

হরিতাল, পারদ, গন্ধক, জারিত লৌহ, অভ্র ও বঙ্গ, এই সকল ·) সমভাগে মধুতে মাড়িয়া ১ মাষা পরিমিত বটি প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু অথবা পক্ক উডুম্বর ফলচূর্ণ ২ তোলা ও মধু। ইহাতে বহুমূত্র বিনষ্ট হয়।

গগনাদি লৌহম্

গগনং ত্রিফলা লৌহং কুটজং কটুকত্রয়ম্। পারদং গন্ধকঞ্চৈব বিষটঙ্গণসর্জ্জিকাঃ।। ত্বগেলা তেজপত্রঞ্চ বঙ্গং জীরকযুগ্মকম্। এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।। তদর্দ্ধং চিত্রকং চূর্ণং কর্ষৈকং মধুনা লিহেৎ। অবশ্যং বিনিহন্ত্যাশু মূত্রাতিসারসোমকম্।।

অভ্র, ত্রিফলা, লৌহ, কুড়চী, ত্রিকটু, পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগা, সাচিক্ষার, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, বঙ্গ, জীরা ও কৃষ্ণজীরা এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া তাহাতে তদর্দ্ধ চিতাচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। পরিমাণ ২ তোলা। অনুপান মধু। ইহাতে মূত্রাতিসার ও সোমরোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

হেমনাথ রসঃ

সূতং গন্ধং হেম তাপ্যং প্রত্যেকং কোলসম্মিতম্। অয়শ্চন্দ্রং প্রবালঞ্চ বঙ্গঞ্চার্দ্ধং বিনিক্ষিপেৎ।। ফণিফেনস্য তোয়েন কদলীকুসুমেন চ। উডুম্বররসেনাপি সপ্তধা পরিমর্দ্দয়েৎ।। বল্লমাত্রাং বটীং খাদেদ্ যথাব্যাধ্যনুপানতঃ। প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি বহুমূত্রং সুদারুণম্।। সোমরোগং ক্ষয়ঞ্চৈব শ্বাসং কাসমুরঃ-ক্ষতম্। হেমনাথরসো নাম্না কৃষ্ণাত্রেয়েণ ভাষিতঃ।।

রস, গন্ধক, স্বর্ণ ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক ১ তোলা; লৌহ, কর্পূর, প্রবাল ও বঙ্গ প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা। আফিঙের জলে, মোচার রসে এবং যজ্ঞডুমুরের রসে প্রত্যেকে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। রোগ বিবেচনা করিয়া অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবনে সকলপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র ও সোমরোগ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

সোমনাথ রসঃ

কর্ষং জারিতলৌহঞ্চ তদর্দ্ধং রসগন্ধকম্। এলা পত্রং নিশাযুগ্মং জম্বুবীরণগোক্ষুরম্।। বিড়ঙ্গং জীরকং পাঠা ধাত্রী দাড়িম্বটঙ্গণম্। চন্দনং গুগ্‌গুলুর্লোধ্র-শালার্জ্জুনরসাঞ্জনম্।। ছাগীদুগ্ধেন বটিকাং কারয়েদ্ দশরক্তিকাম্। নির্ম্মিতো নিত্যনাথেন সোমনাথরসস্ত্বয়ম্।। সোমরোগং বহুবিধং প্রদরং হন্তি দুর্জ্জয়ম্। যোনিশূলং মেঢ্রশূলং সর্ব্বজং চিরকালজম্। বহুমূত্রং বিশেষেণ দুর্জ্জয়ং হন্ত্যসংশয়ম্।।

জারিত লৌহ ২ তোলা, পারদ, গন্ধক, এলাইচ, তেজপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জাম, বেণার মূল, গোক্ষুর, বিড়ঙ্গ, জীরা, আকনাদি, আমলকী, দাড়িম, সোহাগা, চন্দন, গুগগুলু, লোধ, শাল, অর্জ্জুন ও রসাঞ্জন প্রত্যেক ১ তোলা। এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া ১০ রতি (ব্যবহার ২/৩ রতি) পরিমিত বটি প্রস্তুত করিবে। ইহাতে সোমরোগ, দুর্জ্জয় প্রদর, যোনিশূল, মেঢ্রশূল এবং বহুমূত্র নিবারিত হয়।

সোমেশ্বরো রসঃ

শালার্জ্জুনং লোধ্রকঞ্চ কদম্বাগুরুচন্দনম্। অগ্নিমন্থং নিশাযুগ্মং ধাত্রীদাড়িমগোক্ষুরম্।। জম্বুবীরণমূলঞ্চ ভাগমেষাং পলার্দ্ধকম্। রসগন্ধকধান্যাব্দমেলা পত্রং তথাভ্রকম্।। লৌহং রসাঞ্জনং পাঠা বিড়ঙ্গং টঙ্গজীরকম্। প্রত্যেকং পলিকং ভাগং পলার্দ্ধং গুগ্গুলোরপি।। ঘৃতেন বটিকাং কৃত্বা খাদেৎ ষোড়শ-রক্তিকাম্। গহনানন্দনাথেন রসো যত্নেন নির্ম্মিতঃ।। সোমেশ্বরো মহাতেজাঃ সোমরোগং নিহন্ত্যলম্। একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব সন্নিপাতসমুদ্ভবম্।। মূত্রাঘাতং মূত্রকৃচ্ছ্রং কামলাঞ্চ হলীমকম্। ভগন্দরোপদংশৌ চ বিবিধান্ পিড়কাব্রণান্। বিস্ফোটার্ব্বুদকণ্ডুঞ্চ সর্ব্বমেহং বিনাশয়েৎ।।

শালবৃক্ষের সার, অর্জ্জুনছাল, লোধ, কদম্ব, অগুরু, চন্দন, গণিয়ারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আমলকী, দাড়িম, গোক্ষুর, জাম, বেণার মূল ও গুগগুলু প্রত্যেক অর্দ্ধ পল। পারদ, গন্ধক, ধনে, মুতা, এলাইচ, তেজপত্র, অভ্র, লৌহ, রসাঞ্জন, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, সোহাগা ও জীরা ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল (৮ তোলা); ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া ১৬ রতি (ব্যবহার ২/৩ রতি) পরিমিত বটি প্রস্তুত করিবে। গহনানন্দ অতি যত্নে এই সোমেশ্বর রস প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহাতে সোমরোগ অবশ্য বিনষ্ট হয় এবং মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, ভগন্দর, উপদংশ ও সর্ব্বপ্রকার মেহ প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

বসন্তকুসুমাকরো রসঃ

বৈক্রান্তস্য চ ভাগৈকং দ্বিভাগং হেমভস্মনঃ। অভ্রকস্য চ ভাগৌ দ্বৌ মুক্তাবিদ্রুমযোস্তথা।। বঙ্গভস্ম ত্রিভাগং স্যাদ্ রসস্য ভস্মনস্তথা। চত্বারোঽস্য চ ভাগাশ্চ সর্ব্বমেকত্র মর্দ্দিতম্।। জম্বীরাদ্ভিশ্চ গোদুগ্ধৈ-রুশীরোদ্ভববারিভিঃ। বৃষদ্রবৈরিক্ষুনীরৈঃ সপ্তধা ভাবয়েৎ পৃথক্।। ভাবিতো রসরাজঃ স্যাদ্ বসন্ত-কুসুমাকরঃ। বল্লোঽস্য মধুনা লীঢ়ঃ সোমরোগং ক্ষয়ং নয়েৎ।। মূত্রাতীসারং মেহাংশ্চ মূত্রাঘাতাশ্মরীরুজম্। তৃষ্ণাদাহং তালুশোষং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।। বল্যঃ পুষ্টিকরো বৃষ্যঃ সর্ব্বরোগনিবর্হণঃ। হন্ত্যজীর্ণং জ্বরং শ্বাসং ক্ষয়রোগং কৃশাঙ্গতাম্।। নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদ্রসায়নমিহেষ্যতে।।

বৈক্রান্ত ১ ভাগ; স্বর্ণ, অভ্র, মুক্তা, প্রবাল ২ ভাগ, বঙ্গ ৩ ভাগ, রসসিন্দূর ৪ ভাগ; এই সমুদায় গোঁড়ালেবুর রসে, গব্যদুগ্ধে, বেণার মূলের ক্বাথে, বাসকছাল ও ইক্ষুর রসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। মধু-সহ সেব্য। ইহা দ্বারা সোমরোগ, মূত্রাতীসার, প্রমেহ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও দাহ প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট এবং বল পুষ্টি ও বীর্য্য বর্দ্ধিত হয়। ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন ঔষধ।

স্বল্পধাত্রী ঘৃতম্

বিনা কল্কং স্বল্পধাত্রীঘৃতমেতন্নিগদ্যতে। সর্ব্বং তুল্যং গুণৈরেব পথ্যাপথ্যং তদেব হি।।

পশ্চাল্লিখিত বৃহদ্ধাত্রীঘৃত বিনা কল্কে পাক করিলে তাহাকে স্বল্পধাত্রী ঘৃত বলা যায়। ইহার গুণ ও পথ্যাপথ্য সমস্তই বৃহদ্ধাত্রী ঘৃতের তুল্য।

বৃহদ্ধাত্রী ঘৃতম্

ধাত্রীফলরসপ্রস্থং বিদারীস্বরসং তথা। ক্ষীরস্যাপি শতাবর্য্যাঃ প্রস্থং প্রস্থং রসস্য চ।। তৃণপঞ্চরসপ্রস্থং দত্ত্বা প্রস্থং ঘৃতস্য চ। পচেনমৃদ্বগ্নিনা বৈদ্যঃ পাকং জ্ঞাত্বা বিধানতঃ।। এলালবঙ্গত্রিফলা-কপিত্থফলমেব চ। সজলং সবলং মাংসী কদলীকন্দমেব চ।। উৎপলস্য চ কন্দানি কল্কং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ। ততঃ কল্কং পরিস্রাব্য চূর্ণং দদ্যাৎ পলং পলম্।। মধুকং ত্রিবৃতা চৈব ক্ষারকং বৃদ্ধদারকম্। শর্করায়াঃ পলান্যষ্টৌ

মধুনশ্চ পলাষ্টকম্।। চূর্ণং দত্ত্বা সুমথিতং স্নিগ্ধভাণ্ডে নিধাপয়েৎ। সোমরোগং নিহন্ত্যাশু তৃষ্ণাং দাহ-মরোচকম্।। মূত্রাঘাতং মূত্রকৃচ্ছ্রং নাশয়েদ্ বহুমূত্রকম্। পিত্তজান্ বিবিধান্ ব্যাধীন্ বাতজাংশ্চ সুদারুণান্।। করোতি শুক্রোপচয়ং বলবর্ণকরং পরম্। নানারূপবিকারঘ্নং বিশেষাদ্ বহুমূত্রনুৎ।।

ঘৃত ৪ সের। আমলকীর রস ৪ সের (স্বরসাভাবে ক্বাথ, যথা আমলকী ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের), ভূমিকুষ্মাণ্ড রস ৪ সের, শতমূলীরস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, তৃণপঞ্চমূলের ক্বাথ ৪ সের। কল্কার্থ এলাইচ, লবঙ্গ, ত্রিফলা, কয়েৎবেল, বালা, সরলকাষ্ঠ, জটামাংসী, কদলীমূল ও সুঁদিমূল প্রত্যেক ৬ তোলা। যথানিয়মে পাক করিয়া কল্কসকল ছাঁকিয়া ফেলিয়া দিবে। পরে যষ্টিমধু, তেউড়ী, যবক্ষার, বিদ্ধড়ক মূল, প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল, চিনি ৮ পল প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে মধু ৮ পল মিশ্রিত করিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। ইহা সেবন করিলে সোমরোগ, তৃষ্ণা, দাহ, মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, বহুমূত্র প্রভৃতি নানা পীড়ার উপশম হয়।

কদল্যাদি ঘৃতম্

কদলীকন্দনির্য্যাসে তৎপ্রসূনতুলাং পচেৎ। চতুর্ভাগাবশেষেঽস্মিন্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।। চন্দনং সরলং মাংসী কদলীমূলকং তথা। এলা লবঙ্গং ত্রিফলা কপিত্থফলমেব চ।। ঔদকানি চ কন্দানি ন্যগ্রোধাদি-গণস্তথা। কল্কেনানেন সংসিদ্ধং সোমরোগনিবারণম্।। মূত্ররোগানশেষাংশ্চ প্রভূতান্ শুক্রপিচ্ছিলান্। প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব মূত্রাঘাতাংস্ত্রয়োদশ।। বহুমূত্রং বিশেষেণ মূত্রকৃচ্ছ্রং তথাশ্মরীম্। পীতং ঘৃতং নিহন্ত্যাশু বিষ্ণুচক্রমিবাসুরান্।। কদল্যাদিঘৃতং নাম বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম্।।

ঘৃত ৪ সের। কদলীপুষ্প (মোচা) ১০০ পল, পাকার্থ কদলীমূলের রস ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ রক্তচন্দন, সরলকাষ্ঠ, জটামাংসী, কদলীমূল, এলাইচ, লবঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কয়েৎবেল, পদ্মমূল, কেশুরমূল, নীলোৎপল মূল, পানিফলমূল, ন্যগ্রোধাদি গণ অর্থাৎ বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পিয়াল, পাকুড়, বেতস, আম, বড় জাম, ক্ষুদে জাম, কুল, মৌল, গাব, অর্জ্জুন, চোরপত্র, কটকী, কদম্ব, পলাশ, যষ্টিমধু, আমড়া, কোশাম্র, তেজপাতা, শল্লক, লোধ, সাবরলোধ, ভেলা ও নন্দীবৃক্ষ প্রত্যেক ২ তোলা। যথাবিধি পাক রিয়া এই ঘৃত পান করিলে সোমরোগ, সকলপ্রকার মূত্ররোগ ও অশ্মরী প্রভৃতি নানারকম পীড়ার নিবৃত্তি হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

সোমরোগের পথ্যাপথ্য প্রমেহরোগের ন্যায় জানিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে সোমরোগাধিকারঃ

প্রমেহপিড়কাধিকার

প্রমেহপিড়কা লক্ষণম্

শরাবিকা কচ্ছপিকা জালিনী বিনতালজী। মসূরিকা সর্ষপিকা পুত্রিণী সবিদারিকা।। বিদ্রধিশ্চেতি পিড়কাঃ প্রমেহোপেক্ষয়া দশ। সন্ধিমর্ম্মসু জায়ন্তে মাংসলেষু চ ধামসু।। অন্তোন্নতা তু তদ্রূপা নিম্নমধ্যা শরাবিকা। গৌরসর্ষপসংস্থানা তৎপ্রমাণা চ সর্ষপী।। সদাহা কূর্ম্মসংস্থানা জ্ঞেয়া কচ্ছপিকা বুধৈঃ। জালিনী তীব্রদাহা তু মাংসজালসমাবৃতা।। অবগাঢ়রুজা ক্লেদা পৃষ্ঠে বাপ্যুদরেঽপি বা। মহতী পিড়কা নীলা বিনতা নাম সা স্মৃতা।। মহত্যল্পচিতা জ্ঞেয়া পিড়কা চাপি পুত্রিণী। মসূরাকৃতিসংস্থানা বিজ্ঞেয়া তু মসূরিকা।। রক্তা সিতা স্ফোটচিতা দারুণা ত্বলজী ভবেৎ। বিদারীকন্দবদ্বৃত্তা কঠিনা চ বিদারিকা। বিদ্রধের্লক্ষণৈর্যুক্তা জ্ঞেয়া বিদ্রধিকা তু সা।।

প্রমেহরোগ উপেক্ষিত হইলে শরাবিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, বিনতা, অলজী, মসূরিকা, সর্ষপিকা, পুত্রিণী, বিদারিকা ও বিদ্রধি, এই দশবিধ পিড়কা জন্মিয়া থাকে। প্রত্যেকের লক্ষণ ক্রমশ লিখিত হইতেছে।

শরাবিকা। প্রান্তভাগে উন্নত ও মধ্যভাগে নিম্ন শরাবাকৃতি যে-পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে শরাবিকা কহে। ইহা সন্ধিস্থলে, মর্ম্মস্থানে ও মাংসল স্থানে জন্মিয়া থাকে।

কচ্ছপিকা। কচ্ছপের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও দাহযুক্ত যে-পিড়কা, তাহাকে কচ্ছপিকা কহে।

জালিনী। তীব্র দাহযুক্ত ও মাংসজালবিশিষ্ট যে-পিড়কা, তাহাকে জালিনী কহে।

বিনতা। পৃষ্ঠে বা উদরে উৎপন্ন, অত্যন্ত বেদনা ও ক্লেদবিশিষ্ট, বৃহদাকার, নীলবর্ণ যে-পিড়কা জন্মে, তাহাকে বিনতা কহে।

অলজী। রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ, স্ফোটকব্যাপ্ত ও অতি ক্লেশদায়ক যে-পিড়কা, তাহাকে অলজী কহে।

মসূরিকা। মসূর কলাইয়ের ন্যায় আকৃতি ও পরিমাণবিশিষ্ট পিড়কাকে মসূরিকা কহে।
সর্ষপিকা। শ্বেত সর্ষপের ন্যায় আকৃতি ও পরিমাণবিশিষ্ট পিড়কাকে সর্ষপিকা কহে।
পুত্রিণী। অতি সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম স্ফোটকাবৃত বৃহদাকার পিড়কাকে পুত্রিণী কহে।
বিদারিকা। ভূমিকুষ্মাণ্ড-কন্দের ন্যায় গোলাকার ও কঠিন পিড়কাকে বিদারিকা কহে।
বিদ্রধি। বিদ্রধির লক্ষণাক্রান্ত পিড়কাকে বিদ্রধি কহে। (বিদ্রধির লক্ষণ অন্যত্র লিখিত হইবে)।

প্রমেহপিড়কা চিকিৎসা

শরাবিকাদ্যাঃ পিড়কাঃ সাধয়েচ্ছাথবদ্ ভিষক্। পক্বাশ্চিকিৎসেদ্ ব্রণবৎ তাসাং পানে প্রশস্যতে।। ক্বাথং বনস্পতের্যাস্তং মূত্রঞ্চ ব্রণশোধনম্। এলাদিকেন কুর্ব্বীত তৈলঞ্চ ব্রণরোপণম্।। আরগ্বধাদিনা কুর্য্যাৎ ক্বাথমুদ্বর্ত্তনানি চ[১]। শালসারাদিসেকঞ্চ ভোজ্যাদি চ কণাদিনা।। সৌবীরকং সুরাং শুক্তং তৈলং ক্ষীরং ঘৃতং গুড়ম্। অম্লেক্ষুরসপিষ্টান্নানূপমাংসানি বর্জ্জয়েৎ।।

প্রমেহরোগোৎপন্ন শরাবিকাদি পিড়কায় ব্রণশোথবৎ চিকিৎসা করিবে, কিন্তু পিড়কা পাকিলে ব্রণবৎ চিকিৎসা করিতে হইবে। বটাদির ক্বাথ ও ছাগমূত্র পান করিতে দিবে। সুশ্রুতোক্ত এলাদিগণের ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা সাধিত তৈল ব্রণরোপণার্থ প্রয়োগ করিবে। সুশ্রুতোক্ত আরগ্বধাদির ক্বাথ পানার্থ ও পরিষেকার্থ এবং কল্ক উদ্বর্ত্তনার্থ ব্যবস্থা করিবে। শালসারাদিগণ দ্বারা পরিষেক দিবে এবং পিপ্পল্যাদিগণ-সাধিত আহার প্রদান করিবে। প্রমেহ-পিড়কাগ্রস্ত রোগী কাঁজি, সুরা, শুক্ত, তৈল, দুগ্ধ,ঘৃত, গুড়, অম্ল, ইক্ষুরস, পিষ্টক এবং আনূপমাংস ত্যাগ করিবে।

পিড়কালেপঃ

ক্ষীরমৌডুম্বরং যত্নাদ্বাকুচং বা প্রযোজয়েৎ। পিড়কাসু সমস্তাসু লেপনং সংপ্রশান্তয়ে।।

যজ্ঞডুমুরের আঠা দ্বারা অথবা সোমরাজী বীজ বাটিয়া প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার পিড়কা প্রশমিত হয়।

অনন্তাং শারিবাং দ্রাক্ষাং ত্রিবৃতাং স্বর্ণপত্রিকাম্। কট্বীং হরীতকীং বাসাং পিচুমর্দ্দং নিশাযুগম্।। বীজং গোক্ষুরজঞ্চাপি ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ। নাশং যান্তি প্রমেহোত্থা অনেন পিড়কা ধ্রুবম্।।

অনন্তমূল, শ্যামালতা, দ্রাক্ষা, তেউড়ী, সোণামুখী, কটকী, হরীতকী, বাসকছাল, নিমছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গোক্ষুরবীজ ইহাদের ক্বাথ পান করিলে প্রমেহ-জন্য পিড়কাসকলের শান্তি হয়।

মুদ্গপর্ণী মাষপর্ণী ত্রিবৃদারগ্বধং শটী। বৃদ্ধদারকবীজঞ্চ নীলিন্যেলা হরীতকী।। শ্যামানন্তা দেবপুষ্প-মিত্যেষাং সাধুসাধিতঃ। ক্বাথো হন্যাৎ প্রমেহোত্থাঃ পিড়কাঃ ক্ষিপ্রমেব হি।।

মুগানী, মাষাণী, তেউড়ী, সোঁদাল, শটী, বিদ্ধড়ক বীজ, নীলমূল, এলাইচ, হরীতকী, শ্যামালতা, অনন্তমূল ও লবঙ্গ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে প্রমেহপিড়কাসকলের শান্তি হয়।

পাঠাদ্যং চূর্ণম্

পাঠাচিত্রকশার্ঙ্গষ্টাঃ শারিবা কন্টকারিকা। সপ্তাহং কৌটজং মূলং সোমবল্কং নৃপদ্রুমম্। সংচূর্ণ্য মধুনা লিহ্যাৎ তদ্বচ্চূর্ণং নবায়সম্।।

১. ক্বাথমুৎসাদনায় চ ইতি সুশ্রুতে পাঠঃ। উৎসাদনং নিম্নব্রণস্যোন্নতিকরণম্। উৎসাদনোপক্রমাবস্থায়ামারগ্বধাদিনৈবোৎসাদন-মিতি বৃন্দঃ।

আকনাদি, চিতামূল, করঞ্জ, অনন্তমূল, কণ্টকারী, ছাতিমছাল, কুড়চিমূল, শ্বেতখদির ও সোন্দাল, ইহাদের চূর্ণ কিংবা পাণ্ডুরোগোক্ত নবায়সচূর্ণ মধু-সহ সেবন করিবে।

শারিবাদি লৌহম্

শারিবা নীলিনী রাস্না গুড়ূচ্যেলাচ চিত্রকঃ। মাণশূরণশঙ্খিন্যস্ত্রিবৃদ্‌ভল্লাতকাভয়াঃ।। এভির্যুতময়ো হন্তি প্রমেহপিড়কা দশ। বাতরক্তং ষড়র্শাংসি ত্বগ্‌গদান্ নিখিলানপি।।

অনন্তমূল, নীলমূল, রাস্না, গুলঞ্চ, এলাইচ, মাণ, ওল, চোরকাঁচকী, তেউড়ী, ভেলা ও হরীতকী, এই সমুদায় সমভাগ, সমষ্টির সমান লৌহ। সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা ৬ রতি। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ-পিড়কা, বাতরক্ত, অর্শ ও ত্বগ্‌গত পীড়া সমস্ত বিনষ্ট হয়।

মকরধ্বজ রসঃ

সিন্দূরং হেম লৌহঞ্চ দেবপুষ্পং সচন্দ্রকম্। জাতীফলং মৃগমদঞ্চৈকত্র পরিমর্দ্দয়েৎ।। পর্ণাম্ভসা ততঃ কুর্য্যাদ্ বটিকাং বল্লসম্মিতাম্। সেবিতশ্ছাগপয়সা প্রমেহাংস্তৎকৃতান্ গদান্।। ক্লৈব্যং ধাতুক্ষয়ং কাসং জীর্ণঞ্চ বিষমং জ্বরম্। রসোহ্য়ং ক্ষপয়েৎ তূর্ণং মকরধ্বজসংজ্ঞকঃ।।

রসসিন্দূর, স্বর্ণ, লৌহ, লবঙ্গ, কর্পূর, জায়ফল, মৃগনাভি, এই সমুদায় সমানভাগে লইয়া পানের রস দিয়া মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ছাগদুগ্ধের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, প্রমেহজাত পিড়কা, ক্লৈব্য, ধাতুক্ষয়, কাস এবং জীর্ণ ও বিষমজ্বর উপশমিত হয়।

বৃহচ্ছ্যামাঘৃতম্

শ্যামা বরা বলা পদ্মং বিদারী নীলমুৎপলম্। অষ্টবর্গশ্চ মধুকমশ্বগন্ধা শতাবরী।। অজমোদা হরিদ্রে দ্বে মঞ্জিষ্ঠা চন্দনদ্বয়ম্। দ্রাক্ষা প্রসারণীমূলং সবিশ্বা কটুরোহিণী।। এষাং কর্ষমিতৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং পচেদ্ ভিষক্। শ্যামাশতাবরীক্ষ্ণাং বিদার্য্যাঃ স্বরসং তথা।। ছাগীপয়শ্চ তত্তুল্যং দত্ত্বা মন্দেন বহ্নিনা। সিদ্ধমেতদ্ ঘৃতং পাত্রে স্থাপয়েদথ মৃন্ময়ে।। প্রমেহাংস্তৎকৃতান্ ব্যাধীন্ ক্লীবতাং বাতশোণিতম্। শুক্রক্ষয়ং রক্তপিত্তং হৃদ্রোগং ধাতুশোষণম্।। নাশয়েন্নাত্র সন্দেহঃ শ্যামাঘৃতমিদং বৃহৎ। বালানাং পুষ্টিজননং গর্ভদোষহরং পরম্।।

গব্য ঘৃত ৪ সের। শ্যামালতা, শতমূলী, ইক্ষু ও ভূমিকুষ্মাণ্ড ইহাদের প্রত্যেকের রস ৪ সের। ছাগদুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ শ্যামালতা, ত্রিফলা, বেড়েলা, পদ্মকাষ্ঠ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, নীলোৎপল, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, যষ্টিমধু, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, বনযমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, দ্রাক্ষা, গন্ধভাদুলের মূল, শুঁঠ ও কটকী প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, প্রমেহপিড়কা, ক্লীবতা, বাতরক্ত, শুক্রক্ষয়, রক্তপিত্ত, হৃদ্রোগ ও ধাতুশোষ প্রভৃতির নিবারণ হয়। ইহা বালকগণের পুষ্টিপ্রদ ও গর্ভদোষনাশক।

শারিবাদ্যাসবঃ

শারিবা মুস্তকং লোধ্রো ন্যগ্রোধঃ পিপ্পলঃ শটী। অনন্তা পদ্মকং বালং পাঠা ধাত্রী গুড়ুচিকা।। উশীরং চন্দনদ্বন্দ্বং যমানী কটুরোহিণী। পত্রমেলাদ্বয়ং কুষ্ঠং স্বর্ণপত্রা হরীতকী।। এষাং চতুষ্পলান্ ভাগান্ সূক্ষ্মচূর্ণীকৃতান্ শুভান্। জলদ্রোণদ্বয়ে ক্ষিপ্ত্বা দদ্যাদ্ গুড়তুলাত্রয়ম্। পলানি দশ ধাতক্যা দ্রাক্ষাং ষষ্টিপলাং তথা। মাসং সংস্থাপয়েদ্ ভাণ্ডে সংবৃতে মৃন্ময়ে শুভে।। শারিবিকাদয়ঃ সর্ব্বা পিড়কাস্তৎকৃতাশ্চ যাঃ।। ঔপদংশিকরোগাশ্চ বাতরক্তং ভগন্দরম্। সর্ব্ব এতে শমং যান্তি ব্যাধয়ো নাত্র সংশয়ঃ।।

শ্যামালতা, মুতা, লোধ, বটছাল, অশ্বত্থছাল, শটী, অনন্তমূল, পদ্মকাষ্ঠ, বালা, আকনাদি, আমলকী, গুলঞ্চ, বেণার মূল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, যমানী, কটকী, তেজপত্র, ছোট এলাইচ, বড় এলাইচ, কুড়, সোনামুখী ও হরীতকী প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ পল, গুড় ৩৭ ৷৷০ সের, ধাইফুল ১০ পল ও দ্রাক্ষা ৬০ পল, এই সমুদায় ১২৮ সের জলে প্রক্ষিপ্ত ও মৃৎপাত্রে রুদ্ধ করিয়া একমাস পরে উহার কল্ক ছাঁকিয়া দ্রবাংশ লইবে। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, প্রমেহ-পিড়কা, উপদংশ-জন্য সমস্ত বিকৃতি, বাতরক্ত ও ভগন্দর পীড়ার শান্তি হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

পানমন্নমভিষ্যন্দি রুক্ষং তীক্ষ্ণঞ্চ দুর্জ্জরম। বেগরোধং ব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং নিশি জাগরম্।। সুরাং সুতীক্ষ্ণাং মৎস্যঞ্চ পলাণ্ডুঞ্চ রসোনকম্। ত্যজেৎ সূর্য্যাগ্নিসন্তাপং প্রমেহজগদাতুরঃ।।

প্রমেহ-পিড়কাক্রান্ত রোগীর পক্ষে কফজনক রুক্ষ তীক্ষ্ণ ও দুষ্পাচ্য পানাহার, বেগরোধ, মৈথুন, ব্যায়াম, রাত্রিজাগরণ, সুতীক্ষ্ণ সুরা, মৎস্য, পলাণ্ডু, রসুন, রৌদ্র ও অগ্নিসন্তাপ এই সমুদায় বর্জ্জনীয়।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে প্রমেহপিড়কাধিকারঃ।
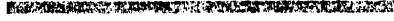
মেদোরোগাধিকার

মেদোরোগ নিদানম্

অব্যায়ামদিবাস্বপ্ন-শ্লেষ্মলাহারসেবিনঃ। মধুরোঽন্নরসঃ প্রায়ঃ স্নেহান্মেদঃ প্রবর্দ্ধয়েৎ।। মেদসাবৃতমার্গত্বাৎ পুষ্যন্ত্যন্যে ন ধাতবঃ। মেদস্তু চীয়তে তস্মাদশক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।। ক্ষুদ্রশ্বাসতৃষামোহ-স্বপ্নক্রথনসাদনৈঃ। যুক্তঃ ক্ষুৎস্বেদদুর্গন্ধৈরল্পপ্রাণঽল্পমৈথুনঃ।। মেদস্তু সর্ব্বভূতানামুদরেঽস্থিষু স্থিতম্। অতএবোদরে বৃদ্ধিঃ প্রায়ো মেদস্বিনো ভবেৎ।। মেদসাবৃতমার্গত্বাদ্ বায়ুঃ কোষ্ঠে বিশেষতঃ। চরন্ সন্ধুক্ষয়ত্যগ্নিমাহারং শোষয়ত্যপি।। তস্মাৎ স শীঘ্রং জরয়ত্যাহারমভিকাঙ্ক্ষতি। বিকারাংশ্চাপ্নুতে ঘোরান্ কাংশ্চিৎ কাল-ব্যতিক্রমাৎ।।

ব্যায়ামবর্জ্জিত ও দিবানিদ্রাপ্রিয় ব্যক্তি শ্লেষ্মজনক দ্রব্য ভোজন করিলে তাহার ভুক্ত দ্রব্য হইতে যে-রস উৎপন্ন হয়, তাহা পরিপাকপ্রাপ্ত না-হইয়া মধুররসবিশিষ্ট হয়, এবং সেই মধুর আমের অর্থাৎ অপক্ক অন্নরসের স্নেহ হইতে মেদপদার্থের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মেদবৃদ্ধিহেতু রসরক্তাদিবাহী স্রোতসমূহ রুদ্ধ হওয়াতে শরীরের অন্যান্য ধাতুও পুষ্ট হইতে পারে না, কেবল মেদোধাতু ক্রমশ বর্দ্ধিত হইয়া মনুষ্যকে সকল কার্য্যে অশক্ত করিয়া ফেলে।

মেদোরোগে ক্ষুদ্রশ্বাস, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, নিদ্রাধিক্য, অকস্মাৎ উচ্ছ্বাসাবরোধ, অবসাদ, ক্ষুধা, ঘর্ম্মনির্গম, শরীরে দৌর্গন্ধ্য, বলের হ্রাস ও মৈথুনশক্তির স্বল্পতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। মেদপদার্থ সকল জীবের উদরে ও সূক্ষ্মাস্থিতে থাকে, তজ্জন্য মেদস্বী ব্যক্তির প্রায় উদরেরই বৃদ্ধি হয়। যেমন কুম্ভকারের পয়ন, কর্দ্দম দ্বারা আবৃত হওয়াতে তদন্তর্গত বায়ু বহির্গত হইতে না-পারিয়া অগ্নিকে প্রদীপ্ত করে, সেইরূপ মেদোধাতু দ্বারা মার্গাবরোধহেতু বায়ু কোষ্ঠমধ্যেই বিশেষরূপে সঞ্চরণ করিয়া কোষ্ঠাগ্নিকে সন্ধুক্ষিত ও আহারকে শোষিত করিয়া থাকে, তজ্জন্যই মেদস্বী ব্যক্তির

আহার শীঘ্র পরিপাক হয় ও পুনর্ভোজনের আকাঙ্ক্ষা জন্মে এবং ভোজনকালের ব্যতিক্রম ঘটিলে নানাবিধ বাতজনিত পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে।

মেদোরোগ চিকিৎসা

শ্রমচিন্তাব্যবায়ধ্ব-ক্ষৌদ্রজাগরণপ্রিয়ঃ। হন্ত্যবশ্যমতিস্থৌল্যং যবশ্যামাকভোজনঃ।। অস্বপ্নঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং চিন্তনানি চ। স্থৌল্যমিচ্ছন্ পরিত্যক্তুং ক্রমেণাতি প্রবর্দ্ধয়েৎ।। প্রাতর্মধুযুতং বারি সেবিতং স্থৌল্যনাশনম্। উষ্ণমন্নস্য মণ্ডং বা পিবন্ কৃশতনুর্ভবেৎ।।

শ্রম, চিন্তা, মৈথুন, পথপর্য্যটন, মধুপান ও রাত্রিজাগরণ করিলে এবং যব ও শ্যামাতণ্ডুলকৃত অন্ন ভোজন করিলে অতিস্থৌল্য বিনষ্ট হয়। স্থৌল্য দূর করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি অনিদ্রা, মৈথুন, ব্যায়াম ও চিন্তা ক্রমে-ক্রমে বাড়াইবে। প্রাতঃকালে মধুমিশ্রিত জল ও অন্নের উষ্ণ মণ্ড পান করিলেও স্থূলতা নিবারিত হয়।

সচব্যজীরকব্যোষ-হিঙ্গুসৌবর্চ্চলানলাঃ। মস্তুনা শক্তবঃ পীতা মেদোঘ্না বহ্নিদীপনাঃ।।

চই, জীরা, ত্রিকটু, হিং, সৌবর্চ্চললবণ ও চিতা ইহাদের চূর্ণ এবং (সমস্ত চূর্ণের ষোড়শ গুণ) যবশক্তু দধির মাতের সহিত সেবন করিলে মেদ নষ্ট ও অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

ফলত্রয়ং ত্রিকটুকং সতৈলং লবণান্বিতম্। ষণ্মাসাদুপযোগেন কফমেদোঽনিলাপহম্।।

ত্রিফলা ও ত্রিকটুচূর্ণ তৈল ও লবণসংযুক্ত করিয়া ছয়মাস সেবন করিলে কফ মেদ ও বায়ু নষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গাদ্য চূর্ণম্

বিড়ঙ্গানাগরক্ষার-কাললৌহরজো মধু। যবামলকচূর্ণন্তু প্রয়োগঃ স্থৌল্যনাশনঃ।।

বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, যবক্ষার, কান্তলৌহভস্ম, যব ও আমলকীচূর্ণ মধর সহিত সেবন করিলে স্থৌল্য নিবারিত হয়।

মূলং বা ত্রিফলাচূর্ণং মধুযুক্তং মধূদকম্। বিল্বাদিপঞ্চমূলস্য প্রয়োগঃ ক্ষৌদ্রসংযুতঃ। অতিস্থৌল্যহরঃ প্রোক্তো মণ্ডকঃ সেবিতো ধ্রুবম্।।

শুষ্ক মূলা বা ত্রিফলাচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে অথবা তুল্যপরিমাণে মধুমিশ্রিত জল পান করিলে অথবা বিল্বাদি পঞ্চমূলের ক্বাথ মধু-সহ সেবন করিলে বা মণ্ড পান করিলে অতিস্থৌল্য বিনষ্ট হয়।

কর্কশদলবহ্নিসলিলং শতপুষ্প হিঙ্গুসংযুক্তম্। পুটকে নিহন্তি নিয়তং সর্ব্বভবাং মেদসাং বৃদ্ধিম্।। ক্ষারং বাতারিপত্রস্য হিঙ্গুযুক্তং পিবেন্নরঃ। মেদোবৃদ্ধিবিনাশায় ভক্তং মণ্ডসমন্বিতম্।। গবেধুকানাং পিষ্টানাং যবানাঞ্চাথ শক্তবঃ। সংক্ষৌদ্রত্রিফলাক্বাথঃ পীতো মেদোহরো মতঃ।। গুড়ূচীত্রিফলাক্বাথস্তথা লৌহ-রজোঽন্বিতঃ। অশ্মজং মহিষাক্ষং বা তেনৈব বিধিনা পচেৎ।। অতিমুক্তাদ্বীজ মধ্যং মধুলীঢ়ং হন্ত্যদর-বৃদ্ধিম্।।

পলতা, চিতা, বালা, শুলফা ও হিঙ্গু এই সকল দ্রব্য পুটপাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মেদোবৃদ্ধি বিনষ্ট হয়। ভেরেণ্ডা পাতার ক্ষার হিঙ্গুসংযোগে সেবন করিলে মাড়যুক্ত অন্ন এবং যবের বা গমের ছাতু আহার করিলে মেদোবৃদ্ধি প্রশমিত হয়। ত্রিফলার ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ কিংবা গুলঞ্চ ও ত্রিফলার ক্বাথে লৌহচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কিংবা যথারীতি শোধিত

শিলাজতু বা গুগগুলু অথবা তিনিশবীজের শস্য মধুর সহিত লেহন করিলে স্থূলতা বিনষ্ট হয়।

বদরীপত্রকল্কেন পেয়া কাঞ্জিকসাধিতা।।

কুলপত্রের কল্ক ও কাঞ্জিক-সহ তণ্ডুলের পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করিলে স্থূলতা দূরীভূত হয়।

স্থৌল্যনুৎ স্যাৎ সাগ্নিমন্থরসং বাপি শিলাজতু।।

গণিয়ারির ক্বাথে শিলাজতু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে স্থূলতা বিনষ্ট হয়।

শৈলেয়কুষ্ঠাগুরুদেবদারু-কৌন্তীসমুস্তান্যথ পঞ্চপত্রৈঃ। শ্রীবাসপৃক্কাখরপুষ্পদেব-পুষ্পং তথা সর্ব্বমিদং প্রপিষ্য।। ধুস্তূরপত্রস্য রসেন গাঢ়মুদ্বর্ত্তনং স্থৌল্যহরং প্রদিষ্টম্।।

শিলাজতু, কুড়, অগুরু, দেবদারু, রেণুকা, মুতা, পঞ্চপত্র (আম, জাম, কয়েৎবেল, ছোলঙ্গ ও বেলের পাতা), সরলবৃক্ষ, পিড়িংশাক, বাবুই তুলসী ও লবঙ্গ এই সকল ধতূরাপত্রের রসে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া উদ্বর্ত্তন করিলে স্থৌল্যনাশ হয়।

ত্র্যূষণাগ্নিঘনবেল্লবচাভির্ভক্ষয়ন্ সমঘৃতং মহিষাক্ষম্। আশু হন্তি কফমারুতমেদোদোষজান্ বলবতোঽপি বিকারান্।।

ত্রিকটু, চিতা, মুতা, বিড়ঙ্গ ও বচ, এই সকল চূর্ণ এবং সমভাগ ঘৃত-সহ গুগগুলু ভক্ষণ করিলে কফ বায়ু এবং মেদোদোষ-জন্য বলবান ব্যাধিও শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

গোমূত্রপিষ্টং বিনিহন্তি কুষ্ঠং বর্ণোজ্জ্বলং গোপয়সা চ যুক্তম্। কক্ষাদিদৌর্গন্ধ্যহ্রয়ং পয়োভিঃ শস্তং বশীকৃদ্ রজনীদ্বয়েন।। (অত্র বর্ণোজ্জ্বলং হরিতালমিতি চক্রটীকা)।

হরিতাল গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ এবং গব্য দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া মাখিলে কক্ষাদির দুর্গন্ধ নাশ হয়। উক্ত গব্যদুগ্ধ-মিশ্রিত হরিতালের সহিত হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা সংযুক্ত করিয়া ললাটে তিলক ধারণ করিলে বশীকরণ হয়।

চিঞ্চাপত্রস্বরসম্রক্ষিতং কক্ষাদিযোজিতম্ জয়তি। পুটদগ্ধহরিদ্রোদ্বর্ত্তনমচিরাদ্দেহদৌর্গন্ধ্যম্।।

তেতুঁলপাতার রস কক্ষাদি স্থানে মাখাইয়া পুটদগ্ধ হরিদ্রা দ্বারা গাত্রোদ্বর্ত্তন করিলে অচিরে দৌর্গন্ধ্য নষ্ট হয়।

দলজললঘমলয়াভয়াবিলেপনং হরতি দেহদৌর্গন্ধ্যম্। বিমলারনালসহিতং পীতমিবালম্বষাচূর্ণম্।। (দলং তেজপত্রং, লঘু অগুরু, অভয়মুশীরম্, চঃ টীঃ)।

তেজপত্র, বালা, অগুরু, শ্বেতচন্দন ও বেণার মূল এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে কিংবা নির্ম্মল কাঁজির সহিত মুণ্ডিরীচূর্ণ সেবন করিলে গাত্রের দুর্গন্ধ নিবারিত হয়।

শিরীষলামজ্জকহেমলোধ্রৈস্ত্বগ্‌দোষসংস্বেদহরঃ প্রঘর্ষঃ। পত্রাম্বুলোহাভয়চন্দনানি শরীরদৌর্গন্ধ্যহরঃ প্রদেহঃ।।

শিরীষছাল, বেণার মূল, নাগেশ্বর ও লোধের চূর্ণ গাত্রে ঘর্ষণ করিলে, ত্বকের ঘর্ম্ম নিবারিত হয়। তেজপত্র, বালা, অগুরু, বেণার মূল ও চন্দনের প্রলেপ দ্বারাও গাত্রদৌর্গন্ধ্য প্রশমিত হইয়া থাকে।

বাসাদলরসো লেপাচ্ছঙ্খচূর্ণেন সংযুতঃ। বিল্বপত্ররসো বাপি গাত্রদৌর্গন্ধ্যনাশনঃ।।

বাসক বা বিল্বপত্রের রসে শঙ্খচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে গাত্রদৌর্গন্ধ্য দূর হয়।

হরীতকী লোধ্রমরিষ্টপত্রং। চূতত্বচো দাড়িমবল্কলশ্চ। এষোঽঙ্গরাগঃ কথিতোঽঙ্গনানাং জঙ্ঘাকষায়শ্চ

নরাধিপানাম্।। (জঙ্ঘাদ্বর্ত্তনার্থং কল্কঃ, প্রায়েণ হি রাজাদীনাং গজাদিবাহনানাং জঙ্ঘাবিবর্ণতা ভবতি, তাং সবর্ণীকরণার্থং জঙ্ঘাসবর্ণকষায়বিধিঃ। কষায়ো বিলেপনমিতি মেদিনী)।

হরীতকী, লোধ, নিমপত্র, আমছাল, দাড়িমছাল, এই সকল একত্র বাটিয়া প্রলেপ প্রস্তুত করিবে। ইহা অঙ্গনাদিগের অঙ্গরাগ এবং ইহার মর্দ্দনে রাজাদিগের গজাদি যানে গমন-জন্য জঙ্ঘাবিবর্ণতা দূর হইয়া থাকে।

ব্যোষাদ্যশক্তু প্রয়োগঃ

ব্যোষাবিড়ঙ্গশিগ্রূণি ত্রিফলাং কটুরোহিণীম্। বৃহত্যৌ দ্বে পাঠামতিবিষাং স্থিরাম্।। হিঙ্গুকেবুকমূলানি যমানীধান্যচিত্রকম্। সৌবর্চ্চলমজাজীঞ্চ হবুষাঞ্চেতি চূর্ণয়েৎ।। চূর্ণতৈলঘৃতক্ষৌদ্র-ভাগাঃ স্যুর্মানতঃ সমাঃ। শক্তুনাং ষোড়শগুণো ভাগঃ সন্তর্পণং পিবেৎ।। প্রয়োগাৎ তস্য শাম্যন্তি রোগাঃ সন্তর্পণোত্থিতাঃ। প্রমেহা মূঢ়বাতাশ্চ কুষ্ঠান্যর্শাংসি কামলাঃ।। প্লীহা পাণ্ড্বাময়ঃ শোথো মূত্রকৃচ্ছ্রমরোচকঃ। হৃদ্রোগা রাজযক্ষ্মা চ কাসঃ শ্বাসো গলগ্রহঃ।। ক্রিময়ো গ্রহণীদোষাঃ শ্বৈত্যং স্থৌল্যমতীব চ। নরাণাং দীপ্যতে চাগ্নিঃ স্মৃতির্বুদ্ধিশ্চ বর্দ্ধতে।।

ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, সজিনামূলের ছাল, ত্রিফলা, কটকী, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকনাদি, আতইচ, শালপাণি, হিঙ্গু, কেঁউমূল, যমানী, ধনে, চিতামূল, সচল লবণ, জীরা ও হবুষা, প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ, তিলতৈল ঘৃত ও মধু প্রত্যেক চূর্ণসমষ্টির সমান; শক্তু (ছাতু) ১৬ গুণ, এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া কোন শীতল অনুপানের সহিত সেবনীয়। ইহাতে প্রমেহ, মূঢ়বাত, কুষ্ঠ, অর্শ, কামলা ও মেদোরোগ প্রভৃতি নানা পীড়ার শান্তি এবং অগ্নি স্মৃতি ও বুদ্ধির বৃদ্ধি হয়।

অমৃতাদি গুগগুলুঃ

অমৃতাক্রুটিবেল্লবৎসকং কলিঙ্গপথ্যামলকানি গুগ্গুলুঃ। ক্রমবৃদ্ধমিদং মধুপ্লুতং পিড়কাস্থৌল্যভগন্দরান্ জয়েৎ।।

গুলঞ্চ ১ ভাগ, ছোট এলাচ ২ ভাগ, বিড়ঙ্গ ৩ ভাগ, কুড়চি ৪ ভাগ, ইন্দ্রযব ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, আমলকী ৭ ভাগ ও গুগগুলু ৮ ভাগ, এই সকল চূর্ণ একত্র মধু-সহ সেবন করিলে স্থৌল্য, পিড়কা ও ভগন্দর প্রশমিত হয়।

নবকগুগ্গুলুঃ

ব্যোষাগ্নিত্রিফলামুস্ত-বিড়ঙ্গৈর্গুগ্গুলুং সমম্। খাদন্ সর্ব্বান্ জয়েদ্ ব্যাধীন্ মেদঃশ্লেষ্মামবাতজান্।।

ত্রিকটু, চিতা, ত্রিফলা, মুতা ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান গুগগুলু, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে মেদ ও শ্লেষ্মা এবং আমবাত রোগ নিরাকৃত হইয়া থাকে।

বিড়ঙ্গাদ্যং লৌহম্

বিড়ঙ্গত্রিফলামুস্তৈঃ কণানাগরকেণ চ। বিল্বচন্দনহ্রীবেরং পাঠোশীরং তথা বলা।। এষাং সর্ব্বসমং লৌহং জলেন বটিকাং কুরু। ঘৃতযোগেন কর্ত্তব্যা মাষৈকা বটিকা শুভা।। অনপানং প্রযোক্তব্যং লৌহমষ্টগুণং পয়ঃ। সর্ব্বমেহহরং বল্যং কান্ত্যায়ুর্বলবর্দ্ধনম্।। অগ্নিসন্দীপনকরং বাজীকরণমুত্তমম্। সোমরোগং নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা। বিড়ঙ্গাদ্যমিদং লৌহং সর্ব্বরোগনিসূদনম্।।

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, মুতা, পিপ্পলী, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, রক্তচন্দন, বালা, আকনাদি, বেণার মূল ও বেড়েলা

এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ; সর্ব্বচূর্ণসম লৌহচূর্ণ, একত্র জলে পেষণ করিয়া ঘৃত সহযোগে ১ মাষা (ব্যবহার ৩-৪ রতি) পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। দুগ্ধের সহিত বটিকা সেবন করিয়া ৮ গুণ (৮ মাষা) দুগ্ধ অনুপান করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার মেহনাশক, বলকর, কান্তি আয়ু ও বলবর্দ্ধক, অগ্নির দীপক, বাজীকরণ ও সোমরোগহর।

লৌহরসায়নম্

গুগ্গুলুস্তালমূলী চ ত্রিফলা খদিরো বৃষম্। ত্রিবৃতালম্বুষা স্নুক্ চ নির্গুণ্ডী চিত্রকং শটী।। এষাং দশ পলান্ ভাগাংস্তোয়ে পঞ্চাঢ়কে পচেৎ। পাদশেষং ততঃ কৃত্বা কষায়মবতারয়েৎ।। পলদ্বাদশকং দেয়ং তীক্ষ্ণলৌহস্য চূর্ণিতম্। পুরাণসর্পিষঃ প্রস্থং শর্করাষ্টপলানি চ।। পচেৎ তাম্রময়ে পাত্রে সুশীতে চাবতারিতে। প্রস্থার্দ্ধং মাক্ষিকং দেয়ং শিলাজতুপলদ্বয়ম্।। এলাত্বচোঃ পলার্দ্ধঞ্চ বিড়ঙ্গানি পলত্রয়ম্।। মরিচঞ্চাঞ্জনং কৃষ্ণা দ্বিপলং ত্রিফলান্বিতম্।। পলদ্বয়ন্তু কাসীসং শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং বুধৈঃ। চূর্ণং দত্ত্বাথ মথিতং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।। ততঃ সংশুদ্ধদেহস্তু ভক্ষয়েদক্ষমাত্রকম্। অনপানং পিবেৎ ক্ষীরং জাঙ্গলানাং রসং তথা।। বাতশ্লেষ্মহরং শ্রেষ্ঠং কুষ্ঠমেহজ্বরাপহম্। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শ্বয়থুং সভগন্দরম্।। মূর্চ্ছামোহ-বিষোন্মাদ-গরাণি বিবিধানি চ। স্থূলানাং কর্ষণং শ্রেষ্ঠং মেদুরে পরমৌষধম্।। কর্ষয়েচ্চাতিমাত্রেণ কুক্ষিং পাতালসন্নিভম্। বল্য রসায়নং মেধ্যং বাজীকরণমুত্তমম্।। শ্রীকরং পুত্রজননং বলীপলিতনাশনম্। নাশ্নীয়াৎ কদলীং কন্দং কাঞ্জিকং করমর্দ্দকম্। করীরং কারবেল্লঞ্চ ষট্ককারাদি বর্জ্জয়েৎ।।

শ্লথ পোট্টলীবদ্ধ গুগগুলু, তালমূলী, ত্রিফলা, খদিরকাষ্ঠ, বাসকছাল, তেউড়ী, মুণ্ডিরী, সিজমূল, নিসিন্দা, চিতামূল ও শটী প্রত্যেক ১০ পল, পাকার্থ জল ৮০ সের, শেষ ২০ সের। এই ক্বাথ বস্ত্রপূত করিয়া তাহার সহিত উক্ত গুগগুলু এবং তীক্ষ্ণ লৌহচূর্ণ ১২ পল, পুরাতন ঘৃত ৪ সের ও চিনি ৮ পল মিশ্রণপূর্ব্বক তাম্রপাত্রে পাক করিবে। পাকান্তে নামাইয়া শীতল হইলে মধু ২ সের, শিলাজতু ২ পল, এলাইচ ২ তোলা, গুড়ত্বক ২ তোলা, বিড়ঙ্গ ৩ পল, মরিচ রসাঞ্জন পিপুল, ত্রিফলা ও হীরাকস প্রত্যেক ২ পল, ইহাদের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ২ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান দুগ্ধ ও জাঙ্গল মাংসের রস। ইহাতে বায়ু, শ্লেষ্মা, কুষ্ঠ, মেহ, জ্বর, কামলা ও মেদোরোগ প্রভৃতি উপশম হইয়া থাকে। ইহা বলকারক, বৃষ্য, রসায়ন, মেধ্য ও বলীপলিতনাশক। ইহা সেবনকালে কদলী, কন্দ, কাঁজি, করমচা, করীর (বাঁশের কোঁড়) ও করলা ককারাদি এই ছয়টি দ্রব্য বর্জ্জনীয়।

ত্র্যূষণাদ্যং লৌহম্

ত্র্যূষণং বিজয়া চব্যং চিত্রকং বিড়মৌদ্ভিদম্। বাগুজী সৈন্ধবঞ্চৈব সৌবর্চ্চলসমন্বিতম্।। অয়শ্চূর্ণেন সংযুক্তং ভক্ষয়েন্মধসর্পিষাঃ। স্থৌল্যাপকর্ষণং শ্রেষ্ঠং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।। মেহঘ্নং কণ্ঠশমনং সর্ব্বব্যাধিহরং পরম্। নাহারে যন্ত্রণা কার্য্যা ন বিহারে তথৈব চ। ত্র্যূষণাদ্যমিদং লৌহং রসায়নবরোত্তমম্।।

ত্রিকটু, সিদ্ধি, চই, চিতা, বিটলবণ, ঔদ্ভিদলবণ, সোমরাজী, সৈন্ধব ও সচললবণ; এই সকল চূর্ণের সমান লৌহচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মধু ও ঘৃত অনুপানের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে স্থূলতা নাশ হয়, মেহ কুষ্ঠ প্রভৃতি নিবারিত এবং বল বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যেরূপ আহারবিহারে রোগীর যন্ত্রণা না-হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা করিবে।

বড়বাগ্নিলৌহম্

সূতভস্ম সতালঞ্চ লৌহং তাম্রং সমং সমম্। মর্দ্দয়েৎ সূর্য্যপত্রেণ চাস্য বল্লং প্রযোজয়েৎ।। মধুনা

স্থূলরোগে চ শোথে শূলে তথৈব চ। মধ্বাজ্যমনুপানঞ্চ দেয়ং বাপি কফোল্বণে।।

রসসিন্দুর, হরিতাল, লৌহ ও তাম্র সমান-সমান ভাগ; আকন্দপত্ররসে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ৩ রতি। কফোল্বণ, শোথ, শূল ও স্থূলরোগে মধু কিংবা মধু-সংযুক্ত ঘৃত অনুপান ব্যবস্থা করিবে।

বড়বাগ্নিরসঃ

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং তাম্রং তালং সমং সমম্। অর্কক্ষীরৈর্দিনং মর্দ্দ্যং ক্ষৌদ্রৈর্লেহ্যং ত্রিগুঞ্জকম্। বড়বাগ্নি-রসো নাম্না স্থৌল্যমাশু নিযচ্ছতি।।

পারদ, গন্ধক, তাম্র ও হরিতাল প্রত্যেক সমান ভাগ, আকন্দ আঠায় একদিন মর্দ্দন করিবে। পরিমাণ ৩ রতি। অনুপান মধু । ইহা আশু স্থৌল্যনিবারক।

ত্রিফলাদ্যং তৈলম্

ত্রিফলাতিবিষামূর্ব্বা-ত্রিবৃচ্চিত্রকবাসকৈঃ। নিম্বারগ্বধষড়্গ্রন্থা-সপ্তপর্ণনিশাদ্বয়ৈঃ।। গুড়ূচীন্দ্রসুরাকৃষ্ণা-কুষ্ঠসর্ষপনাগরৈঃ। তৈলমেভিঃ সমৈঃ পক্বং সুরসাদিরসাপ্লুতম্।। পানাভ্যঞ্জনগণ্ডূষ-নস্যবস্তিষু যোজিতম্। স্থূলতালস্যকণ্ড্বাদীন্ জয়েৎ কফকৃতান্ গদান্।।

তিলতৈল ৪ সের। সুশ্রুতোক্ত সুরসাদিগণের ক্বাথ ১৬ সের। কল্কার্থ ত্রিফলা, আতইচ, মূর্ব্বামূল, তেউড়ী, চিতামূল, বাসকছাল, নিমছাল, সোঁদালমজ্জা, বচ, ছাতিমছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, গোরক্ষকর্কটী (বা নিসিন্দা), পিপুল, কুড়, সর্ষপ ও শুঁঠ মিলিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া উহা পান, অভ্যঙ্গ, গণ্ডূষ, নস্য ও বস্তিক্রিয়ায় প্রয়োগ করিবে। ইহা ব্যবহার করিলে দেহের স্থূলতা, আলস্য ও কণ্ডূ প্রভৃতি কফজ রোগ নষ্ট হয়।

মহাসুগন্ধি তৈলম্

চন্দনং কুঙ্কুমোশীর-প্রিয়ঙ্গুত্রুটিরোচনাঃ। তুরুষ্কাগুরুকস্তূরী কর্পূরং জাতিপত্রিকা।। জাতীকক্কোলপূগানাং লবঙ্গস্য ফলানি চ। নলিকা নলদং কুষ্ঠং হরেণু তগরং প্লবম্।। নখং ব্যাঘ্রনখং পৃক্কা বোলং দমনকং তথা। স্থৌণেয়কং চোরকঞ্চ শৈলেয়ং সৈলবালুকম্।। সরলং সপ্তপর্ণঞ্চ লাক্ষা তামলকী তথা। লামজ্জকং পদ্মকঞ্চ ধাতক্যাঃ কুসুমানি চ।। প্রপৌণ্ডরীকং কর্চ্চূরঃ সমাংশৈঃ শাণমাত্রকৈঃ। মহাসুগন্ধিমিত্যেতৎ তৈলপ্রস্থেন সাধয়েৎ।। প্রস্বেদমলদৌর্গন্ধ্য-কণ্ডূকুষ্ঠহরং পরম্। অনেনাভ্যক্তগাত্রস্তু বৃদ্ধঃ সাপ্ততিকোঽপি বা। যুবা ভবতি শুক্রাঢ্যঃ স্ত্রীণামত্যন্তবল্লভঃ। সুভগো দর্শনীয়শ্চ গচ্ছেচ্চ প্রমদাশতম্।। বন্ধ্যাপি লভ্যতে গর্ভং ষণ্ডোঽপি পুরুষায়তে। অপুত্রঃ পুত্রমাপ্নোতি জীবেচ্চ শরদাং শতম্।।

তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ রক্তচন্দন, কুঙ্কুম, বেণার মূল, প্রিয়ঙ্গু, ছোট এলাচ, গোরোচনা, শিলারস, অগুরু, কস্তূরী, কর্পূর, জৈত্রী, জাতীফল, কক্কোল, সুপারি, লবঙ্গ, নালুকা, জটামাংসী, কুড়, রেণুক, তগরপাদুকা, কৈবর্ত্তমুস্তক, নখী, ব্যাঘ্রনখী, পিড়িংশাক, বোল, দমনক (দনা), গেঁটেলা, চোরক (গন্ধদ্রব্যবিশেষ), শিলাজত, এলবালক, সরলকাষ্ঠ, ছাতিম, লাক্ষা, ভুঁই আমলা, বেণার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, ধাই ফুল, পুণ্ডরিয়া ও শটী, ইহাদের প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল গাত্রে মর্দ্দন করিলে ঘর্ম্ম-মল-দৌর্গন্ধ্য এবং কণ্ডূ ও কুষ্ঠ রোগ নিবারিত হয়।

কার্শ্য নিদানম্

বাতো রুক্ষান্নপানানি লঙ্ঘনং প্রমিতাশনম্। ক্রিয়াতিযোগঃ শোকশ্চ বেগনিদ্রাবিনিগ্রহঃ।। নিত্যং রোগো রতির্নিত্যং ব্যায়ামো ভোজনাল্পতা। ভীতির্ধনাদিচিন্তা চ কার্শ্যকারণমীরিতম্।। শুষ্কস্ফিগুদরগ্রীবো-ধমনীজালসন্ততিঃ। ত্বগস্থিশোষোঽতিকৃশঃ স্থূলপর্ব্বাননো মতঃ।।

বায়ুদুষ্টি, রুক্ষ অন্ন ও রুক্ষ পানীয় সেবন, উপবাস, অত্যল্প ভোজন, অতিরিক্ত বমন ও বিরেচনাদি প্রয়োগ, শোক, মলমূত্রাদির বেগ ও নিদ্রাবেগ ধারণ, নিত্য রোগভোগ, প্রত্যহ মৈথুন, ব্যায়াম, ভোজনের স্বল্পতা, ভয় ও ধনাদি-চিন্তা এই সকল কারণে শরীর কৃশ হইয়া থাকে।

কৃশের লক্ষণ—কৃশ ব্যক্তির স্ফিক (পাছা), উদর ও গ্রীবাদেশ শুষ্ক, সর্ব্বাঙ্গ শিরাজালে ব্যাপ্ত, চর্ম্ম ও অস্থি শুষ্ক এবং পর্ব্বসন্ধি ও মুখ স্থূল হইয়া থাকে।

কার্শ্য চিকিৎসা

রুক্ষান্নাদিনিমিত্তে তু কৃশে যুঞ্জীত ভেষজম্। বৃংহণং বলকৃদ্ বৃষ্যং তথা বাজীকরঞ্চ যৎ।।

রুক্ষান্ন ভোজনাদি দ্বারা দেহ কৃশ হইলে পুষ্টি ও বলকারক এবং বৃষ্য ও বাজীকরণ ঔষধসকল প্রয়োগ করিবে।

পীতাশ্বগন্ধা পয়সার্দ্ধমাসং ঘৃতেন তৈলেন সুখাম্বুনা বা। কৃশস্য পুষ্টিং বপুষো বিধত্তে বালস্য শস্যস্য যথাম্বুবৃষ্টিঃ।।

জলবর্ষণ দ্বারা যেমন চারাগাছ বর্দ্ধিত হয়, দুগ্ধ ঘৃত তৈল বা ঈষদুষ্ণ জল, ইহাদের কাহারও সহিত কিছুদিন অশ্বগন্ধা পান করিলে তেমনই কৃশদেহের পুষ্টি হইয়া থাকে।

পুষ্টিকৃদ্ বালরোগোক্তমশ্বগন্ধাঘৃতং ভজেৎ। বাজীকরোদিতং তদ্বদশ্বগন্ধাঘৃতাদিকম্।।

বালরোগোক্ত অশ্বগন্ধা ঘৃত এবং বাজীকরণোক্ত অশ্বগন্ধা-ঘৃতাদি ঔষধ সেবন করিলে কৃশাঙ্গের পুষ্টি হইয়া থাকে।

স্বভাবাদতিকার্শ্যো যঃ স্বভাবাদল্পপাবকঃ। স্বভাবাদবলো যশ্চ তস্য নাস্তি চিকিৎসিতম্।।

যে-ব্যক্তি স্বভাবত কৃশ, স্বভাবত অল্পাগ্নি ও স্বভাবত দুর্ব্বল, তাহার কোন ঔষধ নাই।

অশ্বগন্ধা তৈলম্

অশ্বগন্ধায়াঃ কল্কেন ক্বাথে তস্মিন্ পয়স্যপি। সিদ্ধং তৈলং কৃশাঙ্গানামভ্যঙ্গাদঙ্গপুষ্টিদম্।।

তিলতৈল ৪ সের, অশ্বগন্ধার কল্ক ১ সের এবং উহার ক্বাথ ১৬ সের, দুগ্ধ ৪ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই অশ্বগন্ধাতৈল মর্দ্দন করিলে কৃশাঙ্গের পুষ্টি হইয়া থাকে।

অমৃতার্ণবঃ

রসভস্মত্রয়ো ভাগা ভগৈকং হেমভস্মকম্। সর্ব্বাংশমমৃতাসত্ত্বং সিতামধ্বাজ্যমিশ্রিতম্।। দিনৈকং মর্দ্দয়েৎ খল্লে মাষৈকং ভক্ষয়েৎ সদা। কৃশানাং কুরুতে পুষ্টিং রসোহয়মমৃতার্ণবঃ। অশ্বগন্ধাপলার্দ্ধঞ্চ গবাং ক্ষীরৈঃ পিবেদনু।।

রসসিন্দূর ৩ ভাগ, স্বর্ণভস্ম ১ ভাগ, গুলঞ্চের চিনি ৪ ভাগ, চিনি মধু ও ঘৃত-সহ একদিন মাড়িয়া ২ আনা পরিমাণে সেবন করিবে। ঔষধসেবনান্তে গব্য দুগ্ধ-সহ অশ্বগন্ধামূলচূর্ণ ৪ তোলা (রোগীর বলাবল বুঝিয়া উপযুক্ত মাত্রায়) সেবন করাইবে। ইহা দ্বারা কৃশ শরীর পুষ্ট হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

মেদোরোগে পথ্যানি

চিন্তা শ্রমো জাগরণং ব্যবায়ঃ প্রোদ্বর্ত্তনং লঙ্ঘনমাতপশ্চ। হস্ত্যশ্বযানং ভ্রমণং বিরেকঃ প্রচ্ছর্দ্দনঞ্চাপ্যপত-

র্পণানি।। পুরাতনা বৈণবকোরদূষ-শ্যামাকনীবারপ্রিয়ঙ্গবশ্চ। যবাঃ কুলথাশ্চণকা মসূরা মুদ্গাস্তুবর্য্যোঽপি মধুনি লাজাঃ।। কটুনি তিক্তানি কষায়কাণি তক্রং সুরা চিঙ্গটমৎস্য এষ। দগ্ধানি বার্ত্তাকুফলানি চাপি ফলত্রয়ং গুগ্‌গুলবায়সশ্চ।। কটত্রয়ং সার্ষপতৈলমেলা রুক্ষাণি সর্ব্বাণি চ মধ্যতৈলম্। পত্রোত্থ-শাকহ্‌গুরুলেপনানি প্রতপ্তনীরাণি শিলাজতুনি।। প্রাগ্‌ভোজনস্যাপি চ বারিপানং মেদোগদং পর্য্যমিদং নিহন্তি।।

চিন্তা, পরিশ্রম, রাত্রিজাগরণ, মৈথুন, অত্যন্ত শরীরমার্জ্জন, লঙ্ঘন, রৌদ্রসেবন, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি যানে আরোহণ, পথপর্য্যটন, বিরেচন, বমন, অপতর্পণ, পুরাতন বংশতণ্ডুল, কোদোধান্য, শ্যামাধান্য, উড়ীধান্য, কাঙ্গনিধান্য, যব, কুলথকলায়, ছোলা, মসূর, মুগ, অড়হর, মধু, খই, কটুদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য, কষায়দ্রব্য, তক্র, সুরা, চিংড়িমৎস্য, পোড়া বেগুণ, ত্রিফলা, গুগগুলু, সরল নির্য্যাস, ত্রিকটু, সার্ষপ তৈল, এলাচ, সমস্ত রুক্ষদ্রব্য, তিলতৈল, পত্রশাক, গাত্রে অগুরুলেপন, গরম জল ও শিলাজতু এবং ভোজনের পূর্ব্বে জলপান এই সকল মেদোরোগে অত্যন্ত হিতকর।

মেদোরোগেঽপথ্যানি

স্নানং রসায়নং শালীন্ গোধূমান্ সুখশীলতাম্। ক্ষীরেক্ষুবিকৃতীর্মাষান সৌহিত্যং স্নেহনানি চ।। মৎস্যং মাংসং দিবানিদ্রাং স্রগ্‌গন্ধৌ মধুরাণি চ। ভোজনস্য সমগ্রস্য পশ্চাৎ পানং জলস্য চ। অতিমাত্রস্থূপচিতো বিশেষাদ্ বমনক্রিয়াম্। স্বভাবস্থত্বমন্বিচ্ছন্ মেদস্বী পরিবর্জ্জয়েৎ।।

স্নান, রসায়নক্রিয়া, শালিতণ্ডুল, গোধূম, সুখশীলতা, ক্ষীরবিকৃতি (ছানা আদি), ইক্ষুবিকৃতি (চিনি প্রভৃতি), মাষকলায়, সৌহিত্য, স্নেহক্রিয়া অর্থাৎ ঘৃতাদি পুষ্টিকর স্নেহসেবন, মৎস্য ও মাংসভক্ষণ, দিবানিদ্রা, মাল্যধারণ, সুগন্ধি দ্রব্যসেবন, মধুররস-সংযুক্ত দ্রব্যভক্ষণ ও ভোজনের পরে জলপান মেদোরোগে অহিতকর।

অত্যন্ত স্থূলকায় ব্যক্তির পক্ষে বমনক্রিয়া বিশেষ নিষিদ্ধ।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে মেদোরোগাধিকারঃ।

উদররোগাধিকার

উদর নিদানম্

রোগাঃ সর্ব্বেঽপি মন্দেঽগ্নৌ সতরামদরাণি চ। অজীর্ণান্মলিনৈশ্চান্নৈর্জায়ন্তে মলসঞ্চয়াৎ।। রুদ্ধা স্বেদাম্বুবাহীনি দোষাঃ স্রোতাংসি সঞ্চিতাঃ। প্রাণাগ্ন্যপানান্ সংদূষ্য জনয়ন্ত্যুদরং নৃণাম্।। আধ্মানং গমনেঽশক্তির্দৌর্ব্বল্যং দুর্ব্বলাগ্নিতা। শোথঃ সদনমঙ্গানাং সঙ্গো বাতপুরীষয়োঃ।। দাহস্তন্দ্রা চ সর্ব্বেষু জঠরেষু ভবন্তি হি। পৃথগ্দোষৈঃ সমস্তৈশ্চ প্লীহবদ্ধক্ষতোদকৈঃ।। সংভবন্ত্যুদরাণ্যষ্টৌ তেষাং লিঙ্গং পৃথক্ শৃণু। তত্র বাতোদরে শোথঃ পাণিপান্নাভিকুক্ষিষু।। কুক্ষিপার্শ্বোদরকটী-পৃষ্ঠরুক্ পর্ব্বভেদনম্। শুষ্ককাসোঽঙ্গমর্দ্দোঽধোগুরুতা মলসংগ্রহঃ।। শ্যাবারুণত্বগাদিত্বমকস্মাদ্ বৃদ্ধিহ্রাসবৎ। সতোদভেদমুদরং তনুকৃষ্ণশিরাততম্।। আধ্মাতদৃতিবচ্ছব্দমাহতং প্রকরোতি চ। বায়ুশ্চাত্র সরুক্শব্দো বিচরেৎ সর্ব্বতো-গতিঃ।। পিত্তোদরে জ্বরো মূর্চ্ছা দাহস্তৃট্ কটুকাস্যতা। ভ্রমোঽতীসারঃ পীতত্বং ত্বগাদাবুদরং হরিৎপীত-তাম্রশিরানদ্ধং সস্বেদং সোষ্ম দহ্যতে। ধূমায়তে মৃদুস্পর্শং ক্ষিপ্রপাকং প্রদূয়তে।। শ্লেষ্মোদরেঽঙ্গসদনং স্বাপশ্বয়থুগৌরবম্। নিদ্রাৎক্লেশোঽরুচিঃ শ্বাসঃ কাসঃ শুক্লত্বগাদিতা।। উদরং স্তিমিতং স্নিগ্ধং শুক্লরাজীততং মহৎ। চিরাভিবৃদ্ধি কঠিনং শীতস্পর্শং গুরু স্থিরম্।। স্ত্রিয়োঽন্নপানং নখলোমমূত্র-বিড়ার্ত্তবৈর্যুক্তমসাধুবৃত্তাঃ। যস্মৈ প্রযচ্ছন্ত্যরয়ো গরাংশ্চ দুষ্টাম্বুদূষীবিষসেবনাদ্বা।। তেনাশু রক্তং কুপিতাশ্চ দোষাঃ কুর্য্যুঃ সুঘোরং জঠরং ত্রিলিঙ্গম্। তচ্ছীতবাতে ভৃশদুর্দ্দিনে চ বিশেষতঃ কুপ্যতি দহ্যতে চ।। স চাতুরো মুহ্যতি হি প্রসক্তং পাণ্ডুঃ কৃশঃ শুষ্যতি তৃষ্ণয়া চ। দূষ্যোদরং কীর্ত্তিতমেতদেব।। যস্যান্ত্রমন্নৈরুপলেপিভির্বা বালাশ্মভির্বা পিহিতং যথাবৎ। সঞ্চীয়তে তস্য মলঃ সদোষঃ শনৈঃ শনৈঃ সঙ্করবচ্চ নাড্যাম্।। নিরুধ্যতে তস্য গুদে পুরীষং নিরেতি কৃচ্ছ্রাদপি চাল্পমল্পম্। হৃন্নাভিমধ্যে পরিবৃদ্ধিমেতি তস্যোদরং বদ্ধগুদং বদন্তি।। শল্যং তথান্নোপহিতং যদন্ত্রং ভুক্তং ভিনত্ত্যাগতমন্যথা বা। তস্মাৎ স্রুতোঽন্ত্রাৎ সলিলপ্রকাশঃ স্রাবঃ স্রবেদ্বৈ গুদতস্তু ভূয়ঃ।। নাভেরধশ্চোদরমেতি বৃদ্ধিং নিস্তুদ্যতে দাল্যতি চাতিমাত্রম্। এতৎ পরিস্রাব্যুদরং

প্রদিষ্টং দকোদরং কীর্ত্তয়তো নিবোধ।। যঃ স্নেহপীতোঽপ্যনুবাসিতো বা বান্তো বিরিক্তোঽপ্যথবা নিরূঢ়ঃ। পিবেজ্জলং শীতলমাশু তস্য স্রোতাংসি দূষ্যন্তি হি তদ্বহানি।। স্নেহোপলিপ্তেম্বথবাপি তেষু দকোদরং পূর্ব্ববদভ্যুপৈতি। স্নিগ্ধং মহৎ তৎ পরিবৃত্তনাভিসমাততং পূর্ণমিবাম্বুনা চ।। যথা দৃতিঃ ক্ষুভ্যতি কম্পতে চ শব্দায়তে চাপি দকোদরং তৎ।।

অগ্নিমান্দ্যহেতু সকল ব্যাধিই, বিশেষত উদররোগ জন্মিয়া থাকে। অজীর্ণ, মলিন অন্নভোজন (অত্যন্ত দোষজনক, বিরুদ্ধভোজন ও পূর্ব্বাহার অজীর্ণ সত্ত্বেও পুনর্ভোজন ইত্যাদি) এবং মলসঞ্চয় এইগুলি উদররোগ জন্মিবার কারণ।

সঞ্চিত বাতাদি দোষসকল, স্বেদবহ ও অম্বুবহ স্রোতসমূহকে রুদ্ধ এবং প্রাণবায়ু, অপানবায়ু ও অগ্নিকে দূষিত করিয়া উদররোগ উৎপাদন করে।

উদরাধ্মান, গমনে অশক্তি, দৌর্ব্বল্য, অতিশয় অগ্নিমান্দ্য ও শোথ, অঙ্গসকলের অবসাদ, অধোবায়ু ও মলের অপ্রবৃত্তি এবং দাহ ও তন্দ্রা এইগুলি সর্ব্বপ্রকার উদররোগের সাধারণ লক্ষণ।

উদররোগ আটপ্রকার, যথা বায়ুজনিত, পিত্তজনিত, কফজনিত, ত্রিদোষজনিত, প্লীহজনিত, মলসঞ্চয়জনিত, ক্ষতজনিত ও জলসঞ্চয়জনিত। ইহাদের পৃথক-পৃথক লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

বাতোদরে হস্ত পদ নাভি ও কুক্ষিদেশে শোথ, কুক্ষি পার্শ্ব উদর কটী ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা, তদ্ভিন্ন পর্ব্বভেদ, শুষ্ককাস, অঙ্গমর্দ্দ, শরীরের অধোভাগে গুরুত্ব, মলরোধ, ত্বক চক্ষু ও মূত্র প্রভৃতির শ্যাববর্ণতা বা অরুণবর্ণতা, অকস্মাৎ উদরশোথের হ্রাস বা বৃদ্ধি, উদরে সূচীবেধবৎ বা ভঙ্গবৎ বেদনা এবং সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম কৃষ্ণবর্ণ শিরাসমূহের উৎপত্তি ও উদরে আঘাত করিলে বায়ুপূর্ণ ভস্ত্রার ন্যায় শব্দোৎপত্তি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই বাতোদরে বায়ু শব্দ ও বেদনার সহিত উদরের সকল স্থানে বিচরণ করে।

পিত্তোদরে জ্বর, মূর্চ্ছা, দাহ, তৃষ্ণা, কটুকাস্যতা (মুখে কটুস্বাদোৎপত্তি), ভ্রম, অতিসার ও ত্বকনয়নাদির পীতবর্ণতা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং উদর ঘর্ম্মযুক্ত, উষ্মবিশিষ্ট, দাহান্বিত, কোমলস্পর্শ ও হরিৎ পীত ও তাম্রবর্ণ শিরাসমূহে ব্যাপ্ত হয়। আর বোধ হয় যেন উহা হইতে ধূমোদ্বমন হইতেছে। পৈত্তিকোদর শীঘ্র পাকিয়া জলোদররূপে পরিণত হয় এবং সর্ব্বদা বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মজনিত উদররোগে অঙ্গের অবসাদ, স্পর্শজ্ঞানাভাব, শোথ, গাত্রগুরুতা, নিদ্রা, বমনবেগ, অরুচি, শ্বাস কাস ও ত্বগাদির শুক্লবর্ণতা ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং উদর শোথ বৃহৎ, স্তিমিত, চিক্কণ, কঠিন, শীতস্পর্শ, গুরু, অচল ও দীর্ঘকালে পরিবর্দ্ধিত এবং শুক্লবর্ণ শিরাসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

ত্রিদোষজনিত উদররোগ। দুঃশীলা কামিনীগণ নিঃস্নেহ পতিকে বা অন্য কোন অভিলষিত পুরুষকে বশীভূত করিবার জন্য অজ্ঞাতসারে তদীয় অন্নপানের সহিত নখ, লোম, মূত্র, বিষ্ঠা ও আর্ত্তব-শোণিত প্রদান করিয়া থাকে। সেই মলিন (নানাদোষজনক) অন্ন আহার করিলে কিংবা শত্রু-প্রদত্ত সংযোগজ বিষ ভোজন করিলে অথবা সবিষ মৎস্য ও তৃণপত্রাদির ক্বাথমিশ্রিত দুষ্ট জল বা দূষীবিষ (অগ্নি বা বিষঘ্ন ওষধি দ্বারা জীর্ণ স্বল্পপ্রভাব বিষ) সেবন করিলে রক্ত এবং বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া ত্রিদোষ-লক্ষণাক্রান্ত অতি ভয়ঙ্কর জঠররোগ উৎপাদন করে। ইহাকেই ত্রিদোষজ উদররোগ কহে। এবম্ভূত উদররোগ, শীত বাত ও অতি দুর্দ্দিনে (জল ঝড় ও মেঘাদিবিশিষ্ট দিবসে) অতিশয় কুপিত ও দাহযুক্ত হয় এবং রোগী পাণ্ডুবর্ণ, কৃশ, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ ও পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে। ইহার অপর নাম দূষ্যোদর।

যাহার অন্ত্র শাকশালুকাদি পিচ্ছিল অন্ন বা চুল ও কর্করাদি দ্বারা বিবদ্ধ হয়, তাহার সদোষ মল সম্মার্জ্জনী (ঝাঁটা)-নিক্ষিপ্ত ধূলিরাশির ন্যায় ক্রমে-ক্রমে অন্ত্রনাড়ীতে সঞ্চিত হইয়া থাকে। গুদনাড়ীতে মল রুদ্ধ থাকিয়া অতি কষ্টে অল্প-অল্প পরিমাণে নির্গত হয়। ইহাতে হৃদয় ও নাভির মধ্যবর্ত্তী স্থানে উদরের বৃদ্ধি হয়। ইহাকেই বদ্ধ গুদোদর কহে।

কন্টকাদি শল্যযক্ত অন্ন ভোজন করিলে সেই ভক্ত অন্ন যদি পাকাশয় হইতে বিলোমভাবে (বক্রভাবে) আগত হয়, তাহা হইলে সেই কন্টকাদি-শল্য দ্বারা অন্ত্রনাড়ী ভেদ হইয়া যায়। জৃম্ভা ও অতিভোজন দ্বারাও অন্ত্রভেদ হইতে পারে। এইরূপে অন্ত্র ভিন্ন হইলে তাহা হইতে বহু পরিমাণে জলবৎ স্রাব নিঃস্রুত হইয়া নাভির অধোভাগে উদরের বৃদ্ধি করিয়া গুহ্যদ্বার দিয়া পুনঃ পুনঃ নির্গত হইতে থাকে। ইহাকেই ক্ষতোদর বা পরিস্রাব্যুদর কহে। এই উদররোগে সূচীবেধবৎ বা বিদারণবৎ অসহ্য বেদনা হইয়া থাকে।

স্নেহপান, অনুবাসন (স্নেহপদার্থ দ্বারা পিচকারী দেওয়া), বমন, বিরেচন অথবা নিরূহণ (পিচকারী বিশেষ) এই সকল ক্রিয়ার পর আশু শীতল জল পান করিলে অথবা স্নেহপদার্থ দ্বারা উপলিপ্ত হইলে জলবহ স্রোতসকল দূষিত হয় এবং সেই দুষ্ট নাড়ী হইতে পীতজল নিঃস্রুত হইয়া উদরের বৃদ্ধি করে। ইহাকেই দকোদর বা জলোদর কহে। দকোদরে উদর চিক্কণ, বৃহৎ, জলপূর্ণবৎ স্ফীত ও নাভির চতুর্দ্দিকে বেদনাযুক্ত হয়। জলপূর্ণ ভস্ত্রা (ভিস্তি) সঞ্চালিত হইলে যেমন ক্ষুব্ধ কম্পিত ও শব্দযুক্ত হয়, দকোদরও তদ্রূপ হইয়া থাকে।

উদর চিকিৎসা

সর্ব্বমেবোদরং প্রায়ো দোষসংঘাতজং যতঃ। অতো বাতাদিশমনীঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বত্র কারয়েৎ।।

প্রায় সকল উদররোগই ত্রিদোষপ্রকোপ-জন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব সর্ব্বত্র উদররোগে বাতাদি দোষত্রয়ের শান্তিকারক চিকিৎসা করিবে।

উদরে দোষসম্পূর্ণে কুক্ষৌ মন্দো যতোঽনলঃ। তস্মাদ্ভোজ্যানি যোজ্যানি দীপনানি লঘুনি চ।।

উদর দোষপূর্ণ হইলে অগ্নিমান্দ্য হয়, অতএব অগ্নির উদ্দীপক ও লঘু আহার উদররোগে ব্যবস্থা করিবে।

দোষাতিমাত্রোপচয়াৎ স্রোতোমার্গনিরোধনাৎ। সম্ভবত্যুদরং তস্মান্নিত্যমেনং বিরেচয়েৎ।। (স্রোতোমার্গং স্রোতোমুখম্, মার্গশব্দস্ত্বত্র মুখরূপমার্গবাচী। চক্র)।

দোষের অত্যন্ত সঞ্চয় ও স্রোতোমুখসকলের নিরোধহেতু উদররোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব ইহাতে নিত্য বিরেচন ক্রিয়া আবশ্যক।

পায়য়েৎ তৈলমেরণ্ডং সমূত্রং সপয়োঽপি বা।।

বিরেচন করাইতে হলি গোমূত্র কিংবা উষ্ণ দুগ্ধের সহিত এরণ্ডতৈল পান করাইবে।

বাতোদরং বলবতঃ স্নেহস্বেদৈরুপাচরেৎ। স্নিগ্ধায় স্বেদিতাঙ্গায় দদ্যাৎ স্নিগ্ধবিরেচনম্।। হৃতে দোষে পরিম্লানং বেষ্টয়েদ্বাসসোদরম্। যথাস্যানবকাশত্বাদ্ বায়ুর্নাধ্মাপয়েৎ পুনঃ।।

রোগীর যদি বল থাকে তাহা হইলে বাতোদর রোগীকে প্রথমত স্নেহস্বেদ প্রদান করিয়া স্নিগ্ধ বিরেচন দিবে। বিরেচন-দ্বারা দোষসমস্ত নির্গত হইয়া উদর কোমল হইলে বস্ত্র-দ্বারা উদর বেষ্টন করিয়া

চাপিয়া বাঁধিবে। ইহাতে স্থানাভাব প্রযুক্ত বায়ুর দ্বারা উদরাধ্মান হইবে না।

বিরিক্তে চ যথাদোষে-হরৈঃ পেয়া শৃতা হিতা।।

বিরেচনের পরে উদররোগে দোষের আধিক্য বুঝিয়া তত্তদ্দোষনাশক ঔষধ-সহ পেয়া প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

বাতোদরে পয়োঽভ্যাসো নিরূহো দশমূলিকঃ। সোদাবর্ত্তে বাতঘ্নাম্ল-শৃতৈরণ্ডানুবাসনঃ।।

বাতোদরে দুগ্ধপান করিলে ও দশমূলের ক্বাথে পিচকারী দিলে উপকার হয়। উদাবর্ত্তযুক্ত বাতোদরে বাতঘ্ন দ্রব্য ও কাঁজির সহিত এরণ্ডতৈল পাক করিয়া অনুবাসন করিবে।

এরণ্ডতৈলং দশমূলমিশ্রং গোমূত্রযুক্তস্ত্রিফলারসো বা। নিহন্তি বাতোদরশোথশূলং ক্বাথঃ সমূত্রো দশমূলজশ্চ।।

দশমূলের ক্বাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া বা ত্রিফলার রসে গোমূত্র মিলিত করিয়া কিংবা দশমূলের ক্বাথে গোমূত্র মিলিত করিয়া পান করিলে বাতোদর শোথ ও শূল নষ্ট হয়।

কুষ্ঠাদি চূর্ণম্

কুষ্ঠং দন্তী যবক্ষারো ব্যোষং ত্রিলবণং বচা। অজাজী দীপ্যকং হিঙ্গু স্বর্জ্জিকা চব্যচিত্রকম্। শুণ্ঠী চোষ্ণাম্ভসা পীতা বাতোদররুজাপহা।।

কুড়, দন্তী, যবক্ষার, ত্রিকটু, ত্রিলবণ (সৈন্ধব, বিট ও সচল), বচ, কৃষ্ণজীরা, যমানী, হিঙ্গু, স্বর্জ্জিক্ষার, চই, চিতা ও শুঁঠ ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া উপযুক্ত মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে বাতোদর নিবারিত হয়।

সামুদ্রাদ্যং চূর্ণম্

সামুদ্রসৌবর্চ্চলসৈন্ধবানি ক্ষারং যমানীমজমোদকঞ্চ সপিপ্পলীচিত্রকশৃঙ্গবেরং হিঙ্গুং বিড়ঞ্চেতি সমানি কুর্য্যাৎ।। এতানি চূর্ণানি ঘৃতপ্লুতানি ভুঞ্জীত পূর্ব্বং কবলং প্রশস্তম্। বাতোদরং গুল্মমজীর্ণভক্তং বায়ু-প্রকোপং গ্রহণীং প্রদুষ্টাম্। অর্শাংসি দুষ্টানি চ পাণ্ডুরোগং ভগন্দরঞ্চাপি নিহন্তি সদ্যঃ।।

করকচ, সচল, সৈন্ধব, যবক্ষার, যমানী, বনযমানী, পিপুল, চিতামূল, শুঁঠ, হিঙ্গু ও বিটলবণ প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া আহারের প্রথম গ্রাসের সহিত ভোজন করিলে বাতোদর, গুল্ম, অজীর্ণ, বায়ু প্রকোপ ও গ্রহণী প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

পিত্তোদরেষু বলিনং পূর্ব্বমেব বিরেচয়েৎ। অনুবাস্যাবলং ক্ষীর-বস্তিশুদ্ধং বিরেচয়েৎ।। পয়সা সত্রি-বৃৎকল্কেনোরুবূকশৃতেন বা। শাতলাত্রায়মাণাভ্যাং শৃতেনারগ্বধেন বা।। (সত্রিবৃৎকল্কেন পয়সা ইত্যেকো যোগঃ। উরুবূকশৃতেন ইতি দ্বিতীয়ো যোগঃ। শাতলাদিরারগ্বধান্তস্তৃপরঃ জাতকর্ণসংবাদাৎ। ইতি শিবদাসঃ)।

রোগীর বল থাকিলে পিত্তোদর রোগে প্রথমেই বিরেচন দিবে। কিন্তু রোগী যদি দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে অগ্রে অনুবাসন, তৎপরে দুগ্ধপ্রধান বস্তি দ্বারা শোধন করিয়া পশ্চাৎ তেউড়ীকল্ক মিশ্রিত দুগ্ধ কিংবা এরণ্ডবীজ কিংবা চর্ম্মকষা, বলাডুমুর ও সোঁদালের ফলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করাইয়া বিরেচন করাইবে।

কফাদুদরিণং শুদ্ধং কটুক্ষারান্নভোজিতম্। মূত্রারিষ্টায়স্কৃতিভির্যোজয়েচ্চ কফাপহৈঃ।।

কফপ্রধান উদররোগে রোগীকে বমন ভিন্ন বিরেচনাদি অন্য শোধন দ্বারা শুদ্ধ করত কটু ও ক্ষারযুক্ত পেয়াদি অন্নভোজন করাইয়া গোমূত্র, অরিষ্ট, নবায়সাদি লৌহ বা রসায়নোক্ত লৌহ প্রভৃতি কফনাশক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

সন্নিপাতোদরে সর্ব্বা যথোক্তাঃ কারয়েৎ ক্রিয়াঃ।।

সন্নিপাতোদরে বাতোদরাদি-নির্দ্দিষ্ট সকল ক্রিয়াই করিবে।

নাত্যর্থসান্দ্রং মধুরং তক্রং পানে প্রশস্যতে।।

ঈষৎ ঘন ও মধুররস তক্রপানার্থ প্রশস্ত।

বাতোদরী পিবেৎ তক্রং পিপ্পলীলবণান্বিতম্। শর্করামরিচোপেতং স্বাদু পিত্তোদরী পিবেৎ।। যমানী-সৈন্ধবাজাজী-মধুব্যোষৈঃ কফোদরী। ত্র্যষণক্ষারলবণৈর্যুক্তন্তু নিচয়োদরী।। মধুতৈলবচাশুণ্ঠী-শতাহ্বাকুষ্ঠ-সৈন্ধবৈঃ। প্লীহি বদ্ধে তু হবুষা-যমানীপটুজাজিভিঃ। সকৃষ্ণামাক্ষিকং ছিদ্রে ব্যোষবৎ সলিলোদরে।।

বাতোদরে পিপুল ও সৈন্ধব লবণের সহিত, পিত্তোদরে চিনি ও মরিচের সহিত, কফোদরে যমানী, সৈন্ধব লবণ, জীরা, মধু ও ত্রিকটুর সহিত এবং সন্নিপাতোদরে ত্রিকটু, যবক্ষার ও সৈন্ধব লবণের সহিত তক্র পান করাইবে। প্লীহোদরে বচ, শুঁঠ, শুলফা, কুড় ও সৈন্ধব লবণ ইহাদের চূর্ণ, মধু ও তৈলমিশ্রিত তক্র পান করাইবে। বদ্ধোদরে হবুষা, যোয়ান, সৈন্ধব লবণ ও কৃষ্ণজীরার সহিত, ছিদ্রোদরে পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত এবং দকোদরে ত্রিকটুচূর্ণের সহিত তক্র পান করাইবে।

প্লীহোদরে প্লীহহরং কর্ম্মোদরহরং তথা।।

প্লীহোদরে প্লীহনাশক এবং প্লীহোদর-হর চিকিৎসা করিবে।

স্বিন্নায় বদ্ধোদরিণে মূত্রতীক্ষ্ণৌষধান্বিতম্। সতৈললবণং দদ্যান্নিরূহং সানুবাসনম্।। পরিস্রংসীনি চান্নানি তীক্ষ্ণঞ্চৈব বিরেচনম্। ছিদ্রোদরমৃতে স্বেদাৎ শ্লেষ্মোদরবদাচরেৎ।।

বদ্ধোদরে রোগীর উদরে স্বেদ দিয়া পরে গোমূত্র ও তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধযুক্ত, তৈললবণবহুল নিরূহণ ও অনুবাসন প্রয়োগ করিবে এবং পিত্তাদির অনুলোমনকারী ভোজন ও তীক্ষ্ণ বিরেচন ব্যবস্থা করিবে। ছিদ্রোদররোগে স্বেদ ব্যতীত কফোদরোক্ত অন্যান্য চিকিৎসা করিবে।

জাতং জাতং জলং স্রাব্যং শাস্ত্রোক্ত শস্ত্রকর্ম্ম চ। জলোদরে বিশেষেণ দ্রবসেবাং বিবর্জ্জয়েৎ।।

জলোদরে যেমন জল সঞ্চিত হইবে, তেমনই শল্যশাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে অস্ত্র দ্বারা জল বাহির করিয়া ফেলিবে এবং জলীয় দ্রব্যভোজন একেবারে পরিত্যাগ করিবে।

দেবদারুপলাশার্ক-হস্তিপিপ্পলিশিগ্রুকৈঃ। সাশ্বগন্ধৈঃ সগোমূত্রৈঃ প্রদিহ্যাদুদরং শনৈঃ।। মূত্রাণ্যষ্টাবুদরিণাং সেকে পানে চ যোজয়েৎ। স্নুহীপয়োভাবিতানাং পিপ্পলীনাং পয়োহ্শনঃ। সহস্রঞ্চ প্রযুঞ্জীত শক্তিতো জঠরাময়ী।।

উদররোগে দেবদারু, পলাশফল, আকন্দ, গজপিপ্পলী, সজিনা ও অশ্বগন্ধা এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া সেই পিষ্ট কল্ক দ্বারা উদর ক্রমে-ক্রমে প্রলিপ্ত করিবে। পরিষেকে ও পানে গোমূত্রাদি অষ্টবিধ মূত্র প্রয়োগ করিবে। মনসাসীজের আঠায় পিপ্পলী ২১ বার (ব্যবহার ৭ বার) ভাবনা দিয়া সেই ভাবিত পিপ্পলী ৩টি, ৪টি বা ৫টি বা কোষ্ঠানুরূপ যে-কয়টি উপযুক্ত, সেই কয়টি করিয়া প্রতিদিন বা একদিন অন্তর এই প্রণালীতে শক্তি অনুসারে সহস্র পিপ্পলী পর্য্যন্ত সেবন করিবে। পিপ্পলী সেবনকালে দুগ্ধ পান করিবে।

শিলাজতুনাং মূত্রাণাং গুগ্‌গুলোস্ত্রৈফলস্য চ। স্নুহীক্ষীরপ্রয়োগশ্চ শময়ত্যুদরাময়ম্।। (ত্রৈফলস্যেতি গুগ্‌গুলোর্বিশেষণম্। সমাসান্তর্গতমপি প্রয়োগপদং চকারাচ্ছিলাজত্বাদিভিঃ প্রত্যেকং সম্বধ্যতে। ইতি শিবদাসঃ)।

শিলাজতু, গোমূত্র, ত্রিফলা, গুগগুলু ও মনসাসীজের আঠা এই সকল দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে উদররোগের শান্তি হয়।

স্নুক্‌পয়সা পরিভাবিততণ্ডুলচূর্ণৈর্নির্ম্মিতঃ পূপঃ। উদরমুদারং হিংস্যাদ্ যোগোহ্যং সপ্তরাত্রেণ।।

মনসাসীজের আঠায় তণ্ডুলচূর্ণ ভাবনা দিয়া সেই ভাবিত তণ্ডুলচূর্ণের পিষ্টক করিয়া সেবন করিবে। এই পিষ্টক ৭ দিন সেবন করিলে উদররোগ প্রশমিত হয়।

পিপ্পলীবর্দ্ধমানং বা কল্পদৃষ্টং প্রযোজয়েৎ। জঠরাণাং বিনাশায় নাস্তি তেন সমং ভুবি।।

চরকোক্ত রসায়ন-বিধানানুসারে পিপ্পলী-বর্দ্ধমান প্রয়োগ করিবে। উদররোগ-বিনাশার্থ এরূপ ঔষধ আর ভূতলে দ্বিতীয় নাই।

দন্তী বচা গবাক্ষী চ শঙ্খিনী তিল্বকং ত্রিবৃৎ। গোমূত্রেণ পিবেদেতজ্জঠরাময়নাশনম্।।

দন্তী, বচ, রাখালশসা, চোরপুষ্পী, লোধ ও তেউড়ী এই সকল একত্র পেষণ করিয়া গোমূত্রের সহিত পান করিলে জঠররোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

সক্ষীরং মাহিষং মূত্রং নিরাহারঃ পিবেন্নরঃ। শাম্যত্যনেন জঠরং সপ্তাহাদিতি নিশ্চয়ঃ।। (মাহিষং মূত্রং পলমেকং দ্বয়ং বা পীত্বা বিরেকে সতি গোক্ষীরমেব পীত্বা স্থাতব্যমিত্যুপদিশন্তি)।

অনাহারে ১ পল কিংবা ২ পল মহিষের মূত্র পান করিয়া বিরেকের পর কেবল গোদুগ্ধ পান করিয়া থাকিবে। ইহাতে জঠররোগ নিবারিত হইবে।

গবাক্ষীশঙ্খিনীদন্তী-নীলিনীকল্কসংযুতম্। সর্ব্বোদরবিনাশায় গোমূত্রং পাতুমাচরেৎ।।

রাখালশসা, চোরপুষ্পী, দন্তী ও নীলীবৃক্ষ, ইহাদের চূর্ণ-সংযুক্ত গোমূত্র পান করিলে সর্ব্বোদর বিনষ্ট হয়।

দেবদ্রুমং শিগ্রুময়ূরকঞ্চ গোমূত্রপিষ্টামথবাশ্বগন্ধাম্। পীত্বাশু হন্যাদুদরং প্রবৃদ্ধং ক্রিমীন্ সশোথানুদরঞ্চ দূষ্যম্।।

দেবদারু, সজিনা ও আপাং এই সকল দ্রব্য অথবা অশ্বগন্ধা গোমূত্রে পেষণ করিয়া পান করিলে প্রবৃদ্ধ উদররোগ, ক্রিমি ও শোথ উপদ্রব এবং দূষ্যোদর বিনষ্ট হয়।

দশমূলদারুনাগরচ্ছিন্নরুহাপুনর্নবাভয়াক্বাথঃ। জয়তি জলোদরশোথশ্লীপদগলগণ্ডবাতরোগাংশ্চ।।

দশমূল, দেবদারু, শুঁঠ, গুলঞ্চ, পুনর্নবা ও হরীতকী, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে জলোদর, শোথ, শ্লীপদ, গলগণ্ড ও বাতরোগ নিবারিত হয়।

পুনর্নবাং দার্ব্বভয়াং গুডূচীং পিবেৎ সমূত্রাং মহিষাক্ষযুক্তাম্। ত্বগ্‌দোষশোথোদরপাণ্ডুরোগ স্থৌল্যপ্রসেকোর্দ্ধকফাময়েষু।। গোমূত্রযুক্তং মহিষীপয়ো বা ক্ষীরং গবাং বা ত্রিফলাবিমিশ্রম্। ক্ষীরান্নভুক্ কেবলমেব গব্যং মূত্রং পিবেদ্বা শ্বয়থুদরেষু।।

পুনর্নবা, দেবদারু, হরীতকী, গুলঞ্চ, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথে গোমূত্র ও গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ত্বগ্‌দোষ, শোথ, উদর, পাণ্ডু, স্থৌল্য, প্রসেক ও উর্ধ্বশ্লেষ্মজ রোগ নষ্ট হয়। শোথসংযুক্ত

উদররোগে গোমূত্রের সহিত মহিষীদুগ্ধ কিংবা ত্রিফলার ক্বাথ বা কল্ক-সহ গব্যদুগ্ধ পান করিবে। কেবল দুগ্ধের সহিত অন্নভোজন এবং গোমূত্রপানও হিতকর।

পুনর্নবা দার্ব্বমৃতা পাঠা বিল্বং শ্বদংষ্ট্রকা। বৃহত্যৌ দ্বে রজন্যৌ দ্বে পিপ্পল্যশ্চিত্রকং বৃষম্।। সমভাগানি চূর্ণানি গবাং মূত্রেণ বা পিবেৎ। বহুপ্রকারং শ্বয়থুং সর্ব্বগাত্রবিসারিণম্। হন্তি শোথোদরাণ্যষ্টৌ ব্রণাংশ্চৈ-বোদ্ধতানপি।

পুনর্নবা, দেবদারু, গুলঞ্চ, আক্‌নাদি, বিল্বমূল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপ্পলী, চিতা ও বাসক এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া গোমূত্রের সহিত পান করিলে সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপী বহুপ্রকার শোথ এবং শোথযুক্ত আটপ্রকার উদর ও উৎকট ব্রণ নষ্ট হয়।

পুনর্নবাদি ক্বাথঃ

পুনর্নবা দারু নিশা সতিক্তা পটোলপথ্যাপিচুমর্দ্দমুস্তা। সনাগরচ্ছিন্নরুহেতি সর্ব্বৈঃ কৃতঃ কষায়ো বিধিনা বিধিজ্ঞৈঃ।। গোমূত্রযুগ্‌গুগ্‌গুলুনা চ যুক্তঃ পীতঃ প্রভাতে নিয়তং নরাণাম্। সর্ব্বাঙ্গশোথোদরকাসশূল-শ্বাসান্বিতং পাণ্ডুগদং নিহন্তি।।

পুনর্নবা, দেবদারু, হরিদ্রা, কটকী, পলতা, হরীতকী, নিম্ব, মুতা, শুঁঠ ও গুলঞ্চ মিলিত ২ তোলা। ইহাদের ক্বাথে গোমূত্র ও গুগগুলু প্রক্ষেপ দিয়া প্রভাতে পান করিলে সর্ব্বাঙ্গগত শোথ, উদর, কাস, শূল, শ্বাস ও পাণ্ডুরোগ নিবারিত হয়।

মাণমণ্ডঃ

পুরাণং মাণকং পিষ্ট্বা দ্বিগুণীকৃততণ্ডুলম্। সাধিতং ক্ষীরতোয়াভ্যামভ্যস্যেৎ পায়সন্তু তৎ।। হন্তি বাতোদরং শোথং গ্রহণীং পাণ্ডুতামপি। সিদ্ধো ভিষগ্‌ভিরাখ্যাতঃ প্রয়োগোঽয়ং নিরত্যয়ঃ।। (পুরাণমিত্যাদি। পুরাণমাণকস্য মূলং পলমাত্রং দরদলিততণ্ডুলস্য পলদ্বয়ং ক্ষীরতোয়াভ্যাং সমাভ্যাং সাধয়িত্বা পায়সঃ কার্য্যঃ। অস্যোপযোগেঽপরমন্নব্যঞ্জনং নাশ্নীয়াদিত্যাহুঃ। যেগোঽয়ং শোথমাত্রেঽপি প্রভবতি। ইতি শিবদাসঃ)।

পুরাতন মাণ ১ ভাগ, আতপতণ্ডুলচূর্ণ ২ ভাগ, সজল দুগ্ধ ২৪ ভাগ একত্র পাক করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিবে। ইহা প্রত্যহ পান করিলে বাতোদর, শোথ, গ্রহণী ও পাণ্ডু এই সমস্ত রোগের শান্তি হয়।

নারায়ণ চূর্ণম্

যমানী হবুষা ধান্যং ত্রিফলা সোপকুঞ্চিকা। কারবী পিপ্পলীমূলমজগন্ধা শঠী বচা।। শতাহ্বা জীরকং ব্যোষং স্বর্ণক্ষীরী সচিত্রকা। দ্বৌ ক্ষারৌ পৌষ্করং মূলং কুষ্ঠং লবণপঞ্চকম্।। বিড়ঙ্গঞ্চ সমাংশানি দন্ত্যা ভাগত্রয়ং তথা। ত্রিবৃদ্‌বিশালে দ্বিগুণে সাতলা স্যাচ্চতুর্গুণা।। এষ নারায়ণো নাম চূর্ণো রোগগণাপহঃ। নৈনং প্রাপ্যাভিবর্দ্ধন্তে রোগা বিষ্ণুমিবাসুরাঃ।। তক্রেণোদরিভিঃ পেয়ো গুল্মিভির্বদরাম্বুণা। আনদ্ধবাতে সুরয়া বাতরোগে প্রসন্নয়া।। দধিমণ্ডেন বিট্‌সঙ্গে দাড়িমাম্বুভিরর্শসৈঃ। পরিকর্ত্তে চ বৃক্ষাম্লৈরুষ্ণাম্বুভির-জীর্ণকে।। ভগন্দরে পাণ্ডুরোগে কাসে শ্বাসে গলগ্রহে। হৃদ্রোগে গ্রহণীদোষে কুষ্ঠে মন্দানলে জ্বরে।। দংষ্ট্রাবিষে মূলবিষে সগরে কৃত্রিমে বিষে। যথার্হং স্নিগ্ধকোষ্ঠেন পেয়মেতদ্ বিরেচনম্।।

যমানী, হবুষা, ধনে, ত্রিফলা, কৃষ্ণজীরা, কারবী (ঈষৎ ক্ষুদ্র জীরা), পিপ্পলীমূল, বনযমানী, শঠী, বচ, শুলফা, জীরা, ত্রিকটু, স্বর্ণক্ষীরী, চিতা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পুষ্করমূল, কুড়, পঞ্চলবণ ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক এক-এক ভাগ, দন্তী ৩ ভাগ, তেউড়ী ২ ভাগ, রাখালশসা ২ ভাগ, চর্ম্মকষা

৪ ভাগ, এই সমুদায় দ্রব্যের চূর্ণ একত্র সেবন করিলে সকল রোগ বিনষ্ট হয়। এই চূর্ণ উদররোগে তক্রের সহিত, গুল্মরোগে কুলের ক্বাথ-সহ, আনাহবাতে সুরা-সহ, বাতরোগে প্রসন্না (সুরামণ্ড)-সহ, মলবদ্ধতায় দধির মাতের সহিত, অর্শরোগে দাড়িমের ক্বাথ-সহ, পরিকর্ত্তিকা রোগে (গুহ্যে ও উদরে কর্ত্তনবৎ পীড়ায়) থৈকল-সহ ও অজীর্ণরোগে উষ্ণ জল-সহ পান করিবে এবং ভগন্দর, পাণ্ডু, কাস, শ্বাস, দংশন-জন্য বিষ, মূলবিষ, বিষদোষ ও কৃত্রিম বিষ প্রভৃতি রোগে উপযক্ত অনপানের সহিত সেবন করিলে বিরেচন হইয়া বিশেষ উপকার হয়।

পটোলাদ্যং চূর্ণম্

পটোলমূলং রজনীং বিড়ঙ্গং ত্রিফলাত্বচম্। কম্পিল্লকং নীলিনীঞ্চ ত্রিবৃত্যঞ্চেতি চূর্ণয়েৎ।। ষড়াদ্যান্ কার্ষিকানন্ত্যাংস্ত্রীংশ্চ দ্বিত্রিচতুর্গুণান্। কৃত্বা চূর্ণং ততো মুষ্টিং গবাং মূত্রেণ বা পিবেৎ।। বিরিক্তো মৃদু ভুঞ্জীত ভোজনং জাঙ্গলৈ রসৈঃ। মণ্ডং পেয়াঞ্চ পীত্বা চ সব্যোষং ষড়হং পয়ঃ।। শৃতং পিবেৎ ততশ্চূর্ণং পিবেদেবং পুনঃ পুনঃ। হন্তি সর্ব্বোদরাণ্যেতচ্চূর্ণং জাতোদকান্যপি।। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শ্বয়থুঞ্চাপকর্ষতি। পটোলাদ্যমিদং চূর্ণমুদরেষ প্রপূজিতম্।। (নীলিনী নীলবুহ্মা, তস্যাশ্চ ফলং বৃদ্ধবাগ্ভট-সংবাদাদিতি শিবদাসঃ)।

পটোলমূল, হরিদ্রা, বিড়ঙ্গ ও বীজরহিত ত্রিফলা প্রত্যেক ২ তোলা, কমলাগুঁড়ি ৪ তোলা, নীলবহ্মফল ৬ তোলা, তেউড়ীমূল ৮ তোলা, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ ৮ তোলা পরিমাণে গোমূত্র-সহ পান করিতে দিবে (এক্ষণে ২ তোলার অধিক মাত্রা প্রযোজ্য হয় না)। এই চূর্ণ সেবন করিলে বিরেচন হইবে। বিরেচন হইলে জাঙ্গল মাংসরসের সহিত মণ্ড পেয়াদি লঘু ভোজ্য ভোজন এবং ত্রিকটু-সহ দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিতে দিবে। ছয় দিন পর্য্যন্ত এইরূপ পথ্য সেবন করাইবে। তৎপরে পুনর্ব্বার সপ্তম দিবসে ঐ চূর্ণ খাওয়াইবে। এই চূর্ণসেবনে সর্ব্বপ্রকার উদর, এমনকী জাতোদক উদর, কামলা, পাণ্ডু ও শোথ বিনষ্ট হয়। এই পটোলাদ্য চূর্ণ সকল উদরেই হিতকর।

রসপ্রয়োগঃ

ত্রৈলোক্যসুন্দরো রসঃ

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং তাম্রাভ্রং সৈন্ধবং বিষম্। কৃষ্ণজীরং বিড়ঙ্গঞ্চ গুডূচীসত্ত্বচিত্রকম্।। উগ্রগন্ধাং যবক্ষারং প্রত্যেকং কর্ষমাত্রকম্। নির্গুণ্ডিকাদ্রবৈরগ্নি-বীজপূরদ্রবৈর্দিনম্।। মর্দ্দয়েচ্ছোষয়েৎ সোহ্যং রসস্ত্রৈলোক্য-সুন্দরঃ। গুঞ্জাদ্বয়ং ঘৃতৈর্লেহ্যং বাতোদরকুলান্তকম্। বহ্নিচূর্ণং যবক্ষারং প্রত্যেকঞ্চ পলদ্বয়ম্। ঘৃতপ্রস্থং বিপক্তব্যং গোমূত্রৈশ্চ চতুর্গুণৈঃ। ঘৃতাবশেষং কর্ত্তব্যং কর্ষমাত্রং পিবেদনু।।

শোধিত পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, তাম্র, অভ্র, সৈন্ধব লবণ, বিষ, কালজীরা, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চসত্ত্ব, চিতা, বচ, যবক্ষার, প্রত্যেক ২ তোলা করিয়া গ্রহণ করত নিসিন্দা, চিতা ও টাবালেবুর রসে এক-একদিন মর্দ্দন করিবে। ঘৃতের সহিত ২ রতি পরিমিত সেবন করিবে। ইহাতে বাতোদর নিবারিত হয়। পশ্চাৎ চিতা ও যবক্ষার প্রত্যেক ২ পল (১৬ তোলা) ও ঘৃত এক প্রস্থ (৪ সের), ৪ গুণ (১৬ সের) গোমূত্র দ্বারা পাক করিবে। ঘৃত অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ২ তোলা পরিমাণে সেবন করিবে।

ইচ্ছাভেদী রসঃ

শুণ্ঠীমরিচসংযুক্তং রসগন্ধকটঙ্গণম্। জৈপালাস্ত্রিগুণাঃ[১] প্রোক্তাঃ সর্ব্বমেকত্র পেষয়েৎ।। ইচ্ছাভেদী দ্বিগুঞ্জঃ স্যাৎ সিতয়া সহ পায়য়েৎ। পিবেৎ তু চুল্লকান্ যাবৎ তাবদ্‌বারান্ বিরেচয়েৎ। তক্রৌদনঞ্চ দাতব্যমিচ্ছাভেদী যথেচ্ছয়া।।

শুঁঠ, মরিচ, পারা, গন্ধক ও সোহাগা প্রত্যেক ১ তোলা, জয়পাল ৩ তোলা (রসেন্দ্রের মতে ২ তোলা), এই সমুদায় একত্র জলে পেষণ করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান চিনির জল। যত গণ্ডূষ চিনির জল পান করিবে, ততবার দাস্ত হইবে। পথ্য ঘোল ও অন্ন।

ইচ্ছাভেদী রসঃ

শুদ্ধসূতস্য মাষৈকং গন্ধকান্মাষকত্রয়ম্। বিভীতকস্য মাষৈকং ধাত্র্যাশ্চৈব তু মাষকম্।। মাষদ্বয়ঞ্চ পিপ্পল্যাঃ শুণ্ঠীনাং মাষকত্রয়ম্। জৈপালবীজমজ্জায়া গুড়কং বিংশতিং তথা।। অম্ললোণীরসৈঃ সার্দ্ধং তোয়মুষ্ণং পিবেদনু। তাবদ্ বিরিচ্যতে বেগাদ্ যাবচ্ছীতং ন সেবতে।।

পারদ ১ মাষা, গন্ধক ৩ মাষা, বহেড়া ১ মাষা, আমলকী ১ মাষা, পিপুল ২ মাষা, শুঁঠ ৩ মাষা, জয়পাল বীজ ২০টি আমরুলের রসে মর্দ্দন করিয়া কলায় প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আমরুলের রস ও উষ্ণ জল। যাবৎ শীতল জল পান না করা যায়, তাবৎ পর্য্যন্ত বিরেচন হয়।

ইচ্ছাভেদী রসঃ

সূতং গন্ধঞ্চ মরিচং টঙ্গণং নাগরাভয়ে। জৈপালবীজসংযুক্তং ক্রমোত্তরগুণং ভবেৎ।। সর্ব্বগুল্মোদরে[২] দেয় ইচ্ছাভেদী স্বয়ং রসঃ। দ্বিত্রিগুঞ্জাং বটীং ভুক্ত্বা তপ্ততোয়ং পিবেদনু।।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, মরিচ ৩ ভাগ, সোহাগা ৪ ভাগ, শুঁঠ ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, জয়পাল ৭ ভাগ (পাঠান্তরে সমষ্টিতুল্য গুড়) একত্র মর্দ্দন করিয়া ২-৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান উষ্ণ জল।

জলোদরারি রসঃ

পিপ্পলী মরিচং তাম্রং রজনীচূর্ণসংযুতম্। স্নুহীক্ষীরৈর্দিনং মর্দ্দ্যং তুল্যং জৈপালবীজকম্।। নিষ্কং খাদেদ্-বিরেকঃ স্যাৎ সদ্যো হন্তি জলোদরম্। রেচনানাঞ্চ সর্ব্বেষাং দধ্যান্নং স্তম্ভনে হিতম্। দিনান্তে চ প্রদাতব্যমন্নং বা মুদ্গযূষকম্।।

পিপুল, মরিচ, তাম্র ও হরিদ্রাচূর্ণ ইহাদিগকে মনসাসীজের আঠাতে একদিন মর্দ্দন করিয়া সকল চূর্ণের সমান জয়পালচূর্ণ তাহাতে মিশ্রিত করিবে। পরিমাণ ৪ মাষা। ইহা সেবন করিলে বিরেচন হইয়া সদ্য জলোদর বিনষ্ট হয়। সর্ব্বপ্রকার রেচন-স্তম্ভনের জন্য দধি ও অন্ন সুপথ্য। রোগীকে দিনান্তে অন্ন বা মুগের যূষ প্রদান করিবে।

জলোদরারি রসঃ

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং শিলা চ নিশা চ বীজং জয়পালকস্য। ফলত্রয়ং ত্র্যূষণকঞ্চ চিত্রং সর্ব্বং বিচূর্ণ্যাপি বিভাবয়েচ্চ।। দন্তীস্নুহীভৃঙ্গরসে পৃথক্ চ সম্ভাব্য সংশোষ্য চ সপ্তবারান্। বয়ো বলং বীক্ষ্য তথা দদীত জাতে বিরেকে চ দদীত পথ্যম্।। অন্নং সতক্রং শিশিরানুশায়ি জাতে বলে তৎ পুনরেব দদ্যাৎ। তক্রেণ রোগঃ সমুপৈতি শান্তিং সিদ্ধো রসো নাম জলোদরারিঃ।।

---

১. ত্রিগুণা ইত্যত্র দ্বিগুণা ইতি রসেন্দ্রধৃতঃ পাঠঃ। চুল্লকং সিতোদকগণ্ডূষম্। ২. সর্ব্বতুল্যো গুড়ো দেয় ইতি রত্নাবল্যাং পাঠঃ।

পারদ ২ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, মনছাল, হরিদ্রা, জয়পালবীজ, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও চিতামূল প্রত্যেক ১ তোলা, এই সমুদায় দ্রব্য দন্তী, সিজ ও ভৃঙ্গরাজের রসে ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। বয়স ও বল বিবেচনা করিয়া (২ রতি হইতে ৪ রতি) মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ঔষধ সেবন করিয়া বিরেচন হইলে তক্র-সংযুক্ত শীতল পথ্য ব্যবস্থা করিবে। কিয়ৎক্ষণ পরে অবসন্ন ভাব দূর হইলে পুনরায় এইরূপ পথ্য দিবে। ইহাতে জলোদর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নারাচরসঃ

সূতং টঙ্গণতুল্যাংশং মরিচং সূততুল্যকম্। গন্ধকং পিপ্পলী শুণ্ঠী দ্বৌ দ্বৌ ভাগৌ বিচূর্ণয়েৎ।। সর্ব্বতুল্যং ক্ষিপেদ্দন্তী-বীজং নিস্তুষমেব চ। দ্বিগুঞ্জো রেচনং সিদ্ধং নারাচোহ্য়ং মহারসঃ। গুল্মপ্লীহোদরং হন্তি পিবেৎ তণ্ডুলবারিণা ।।

পারদ, সোহাগা ও মরিচ প্রত্যেক ১ তোলা; গন্ধক, পিপল, শুঁঠ প্রত্যেক ২ তোলা; নিস্তুষ জয়পালবীজ ৯ তোলা। এই সমুদায় জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটি করিবে। অনুপান তণ্ডুলোদক। ইহা গুল্ম ও প্লীহোদরনাশক।

বহ্নিরসঃ

সূতস্য গন্ধকস্যাষ্টৌ রজনাত্রিফলাশিলাঃ। প্রত্যেকঞ্চ দ্বিভাগং স্যাৎ ত্রিবৃজ্জৈপালচিত্রকম। প্রত্যেকং স্যাৎ ত্রিভাগঞ্চ ব্যোষং দন্তিকজীরকম্। প্রত্যেকং সপ্তভাগং স্যাদেকীকৃত্য বিচূর্ণয়েৎ।। জয়ন্তীস্নুক্‌পয়োভৃঙ্গ বহ্নি-বাতারিতৈলকৈঃ। প্রত্যেকেন ক্রমাদ্ভাব্যং সপ্তবারং পৃথক্ পৃথক্।। মহাবহ্নিরসো নাম্না নিষ্কমযুষ্ণজলৈঃ পিবেৎ। বিরেচকং ভবেৎ তেন তক্রভুক্তং সসৈন্ধবম্।। দিনান্তে দাপয়েৎ পথ্যং বর্জ্জয়েচ্ছীতলং জলম্। সর্ব্বোদরহরং প্রোক্তো শ্লেষ্মবাতহরঃ পরঃ।।

পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ৮ ভাগ; হরিদ্রা ত্রিফলা ও মনঃশিলা প্রত্যেক ২ ভাগ; তেউড়ীমূল, জয়পাল ও চিতা প্রত্যেক ৩ ভাগ; ত্রিকটু দন্তী ও জীরা প্রত্যেক ৭ ভাগ করিয়া গ্রহণ করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া জয়ন্তী, সিজের আঠা, ভৃঙ্গরাজ, চিতা ও এরণ্ডতৈলে ক্রমশ ৭ বার পৃথক-পৃথক ভাবনা দিয়া।।০ তোলা পরিমাণে (উপযুক্ত মাত্রায়) উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। বিরেচন হইলে সৈন্ধবের সহিত তক্রযুক্ত অন্ন দিনান্তে একবার দিবে। শীতল জল খাওয়া নিষিদ্ধ। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার উদররোগ নষ্ট হয়।

শোথোদরারি লৌহম্

পুনর্নবামৃতাবহ্নি-গবাক্ষীমাণশিগ্রবঃ। সূর্য্যাবর্ত্তার্কমূলঞ্চ পৃথগষ্টপলং জলে।। পাদশেষে শৃতং দ্রোণে সুপূতে বস্ত্রগালিতে। লৌহচূর্ণাষ্টপলকং পচেদাজ্যসমং ভিষক্।। অর্কস্য দ্বিপলং ক্ষীরং স্নুহীক্ষীরং চতুষ্পলম্। পলদ্বয়ং কৌশিকস্য গন্ধকস্য পলং তথা।। পলার্দ্ধং পারদং সিদ্ধে বক্ষ্যমাণন্তু নিক্ষিপেৎ। জয়পালং তাম্রমভ্রং শুদ্ধমত্র প্রদাপয়েৎ।। কঙ্কুষ্ঠবহ্নিকন্দানাং শরাখ্যাদ্ ঘণ্টকর্ণকাৎ। পলাশস্য চ বীজানি কঞ্চুকী তালমূলিকা।। ত্রিফলায়াঃ ক্রিমিরিপোস্ত্রিবৃদ্দন্তীভবং তথা। সূর্য্যাবর্ত্তগবাক্ষ্যোশ্চ বর্ষাভূর্বজ্রবল্লিকা। এষাং লৌহসমং মাত্রাং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ। অতোহ্স্য ভক্ষয়েন্মাত্রামনুপানঞ্চ যুক্তিতঃ।। হন্তি সর্ব্বোদরং শীঘ্রং নাত্র কার্য্যা বিচারণা। যে চ শোথাঃ সুদুর্ব্বারাশ্চিরকালানুবন্ধিনঃ।। তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা। নাতঃ পরতরং কিঞ্চিচ্ছোথোদরবিনাশনম্।। উদরাণি পাণ্ডুরোগং কামলাঞ্চ হলীমকম্। অর্শো ভগন্দরং কুষ্ঠং জ্বরং গুল্মঞ্চ নাশয়েৎ।।

পুনর্নবা, গুলঞ্চ, চিতামূল, গোরক্ষচাকুলে, মাণ, সজনে মূল, হুড়হুড়ের মূল ও আকন্দমূল প্রত্যেক

১ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া লৌহ ১ সের, ঘৃত ১ সের, আকন্দের আঠা।০ পোয়া, সিজের আঠা।।০ সের, গুগগুলু।০ পোয়া, গন্ধক ১ পল, পারা ৪ তোলা (উভয়ে কজ্জলী করত) মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে জয়পাল, তাম্র, অভ্র, কঙ্কুষ্ঠ, চিতামূল, বনওল, শরপুঙ্খ, ঘেঁটকোল, পলাশবীজ, ক্ষীরীশ, তালমূলী, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, তেউড়ী, দন্তীমূল, হুড়হুড়ে, গোরক্ষচাকুলের মূল, পুনর্নবা ও হাড়যোড়া, এই সমুদায়ের মিলিত চূর্ণ ১ সের প্রক্ষেপ দিয়া যথাবিধানে পাক সমাধা করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ও অনুপান বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবে। ইহা শোথ ও উদররোগের মহৌষধ এবং ইহাতে পাণ্ডু, কামলা, হলীমক, অর্শ ও ভগন্দর প্রভৃতি অন্যান্য অনেক রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

পিপ্পল্যাদি লৌহম্

পিপ্পলীমূলচিত্রাভ্র-ত্রিকত্রয়েন্দুসৈন্ধবম্। সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহং হন্তি সর্ব্বোদরাময়ম্।।

পিপুলমূল, চিতা, অভ্র, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ (চিতা, মুতা ও বিড়ঙ্গ), কর্পূর ও সৈন্ধব এই সকলের চূর্ণ সমভাগ; সকল চূর্ণের সমান লৌহচূর্ণ একত্র বটী করিয়া সেবন করিবে। ইহা সকলপ্রকার উদররোগবিনাশক।

উদরারি রসঃ

পারদং শিখিতুত্থঞ্চ জৈপালং পিপ্পলীসমম্। আরগ্বধফলান্মজা বজ্রীক্ষীরেণ মর্দ্দয়েৎ।। মাষমাত্রং বটীং খাদেদ্ স্ত্রীণাং জলোদরং জয়েৎ। চিঞ্চাফলরসঞ্চানু পথ্যং দধ্যোদনং হিতম্। দকোদরহরঞ্চৈব তীব্রেণ রেচনেন চ।।

পারদ, তুঁতে, জয়পালবীজ ও পিপুল সমভাগে লইয়া সোঁদালফলের মজ্জা ও সিজের আঠাতে মর্দ্দিত করিয়া ১ মাষা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান তেঁতুলের রস। পথ্য দধি ও অন্ন। ইহা দ্বারা তীব্র রেচনের পর জলোদর নাশ হয়। স্ত্রীলোকের জলোদরে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শ্রীবৈদ্যনাথাদেশবটিকা

ত্রিকটুকপারদপথ্যাসমভাগং কানকফলং দ্বিগুণম্। মাষপ্রমাণা বটিকা কার্য্যা স্বরসেনাম্ললোণিকায়াঃ।। প্রবলজলোদরগুল্মজ্বরপাণ্ডবাময়নাশিনী প্রোক্তা। তিমিরাণি পটলবিদ্রধিপ্রবলোদাবর্ত্তশূলহরী।। ক্রিমিকোঠকণ্ঠকণ্ডুপিড়কাশ্চ নিহন্তি রোগচয়ম্। সিদ্ধগুড়ী প্রথিতা ভবনে শ্রীবৈদ্যনাথপাদাজ্ঞা।। (অতিসরণে সতি হস্তপাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বকং দধিভক্তেন ভোজয়েৎ। পথ্যং স্বল্পং দেয়ম্)।

ত্রিকটু, রসসিন্দূর, হরীতকী প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বদ্বিগুণ জয়পালবীজ। এই সমুদায় আমরুলের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে প্রবল জলোদর, গুল্ম, জ্বর, পাণ্ডু, তিমির, পটল, বিদ্রধি ও উদাবর্ত্ত প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া যদি নিতান্ত অধিক পরিমাণে বিরেচন হয়, তাহা হইলে হস্ত ও পদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক দধি ও অন্ন ভোজন করাইবে। পথ্য অল্প পরিমাণে দেয়।

ভেদিনী বটী

ত্রিকণ্টকস্নুক্‌পয়সা পিপ্পল্যা বটিকা কৃতা। ভেদিনীয়ং সিদ্ধিমতী মহাগদনিসূদনী।।

গোক্ষুর, সিজের আঠা ও পিপুল এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে বিরেচন হইয়া অনেক প্রবল পীড়ার শান্তি হয়।

অভয়া বটী

অভয়া মরিচং কৃষ্ণা টঙ্গণঞ্চ সমাংশিকম্। সর্ব্বচূর্ণসমং ভাগং দদ্যাৎ কানকজং ফলম্।। স্নুহীক্ষীরেণ সংস্কুর্য্যাদ্ বটীং স্বিন্নকলায়বৎ। বটীদ্বয়ং শিবামেকাং পিষ্টা তণ্ডুলবারিণা।। উষ্ণাদ্ বিরেচয়েদেষা শীতে স্বাস্থ্যমুপৈতি চ। জীর্ণজ্বরং প্লীহরোগং হন্ত্যষ্টাবুদরাণি চ। বাতোদরে প্রশস্তেয়ং সর্ব্বাজীর্ণং ব্যপোহতি। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ তথৈব কুম্ভকামলাম্।।

হরীতকী, মরিচ, পিপুল ও সোহাগা প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান জয়পাল। সিজের আঠায় মর্দ্দন করিয়া সিদ্ধ মটরতুল্য বটিকা প্রস্তুত করিবে। সেবনের নিয়ম এই, একটি হরীতকী তণ্ডুলোদকে বাটিয়া তাহার সহিত একবারে ২ বটিকা সেব্য। যাবৎ উষ্ণ জলাদি পান করা যায়, তাবৎ বিরেচন হইতে থাকে। শীতল জল পান করিলে বিরেচন নিবৃত্ত হয়। ইহাতে জীর্ণজ্বর, উদর, প্লীহা ও সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ প্রভৃতি পীড়া উপশমিত হয়। ইহা বাতোদরে প্রশস্ত।

চূলিকাবটী

রসো গন্ধো বিষং তালং ত্রিকটু ত্রিফলা তথা। টঙ্গণং সমভাগঞ্চ জয়পালং চতুর্গুণম্।। ভৃঙ্গরাজরসেনাথ কেশরাজরসেন বা। মধুনা বটিকা কার্য্যা গুঞ্জাদ্বয়মিতা শুভা।। চূলিকাখ্যা বটী খ্যাতা শোথোদরবিনাশিনী। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ আমবাতং হলীমকম্। হন্যাদ্ ভগন্দরং কুষ্ঠং প্লীহানং গুল্মমেব চ।।

পারদ, গন্ধক, বিষ, হরিতাল, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও সোহাগা প্রত্যেক সমভাগ, সমষ্টির চতুর্গুণ জয়পাল। ভীমরাজ বা কেশুরিয়ার রসে ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে শোথ, উদর, কামলা, পাণ্ডু ও আমবাত প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

বিন্দুঘৃতম্

অর্কক্ষীরপলে দ্বে চ স্নুহীক্ষীরপলানি ষট্। পথ্যা কম্পিল্লকং শ্যামা শম্পাকং গিরিকর্ণিকা।। নীলিনী ত্রিবৃতা দন্তী শঙ্খিনী চিত্রকং তথা। এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।। অথাস্য মলিনে কোষ্ঠে বিন্দুমাত্রং প্রদাপয়েৎ। যাবতোঽস্য পিবেদ্‌বিন্দুংস্তাবদ্ বারান্ বিরিচ্যতে।। কুষ্ঠগুল্মমুদাবর্ত্তং শ্বয়থুং সভগন্দরম্। শময়ত্যুদরাণ্যষ্টৌ বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা।। এতদ্ বিন্দুঘৃতং নাম যেনাভ্যক্তো বিরিচ্যতে।। (জলং চতুর্গুণং দেয়ং পাকার্থং বিন্দুসর্পিষঃ)।

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ আকন্দের আঠা ২ পল, সিজের আঠা ৬ পল, হরীতকী, কমলাগুঁড়ি, শ্যামমূল, তেউড়ী, সোঁদালফলের মজ্জা, শ্বেত অপরাজিতার মূল, নীলবৃক্ষ, তেউড়ী, দন্তীমূল, চোরপুষ্পী ও চিতামূল প্রত্যেক ১ পল, পাকার্থ জল ১৬ সের। এই ঘৃতের যত বিন্দু সেবন করাইবে, ততবার বিরেচন হইবে। ইহাতে কুষ্ঠ, গুল্ম, উদাবর্ত্ত, সকলপ্রকার উদর ও অন্যান্য রোগ প্রশমিত হয়।

মহাবিন্দুঘৃতম্

স্নুহীক্ষীরপলে কল্কে প্রস্থার্দ্ধঞ্চৈব সর্পিষঃ। কম্পিল্লকং পলঞ্চৈকং পলার্দ্ধং সৈন্ধবস্য চ।। ত্রিবৃতায়াঃ পলঞ্চৈকং কুড়বং ধাত্রীকারসাৎ। তোয়প্রস্থেন বিপচেচ্ছনৈর্মৃদ্বগ্নিনা ভিষক্।। কর্ষপ্রমাণং দাতব্যং জঠরে প্লীহগুল্ময়োঃ। তথা কচ্ছপরোগেষু যঞ্জীত মতিমান্ ভিষক্।। এতান্ গুল্মান্ সনিচয়ান্ সশূলান্ সপরিগ্রহান্। নিহন্ত্যেষ প্রয়োগো হি বায়ুর্জ্জলধরানিব।। পঞ্চগুল্মবধার্থায় বজ্রো মুক্তঃ স্বয়ম্ভুবা। মহাবিন্দু-ঘৃতং নাম সিদ্ধং সিদ্ধৈশ্চ পূজিতম্।।

ঘৃত ২ সের। কল্কার্থ সিজের আঠা ২ পল, কমলাগুঁড়ি ১ পল, সৈন্ধব ৪ তোলা; তেউড়ী ১ পল, আমলকীর রস ৷৷০ সের। জল ৪ সের। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। প্লীহা উদর ও গুল্মরোগে ২

তোলা পরিমাণে প্রযোজ্য। ইহা গুল্মরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

চিত্রকঘৃতম্

চতুর্গুণে জলে মূত্রে দ্বিগুণে চিত্রকাৎ পলে। কল্কে সিদ্ধং ঘৃতপ্রস্থং সক্ষারং জঠরী পিবেৎ।।

ঘৃত ৪ সের, জল ১৬ সের, গোমূত্র ৮ সের। কল্কার্থ চিতামূল ১ পল ও যবক্ষার ১ পল। যথাবিধি পাক করিয়া জঠররোগীকে পান করাইবে।

নারাচঘৃতম্

স্নুক্‌ক্ষীরদন্তীত্রিফলাবিড়ঙ্গসিংহীত্রিবৃচ্চিত্রককল্কযুক্তম্। ঘৃতং বিপক্বং কুড়বপ্রমাণং তোয়েন তস্যাক্ষমথার্দ্ধমক্ষম্।। পীতোষ্ণমম্ভোহ্নু পিবেদ্ বিরিক্তে পেয়াং সুখোষ্ণাং প্রপিবেদ্ বিধিজ্ঞঃ। নারাচমেতজ্জঠরাময়াণাং যুক্ত্যোপযুক্তং শমনং প্রদিষ্টম্।।

ঘৃত ।।০ সের। কল্কার্থ সিজের আঠা, দন্তীমূল, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, কণ্টকারী, তেউড়ী ও চিতামূল প্রত্যেক ১ তোলা ৬ মাষা ২ রতি। রোগীর বলাবল বিবেচনা করিয়া মাত্রা ২ বা ১ তোলা প্রয়োগ করিবে। অনুপান উষ্ণ জল। বিরেচনান্তে সুখোষ্ণ পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে। এই ঘৃত বিবেচনাপূর্ব্বক প্রযুক্ত হইলে সকলপ্রকার জঠররোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহন্নারাচঘৃতম্

লোধ্রচিত্রকচব্যানি বিড়ঙ্গং ত্রিফলা ত্রিবৃৎ। শঙ্খিন্যতিবিষা ব্যোষমজমোদা নিশাদ্বয়ম্।। দন্তী চ কার্ষিকং সর্ব্বং গোমূত্রস্য পলাষ্টকম্। চতুষ্পলং স্নুহীক্ষীরং রাজবৃক্ষফলং তথা।। এতৈশ্চতুর্গুণে তোয়ে ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। উদরঞ্চামবাতঞ্চ গুল্মপ্লীহভগন্দরান্।। নিহন্ত্যচিরযোগেণ গৃধ্রসীং স্তম্ভমূরুজম্। বৃহন্নারাচকং নাম ঘৃতমেতদ্ যথামৃতম্।।

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ লোধ, চিতামূল, চই, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, তেউড়ী, চোরপুষ্পী, আতইচ, ত্রিকটু, বনযমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও দন্তীমূল প্রত্যেক ২ তোলা; গোমূত্র ১ সের, সিজের আঠা ৪ পল, সোঁদালমজ্জা ৪ পল। জল ১৬ সের। এই ঘৃত পান করিলে উদর, আমবাত, গুল্ম, প্লীহা ও ভগন্দর প্রভৃতি নানা রোগের শান্তি হয়।

পিপ্পল্যাদি ঘৃতং নাগরাদি তৈলং ঘৃতঞ্চ

পিপ্পল্যাদিগণেনাজ্যং পাচিতং পায়য়েদ্ভিষক্। নরং পথ্যভুজং নিত্যং কফোদরনিবৃত্তয়ে।। নাগরত্রিফলাকল্কৈর্দধ্যম্বুপরিপেষিতৈঃ। পাচিতং তৈলমাজ্যং বা পিবেৎ সর্ব্বোদরেষু চ।।

পিপ্পল্যাদি গণের কল্ক-সহ ঘৃত পাক করিয়া কফোদর-প্রশান্তির জন্য পথ্যভোজী রোগীকে প্রত্যহ সেবন করাইবে।

ঘৃত বা তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ শুণ্ঠী ও ত্রিফলা মিলিত ১ সের। দধির মাত ১৬ সের। এই তৈল বা ঘৃত যথানিয়মে পাক করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার উদররোগ বিনষ্ট হয়।

রসোনতৈলম্

লশুনস্য তুলামেকাং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। ত্রিকটু ত্রিফলা দন্তী হিঙ্গু সৈন্ধবচিত্রকম্।। দেবদারু বচা কুষ্ঠং মধুশিগ্রুঃ পুনর্নবা। সৌবর্চ্চলং বিড়ঙ্গানি দীপ্যকো গজপিপ্পলী।। এতেষাং পলিকান্ ভাগাংস্ত্রিবৃতঃ ষট্ পলানি চ। পিষ্ট্বা কষায়েণানেনতৈলং মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।। তৎ পিবেৎ প্রাতরুত্থায় যথাগ্নিবলমাত্রয়া। নিহন্তি সকলান্ রোগানুদরাণি বিশেষতঃ।। মূত্রকৃচ্ছ্রমুদাবর্ত্তমন্ত্রবৃদ্ধিং গুদক্রিমীন্। পার্শ্বকুক্ষিভবং শূলমাম-

•শূলমরোচকম্।। যকৃদষ্ঠীলিকানাহান্ প্লীহানগুাঙ্গবেদনাম্। মাসমাত্রেণ নশ্যন্তি অশীতির্বাতজা গদাঃ।।

তৈল ৪ সের। রশুন ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তী, হিঙ্গু, সৈন্ধব লবণ, চিতা, দেবদারু, বচ, কুড়, রক্তসজিনা, পুনর্নবা, সচল লবণ, বিড়ঙ্গ, যমানী ও গজপিপ্পলী প্রত্যেক ১ পল, তেউড়ীমূল ৬ পল প্রক্ষেপ দিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। অগ্নি ও বল বিবেচনা করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিবে। ইহা উদররোগের অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

উদররোগে পথ্যানি

বিরেচনং লঙ্ঘনমব্দসম্ভবাঃ কলত্থমদগারুণশালয়ো যবাঃ। মৃগদ্বিজা জাঙ্গলসংজ্ঞয়ান্বিতাঃ পেয়াঃ সুরামাক্ষিকসাধুমাধবাঃ।। তক্রং রসোনোরুবুতৈলমার্দ্রকং শালিঞ্চশাকং কুলকং কঠিল্লকম্। পুনর্নবা শিগ্রুফলং হরীতকী তাম্বূলমেলা যবশূকমায়সম্।। অজাগবোষ্ট্রীমহিষী পয়োজলং লঘুনি তিক্তানি চ দীপনান্যপি।। বস্ত্রেণ সংবেষ্টনমগ্নিকর্ম্মতা বিষপ্রয়োগোঽনুযুতো যথাযথম্।। সমীরণোত্থে ঘৃতপানমাদিতঃ সাভ্যঞ্জনং বাপ্যনুবাসনং তথা। যথামলং পথ্যগণোঽয়মাশ্রিতঃ সখা নৃণাং স্যাদুদরাময়ে সতি।।

বিরেচন, উপবাস, সংবৎসরোষিত কুলত্থকলায়, মুগ, রক্তশালি ও যব, জাঙ্গল মৃগপক্ষী প্রভৃতির মাংস, পেয়া, সুরা, মধু, সীধু, মাধব (মদ্যবিশেষ), তক্র, রশুন, এরণ্ডতৈল, আদা, শালিঞ্চশাক, পটোললতা, কারবেল্ল, পুনর্নবা, সজিনাফল, হরীতকী, তাম্বুল, এলাইচ, যবক্ষার, লৌহ, ছাগদুগ্ধ, গোদুগ্ধ, উষ্ট্রদুগ্ধ, মহিষীদুগ্ধ, ছাগমূত্র, গোমূত্র, উটের মূত্র, মহিষমূত্র, লঘুদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য, অগ্নিদীপক দ্রব্য, বস্ত্র দ্বারা উদর পরিবেষ্টন, অগ্নিকর্ম্ম ও বিষপ্রয়োগ এই সকল রোগীর অবস্থানুসারে বিবেচনা-পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

বাতোদরে প্রথমত ঘৃতপান, অভ্যঙ্গ ও অনুবাসন ক্রিয়া দোষানুসারে প্রযোজিত হইলে উদর-রোগাক্রান্ত মানবগণের সুপথ্য হয়।

উদররোগেঽপথ্যানি

সংস্নেহং ধূমপানং জলপানং শিরাব্যধঃ। ছর্দ্দির্যানং দিবানিদ্রাং ব্যায়ামং পিষ্টবৈকৃতম্।। ঔদকানূপমাংসানি পত্রশাকাংস্তিলানপি। উষ্ণানি চ বিদাহীনি লবণান্যশনানি চ।। শিম্বীধান্যং বিরুদ্ধান্নং দুষ্টনীরং গুরূণি চ। মহেন্দ্রগিরিজাতানাং সরিতাং সলিলানি চ।। বিষ্টম্ভীনি বিশেষাৎ তু স্বেদং ছিদ্রসমুদ্ভবে। বর্জ্জয়েদুদর-ব্যাধৌ বৈদ্যো রক্ষন্ নিজং যশঃ।।

স্নেহপান, ধূমপান, জলপান, শিরাবেধ, বমন, হস্ত্যাদি যানে আরোহণ, দিবানিদ্রা, ব্যায়াম, পিষ্টবিকৃতি, ঔদকমাংস, আনূপমাংস, পত্রশাক, তিল, উষ্ণ দ্রব্য, বিদাহী দ্রব্য, লবণ, শিম্বীধান্য (অড়হরাদি), বিরুদ্ধভোজন, দূষিত জল, গুরুদ্রব্য, মহেন্দ্র পর্ব্বতজাত নদীর জল, বিষ্টম্ভকারক দ্রব্য, বিশেষত ছিদ্রোদরে স্বেদ, এই সমস্ত নিজ যশোরক্ষার্থী বৈদ্য উদররোগীকে পরিত্যাগ করাইবেন।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে উদররোগাধিকারঃ।

প্লীহযকৃদ্‌রোগাধিকার

প্লীহযকৃদুদর নিদানম্

বিদাহ্যভিষ্যন্দিরতস্য জন্তোঃ প্রদুষ্টমত্যর্থমসৃক্ কফশ্চ। প্লীহাভিবৃদ্ধিং কুরুতঃ প্রবৃদ্ধৌ প্লীহোত্থমেতজ্জঠরং বদন্তি।। তদ্বামপার্শ্বে পরিবৃদ্ধিমেতি বিশেষতঃ সীদতি চাতুরোঽত্র। মন্দজ্বরাগ্নিঃ কফপিত্তলিঙ্গৈরুপদ্রুতঃ ক্ষীণবলোঽতিপাণ্ডুঃ সব্যান্যপার্শ্বে যকৃতি প্রবৃদ্ধে জ্ঞেয়ং যকৃদ্দাল্যুদর তদেব।। উদাবর্ত্তরুজানাহৈর্মোহতৃড়্-দহনজ্বরৈঃ। গৌরবারুচিকাঠিন্যৈর্বিদ্যাৎ তত্র মলান ক্রমাৎ।।

বিদাহী ও কফজনক দ্রব্যভোজনে রত ব্যক্তির রক্ত ও কফ প্রদুষ্ট হইয়া প্লীহার বৃদ্ধিসাধন করে। সেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্লীহজনিত উদররোগকে প্লীহোদর কহে। প্লীহা উদরের বামপার্শ্বে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহাতে রোগী অত্যন্ত অবসন্ন, মন্দজ্বর, অগ্নিশক্তিহীন, কফপিত্তজনিত উপদ্রবে উপদ্রুত, ক্ষীণবল ও পাণ্ডুবর্ণ হয়। যেরূপ উদরের বামপার্শ্বে প্লীহার বৃদ্ধিকে প্লীহোদর কহে, সেইরূপ উদরের দক্ষিণপার্শ্বে যকৃতের বৃদ্ধিকে যকৃদ্দাল্যুদর কহে। প্লীহোদরে ও যকৃদ্দাল্যুদরে বায়ুর প্রকোপ থাকিলে উদাবর্ত্ত, বেদনা ও আনাহ; পিত্তের প্রকোপ থাকিলে মোহ, তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর; কফের প্রকোপ থাকিলে গাত্রগুরুতা, অরুচি ও উদরের কাঠিন্য এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

প্লীহযকৃৎ চিকিৎসা

যমানিকাচিত্রকযাবশূক-ষড়্গ্রন্থিদন্তীমগধোদ্ভবানাম্। প্লীহানমেতদ্বিনিহন্তি চূর্ণমুষ্ণাম্বুনা মস্তুসুরাসবৈর্বা।।

যমানী, চিতা, যবক্ষার, পিপুলমূল, দন্তী ও পিপুল, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া (অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে) উষ্ণ জল, দধির মাত, সুরা ও আসবের সহিত সেবন করিলে প্লীহা বিনষ্ট হয়।

পিপ্পলীং কিংশুকক্ষার-ভাবিতাং সংপ্রযোজয়েৎ। গুল্মপ্লীহাপহাং বহ্নিদীপনঞ্চ রসায়নীম্ ।। (কিংশুকঃ

পলাশঃ। তৎক্ষারোদকে সপ্তধা ভাবিতাং পিপ্পলীং পিপ্পলীবর্দ্ধমানক্রমেণ যোজয়েৎ। দুগ্ধপানমপ্যত্র উপদিশন্তি বৃদ্ধাঃ। চঃ টীঃ)।

পলাশক্ষার-মিশ্রিত জলে পিপুল ৭ বার ভাবিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় পিপ্পলীবর্দ্ধমানোক্ত ক্রমে সেবন করিলে প্লীহা ও গুল্ম বিনষ্ট হয়। ইহা অগ্নির দীপক ও রসায়ন। অনুপান দুগ্ধ।

বিড়ঙ্গাজ্যাগ্নিসিন্ধুত্থ-শক্তুন দগ্ধ্বা বচান্বিতান্। পিবেৎ ক্ষীরেণ সংচূর্ণ্য গুল্মপ্লীহোদরাপহান্।।

বিড়ঙ্গ, চিতা, সৈন্ধব লবণ, যবের ছাতু ও বচ ইহাদের চূর্ণ ঘৃতাক্ত করিয়া অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে। সেই দগ্ধ ক্ষার শ্লক্ষ্ণচূর্ণ করিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে গুল্ম ও প্লীহোদর প্রশান্ত হয়।

তালপুষ্পভবঃ ক্ষারঃ সগুড়ঃ প্লীহনাশনঃ।। (সগুড়ঃ সমগুড়ঃ। ক্ষারস্য মাষকচতুষ্টয়েন ব্যবহারঃ)।

তালজটাভস্ম ৪ মাষা সমভাগ পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে প্লীহা বিনষ্ট হয়।

পাতব্যো যুক্তিতঃ ক্ষারঃ ক্ষীরেণোদধিশুক্তিজঃ। পয়সা বা প্রযোক্তব্যাঃ পিপ্পলীঃ প্লীহশান্তয়ে।।

প্লীহশান্তির জন্য উপযুক্ত মাত্রায় সমুদ্রজাত ঝিনুকভস্ম অথবা পিপ্পলী দুগ্ধের সহিত পান করিবে।

চিত্রস্য মূলকং পিষ্টবা কৃত্বা তু বটিকাত্রয়ম্। কদলীপক্কমধ্যেন ভক্ষণাৎ প্লীহনাশনম।।

চিতার মূল পেষণ করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহার ৩ বটিকা পক্ক রম্ভার অন্তর্গত করিয়া সেবন করিলে প্লীহরোগ বিনষ্ট হয়।

গুড়ৈশ্চিত্রকমূলং বা রজন্যর্কদলং তথা। ধাতকীপুষ্পচূর্ণং প্রত্যেকং প্লীহনাশনম্।।

চিতামূল, হরিদ্রা, পাকা আকন্দপাতা অথবা ধাইফুলচূর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে প্লীহা বিনষ্ট হয়।

লশুনং পিপ্পলীমূলমভয়াঞ্চৈব ভক্ষয়েৎ। পিবেদ্ গোমূত্রগণ্ডূষং প্লীহরোগবিমুক্তয়ে।।

রশুন, পিপুলমূল ও হরীতকী ভক্ষণ করিয়া গোমূত্র পান করিলে প্লীহরোগ প্রশমিত হয়।

তিলৈরণ্ডদ্রবন্তীনাং ক্ষারো ভল্লাতকং কণা। এষাং ভাগং সমং কৃত্বা তত্তুল্যন্তু গুড়ং মতম্।। খাদেদগ্নিবলং মত্বা পাবকস্য বিবৃদ্ধয়ে। জয়েৎ প্লীহানমত্যুগ্রং যকৃদ্‌গুল্মং তথৈব চ। প্লীহজিচ্ছরপুঙ্খায়াঃ কল্কস্তক্রেণ সেবিতঃ।।

তিলক্ষার, এরণ্ডক্ষার, দ্রবন্তীক্ষার, শোধিত ভেলা, পিপুল ইহাদের চূর্ণ সমভাগ, সর্ব্বসমান পুরাতন গুড়। একত্র মিশ্রিত করিয়া অগ্নিবলানুসারে সেবন করিলে অত্যুগ্র প্লীহা, যকৃৎ ও গুল্ম বিনষ্ট হয় এবং অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শরপুঙ্খামূলের কল্ক (৪ মাষা) ঘোলের সহিত পান করিলেও প্লীহার শান্তি হয়।

রসেন জম্বীরফলস্য শঙ্খ-নাভীরজঃ পীতমশেষমেব। কর্ষপ্রমাণং শময়েৎ সমূলং প্লীহাময়ং কূর্ম্ম-সমানমাশু।।

শঙ্খনাভিচূর্ণ ২ তোলা (ব্যবহার ৷৷০ তোলা) গোঁড়ালেবুর রসে গুলিয়া সেবন করিলে কূর্ম্মসমান প্লীহাও সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দারুসৈন্ধবগন্ধঞ্চ ভস্মীকৃত্য প্রযত্নতঃ। প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ যকৃতঞ্চ বিনাশয়েৎ।।

দেবদারু, সৈন্ধবলবণ ও গন্ধক এই সমুদায় সমভাগে লইয়া ভস্ম করিবে। ইহা সেবন করিলে প্লীহা, অগ্রমাংস ও যকৃৎ বিনষ্ট হয়।

অর্কলবণম্

অর্কপত্রং সলবণমন্তর্ধূমং দহেন্নরঃ। মস্তুনা তৎ পিবেৎ ক্ষারং প্লীহগুল্মোদরাপহম্।।

আকন্দপত্র ও সৈন্ধব লবণ অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া সেই দগ্ধ ক্ষার দধির মাতের সহিত সেবন করিলে প্লীহা, গুল্ম ও উদররোগ নিবৃত্ত হয়।

পীতঃ প্লীহোদরং হন্যাৎ পিপ্পলীমরিচান্বিতঃ। অম্লবেতসসংযুক্তঃ শিগ্রুক্কাথঃ সসৈন্ধবঃ।।

সজিনার ক্বাথে পিপুল, মরিচ, থৈকল, সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে প্লীহোদর বিনষ্ট হয়।

সুস্বিন্নং শাল্মলীপুষ্পং নিশাপর্য্যুষিতং নরঃ। রাজিকাচূর্ণসংযুক্তং দদ্যাৎ প্লীহোপশান্তয়ে।।

শিমুলফুল সিদ্ধ ও পর্য্যুষিত করিয়া প্রাতে শ্বেতসর্ষপচূর্ণ-সহ সেবন করিলে প্লীহারোগের শান্তি হয়।

যস্য গৃহীত্বা সংজ্ঞামুৎপাটয়িত্বেন্দ্রবারুণীমূলম্। প্রক্ষিপ্যতে সুদূরে শাম্যেৎ প্লীহোদরং তস্য।।

যাহার প্লীহোদর হইয়াছে, তাহার নাম উচ্চারণপূর্ব্বক একটি রাখালশসার মূল উৎপাটন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলে প্লীহোদরের শান্তি হয়।

সসৈন্ধবমপামার্গমন্তর্ধূমে দহেৎ ততঃ। বারিণা তৎ পিবেৎ ক্ষারং মাষমাত্রং প্লীহাপহম্।।

আপাং ও সৈন্ধব লবণ অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া সেই ক্ষার ২ আনা পরিমাণে জলের সহিত সেবন করিলে প্লীহা বিনষ্ট হয়।

প্লীহোদ্দিষ্টাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা যকৃন্নাশায় যোজয়েৎ।।

যকৃৎরোগে প্লীহারোগোক্ত চিকিৎসাসকল করিবে।

দধ্না ভুক্তবতো বাম-বাহুমধ্যে শিরাং ভিষক্। বিধ্যেৎ প্লীহবিনাশায় যকৃন্নাশায় দক্ষিণে। প্লীহানং মর্দ্দয়েদ্ গাঢ়ং দুষ্টরক্তপ্রবৃত্তয়ে।। (দধ্না ভুক্তবতো বামবাহোঃ কূর্পরসন্ধাবভ্যন্তরতঃ শিরাং বিধ্যেৎ)।

প্লীহরোগে রোগীকে দধির সহিত অন্নভোজন করাইয়া বাম বাহুর কূর্পর (কনুই)-সন্ধির অভ্যন্তরস্থ শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। যকৃৎরোগে দক্ষিণবাহুর ঐ শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। শিরাবেধানন্তর প্লীহা গাঢ়রূপে মর্দ্দন করিয়া সেই স্থান হইতে দুষ্ট রক্ত নির্গত করিলে প্লীহার উপশম হয়।

প্লীহানং যকৃতং বৃদ্ধং মূত্রস্বেদৈরুপাচরেৎ।।

প্লীহা ও যকৃৎ বর্দ্ধিত হইলে গোমূত্রের স্বেদ দিবে।

তিলাতসীরুবুবীজ-রাজিকালেপনং হিতম্।।

তিল, তিসী, এরণ্ডবীজ ও শ্বেত সর্ষপ পেষণ করিয়া যকৃৎস্থানে প্রলেপ দিবে।

মাণকাদি গুড়িকা

মাণমার্গমৃতা বাসা স্থিরা সৈন্ধবচিত্রকম্। নাগরং তালপুষ্পঞ্চ প্রত্যেকঞ্চ ত্রিকার্ষিকম্। বিড়সৌবর্চ্চলক্ষার-পিপ্পল্যশ্চাপি কার্ষিকাঃ। এতচ্চূর্ণীকৃতং সর্ব্বং গোমূত্রস্যাঢ়কে পচেৎ।। সান্দ্রীভূতে গুড়ীং কুর্য্যাদ্ দত্ত্বা ত্রিপলমাক্ষিকম্। যকৃৎপ্লীহোদরহরো গুল্মার্শোগ্রহণীহরঃ। যোগঃ পরিকরো নাম্না হ্যগ্নিসন্দীপনঃ পরঃ।। (মার্গোঽপামার্গঃ। তালপুষ্পং তালজটাক্ষারঃ। এতৎ সর্ব্বচূর্ণং প্রক্ষিপ্য গোমূত্রাঢ়কে পচেৎ, ততো

গুড়বৎ পাকঃ। শীতে মধ প্রক্ষিপ্য গুড়িকা কার্য্যা। পরিকরো বিরেকস্তৎকারকত্বাৎ পরিকরো বিরেককারীত্যর্থঃ। উক্তং হি—ভবেৎ পরিকর শব্দে সমারম্ভবিরেকয়োরিতি)।

সংবৎসরাতীত মাণ, আপাঙ্গমূলভস্ম, গুলঞ্চ, বাসকমূল, শালপাণি, সৈন্ধবলবণ, চিতামূল, শুঁঠ, তালজটার ক্ষার প্রত্যেক ৬ তোলা; বিটলবণ, সচললবণ, যবক্ষার ও পিপুল প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমুদায় চূর্ণ ১৬ সের গোমূত্রে পাক করিবে। ঘন হইলে নামাইবে। শীতল হইলে ৩ পল মধু মিশ্রিত করিয়া (অর্দ্ধ তোলা মাত্রায়) গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে বিরেচন হইয়া যকৃৎ, প্লীহা, উদর, গুল্ম, অর্শ ও গ্রহণীরোগ নষ্ট হইয়া অগ্নির দীপ্তি হয়।

বৃহন্মাণকাদি গুড়িকা

মাণমার্গস্থিরা বহ্নি-স্নুহীনাগরসৈন্ধবম্। তালরগুং ক্রিমিঘ্নঞ্চ হবুষং চবিকা বচা।। বিড়সৌবর্চ্চলক্ষার-পিপ্পলীশরপুঙ্খকম্। জীরকং পারিভদ্রঞ্চ প্রত্যেকং কর্ষকদ্বয়ম্।। সার্দ্ধাঢ়কে গবাং মূত্রে পচেৎ সর্ব্বং সুচূর্ণিতম্। সান্দ্রীভূতে ক্ষিপেদেষাং চূর্ণকং কর্ষসম্মিতম্।। অজাজী ত্র্যষণং হিঙ্গু যমানী পুষ্করং শটী। ত্রিবৃদ্দন্তী বিশালা চ দত্ত্বা ত্রিপলমাক্ষিকম্।। খাদেদগ্নিবলাপেক্ষী বুদ্ধা চানুপিবেন্নরঃ। যকৃৎপ্লীহোদরানাহং গুল্মং পাণ্ডুং সকামলম্। কক্ষিশূলঞ্চ হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলমরোচকম্। শোথঞ্চ শ্লীপদং হন্তি জীর্ণঞ্চ বিষমজ্বরম্।।

পুরাতন মাণ, আপাঙ্গমূলভস্ম, শালপাণি, চিতামূল, সিজমূল, শুঁঠ, সৈন্ধব, তালজটাভস্ম, বিড়ঙ্গ, হবুষ, চই, বচ, বিট ও সচল লবণ, যবক্ষার, পিপুল, শরপুঙ্খ, জীরা ও পালিধামান্দারের মূল প্রত্যেক ৪ তোলা; গোমূত্র ২৪ সের। এই সমুদায় একত্র পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে জীরা, ত্রিকটু, হিঙ্গু, যমানী, কুড়, শটী, তেউড়ী, দন্তীমূল ও রাখালশসার মূল, প্রত্যেক চূর্ণ ৩ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া যথাবিধি পাক সমাপ্ত করিবে। শীতল হইলে মধু ৩ পল মিশ্রিত করিয়া লইবে। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া মাত্রা ও অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহা, উদর, আনাহ, গুল্ম, কুক্ষিশূল, হৃচ্ছূল ও পার্শ্বশূল প্রভৃতি অনেক পীড়ার শান্তি হয়।

অভয়ালবণম্

পারিভদ্রপলাশার্ক-স্নুহ্যপামার্গচিত্রকান্। বরুণাগ্নিমন্থবসু-শ্বদংষ্ট্রা বৃহতীদ্বয়ম্।। পূতিকাস্ফোতকুটজ-কোষাতক্যঃ পুনর্নবা। সমূলপত্রশাখাশ্চ ক্ষোদয়িত্বা উদূখলে।। তিলনালপ্রদীপ্তাগ্নি-সুদগ্ধং ভস্মশীতলম্। ক্ষারপ্রস্থং গৃহীত্বা চ ন্যসেৎ পাত্রে দৃঢ়ে নবে।। জলদ্রোণে বিপক্তব্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্। পূর্ব্ববৎ ক্ষারকল্পেন সাধয়েৎ তং বিচক্ষণঃ।। প্রস্থমেকঞ্চ লবণং তদর্দ্ধঞ্চ হরীতকীম্। তুল্যাম্বুভাগং গোমূত্রং সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা। কিঞ্চিৎ সবাষ্পসান্দ্রে চ সম্যক্ সিদ্ধেঽবতারিতে। অজাজী ত্র্যষণঃ হিঙ্গু যমানী পৌষ্করং শটী।। এতৈরর্দ্ধপলৈর্ভাগৈশ্চূর্ণং কৃত্বা প্রদাপয়েৎ। অভয়ালবণং নাম ভক্ষয়েচ্চ যথাবলম্।। ব্যাধিঞ্চ বীক্ষ্য মতিমাননুপানং যথাহিতম্। যে চ কোষ্ঠগতা রোগাস্তান্ নিহন্তি ন সংশয়ঃ।। যকৃৎ-প্লীহোদরানাহ-গুল্মাষ্ঠীলাগ্নিসাদজিৎ। প্রতিতূন্যার্ত্তিহৃদ্রোগ-শর্করাশ্মরিনাশনম্।।

পালিধাছাল, পলাশছাল, আকন্দ, সিজের আঠা, আপাঙ্গ, চিতামূল, বরুণছাল, গণিয়ারিছাল, বকছাল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটা, হাফরমালী, কুড়চিছাল, ঘোষালতা ও পুনর্নবা এই সমুদায় দ্রব্য মূল পত্র ও শাখার সহিত উদূখলে কুটিয়া একটি হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া নিম্নে তিলকাষ্ঠের জ্বাল দিবে। স্থালীস্থ দ্রব্যসকল ভস্ম হইলে সেই ভস্ম ২ সের লইয়া ৬৪ সের জল দিয়া পাক করিবে। ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ক্ষারকরণ বিধানানুসারে ক্রমশ ২১ বার ছাঁকিয়া লইবে। পরে এই ক্ষারজল

পুনর্ব্বার পাকে চড়াইয়া তাহাতে সৈন্ধবলবণ ২ সের, হরীতকী ১ সের ও গোমূত্র ১৬ সের দিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে নামাইয়া কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, হিঙ্গু, যমানী, কুড় ও শটী প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ তোলা। অনুপান উষ্ণ জল। ইহা সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহা, উদর, আনাহ, অষ্ঠীলা, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য ও নানা রোগ নষ্ট হয়।

গুড়পিপ্পলী

তুলৈকং গুড়মাদায় পিপ্পলীঞ্চ তথৈব চ। হিঙ্গু ত্রিকটুকং মানং সৈন্ধবানাং দ্বিকার্ষিকম্।। চিত্রকঞ্চ বিড়ঞ্চৈব দ্বৌ ক্ষারৌ শিখরীং তথা। তালপুষ্পকোকিলাক্ষ-চিঞ্চাক্ষারং সফেনকম্। স্নুহীক্ষীরসমাযুক্তং প্লীহজ্বর-বিনাশনম্।।

গুড় ১২।।০ সের, পিপুল ১২।।০ সের, হিঙ্গু, ত্রিকটু, সৈন্ধব লবণ, চিতা, বিটলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, অপামার্গক্ষার, তালজটার ক্ষার, কুলেখাড়ার ক্ষার, তেঁতুলের ক্ষার, সমুদ্রফেন, মনসা-সিজের আঠা, প্রত্যেক ৪ তোলা। একত্র মর্দ্দন করিয়া এই ঔষধ ব্যবহার করিলে প্লীহা ও জ্বর নিবারিত হয়।

বৃহদ্‌গুড়পিপ্পলী

বিড়ঙ্গং ত্র্যষণং হিঙ্গু কুষ্ঠং লবণপঞ্চকম্। ত্রিক্ষারং ফেনকং চব্যং শ্রেয়সী চোপকুঞ্চিকা।। তালপুষ্পোদ্ভবঃ ক্ষারো নাড্যাঃ কুষ্মাণ্ডকস্য চ। অপামার্গোদ্ভবঃ ক্ষারঃ চিঞ্চায়াশ্চিত্রকং তথা।। এতানি সমভাগানি পুরাণো দ্বিগুণো গুড়ঃ। গুড়তুল্যং প্রদাতব্যং চূর্ণঞ্চৈব কণোদ্ভবম্।। মর্দ্দয়িত্বা দৃঢ়ে পাত্রে মোদকানুপকল্পয়েৎ। ভক্ষয়েদুষ্ণতোয়েন প্লীহানং হন্তি দুস্তরম্।। প্রমেহং পাণ্ডুরোগঞ্চ কামলাং বহ্নিমান্দ্যকম্। যকৃতং পঞ্চগুল্মঞ্চ উদরং সর্ব্বরূপকম্। জীর্ণজ্বরং তথা শোথং কাসং পঞ্চবিধং তথা। অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতা শ্রেষ্ঠা সুবৃহদ্‌গুড়পিপ্পলী। বালগ্রহাভিভূতানাং বালানাঞ্চৈব শস্যতে।।

বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, হিঙ্গু, কুড়, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, সমুদ্রফেন, চই, গজপিপ্পলী, কৃষ্ণজীরা, তালজটাভস্ম, কুমড়ার ডাঁটাভস্ম, আপাঙ্গভস্ম, তেঁতুলছালভস্ম ও চিতামূলভস্ম প্রত্যেক সমভাগ। এই সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ পুরাতন গুড়। গুড়ের সমান পিপুলচূর্ণ। সমুদায় একত্র মাড়িয়া লইবে। মাত্রা ।।০ তোলা। অনুপান উষ্ণ জল। ইহাতে অতিকঠিন প্লীহা, যকৃৎ, প্রমেহ, পাণ্ডু, কামলা, অগ্নিমান্দ্য, পঞ্চবিধ গুল্ম, উদর, জীর্ণজ্বর, শোথ ও পঞ্চবিধ কাস নষ্ট হয়। এই ঔষধ বালকদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

গুড়ূচ্যাদি চূর্ণম্

গুড়ূচ্যাতিবিষা শুণ্ঠী ভূনিম্বযবতিক্তকম্। মুস্তা কণা যবক্ষারঃ কাশীশং ভ্রমরাতিথিঃ।। এতেষাং সমভাগেন চূর্ণমেব বিনির্দ্দিশেৎ। যকৃৎপ্লীহপাণ্ডুরোগমগ্নিমান্দ্যমরোচকম্।। জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা। নানাদেশোদ্ভবঞ্চৈব বারিদোষভবং তথা। বিরুদ্ধভেষজভবং জ্বরমাশু ব্যপোহতি।।

গুলঞ্চ, আতইচ, শুঁঠ, চিরতা, কালমেঘ, মুতা, পিপ্পলী, যবক্ষার, হিরাকস ও চাঁপার ছাল প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ মাষা। ইহাতে যকৃৎ, প্লীহা, পাণ্ডু, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি ও নানাবিধ জ্বর প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

রোহীতকাদ্যচূর্ণম্

রোহীতকাং যবক্ষারো ভূনিম্বঃ কটুরোহিণী। মুস্তকং নরসারঞ্চ বীরা বিশ্বং সুচূর্ণিতম্।। মাষমাত্রং ততঃ খাদেচ্ছীততোয়ানুপানতঃ। যকৃদ্রোগং নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।।

•রোহীতক ছাল, যবক্ষার, চিরতা, কটকী, মুতা, নিশাদল, আতইচ, শুঁঠ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ মাষা। শীতল জল-সহ সেব্য। ইহাতে সত্বর যকৃৎ ও প্লীহা উপশমিত হয়।

পিপ্পলীবর্দ্ধমানানি

ক্রমবৃদ্ধ্যা দশাহানি দশপিপ্পলিকং দিনম্। বর্দ্ধয়েৎ পয়সা সার্দ্ধং তথৈবাপনয়েৎ পুনঃ।। জীর্ণেঽজীর্ণে চ ভুঞ্জীত যষ্টিকং ক্ষীরসর্পিষা। পিপ্পলীনাং সহস্রস্য প্রয়োগোঽয়ং রসায়নঃ।। দশপৈপ্পলিকঃ শ্রেষ্ঠো মধ্যমঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতঃ। যস্ত্রিপিপ্পলিপর্য্যন্তঃ প্রয়োগঃ সোঽবরঃ স্মৃতঃ।। বৃংহণং বৃষ্যমায়ুষ্যং প্লীহোদরবিনাশনম্। বয়সঃ স্থাপনং মেধ্যং পিপ্পলীনাং রসায়নম্।। পঞ্চপিপ্পলিকঞ্চাপি দৃশ্যতে বর্দ্ধমানকঃ। পিষ্টাস্তা বলিভিঃ পেয়াঃ শৃতা মধ্যবলৈর্নরৈঃ। শীতীকৃতা হ্রস্ববলৈর্দেহদোষাময়ান্ প্রতি।।

প্রথম দিবসে ১০টি পিপুল, দ্বিতীয় দিবসে ২০টি, তৃতীয় দিবসে ৩০টি, চতুর্থ দিবসে ৪০টি, এইরূপ প্রত্যহ দশ-দশটি বর্দ্ধিত করিয়া দুগ্ধ-সহ ক্রমাগত ১০ দিন সেবন করিয়া ১০ দিনের পর পুনর্ব্বার প্রত্যহ ১০টি করিয়া হ্রাস করিবে। এইরূপ সহস্র পর্য্যন্ত পিপ্পলী সেবন করিবে। প্রত্যহ ১০টি করিয়া বর্দ্ধন করা প্রধান যোগ, ৬টি করিয়া বৃদ্ধি মধ্যম এবং ৩টি করিয়া অধম। ৫টি করিয়া বৃদ্ধি করারও নিয়ম আছে। পিপ্পলীবৃদ্ধির সহিত দুগ্ধেরও মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। বলবান ব্যক্তি পিপ্পলী পেষণ করিয়া, মধ্যবলী ব্যক্তি ক্বাথ করিয়া এবং অল্পবল ব্যক্তি শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া এই পিপ্পলী-বর্দ্ধমান যোগ অভ্যাস করিবে। পথ্য যষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন দুগ্ধ ও ঘৃত। ইহাতে প্লীহাদি রোগ নষ্ট হইয়া বল বীর্য্য ও আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

রসপ্রয়োগঃ

প্লীহান্তকো রসঃ

হতশুল্বঞ্চ তারঞ্চ গগনায়সমুক্তিকা। দরদং পুষ্পকং সূতং গন্ধকং নবমং তথা।। গুগগুলুস্ত্রিকটুরাস্না তথা জৈপালবীজকম্। ত্রিফলা কটুকা দন্তী দেবদালী তু সৈন্ধবম্।। ত্রিবৃতা তু যবক্ষারো বাতারিতৈল-মর্দ্দিতম্। অষ্টোদরাণি পাণ্ডুত্বমানাহং বিষমজ্বরম্।। অজীর্ণমামং সকফং ক্ষয়ঞ্চ সর্ব্বশূলকম্। কাসং শ্বাসঞ্চ শোথঞ্চ সর্ব্বমাশু ব্যপোহতি। প্লীহান্তকো রসো নাম প্লীহোদরবিনাশনঃ।।

তামা, রূপা, অভ্র, লৌহ, মুক্তা, হিঙ্গুল, রসাঞ্জন, পারদ, গন্ধক, গুগগুলু, ত্রিকটু, রাস্না, জয়পালবীজ, ত্রিফলা, কটকী, দন্তীমূল, ঘোষামূল, সৈন্ধব, তেউড়ী ও যবক্ষার এই সমুদায় দ্রব্য এরণ্ডতৈলে মর্দ্দন করিয়া (১ রতি প্রমাণ) বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে অষ্টবিধ উদররোগ, পাণ্ডু, আনাহ, বিষমজ্বর, অজীর্ণ, আমদোষ, কফ, ক্ষয়, সর্ব্বপ্রকার শূল, কাস, শ্বাস, শোথ প্রভৃতি নানা পীড়ার উপশম হইয়া থাকে। ইহা প্লীহোদর রোগে বিশেষ উপকারী।

প্লীহার্ণবো রসঃ

হিঙ্গুলং গন্ধকং টঙ্কমভ্রকং বিষমেব চ। প্রত্যেকং পলিকং ভাগং চূর্ণয়েদতিচিক্কণম্।। পিপ্পলী মরিচঞ্চৈব পলার্দ্ধকম্। মর্দ্দয়িত্বা বটীং কুর্য্যাদ্ বল্লমাত্রাং প্রযত্নতঃ।। সেব্যা সেফালিদলজৈর্বটী মাক্ষিকসংযুতা। প্লীহানং ষট্‌প্রকারঞ্চ হন্তি শীঘ্র ন সংশয়ঃ।। জ্বরং মন্দানলঞ্চৈব কাসং শ্বাসং বমিং ভ্রমিম্। প্লীহার্ণব ইতি খ্যাতো গহনানন্দভাষিতঃ।। (প্লীহার্ণবে জম্বীররসেন শোষিতং হিঙ্গুলং গ্রাহ্যম্। বিষঞ্চাত্র গোমূত্র-শোধিতম্)।

হিঙ্গুল, গন্ধক, সোহাগা, অভ্র ও বিষ প্রত্যেক ৮ তোলা লইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে পিপুল ও মরিচ প্রত্যেক ৪ তোলা পরিমাণে লইয়া তাহাতে মিশ্রিত করিবে। ৩ রতি পরিমিত বটী।

অনুপান শেফালিকা পাতার রস ও মধু। ইহাতে ছয়প্রকার প্লীহা নিঃসংশয়রূপে বিনষ্ট হয় এবং জ্বর, মন্দাগ্নি, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

প্লীহশার্দ্দূলো রসঃ

সূতকং গন্ধকং ব্যোষং সমভাগং পৃথক্ পৃথক্। এভিঃ সমং তাম্রভস্ম যোজয়েদ্ বৈদ্যবুদ্ধিমান্।। মনঃশিলা বরাটঞ্চ তুত্থং রামঠলৌহকম্। জয়ন্তী রোহিতঞ্চৈব ক্ষারটঙ্গণসৈন্ধবম্।। বিড়ং চিত্রং কানকঞ্চ রসতুল্যং পৃথক্ পৃথক্। ভাবয়েৎ ত্রিদিনং যাবৎ ত্রিবৃচ্চিত্রকণার্দ্রকৈঃ।। গুঞ্জামাত্রাং বটীং খাদেৎ সদ্যঃ প্লীহা-বিনাশিনীম্। মধুপিপ্পলিসংযুক্তাং দ্বিগুঞ্জাং বা প্রযোজয়েৎ।। প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ যকৃদ্‌গুল্মং সুদুস্তরম্। আমাশয়েষু সর্ব্বেষু চোদরে শোথবিদ্রধৌ।। অগ্নিমান্দ্যে জ্বরে চৈব প্লীহি সর্ব্বজ্বরেষু চ। শ্রীমদ্‌গহনাথেন ভাষিতঃ প্লীহশার্দ্দূলঃ।।

পারদ, গন্ধক, ত্রিকটু প্রত্যেক সমভাগ; এই তিনের সমান তাম্রভস্ম এবং মনঃশিলা, কড়িভস্ম, তুঁতে, হিঙ্গু, লৌহ, জয়ন্তী, রোড়া, যবক্ষার, সোহাগা, সৈন্ধব, বিটলবণ, চিতা ও জয়পাল এই সকল দ্রব্য পারদের সমান; ইহাদিগকে তেউড়ী, চিতা, পিপুল ও আদার রসে পৃথকরূপে তিন দিন ভাবনা দিবে। ১ রতি প্রমাণ বটী করিয়া সেবন করিলে সদ্য প্লীহা বিনষ্ট হয়। মধু ও পিপুলচূর্ণের সহিত ২টি বটী সেবন করিলে প্লীহা, অগ্রমাংস, যকৃৎ, গুল্ম, সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, উদর, শোথ, বিদ্রধি, অগ্নিমান্দ্য ও সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হয়।

প্লীহারিরসঃ

কর্ষৈকং তালচূর্ণস্য তৎপাদাংশং সুবর্ণকম্। পলার্দ্ধং মৃততাম্রঞ্চ তৎসমং শুদ্ধমভ্রকম্।। মৃগাজিনস্য ভস্মাপি কর্ষমত্র প্রদাপয়েৎ। লিম্পাকাঙ্ঘ্রি ত্বচস্তদ্বৎ সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।। রসগুঞ্জপ্রমাণেন বটিকাং কারয়েৎ ততঃ। মধুনা বহ্নিচূর্ণেন খাদেন্নিত্যং যথাবলম্।। অসাধ্যমপি প্লীহানং হন্ত্যবশ্যং ন সংশয়ঃ। যকৃতং পাণ্ডুরোগঞ্চ গুল্মাদিকভগন্দরান্।।

হরিতালচূর্ণ ২ তোলা, স্বর্ণ অর্দ্ধতোলা, জারিত তাম্র ৪ তোলা, শুদ্ধ অভ্র ৪ তোলা, মৃগচর্ম্মভস্ম ২ তোলা ও পাতিলেবুর মূলের ছালচূর্ণ ২ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ৬ রতি পরিমিত বটী করিয়া মধু ও চিতামূলচূর্ণের সহিত সেবন করিলে অসাধ্য প্লীহারোগও নিশ্চয়ই নিবারিত হয় এবং যকৃৎ, পাণ্ডু, গুল্ম ও ভগন্দর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

প্লীহারি রসঃ (মতান্তরে)

পারদং গন্ধকং টঙ্গং বিষং ব্যোষং ফলত্রিকম্। তোলকস্য সমোপেতং জৈপালঞ্চ তদর্দ্ধকম্।। কিংশুকস্য রসেনৈব যামমাত্রন্তু মর্দ্দয়েৎ। গুঞ্জামাত্রাং বটীং কৃত্বা চ্ছায়ায়াং শোষয়েৎ ততঃ।। বটীকৈকা প্রদাতব্যা শৃঙ্গবেররসেন চ। গুদাঙ্কুরে গুল্মশূলে প্লীহশোথে কফাত্মকে।। উদাবর্ত্তে বাতশূলে শ্বাসকাসজ্বরেষু চ। রসঃ প্লীহারি নামায়ং কোষ্ঠাময়বিনাশনঃ। আমবাতগদচ্ছেদী শ্লেষ্মাময়বিনাশনঃ।। (অত্র সর্ব্বেষামর্দ্ধং জয়পালম্)।

পারদ, গন্ধক, সোহাগা, বিষ, ত্রিকটু, ত্রিফলা প্রত্যেক ১ তোলা, জয়পাল ৫ তোলা। এই সমুদায় পলাশবৃক্ষের রসে ১ প্রহর মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করত ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। অনুপান আদার রস। ইহা সেবন করিলে প্লীহা, গুল্ম, শূল, উদাবর্ত্ত ও বাতশূল প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

বাসুকিভূষণো রসঃ

সূতেন বঙ্গস্তু সমং নিযোজ্যং তৎতুল্যশুল্বেন চ গন্ধকেন। বিমর্দ্দয়েদর্করসেন যামং মৃদা চ সংলিপ্য পুটং দদীত।। বাসারসৈস্তং পরিভাবয়েচ্চ রসো ভবেদ্বাসুকিভূষণোঽয়ম্। প্লীহ্নশ্চ গুল্মস্য চ শান্তয়েঽস্য বল্লঞ্চ দদ্যাদ্ বসুচূর্ণযুক্তম্।। (বসুসৈন্ধবম্)।

পারদ, গন্ধক, বঙ্গ ও তাম্র এই সমুদায় সমভাগে লইয়া আকন্দপত্রের রসে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া মৃত্তিকা লেপনপূর্ব্বক পুটপাক দিবে। পরে বাসকের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান সৈন্ধব লবণচূর্ণ। ইহাতে প্লীহা ও গুল্মরোগের শান্তি হয়।

মহামৃত্যুঞ্জয় লৌহঃ

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং জারিতাভ্রং সমং তথা। গন্ধস্য দ্বিগুণং লৌহং মৃততাম্রং চতুর্গুণম্।। দ্বিক্ষারং সৈন্ধবং[১] বিড়ং বরাটীভস্ম শঙ্খকম্। চিত্রকং কুনটী তালং রামঠং কটুকা তথা।। রোহিতং ত্রিবৃতা চিঞ্চা বিশালা ধবলাঙ্কঠঃ। অপামার্গস্তালরগুমল্লিকা চ নিশাদ্বয়ম্।। প্রিয়ঙ্গিবন্দ্রযবং পথ্যা অজমোদা যমানিকা। তুত্থকং শরপুঙ্খা চ যকৃন্মর্দ্দো রসাঞ্জনম্।। প্রত্যেকং শাণমানেন ভাবয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ। গুড়ূচ্যাঃ স্বরসেনাপি মধুনঃ কুড়বার্দ্ধকম্।। বটিকাং কারয়েদ্ বৈদ্যো গুঞ্জাষট্প্রমিতাং পুনঃ। অনুপানং প্রদাতব্যং বুদ্ধা দোষানুসারতঃ।। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় সর্ব্বরোগ-কুলান্তকম্। প্লীহানং জ্বরমুগ্রঞ্চ কাসঞ্চ বিষমজ্বরম্।। আমবাতং যকৃচ্ছূলং শ্বাসমর্শঃ শিরোরুজম্। গুল্মশোথোদরানাহমগ্রমাংসং যকৃৎ ক্ষয়ম্।। সকামলং পাণ্ডুরোগমুদরঞ্চ সুদারুণম্। রোগানীকবিনাশায় কেশরী করিণো যথা।। মৃত্যুঞ্জয়ো মহালৌহঃ প্লীহগুল্মবিনাশনঃ। প্রাণিনাস্তু হিতার্থায় শম্ভুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।।

শোধিত পারদ, গন্ধক, অভ্র, প্রত্যেক ।।০ তোলা; লৌহ ১ তোলা; তাম্র ২ তোলা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, বিট, কড়িভস্ম, শঙ্খভস্ম, চিতামূল, মনছাল, হরিতাল, হিঙ্গু, কটকী, রোহীতকছাল, তেউড়ী, তেঁতুলছালভস্ম, রাখালশসার মূল, ধলা আঁকড়ার মূল, আপাঙ্গভস্ম, তালজটাভস্ম, অম্লবেতস, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, ইন্দ্রযব, হরীতকী, বনযমানী, যমানী, তুঁতিয়া, শরপুঙ্খ ও রসাঞ্জন প্রত্যেক ।।০ তোলা। এই সমুদায় একত্র করিয়া আদা ও গুলঞ্চের রসে ভাবনা দিয়া ২ পল মধুর সহিত মাড়িয়া ৬ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। প্রাতঃকালে সেবনীয়। ইহাতে প্লীহা, উগ্রজ্বর, বিষমজ্বর, কাস, আমবাত, শ্বাস, অর্শ, শিরোরোগ, গুল্ম, উদর ও আনাহ প্রভৃতি নানা রোগ প্রশমিত হয়।

লৌহ মৃত্যুঞ্জয়ো রসঃ

রসগন্ধকলৌহাভ্রং কুনটী মৃততাম্রকম্। বিষমুষ্টিবরাটঞ্চ তুত্থং শঙ্খো রসাঞ্জনম্।। জাতীফলঞ্চ কটুকী দ্বিক্ষারং কানকং তথা। ব্যোষং হিঙ্গু সৈন্ধবঞ্চ প্রত্যেকং সূততুল্যকম্।। শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং সর্ব্বমেকত্র ভাবয়েৎ ততঃ। সূর্য্যাবর্ত্তরসৈনৈব বিল্বপত্ররসেন চ।। সূর্য্যাবর্ত্তেন মতিমান্ বটিকাং কারয়েৎ ততঃ। প্লীহানং যকৃতং গুল্মমষ্ঠীলাং বিনাশয়েৎ।। অগ্রমাংসং তথা শোথং তথা সর্ব্বোদরাণি চ। বাতরক্তঞ্চ জঠরঞ্চান্তর্বিদ্রধিমেব চ।।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, মনঃশিলা, জারিত তাম্র, কুঁচিলা, কড়িভস্ম, তুঁতে, শঙ্খভস্ম, রসাঞ্জন, জায়ফল, কটকী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, জয়পাল, ত্রিকটু, হিঙ্গু, সৈন্ধব, সমভাগে চূর্ণিত করিয়া হুড়হুড়ে ও বিল্বপত্রের রসে ভাবনা দিবে। পরে হুড়হুড়ের রসে মর্দ্দন করিয়া (২ রতি পরিমিত) বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাতে প্লীহা, যকৃৎ, অগ্রমাংস, গুল্ম, অষ্ঠীলা, উদর ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

---

১. সৈন্ধবমিত্যত্র টঙ্কণমিতি বা পাঠঃ।

লোকনাথো রসঃ

পারদং গন্ধকঞ্চৈব সমভাগং বিমর্দ্দয়েৎ। মৃতাভ্রং রসতুল্যঞ্চ পুনস্তত্রৈব মর্দ্দয়েৎ।। রসাদ্দ্বিগুণলৌহঞ্চ লৌহতুল্যঞ্চ তাম্রকম্। বরাটিকায়া ভস্মাথ তাম্রতস্ত্রিগুণং কুরু।। নাগবল্লীরসেনৈব মর্দ্দয়েদ্ যত্নতো ভিষক্। পুটেদ্ গজপুটে বিদ্বান্ স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ।। পিপ্পলীমধুসংযুক্তাং সগুড়াং বা হরীতকীম্। গোমূত্রঞ্চ পিবেচ্চানু গুড়ং বা জীরকান্বিতম্।। যকৃদ্গুল্মোদরহরঃ প্লীহশ্বয়থুনাশনঃ। জীর্ণজ্বরং তথা পাণ্ডুং কামলাঞ্চ বিনাশয়েৎ। অগ্নিমান্দ্যঞ্চ শময়েল্লোকনাথো রসোত্তমঃ।।

পারদ, গন্ধক ও অভ্র প্রত্যেক ১ তোলা; লৌহ ও তাম্র প্রত্যেক ২ তোলা; কড়িভস্ম ৬ তোলা। এই সমুদায় দ্রব্য পানের রসে মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। অনুপান মধু ও পিপুলের গুঁড়া, গুড় ও হরীতকী, গোমূত্র কিংবা গুড় ও জীরার গুঁড়া। ইহা সেবন করিলে যকৃৎ, গুল্ম, উদর, প্লীহা, শোথ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি অনেক পীড়ার উপশম হয়।

লোকনাথো রসঃ (মতান্তরে)

রসগন্ধৌ সমৌ কৃত্বা মর্দ্দয়েদর্দ্ধযামকম্। রসতুল্যং মৃতঞ্চাভ্রং দ্বিগুণং লৌহতাম্রকম্।। তাম্রস্য দ্বিগুণং ভস্ম কপর্দ্দকসমুদ্ভবম্। নাগবল্লীরসৈর্যামং মর্দ্দয়েদতিনির্জ্জনে।। ততো লঘুপুটং দত্ত্বা সুশীতং গ্রাহয়েৎ তথা। দ্বিগুঞ্জমার্দ্রকদ্রাবৈঃ খাদিরত্বগ্রসং পিবেৎ।। যকৃৎপ্লীহোদরং শোথমগ্নিমান্দ্যাদিকং জয়েৎ। লোকনাথরসো নাম সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ।। (লৌহং তাম্রঞ্চ প্রত্যেকং রসদ্বিগুণম্। আর্দ্রকরসেন বটীং ভক্ষয়িত্বা খদিরং জলে সংস্থাপ্য তজ্জলং পশ্চাৎ পেয়মিতি বৃদ্ধব্যবহারঃ)।

পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা একত্র ৪ দণ্ড মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে অভ্র ১ তোলা, লৌহ ২ তোলা, তাম্র ২ তোলা ও কড়িভস্ম ৪ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া পানের রসে ১ প্রহর মাড়িয়া লঘুপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি। আদার রস-সহ সেবন করিয়া পশ্চাৎ খদির ভিজানো জল কিঞ্চিৎ পান করিবে। ইহাতে যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

বৃহল্লোকনাথো রসঃ

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং খল্লে কুর্য্যাচ্চ কজ্জলম্। সূততুল্যং জারিতাভ্রং মর্দ্দয়েৎ কন্যকাম্বুনা।। ততো দ্বিগুণিতং দদ্যাৎ তাম্রং লৌহং প্রযত্নতঃ। সূতান্নবগুণং দেয়ং বরাটীসম্ভবং রজঃ।। কাকমাচীরসেনৈব সর্ব্বং তদ্ গোলকীকৃতম্। ততো গজপুটে পাচ্যং স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ।। শিবং সংপূজ্য যত্নেন দ্বিজাতীন্ পরিতোষ্য চ। ভক্ষয়েদস্য চূর্ণস্য দ্বিগুঞ্জং মধুনা সহ।। প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ যকৃতং সর্ব্বরূপিণম্। জীর্ণজ্বরং তথা গুল্মং কামলাং হন্তি দারুণাম্।।

পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা একত্র মাড়িয়া কজ্জলী করিবে। পরে উহার সহিত অভ্র ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িবে। পশ্চাৎ তাম্র ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা ও কড়িভস্ম ৯ তোলা মিশ্রিত করিয়া কাকমাচীর রসে মাড়িয়া সমুদায় গোলাকার করিবে। অনন্তর ঐ গোলক গজপুটে পাক করিয়া শীতল হইলে উদ্ধৃত করিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান মধু। ইহাতে প্লীহা, সর্ব্বপ্রকার যকৃৎ ও অগ্রমাংস প্রভৃতি নানা রোগ প্রশমিত হয়।

তাম্রেশ্বরবটী

হিঙ্গু ত্রিকটুঞ্চৈব অপামার্গস্য পত্রকম্। অর্কপত্রং তথা স্নুহীপত্রঞ্চ সমভাগিকম্।। সৈন্ধবং তৎসমং গ্রাহ্যং লৌহং তাম্রঞ্চ তৎসমম্। প্লীহানং যকৃতং গুল্মমামবাতং সুদারুণম্।। অর্শাংসি ঘোরমুদারং মূর্চ্ছাং

পাণ্ডুং হলীমকম্। গ্রহণীমতিসারঞ্চ যক্ষ্মাণং শোথমেব চ।। (তাম্রেশ্বরে অপামার্গপত্রস্য তথা অর্কপত্রস্য তথা স্নুহীপত্রস্য চ ক্ষারমিত্যুপদিশন্তি বৃদ্ধাঃ)।

হিঙ্গু, ত্রিকটু এবং অপামার্গের পত্র, অর্কপত্র ও সিজপত্রের ক্ষার সমভাগে লইয়া সকলের সমান সৈন্ধব লবণ একত্র মিশ্রিত করিবে। তাহাদের সমান লৌহ ও তাম্র মিশ্রিত করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাতে প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, আমবাত, অর্শ, গ্রহণী, অতিসার, শোথ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

চিত্রকাদি লৌহঃ

চিত্রকং নাগরং বাসা গুডূচী শালপর্ণিকা। তালপুষ্পমপামার্গো মাণকং কার্ষিকত্রয়ম্।। লৌহমভ্রং কণা তাম্রং ক্ষারকো লবণানি চ। পৃথক্ কর্ষাংশমেতেষাং চূর্ণমেকত্র চিক্কণম্।। চতুঃপ্রস্থে গবাং মূত্রে পচেন্মন্দেন বহ্নিনা। সিদ্ধশীতং সমুদ্ধৃত্য মাক্ষিকং দ্বিপলং ক্ষিপেৎ।। চিত্রকাদিরয়ং লৌহো গুল্মপ্লীহোদরাময়ম্। যকৃতং গ্রহণীং হন্তি শোথং মন্দানলং জ্বরম্। মাকলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ গুদভ্রংশং প্রবাহিকাম্।।

চিতামূল, শুঁঠ, বাসকমূল, গুলঞ্চ, শালপাণি, তালজটাভস্ম, আপাঙ্গমূলভস্ম ও পরাতন মাণ, প্রত্যেক চূর্ণ ৬ তোলা। লৌহ, অভ্র, পিপুলচূর্ণ, তাম্র, যবক্ষার, পঞ্চলবণ, প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা। গোমূত্র ১৬ সের। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। শীতল হইলে মধু ২পল মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চিত্রকাদি লৌহ সেবন করিলে প্লীহা, উদরাময়, গুল্ম, যকৃৎ, গ্রহণী, শোথ, অগ্নিমান্দ্য ও নানা রোগ নষ্ট হয়।

সর্ব্বেশ্বরলৌহম্

শুদ্ধসূতং পলং গন্ধং দ্বিগুণন্তু মৃতাভ্রকম্। ত্রিপলং মৃততাম্রঞ্চ পলার্দ্ধং স্বর্ণমাক্ষিকম্।। জৈপালং চিত্রকং মাণং শূরণং ঘণ্টকর্ণকম্।। গ্রন্থিকং ত্রিফলা ব্যোষং ত্রিবৃতা খরমঞ্জরী।। দণ্ডোৎপলা বৃশ্চিকালী কুলিশং নাগদন্তিকা। সূর্য্যাবর্ত্তঞ্চ সংচূর্ণ্য কর্ষমাত্রং বিমর্দ্দয়েৎ।। আর্দ্রকস্য রসেনৈব চূর্ণয়িত্বা পুনঃ ক্ষিপেৎ। ত্রিপলং লৌহচূর্ণস্য ততঃ খাদেচ্ছুভেহ্হনি।। সংপূজ্য ভাস্করং বিষ্ণুং গণনাথং দ্বিজোত্তমম্। মাষমাত্রঞ্চ মধুনা কৃত্বা শীতজলং পিবেৎ।। চূর্ণং সর্ব্বেশ্বরং নাম সর্ব্বরোগহরং ভবেৎ। কঠোরপ্লীহনাশায় গুল্মোদর-হরং তথা।। কামলাং পাণ্ডুমানাহং যকৃৎক্রিমিকৃতাময়ান্। বিচর্চ্চীমম্লপিত্তঞ্চ কণ্ডুং কুষ্ঠং বিনাশয়েৎ।। প্লীহানমম্লপিত্তঞ্চাপ্যগ্নিমান্দ্যং সুদুস্তরম্। শ্রীকরং কান্তিজননং শুক্রায়ুর্বলবর্দ্ধনম্।।

পারদ ১ পল, গন্ধক ১ পল, অভ্র ২ পল, তাম্র ৩ পল, স্বর্ণমাক্ষিক ৪ তোলা; জয়পাল, চিতামূল, পুরাতন মাণ, ওল, ঘেঁটকোল, পিপুলমূল, ত্রিফলা, ত্রিকটু, তেউড়ী, আপাঙ্গ, ডানকুনিশাক, বিছাটিমূল, হাড়যোড়া, নাগদানা ও হুড়হুড়ে প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা। এই সমুদায় আদার রসে মাড়িয়া পরে লৌহচূর্ণ ৩ পল মিশ্রিত করত মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই চূর্ণের মাত্রা ১ মাষা। মধু-সহ সেবন করিয়া শীতল জল পান করিবে। শুভদিনে সূর্য্যাদির পূজা করিয়া এই ঔষধ সেবন করিলে কঠোর প্লীহা, গুল্ম, উদর, কামলা, যকৃৎ, ক্রিমি-জন্য রোগ ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি পীড়া নষ্ট হইয়া কান্তি, শুক্র, আয়ু ও বল বর্দ্ধিত হয়।

বিদ্যাধরো রসঃ

গন্ধকং তালকং তাপ্যং মৃতং তাম্রং[১] মনঃশিলা। শুদ্ধসূতঞ্চ তুল্যাংশং মর্দ্দয়েদ্ ভাবয়েদ্ দিনম্।। পিপ্পল্যাশ্চ কষায়েণ বজ্রীক্ষীরেণ ভাবয়েৎ। বল্লঞ্চ ভক্ষয়েৎ ক্ষৌদ্রৈর্গুল্মৈপ্লীহাদিকং জয়েৎ। রসো বিদ্যাধরো নাম গোদুগ্ধঞ্চ পিবেদনু।।

১. তাম্রমিত্যত্র স্বর্ণমিতি বা পাঠঃ।

গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, তাম্র (পাঠান্তরে স্বর্ণ), মনছাল ও পারদ প্রত্যেক সমভাগে মিশ্রিত করিয়া পিপুলের ক্বাথে ও সিজের আঠায় এক-এক দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মধু ও গব্যদুগ্ধ। ইহা সেবনে গুল্ম ও প্লীহাদি নষ্ট হইয়া থাকে।

রসরাজঃ

গন্ধকেন মৃতং তাম্রং শুদ্ধগন্ধকতুল্যকম্। দ্বয়োঃ পাদং শুদ্ধরসং মর্দ্দয়েচ্ছূরণদ্রবৈঃ।। পুটেদ্ গজপুটে বিদ্বান্ স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ। গুঞ্জাদ্বয়ং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈঃ প্লীহগুল্মবিনাশনম্।। যকৃচ্ছূলং জ্বরং হন্তি কান্তিপুষ্টিবিবর্দ্ধনঃ। রসরাজ ইতি খ্যাতো রোগবারণকেশরী।।

গন্ধক-সংযোগে জারিত তাম্র ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, পারা ॥০ তোলা, এই সমুদায় ওলের রসে মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া সুশীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান মধু। ইহাতে প্লীহা, গুল্ম, যকৃৎ-শূল ও জ্বর নষ্ট হইয়া কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়।

রোহীতক লৌহম্

রোহীতকসমাযুক্তং ত্রিকত্রয়যুতস্ত্বয়ঃ। প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ শোথং হন্তি ন সংশয়ঃ।। (অত্র সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহং, মধুনা লৌহপাত্রে বিমর্দ্দ্য রক্তিকাদিক্রমেণ লিহ্যাৎ)।

রোহীতকছাল, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও ত্রিমদ (বিড়ঙ্গ, মুতা, চিতামূল) প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান লৌহ। এই সমুদায় একত্র মধুর সহিত লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে প্লীহা, অগ্রমাংস ও শোথ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়।

যকৃদরি লৌহম্

দ্বিকর্ষং লৌহচূর্ণস্য গগনস্য পলার্দ্ধকম্। কর্ষং শুদ্ধং মৃতং তাম্রং লিম্পাকাঙ্ঘ্রিত্বচম্ পলম্।। মৃগাজিন-ভস্মপলং সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ। নবগুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্।। যকৃৎপ্লীহোদরঞ্চৈব কামলাঞ্চ হলীমকম্। কাসং শ্বাসং জ্বরং হন্তি বলবর্ণাগ্নিকারকম্। যকৃদরি ত্বিদং লৌহং বাতগুল্মবিনাশনম্।।

লৌহচূর্ণ ৪ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, তাম্র ২ তোলা, পাতিলেবুর মূলের ছাল ৮ তোলা এবং অন্তর্ধূমে ভস্মীকৃত কৃষ্ণসারচর্ম্ম ৮ তোলা, এই সমুদায় একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ৯ রতি পরিমিত বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহা, উদর, কামলা ও কাস প্রভৃতি রোগ নষ্ট হইয়া বল, বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

যকৃৎপ্লীহারি লৌহম্

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকং লৌহমভ্রকম্। তুল্যং দ্বিগুণতাম্রন্তু শিলা চ রজনী তথা।। জয়পালং টঙ্গণঞ্চ শিলাজতু সমং রসাৎ। এতৎ সর্ব্বং সমাহৃত্য চূর্ণীকৃত্য বিমিশ্রয়েৎ।। দন্তীত্রিবৃচ্চিত্রকঞ্চ নির্গুণ্ডী ত্র্যূষণং তথা। আর্দ্রকং ভৃঙ্গরাজস্য রসৈরেষাং পৃথক্ পৃথক্।। ভাবয়িত্বা বটীং কুর্য্যাদ্ বদরাস্থিমিতাং ভিষক্। প্লীহানং যকৃতঞ্চৈব চিরকালানুবন্ধিনম্।। একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব সর্ব্বদোষভবং তথা। হন্যাদষ্টোদরাণীহ জ্বরং পাণ্ডুঞ্চ কামলাম্।। শোথং হলীমকম্ হন্তি মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্। যকৃৎপ্লীহারিনামেদং লৌহং জগতি দুর্লভম্।।

হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেক ১ তোলা; তাম্র, মনঃশিলা ও হরিদ্রা প্রত্যেক ২ তোলা; জয়পাল, সোহাগা ও শিলাজতু প্রত্যেক ১ তোলা; এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া পরে

দন্তীমূল, তেউড়ী, চিতামূল, নিসিন্দা, ত্রিকটু, আদা ও ভীমরাজের রসে (বা ক্বাথে) পৃথক্‌-পৃথক ভাবনা দিয়া কুলআঁটির ন্যায় বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে দীর্ঘোকালোৎপন্ন প্লীহা, যকৃৎ, আটপ্রকার উদর, জ্বর, পাণ্ডু, কামলা ও শোথ প্রভৃতি নানা রোগের শান্তি হয়।

যকৃৎপ্লীহোদরহরলৌহম্‌

লৌহার্দ্ধমভ্রকং শুদ্ধং সূতমভ্রার্দ্ধভাগিকম্‌। ত্রিগুণাময়সশ্চূর্ণাৎ ত্রিফলাং সার্দ্ধকাভ্রকাৎ।। দ্বিরষ্ট বারিণো ভাগমষ্টশেষন্তু কারয়েৎ। তেন চাষ্টাবশেষেণ সমেনাজ্যেন যত্নতঃ।। রসেন বহুপত্রায়া দ্বিগুণক্ষীরসম্মিতম্‌। লৌহমষ্যা পচেদ্দর্ব্ব্যা পাত্রে চায়সি মৃন্ময়ে।। দিব্যৌষধিহতং লৌহং পুটিতং পুটনৌষধৈঃ। পচেৎ পাকবিধিজ্ঞস্তু বহ্নিনা মৃদুনা শনৈঃ।। অভ্রকং নিহতং কৃষ্ণং সূতকং বিধিমূর্চ্ছিতম্‌। অয়সশ্চার্দ্ধভাগন্তু আদৌ পাকে বিনিক্ষিপেৎ।। কন্দকাপালিকা চব্যং বিড়ঙ্গং সবৃহদ্দলম্‌। শরপুঙ্খা চ পাঠা চ চিত্রকঞ্চ মহৌষধম্‌।। লবণানি চ সর্ব্বাণি সক্ষারো বৃদ্ধদারকঃ। দীপ্যকঞ্চ তথা সিক্‌থং লৌহাভ্রকসমং ক্ষিপেৎ।। প্লীহোদরযকৃদ্‌গুল্মান্‌ হন্তি ক্ষারাগ্নিভির্বিনা। প্রয়োগোহ্যয়ং মহাবীর্য্যো লৌহো লৌহবিদ্যং বরঃ।। প্লীহোদর-বিনাশায় দদ্যাদ্দ্বে দ্বে পুটে পৃথক্‌। মাণেন ঘণ্টকর্ণেন শূরণেনাধিকং পুনঃ।।

লৌহ ১ ভাগ, লৌহের অর্দ্ধেক অভ্র, অভ্রের অর্দ্ধেক রসসিন্দূর, অভ্র ও লৌহের সমষ্টির ৩ গুণ ত্রিফলা, এই সমুদায় দ্রব্য একত্র ১৬ গুণ জলে পাক করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহার সহিত সমভাগে ঘৃত এবং শতমূলীর রস ও দ্বিগুণ পরিমাণে দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া মৃত্তিকা বা লৌহের পাত্রে পাক করিবে। প্রথমে লৌহের অর্দ্ধাংশ পাকার্থ চড়াইবে, পরে অবশিষ্ট অর্দ্ধেক প্রক্ষেপ দিবে। প্রক্ষেপার্থ ওল, কাপালিকা, চই, বিড়ঙ্গ, পাটিয়ালোধ, শরপুঙ্খ, আকনাদি, চিতামূল, শুঁঠ, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, বিদ্ধড়কবীজ, যমানী ও মোম প্রত্যেক লৌহ ও অভ্র উভয়ের সমান। ইহা সেবন করিলে ক্ষার এবং অগ্নিকর্ম্ম ব্যতিরেকেও উদর, যকৃৎ ও গুল্ম প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়। প্লীহোদর-বিনাশের নিমিত্ত ইহা মাণ, ঘেঁটকোল ও ওলের রসে পৃথক-পৃথক মাড়িয়া দুই-দুইবার পুটপাক দিবে।

সামুদ্রং সৈন্ধবং কাচং যবক্ষারঃ সুবর্চ্চলম্‌। টঙ্গণং স্বর্জ্জিকাক্ষারস্তুল্যং সর্ব্বং বিচূর্ণয়েৎ।। অর্কক্ষীরৈঃ স্নুহীক্ষীরৈরোতপে ভাবয়েৎ ত্র্যহম্‌। তেন লিপ্তার্কপত্রঞ্চ রুদ্ধা চান্তঃপুটে পচেৎ।। তৎ ক্ষারং চূর্ণয়েৎ পশ্চাৎ ত্র্যূষণং ত্রিফলারজঃ। জীরকং রজনী বহ্নির্নবভাগং সমং সমম্‌।। ক্ষারার্দ্ধমেব সর্ব্বঞ্চ একীকৃত্য প্রযোজয়েৎ। বজ্রক্ষারমিদং সিদ্ধং স্বয়ং প্রোক্তং পিনাকিনা।। সর্ব্বোদরেষু গুল্মেষু শূলদোষেষু যোজয়েৎ। অগ্নিমান্দ্যেহ্প্যজীর্ণে চ ভক্ষ্যং নিষ্কদ্বয়ম্‌ দ্বয়ম্‌।। বাতাধিকে জলং কোষ্ণং ঘৃতং বা পৈত্তিকে হিতম্‌। কফে গোমূত্রসংযুক্তমারনালং ত্রিদোষজে।।

সামুদ্রলবণ, সৈন্ধব, কাচলবণ, যবক্ষার, সচল লবণ, সোহাগা ও সাচিক্ষার এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিবে। পরে আকন্দের আঠা ও সিজের আঠায় ৩ দিন রৌদ্রে ভাবনা দিয়া তদ্দ্বারা তাম্রপত্রে প্রলেপ দিবে। অন্তঃপুটে পাক করিয়া প্রলিপ্ত তাম্রপত্র চূর্ণিত করিবে এবং তাহার সহিত ত্রিকটু, ত্রিফলা, জীরা, হরিদ্রা, চিতা, ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ মিলিত ক্ষারের অর্দ্ধাংশ একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার উদর, গুল্ম, শূল, অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগ নিবারিত হয়। পরিমাণ ২ তোলা। অনুপান বাতাধিক্যে উষ্ণ জল, পিত্তাধিক্যে ঘৃত, কফাধিক্যে গোমূত্র ও ত্রিদোষাধিক্যে কাঁজি।

মহাদ্রাবকঃ

বৃষশ্চিত্রমপামার্গশ্চিঞ্চা কুষ্মাণ্ডনাড়িকা। স্নুহী তালস্য পুষ্পঞ্চ বর্ষাভূর্বেতসং তথা।। এতেষাং ক্ষারমাহৃত্য লিম্পাকস্বরসেন চ। ক্ষালয়িত্বা ক্ষারতোয়ং বস্ত্রপূতঞ্চ কারয়েৎ।। চণ্ডাতপেন সংশোষ্য গ্রাহ্যং তদ্‌দ্রবণোচিতম্। এতস্য দ্বিপলং গ্রাহ্যং যবক্ষারপলদ্বয়ম্।। স্ফটিকারিপলঞ্চৈব নরসারপলং তথা। পলার্দ্ধং সৈন্ধবং গ্রাহ্যং টঙ্গণং তোলকদ্বয়ম্।। কাসীসং তোলকঞ্চৈব মুদ্রাশঙ্খঞ্চ তোলকম্। দারুমোচং কর্ষকঞ্চ তোলং সমদ্রফেনকম্।। সর্ব্বমেকত্র সংচূর্ণ্য বকযন্ত্রেণ সাধয়েৎ। মহাদ্রাবকমেতদ্ধি যোজ্যঞ্চ রসজারণে।। হন্তি গুল্মাদিকান্ রোগান্ যকৃৎপ্লীহোদরাণি চ।।

বাসক, চিতামূল, আপাঙ্গ, তেঁতুলছাল, কুমড়ার ডাঁটা, সিজমূল, তালজটা, পুনর্নবা ও বেত এই সমুদায়ের ক্ষার পাতিলেবুর রসে মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে, পরে ঐ ক্ষারদ্রব্য প্রচণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এই ক্ষার ২ পল, যবক্ষার ২ পল, ফটকিরি ১ পল, নিশাদল ১ পল, সৈন্ধব ৪ তোলা, সোহাগা ২ তোলা, হীরাকস ১ তোলা, মুদ্রাশঙ্খ ১ তোলা, সেঁকো ২ তোলা ও সমুদ্রফেন ১ তোলা; এই সমুদায় দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া বকযন্ত্রে চুয়াইয়া আরক লইবে। ইহার নাম মহাদ্রাবক। এতদ্বারা রসাদির জারণ হয়। (ইহার ৫-৭ বিন্দু জলে মিশ্রিত করিয়া) সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহা, উদর ও গুল্মাদি নানা রোগ নষ্ট হয়।

মহাদ্রাবক রসঃ

শুদ্ধং কাঞ্চনমাক্ষিকং মৃদুতরং কাংস্যাভিধং তৎ তথা সিন্ধূত্থং বিমলং রসাঞ্জনবরং ফেনঃ স্রবন্তীপতেঃ। ক্ষারৌ স্বর্জ্জিকসাম্ভলৌ সুবিমলৌ ভাগাস্ত্বমীষাং সমাঃ সপ্তানাং সদৃশস্তু টঙ্গণমিহাস্যার্দ্ধো নৃসারঃ সিতঃ।। তত্তুল্যা স্ফটিকারিকা ত্রিসদৃশঃ শুক্লো যবস্যাগ্রজঃ কাশীশত্রিতয়ং যবাগ্রজসমং সংচূর্ণ্য সর্ব্বং ন্যসেৎ। পাত্রে কাচময়ে মৃদম্বরবৃতে যন্ত্রে বকাখ্যে ভিষগ্ জ্বালেন ক্রমবর্দ্ধিনাত্যবহিতোহ্মীষাং রসং পাতয়েৎ।। যো দ্রাগ্ ভস্ম বরাটিকাং প্রকুরুতে সোহ্য়ং মহাদ্রাবকঃ কো বক্তুং প্রভবেদমুষ্য নিতরাং সম্যগ্‌গুণান্ ভূতলে। এতদ্ বল্লচতুষ্টয়ং সহ গিলেচ্ছুষ্ঠ্যা লবঙ্গেন বা তৎপশ্চাৎ পরিবাসিতং বহুগুণং তাম্বুলকং ভক্ষয়েৎ।। প্রাসঙ্গ্যাৎ কথায়ামি তান্ শৃণু গুণানস্যৈব কাংশ্চিৎ পরান্ নিঃশেষং বিনিহন্ত্যসৌ চিরভবান্যষ্টোদরাণি ধ্রুবম্। গুল্মং পাণ্ডুহলীমকং সুকঠিনামষ্ঠীলিকাং কামলাং মন্দাগ্নিং বিষমাগ্নিতাং বহুবিধান্ শোথাংশ্চ শূলানপি।। সর্ব্বার্শাংসি ভগন্দরান্ ক্রিমিগদান্ পঞ্চৈব কাসাংস্তথা হিক্কাশ্লীপদকোষবৃদ্ধিমরুচিব্যাধিং মহাদারুণম্। নব্যং বা চিরজং জ্বরং বহুবিধং ছর্দ্দিং ক্রিমীন্ বিংশতিং যক্ষ্মাণং চিরজামবাতপিড়কাবীসর্পবিস্ফোটকম্।। উন্মাদং স্বরভেদমর্ব্বুদমপি স্বেদঞ্চ হৃৎপাণিজং জিহ্বাস্তম্ভগলগ্রহং চিরভবং গ্রীবারুজামুল্বণাম্। নাসাকর্ণশিরোহক্ষিবক্ত্রজগদান্ ক্ষুদ্রাময়াংশ্চাপরান্ হন্যাদেব চিরোত্থিতান্ বহুবিধানন্যাংশ্চ রোগানপি।। একঃ স্যাদপরো হি টঙ্গণখৈর্দ্রব্যৈঃ পরৈঃ সপ্তকৈঃ অন্যস্তু স্ফটিকারি টঙ্গণযবক্ষারাগ্রকাসীসকৈঃ। জানীয়াদ্ গুরুতো বিভাগমনয়োর্যন্ত্রাদিকঞ্চাপরং নির্দ্দিষ্টাস্ত্রয় এব ভেষজবরাঃ স্বল্পো মহান্ মধ্যমঃ।। (টঙ্গনাদিকাসীসান্তৈঃ সপ্তদ্রব্যৈর্মধ্যমঃ। স্ফটিকারিকাসীসান্তচতুর্দ্রব্যৈঃ স্বল্পঃ। স্বর্ণমাক্ষিকাদিকাসীসত্রিতয়ান্তৈর্মহান্।।)

স্বর্ণমাক্ষিক, কাংস্যমাক্ষিক, সৈন্ধব লবণ, রসাঞ্জন, সমুদ্রফেন, সাচিক্ষার ও সাম্ভলক্ষার এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ১ ভাগ, সোহাগা ৭ ভাগ, নিশাদল সাড়ে ৩ ভাগ, ফটকিরি ৩৷৷০ ভাগ, যবক্ষার ১৪ ভাগ; ধাতুকাসীস্, পদ্মকাসীস, কাসীস (হীরাকস) মিলিত ১৪ ভাগ, এই সমুদায় দ্রব্য চূর্ণিত করিয়া কুট্টিত বস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপিত কাচনির্ম্মিত পাত্রে রাখিয়া বকযন্ত্রে ক্রমশ অগ্নির তেজ বৃদ্ধি করিবে ও যথাবিধানে সাবধানতাপূর্ব্বক পাক করিয়া উহাদের আরক চুয়াইয়া লইবে। ইহার নাম

মহাদ্রাবক, ইহা স্বল্প মধ্য ও মহৎ এই তিন প্রকার হইয়া থাকে। ফটকিরি, সোহাগা, যবক্ষার ও হীরাকস এই চারি দ্রব্যের সমান চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া যে-আরক প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে স্বল্পদ্রাবক কহে। এইরূপ সোহাগা, নিশাদল, ফটকিরি, যবক্ষার, ধাতুকাসীস, কাসীস (হীরাকস) ও পদ্মকাসীস, এই সপ্তদ্রব্যের আরককে মধ্যম দ্রাবক কহে। আর স্বর্ণমাক্ষিক প্রভৃতি মূলোক্ত সমুদায় দ্রব্যের আরকের নাম মহাদ্রাবক। ইহাদের যন্ত্র ও পাকের নিয়মাদি গুরুর নিকট হইতে জ্ঞাতব্য। মহাদ্রাবক শুঁঠ বা লবঙ্গচূর্ণের সহিত ৮ রতি (৭-৮ বিন্দু) পরিমাণে সেবনীয়। ঔষধসেবনান্তে সুবাসিত তাম্বূল ভক্ষণ করিবে। এই মহাদ্রাবক রসের গুণ বর্ণনাতীত। তথাপি প্রসঙ্গত ইহার কিছু গুণ বলিতেছি। ইহাতে চিরজাত অষ্টপ্রকার উদর, গুল্ম, পাণ্ডু, হলীমক, অষ্ঠীলা, কামলা, অগ্নিমান্দ্য, বিষমাগ্নি, শোথ, শূল, অর্শ, ভগন্দর, যকৃৎ ও প্লীহা প্রভৃতি মূলোক্ত নানা রোগ উপশমিত হয়।

শঙ্খদ্রাবকঃ

অর্কঃ স্নুহী তথা চিঞ্চা তিলারগ্বধচিত্রকম্। অপামার্গভস্ম সমং বস্ত্রপূতং জলং হরেৎ।। মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ তৎ তু যাবল্লবণতাং গতম্। লবণেন সমৌ গ্রাহ্যৌ দ্বৌ ক্ষারৌ টঙ্গণং তথা।। সমুদ্রফেনো গোদন্তা কাসীসঃ সোরকা তথা। দ্বিগুণং পঞ্চলবণং মাতুলুঙ্গরসেন চ।। কাচকূপ্যাস্তু সপ্তাহং বাসয়েদম্লযোগতঃ। শঙ্খচূর্ণপলং দত্ত্বা বারুণীযন্ত্রমুদ্ধরেৎ।। সর্ব্বধাতুন্ হরেচ্ছীঘ্রং বরাটীশঙ্খকাদিকান্। উদরাদিকরোগাণাং সদ্যো নাশকরঃ পরঃ।।

আকন্দছাল, সিজ, তেঁতুলছাল, তিলকাষ্ঠ, সোঁদালছাল, চিতা ও আপাঙ্গ এই সমুদায়ের সমান-সমান ভস্ম লইয়া জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে ঐ ক্ষারজল যাবৎ না লবণরস প্রাপ্ত হয়, তাবৎ মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পরে ঐ লবণ ৪ তোলা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, সমুদ্রফেন, গোদন্তহরিতাল, হীরাকস ও সোরা প্রত্যেক ৪ তোলা; পঞ্চলবণ প্রত্যেক ৮ তোলা, এই সমুদায় একত্র করিয়া টাবালেবুর রসের সহিত কাচকূপীর মধ্যে সপ্তাহকাল রাখিয়া দিবে। পরে শঙ্খচূর্ণ ৮ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া বারুণীযন্ত্রে চুয়াইয়া লইবে। এই দ্রাবকে কড়ি ও শঙ্খ প্রভৃতি দ্রব্যসকল দ্রবীভূত হইয়া যায়। ইহা সেবন করিলে প্লীহাদি নানা রোগ শীঘ্র নষ্ট হয়।

মহাশঙ্খদ্রাবকঃ

চিঞ্চাশ্বত্থঃ স্নুহীহ্যর্কোঽহ্যপামার্গশ্চ হি পঞ্চমঃ। পৃথগ্‌ভস্ম জলং কৃত্বা তৃদ্ধৃত্য লবণানি চ।। টঙ্গণঞ্চ যবক্ষারঃ স্বর্জ্জির্লবণপঞ্চকম্। রামঠং তালকঞ্চৈব লবঙ্গং নরসারকঃ।। জাতীফলঞ্চ গোদন্তা তাপ্যং গন্ধরসং তথা। বিষং সমুদ্রফেনশ্চ সোরকা স্ফটিকারিকা।। শঙ্খচূর্ণং শঙ্খনাভিচূর্ণং পাষাণসম্ভবম্। মনঃশিলা চ কাসীসং সমভাগঞ্চ কারয়েৎ।। ভাব্যং তদ্ বেতসরসৈঃ কাচকূপ্যাং ক্ষিপেৎ ততঃ। অত্র দ্রব্যঞ্চ তদ্ দত্ত্বা উষ্ণস্থানে চ ধারয়েৎ।। বস্ত্রেণাচ্ছাদিতস্তাবদ্ যাবৎ স্যাৎ সপ্তবাসরম্। পশ্চান্মন্দাগ্নিনা দেয়ং বারুণী-যন্ত্রমুদ্ধরেৎ।। কাচকূপ্যাং জলং ধার্য্যং রক্ষয়েদ্ যত্নত সুধীঃ। গুঞ্জৈকং পর্ণখণ্ডেন প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ।। কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং প্লীহমজীর্ণং গ্রহণীগদম্। রক্তপিত্তং ক্ষতং গুল্মমর্শাংসি চ বিনাশয়েৎ।। অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ শূলমষ্টবিধং তথা। আমবাতং বাতরক্তং খঞ্জবাতং ধনুস্তথা।। উদরাময়মামঞ্চ স্থূলতাং ক্রিমি-কোষ্ঠতাম্। বাতপিত্তকফান্ সর্ব্বান্ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।। ভুক্ত্বা চ কণ্ঠপর্য্যন্তং গুঞ্জৈকঞ্চ রসং লিহেৎ। তৎক্ষণাৎ কারয়েদ্ ভস্ম তৃণরাশিমিবানলঃ।। যামার্দ্ধং দ্রাবয়েৎ সর্ব্বং শঙ্খশুক্তিবরাটকম্। পূর্ব্বোক্তবিধিনা তত্র দদ্যান্নিশি চতুষ্পথে।। যোগিনীভৈরবাভ্যাঞ্চ বলিং মাষতিলানথ। মহাশঙ্খদ্রবো নাম্না শম্ভুদেবেন ভাষিতঃ।। গুহ্যাদ্‌গুহ্যতমং গোপ্যং পত্রস্যাপি ন কথ্যতে। লোকানাং কৌতকং কত্রা প্রকাশ্যং রাজসন্নিধৌ।।

তেঁতুলছাল, অশ্বত্থছাল, সিজের ছাল, আকন্দছাল ও আপাঙ্গ ইহাদের পৃথক-পৃথক ক্ষারজল প্রস্তুত করিয়া তাহা হইতে লবণ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। পরে সোহাগা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ, হরিতাল, হিঙ্গু, লবঙ্গ, নিশাদল, জায়ফল, গোদন্তহরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধবোল, বিষ, সমুদ্রফেন, সোরা, ফটকিরি, শঙ্খচূর্ণ, শঙ্খনাভিচূর্ণ, প্রস্তরচূর্ণ, মনছাল ও হীরাকস এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণ করিয়া বেতের রসে ভাবনা দিয়া কাচকূপীতে স্থাপন করিবে। পরে ৭ দিন বস্ত্রাবৃত করিয়া উষ্ণ স্থানে রাখিয়া পশ্চাৎ মন্দ অগ্নিতে বারুণীযন্ত্রে পাক করিয়া সত্ত্বপাতন করিবে। ঐ দ্রবাংশ কোন কাচপাত্রে পাতিত করিয়া যত্নপূর্ব্বক রাখিতে হইবে। ইহা ১ রতি পরিমাণে পানের সহিত সেব্য। ইহাতে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, প্লীহা, অজীর্ণ, গ্রহণী, রক্তপিত্ত, উরঃক্ষত, গুল্ম, অর্শ ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি নানা রোগ ধ্বংস হইয়া অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হয়। আকণ্ঠ ভোজন করিয়া এই রস ১ রতি মাত্রায় সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ সমুদায় ভস্মীভূত হয়।

শঙ্খদ্রাবকো রসঃ

যোগিনীভৈরবাভ্যাঞ্চ বলিমাদৌ প্রদাপয়েৎ। পশ্চাদ্ যন্ত্রঞ্চ কর্ত্তব্যমেবাহ পরমেশ্বরী।। রসঃ শঙ্খদ্রবো নাম শম্ভুদেবেন ভাষিতঃ। গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং গুহ্যমিদানীং কথ্যতে ময়া।। শঙ্খচূর্ণং যবক্ষারং স্বর্জ্জিক্ষারং সটঙ্গণম্। সমঞ্চ পঞ্চলবণং স্ফটিকারি নৃসাদরম্।। কাচকূপ্যাং ততঃ ক্ষিপ্ত্বা বারুণীযন্ত্রমুদ্ধরেৎ। যামার্দ্ধং দ্রাবয়ত্যেষ শঙ্খশুক্তিবরাটকান্।। অর্শাংসি নাশয়েৎ ষট্ চ মূত্রাকৃচ্ছ্রাশ্মরীস্তথা। উদরাষ্টবিধং হন্তি গুল্ম-প্লীহোদরাণি চ।। অজীর্ণং নাশয়েচ্ছীঘ্রং গ্রহণীঞ্চ বিসূচিকাম্। ভক্তশেষে চ ভোক্তব্যো মাষমাত্রো রসোত্তমঃ।। ক্ষণমাত্রাদ্ ভবেদ্ ভস্ম পনর্ভোজনমিচ্ছতি। প্রত্যহং ভোজনান্তে চ সংসেব্যোহ্য়ং রসোত্তমঃ।। ন রুজায়াং ভয়ং ক্বাপি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্। ন দেয়ং যস্য কস্যাপি সদা গোপ্যঞ্চ কারয়েৎ। রসঃ শঙ্খদ্রবো নাম বৈদ্যানামুপকারকঃ।।

শঙ্খচূর্ণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, পঞ্চলবণ, ফটকিরি ও নিশাদল এই সমুদায় সমভাগে কাচকূপীতে স্থাপিত করিয়া বারুণীযন্ত্রে চুয়াইয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা অর্দ্ধ প্রহরের মধ্যে শঙ্খ ও শুক্তি প্রভৃতি দ্রব্যকে দ্রবীভূত করে। মাত্রা ১ মাষা (১০-১২ বিন্দু)। ভোজনান্তে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে ষট্প্রকার অর্শ, অষ্টপ্রকার উদর, গুল্ম, প্লীহা ও বিসূচিকা প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। ইহা অজীর্ণের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

চিত্রকপিপ্পলী ঘৃতম্

পিপ্পলীং চিত্রকান্মূলং পিষ্টবা সম্যগ্‌বিপাচয়েৎ। ঘৃতং চতুর্গুণং ক্ষীরং যকৃৎপ্লীহোদরাপহম্।।

ঘৃত ৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ পিপুল ও চিতামূল মিলিত ১ সের। পাকের জল ১৬ সের। এই ঘৃত পান করিলে যকৃৎ ও প্লীহা নষ্ট হয়।

পিপ্পলীঘৃতম্

পিপ্পলীকল্কসংযুক্তং ঘৃতং ক্ষীরচতুর্গুণম্। পচেৎ প্লীহাগ্নিসাদাদি-যকৃদ্রোগহরং পরম্।।

ঘৃত ৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ পিপুল ১ সের। জল ১৬ সের। এই ঘৃত পান করিলে যকৃৎ, প্লীহা ও অগ্নিমান্দ্যাদি রোগ নষ্ট হয়।

চিত্রকঘৃতম্

চিত্রকস্য তুলাক্বাথে ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। আরনালং তদ্দ্বিগুণং দধিমণ্ডং চতুর্গুণম্।। পঞ্চকোলকতালীশ-

• ক্ষারৈর্লবণসংযুতৈঃ। দ্বিজীরকনিশাযুগ্মৈর্মরিচং তত্র দাপয়েৎ।। প্লীহগুল্মোদরাধ্মান-পাণ্ডুরোগারুচিজ্বরান্। বস্তিহৃৎপার্শ্বকট্যূরু-শূলোদাবর্ত্তপীনসান্।। হন্যাৎ পীতং তদর্শোঘ্নং শোথঘ্নং বহ্নিদীপনম্। বলবর্ণকরঞ্চাপি ভস্মকঞ্চ নিযচ্ছতি।।

ঘৃত ৪ সের। ক্কাথার্থ চিতামূল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কাঁজি ৮ সের, দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, তালীশপত্র, যবক্ষার, সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও মরিচ সমুদায়ে ১ সের। এই ঘৃত পান করিলে প্লীহা, গুল্ম, উদরাধ্মান, পাণ্ডু, অরুচি, এবং বস্তি হৃদয় পার্শ্ব কটী ও উরুদেশের শূল প্রভৃতি নানা রোগ উপশমিত হয়।

রোহীতকঘৃতম্

রোহীতকত্বচঃ শ্রেষ্ঠাঃ পলানাং পঞ্চবিংশতিঃ। কোলদ্বিপ্রস্থসংযুক্তাং কষায়মুপকল্পয়েৎ।। পলিকৈঃ পঞ্চকোলৈশ্চ তৈঃ সর্ব্বৈশ্চাপি তুল্যয়া। রোহীতকত্বচা পিষ্টৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।। প্লীহাভিবৃদ্ধিং শময়েদেতদাশু প্রযোজিতম্। তথা গুল্মজ্বরশ্বাস-ক্রিমিপাণ্ডুত্বকামলাঃ।।

ঘৃত ৪ সের। ক্কাথার্থ রোহীতকছাল ২৫ পল, কুলশুঁঠ ৩২ পল, পাকার্থ জল ৫৭ সের, শেষ১৪ সের ২ পল। কল্কার্থ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁঠ প্রত্যেক ১ পল, রোহীতকছাল ৫ পল। এই ঘৃত পান করিলে প্লীহা, গুল্ম, জ্বর, শ্বাস ও ক্রিমি প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়।

মহারোহীতক ঘৃতম্

রোহীতকাৎ পলশতং ক্ষোদয়েদ্ বদরাঢ়কম্। সাধয়িত্বা জলদ্রোণে চতুর্ভাগাবশেষিতম্।। ঘৃতপ্রস্থং সমাবাপ্য চ্ছাগক্ষীরং চতুর্গুণম্। তস্মিন্ দদ্যাদিমান্ কল্কান্ সর্ব্বাংস্তানক্ষসংমিতান্।। ব্যোষং ফলত্রিকং হিঙ্গু যমানী তুম্বুরুং বিড়ম্। অজাজী কৃষ্ণলবণং দাড়িমং দেবদারু চ।। পুনর্নবা বিশালা চ যবক্ষারঃ সপৌষ্করঃ। বিড়ঙ্গং চিত্রকঞ্চৈব হবুষা চবিকা বচা।। এভির্ঘৃতং বিপক্কন্তু স্থাপয়েদ্ ভাজনে শুভে। পায়য়েৎ ত্রিপলাং মাত্রাং ব্যাধিং বলমবেক্ষ্য চ।। রসকেনাথ যূষেণ পয়সা বাপি ভোজয়েৎ। উপযুক্তে ঘৃতে তস্মিন্ ব্যাধীন্ হন্যাদিমান্ বহূন্।। যকৃৎপ্লীহোদরঞ্চৈব প্লীহশূলং যকৃৎ তথা। কুক্ষিশূলঞ্চ হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলমরোচকম্।। বিবন্ধশূলং শময়েৎ পাণ্ডুরোগং সকামলম্। চ্ছর্দ্যতীসারশূলঘ্নং তন্দ্রাজ্বরবিনাশনম্। মহারোহীতকং নাম প্লীহানং হন্তি দারুণম্।। (অত্র একনৈব জলদ্রোণেন বদরচূর্ণাঢ়কসহিতস্য রোহীতকপলশতস্য ক্কাথঃ করণীয়ঃ, তথৈব নির্দ্দিষ্টত্বাৎ। অন্যে তু জলস্যাল্পত্বমাশঙ্ক্য দ্রোণপদমাবৃত্য রোহীতক পলশতমিত্যনেন তথা বদরাঢ়কমিত্যনেন প্রত্যেকং যোজ্যম্। এতেন একেন জলদ্রোণেন রোহীতকপলশতস্য ক্কাথঃ। অপরেণ বদরাঢ়কস্য চ ক্কাথঃ। ব্যবহারস্ত্বনেনৈব। ইতি শিবদাসঃ)।

ঘৃত ৪ সের। ক্কাথার্থ রোহীতকছাল ১২॥০ সের, কুলশুঁঠ ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। (জলের অল্পত্ব আশঙ্কা করিয়া কেহ বলেন, রোহীতকছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের এবং কুলশুঁঠ ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এইরূপ পৃথক পৃথক ২টি কষায় করিতে হইবে। এই নিয়মেই ব্যবহার করা যায়)। ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, যমানী, হিঙ্গ, ধনে, বিটলবণ,জীরা, কৃষ্ণলবণ (একপ্রকার সচল লবণ), দাড়িমবীজ, দেবদারু, পুনর্নবা, রাখালশসার মূল, যবক্ষার, কুড়, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, হবুষা, চই ও বচ প্রত্যেক ২ তোলা। রোগীর ব্যাধি ও বল বিবেচনা করিয়া ৩ পল পর্য্যন্ত মাত্রা প্রদান করিবে। (ব্যবহার ২ তোলা)। অনুপান মাংসরস, যূষ ও দুগ্ধ প্রভৃতি। ইহা সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহা, প্লীহশূল, যকৃৎশূল, হৃচ্ছূল, পার্শ্বশূল ও অরুচি প্রভৃতি নানা রোগ উপশমিত হয়।

রোহীতকারিষ্টঃ

রোহীতকতুলামেকাং চতুর্দ্রোণে জলে পচেৎ। পাদশেষে রসে পূতে শীতে পলশতদ্বয়ম্।। দদ্যাদ্ গুড়স্য ধাতক্যাঃ পলষোড়শিকা মতা। পঞ্চকোলং ত্রিজাতঞ্চ ত্রিফলাঞ্চ বিনিক্ষিপেৎ।। চূর্ণয়িত্বা পলাংশেন ততো ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ। মাসদূর্দ্ধঞ্চ পিবতাং সর্ব্বোদররুজাং জয়েৎ।। প্লীহগুল্মোদরাষ্ঠীলা-গ্রহণ্যর্শাংসি কামলাম্। কুষ্ঠশোফারুচিহরো রোহীতকারিষ্টসংজ্ঞিতঃ।।

রোহীতকছাল ১২।।০ সের, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া ইহাতে গুড় ২৫ সের গুলিয়া দিয়া তাহাতে ধাইফুল ১৬ পল, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, গুড়ত্বক, এলাইচ, তেজপত্র, হরীতকী, বহেড়া ও আমলা প্রত্যেক ১ পল চূর্ণ করিয়া নিক্ষেপ করিবে এবং একমাস কাল কোন আবৃত ভাণ্ডে রাখিবে। পরে ছাঁকিয়া লইয়া অর্দ্ধছটাক মাত্রায় দিবসে ২-৩ বার পান করিলে সর্ব্বপ্রকার উদররোগ, প্লীহা, গুল্ম, অষ্ঠীলা ও গ্রহণী প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

প্লীহা ও যকৃৎরোগের পথ্যাপথ্য উদররোগের ন্যায় জানিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে প্লীহযকৃদ্‌রোগাধিকারঃ।

শোথাধিকার

শোথ নিদানম্

রক্তপিত্তকফান্ বায়ুর্দুষ্টো দুষ্টান্ বহিঃশিরা। নীত্বা রুদ্ধগতিস্তৈর্হি কুর্য্যাৎ ত্বঙ্মাংসসংশ্রয়ম্।। উৎসেধং সংহতং শোথং তমাহুর্নিচয়াদতঃ। সর্ব্বং হেতুবিশেষৈস্তু রূপভেদান্নবাত্মকম্।। দোষৈঃ পৃথগ্দ্বয়ৈ সর্ব্বৈরভিঘাতাদ্বিষাদপি। তৎপূর্ব্বরূপং দবথুঃ শিরায়ামোহঙ্গগৌরবম্।। শুদ্ধ্যাময়াভুক্তকৃশাবলানাং ক্ষারাম্লতীক্ষ্ণোষ্ণগুরূপসেবা। দধ্যামমৃচ্ছাকবিরোধিদুষ্ট-গরোপসৃষ্টান্ননিষেবণঞ্চ।। অর্শাংস্যচেষ্টা ন চ দেহশুদ্ধির্মর্ম্মোপঘাতো বিষমা প্রসূতিঃ। মিথ্যোপচারঃ প্রতিকর্ম্মণাঞ্চ নিজস্য হেতুঃ শ্বয়থোঃ প্রদিষ্টঃ।। সগৌরবং স্যাদনবস্থিতত্বং সোৎসেধমুষ্মাথ শিরাতনুত্বম্। সলোমহর্ষশ্চ বিবর্ণতা চ সামান্যলিঙ্গং শ্বয়থোঃ প্রদিষ্টম্।। চলস্তনত্বক্ পরুষোহরুণোহসিতঃ সষপ্তিহর্ষার্ত্তিযতোহনিমিত্ততঃ। প্রশাম্যতি প্রোন্নমতি প্রপীড়িতো দিবাবলী চ শ্বয়থুঃ সমীরণাৎ।। মৃদুঃ সগন্ধোহসিতপীতরাগবান্ ভ্রমজ্বরস্বেদতৃষামদান্বিতঃ। য উষ্যতে স্পৃষ্টরুগক্ষিরাগকৃৎ স পিত্তশোথো ভৃশদাহপাকবান্।। গুরুঃ স্থিরঃ পাণ্ডুররোচকান্বিতঃ প্রসেক-নিদ্রাবমিবহ্নিমান্দ্যকৃৎ। স কৃচ্ছ্রজন্মপ্রশমো নিপীড়িতো নচোন্নমেদ্রাত্রিবলী কফাত্মকঃ।। নিদানাকৃতি-সংসর্গাচ্ছ্বয়থুঃ স্যাদ্দ্বিদোষজঃ। সর্ব্বাকৃতিঃ সন্নিপাতোচ্ছোথো ব্যামিশ্রলক্ষণঃ।। অভিঘাতেন শস্ত্রাদি-চ্ছেদভেদক্ষতাদিভিঃ। হিমানিলোদধ্যনিলৈর্ভল্লাতকপিকচ্ছজৈঃ।। রসৈঃ শূকৈশ্চ সংস্পর্শাচ্ছ্বয়থুঃ স্যাদ্বিসর্পবান্। ভৃশোষ্মা লোহিতাভাসঃ প্রায়শঃ পিত্তলক্ষণঃ।। বিষজঃ সবিষপ্রাণি-পরিসর্পণমূত্রণাৎ। দংষ্ট্রাদন্তনখাঘাতাদবিষপ্রাণিনামপি।। বিন্মূত্রশুক্রোপহতমলবদ্বস্ত্রসঙ্করাৎ। বিষবৃক্ষানিলস্পর্শাদ্ গরযোগাবচূর্ণনাৎ।। মৃদুশ্চলোহবলম্বী চ শীঘ্রো দাহরুজাকরঃ। দোষাঃ শ্বয়থমূর্দ্ধং হি কর্ব্বন্ত্যামাশয়স্থিতাঃ।। পক্বাশয়স্থা মধ্যে তু বর্চ্চঃস্থানগতাস্ত্বধঃ। কৃৎস্নদেহমনুপ্রাপ্তাঃ কুর্য্যুঃ সর্ব্বসরং তথা।।

শোথের সম্প্রাপ্তি। কুপিত বায়ু, দুষ্ট রক্ত পিত্ত ও কফকে বহিঃস্থ শিরাসমূহে লইয়া গিয়া এবং স্বয়ং উহাদের দ্বারা অবরুদ্ধগতি হইয়া ত্বঙ্মাংসাশ্রিত সংহতাবয়ব (ঘন) উৎসেধ অর্থাৎ উচ্ছ্রায় উৎপাদন

করে, ইহাকেই শোথ কহে। পূর্ব্বোক্ত রক্ত পিত্ত কফ ও বায়ু ইহারাই শোথপদার্থের উপাদান। হেতবিশেষে অর্থাৎ বাতাদি পৃথক পৃথক দোষে, দ্বন্দ্বদোষে, মিলিত ত্রিদোষে, অভিঘাতে ও বিষসেবনে রূপভেদহেত শোথসকল নয়প্রকার হইয়া থাকে। যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ, পিত্তশ্লেষ্মজ, ত্রিদোষজ, অভিঘাতজ ও বিষজ।

শোথ জন্মিবার পূর্ব্বে সন্তাপ, শিরাবিস্তারবৎ পীড়া ও গাত্রগুরুতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। বমন-বিরেচনাদি শুদ্ধিক্রিয়া, জ্বরাদি ব্যাধি, অভোজন বা বিগুণ ভোজন, এই সকল কারণে কৃশ এবং দুর্ব্বল ব্যক্তি যদি ক্ষার অম্ল তীক্ষ্ণবীর্য্য উষ্ণগুণ ও গুরুদ্রব্য সেবন করে, তাহা হইলে শোথরোগ উৎপন্ন হয়। তদ্রূপ দধি, অপক্ক দ্রব্য, মৃত্তিকা, শাক, ক্ষীরমৎস্যাদি বিরূদ্ধভোজন, দুষ্ট বা বিষমিশ্রিত অন্নাহার, অর্শোরোগ, শ্রমরাহিত্য, বমনবিরেচনাদি দ্বারা শোধনযোগ্য দেহের অশোধন, মর্ম্মাভিঘাত, গর্ভস্রাব এবং বমনাদি পঞ্চকর্ম্মের অসম্যক্‌করণ এই সকল কারণেও শোথ জন্মিয়া থাকে। এ স্থলে বুঝিতে হইবে যে এই শ্লোকোক্ত কারণগুলি নিজ অর্থাৎ বাতাদি দোষজ শোথের হেতু। কিন্তু ইহাদের মধ্যে মর্ম্মাভিঘাত আগন্তু শোথেরও হেতু হইতে পারে।

শোথরোগের সাধারণ লক্ষণ। যথা শোথের স্থিতি, ভার ও স্ফীততা, ইহাদের অনিয়তত্ব আছে অর্থাৎ চিকিৎসা ব্যতিরেকেও কখনও নিবৃত্তি, কখনও বা উৎপত্তি হইয়া থাকে। শোথস্থান উষ্ণ, শিরাব্যাপ্ত ও বিবর্ণ হয় এবং রোগীর রোমাঞ্চ হইয়া থাকে।

বায়ু-জন্য শোথ সঞ্চরণশীল (একস্থানে স্থির থাকে না), পাতলা চর্ম্মবিশিষ্ট, কর্কশ, অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ, স্পর্শশক্তিহীন ও ঝিনিঝিনিবৎ বেদনাবিশিষ্ট হয়। বায়ুর চলত্বহেতু কখনও-কখনও বিনা কারণেও বাতিক শোথ প্রশমিত হইয়া থাকে। ইহা টিপিলে বসিয়া যায়, কিন্তু ছাড়িয়া দিলে পুনরায় উন্নত হইয়া উঠে। এই শোথ দিবাভাগে বলবান্ ও রাত্রিতে শুষ্কপ্রায় হয়।

পৈত্তিক শোথ কোমল, সগন্ধ এবং কৃষ্ণ পীত বা রক্তবর্ণ হয়। ইহা উষ্মবিশিষ্ট, অতি যন্ত্রণাদায়ক ও বিশেষ দাহান্বিত হইয়া পাকিয়া থাকে। ইহাতে রোগীর ভ্রম, জ্বর, ঘর্ম্ম, পিপাসা, মত্ততা ও চক্ষু রক্তিমবর্ণ হয়।

শ্লৈষ্মিক শোথ গুরু অচল ও পাণ্ডুবর্ণ হয়। ইহাতে অরুচি, মুখাদি হইতে জলস্রাব, নিদ্রা, বমি ও অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে। এই শোথ সম্যক্ প্রকাশিত বা সম্যক্ প্রশমিত হইতে অধিক সময় লাগে। ইহা টিপিলে বসিয়া যায়, কিন্তু ছাড়িয়া দিলে উন্নত না-হইয়া নিম্নভাবেই থাকে। কফজ শোথ রাত্রিতে বলবান ও দিবসে শুষ্কপ্রায় হয়।

যে-শোথে দুই দোষের নিদান ও লক্ষণ সমবেত হয়, তাহাকে দ্বিদোষজ এবং যাহাতে তিন দোষের নিদান ও লক্ষণ মিলিত হয়, তাহাকে ত্রিদোষজ জানিবে।

অস্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা ছেদ ভেদ ও ক্ষত প্রভৃতি কারণে যে-শোথ হয়, তাহাকে অভিঘাতজ শোথ কহে। এইরূপ হিম বায়ু, সামুদ্রিক বায়ু, ভেলার রস, আলকুশীর শুঁয়াস্পর্শেও শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল আগন্তুজ শোথ সঞ্চরণশীল, উষ্মবিশিষ্ট, লোহিতবর্ণ ও প্রায় পিত্তলক্ষণাক্রান্ত হয়।

বিষধর প্রাণী শরীরে চলিয়া গেলে বা তাহাদের মূত্র গাত্রে লাগিলে অথবা নির্ব্বিষ প্রাণীদিগের দাড়া দন্ত ও নখাঘাতে আহত হইলে কিংবা মল মূত্র ও শুক্রলিপ্ত মলিন বস্ত্র পরিধান করিলে বা বিষবৃক্ষাগত বায়ুর স্পর্শে অথবা সংযোগজ বিষমিশ্রিত চূর্ণ দ্বারা গাত্রঘর্ষণে শোথ উৎপন্ন হয়। এই প্রকার শোথকে বিষজ শোথ কহে। বিষজ শোথ কোমল, সঞ্চারী, অধোগমনশীল, শীঘ্রজন্মা

এবং দাহ ও বেদনাজনক। এই শোথ আগন্তুজ শোথের অন্তর্ভূত হইলেও বিশেষ লক্ষণ ও চিকিৎসার জন্য পৃথক পঠিত হইয়াছে।

আমাশয়স্থিত দোষ বক্ষস্থল প্রভৃতি উর্ধ্বদেহে; পক্বাশয়স্থ দোষ মধ্যদেহে অর্থাৎ বক্ষস্থল হইতে পক্বাশয় পর্য্যন্ত স্থানে; মলাশয়স্থ দোষ অধোদেহে ও সর্ব্বশরীরগত দোষ সর্ব্বাঙ্গে শোথ উৎপন্ন করে।

শোথ চিকিৎসা

লঙ্ঘনং পাচনং শোথে শিরঃকায়বিরেচনম্। বমনঞ্চ যথাসন্নং যথাদোষং প্রকল্পয়েৎ।। স্নেহোঽথ বাতিকে শোথে বদ্ধবিট্‌কে নিরূহণম্। পয়োঘৃতং পৈত্তিকে তু কফজে রুক্ষণক্রমঃ।।

শোথরোগে দোষানুসারে বিবেচনাপূর্ব্বক লঙ্ঘন, পাচন, নস্য, বিরেচন ও বমনক্রিয়ার ব্যবস্থা করিবে। বায়ুজনিত শোথে স্নেহপ্রয়োগ, মল বদ্ধ থাকিলে নিরূহণ, পৈত্তিক শোথে দুগ্ধ ও ঘৃত পান এবং কফজ শোথে রুক্ষ ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

অথামজং লঙ্ঘনপাচনক্রমৈর্বিশোধনৈরুল্বণদোষমাদিতঃ। শিরোগতং শীর্ষবিরেচনৈরধোবিরেচনৈরূর্দ্ধ-হরৈস্তথোর্দ্ধকম্।। উপাচরেৎ স্নেহভবং বিরুক্ষণৈঃ প্রকল্পয়েৎ স্নেহবিধিঞ্চ রুক্ষিতে।।

আমজনিত শোথে লঙ্ঘন ও পাচন, প্রবল দোষবিশিষ্ট শোথে শোধন ঔষধ, মস্তকগত শোথে নস্য, উর্ধ্বভাগগত শোথে বমনকারক এবং অধোভাগগত শোথে বিরেচনকারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। তৈলঘৃতাদি স্নেহসেবনজনিত শোথে রুক্ষক্রিয়া এবং রুক্ষতানিবন্ধন শোথে স্নিগ্ধক্রিয়া ব্যবস্থেয়।

শুণ্ঠীপুনর্নবৈরণ্ড-পঞ্চমূলীশৃতং জলম্। বাতিকে শ্বয়থৌ শস্তং পানাহারপরিগ্রহে।। দশমূলং সর্ব্বথা চ বাতশোথে বিশেষতঃ।। (পানাহারপরিগ্রহ ইতি অন্নপানসংস্কারে। সর্ব্বথেতি কল্ককাথাদিবিধিনা)।

বাতিক শোথে অন্ন ও পানীয়-সংস্কার বিষয়ে শুঁঠ, পুনর্নবা, এরণ্ডমূল ও বৃহৎপঞ্চমূলীর ক্বাথ প্রশস্ত। এই শোথে দশমূলের কল্ক ও ক্বাথাদি বিশেষ উপকারী।

বাতজে তৈলমেরণ্ডং বিড়্‌গ্রহে পয়সা সহ।।

বাতিক শোথে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে দুগ্ধের সহিত এরণ্ডতৈল পান করিতে দিবে।

গোমূত্রস্য প্রয়োগো বা শীঘ্রং শ্বয়থুনাশনঃ। মাণকন্দকৃতো মণ্ডং প্রায়শশ্চাতিশোথজিৎ।।

গোমূত্রপানে ও মাণমণ্ড সেবন করিলে শোথ শীঘ্র নষ্ট হয়।

পটোলত্রিফলারিষ্ট-দার্ব্বীক্বাথঃ সগুগ্‌গুলু। হন্তি পিত্তকৃতং শোথং তৃষ্ণাজ্বরসমন্বিতম্।।

পলতা, ত্রিফলা, নিমছাল ও দারুহরিদ্রা ইহাদের ক্বাথে ২ মাষা গুগগুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে তৃষ্ণা ও জ্বরযুক্ত পিত্তজ শোথ নিবারিত হইয়া থাকে।

ক্ষীরাশনঃ পিত্তকৃতেঽথ শোথে ত্রিবৃদ্‌গুডূচীত্রিফলাকষায়ম্। পিবেদ্ গবাং মূত্রবিমিশ্রতং বা ফলত্রিকা-চূর্ণমথাক্ষমাত্রম্।। পৃশ্নিপর্ণীঘনোদীচ্যশুণ্ঠীসিদ্ধস্ত পৈত্তিকে।।

পিত্তজনিত শোথে ক্ষীরাশী হইয়া তেউড়ী, গুলঞ্চ ও ত্রিফলার ক্বাথ, কিংবা গোমূত্রের সহিত ২ তোলা পরিমাণে ত্রিফলাচূর্ণ অথবা চাকুলে, মুতা, বালা ও শুঁঠের ক্বাথ পান করিবে।

শীতবীর্য্যৈর্হিমজলৈরভ্যঙ্গাদীংশ্চ কারয়েৎ।। (শীতবীর্য্যাঃ কাকোল্যাদিশারিবাদ্যুৎপলাদিগণাঃ, তৎকৃতৈঃ স্নেহাদিভিরভ্যঙ্গাদীন্ কারয়েৎ)।

পৈত্তিক শোথে কাকোল্যাদি, শারিবাদি ও উৎপলাদি শীতবীর্য্য-ঔষধ-সিদ্ধ তৈলাদি স্নেহ অভ্যঙ্গ ও শীতল জলে অবগাহন করিবে।

সুকৃক্ষীরভাবিতাঃ কৃষ্ণাঃ পথ্যা মূত্রেণ বা যুতাঃ। যোজিতাঃ শময়ত্যাশু শোথং শ্লেষ্মসমুত্থিতম্।।

মনসাসীজের আঠায় পিপুল অথবা গোমূত্রে হরীতকী ভাবনা দিয়া সেবন করিলে কফজ শোথ প্রশমিত হয়।

পুনর্নবাবিশ্বত্রিবৃদ্‌গুডূচীশম্পাকপথ্যামরদারুকল্কম্। শোথে কফোত্থে মহিষাক্ষযুক্তং মূত্রং পিবেদ্বা সলিলং তথৈযাম্।।

শ্লৈষ্মিক শোথে পুনর্নবা, শুঁঠ, তেউড়ী, গুলঞ্চ, সোঁদাল, হরীতকী ও দেবদারু, ইহাদের কল্ক বা ক্কাথ গুগগুলু ও গোমূত্র-সহ পান করিবে।

কফে ত কৃষ্ণাসিকতাপরাণ-পিণ্যাকশিগ্রুত্বগুমাপ্রলেপঃ। কলত্থশুণ্ঠীজলমূত্রসেকশ্চণ্ডাগুরুভ্যামন-লেপনঞ্চ।।(কৃষ্ণাদিভির্মূত্রপিষ্টৈর্লেপঃ। তথা কুলত্থশুণ্ঠীক্কাথেন, তথা গোমূত্রেণ কুলত্থশুণ্ঠীসিদ্ধেন সেকঃ কার্য্যাঃ। অত্র সিকতা বালুকা। ইতি শিবদাসঃ। অনুলেপনং স্নানানন্তরমেব লেপনম্ ইতি চক্রঃ)।

কফজ শোথে পিপুল, বালুকা, পুরাতন সর্ষপ-খৈল, সজিনার ছাল ও তিসি এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ; কুলত্থ ও শুঁঠের ক্কাথ দ্বারা কিংবা কুলত্থ ও শুঁঠের সহিত সিদ্ধ গোমূত্র দ্বারা পরিষেক এবং চোরপুষ্পী ও অগুরু পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা অনুলেপন (চক্রের মতে স্নানানন্তর অনুলেপন) কর্ত্তব্য।

মিশ্রে মিশ্রক্রমং কুর্য্যাৎ সর্ব্বজে সর্ব্বমেব হি। বিল্বপত্ররসং পূতং শোষণং ত্রিভবে পিবেৎ।।

দ্বিদোষজ শোথে দোষদ্বয়ের এবং ত্রিদোষজ শোথে দোযত্রয়ের মিলিত চিকিৎসা করিবে। বিল্বপত্রের রস ছাঁকিয়া ত্রিকটুচূর্ণের সহিত সেবন করিলেও ত্রিদোষজ শোথ বিনষ্ট হয়।

নিম্বপত্ররসং পাতুং শোষণং শ্বয়থৌ ত্রিজে। বিট্‌সঙ্গে চৈব দুর্নাম্নি বিদধ্যাৎ কামলাসু চ।।

মরিচচূর্ণের সহিত নিমপাতার রস পান করিলে সান্নিপাতিক শোথ, মলবদ্ধতা, অর্শ ও কামলা প্রশমিত হয়।

ভূনিম্বদারুচূর্ণং জগ্ধ্বা পেয়ঃ পুনর্নবাক্কাথঃ। অপহরতি নিয়তমাশু শোথং সার্ব্বাঙ্গিকং নৃণাম্।।

চিরতা ও দেবদারুচূর্ণ খাইয়া পুনর্নবার ক্কাথ পান করিলে সার্ব্বাঙ্গিক শোথ নিবারিত হইয়া থাকে।

শোথনুৎ কোকিলাক্ষস্য ভস্ম মূত্রেণ চাম্ভসা।।

কফজ শোথে গোমূত্রের সহিত এবং পিত্তজ শোথে জলের সহিত কুলেখাড়াভস্ম পান করিবে।

শোথে ত্বাগন্তুজে কুর্য্যাৎ সেকলেপাদি শীতলম্। ভল্লাতকং হরেচ্ছোথং সতিলা কৃষ্ণমৃত্তিকা।। মহীষীক্ষীর-সংপিষ্টা নবনীতসমন্বিতা।।

আগন্তুজ শোথে শীতল পরিষেক ও লেপাদি ব্যবস্থা করিবে। ভল্লাতকজ শোথে তিল ও কৃষ্ণমৃত্তিকা মহিষীর দুগ্ধে পেষিত ও নবনীত সংযুক্ত করিয়া তাহার লেপ দিবে।

তিলৈর্লিপ্তঃ শমং যাতি শোথো ভল্লাতকোত্থিতঃ। যষ্টিদুগ্ধতিলৈর্লেপো নবনীতেন সংযুতঃ। শোথমারুষ্করং হন্তি চূর্ণৈঃ[1] শালদলস্য চ।।

১. বৃন্তৈঃ শালদলস্য বা ইতি বৃন্দধৃতঃ পাঠঃ।

ভল্লাতকজ শোথে তিলকঙ্কের লেপ, কিংবা যষ্টিমধু ও তিল মহিষীর দুগ্ধে পেষিত ও তাহাতে মাখন সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা লেপ দিবে। শালপত্রচূর্ণের দ্বারা মর্দ্দন করিলেও ভেলাজনিত শোথ প্রশমিত হয়।

পথ্যাদিক্বাথঃ

পথ্যানিশাভার্গ্যমৃতাগ্নিদার্ব্বী-পুনর্নবাদারুমহৌষধানাম্। ক্বাথং প্রসহ্যোদরপাণিপাদ-মুখাশ্রিতং হন্ত্যচিরেণ শোথম্।।

হরীতকী, হরিদ্রা, বামুনহাটী, গুলঞ্চ, চিতা, দারুহরিদ্রা, পুনর্নবা, দেবদারু ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ পান করিলে উদর, হস্ত, পদ ও মুখগত শোথ অচিরে বিনষ্ট হয়।

ফলত্রিকোদ্ভবং ক্বাথং গোমূত্রেণৈব সাধিতম্। বাতশ্লেষ্মোদ্ভবং শোথং হন্যাদ্ বৃষণসম্ভবম্।।

ত্রিফলা ২ তোলা, গোমূত্র অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া, এই ক্বাথ পান করিলে বাতশ্লেষ্মজনিত কোষসংশ্রিত শোথ নষ্ট হয়।

সেকস্তথার্কবর্ষাভূ-নিম্বক্বাথেন শোথহৃৎ। গোমূত্রেণাপি কুর্ব্বীত সুখোষ্ণেনাবসেচনম্।। পুনর্নবা দারু শুণ্ঠী শিগ্রুঃ সিদ্ধার্থকস্তথা। অম্লপিষ্টঃ সুখোষ্ণোহয়ং প্রলেপঃ সর্ব্বশোথহৃৎ।।

আকন্দ, পুনর্নবা ও নিম ইহাদের ক্বাথ দ্বারা বা ঈষদুষ্ণ গোমূত্র দ্বারা পরিষেক করিলে অথবা পুনর্নবা, দেবদারু, শুঁঠ, সজিনার ছাল ও শ্বেত সর্ষপ, এই সকল দ্রব্য কাঁজিতে পেষিত ও ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার শোথ বিনষ্ট হয়।

গুড়ার্দ্রকং বা গুড়নাগরং বা গুড়াভয়াং বা গুড়পিপ্পলীং বা। কর্ষাভিবৃদ্ধ্যা ত্রিপলপ্রমাণং খাদেন্নরঃ পক্ষমথাপি মাসম্।। শোথপ্রতিশ্যায়গলাস্যরোগান্ সশ্বাসকাসারুচিপীনসাদীন্। জীর্ণজ্বরার্শোগ্রহণী-বিকারান্ হন্যাৎ তথান্যান্ কফবাতরোগান্।।

গুড় ও আদা বা গুড় ও শুঁঠ অথবা গুড় ও হরীতকী কিংবা গুড় ও পিপুল এই চতুর্ব্বিধ যোগ ২ তোলা পরিমাণে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন দুই-দুই তোলা বর্দ্ধিত করিয়া ২৪ তোলা পর্য্যন্ত সেবন করিবে। এইরূপে ১৫ দিন বা একমাস সেবন করিলে শোথ, প্রতিশ্যায়, গলরোগ, মুখরোগ, শ্বাস, কাস, অরুচি, পীনস, জীর্ণজ্বর, অর্শ ও গ্রহণীরোগ এবং বাতশ্লেষ্মজনিত অন্যান্য তাবৎ রোগ প্রশমিত হয়। (এক্ষণে উক্তরূপ মাত্রা ব্যবহৃত হয় না, বৃদ্ধ বৈদ্যগণ বিবেচনা করিয়া উহার সিকি মাত্রা পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিয়া থাকেন)।

কণানাগরজং চূর্ণং সগুড়ং শোথনাশনম্। আমাজীর্ণপ্রশমনং শূলঘ্নং বস্তিশোধনম্।।

পিপুল ও শুঁঠচূর্ণ গুড়ের সহিত সেবন করিলে শোথরোগ বিনষ্ট হয়। ইহা আমাজীর্ণ-প্রশমক, শূলনাশক ও বস্তিবিশোধক।

গুড়াৎ পলত্রয়ং গ্রাহ্যং শৃঙ্গবেরপলত্রয়ম্। শৃঙ্গবেরসমা কৃষ্ণা লৌহবিট্‌তিলয়োঃ পলম্। চূর্ণমেতৎ সমুদ্দিষ্টং সর্ব্বশ্বয়থুনাশনম্।।

গুড় দেড় পোয়া, শুঁঠচূর্ণ দেড় পোয়া, পিপুলচূর্ণ দেড় পোয়া, মণ্ডুরচূর্ণ অর্দ্ধ পোয়া ও তিলচূর্ণ অর্দ্ধ পোয়া, এই সকল চূর্ণ মিলিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শোথ বিনষ্ট হয়।

বৃশ্চীরদেবদ্রুমনাগরৈর্বা দন্তীত্রিবৃৎত্র্যুষণচিত্রকৈর্বা। দুগ্ধং সুসিদ্ধং বিধিনা নিপীতং গীতং পরং শোথহরং ভিষগ্‌ভিঃ।।

শ্বেত পুনর্নবা, দেবদারু ও শুণ্ঠী দ্বারা কিংবা দন্তী, তেউড়ী, ত্রিকটু ও চিতা দ্বারা যথাবিধানে দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিলে শোথ নিবারিত হয়।

বিশ্বং গুড়েন তুল্যং বৃশ্চীররসানুপানমভ্যস্তম্। বিনিহন্তি সর্ব্বশোথং ঘনবৃন্দং চণ্ডবায়ুরিব।।

শুঁঠ ও গুড় সমভাগে সেবন করিয়া পুনর্নবার রস অনুপান করিলে সকলপ্রকার শোথরোগ প্রচণ্ড বায়ু-প্রতিসারিত মেঘবৃন্দের ন্যায় নিরাকৃত হয়।

স্থলপদ্মময়ং কল্কং পয়সালোড্য পায়য়েৎ। প্লীহাময়হরঞ্চৈব সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গশোথজিৎ।। (স্থলপদ্মং মাণকন্দঃ, স চ পুরাণো গ্রাহ্য ইতি শিবদাসঃ)।

পুরাতন মাণের মূলচূর্ণ দুগ্ধের সহিত আলোড়ন করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বাঙ্গ ও একাঙ্গজাত শোথ নিবারিত হয়।

সিংহস্যাদিঃ

সিংহাস্যামৃতভণ্টাকী ক্কাথং কৃত্বা সমাক্ষিকম্। পীত্বা শোথং জয়েজ্জন্তুঃ শ্বাসং কাসং জ্বরং বমিম্।।

বাসকমূলের ছাল, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী ইহাদের ক্বাথ মধু-সহ পান করিলে শোথ, শ্বাস, কাস, জ্বর ও বমি নিবারিত হয়।

পুনর্নবাষ্টক ক্বাথঃ

পনর্নবানিম্বপটোলশুণ্ঠীতিক্তামৃতাদার্ব্বভয়াকষায়ঃ। সর্ব্বাঙ্গশোথোদরপার্শ্বশূলশ্বাসান্বিতং পাণ্ডুগদং নিহন্তি।।

পুনর্নবা, নিমছাল, পটোলপত্র, শুঁঠ, কটকী, গুলঞ্চ, দেবদারু ও হরীতকী ইহাদের ক্বাথ পান করিলে সার্ব্বাঙ্গিক শোথ, উদররোগ, পার্শ্বশূল, শ্বাস ও পাণ্ডুরোগের শান্তি হয়।

দারুগুগ্‌গুলুশুণ্ঠীনাং কল্কো মূত্রেণ শোথজিৎ। বর্ষাভূশৃঙ্গবেরাভ্যাং কল্কো বা সর্ব্বশোথজিৎ।।

দেবদারু, গুগগুলু ও শুঁঠ ইহাদের কল্ক গোমূত্রের সহিত কিংবা পুনর্নবা ও শুঁঠ এই উভয়ের ক্বাথ-সহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শোথরোগ নিবারিত হয়।

পুনর্নবা নিম্বপত্রং নিষ্পাবপারিভদ্রকে। এতৈশ্চ পটসংস্বেদং শোথং হন্তি সদারুণম্।। অপামার্গং কোকিলাক্ষো নির্গুণ্ডী বিজয়া তথা। এতৈরপি পুটিস্বেদঃ শোথং হন্তি সুদারুণম্।।

পুনর্নবা, নিমপাতা, শিমপাতা ও পালিধা অথবা আপাং, কুলেখাড়া, নিসিন্দা ও জয়ন্তী এই সমুদায় দ্রব্য পোট্টলীবদ্ধ করিয়া স্বেদ প্রদান করিলে প্রবল শোথ নিবারিত হয়।

পুনর্নবাদি চূর্ণম্

পুনর্নবা দার্ব্বভয়া পাঠা বিল্বং শ্বদংষ্ট্রকা। বৃহত্যৌ দ্বে রজন্যৌ দ্বে পিপ্পল্যৌ চিত্রকং বৃষঃ।। সমভাগনি সংচূর্ণ্য গব্যং মূত্রেণ না পিবেৎ। বহুপ্রকারং শ্বয়থুং সর্ব্বগাত্রবিসারিণম্।। হন্তি শোথোদরাণ্যষ্টৌ ব্রণাংশ্চৈ-বোদ্ধতানপি।। (বিল্বস্য মূলম্)।

পুনর্নবা, দেবদারু, হরীতকী, আকনাদি, বিল্বমূল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল, গজপিপুল, চিতামূল ও বাসকছাল, এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণ করিয়া গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে শোথ, উদর ও ব্রণরোগ নষ্ট হয়।

শোথারি চূর্ণম্

শুষ্কমূলমপামার্গস্ত্রিকটুস্ত্রিফলা তথা। দন্তী চ ত্রিমদশ্চৈব প্রত্যেকঞ্চ সমং সমম।। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় বিল্বপত্ররসেন চ। পাণ্ডুরোগং নিহন্ত্যাশু শোথঞ্চৈব সুদারুণম্।।

শুষ্কমূলা, আপাঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, চিতামূল ও মুতা, এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা। অনুপান বিল্বপত্রের রস। প্রাতঃকালে সেবনীয়। ইহাতে পাণ্ডুরোগ ও সুদারুণ শোথ প্রশমিত হয়।

শোথোদরে পুনর্নবাদিগুগ্‌গুলুঃ

পুনর্নবাং দার্ব্বভয়াং গুড়ূচীং পিবেৎ সমূত্রাং মহিষাক্ষযুক্তাম্। ত্বগ্‌দোষশোথোদরপাণ্ডুরোগস্থৌল্য-প্রসেকোর্দ্ধকফাময়েষু।। (সর্ব্বচূর্ণসমো গুগ্‌গুলুঃ, এরণ্ডতৈলেন পিষ্টয়িত্বা একীকৃত্য স্থাপ্যম্। অনুরূপং গোমূত্রেণ পেয়ম্)।

পুনর্নবা, দেবদারু, হরীতকী, গুলঞ্চ প্রত্যেক ১ তোলা, মহিষাক্ষ গুগগুলু ৪ তোলা। এরণ্ডতৈলের সহিত গুগগুলু মাড়িয়া উল্লিখিত চূর্ণসকল উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। গোমূত্রের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেব্য। ইহাতে ত্বকের বিকৃতি, শোথ, উদর, পাণ্ডু প্রভৃতি নানা রোগের উপশম হইয়া থাকে।

পুনর্নবাদি লেহঃ

পুনর্নবামৃতাদারু-দশমূলরসাঢ়কে। আর্দ্রকস্বরসপ্রস্থে গুড়স্য চ তুলাং পচেৎ।। তৎ সিদ্ধং ব্যোষপত্রৈলা-ত্বক্‌চব্যৈঃ কার্ষিকৈঃ পৃথক্। চূর্ণীকৃতৈঃ ক্ষিপেচ্ছীতে মধুনঃ কুড়বং লিহেৎ।। লেহঃ পৌনর্নবো নাম শোথশূলনিসূদনঃ। কাসশ্বাসরুচিহরো বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনঃ।। (মধুনঃ কুড়বমষ্টৌ পলানি। ইতি শিবদাসঃ।)

পুনর্নবা, গুলঞ্চ, দেবদারু ও দশমূল এই সমুদায় ৮ সের, পাকের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। আদার রস ৪ সের। এই উভয় দ্রব্যে পুরাতন গুড় ১২।।০ সের গুলিয়া ছাঁকিয়া লইয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, তেজপত্র, এলাইচ, গুড়ত্বক ও চই, প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা করিয়া প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে মধু ১ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে শোথ ও শূল প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হইয়া বল বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

শোথারি মণ্ডুরম্

গোমূত্রশুদ্ধমণ্ডুরং নির্গুণ্ডীরসভাবিতম্। মাণকার্দ্রককন্দা নাং রসেষ্বপি চ ভাবয়েৎ।। ত্রিফলাব্যোষচব্যানাং চূর্ণং কর্ষদ্বয়ং পৃথক্। চূর্ণাদ্ দ্বিগুণমণ্ডুরং গোমূত্রেঽষ্টগুণে পচেৎ।। সিদ্ধে চূর্ণং ক্ষিপেচ্ছীতে মধুনশ্চ পলদ্বয়ম্। নিহন্তি সর্ব্বজং শোথং সর্ব্বাঙ্গোত্থং ন সংশয়ঃ।। (গ্রন্থান্তরেঽস্য গোমূত্রমণ্ডুরমিতি সংজ্ঞা)।

গোমূত্রে ৭ বার শোধিত মণ্ডুর ৭ পল, নিসিন্দা, মাণ, আদা ও বনওলের রসে যথাক্রমে ৩ বার ভাবনা দিয়া ৭ সের গোমূত্রে পাক করিবে। পরে হাতায় লাগে এরূপ গাঢ় হইলে তাহাতে ত্রিফলা, ত্রিকটু ও চই এই ৭ দ্রব্যের প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু ২ পল মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্বদোষোৎপন্ন শোথ প্রশমিত হয়।

অগ্নিমুখমণ্ডুরম্

পলদ্বাদশমণ্ডুরং গোমূত্রেঽষ্টগুণে পচেৎ। পঞ্চকোলং দেবদারু মস্তং ব্যোষং ফলত্রয়ম্।। বিড়ঙ্গং

পলমাত্রস্তু পাকান্তে চূর্ণিতং ক্ষিপেৎ। পায়য়েদক্ষমাত্রস্তু তক্রেণ সহ বুদ্ধিমান্।। অসাধ্যং শ্বয়থুং হন্তি পাণ্ডুরোগং চিরোদ্ভবম্। স্বয়মগ্নিমুখং নাম সর্পিঃক্ষৌদ্রেণ মর্দ্দয়েৎ।।

শোধিত মণ্ডুর ১২ পল, পাকার্থ গোমূত্র ১২ সের। প্রক্ষেপার্থ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, দেবদারু, মুতা, ত্রিকটু ত্রিফলা ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ পল। ইহা ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া তক্রের সহিত সেব্য। মাত্রা ২ তোলা। ইহা সেবন করিলে অসাধ্য শোথ ও চিরজাত পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয়।

রসাভ্রমণ্ডুরম্

গন্ধকাস্বরসূতানাং প্রত্যেকং শুক্তিসম্মিতম্। সংশোধ্য চূর্ণিতং কৃত্বা মণ্ডুরং মুষ্টিকদ্বয়ম্।। প্রসৃতঞ্চ হরীতক্যাঃ পাষাণজতুনঃ পিচুম্। তোলকং কান্তলৌহস্য সর্ব্বং রৌদ্রে বিভাবয়েৎ।। ভৃঙ্গরাজরসপ্রস্থে কেশরাজরসে তথা। নির্গুণ্ডীমাণকন্দানামার্দ্রকস্য রসেম্বপি।। ত্রিকটুত্রিফলাচব্য-মুস্তাকানাং পৃথক্পৃথক্। কর্ষং কর্ষং ক্ষিপেচ্চূর্ণং মর্দ্দয়েন্মধুসর্পিষা। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় মাত্রয়া যুক্তিতঃ পুমান্। নিহন্তি সর্ব্বজং শোথং সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গসংশ্রয়ম্।। কাসশ্বাসতৃষাদাহ-মোহচ্ছর্দ্দিযুতং তথা। অম্লপিত্তং নিহন্ত্যেব শূলমষ্টবিধং জয়েৎ।। অগ্নিবৃদ্ধিকরং বৃষ্যং হৃদ্যং বাতানলোমনম্। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শ্লেষ্মকুষ্ঠারুচিজ্বরম্। প্লীহগুল্মোদরং হন্তি গ্রহণীং সপ্রবাহিকাম্।। (নির্গুণ্ড্যাদীনাং রসৈঃ প্রত্যেকমার্দ্রীকরণক্ষমৈর্ভাবয়িত্বা কিঞ্চিদার্দ্রতায়াং ত্রিকট্বাদীনাং চূর্ণং প্রত্যেকং কর্ষং দত্ত্বা পুনঃ পিষ্ট্বা কোলপ্রমাণা বটিকাঃ কৃত্বা একৈকাং ঘৃতমধুভ্যাং মর্দ্দয়িত্বা ভক্ষয়েৎ; পুনর্নবাক্কাথং প্রক্ষিপ্তযবক্ষারমনুপিবেৎ)।

গন্ধক, অভ্র ও পারদ প্রত্যেক ৪ তোলা; শোধিত মণ্ডূরচূর্ণ ২ পল, হরীতকীচূর্ণ ২ পল, শিলাজতু ২ তোলা ও কান্তলৌহ ১ তোলা; এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া ভীমরাজের রস ৪ সের, কেশুরিয়ার রস ৪ সের এবং নিসিন্দা, মাণমূল, ওল ও আদা এই সমুদায়ের আর্দ্রীকরণোপযুক্ত রসে ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া কিঞ্চিৎ আর্দ্র থাকিতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই ও মুতা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় (৪ আনা প্রমাণ) বটিকা করিবে। অনুপান ঘৃত ও মধু। (সেবনান্তে পুনর্নবার ক্বাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে)। ইহাতে সর্ব্বদোষজাত ও সর্ব্বাঙ্গগত শোথ, কাস, শ্বাস, তৃষ্ণা ও দাহাদি নানা রোগ নষ্ট হইয়া অগ্নি বৃদ্ধি হয়। ইহা বৃষ্য, বাতানুলোমক ও হৃদ্য।

কংসহরীতকী (দশমূল হরীতকী)

দ্বিপঞ্চমূলস্য পচেৎ কষায়ে কংসেহভয়ানাঞ্চ শতং গুড়াচ্চ। লেহে সুসিদ্ধে চ বিনীয় চূর্ণং ব্যোষং ত্রিসৌগন্ধ্যমুষাস্থিতে চ।। প্রস্থার্দ্ধমানং মধুনঃ সুশীতে কিঞ্চিচ্চ চূর্ণাদপি যাবশূকাৎ। একাভয়াং প্রাশ্য ততশ্চ লেহাচ্ছুক্তিং নিহন্তি শ্বয়থুং প্রবৃদ্ধম্।। শ্বাসজ্বরারোচকমেহগুল্মপ্লীহত্রিদোষোদরপাণ্ডুরোগান্। কার্শ্যামবাতবসৃগম্লপিত্তং বৈবর্ণ্যমূত্রানিলশুক্রদোষান্।। (কংসে আঢ়কে ইতি চক্রঃ)।

মিলিত দশমূল ৮ সের, শ্লথ-পোট্টলীবদ্ধ হরীতকী ১০০টি, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া তাহাতে পুরাতন গুড় ১২।।০ সের গুলিয়া পুনর্ব্বার ছাঁকিয়া উহাতে উক্ত সিদ্ধ হরীতকী ১০০টি দিয়া মৃৎপাত্রে পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে ত্রিকটু ও যবক্ষার মিলিত ৪ পল (যবক্ষারের মাত্রা কিছু কম, বৃন্দের মতে ২ তোলা), গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ প্রত্যেক ২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে মধু ২ সের মিশ্রিত করিবে। প্রত্যহ ঐ হরীতকীর এক-একটি ও ৪ তোলা পরিমাণে লেহ সেবনীয়। ইহাতে শোথ, শ্বাস, অরুচি, মেহ ,গুল্ম, প্লীহা, ত্রিদোষজ উদর ও

শুক্রাদির দোষ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়। ইহার অপর নাম দশমূল হরীতকী।

ক্ষারগুড়িকা

ক্ষারদ্বয়ং স্যাল্লবণানি চত্বার্য্যয়োরজো ব্যোষফলত্রিকে চ। সপিপ্পলীমূলবিড়ঙ্গসারং মুস্তাজমোদামরদারু-বিল্বম্।। কলিঙ্গকশ্চিত্রকমূলপাঠে যষ্ট্যাহ্বয়ং সাতিবিষং পলাংশম্। সহিঙ্গুকর্ষং তনু শুষ্কচূর্ণং দ্রোণং তথা মূলকশুণ্ঠকানাম্।। স্যাদ্ভস্মনস্তৎ সলিলেন সাধ্যমালোড্য যাবদ্ঘনমপ্যদগ্ধম্। স্ত্যানং ততঃ কোলসমাঞ্চ মাত্রাং কৃত্বা সশুষ্কাং বিধিনা প্রযুঞ্জ্যাৎ।। প্লীহোদরশ্বিত্রহলীমকার্শঃপাণ্ডাময়ারোচক-শোথশোষান্। বিসূচিকাগুল্মগরাশ্মরীশ্চ সশ্বাসকাসান্ প্রণদেৎ সকষ্ঠান্।। সৌবর্চ্চলং সৈন্ধবঞ্চ বিড়মৌদ্ভিদমেব চ। চতুর্লবণমত্র স্যাজ্জলমষ্টগুণং ভবেৎ।। (অত্র মূলকভস্মদ্রোণে ষড়্দ্রোণং বা জলং দত্ত্বা ত্রিভাগাবশিষ্টমর্দ্ধভাগাবশিষ্টং বা কার্য্যম্। ততঃ পরিস্রাব্যম্, ততঃ ক্ষারদ্বয়াদিচূর্ণাপেক্ষয়া চতুর্গুণং ক্ষারজলং গৃহীত্বা পক্তব্যম্। পাকাচ্চ ঘনীভূতে ক্ষারদ্বয়াদিচূর্ণপ্রক্ষেপঃ। ইতি শিবদাসঃ)।

যবক্ষার, সাচিক্ষার, চতুর্লবণ (সচল, সৈন্ধব, বিট ও ঔদ্ভিদ লবণ), লৌহচূর্ণ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, পিপুলমূল, বিড়ঙ্গ, মুতা, যমানী, দেবদারু, বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, চিতামূল, আকনাদি, যষ্টিমধু ও আতইচ প্রত্যেক ১ পল, হিঙ্গু ২ তোলা গ্রহণ করিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। পরে শুষ্ক মূলা ভস্ম করিয়া ৩২ সের গ্রহণ করিবে। উক্ত ভস্ম ৩৮৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধেক কিংবা ৩ ভাগের ১ ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে ঐ ক্বাথ বস্ত্রপূত করিয়া তাহা হইতে ক্ষারাদি চূর্ণের ৪ গুণ জল গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। ঘন হইলে পূর্ব্বকৃত চূর্ণসকল প্রক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়নের পর পাক শেষ হইলে ২ তোলা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে প্লীহা, উদর, অর্শ, শোথ প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

রসপ্রয়োগঃ

ত্র্যুষণাদ্য লৌহম্

অয়োরজস্ত্র্যুষণযাবশূকং চূর্ণঞ্চ পীতং ত্রিফলারসেন। শোথং নিহন্যাৎ সহসা নরস্য যথানির্বৃক্ষমুদীর্ণ-বেগঃ।। (ত্র্যুষণাদিলৌহে সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহমিতি রঃ টীঃ)।

ত্রিকটু, যবক্ষার এবং উভয়ের সমান লৌহচূর্ণ একত্র ও চূর্ণ করিয়া ত্রিফলার রসের সহিত সেবন করিলে সহসা শোথ নিবারিত হয়।

ত্রিকট্বাদি লৌহম্

ত্রিকটত্রিফলাদন্তী-মার্গত্রিমদশুণ্ঠকৈঃ। পনর্নবাসমাযক্তং যক্তং হন্তি সদারুণম্।। (ত্রিকট্বাদিলৌহে শুণ্ঠকৈরিতি মূলকশুণ্ঠকৈঃ। লৌহমত্র সর্ব্বচূর্ণসমম্। ইতি রসেন্দ্রসারঃ)।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তীমূল, আপাং, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, মুতা, শুষ্কমূলা ও পুনর্নবা প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ; চূর্ণসমষ্টির সমান লৌহ। সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া লইবে। ইহাতে শোথাদি পীড়া নষ্ট হইয়া থাকে।

শোথভস্ম লৌহম

ত্রিকটু ত্রিফলা দ্রাক্ষা পৌষ্করং সজলং শটী। লৌহং বচা লবঙ্গঞ্চ শৃঙ্গী ত্বক্ শতপুষ্পিকা।। বিভীতকং বিড়ঙ্গঞ্চ ধাতকীপুষ্পমেব চ। এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।। সর্ব্বদ্রব্যসমঞ্চাত্র সুশুদ্ধং
। কুটজস্য রসেনাপি ম্রক্ষয়েৎ পরিযত্নতঃ।। বেষ্টিতং জম্বুপত্রেণ পঙ্কেন পরিলেপয়েৎ।

তততা গজপুটে পক্কা স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ।। প্রাতঃকালে শুচির্ভূত্বা ভক্ষয়েচ্ছুক্তিমানতঃ। নিহন্তি সর্ব্বজং শোথং গ্রহণীঞ্চ বিশেষতঃ।। উদরেষু চ সর্ব্বেষু শোথেষু বিধানতঃ। বিবিধা ব্যাধয়শ্চান্যে সেবনাদ্ যান্তি সাধ্যতাম্।।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, কুড়, বালা, শটী, লৌহ, বচ, লবঙ্গ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, গুড়ত্বক, শুলফা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, ধাইফুল প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ, সর্ব্বসমান শোধিত মণ্ডুর। এই সমুদায় দ্রব্য কুড়চিছালের রসে মর্দ্দন করিয়া জামপত্রে বেষ্টন ও তাহাতে পঙ্কলেপ প্রদানপূর্ব্বক যথাবিধি গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে উদ্ধার করিয়া লইবে। প্রাতঃকালে শুচি হইয়া ৪ তোলা (যথোপযুক্ত) মাত্রায় ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শোথ, গ্রহণী ও উদর প্রভৃতি বিবিধ রোগ নিবারিত হয়।

কটুকাদ্য লৌহম্

কটুকং ত্র্যষণং দন্তী বিড়ঙ্গং ত্রিফলা তথা। চিত্রকো দেবদারুশ্চ ত্রিবৃদ্বারণপিপ্পলী।। চূর্ণান্যেতানি তুল্যানি দ্বিগুণং স্যাদয়োরজঃ। ক্ষীরেণ পীতমেতচ্চ শ্রেষ্ঠং শ্বয়থুনাশনম্।। (সর্ব্বচূর্ণাদ্দ্বিগুণং লৌহম্)।

কটকী, ত্রিকট, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, চিতামূল, দেবদারু, তেউড়ী ও গজপিপ্পলী, প্রত্যেক সমভাগ; সর্ব্বদ্বিগুণ লৌহ। ছাগদুগ্ধের সহিত সেবনীয়। ইহাতে শোথ শুষ্ক হয়।

সুবর্চ্চলাদ্যং লৌহম্

সুবর্চ্চলা ব্যাঘ্রনখং চিত্রকঃ কটুরোহিণী। চব্যঞ্চ দেবকাষ্ঠঞ্চ দীপ্যকং লৌহমেব চ। শোথং পাণ্ডুং তথা কাসমুদরাণি নিহন্তি চ।।

হুড়হুড়ে, ব্যাঘ্রনখী, চিতা, কটকী, চই, দেবদারু, বনযমানী ও লৌহ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাতে শোথ, পাণ্ডু, কাস ও উদর প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

শোথারিঃ

হিঙ্গুলং জয়পালঞ্চ মরিচং টঙ্গণং কণাম্। সংমর্দ্দ্য বল্লঃ সঘৃতঃ সর্ব্বশোথহরঃ পরঃ।।

হিঙ্গুল, জয়পাল, মরিচ, সোহাগার খই ও পিপুল সমভাগে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা ঘৃত-সহ সেবন করিলে সকলপ্রকার শোথ নষ্ট হয়।

ত্রিনেত্রাখ্যো রসঃ

টঙ্গণং শোধিতং গন্ধং মৃতশুল্বায়সং রসম্। দিনৈকমার্দ্রকদ্রাবৈর্মর্দ্দ্যং লঘুপুটে পচেৎ। ত্রিনেত্রাখ্যো রসো নাম চাসাধ্যং শ্বয়থুং জয়েৎ। বল্লমাত্রং পিবেচ্চানু এরণ্ডশিখরীরসম্।।

পারদ, গন্ধক, সোহাগার খই, তাম্র ও লৌহ এই সমুদায় দ্রব্য ১ দিন আদার রসে মর্দ্দন করিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি প্রমাণ। অনুপান এরণ্ড ও আপাঙ্গের রস। ইহাতে অসাধ্য শোথও নিবারিত হয়।

শোথকালানলো রসঃ

চিত্রং কুটজবীজঞ্চ শ্রেয়সী সৈন্ধবং তথা। পিপ্পলী দেবপুষ্পঞ্চ সজাতীফলটঙ্গণম্।। লৌহমভ্রং তথা গন্ধং পারদেনৈব মিশ্রিতম্। এতেষাং কর্ষমাত্রেণ বটীং গুঞ্জামিতাং শুভাম্।। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় কোকিলাক্ষরসেন তু। জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা।। কাসং শ্বাসং তথা শোথং প্লীহানং হন্তি দুস্তরম্। মেহং মন্দানলং শূলং সংগ্রহগ্রহণীং তথা।। অবশ্যং নাশয়েচ্ছোথং কর্দ্দমং ভাস্করো যথা। শোথকালানলো নাম রোগানীকবিনাশনঃ।।

চিতামূল, ইন্দ্রযব, গজপিপ্পলী, সৈন্ধব, পিপুল, লবঙ্গ, জায়ফল, সোহাগা, লৌহ, অভ্র, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমস্ত মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান কুলেখাড়ার রস। ইহাতে জ্বর, কাস, শ্বাস, মেহ, শোথ ও প্লীহা প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

শোথাঙ্কুশো রসঃ

রসেন্দ্রগন্ধং মৃতলৌহতাম্রং নাগং তথাভ্রং সমসংখ্যকঞ্চ। নির্গুণ্ডিকাস্ফোতকপিত্থচিঞ্চা-পুনর্নবাশ্রীফল-কেশরাজম্।। এষাং রসৈর্ভাবিতমেকশশ্চ কোলপ্রমাণা বটিকা বিধেয়া। শোথজ্বরারোচকপাণ্ডুরোগং সর্ব্বাঙ্গশোথং বিনিবারয়েচ্চ।। পিত্তান্বিতান্ বাতভবান্ কফোত্থান্ শোথাঙ্কুশো নাম নিহন্তি রোগান্।।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সীসা ও অভ্র প্রত্যেক সমভাগে মিশ্রিত করিয়া নিসিন্দা, হাফরমালী, কয়েৎবেলের ছাল, তেঁতুলছাল, পুনর্নবা, বেলছাল ও কেশুরিয়া এই সমুদায়ের রসে যথাক্রমে একবার করিয়া ভাবনা দিয়া কুলপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে শোথ, জ্বর, অরুচি, পাণ্ডু এবং বাতজ, পিত্তজ ও শ্লেষ্মজ সর্ব্বপ্রকার রোগ উপশমিত হয়।

পঞ্চামৃতরসঃ

শুদ্ধসূতং সমাদায় গন্ধকং ভাগতঃ সমম। ত্রিভাগং টঙ্গণং দেয়ং বিষং ভাগত্রয়ং তথা।। ভাগত্রয়ং তথা দেয়ং মরিচস্য প্রযত্নতঃ। চূর্ণীকৃতং জলেনাপি পিষ্টা রক্তিমিতাং বটীম্।। শৃঙ্গবেররসেনৈব ভক্ষয়েদ্ বটিকামিমাম্। জলদোষোদ্ভবে শোথে ঘোরেহ্ত্যুগ্রে জলোদরে।। সন্নিপাতেষু ঘোরেষু বিংশতিশ্লৈষ্মিকে গদে। জ্বরাতিসারসংযুক্তে শোথে চৈব গলগ্রহে।। শিরঃশূলগদে ঘোরে নাসারোগে সপীনসে। পঞ্চামৃত-রসো হ্যেষ সর্ব্বরোগোপশান্তিকৃৎ।।

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগার খই ৩ তোলা, বিষ ৩ তোলা ও মরিচ ৩ তোলা। এই সমুদায় একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস। ইহাতে শোথ, জলোদর, জ্বরাতিসার-সংযুক্ত শোথ, গলগ্রহ ও শিরঃশূল প্রভৃতি নানারোগ উপশমিত হয়।

ক্ষেত্রপালরসঃ

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং তাম্রং লৌহং তালকটঙ্গণম্। জীরমাহুরফেনঞ্চ সমভাগং বিমর্দ্দয়েৎ।। যবার্দ্ধা বটিকা কার্য্যা পথ্যং দুগ্ধৌদনং হিতম্। অলবণং বারিহীনং দাতব্যং ভিষজাংবরৈঃ।। গুরুশোথমগ্নিমান্দ্যং গ্রহণী-মতিদুস্তরাম্। জ্বরঞ্চ বিষমং জীর্ণং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।।

হিঙ্গুল, বিষ, তাম্র, লৌহ, হরিতাল, সোহাগা, জীরা ও আফিং প্রত্যেক সমভাগে মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধ যব-পরিমিত বটিকা করিবে। পথ্য দুগ্ধ ও অন্ন। লবণ এবং জল বর্জ্জনীয়। ইহাতে শোথ, অগ্নিমান্দ্য ও দুস্তর গ্রহণী প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

দুগ্ধবটী

অমৃতং সূর্য্যগুঞ্জং স্যাদহিফেনং তথৈব চ। পঞ্চরক্তিকলৌহঞ্চ ষষ্টিরক্তিকমভ্রকম্।। দুগ্ধৈর্গুঞ্জাদ্বয়মিতা বটী কার্য্যা ভিষগ্‌বিদা। দুগ্ধানুপানং দুগ্ধেশ্চ ভোজনং সর্ব্বথা হিতম্।। শোথং নানাবিধং হন্তি গ্রহণীং বিষমজ্বরম্। মন্দাগ্নিং পাণ্ডুরোগঞ্চ নাম্না দুগ্ধবটী পরা। বর্জ্জয়েল্লবণং বারি ব্যাধিনিঃশেষিতাবধি।।

বিষ ১২ রতি, আফিং ১২ রতি, লৌহ ৫ রতি ও অভ্র ৬০ রতি; এই সমুদায় দ্রব্য একত্র দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান দুগ্ধ। পথ্য কেবল দুগ্ধ ও অন্ন। যাবৎ আরোগ্য লাভ না হয়, তাবৎ লবণ ও জল বর্জ্জনীয়। ইহাতে শোথ, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য ও বিষমজ্বর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

দুগ্ধবটী

অমৃতং ধূর্ত্তবীজঞ্চ হিঙ্গুলঞ্চ সমং সমম্। ধূর্ত্তপত্ররসেনৈব মর্দ্দয়েদ্ যামমাত্রকম্।। মুদ্গোপমাং বটীং কৃত্বা দুগ্ধেন সহ পায়য়েৎ। দুগ্ধেন ভোজয়েদন্নং বর্জ্জয়েল্লবণং জলম্। শোথং নানাবিধং হন্তি পাণ্ডুরোগং সকামলম্। সেয়ং দুগ্ধবটী নাম্না গোপনীয়া প্রযত্নতঃ।।

বিষ, ধুতূরাবীজ ও হিঙ্গুল এই তিন দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ধুতূরাপত্রের রসে ১ প্রহর মাড়িয়া মুগের ন্যায় বটিকা করিবে। ইহা দুগ্ধের সহিত সেব্য। পথ্য দুগ্ধ ও অন্ন। লবণ এবং জল বর্জ্জনীয়। ইহা সেবন করিলে শোথাদি নানাবিধ রোগ উপশমিত হয়।

গ্রহণীযুক্ত শোথে

কল্পলতা বটী

অমৃতং হিঙ্গুলং ধূর্ত্তবীজং দ্বাদশরক্তিকম্। প্রত্যেকমহিফেনঞ্চ ষট্‌ত্রিংশদ্রক্তিকং নয়েৎ।। পিষ্টা দুগ্ধেন গুঞ্জৈকাং বটীং দুগ্ধেন পায়য়েৎ। দুগ্ধং পানে ভোজনে চ দেয়ং ন লবণং জলম্। গ্রহণীং চিরকালীনাং হন্তি শোথং সুদুর্জ্জয়ম্। চিরজ্বরং পাণ্ডুরোগং নাম্না কল্পলতা বটী।।

বিষ, হিঙ্গুল ও ধুতূরাবীজ প্রত্যেক ১২ রতি, আফিং ৩৬ রতি; এই সমস্ত দ্রব্য দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান দুগ্ধ। পথ্য দুগ্ধ ও অন্ন। লবণ ও জল বর্জ্জনীয়। গ্রহণীযুক্ত শোথে প্রযোজ্য। ইহাতে চিরজ্বর ও পাণ্ডুরোগ নিবারিত হয়।

বৈদ্যনাথ বটী (দধিবটী)

পক্কেষ্টকাহরিদ্রাভ্যামাগারধূমকেন চ। শোধিতং সূতকং গ্রাহ্যং তোলকং তুলয়া ধৃতম্।। ভৃঙ্গরাজরসৈঃ শুদ্ধং গন্ধকং সূততুল্যকম্। হরিতালং বিষং তুত্থমেলবালুকতাম্রকম্।। খর্পরং মাক্ষিকং কান্তং সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ। সর্ব্বার্দ্ধা কজ্জলা গ্রাহ্যা ভাবয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ।। সিন্ধুবাররসে চৈব জ্যোতিষ্মত্যা রসে তথা। রসেঽপরাজিতায়াশ্চ জয়ন্ত্যাঃ স্বরসে তথা।। রক্তচিত্রকমূলোত্থে রসে চ পরিভাবয়েৎ। বটিকাং সর্ষপাকারাং যোজয়েৎ কুশলো ভিষক্।। ততঃ সপ্ত বটীর্দদ্যাদুষ্ণেন বারিণা সহ। অনুপানঞ্চ কর্ত্তব্যং কজ্জল্যা কণয়া সহ।। সন্নিপাতজ্বরে চৈব সশোথে গ্রহণীগদে। পাণ্ডুরোগেঽগ্নিমান্দ্যে চ বিবিধে বিষমজ্বরে।। শুক্রমজ্জগতে দদ্যান্ন তু কাসে কদাচন। নিত্যং দধ্না চ ভোক্তব্যং সিতা নিত্যং তথৈব চ।। স্নাতব্যং হ্যভয়ান্নিত্যং বয়োদোষানুসারতঃ। অলবণং বারিহীনং দধি পথ্যং সদা ভবেৎ। বৈদ্যনাথবটী নাম্না বৈদ্যনাথেন নির্ম্মিতা।। (ইয়ং গ্রহণ্যাং শোথে চ প্রযুজ্যতে)।

ইষ্টকচূর্ণ, হরিদ্রা ও গৃহধূম (ঝুল) ইহাদের দ্বারা শোধিত পারদ ১ তোলা, ভৃঙ্গরাজরসে শোধিত গন্ধক ১ তোলা, এই উভয়ে কজ্জলী করিবে। পরে হরিতাল, বিষ, তুঁতে, এলবালুক, তাম্র, খর্পর, স্বর্ণমাক্ষিক ও কান্তলৌহ প্রত্যেক ৪ মাষা পরিমাণে লইয়া ঐ কজ্জলীর সহিত মিশ্রিত করিয়া নিসিন্দাপত্র, লতাফটকী, অপরাজিতা, জয়ন্তী ও লাল চিতামূল, এই সমুদায়ের রসে ভাবনা দিয়া সর্ষপাকৃতি বটিকা প্রস্তুত করিবে। উষ্ণ জলের সহিত ৭ বটিকা সেবনীয়। অনুপান ১ যব কজ্জলী ও ১ যব পিপুলচূর্ণ। এই ঔষধ শোথ-সংযুক্ত গ্রহণী ও জ্বরাদি রোগে প্রয়োগ করিবে। কিন্তু যদি কাসের লক্ষণ থাকে, তাহা হইলে কদাচ প্রয়োগ করিবে না। দধি ও চিনি পথ্য। রোগীর বয়স ও রোগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া নির্ভয়ে স্নান ব্যবস্থা করিবে। ইহাতেও লবণজল বর্জ্জনীয়।

তক্রবটী

রসস্য মাষকং গ্রাহ্যং গন্ধকস্য চ মাষকম্। দ্বিমাষকং বিষস্যাপি তাম্রং মাষচতুষ্টয়ম্।। তোলকং পিপ্পলীচূর্ণং

মণ্ডুরস্য চ তোলকম্। ক্বাথেন কৃষ্ণজীরস্য ভাবয়েৎ সপ্তবাসরম্।। বল্লপ্রমাণাং বটিকাং তক্রেণ সহ পায়য়েৎ। তক্রেণ ভোজনং পানং লবণাম্ভোবিবর্জ্জিতম্। নিহন্তি শোথং গ্রহণীং মন্দাগ্নিং পাণ্ডুতামপি।।

পারদ ১ মাষা, গন্ধক ১ মাষা, বিষ ২ মাষা, তাম্র ৪ মাষা, পিপুলচূর্ণ ১ তোলা, মণ্ডুর ১ তোলা, এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া কৃষ্ণজীরার ক্বাথে ৭ দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। তক্রের সহিত সেব্য। পথ্য তক্র ও অন্ন। জল ও লবণ বর্জ্জনীয়। এই ঔষধ সেবন করিলে শোথ, গ্রহণী, মন্দাগ্নি ও পাণ্ডুরোগ নিবারিত হয়।

গৃহীত্বা দরদাৎ কর্ষং তদর্দ্ধং দেবপুষ্পকম্। ফণিফেনং বিষং জাতীফলং ধুস্তুরবীজকম্।। সংমর্দ্দ্য বিজয়া-দ্রবৈর্মুদ্গমাত্রাং বটীং চরেৎ। অনুপানং প্রদাতব্যং শোথে ক্ষীরং ভিষগ্বরৈঃ।। গ্রহণ্যাং বিজয়াক্বাথঃ পথ্যং দুগ্ধান্নমেব হি। জলঞ্চ লবণঞ্চাপি বর্জ্জনীয়ং বিশেষতঃ।। প্রবলায়ামুদন্যায়াং সলিলং নারিকেলজম্। পাতব্যা বটিকা চৈষা শোথং হন্তি ন সংশয়ঃ। গ্রহণীমতিসারঞ্চ জ্বরং জীর্ণং নিহন্তি চ।।

হিঙ্গুল ২ তোলা, লবঙ্গ, অহিফেন, বিষ, জায়ফল ও ধুতূরাবীজ প্রত্যেক ১ তোলা, এই সমুদয় সিদ্ধির রসে (অভাবে সিদ্ধিভিজা জলে) মাড়িয়া মুগপ্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান শোথে দুগ্ধ, গ্রহণীতে সিদ্ধির ক্বাথ। পথ্য দগ্ধ ও অন্ন। লবণ ও জল বর্জ্জনীয়। কিন্তু অত্যন্ত পিপাসায় নারিকেলের জল পান করিবে। ইহা সেবন করিলে শোথ, গ্রহণী, অতিসার, ক্ষয় ও জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয়।

পাণ্ডুশোথে

তক্রমণ্ডুরম্

পলার্দ্ধং বিজয়াচূর্ণং পলার্দ্ধং শুদ্ধলৌহজম্। বংশকালীয়কারিষ্টং বিষতাড়কমূলকম্।। মহাসমুদ্রজঞ্চৈব প্রদেয়ং কার্ষিকং তথা। তেজপত্রলবঙ্গৈলা-শতপুষ্পামধুরিকা।। মরিচঞ্চামৃতা যষ্টী জাতী নাগরসিন্ধুজম্। সর্ব্বং তোলমিতং দদ্যাদ্ব্যাধিবিদ্ভিষজাং বরঃ।। বর্ষাভূস্বরসেনৈব বদরাস্থি প্রমাণতঃ। কেশরাজনুপানেন তক্রেণৈব চ দাপয়েৎ।। তক্রেণ দাপয়েৎ পথ্যং তক্রং ভুক্তং নিরন্তরম্। লবণেন বিনা তক্রং শোথঘ্নং পরমৌষধম্।।

সিদ্ধিচূর্ণ ৪ তোলা, লৌহচূর্ণ ৪ তোলা, বাঁশের মূল, কৃষ্ণাগুরু, নিম্ব, বিষতাড়কমূল ও সমুদ্রফেন, প্রত্যেক ২ তোলা; তেজপত্র, লবঙ্গ, এলাইচ, শুলফা, মৌরি, মরিচ, গুলুচ, যষ্টিমধু, জায়ফল, শুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক ১ তোলা; এই সমুদায় দ্রব্য পুনর্নবার রসে ভাবনা দিয়া কুলের আঁটির মত বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান কেশুরিয়ার রস ও তক্র। পথ্য তক্র ও অন্ন। নিরন্তর লবণ বিনা তক্র ভক্ষণ করিলে শোথ প্রশমিত হয়।

সুধানিধিঃ

ধান্যকং বালকং মুস্তং বিশ্বং সিন্ধুং সমাংশকম্। মণ্ডূরং দ্বিগুণং দত্ত্বা ভাবয়েৎ তু চতুর্দ্দশ।। গোমূত্রং কেশরাজশ্চ শোথঘ্নী ভৃঙ্গরাজকঃ। নির্গুণ্ডী ভেকপর্ণী চ রসৈরেষাং বিভাব্য চ।। নিষ্কং চূর্ণং প্রযুঞ্জীত তক্রেণ সহ বুদ্ধিমান্। কেশরাজরসৈর্বাপি ভোজনং লবণং বিনা।। তক্রেণ ভোজয়েদন্নং পানে তক্রঞ্চ দাপয়েৎ। কামলাজ্বরশোথঘ্নো বহ্নিসন্দীপনঃ পরঃ। গ্রহণীপাণ্ডুরোগঘ্নঃ সর্ব্বব্যাধিবিনাশনঃ।।

ধনে, বালা, মুতা, শুঁঠ ও সৈন্ধব প্রত্যেক ১ তোলা, মণ্ডূর ১০ তোলা; এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া গোমূত্রে এবং কেশুরিয়া, পুনর্নবা, ভীমরাজ, নিসিন্দা ও থুলকুড়ি ইহাদের রসে যথাক্রমে ১৪ বার ভাবনা দিবে। মাত্রা ৪ মাষা। অনুপান তক্র বা কেশুরিয়ার রস। পথ্য তক্র বা অন্ন।

পিপাসার সময়ে জলের পরিবর্ত্তে তক্র দেয়। ইহাতেও লবণজল নিষিদ্ধ। ইহা দ্বারা শোথ, গ্রহণী ও পাণ্ডু প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয় এবং ইহা বহ্নিসন্দীপক।

পুনর্নবাদ্যং ঘৃতম্

পুনর্নবাচিত্রকদেবদারু-পঞ্চোষণক্ষারহরীতকীনাম্। কল্কেন পক্বং দশমূলতোয়ে ঘৃতোত্তমং শোথনি-সূদনঞ্চ।।

কল্কার্থ পুনর্নবা, চিতা, দেবদারু, পঞ্চকোল, যবক্ষার ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য এবং দশমূলের ক্বাথ-সহ ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে শোথ নিবারিত হয়।

পুনর্নবাদ্যং ঘৃতম্ (মতান্তরে)

পুনর্নবা তুলা গ্রাহ্যা জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। চতুর্ভাগাবশেষেণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।। ভূনিম্ববিজয়া শুণ্ঠী শোথঘ্ন্যমরদারু চ। কাসং শ্বাসং জ্বরং হন্তি শোথঞ্চাপি সুদারুণম্।।

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ পুনর্নবা ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ চিরতা, জয়ন্তী, শুঁঠ, পুনর্নবা ও দেবদারু মিলিত ১ সের। পাকের জল ১৬ সের। এই ঘৃত পান করিলে প্রবল শোথ, কাস, শ্বাস ও জ্বর প্রশমিত হয়।

স্বল্পপুনর্নবা ঘৃতম্

পুনর্নবাক্বাথকল্ক-সিদ্ধং শোথহরং ঘৃতম্।।

পুনর্নবার ক্বাথ ও কল্ক-সহ যথাবিধানে পক্ক ঘৃত শোথনাশক।

পঞ্চকোলাদ্যং ঘৃতম্

রসেবিপাচয়েৎ সর্পিঃ পঞ্চকোলকুলথয়োঃ। পুনর্নবায়াঃ কল্কেন ঘৃতং শোথবিনাশনম্।।

মিলিত পঞ্চকোল ১ ভাগ ও কুলথকলাই ১ ভাগ, উভয়ের ক্বাথে পুনর্নবা কল্ক দিয়া যথাবিধি ঘৃতপাক করিবে। ইহা শোথনাশক।

শুণ্ঠীঘৃতম্

বিশ্বৌষধস্য কল্কেন দশমূলজলে শৃতম্। ঘৃতং নিহন্যাচ্ছ্বয়থুং গ্রহণীং পাণ্ডুতাময়ম্।।

শুঁঠের কল্ক ও দশমূলের ক্বাথ-সহ পক্ক ঘৃত শোথ, গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগ-বিনাশক।

স্থলপদ্মঘৃতম্

স্থলপদ্মপলান্যষ্টৌ ত্র্যষণস্য চতুষ্পলম্। ঘৃতপ্রস্থং পচেদেভিঃ ক্ষীরং দত্ত্বা চতুর্গুণম্। পঞ্চ কাসান্ হরেচ্ছীঘ্রং শোথঞ্চৈব সদস্তরম্।। (স্থলপদ্মঘৃতে স্থলপদ্মং মাণকন্দমেব, ত্র্যষণস্য মিলিত্বা চতষ্পলম্। ইতি শিবদাসঃ)।

মাণ ৮ পল, ত্রিকটু মিলিত ৪ পল, ইহাদের কল্ক এবং ১৬ সের দুগ্ধ সহ ৪ সের ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে পঞ্চবিধ কাস ও সুদুস্তর শোথরোগ সত্বর প্রশমিত হয়।

চিত্রকাদ্যং ঘৃতম্

সচিত্রকা ধন্যযমানিপাঠাঃ সদীপ্যকত্র্যষণবেতসাম্লাঃ। বিল্বাৎ ফলং দাড়িমযাবশূকং সপিপ্পলীমূলমথাপি চব্যম্।। পিষ্টাক্ষমাত্রাণি জলাঢ়কেন পক্বা ঘৃতপ্রস্থমথোপযুক্তাৎ। অর্শাংসি গুল্মান্ শ্বয়থুঞ্চ কৃচ্ছ্রং নিহন্তি বহ্নিঞ্চ করোতি দীপ্তম্।।

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ চিতা, ধনে, যমানী, আকনাদি, জীরা, ত্রিকটু, থৈকল, বিল্বফল, দাড়িম, যবক্ষার, পিপ্পলীমূল ও চই এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা, জল ১৬ সের, যথাবিধি পাক করিবে। ইহাতে অর্শ, গুল্ম, শোথ ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগসকল বিনষ্ট ও জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

মাণক ঘৃতম্

মাণকক্বাথকল্কাভ্যাং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। একজং দ্বন্দ্বজং শোথং ত্রিদোষঞ্চ ব্যপোহতি।।

মাণের ক্বাথ ও কল্ক-সহ ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে একদোষজ, দ্বিদোষজ ও ত্রিদোষজ শোথ প্রশমিত হয়।

শুষ্কমূলাদ্যং তৈলম্

শুষ্কমূলবর্ষাভূ-দারুরাস্নামহৌষধৈঃ। পক্বমভ্যঞ্জনাৎ তৈলং সশূলং শ্বয়থুং জয়েৎ।।

মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ শুষ্ক মূলা, পুনর্নবা, দেবদারু, রাস্না ও শুঁঠ মিলিত ১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই তৈল মর্দ্দনে শূলযুক্ত শোথ নষ্ট হয়।

বৃহচ্ছুষ্কমূলাদ্য তৈলম্

মূলকং দশমূলঞ্চ কণামূলং পুনর্নবা। প্রত্যেকং প্রস্থমাহৃত্য বারিণ্যষ্টগুণে পচেৎ।। তেন পাদাবশেষেণ তৈলস্যার্দ্ধঢ়কং পচেৎ।। দাপয়েৎ তৈলতুল্যঞ্চ গোমূত্রং কুশলো ভিষক্। মূলকঞ্চামৃতং শুণ্ঠী পটোলং চপলা বলা। পাঠা পুনর্নবামূলং বালোশীরঞ্চ শিগ্রুজম্।। নির্গুণ্ডীন্দ্রাশনং শ্যামা করঞ্জো বাসকস্তথা। কণা হরীতকী চৈব বচা পুষ্করমূলকম্।। রাস্নাং বিড়ঙ্গং চব্যঞ্চ দ্বে হরিদ্রে চ ধান্যকম্। দ্বিক্ষারং সৈন্ধবঞ্চৈব দেবদারু সপদ্মকম্।। শটী করিকণা বিল্বং মঞ্জিষ্ঠা চ ততঃ ক্রমাৎ। প্রত্যেকার্দ্ধপলৈশ্চৈষাং পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ।। অভ্যঙ্গেনাস্য তৈলস্য যে গুণাস্তাংস্ততঃ শৃণু। নানাশোথা বিনশ্যন্তি বাতপিত্তকফোদ্ভবাঃ।। মলোদ্ভবাশ্চ যে কেচিদ্ বিশেষেণ জলাশ্রয়াঃ। অবশ্যং নির্জ্জলা দেহা ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।।

তৈল ৮ সের। ক্বাথার্থ শুষ্কমূলা ২ সের, দশমূল মিলিত ২ সের, পিপুলমূল ২ সের, পুনর্নবা ২ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গোমূত্র ৮ সের। কল্কদ্রব্য শুষ্কমূলা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, পটোলপত্র, পিপুলমূল, বেড়েলা, আকনাদি, পুনর্নবামূল, বালা, বেণার মূল, সজিনাবীজ, নিসিন্দা, সিদ্ধি, অনন্তমূল, ডহরকরঞ্জবীজ, বাসকমূলের ছাল, পিপুল, হরীতকী, বচ, কুড়, রাস্না, বিড়ঙ্গ, চই, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ধনে, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, দেবদারু, পদ্মকাষ্ঠ, শটী, গজপিপ্পলী, বেলছাল ও মঞ্জিষ্ঠা ইহাদের প্রত্যেক ৪ তোলা। পাকের জল ৩২ সের। এই তৈল মর্দ্দনে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, মলজ ও জলজাত শোথ বিনষ্ট হয়।

বৃহচ্ছুষ্কমূলাদ্য তৈলম্ (তন্ত্রান্তরে)

শুষ্কমূলরসপ্রস্থং শিগ্রুধুস্তূরয়োস্তথা। সিন্ধুবাররসপ্রস্থং দশমূলরসস্তথা।। পারিভদ্ররসপ্রস্থং বর্ষাভূপ্রস্থমেব চ। করঞ্জস্য রসপ্রস্থং প্রস্থং বরুণকস্য চ।। তৈলপ্রস্থং সমাদায় ভিষগ্ যত্নাদ্ বিপাচয়েৎ। কল্কৈরর্দ্ধ-পলৈরেতৈঃ শুণ্ঠীমরিচসৈন্ধবৈঃ।। পুনর্নবাকাকমাচী-শেলুত্বক্‌পিপ্পলীযুগৈঃ। কটফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী রাস্না যাসশ্চ কারবী।। হরিদ্রাদ্বয়পূতীক-স্বয়ানন্তাযুগৈঃ পৃথক্। তৎ সাধুসিদ্ধং বিজ্ঞায় শুভে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।। বাতশ্লেষ্মকৃতং দোষং সন্নিপাতভবং তথা। নিহন্তি সর্ব্বজং শোথমুদরশ্বাসনাশনম্।। বিরুদ্ধ-ভেষজভবং শোথামাশু ব্যপোহতি। ব্রণশোথাক্ষিশূলঘ্নং কামলাপাণ্ডুনাশনম্।। যে চান্যে ব্যাধয়ঃ সন্তি শ্লেষ্মজাঃ সন্নিপাতজাঃ। তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু সূর্য্যস্তম ইবোদিতঃ।।

তৈল ৪ সের। শুষ্কমূলার ক্বাথ ৪ সের, সজিনার রস ৪ সের, ধুতূরার রস ৪ সের, নিসিন্দার রস

৪ সের, দশমূলের ক্বাথ ৪ সের, পালিধার রস ৪ সের, পুনর্নবার রস ৪ সের, ডহরকরঞ্জার ক্বাথ ৪ সের, বরুণছালের ক্বাথ ৪ সের। কল্কার্থ শুঁঠ, মরিচ, সৈন্ধব, পুনর্নবা, কাকমাচী, চালতে ছাল, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, কটফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, রাস্না, দুরালভা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, করঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, শ্যামালতা ও অনন্তমূল প্রত্যেক ৪ তোলা। যথাবিধি পাক করিয়া ইহা মর্দ্দন করিলে সর্ব্বদোষজাত শোথ, শ্বাস, ব্রণশোথ, অক্ষিশূল, কামলা, পাণ্ডু ও সর্ব্বপ্রকার শ্লৈষ্মিক রোগ নিবারিত হয়।

সমুদ্রশোষণ তৈলম্

নির্গুণ্ডী দশমূলী চ ধুস্তূরককরঞ্জকৌ। শুষ্কমূলজয়াবিশ্ব-রাস্নাদারুপুনর্নবাঃ।। এষাঞ্চ প্রকৃতে ক্বাথে ক্বাথে শাখোটজে তথা। কটুতৈলং পচেৎ প্রস্থং সৈন্ধবং কল্কপাদিকম্।। সন্নিপাতোদ্ভবাঃ শোথা যে চান্যে শ্লেষ্মপিত্তজাঃ। শিরঃকর্ণগতা যে চ শ্লীপদানি তথৈব চ।। গলগণ্ডং ব্রধ্ন বৃদ্ধিং শোথং সর্ব্বাঙ্গসম্ভবম্। কর্ণশোথং দন্তশোথং হনুমূলাক্ষিসম্ভবম্।। এতান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু বাড়বাগ্নিরিবাম্বুদম্। সমুদ্রশোষণং নাম তৈলং কেনাপি কীর্ত্তিতম্।।

সর্ষপতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ নিসিন্দা, দশমূল, ধুতূরাবীজ, ডহরকরঞ্জ, শুষ্কমূলা, জয়ন্তীপত্র, শুণ্ঠী, রাস্না, দেবদারু এবং পুনর্নবা সমভাগে মিলিত ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। শেওড়া ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ সৈন্ধব লবণ ১ সের। যথাবিধি এই তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে শ্লেষ্মপিত্তজ শোথ, সন্নিপাতোত্থ শোথ, মস্তক ও কর্ণগত শোথ, সর্ব্বাঙ্গশোথ, শ্লীপদ, গলগণ্ড, কুঁচকি ও কোষবৃদ্ধি, কর্ণশোথ, দন্তশোথ, হনুমূল ও চক্ষুর শোথ সত্বর প্রশমিত হয়।

শোথশার্দ্দূল তৈলম্

ধুস্তূরো দশমূলঞ্চ সিন্ধুবারো জয়ন্তিকা। পুনর্নবা করঞ্জশ্চ ক্ষুণ্ণমাঢ়কমাহরেৎ।। জলদ্রোণে বিপক্তব্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্। প্রস্থঞ্চ কটুতৈলস্য কল্কান্যেতানি দাপয়েৎ।। রাস্না পুনর্নবা দারু মূলকং নাগরং কণা। সিদ্ধং তৈলবরং হ্যেতন্নাশয়ত্যস্য সেবনাৎ।। শোথং সুদারুণং ঘোরং বাতপিত্তোকফোদ্ভবম্। অসাধ্যং সর্ব্বদেহস্থং সন্নিপাতসমুদ্ভবম্।। শ্লীপদঞ্চ জ্বরং পাণ্ডুং ক্রিমিদোষং বিনাশয়েৎ। ক্লিন্নব্রণপ্রশমনং নাড়ীদুষ্টব্রণাপহম্। শোথশার্দ্দূলকং তৈলং বলবর্ণপ্রসাদনম্।।

কটুতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ ধুতূরা, দশমূল, নিসিন্দা, জয়ন্তী, পুনর্নবা ও করঞ্জ মিলিত ৮ সের, পাকের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ রাস্না, পুনর্নবা, দেবদারু, শুষ্কমূলা, শুঁঠ ও পিপুল এই সমুদায়ে ১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈল সেবন করিলে সুদারুণ শোথ, শ্লীপদ, জ্বর, পাণ্ডু ও ক্রিমি প্রভৃতি অনেক পীড়ার নিবৃত্তি হয়।

পুনর্নবাদি তৈলম্

পুনর্নবাপলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। তেন পাদাবশেষেণ তৈলপ্রস্থং পচেদ্ ভিষক্।। ত্রিকটু ত্রিফলা শৃঙ্গী ধান্যকং কট্‌ফলং তথা। শটী দার্ব্বী প্রিয়ঙ্গুশ্চ পদ্মকাষ্ঠম্ হরেণুকম্।। কুষ্ঠং পুনর্নবা চৈব যমানী কারবী তথা। এলা ত্বচং সলোধ্রঞ্চ পত্রকং নাগকেশরম্।। বচা গ্রন্থিকমূলঞ্চ মঞ্জিষ্ঠা রাস্না যাসস্তথৈব চ।। এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈঃ পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ হলীকমকমথারুচিম্।। রক্তপিত্তং মহাঘোরং কাসং শ্বাসং ভগন্দরম্। প্লীহানমুদরঞ্চৈব জীর্ণজ্বরমপোহতি।। কুরুতে পরমাং কান্তিং প্রদীপ্তং জঠরানলম্। তৈলং পুনর্নবা খ্যাতং সর্ব্বান্ ব্যাধীন্ ব্যপোহতি।।

তৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ পুনর্নবা ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য যথা ত্রিকটু,

ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ধনে, কটফল, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, রেণুক, কুড়, পুনর্নবা, যমানী, কৃষ্ণজীরা, এলাইচ, গুড়ত্বক, লোধ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, বচ, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুলফা, বালা, মঞ্জিষ্ঠা, রাস্না ও দুরালভা প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে কামলা, পাণ্ডু, হলীমক, অরুচি, রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, ভগন্দর, প্লীহা ও উদররোগ প্রভৃতি নানা পীড়ার শান্তি হয়।

শৈলেয়াদ্য তৈলম্

শৈলেয়কুষ্ঠাগুরুদারুকৌন্তীত্বক্‌পদ্মকৈলাম্বপলাশমস্তৈঃ। প্রিয়ঙ্গথৌণেয়কহেমমাংসীতালীশপত্রপ্লব-পত্রধান্যৈঃ।। শ্রীবেষ্টকধ্যামকপিপ্পলীভিঃ পৃক্কানখৈর্বাপি যথোপলাভম্। বাতান্বিতেভ্যঙ্গমুশন্তি তৈলং সিদ্ধং সুপিষ্টৈরপি চ প্রদেহঃ।। (পলাশঃ শটী)।

শৈলেয়, কুড়, অগুরু, দেবদারু, রেণুক, দারুচিনি, পদ্মকাষ্ঠ, এলাইচ, বালা, শটী, প্রিয়ঙ্গু, মুতা, গেঁটেলা, নাগেশ্বর, জটামাংসী, তালীশপত্র, কৈবর্ত্তমুস্তক, তেজপত্র, ধনে, নবনীতখোটী, গন্ধতৃণ, পিপুল, পিড়িং ও নখী ইহাদের কল্ক ও ১৬ সের জল-সহ ৪ সের তৈল যথারীতি পাক করিয়া ব্যবহার করিলে বাতজ শোথ নিবারিত হয়। কিংবা উক্ত কল্কসকল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে উক্তরূপ ফল হয়।

গণ্ডীরাদ্যরিষ্টঃ

গণ্ডীরভল্লাতকচিত্রকাংশ্চ ব্যোষং বৃহতীদ্বয়ঞ্চ। দ্বিপ্রস্থিকং গোময়পাবকেন দ্রোণে পচেৎ কূর্চ্চিকমস্তুনস্তু।। ত্রিভাগশেষস্তু সুপূতশীতং দ্রোণেন তৎ প্রাকৃতমস্তুনা চ। সিতোপলায়াশ্চ শতেন যুক্তং লিপ্তে ঘটে চিত্রকপিপ্পলীভ্যাম্।। বৈহায়সে স্থাপিতমাদশাহাৎ প্রযোজয়ংস্তদ্বিনিহন্তি শোথান্। ভগন্দরার্শঃ ক্রিমিমুষ্ঠমেহান্ বৈবর্ণ্যকার্শ্যানিলহিক্কনঞ্চ।।

গণ্ডীর (শমঠশাক), ভেলা, চিতা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, বৃহতী, কণ্টকারী, মিলিত ৪ সের কুট্টিত করিয়া তাহা ৬৪ সের কূর্চ্চিক মস্তুর সহিত ঘুঁটের আগুনে পাক করিবে, তৃতীয়াংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এবং তাহার সহিত ৬৪ সের দধিমস্তু ও ১০০ পল চিনি মিশ্রিত করিবে। তৎপরে একটি ঘৃতভাবিত ঘট (ঘি-এর মটকী) চিতা ও পিপুলের কল্কে প্রলিপ্ত করিয়া সেই ঘটে উহা স্থাপনপূর্ব্বক ১০ দিন পর্য্যন্ত ঘট শূন্যে রাখিবে। (কূর্চ্চিক ২ প্রকার, তক্রকূর্চ্চিক ও দধিকূর্চ্চিক)। তপ্তদুগ্ধে তক্র প্রক্ষেপ করিলে তক্রকূর্চ্চিক এবং অম্লদধি প্রক্ষেপ করিলে দধিকূর্চ্চিক হয়। এই কূর্চ্চিকের মস্তু অর্থাৎ মাতকেই কূর্চ্চিকমস্তু কহে)। এই গণ্ডীরাদ্যরিষ্ট পান করিলে শোথ, ভগন্দর, অর্শ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, মেহ, বৈবর্ণ্য, কার্শ্য, বায়ু ও হিক্কা বিনষ্ট হয়।

পুনর্নবাদ্যরিষ্ট

পুনর্নবে দ্বে চ বলে সপাঠে বাসা গুড়ূচী সহ চিত্রকেণ। নিদিগ্ধিকা চ ত্রিপলানি পক্ত্বা দ্রোণাবশেষে সলিলে ততস্তু।। পূত্বা রসং দ্বে গুড়াৎ পুরাণাৎ তুলে মধুপ্রস্থযুতং সুশীতম্। মাসং নিদধ্যাদ্ ঘৃতভাজনস্থং পর্ণে যবানাং পরতশ্চ মাসাৎ।। চূর্ণীকৃতৈরর্দ্ধপলাংশিকৈস্তং হেমত্বগেলামরিচাম্বুপত্রৈঃ। গন্ধান্বিতং ক্ষৌদ্রঘৃতপ্রদিগ্ধং জীর্ণে পিবেদ্ব্যাধিবলং সমীক্ষ্য।। হৃৎপাণ্ডুরোগং শ্বয়থুং প্রবৃদ্ধং প্লীহজ্বরারোচকমেহ-গুল্মান্। ভগন্দরং ষড়্‌জঠরাণি কাসং শ্বাসং গ্রহণ্যাময়কুষ্ঠকণ্ডূঃ।। শাখানিলং বদ্ধপুরীষতাঞ্চ হিক্কাং কিলাসঞ্চ হলীমকঞ্চ। ক্ষিপ্রং জয়েদ্বর্ণবলায়ুরোজস্তেজোহন্বিতো মাংসরসান্নভোজী।।

শ্বেত পুনর্নবা, রক্ত পুনর্নবা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, আকনাদি, বাসকছাল, গুলঞ্চ, চিতামূল, কণ্টকারী প্রত্যেক ৩ পল। একত্র ২৫৬ সের জলে পাক করিয়া ৬৪ সের অবশিষ্ট রাখিবে। শীতল

হইলে ছাঁকিয়া তাহাতে পুরাতন গুড় ২৫ সের ও মধু ৪ সের মিশ্রিত করিবে এবং একটি ঘৃতভাবিত পাত্রে আচ্ছাদন করিয়া যবের খড়-মধ্যে একমাস রাখিয়া দিবে। মাসান্তে তাহার সহিত নাগেশ্বর, দারুচিনি, এলাইচ, মরিচ, বালা ও তেজপত্রের চূর্ণ প্রত্যেক ৪ তোলা এবং ঘৃত ৪ সের ও মধু ৪ সের মিশ্রিত করিবে। রোগ ও রোগীর বল বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিয়া জীর্ণ হইলে মাংসের সহিত অন্নভোজন করিবে। ইহা শোথাদি বিবিধ রোগনাশক এবং বল, বর্ণ, আয়ু, ওজঃ ও তেজোবৰ্দ্ধক।

ত্রিফলাদ্যরিষ্টঃ

ফলত্রিকং চিত্রকপিপ্পলী চ সদীপ্যকং লৌহরজো বিড়ঙ্গম্। চূর্ণীকৃতং কৌড়বিকং দ্বিরংশং ক্ষৌদ্রং পুরাণস্য তুলাং গুড়স্য। মাসং নিদধ্যাদ্ ঘৃতভাজনস্থং যবেষু তানেব নিহন্তি রোগান্।।

ত্রিফলা, চিতামূল, পিপুল, যমানী, লৌহচূর্ণ ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক অৰ্দ্ধসের, মধু ১ সের, পুরাতন গুড় সাড়ে ১২ সের, এই সমস্ত দ্রব্য একটি ঘৃতভাবিত কুম্ভে রাখিয়া যবরাশির মধ্যে একমাস কাল রাখিতে হইবে। পরে ছাঁকিয়া লইয়া উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে পূর্ব্বোক্ত পীড়াসমূহ নিবারিত হইয়া থাকে।

পথ্যাপথ্য বিধিঃ

শোথরোগে পথ্যানি

সংশোধনং লঙ্ঘনমস্রমোক্ষঃ স্বেদঃ প্রলেপঃ পরিষেচনঞ্চ। পুরাতনাঃ শালিযবাঃ কুলথামুদ্গাশ্চ গোধাপি চ শল্লকোঽপি।। ভুজঙ্গভক্তিত্তিরিতাম্রচূড়লাবাদয়ো জাঙ্গলবিষ্কিরাশ্চ। কুর্ম্মোঽপি শৃঙ্গী প্রপুরাণসর্পিস্তক্রং সুরা মাক্ষিকমাসবশ্চ।। নিষ্পাবকাঠিল্লরক্তশিগ্রুরসালকর্কোটকমাণমূলম্। সুবৰ্চ্চলা গৃঞ্জনকঃ পটোলং বেত্রাগ্রবাতিঙ্গনমূলকানি।। পুনর্নবাচিত্রকপারিভদ্রশ্রীপর্ণনিম্বক্ষুরপল্লবানি। এরণ্ডতৈলং কটুকা হরিদ্রা হরীতকী ক্ষারনিষেবণঞ্চ।। ভল্লাতকং গুগ্গুলুবায়সঞ্চ কটুনি তিক্তানি চ দীপনানি। মূত্রাণি গোঽজামহিষী-ভবানি কস্তূরিকা চাপি শিলাজতুনি।। যৎ পাণ্ডুরোগিষ্বপি বহ্নিকর্ম্ম পুরা প্রদিষ্টন্তু তদেব চাপি। যথামলং পথ্যমিদং প্রদিষ্টং শোথাময়ং সত্বরমুচ্ছিনত্তি।।

সংশোধন ঔষধ, উপবাস, রক্তমোক্ষণ, স্বেদন, প্রলেপন, পরিষেচন; পুরাতন রক্তশালি, যব, কুলত্থ-কলায় ও মুগ এবং গোসাপ, শজারু, ময়ূর, তিত্তিরি, কুক্কুট ও লাবপক্ষী প্রভৃতি জাঙ্গল ও বিষ্কির মাংস, কচ্ছপের মাংস, শিঙ্গীমৎস্য, পুরানো ঘৃত, তক্র, সুরা, মধু, আসব, শিম, করলা, রক্তসজিনা, শিলারস, কাঁকরোল, মাণকচু, সূর্য্যমুখীফুলের পাতা, গাজর, পটোল, বেতাগ্র, বেগুণ, মূলা, পুনর্নবা, চিতা, পালিধামাদার, গণিয়ারি, নিমপাতা, কুলেখাড়া, ভেরেণ্ডার তৈল, কটকী, হরিদ্রা, হরীতকী, ক্ষারসেবন, ভল্লাতক, গুগগুলু, অগুরু, কটুদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য, অগ্নিদীপক সামগ্রী, গোমূত্র, ছাগমূত্র, মাহিষমূত্র, কস্তুরী ও শিলাজতু এবং পাণ্ডুরোগাধিকারে যে-অগ্নিকর্ম্ম পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা শোথাক্রান্ত ব্যক্তিকে বিবেচনাপূর্ব্বক দোষানুসারে প্রয়োগ করিলে অতি সত্বরই তাহার শোথের শান্তি হয়।

শোথরোগেঽপথ্যানি

নিত্যাং দুষ্টং পবনসলিলং বেগরোধাদ্ বিরুদ্ধম্ সৰ্ব্বং পানং বিষমশমনং মৃত্তিকাভক্ষণঞ্চ।। গ্রাম্যাজানূপং পিশিতলবণং শুষ্কশাকং নবান্নং গৌড়ং পিষ্টান্নং দধি সকৃশরং নিৰ্জ্জলং মদ্যমম্লম্। ধানা বল্লূরং সমশনমথো

গুর্ব্বসাত্ম্যং বিদাহি স্বপ্নঞ্চারাত্রৌ শ্বয়থুগদবান্ বর্জ্জয়েন্মৈথুনঞ্চ।।

সর্ব্বদা দূষিত বায়ুসেবন, দূষিত জলপান, মলমূত্রাদির বেগধারণ, সর্ব্বপ্রকার বিরুদ্ধ পানভোজন, বিষমভোজন, মৃত্তিকাভক্ষণ এবং গ্রাম্য, জলজ ও আনূপ মাংস, লবণ, শুষ্কশাক, নবান্ন, গুড়বিকার, পিষ্টান্ন, দধি, কৃশরা (খিচুড়ি), নির্জ্জল মদ্য, অম্ল, ভৃষ্টযব, শুষ্ক মাংস এবং পথ্যাপথ্য একত্র ভোজন, গুরু, অসাত্ম্য ও বিদাহকর দ্রব্য ভোজন, দিবানিদ্রা ও মৈথুন এই সমস্ত শোথরোগী বর্জ্জন করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে শোথাধিকারঃ।

বৃদ্ধিরোগাধিকার

বৃদ্ধিরোগ নিদানম্

ক্রুদ্ধোহনূর্দ্ধগতির্বায়ুঃ শোথশূলকরশ্চরন্। মুষ্কৌ বঙ্ক্ষণতঃ প্রাপ্য ফলকোষাভিবাহিনীঃ।। প্রপীড্য ধমনী-বৃর্দ্ধিং করোতি ফলকোষয়োঃ। দোষাস্রমেদোমূত্রান্ত্রৈঃ স বৃদ্ধিঃ সপ্তধা গদঃ।। মূত্রান্ত্রজাবপ্যনিলাদ্ হেতুভেদস্তু কেবলম্। বাতপূর্ণদৃতিস্পর্শো রুক্ষো বাতাদহেতুরুক্।। পক্বোডুম্বরসঙ্কাশঃ পিত্তোদ্দাহোষ্ম-পাকবান্। কফাচ্ছীতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ কণ্ডুমান্ কঠিনোহল্পরুক্।। কৃষ্ণস্ফোটাবৃতঃ পিত্তবৃদ্ধিলিঙ্গশ্চ রক্তজঃ। কফবন্মেদসা বৃদ্ধির্মৃদুস্তালফলোপমঃ।। মূত্রধারণশীলস্য মূত্রজঃ স তু গচ্ছতঃ। অম্ভোভিঃ পূর্ণদৃতিবৎ ক্ষোভং যাতি সরুঙ্মৃদুঃ।। মূত্রকৃচ্ছ্রমধঃ স্যাচ্চ চালয়ন্ ফলকোষয়োঃ। বাতকোপিভিরাহারৈঃ শীত-তোয়াবগাহনৈঃ।। ধারণেরণভারাধ্ব-বিষমাঙ্গপ্রবর্ত্তনৈঃ। ক্ষোভনৈঃ ক্ষোভিতোহন্যৈশ্চ ক্ষুদ্রান্ত্রবয়বং যদা।। পবনো বিগুণীকৃত্য স্বনিবেশাদধো নয়েৎ। কুর্য্যাদ্বঙ্ক্ষণসন্ধিস্থো গ্রন্থ্যাভং শ্বয়থুং তদা।। উপেক্ষ্য-মাণস্য চ মুষ্কবৃদ্ধিমাধ্মানরুক্স্তম্ভবতীং স বায়ুঃ। প্রপীড়িতোহন্তঃ স্বনবান্ প্রয়াতি প্রধ্মাপয়ন্নেতি পুনশ্চ মুক্তঃ।। অন্ত্রবৃদ্ধিরসাধ্যোহয়ং-বাতবৃদ্ধিসমাকৃতিঃ।।

কপিত অধোগামী বায় বঙ্ক্ষণস্থান (কুঁচকী) হইতে মষ্কে (অণ্ডকোষে) আগমন করিয়া ফলকোষবাহিনী ধমনীসকলকে প্রপীড়িত করে। তাহাতে ঐ ফলকোষ বর্দ্ধিত, স্ফীত ও অতিশয় বেদনাযুক্ত হয়। এই পীড়ার নাম বৃদ্ধি। বৃদ্ধিরোগ ৭ প্রকার, যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ, মেদোজ, মূত্রজ ও অন্ত্রজ (অন্ত্রবৃদ্ধি)। ইহার মধ্যে মূত্রজ বৃদ্ধি ও অন্ত্রবৃদ্ধি বায়র প্রকোপেই উৎপন্ন হয়, তবে হেতুভেদবশত পৃথক পরিগণিত হইয়া থাকে মাত্র।

বায়ুজনিত বৃদ্ধি অর্থাৎ কুরণ্ড অল্প কারণে বেদনাযুক্ত, রুক্ষ ও বায়ুপূর্ণ চর্ম্মপুটকের ন্যায় স্পর্শবিশিষ্ট হয়।

পৈত্তিক বৃদ্ধি পক্ব উডুম্বর ফলসদৃশ, দাহ ও উষ্মাবিশিষ্ট। ইহা পাকিয়া থাকে।

কফজনিত প্রবৃদ্ধ কোষ শীতল, ভারাক্রান্ত, চিক্কণ, কণ্ডূযুক্ত, কঠিন ও অল্পবেদনাবিশিষ্ট।
রক্তজ বৃদ্ধি কৃষ্ণবর্ণ, স্ফোটকব্যাপ্ত ও পিত্তজ বৃদ্ধি-লক্ষণাক্রান্ত।
মেদোজ বৃদ্ধি মৃদু, পক্কতালসদৃশ নীল বর্ত্তুল ও কফজ বৃদ্ধির লক্ষণাক্রান্ত।
যাহারা নিয়ত মূত্রবেগ ধারণ করে, তাহাদের মূত্রজ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই বৃদ্ধিরোগগ্রস্ত ব্যক্তির কোষ গমনকালে জলপূর্ণ চর্ম্মপুটকের ন্যায় ক্ষোভযুক্ত, মৃদু ও বেদনাবিশিষ্ট হয় এবং সঞ্চালিত হইয়া অধোদিকে ঝুলিয়া পড়ে। ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্রবদ্বেদনা হইয়া থাকে।
বাতপ্রকোপক আহার, শীতল জলে অবগাহন, মলমূত্রের উপস্থিত বেগধারণ বা অনুপস্থিত বেগে বেগপ্রদান, ভারবহন, পথপর্য্যটন, বিষমভাবে অঙ্গপ্রবর্ত্তন ও বলবদ্বিগ্রহধনুরাকর্ষণাদি ক্ষোভজনক অন্যান্য কর্ম্ম দ্বারা বায়ু ক্ষোভিত (চালিত) হইয়া যখন ক্ষুদ্রান্ত্রের কিয়দংশকে সঙ্কুচিত করিয়া স্বস্থান হইতে অধোদিকে লইয়া গিয়া বঙ্ক্ষণসন্ধিতে উপস্থিত হয়, তখনই ঐ সন্ধিস্থলে গ্রন্থিরূপ শোথ উৎপাদন করে। ইহাকেই অন্ত্রবৃদ্ধি কহে। অন্ত্রবৃদ্ধি অচিকিৎসিত হইলে অণ্ডকোষ বর্দ্ধিত, স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও স্তম্ভিত হয়। প্রপীড়িত হইলে (টিপিলে) শব্দবিশিষ্ট হইয়া বায়ু উপরে উঠিয়া যায় এবং ছাড়িয়া দিলে পুনরায় আসিয়া শোথ উৎপাদন করে। অন্ত্রবৃদ্ধি বাতবৃদ্ধিলক্ষণাক্রান্ত। ইহা অসাধ্য ব্যাধি।

বৃদ্ধিরোগ চিকিৎসা

বাতবৃদ্ধৌ পিবেৎ স্নিগ্ধং যথাপ্রাপ্তং বিরেচনম্। সক্ষীরং বা পিবেৎ তৈলং মাসমেরণ্ডসম্ভবম্।।

বায়ুজনিত কুরণ্ডরোগে যথাপ্রাপ্ত স্নিগ্ধ বিরেচন সেবন এবং দুগ্ধসংযুক্ত এরণ্ডতৈল একমাস কাল পান করিবে।

গুগ্‌গুল্বেরণ্ডং তৈলং গোমূত্রেণ পিবেন্নরঃ। বাতবৃদ্ধিং জয়ত্যাশু চিরকালানুবন্ধিনীম্।। (গোমূত্রপলদ্বয়ে এরণ্ডতৈলপিষ্টগুগ্‌গুলুমাষকাষ্টকং প্রক্ষিপ্য পেয়ম্। তথা গোমূত্রপলদ্বয়ে এরণ্ডতৈলকর্ষমেকং প্রক্ষিপ্য পিবেৎ। ইতি শিবদাসঃ)।

১৬ তোলা গোমূত্রে এরণ্ডতৈল-পিষ্ট গুগগুলু ৮ মাষা কিংবা এরণ্ডতৈল ২ তোলা প্রক্ষেপ করিয়া পান করিলে দীর্ঘকালোত্থিত বাতজ বৃদ্ধি প্রশমিত হয়।

আর্দ্রকস্য রসঃ ক্ষৌদ্রযুক্তো বৃষণবাতজিৎ।।

আদার রস মধুর সহিত পান করিলে বাতজ বৃদ্ধি প্রশমিত হয়।

পিত্তগ্রন্থিক্রমেণৈব পিত্তবৃদ্ধিমুপাচরেৎ। জলৌকাভির্হরেদ্রক্তং বৃদ্ধৌ পিত্তসমুদ্ভবে।।

পৈত্তিক বৃদ্ধিরোগে পিত্তজ গ্রন্থির ন্যায় চিকিৎসা করিবে। জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থা করিবে।

পুনর্নবায়াস্তৈলং বা তৈলং নারায়ণং তথা। পানে বস্তৌ রুবোস্তৈলং পেয়ং বা দশকাম্ভসা।।

পিত্তজ বৃদ্ধিরোগে পুনর্নবার ক্বাথ ও কল্ক-সহ তৈল পাক করিয়া সেই তৈল কিংবা নারায়ণ তৈল পানে ও বস্তিকর্ম্মে প্রয়োগ করিবে, অথবা দশমূলের ক্বাথের সহিত এরণ্ডতৈল পান করিতে দিবে।

চন্দনং মধুকং পদ্মমুশীরং নীলমুৎপলম্। ক্ষীরপিষ্টং প্রলেপেন দাহশোথরুজাপহম্।।

রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, পদ্মকেশর, বেণার মূল ও নীলোৎপল, এই সকল দ্রব্য দুগ্ধে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে পিত্তজ বৃদ্ধির দাহ, শোথ ও বেদনা নষ্ট হয়।

পঞ্চবল্কলকল্কেন সঘৃতেন প্রলেপনম্। পানং বাপি কষায়স্য পিত্তবৃদ্ধৌ প্রশস্যতে।।

বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও বকুল এই পঞ্চবৃক্ষের বল্কল পেষণ ও তাহাতে ঘৃত মিশ্রণ করিয়া সেই ঘৃতাক্ত কল্কের প্রলেপ দিলে বা ঐ পঞ্চবল্কলের ক্বাথ পান করিলে পিত্তজ বৃদ্ধি প্রশমিত হয়।

কফবৃদ্ধৌ মূত্রপিষ্টৈরুষ্ণবীর্য্যৈঃ প্রলেপনম্। পাতব্যো মূত্রসংযুক্তঃ কষায়ঃ পীতদারুণঃ।। (উষ্ণবীর্য্যৈ-রজগন্ধাদিভিঃ সুশ্রুতোক্তৈঃ, বৃহৎপঞ্চমূল্যাদিভির্বা)।

কফজ বৃদ্ধিরোগে উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য (বৃহৎ পঞ্চমূল কিংবা সুশ্রুতোক্ত অজগন্ধাদি) গোমূত্রে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে, অথবা দেবদারুর কষায় গোমূত্র সংযুক্ত করিয়া পান করাইবে।

ত্রিকটুত্রিফলাক্বাথং সক্ষারলবণং পিবেৎ। বিরেচনমিদং শ্রেষ্ঠং কফবৃদ্ধিবিনাশনম্।। লেপনং কটুতীক্ষ্ণোষ্ণং স্বেদনং রুক্ষমেব চ। পরিষেকোপনাহৌ চ সর্ব্বমুষ্ণমিহেষ্যতে।।

ত্রিকটু ও ত্রিফলার ক্বাথে যবক্ষার ও সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। ইহা শ্রেষ্ঠ বিরেচক এবং কফজ বৃদ্ধিরোগনাশক। কফজ বৃদ্ধিতে কটু তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য প্রলেপ, রুক্ষস্বেদ, পরিষেক ও উপনাহ উষ্ণাবস্থায় প্রয়োগ করিবে।

মুহুর্ম্মুহুর্জলৌকোভিঃ শোণিতং রক্তজে হরেৎ। পিবেদ্বিরেচনং বাপি শর্করাক্ষৌদ্রসংযতম্।। শীতমালেপনং শস্তং সর্ব্বং পিত্তহরং তথা। পিত্তবৃদ্ধিক্রমং কুর্য্যাদামে পক্কে চ রক্তজে।।

রক্তজ বৃদ্ধিরোগে জলৌকা দ্বারা পুনঃপুনঃ রক্তমোক্ষণ করিবে। ইহাতে চিনি ও মধু-সংযুক্ত বিরেচন, শীতল প্রলেপ এবং সকলপ্রকার পিত্তহর ক্রিয়া প্রশস্ত। রক্তজ বৃদ্ধির আমাবস্থায় কী পক্কাবস্থায় সর্ব্বদাই পিত্তজ বৃদ্ধির চিকিৎসা করিবে।

স্বিন্নং মেদঃসমুত্থানং লেপয়েৎ সুরসাদিনা। শিরোবিরেচনদ্রব্যৈঃ সুখোষ্ণৈর্মূত্রসংযুতৈঃ।।

মেদোজ বৃদ্ধিতে অগ্রে গোময়পিণ্ডাদি দ্বারা স্বেদ দিয়া পরে তুলসী, নিসিন্দা ও শ্বেত পুনর্নবাদি সুরসাদিগণোক্ত দ্রব্য দ্বারা প্রলেপ দিবে। শিরোবিরেচন (পিপুল, মরিচ, আপাং প্রভৃতি) দ্রব্যসমূহ গোমূত্রপিষ্ট ও তাহা ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার দর্শে।

সংস্বেদ্য মূত্রপ্রভবাং বস্ত্রপট্টেন বেষ্টয়েৎ। সেবন্যাঃ পার্শ্বতোঽধস্তাদ্বিধ্যেদ্ ব্রীহিমুখেন বৈ।। শঙ্খোপরি চ কর্ণান্তে ত্যক্ত্বা সেবনীমাদরাৎ। বাত্যাসাদ্বা শিরাং বিধ্যেদন্ত্রবৃদ্ধিনিবৃত্তয়ে। অঙ্গুষ্ঠমধ্যে ত্বক্ ছিত্ত্বা দহেদঙ্গবিপর্য্যয়ে।।

মূত্রজ বৃদ্ধি, স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিয়া ত্বকের মৃদুতা সম্পাদনার্থ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বেষ্টন করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। তৎপরে মূত্রস্রাবণার্থ ব্রীহিমুখ নামক শস্ত্র দ্বারা সেবনীর পার্শ্বে অধোভাগ এরূপ বিদ্ধ করিবে যেন সেবনীতে আঘাত না-লাগে। অন্ত্রবৃদ্ধি নিবৃত্তির জন্য বিপরীতভাবে শিরা বিদ্ধ করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ বাম কোষের বৃদ্ধি হইলে দক্ষিণভাগে এবং দক্ষিণ কোষের বৃদ্ধি হইলে বামভাগে, আর উভয় কোষের বৃদ্ধি হইলে উভয় ভাগেই বিন্ধিতে হইবে। শঙ্খদেশের উপরে এবং কর্ণের প্রান্তভাগে যে-শিরা আছে, তাহাও বিপরীতভাবে বিদ্ধ করিবে। হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যে ত্বঙ্মাত্র ছেদন করিয়া সেই স্থান দগ্ধ করিয়া দিবে। এ স্থলেও পূর্ব্ববৎ বিপরীতভাবে পোড়াইতে হইবে অর্থাৎ বামকোষের বৃদ্ধি হইলে দক্ষিণ হস্তের এবং দক্ষিণ কোষের বৃদ্ধি হইলে বাম হস্তের, আর উভয় কোষেরই বৃদ্ধি হইলে উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি পোড়াইতে হইবে।

মুষ্ককোষমগচ্ছন্ত্যামন্ত্রবৃদ্ধৌ বিচক্ষণঃ। বাতবৃদ্ধিক্রমং কুর্য্যাৎ স্বেদস্তত্রাগ্নিনা হিতম্।।

অন্ত্রবৃদ্ধি কোষপ্রাপ্ত না-হইলে অর্থাৎ বঙ্ক্ষণে গ্রন্থিরূপে প্রথমাবস্থায় অবস্থিত থাকিলে বাতজ বৃদ্ধির চিকিৎসা করিবে। এরূপ অবস্থায় অগ্নির স্বেদ হিতকর।

রাস্নাযষ্ট্যামৃতৈরণ্ড-বলাগোক্ষুরসাধিতঃ। ক্বাথোহন্ত্রবৃদ্ধিং হন্ত্যাশু রুবুতৈলেন মিশ্রিতঃ।।

রাস্না, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, বেড়েলা ও গোক্ষুর ইহাদের ক্বাথ এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অন্ত্রবৃদ্ধি নিবারিত হয়।

তৈলমেরণ্ডজং পীত্বা বলাসিদ্ধ-পয়োঽন্বিতম্। আধ্মানশূলোপচিতামন্ত্রবৃদ্ধিঃ জয়েন্নরঃ।।

বেড়েলামূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে আধ্মান ও শূলবৎ বেদনাযুক্ত অন্ত্রবৃদ্ধি প্রশমিত হয়।

হরীতকীং মূত্রসিদ্ধাং সতৈলাং লবণান্বিতাম্। প্রাতঃ প্রাতশ্চ সেবেত কফবাতাময়াপহাম্।।

হরীতকী গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে এরণ্ডতৈল ও লবণ মিশাইয়া গোমূত্রের সহিত (কেহ বলেন গরম জল-সহ) প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেবন করিলে বাতশ্লৈষ্মিক বৃদ্ধি বিনষ্ট হয়।

ত্রিফলাক্বাথগোমূত্রং পিবেৎ প্রাতরতন্দ্রিতঃ। কফবাতোদ্ভবং হন্তি শ্বয়থুং বৃষণোত্থিতম্।।

ত্রিফলার ক্বাথে গোমূত্র প্রক্ষেপ দিয়া উহা প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মজনিত বৃষণ শোথ নিবারিত হয়।

গন্ধর্ব্বহস্ততৈলেন ক্ষীরেণ বিহিতং শৃতম্। বিশালামূলজং চূর্ণং বৃদ্ধিং হন্তি ন সংশয়ঃ।।

এরণ্ডতৈল ও দুগ্ধের সহিত যথাবিধি পাক করিয়া রাখালশসার মূলচূর্ণ সেবন করিলে বৃদ্ধিরোগ নিবৃত্ত হয়।

গব্যং ঘৃতং সৈন্ধবসংপ্রযুক্তং শম্বূকভাণ্ডে নিহিতং প্রযত্নাৎ। সপ্তাহমাদিত্যকরৈর্বিপক্বং নিহন্তি কুরণ্ডমতি-প্রবৃদ্ধম্।।

গব্য ঘৃত ও (চতুর্থাংশ) সৈন্ধব লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া সদ্য আনীত একটি শামুকের মধ্যে পুরিয়া ৭ দিন রৌদ্রে পাক করিবে। সেই ঘৃতের প্রলেপ দিলে কুরণ্ড নষ্ট হয়।

ঐন্দ্রীমূলভবং চূর্ণং রুবুতৈলেন মর্দ্দিতম্। ত্র্যহাদ্গোপয়সা পীতং সর্ব্ববৃদ্ধিনিবারণম্।।

রাখালশসার মূলচূর্ণ এরণ্ডতৈলের সহিত মর্দ্দন করিয়া গব্য দুগ্ধের সহিত ৩ দিন পান করিলে সর্ব্বপ্রকার বৃদ্ধিরোগ নষ্ট হয়।

রুদ্রজটামূললিপ্তা করটব্যঙ্কচর্ম্মণা। বদ্ধা বৃদ্ধিঃ শমং যাতি চিরজাপি ন সংশয়ঃ।। নিষ্পিষ্টমারনালেন রূপিকামূলবল্কলম্। লেপো বৃদ্ধ্যাময়ং হন্তি বদ্ধমূলমপি দৃঢ়ম্।। বচাসর্ষপকল্কেন প্রলেপো বৃদ্ধিনাশনঃ। লজ্জাগৃধ্রমলাভ্যাঞ্চ লেপো বৃদ্ধিহরঃ পরঃ।।

শিবজটার মূল উপযুক্ত পরিমাণে লইয়া পেষণ করত তদ্দ্বারা কোষে প্রলেপ দিবে। তাহার পর করটবী নামক জন্তুর (নকুলসদৃশ জন্তু, খটাশ) ক্রোড়স্থ চর্ম্ম দ্বারা কোষ বন্ধন করিয়া রাখিবে। ইহাতে বহুকালোৎপন্ন কোষবৃদ্ধির শান্তি হয়। আকন্দমূলের বল্কল কাঁজির সহিত বাটিয়া কুরণ্ডে প্রলেপ দিলে বদ্ধমূল ও দৃঢ় বৃদ্ধিও নষ্ট হয়। বচ ও সর্ষপ একত্র পেষণ করিয়া কুরণ্ডে প্রলেপ দিলে বৃদ্ধি নষ্ট হয়। বরাহক্রান্তা ও গৃধিনীর বিষ্ঠা একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুরণ্ড নষ্ট হয়।

সরলাগুরুকুষ্ঠানি দেবদারু মহৌষধম্। মূত্রারনালসংযুক্তং শোথঘ্নং কফবাতনুৎ।।

সরলকাষ্ঠ, অগুরু, কুড়, দেবদারু ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্যের কল্ক গোমূত্র ও কাঁজির সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে কোষগত শোথ এবং বায়ু ও কফ বিনষ্ট হয়।

শিগ্রুত্বক্সর্ষপৈর্লেপঃ শোথশ্লেষ্মানিলাপহঃ।।

সজিনাছাল ও সর্ষপ বাটিয়া প্রলেপ দিলে কোষগত শোথ, শ্লেষ্মা ও বায়ু প্রশমিত হয়।

বহুবারস্য বীজঞ্চ পিষ্টং তচ্চার্দ্রকৈঃ সহ। কুরণ্ডং নাশয়েদ্ ভদ্রে লেপনান্নাত্র সংশয়ঃ।।

বহুবারের বীজ ও আদা একত্র বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে কুরণ্ড নিবারিত হয়।

যঃ পিত্তদোষেণ কুরণ্ডরোগো ভবেচ্ছিশোর্দক্ষিণমুষ্কভাগে। তস্যোর্দ্ধভাগং শ্রবণস্য বিধ্যেদ্বামস্য বামে প্রভবে পরস্য।।

পিত্তদোষে বালকের দক্ষিণ কোষে কুরণ্ড হইলে বামকর্ণের উর্ধ্বভাগ এবং বামকোষে হইলে দক্ষিণ কর্ণের উর্ধ্বভাগ বিন্ধিয়া দিবে।

এরণ্ডতৈলসংমিশ্রং কাসীসং সৈন্ধবং পিবেৎ। বস্ত্রেণ বৃষণং বদ্ধং কুরণ্ডজ্বরনাশনম্।।

এরণ্ডতৈলের সহিত হিরাকস ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে এবং বস্ত্র দ্বারা কোষ বাঁধিয়া রাখিলে কুরণ্ড ও তজ্জনিত জ্বর নষ্ট হয়।

সংচূর্ণিতং সৈন্ধবমাজ্যযুক্তং সংমর্দ্দ্য তোয়স্থিতমেব সোষ্ণম্। মুহুর্ম্মুহুর্যঃ কুরুতে প্রলেপং বিলীয়তে তস্য কুরণ্ডরোগঃ।।

সৈন্ধব লবণচূর্ণ গব্য ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া অল্প জল দিয়া অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া মুহুর্মুহু প্রলেপ দিলে কুরণ্ডরোগ নষ্ট হয়।

ঈশ্বরীমূলমেরণ্ড-মূলং মূষকচর্ম্ম চ। প্রলেপঃ স্যাৎ কুরণ্ডানাং রোগবিচ্ছেদকারকঃ।।

রুদ্রজটামূল, এরণ্ডমূল ও ইন্দুরের চর্ম্ম বাটিয়া প্রলেপ দিলে কুরণ্ডরোগ বিনষ্ট হয়।

সুপেষিতং ব্রাহ্মণযষ্টিকায়া মূলং সমং তণ্ডুলধাবনেন। নিহন্তি লেপাদ্ গলগণ্ডমালাং কুরণ্ড-মুখ্যানখিলান্ বিকারান্।।

বামুনহাটীর মূল আতপ তণ্ডুলের জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে গণ্ডমালা কুরণ্ড প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

বাতারিতৈলমৃদিতং সুরদারুবীজং মূলং নরঃ পিবতি যো মসৃণং বিচূর্ণ্য। গব্যে নিধায় পয়সি ত্রিদিনাবসানে তস্য প্রণশ্যতি কুরণ্ডকৃতো বিকারঃ।।

দেবদারুবীজ বাতঘ্ন তৈল-সহ বাটিয়া তাহা অথবা দেবদারুমূলচূর্ণ গব্যদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে তিন দিনে কুরণ্ড নিবারিত হয়।

ব্রধ্ন নিদানম্

অত্যভিষ্যন্দিগুর্ব্বন্ন-শুষ্কপূত্যামিষাশনাৎ। করোতি গ্রন্থিবচ্ছোথং দোষো বঙ্ক্ষণসন্ধিষু। জ্বরশূলাঙ্গ সাদ্যাঢ্যং তং ব্রধ্নমিতি নির্দ্দিশেৎ।।

অত্যন্ত অভিষ্যন্দী দ্রব্য, গুরুপাক অন্ন, শুষ্ক দ্রব্য এবং পচা মাংস ভক্ষণ করিলে বাতাদি দোষ সঞ্চিত হইয়া বঙ্ক্ষণসন্ধিস্থানে গ্রন্থির ন্যায় শোথ উৎপন্ন করে। তজ্জন্য অত্যন্ত জ্বর, শূলবৎ বেদনা ও শরীরের অবসন্নতা উপস্থিত হয়। ইহাকে ব্রধ্নরোগ বলে।

ব্রধ্ন চিকিৎসা

ভৃষ্টশ্চৈরণ্ডতৈলেন সম্যক্ কল্কোহভয়াভবঃ। কৃষ্ণাসৈন্ধবসংযুক্তো ব্রধ্ন রোগহরঃ পরঃ।।

হরীতকীর কল্ক এরণ্ডতৈলে ভাজিয়া তাহাতে পিপুল ও সৈন্ধবচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে ব্রধ্ন (কুঁচকী ও বাগী) রোগের শান্তি হয়।

ন্যগ্রোধক্ষীরলেপেন ব্রধ্নরোগো বিনশ্যতি।।

বটের আটা লেপন করিলে সদ্যোজাত ব্রধ্ন বসিয়া যায়।

অজাজী হবুষা কুষ্ঠং গোধূমং বদরান্বিতম্। কাঞ্জিকেন তু সংপিষ্টং তল্লেপো ব্রধ্নজিৎ পরঃ।।

কৃষ্ণজীরা, হবুষা, কুড়, গোধূম ও কুল এই সকল দ্রব্য কাঁজিতে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ব্রধ্নশূল নিবারিত হয়।

অবিক্ষীরেণ গোধূমকল্কং কুন্দরুকস্য চ। বিলেপনং সুখোষ্ণং স্যাদ্ ব্রধ্নশূলহরং পরম্।।

মেষদুগ্ধে গোধূম ও কুন্দুরুখোটী বাটিয়া ঈষদুষ্ণ করত প্রলেপ দিলে ব্রধ্নশূল নিবারিত হয়।

হরীতকী বচা শুণ্ঠী ত্রিবৃতা স্বর্ণপত্রিকা। এলাদ্বয়ং দেবপুষ্পং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ। অনেন প্রশমং যাতি ব্রধ্নকাসজ্বরা ধ্রুবম্।।

হরীতকী, বচ, শুঁঠ, তেউড়ীমূল, সোণামুখী, ছোট এলাইচ, বড় এলাইচ ও লবঙ্গ ইহাদের ক্বাথ পান করিলে ব্রধ্ন, কাস ও জ্বর প্রশমিত হয়।

লাক্ষা করঞ্জবীজ শুণ্ঠী দারু সগৈরিকম্। কুন্দুরুঞ্চ সমং কৃত্বা চূর্ণয়েন্মতিমান্ ভিষক্। কাঞ্জিকেন তু সংপেষ্য তথা শ্বয়থুনাশনম্।।

লাক্ষা, করঞ্জবীজ, শুঁঠ, দেবদারু, গিরিমাটী ও কুন্দুরুখোটী এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ও কাঞ্জিতে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ব্রধ্নশোথ বিনষ্ট হয়।

মৃতমাত্রে তু বৈ কাকে বিশস্তে সংপ্রবেশয়েৎ। ব্রধ্নং মুহূর্ত্তং মেধাবী তৎক্ষণাদরুজো ভবেৎ।।

একটি কাক মারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার ক্রোড়দেশ বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্যে ব্রধ্ন প্রবেশ করাইলে ক্ষণকাল মধ্যে যাতনা নিবারিত হয়।

বিল্বাদি চূর্ণম্

মূলং বিল্বকপিত্থয়োররলুকস্যাগ্নের্বৃহত্যোর্দ্বয়োঃ শ্যামাপূতিকরঞ্জশিগ্রুকতরোর্বিশ্বৌষধারুষ্করম্। কৃষ্ণা-গ্রন্থিকচব্যপঞ্চলবণক্ষারাজমোদান্বিতম্ পীতং কাঞ্জিককোষ্ণতোয়মথিতং চূর্ণীকৃতং ব্রধ্নজিৎ।। (শ্যামাত্র বৃদ্ধদারকঃ। মূলমিতি মূলং ষষ্ঠ্যন্তৈঃ সর্ব্বৈঃ যোজ্যম্। ইতি শিবদাসঃ)।

বেল, কয়েৎবেল, শ্যোণাক, চিতা, বৃহতী, কণ্টকারী, বৃদ্ধদারক, নাটাকরঞ্জ ও সজিনা ইহাদের মূল এবং শুঁঠ, ভেলার মুটী, পিপুল, পিপুলমূল, চই, পঞ্চলবণ, যবক্ষার ও বনযমানী এই সমুদায় চূর্ণ করিয়া কাঁজি অথবা উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে ব্রধ্নরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ভক্তোত্তরীয়ম্

অভ্রকং গন্ধকঞ্চৈব পিপ্পলী লবণানি চ। ত্রিক্ষারং ত্রিফলা চৈব হরিতালং মনঃশিলা।। পারদাঞ্চাজমোদা চ যমানী শতপুষ্পিকা। জীরকং হিঙ্গু মেথী চ চিত্রকং চবিকা বচা।। দন্তী চ ত্রিবৃতা মুস্তং শিলা চ

মৃতলৌহকম্। অঞ্জনং নিম্ববীজানি পটোলং বৃদ্ধদারকম্।। সর্ব্বাণি চাক্ষমাত্রাণি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ। শতং কনকবীজানি শোধিতানি প্রযোজয়েৎ।।এতদগ্নিবিবৃদ্ধার্থমৃষিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্।শ্লীপদান্যন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ বাতবৃদ্ধিঞ্চ দারুণাম্।। অরুচিঞ্চামবাতঞ্চ শূলং বাতসমম্ভবম্। গুল্মঞ্চৈবোদরব্যাধীন্ নাশয়ত্যাশু তৎক্ষণাৎ। ভক্তোত্তরমিদং চূর্ণমশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরা।।

অভ্র, গন্ধক, পিপুল, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, ত্রিফলা, হরিতাল, মনছাল, পারদ, বনযমানী, যমানী, শুলফা, জীরা, হিঙ্গু, মেথী, চিতামূল, চই, বচ, দন্তীমূল, তেউড়ী, মুতা, শিলাজতু, লৌহ, রসাঞ্জন, নিম্ববীজ, পটোলপত্র ও বিদ্ধড়ক বীজ, প্রত্যেক ২ তোলা, শোধিত ধুতূরাবীজ ১০০টি, এই সমুদায় একত্র চূর্ণ করিয়া লইবে। আহারের পর সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে শ্লীপদ, অন্ত্রবৃদ্ধি, অরুচি, আমবাত, বাতজ শূল প্রভৃতি রোগের উপশম এবং অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অর্য্যমামৃতাভ্রম্

দশমূলী চ নির্গুণ্ডী সরসা চ পুনর্নবা। স্নুহী চ চবিকা বাসা চিত্রকং বৃদ্ধদারকম্।। বলা চাতিবলা চৈব পাঠারগ্বধচিত্রকম্। সহস্রপুটিতাভ্রন্তু রসৈরেষাং বিমর্দ্দয়েৎ।। অর্য্যমামৃতনামেদং ব্রধ্নবৃদ্ধিং নিযচ্ছতি। অন্ত্রবৃদ্ধিং তথাধ্মানং শ্লীপদং কুলসম্ভবম্।। গণ্ডমালাং তথা গ্রন্থিমর্ব্বুদং বাতশোণিতম্। জ্বরং ঘোরং তথা শোথমুদরং প্লীহপাণ্ডুতাম্। রসায়নবরং বৃষ্যং বহ্নিকৃদ্ ধাতুবর্দ্ধনম্।।

দশমূল, নিসিন্দা, শ্বেত তেউড়ী, পুনর্নবা, মনসাসীজ, চই, বাসক, চিতা, বৃদ্ধদারক, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, আকনাদি, সোঁদাল ও রক্তচিতা ইহাদের রসে সহস্রপুটিত অভ্র মাড়িয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে ব্রধ্ন, বৃদ্ধি ও অন্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি নানা রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বৃদ্ধিবাধিকা বটিকা

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং মৃতান্যেতানি যোজয়েৎ। লৌহং বঙ্গং তথা তাম্রং কাংস্যঞ্চাথ বিশোধিতম্।। তালকং তুথকঞ্চাপি তথা শঙ্খবরাটকম্। ত্রিকটু ত্রিফলাং চব্যং বিড়ঙ্গং বৃদ্ধদারকম্।। কর্চ্চূরং মাগধীমূলং পাঠাং সহবুষাং বচাম্। এলাবীজং দেবকাষ্ঠং তথা লবণপঞ্চকম্।। এতানি সমভাগানি চূর্ণয়েদথ কারয়েৎ। কষায়েণ হরীতক্যা বটিকাং টঙ্কসংমিতাম্।। একাং তাং বটিকাং যস্তু নির্গিলেদ্ বারিণা সহ। অন্ত্রবৃদ্ধির-সাধ্যাপি তস্য নশ্যতি সত্বরম্।।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, তাম্র, কাঁসা, হরিতাল, তুঁতে, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই, বিড়ঙ্গ, বিদ্ধড়ক বীজ, শটী, পিপুলমূল, আকনাদি, হবুষা, বচ, এলাইচ, দেবদারু, পঞ্চলবণ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া হরীতকীর ক্বাথে মর্দ্দন করত ১ মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। এই বটি জল-সহ প্রত্যহ ১টি সেবন করিলে অসাধ্য অন্ত্রবৃদ্ধিও নষ্ট হয়।

শশিশেখর রসঃ

লৌহমভ্রঞ্চ সিন্দূরং মর্দ্দয়েৎ কন্যকাম্বুনা। অস্য রক্তিমিতং দদ্যাদন্ত্ররোগনিবৃত্তয়ে।।

লৌহ, অভ্র ও রসসিন্দূর একত্র ঘৃতকমারীর রসে মড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা যথোপযক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিলে সকলপ্রকার অন্ত্ররোগ বিনষ্ট হয়।

বাতারিঃ

রসভাগো ভবেদেকো গন্ধকো দ্বিগুণো মতঃ। ত্রিগুণা ত্রিফলা গ্রাহ্যা চতুর্ভাগশ্চ চিত্রকঃ। গুগ্গুলুঃ পঞ্চভাগঃ স্যাদেরণ্ডতৈলমর্দ্দিতঃ। ক্ষিপ্তবাত্র পূর্ব্বকং চূর্ণং তেনৈব সহ মর্দ্দয়েৎ।। গুড়িকাং কর্ষমাত্রান্তু

ভক্ষয়েৎ প্রাতরেব হি। নাগরৈরণ্ডমূলানাং ক্বাথং তদন পায়য়েৎ।। অভ্যজ্যৈরণ্ডতৈলেন স্বেদয়েৎ পৃষ্ঠদেশকম্। বিরেকে তেন সঞ্জাতে স্নিগ্ধমুষ্ণঞ্চ ভোজয়েৎ।। বাতারিসংজ্ঞকো হ্যেষ রসো নির্ব্বাত-সেবিতঃ। অন্ত্রবৃদ্ধিং নিহন্ত্যেব ব্রহ্মচর্য্যপুরঃসরঃ। অনুপানঞ্চ তিলজমার্দ্রকদ্রবসংযুতম্।।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, ত্রিফলা মিলিত ৩ ভাগ, চিতামূল ৪ ভাগ ও গুগগুলু ৫ ভাগ এই সমস্ত দ্রব্য এরণ্ডতৈলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ তোলা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান আদার রস ও তিলতৈল। ঔষধ সেবনান্তে শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের ক্বাথ পেয়। এই ঔষধ সেবনের পর রোগীর পৃষ্ঠদেশে এরণ্ডতৈল মাখাইয়া স্বেদ প্রদান করিবে। বিরেচন হইলে স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্য ভোজন করাইবে। ইহাতে অন্ত্রবৃদ্ধিরোগ প্রশমিত হয়।

রসরাজেন্দ্রঃ

হিঙ্গুলোত্থং রসং গন্ধং কেশরাজাম্বুশোধিতম্। রসার্দ্ধং হেম তারঞ্চ নাগং হেমার্দ্ধকং তথা।। ক্ষিপ্তবা খল্লতলে পশ্চাদ্ বাসাক্বাথেন ভাবয়েৎ। কাকমাচ্যাশ্চিত্রকস্য নির্গুণ্ড্যাঃ কুটজস্য চ।। স্থলপদ্মস্যোৎ-পলস্য সপ্তকৃত্বো দ্রবৈঃ পৃথক্। ততো রক্তিমিতাঃ কুর্য্যাদ্ বটীশ্চণ্ডাংশুশোষিতাঃ।। অন্ত্রজান্ নিখিলান্ রোগান্ সর্ব্বদোষোদ্ভবাংস্তথা। হন্ত্যয়ং রসরাজেন্দ্রো মৃগরাজো যথা মৃগান্।।

হিঙ্গুলোত্থ রস ও কেশুরিয়ার রসে শোধিত গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রত্যেক ৪ মাষা এবং সীসা ২ মাষা এই সমুদায় একত্র করিয়া বাসক, কাকমাচী, চিতা, নিসিন্দা, কুড়চি, স্থলপদ্ম ও পদ্ম ইহাদের ক্বাথে পৃথক পৃথক ৭ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করত রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে সমস্ত অন্ত্ররোগ এবং অন্যান্য বিবিধ ব্যাধি প্রশমিত হয়।

শতপুষ্পাদ্যং ঘৃতম্

শতপুষ্পামৃতা দারু চন্দনং রজনীদ্বয়ম্। জীরকে দ্বে বচা নাগত্রিফলা গুগ্‌গুলুত্বচম্।। মাংসী কুষ্ঠং পত্রৈকেলা রাস্নাশৃঙ্গী সচিত্রকম্। ক্রিমিঘ্নমশ্বগন্ধা চ শৈলেয়ং কটুরোহিণী।। সৈন্ধবং তগরঞ্চৈব কুটজাতি-বিষে সমে। এতৈশ্চ কার্ষিকৈঃ কল্কৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।। বৃষমুণ্ডিতিকৈরণ্ড-নিম্বপত্রভবো রসঃ। কণ্টকার্য্যাস্তথা প্রস্থং ক্ষীরপ্রস্থং বিনিক্ষিপেৎ।। সিদ্ধমেতদ্ ঘৃতং পীতমন্ত্রবৃদ্ধিং ব্যপোহতি। বাতবৃদ্ধিং পিত্তবৃদ্ধিং মেদোবৃদ্ধিঞ্চ দারুণাম্।। মূত্রবৃদ্ধিং শ্লীপদঞ্চ যকৃৎ প্লীহানমেব চ। শতপুষ্পাদ্যমেতদ্ বৈ ঘৃতং হন্তি ন সংশয়ঃ।। (সৈন্ধবং তগরঞ্চৈব কটজাতিবিষৈঃ সমৈরেতি ক্বচিৎপাঠঃ। নিম্বপত্রভবো রস ইত্যত্র বিল্বপত্রভবো রস ইতি বা পাঠঃ)।

ঘৃত ৪ সের। বাসক, মুণ্ডিরী, এরণ্ড, নিম্বপত্র ও কণ্টকারী ইহাদের প্রত্যেকের রস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ শুলফা, গুলঞ্চ, দেবদারু, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, বচ, নাগেশ্বর, ত্রিফলা, গুগগুলু, গুড়ত্বক, জটামাংসী, কুড়, তেজপত্র, এলাইচ, রাস্না, কাঁকড়াশৃঙ্গী, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, অশ্বগন্ধা, শৈলজ, কটকী, সৈন্ধব, তগরপাদুকা, কুড়চিছাল ও আতইচ প্রত্যেক ২ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে সকলপ্রকার বৃদ্ধি, শ্লীপদ, যকৃৎ ও প্লীহা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রিবৃতাদি ঘৃতম্

ত্রিবৃতামধুযষ্ট্যম্বু-পয়োধরযমানিকাঃ। শ্যামাবিদারীমিশ্রেয়া-পিপ্পলীগিরিমল্লিকাঃ।। ঘৃতপ্রস্থং পয়ঃপ্রস্থং দধ্যাঢ়কসমন্বিতম্। শতাবরীরসপ্রস্থং সর্ব্বাণ্যেকত্র সংপচেৎ।। ত্রিবৃতাদি ঘৃতঞ্চৈতদন্ত্রজান্নিখিলান্ গদান্। প্রমেহান্ বিংশতিং শ্বাসান্ কুষ্ঠান্যর্শাংসি কামলাম্।। হলীমকম্ পাণ্ডুরোগং গলগণ্ডং তথার্ব্বুদম্। বিদ্রধিং ব্রণশোথঞ্চ হন্তি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।।

গব্যঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, দধির মাত ১৬ সের, শতমূলীর রস ৪ সের। কল্কার্থ তেউড়ী, যষ্টিমধু, বালা, মুতা, যমানী, শ্যামালতা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, মৌরী, পিপুল ও কুড়চিছাল মিলিত ১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত পান করিলে অন্ত্রজ সমস্ত রোগ এবং প্রমেহ, শ্বাস, কুষ্ঠ ও অর্শ প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়।

বৃহদ্দন্তীঘৃতম্

জলদ্রোণে পচেৎ সম্যগ্‌দন্ত্যাঃ পলশতং ভিষক্। পাদশিষ্টং গৃহীত্বেমং ক্বাথং সর্পিঃ পয়স্তথা।। দন্তীমূলং বলাং দ্রাক্ষাং সহদেবীং শতাবরীম্। সরলং শারিবাং শ্যামাং প্রত্যেকং কুড়বোন্বিতম্।। বিদার্য্যাস্তালমূল্যাশ্চ শাল্মল্যাঃ কুটজস্য চ। রসাঢ়কং পরিক্ষিপ্য সাধয়েন্ মৃদুনাগ্নিনা।। অন্ত্রবৃদ্ধিমন্ত্ররোধমন্ত্রদাহং সুদারুণম্। মুষ্কবৃদ্ধিং তথা ব্রধ্নং ব্রণশোথং ভগন্দরম্।। আমবাতং বাতরক্তং মুখনাসাশিরোরুজঃ। রেতঃশোণিত-দোষাংশ্চ হন্তি দন্তীঘৃতং বৃহৎ।।

ঘৃত ১৬ সের। ক্বাথার্থ দন্তীমূল ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ, ভূমিকুষ্মাণ্ড রস, তালমূলী রস, শিমুলমূলের রস ও কুড়চিছালের রস, প্রত্যেক ১৬ সের। কল্কার্থ দন্তমূল, বেড়েলা, দ্রাক্ষা, পীতবেড়েলা, শতমূলী, সরলকাষ্ঠ, অনন্তমূল ও শ্যামালতা (কেহ বলেন শ্যামমূলা তেউড়ী) প্রত্যেক ১ কুড়ব। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই ঘৃত পান করিলে অন্ত্রবৃদ্ধি, অন্ত্রাবরোধ, অন্ত্রদাহ, মুষ্কবৃদ্ধি, ব্রধ্ন, আমবাত, বাতরক্ত ও রক্তদুষ্টি প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

গন্ধর্ব্বহস্ত তৈলম্

শতমেরণ্ডমূলস্য পলং শুণ্ঠ্যা যবাঢ়কম্। জলদ্রোণে বিপক্তব্যং যাবৎ পাদাবশেষিতম্।। তেন পাদাবশেষেণ পয়সা তৎসমেন চ। প্রস্থমেরণ্ডতৈলস্য তন্মূলাচ্চ চতুষ্পলম্।। ত্রিপলং শৃঙ্গবেরঞ্চ গর্ভং দত্ত্বা বিপাচয়েৎ। তৎ পিবেৎ প্রযতঃ শুদ্ধো নরঃ ক্ষীরান্নভুক্ সদা। অন্ত্রবৃদ্ধিং জয়ত্যাশু তৈলং গন্ধর্ব্বহস্তকম্।।

এরণ্ডতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ এরণ্ডমূল ১২।।০ সের, শুঁঠ ১২।।০ সের, যব ৮ সের, প্রত্যেকে জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ এরণ্ডমূল ৪ পল, আদা ৩ পল। এই তৈল পান করিলে শীঘ্র অন্ত্রবৃদ্ধি প্রশমিত হয়। পথ্য দুগ্ধ ও অন্ন। মাত্রা ২ তোলা, উষ্ণ দুগ্ধ-সহ সেব্য।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যং তৈলম্

সৈন্ধবং মদনং কুষ্ঠং শতাহ্বাং নিচুলং বচাম্। হ্রীবেরং মধুকং ভার্গীং দেবদারু সনাগরম্।। কট্‌ফলং পৌষ্করং মেদাং চবিকাং চিত্রকং শটীম্। বিড়ঙ্গাতিবিষে শ্যামাং রেণুকাং নীলিনীং স্থিরাম্।। বিল্বাজমোদে কৃষ্ণাঞ্চদন্তীরাস্নে প্রপিষ্য চ। সাধ্যমেরণ্ডজং তৈলং তৈলং বা কফবাতনৎ।। ব্রধ্নোদাবর্ত্তগুল্মার্শঃ-প্লীহমেহাঢ্যমারুতান্। আমাহমশ্মরীঞ্চৈব হন্যাৎ তদনুবাসনাৎ।। (শ্যামা ত্রিবৃতা। তৈলং বেতি তিলতৈলং বা। ইতি শিবদাসঃ)।

এরণ্ডতৈল বা তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ সৈন্ধব, মদনফল, কুড়, শুলফা, বেতস, বচ, বালা, যষ্টিমধু, বামুনহাটী, দেবদারু, শুঁঠ, কটফল, পুষ্করমূল, মেদা, চই, চিতামূল, শটী, বিড়ঙ্গ, আতইচ, তেউড়ী, রেণুক, নীলবুহ্না, শালপাণি, বেলশুঁঠ, বনযমানী, পিপুল, দন্তীমূল ও রাস্না মিলিত ১ সের। জল ১৬ সের। এই তৈল মর্দ্দনে ব্রধ্ন, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, অর্শ, প্লীহা, মেহ ও বাতরক্ত প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

বৃহন্মন্দারতৈলম্

যন্মধ্যনারায়ণনাম তৈলং তস্যাঙ্গসংঘৈস্তিলজং হি তৈলম্। মন্দারপুষ্পস্বরসেন সার্দ্ধং পচেদ্ বিধিজ্ঞঃ

কমলাম্ভসা চ।। মন্দারতৈলং বৃহদেতদাশু বলঞ্চ শুক্রং পরিবর্দ্ধয়েদ্ধি। অন্ত্রোত্থরোগান নিখিলান্ নিহন্তি পিত্তোত্থবাতোত্থকফোত্থিতাংশ্চ।।

যে-সকল কল্ক ও ক্বাথাদি দ্বারা বাতব্যাধি অধিকারের মধ্যমনারায়ণ তৈল পাক করিতে হয়, তৎ সমস্ত দ্রব্য, অধিকন্তু পালিধাপষ্পের ও পদ্মরসের সহিত তৈল পাক করিলে তাহাকে বৃহৎ মন্দারতৈল বলে। ইহা গাত্রে ও উদরাদিতে মর্দ্দন করিলে সমস্ত অন্ত্রজ রোগ এবং অন্যান্য ব্যাধি প্রশমিত হয়। ইহা বল ও শুক্রবর্দ্ধক।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

বৃদ্ধিরোগে পথ্যানি

সংশোধনং বস্তিরসৃগ্বিমোক্ষঃ স্বেদঃ প্রলেপোঽরুণশালয়শ্চ। এরণ্ডতৈলং সুরভীজলঞ্চ ধন্বামিষং শিগ্রুফল-পটোলম্।। পুনর্নবা গোক্ষুরকোঽগ্নিমন্থস্তাম্বুলপথ্যা সরলা রসোনম্। বাতিঙ্গনো গৃঞ্জনকং মধুনি কৌম্ভং ঘৃতং তপ্তজলঞ্চ তক্রম্। যদামবাতাপহমগ্নিকারি তদন্নপানঞ্চ সুরা পুরাণা। অর্দ্ধেন্দুবদ্বঙ্ক্ষণয়োশ্চ দাহো ব্যত্যাসতো বাহুশিরাব্যধশ্চ।। যথাশ্রুতং শস্ত্রবিধিশ্চ বর্গঃ স্যাদ্ব্রধ্নবৃদ্ধ্যাময়িনাং সুখায়।।

সংশোধন ঔষধ, বস্তিক্রিয়া, রক্তমোক্ষণ, স্বেদন, প্রলেপন, রক্তশালি তণ্ডুল, ভেরেণ্ডার তৈল, গোমূত্র, ধন্বদেশজ মৃগপক্ষী প্রভৃতির মাংস, সজিনাফল, পটোল, পুনর্নবা, গোক্ষুর, গণিয়ারি, তাম্বুল, হরীতকী, সরলকাষ্ঠ, রশুন, বেগুণ, গাজর, মধু, দশ বৎসরের পুরাতন ঘৃত, গরম জল এবং তক্র, এই সমস্ত ব্রধ্ন ও বৃদ্ধিরোগে সুপথ্য।

আমবাতাধিকারে আমবাতনাশক যে-সকল পথ্য নিবদ্ধ করা হইয়াছে, সেই সকল পথ্য এবং অগ্নিবর্দ্ধক অন্নপানীয়, পুরাতন সুরা, বঙ্ক্ষণদ্বয়ে অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় দগ্ধ করা ও বিপরীত বাহুর শিরাবেধ অর্থাৎ বামভাগের কোষবৃদ্ধি হইলে দক্ষিণবাহুর শিরাবেধ এবং দক্ষিণভাগের কোষবৃদ্ধি হইলে বামবাহুর শিরাবেধ করা এবং শস্ত্রাবচরণীয় বিধি অনুসারে শস্ত্রক্রিয়া এই সকল ব্রধ্নবৃদ্ধি-রোগে হিতকর।

বৃদ্ধিরোগেঽপথ্যানি

বিরুদ্ধপানান্নমসাত্ম্যসেবা সংক্ষোভণং হস্তিহয়াদিযানম্। আনূপমাংসানি দধীনি মাষা দুগ্ধানি পিষ্টান্ন-মুপোদিকা চ। গুরূণি শুক্রোত্থিতবেগরোধঃ স্যুর্ব্রধ্নবৃদ্ধ্যাময়িনামমিত্রাঃ।।

বিরুদ্ধ অন্নপান, অসাত্ম্যসেবন, সংক্ষোভণ, হস্তী অশ্ব প্রভৃতি যানে গমনাগমন, আনূপমাংস, দধি, মাষকলায়, দুগ্ধ, পিষ্টান্ন, পুঁইশাক, গুরুদ্রব্য ও শুক্রবেগধারণ, এই সমস্ত ব্রধ্ন ও বৃদ্ধিরোগীর পক্ষে অহিতকর।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে বৃদ্ধিরোগাধিকারঃ।

গলগণ্ডাদিরোগাধিকার

গলগণ্ড লক্ষণম্

নিবদ্ধঃ শ্বয়থুর্যস্য মুষ্কবল্লম্বতে গলে। মহান্ বা যদি হ্রস্বো গলগণ্ডং তমাদিশেৎ।। বাতঃ কফশ্চাপি গলে প্রদুষ্টৌ মন্যে চ সংশ্রিত্য তথৈব মেদঃ। কুর্ব্বন্তি গণ্ডং ক্রমশঃ স্বলিঙ্গৈঃ সমন্বিতং তং গলগণ্ডমাহুঃ।।

গলদেশে বৃহৎ বা ক্ষুদ্র যে-দৃঢ় শোথ লম্বিত হয়, তাহাকে গলগণ্ড কহে।
প্রদুষ্ট বায়ু কফ বা মেদ গলদেশে মন্যা নামক শিরাদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে স্ব-স্ব লক্ষণযুক্ত গণ্ড উৎপাদন করে। ঐ গণ্ড অর্থাৎ শোথবিশেষকে পণ্ডিতেরা গলগণ্ড কহেন।

গলগণ্ড চিকিৎসা

যবমুদ্গাপটোলানি কটু রুক্ষঞ্চ ভোজনম্। ছর্দ্দিং সরক্তমুক্তিঞ্চ গলগণ্ডে প্রযোজয়েৎ।।

গলগণ্ড রোগে যব, মুগ, পটোল এবং কটু ও রুক্ষদ্রব্য ভোজন ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে রক্তমোক্ষণ ও বমনক্রিয়া কর্ত্তব্য।

তণ্ডুলোদকপিষ্টেন মূলেন পরিলেপিতঃ। হস্তিকর্ণপলাশস্য গলগণ্ডঃ প্রশাম্যতি।।

হস্তিকর্ণপলাশের মূল আতপতণ্ডুলের জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে গলগণ্ড নিবারিত হইয়া থাকে।

সর্ষপান্ শিগ্রুবীজানি শণবীজাতসীযবান্। মূলকস্য চ বীজানি তক্রেণাম্লেন পেষয়েৎ।। গলগণ্ড গণ্ডমালা গ্রন্থয়শ্চৈব দারুণাঃ। প্রলেপাদেব নশ্যন্তি বিলয়ং যান্তি সত্বরম্।।

সর্ষপ, সজিনাবীজ, শণবীজ, মসিনা, যব ও মূলার বীজ একত্র অম্লতক্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে গলগণ্ড, গণ্ডমালা ও গ্রন্থিসকল সত্বর বিলয়প্রাপ্ত হয়।

• রক্ষোঘ্নতৈলযুক্তেন জলকুম্ভীকভস্মনা। লেপনং গলগণ্ডস্য চিরোত্থস্যাপি শস্যতে।। (রক্ষোঘ্নঃ সর্ষপঃ।)

পানাভস্ম সর্ষপতৈলের সহিত মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে বহুদিনসম্ভূত গলগণ্ডেরও শান্তি হয়।

জীর্ণকর্কারুকরসো বিড়সৈন্ধবসংযুতঃ। নস্যেন হন্তি তরুণং গলগণ্ডং ন সংশয়ঃ।।

পরিপক্ক তিতলাউয়ের রসে বিট ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া নস্যগ্রহণ করিলে নূতন গলগণ্ড প্রশমিত হয়।

জলকুম্ভীকজং ভস্ম পক্কং গোমূত্রগালিতম্। পিবেৎ কোদ্রবভক্তাশী গলগণ্ডপ্রশান্তয়ে।।

পানাভস্ম গোমূত্রে পাক করিয়া ছাঁকিয়া তাহা পান এবং কোদধান্যের অন্ন ভোজন করিলে গলগণ্ড প্রশমিত হয়।

শ্বেতাপরাজিতামূলং প্রাতঃ পিষ্ট্বা পিবেন্নরঃ। সর্পিষা নিয়তাহরো গলগণ্ডপ্রশান্তয়ে।।

শ্বেত অপরাজিতামূল ঘৃতের সহিত পেষণ করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে ও নিয়মিত আহার করিলে গলগণ্ডের শান্তি হয়।

সূর্য্যাবর্ত্তরসোনাভ্যাং গলগণ্ডোপনাহনঃ। স্ফোটাস্রাবৈঃ শমং যাতি গলগণ্ডো ন সংশয়ঃ।।

গলগণ্ডে হুড়হুড়ে ও রসুনের পুলটিশ দিলে উহা ফাটিয়া যায় এবং পূযরক্ত নির্গত হওয়ায় উহার শান্তি হইয়া থাকে।

তিক্তালাবুফলে পক্কে সপ্তাহমুষিতং জলম্। মদ্যং বা গলগণ্ডঘ্নং পানাৎ পথ্যানুসেবিনঃ।।

পক্ক তিতলাউ ফলের মধ্যে জল কিংবা মদ্য ৭ দিন রাখিবে। পরে সেই জল বা মদ্য পান করিয়া সুপথ্য সেবন করিলে গলগণ্ড রোগ প্রশমিত হয়।

কট্ফলচূর্ণান্তর্গলঘর্ষো গলগণ্ডমপহরতি। ঘৃতমিশ্রং পীতমপি শ্বেতগিরিকর্ণিকামূলম্ ।।

কটফলচূর্ণ গলের অন্তর্ভাগে ঘর্ষণ করিলে অথবা শ্বেত অপরাজিতার মূল ঘৃতের সহিত সেবন করিলে গলগণ্ড উপশমিত হয়।

মহিষীমূত্রবিমিশ্রং লৌহমলং সংস্থিতং ঘটে মাসম্। অন্তর্ধূমবিদগ্ধং লিহ্যান্মধুনাথ গলগণ্ডে।।

মহিষীর মূত্রে লৌহমল (মণ্ডুর) একমাস ভিজাইয়া রাখিয়া পরে উহা অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া মধুর সহিত অবলেহন করিলে গলগণ্ড প্রশমিত হয়।

জিহ্বায়াঃ পার্শ্বতোঽধস্তাচ্ছিরা দ্বাদশ কীর্ত্তিতাঃ। তাসাং স্থূলশিরে কৃষ্ণে বিধ্যাৎ তে চ শনৈঃ শনৈঃ।। বড়িশেনৈব সংগৃহ্য কুশপত্রেণ বুদ্ধিমান্। স্রুতে রক্তে ব্রণে তস্মিন্ দদ্যাৎ সগুড়মার্দ্রকম্। ভোজনঞ্চান-ভিষ্যন্দি যূষঃ কৌলত্থ ইষ্যতে।।

জিহ্বার পার্শ্বে অধোভাগে ১২টি শিরা আছে, তন্মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ স্থূল শিরা দুইটি বড়িশ যন্ত্র দ্বারা ক্রমে ক্রমে ধরিয়া কুশপত্র নামক শস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিবে। রক্ত নির্গত হইলে ক্ষতস্থানে গুড়-সংযুক্ত আদার প্রলেপ দিবে। কুলত্থকলায়ের যূষ ও কফঘ্ন ভোজ্য আহার করিতে দিবে।

কর্ণযুগ্মবহিঃসন্ধিমধ্যাভ্যাসে স্থিতঞ্চ যৎ। উপর্য্যুপরি তচ্ছিন্দ্যাদ্ গলগণ্ডে শিরাত্রয়ম্।।

কর্ণদ্বয়ের বহিঃস্থ সন্ধির নিকটবর্ত্তী যে ৩টি শিরা আছে, তাহা উপর্য্যুপরি বিদ্ধ করিলে গলগণ্ডের শান্তি হয়।

তুম্বীতৈলম্

বিড়ঙ্গক্ষারসিন্ধূগ্রা-রাস্নাগ্নিব্যোষহিঙ্গুভিঃ। কটুতুম্বীফলরসৈঃ কটুতৈলং বিপাচয়েৎ। চিরোত্থমপি নস্যেন গলগণ্ডং বিনাশয়েৎ।।

কটুতৈল ৪ সের। পাকা তিতলাউয়ের রস ১৬ সের। কল্কার্থ বিড়ঙ্গ, যবক্ষার, সৈন্ধব, বচ, রাস্না, চিতামূল, ত্রিকটু ও হিঙ্গু মিলিত ১ সের। ইহার নস্য গ্রহণ করিলে চিরোত্থ গলগণ্ডও নিবারিত হয়।

অমৃতাদ্যং তৈলম্

তৈলং পিবেচ্চামৃতবল্লিনিম্ব হংসাহ্বয়াবৃক্ষকপিপ্পলীভিঃ। সিদ্ধং বলাভ্যাঞ্চ সদেবদারু হিতায় নিত্যং গলগণ্ডরোগী।।

তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ গুলঞ্চ, নিমছাল, হংসপদী, কুড়চি ছাল, পিপুল, বেড়েলা, শ্বেত বেড়েলা ও দেবদারু মিলিত ১ সের। ইহাদের কল্ক ও ক্বাথ-সহ যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈল পান করিলে গলগণ্ড রোগের দমন হয়।

গণ্ডমালা লক্ষণম্

কর্কন্ধুকোলামলকপ্রমাণৈঃ কক্ষাংসমন্যাগলবঙ্ক্ষণেষু। মেদঃকফাভ্যাং চিরমন্দপাকৈঃ স্যাদ্ গণ্ডমালা বহুভিশ্চ গণ্ডৈঃ।।

দুষ্ট মেদ ও কফ দ্বারা কক্ষ (বগল) স্কন্ধ, মন্যা (গ্রীবাদেশস্থ স্থূল শিরাদ্বয়), গল ও বঙ্ক্ষণদেশে শেয়াকুল, কুল অথবা আমলকীর ন্যায় আকারবিশিষ্ট বহুসংখ্যক যে-গণ্ড উৎপন্ন হয়, তাহাকে গণ্ডমালা কহে। এই গণ্ডমালা দীর্ঘকালান্তে সামান্যরূপ পাকে।

গণ্ডমালা চিকিৎসা

কাঞ্চনারত্বচঃ ক্বাথঃ শুণ্ঠীচূর্ণেন সংযুতঃ। মাক্ষিকাঢ্যঃ সকৃৎ পীতঃ ক্বাথো বরুণমূলজঃ।। গণ্ডমালাং হরত্যাশু চিরকালানুবন্ধিনীম্।।

শুঁঠচূর্ণের সহিত কাঞ্চনছালের ক্বাথ অথবা মধর সহিত বরুণমূলের ক্বাথ পান করিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন গণ্ডমালা আশু বিনষ্ট হয়।

পিষ্টা জ্যেষ্ঠাম্বুনা পেয়াঃ কাঞ্চনারত্বচঃ শুভাঃ। বিশ্বভেষজসংযুক্তা গণ্ডমালাহরাঃ পরাঃ।।

কাঞ্চনছাল তণ্ডুলোদকে পেষণ করিয়া শুঁঠ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে গণ্ডমালা নিবারিত হয়।

কাঞ্চনারগুগ্‌গুলুঃ

কাঞ্চনারস্য গৃহ্লীয়াৎ ত্বচং পঞ্চপলোন্মিতাম্। নাগরস্য কণায়াশ্চ মরিচস্য পলং পলম্।। পথ্যাবিভীত-ধাত্রীণাং পলমর্দ্ধং পৃথক্ পৃথক্। বরুণস্যাক্ষমেকঞ্চ পত্রৈলাত্বচাং পনঃ।। টঙ্কং টঙ্কং সমাদায় সর্ব্বাণ্যেকত্র চূর্ণয়েৎ। যাবচ্চূর্ণমিদং সর্ব্বং তাবানেবাত্র গুগ্‌গুলুঃ।। সঙ্কুট্য সর্ব্বমেকত্র পিণ্ডং কৃত্বা বিধারয়েৎ। গুটিকাঃ শানিকাঃ কৃত্বা প্রভাতে ভক্ষয়েন্নরঃ।। গলগণ্ডং জয়ত্যুগ্রমপচীমর্ব্বুদানি চ। গ্রন্থীন্ ব্রণানি গুল্মাংশ্চ কুষ্ঠানি চ ভগন্দরম্।। প্রদেয়শ্চানপানার্থং ক্বাথো মুণ্ডিতিকাভবঃ। ক্বাথঃ খদিরসারস্য ক্বাথঃ কোষ্ণোহভয়া-ভবঃ।।

কাঞ্চনছাল ৫ পল, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেক ১ পল, হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী প্রত্যেক অর্দ্ধ পল, বরুণছাল ২ তেলা, তেজপত্র, এলাইচ ও দারুচিনি প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণের পরিমাণ যত, তত পরিমাণে গুগগুলু মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার কুট্টিত

•করিবে। এই ঔষধ ৷৷০ তোলা পরিমাণে প্রাতঃকালে সেবন করিলে উৎকট গলগণ্ড, অপচী, গ্রন্থি প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। অনুপান ঈষদুষ্ণ মুণ্ডিরীর ক্বাথ, খদিরকাষ্ঠের ক্বাথ বা হরীতকীর ক্বাথ।

ঐন্দ্র্যা বা গিরিকর্ণ্যা বা মূলং গোমূত্রযোগতঃ। গণ্ডমালাং হরেৎ পীতং চিরকালোত্থিতামপি।।

রাখালশসার অথবা শ্বেত অপরাজিতার মূল গোমূত্রে পেষণ করিয়া সেবন করিলে দীর্ঘকালজাত গণ্ডমালাও প্রশমিত হয়।

ছুছুন্দরী তৈলম্

ছুছুন্দর্য্যা বিপক্কঞ্চ ক্ষণাৎ তৈলবরং ধ্রুবম্। অভ্যঙ্গান্নাশয়েৎ ক্ষিপ্রং গণ্ডমালাং সুদারুণাম্।।

তৈল ৪ সের। কল্কার্থ ছুঁচার মাংস ১ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। (চক্রদত্তের মতে ছুঁচার কল্ক ও ক্বাথ দ্বারাই তৈল পাচ্য)। এই তৈল মর্দ্দন করিলে সুদারুণ গণ্ডমালা নিবারিত হয়।

শাখোটকতৈলম্

গণ্ডমালাপহং তৈলং সিদ্ধং শাখোটকত্বচা।।

শেওড়ার ছালের ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা সিদ্ধ তৈল নস্যাদিতে ব্যবহার করিলে গণ্ডমালা নিবারিত হয়।

সিন্দূরাদিতৈলম্

চক্রমর্দ্দকমূলস্য কল্কং কৃত্বা বিপাচয়েৎ। কেশরাজরসে তৈলং কটুকং মৃদুনাগ্নিনা।। পাকশেষে বিনিক্ষিপ্য সিন্দূরমবতারয়েৎ। এতত্তৈলং নিহন্ত্যাশু গণ্ডমালাং সুদারুণাম্।।

কটুতৈল ৪ সের, কেশুরিয়ার রস ১৬ সের। কল্কার্থ চাকুন্দামূল অর্দ্ধ তোলা। মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া পাকশেষে সিন্দূর অর্দ্ধ সের প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। ইহা মর্দ্দনে গণ্ডমালা নিবারিত হয়।

বিম্ব্যাদিতৈলম্

বিম্ব্যশ্বমারনির্গুণ্ডীসাধিতং বাপি নাবনম্।। (অত্র বিম্ব্যশ্বমারয়োঃ কল্কঃ। নির্গুণ্ড্যাঃ স্বরসঃ। ইতি বৃন্দটীকা।)

তেলাকুচার মূল ও করবীমূল ইহাদের কল্ক এবং চতুর্গুণ নিসিন্দার রস-সহ পাচিত তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে গণ্ডমালা নিবারিত হয়।

নির্গুণ্ডীতৈলম্

নির্গুণ্ডীস্বরসে বাথ লাঙ্গলীমূলকল্কিতম্। তৈলং নস্যান্নিহন্ত্যাশু গণ্ডমালাং সুদারুণাম্।।

তিলতৈল ৪ সের। নিসিন্দার রস ১৬ সের। কল্কার্থ ঈশলাঙ্গলার মূল ১ সের। এই তৈলের নস্য দ্বারা গণ্ডমালা নষ্ট হয়।

অপচী লক্ষণম্

তে গ্রন্থয়ঃ কেচিদবাপ্তপাকাঃ স্রবন্তি নশ্যন্তি ভবন্তি চান্যে। কালানুবন্ধং চিরমাদধাতি সৈবাপচীতি প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ।। সাধ্যাঃ স্মৃতাঃ পীনসপার্শ্বশূল কাসজ্বরচ্ছর্দ্দিযুতাস্ত্বসাধ্যাঃ।

পূর্ব্বোক্ত গণ্ডমালারই গণ্ডসকল যদি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এই রূপ ভাবাপন্ন হয় যে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পাকিয়া স্রাবযুক্ত, কতকগুলি অদৃশ্য ও অপর কতকগুলি উদ্ভূত হইতে থাকে, তাহা হইলে উহাকে অপচী রোগ বলিয়া অভিহিত করা যায়। নিরুপদ্রব অপচী সাধ্য, কিন্তু পীনস পার্শ্বশূল কাস জ্বর ও বমি এই সকল উপদ্রবযুক্ত হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে।

অপচী চিকিৎসা

অলম্বুষাদলোদ্ভূত-স্বরসং দ্বিপলং পিবেৎ। অপচ্যা গণ্ডমালায়াঃ কামলায়াশ্চ নাশনম্।।

মুণ্ডিরীপত্রের রস ২ পল পান করিলে অপচী, গণ্ডমালা ও কামলা রোগ বিনষ্ট হয়।

শোভাঞ্জনং দেবদারু কাঞ্জিকেন তু পেষিতম্। কোষ্ণং প্রলেপতো হন্যাদপচীমতিদুস্তরাম্।।

সজিনাছাল ও দেবদারু কাঁজিতে পেষিত এবং অগ্নিতে ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে অপচী বিনষ্ট হয়।

সর্ষপারিষ্টপত্রাণি দগ্ধবা ভল্লাতকৈঃ সহ।। ছাগমূত্রেণ সংপিষ্টমপচীঘ্নং প্রলেপনম্।।

শ্বেতসর্ষপ ও নিমপত্র ভেলার সহিত অগ্নিতে দগ্ধ ও ছাগমূত্রে পেষিত করিয়া প্রলেপ দিলেও অপচী বিনষ্ট হয়।

বনকার্পাসিকামূলং তণ্ডুলৈঃ সহ যোজিতম্। পক্ত্বা পূপলিকা খাদেদপচীনাশনায় চ।।

বনকাপাসের মূল ১ ভাগ ও তণ্ডুল ৩ ভাগ একত্র পেষণ করিয়া তাহার পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। এই পিষ্টক ভক্ষণে অপচী নষ্ট হয়।

অশ্বত্থকাষ্ঠং নিচুলং গব্যং দন্তঞ্চ দাহয়েৎ। বরাহমজ্জসংপৃক্তং ভস্ম হন্ত্যপচীব্রণান্।।

অশ্বত্থকাষ্ঠ, হিজল ও গোদন্ত ভস্ম করিয়া বরাহের মজ্জার সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে অপচী ও ব্রণ নষ্ট হয়।

গুঞ্জাদ্যং তৈলম্

গুঞ্জাহয়ারিশ্যামার্ক-সর্ষপৈর্মূত্রসাধিতম্। তৈলস্তু দশধা পশ্চাৎ কণালবণপঞ্চকম্।। মরিচৈশ্চূর্ণিতৈর্যুক্তং সর্ব্বাবস্থাগতং জয়েৎ। অভ্যঙ্গাদপচীং নাড়ীং বল্মীকার্শোহর্ব্বুদব্রণান্।।

কুঁচমূল, করবীর মূল, বিদ্ধড়ক, আকন্দের আঠা ও সর্ষপ এই সমুদায় কল্ক ও তৈলের চতুর্গুণ গোমূত্র দিয়া ১০ বার পাচিত তৈলে পিপুল, পঞ্চলবণ ও মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তদ্দ্বারা মর্দ্দন করিলে অপচী ও নাড়ীব্রণ প্রভৃতি নানাবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয়।

চন্দনাদি তৈলম্

চন্দনং সাভয়া লাক্ষা বচা কটুকরোহিণী। এভিস্তৈলং শৃতং পীতং সমূলামপচীং হরেৎ।।

তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ রক্তচন্দন, হরীতকী, লাক্ষা, বচ ও কটকী মিলিত ১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে পাক করিয়া, এই চন্দনাদি তৈল পান করিলে অপচী রোগ সমূলে বিনষ্ট হয়।

ব্যোষাদিতৈলম্

ব্যোষং বিড়ঙ্গং মধুকং সৈন্ধবং দেবদারু চ। তৈলমেভিঃ শৃতং নস্যাৎ সকৃচ্ছ্রামপচীং হরেৎ।।

তিল তৈল ৪ সের। কল্কার্থ ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, সৈন্ধব ও দেবদারু মিলিত ১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই তৈলের নস্য লইলে কষ্টসাধ্য অপচীও প্রশমিত হয়।

গ্রন্থি লক্ষণম্

বাতাদয়ো মাংসমসৃক্ প্রদুষ্টাঃ সংদূষ্য মেদশ্চ তথা শিরাশ্চ। বৃত্তোন্নতং বিগ্রথিতঞ্চ শোথং কুর্ব্বন্ত্যতো গ্রন্থিরিতি প্রদিষ্টঃ।।

•বাতাদি দোষসকল, রক্ত মাংস মেদ ও শিরাসমূহকে দূষিত করিয়া বর্ত্তুলাকার উন্নত যে-গ্রন্থিরূপ শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে গ্রন্থিরোগ কহে।

গ্রন্থি চিকিৎসা

গ্রন্থিষ্বামেষু কুর্ব্বীত ভিষক্ শোথপ্রতিক্রিয়াম্। পক্বানুৎপাট্য সংশোধ্য রোপয়েদ্ ব্রণভেষজৈঃ।।

গ্রন্থির অপক্বাবস্থায় শোথের চিকিৎসা করিবে। পাকিয়া উঠিলে উহা উৎপাটিত করিয়া ক্ষতনিবারক ঔষধ দ্বারা উহার শোধন ও রোপণ করিবে।

গ্রন্থীনমর্ম্মপ্রভবানপক্বানুদ্ধৃত্য চাগ্নিং বিদধীত বৈদ্যঃ। ক্ষারেণ চৈতান্ প্রতিসারয়েৎ তু। সর্ব্বাংশ্চ সংলিখ্য যথোপদেশম্।।

অমর্ম্মজাত ও অপক্ক গ্রন্থিসকল, শস্ত্র দ্বারা উদ্ধৃত করিয়া ঐ স্থান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে। গ্রন্থি-সকল লেখন করিয়া ক্ষারপ্রয়োগ দ্বারা তাহার প্রতিসারণ করা কর্ত্তব্য।

গ্রন্থির্যো ন নশ্যতি ভেষজেন নিষ্কাশ্য তং শস্ত্রচিকিৎসকেন। জাত্যাদিপক্বেন ঘৃতেন বৈদ্যো ব্রণেন চান্যেন চ সঞ্চিকিৎসেৎ।।

যে-গ্রন্থি ঔষধ দ্বারা নিবারিত হইবে না, তাহাকে শস্ত্র দ্বারা উৎপাটন করিবে। পরে জাত্যাদি ঘৃত ও ব্রণনাশক ঔষধ দ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবে।

হিংস্রাসরোহিণ্যমৃতা চ ভার্গী শ্যোণাকবিল্বগুরুকৃষ্ণগন্ধাঃ। গোপিত্তপিষ্টাঃ সহ তালপর্ণ্যা গ্রন্থৌ বিধেয়োঽনিলজে প্রলেপঃ।।

বাতজ গ্রন্থিরোগে কালিয়াকড়া, কটকী, গুলঞ্চ, বামুনহাটী, শ্যোণা, বিল্ব, অগুরু, সজিনা ও তালমূলী, এই সমুদায় দ্রব্য গোপিত্তে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

জলৌকসঃ পিত্তকৃতে হিতাস্ত ক্ষীরোদকাভ্যাং পরিষেচনঞ্চ। কাকোলিবর্গস্য তু শীতলানি পিবেৎ কষায়াণি সশর্করাণি।।

পৈত্তিক গ্রন্থিরোগে জলৌকাপ্রয়োগ, জলমিশ্রিত দুগ্ধের পরিষেচন ও শর্করা-সংযুক্ত কাকোলীবর্গের শীতল ক্বাথ বিশেষ উপকারী।

দ্রাক্ষারসেনেক্ষুরসেন বাপি চূর্ণং পিবেদ্বাপি হরীতকীনাম্। মধুকজম্বর্জ্জুনবেতসানাং ত্বগ্‌ভিঃ প্রদেহান-বতারয়েচ্চ।।

গ্রন্থিরোগে দ্রাক্ষার বা ইক্ষুর রসের সহিত হরীতকীচূর্ণ সেবন করিলে কিংবা মৌলফুল, জাম, অর্জ্জুনবৃক্ষ ও বেতস, ইহাদের বল্কল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

হৃতেষু দোষেষু যথানুপূর্ব্ব্যা গ্রন্থৌ ভিষক্ শ্লেষ্মসমুত্থিতে চ। স্বিন্নে চ বিম্লাপনমেব কুর্য্যাদঙ্গুষ্ঠবেণু-দৃশদীসুতৈশ্চ।।[১]

শ্লৈষ্মিক গ্রন্থিরোগে যথানপূর্ব্বিক ক্রিয়া (বমন বিরেচন ও রক্তমোক্ষণাদি ক্রিয়া) দ্বারা দোষ নিঃসারিত করিয়া গ্রন্থিতে স্বেদপ্রদান করিবে। স্বেদান্তে অঙ্গুষ্ঠ, বংশ এবং ছোট লোড়ার দ্বারা টিপিয়া বসাইয়া দিবে।

১. অঙ্গুষ্ঠলোহোপলবেণুদণ্ডৈরিতি পাঠান্তরম্।

বিকঙ্কতারগ্বধকাকণন্তী-কাকাদনীতাপসবৃক্ষমূলৈঃ। আলেপয়েদেবমলাবভার্গী-করঞ্জকালামদনৈশ্চ বিদ্বান্।।

বৈঁচি, সোন্দাল, কুঁচমূল, কালিয়াকড়া ও ইঙ্গুদীমূলের ছাল অথবা তিতলাউ, বামুনহাটী, করঞ্জ, কালিয়াকড়া ও মদনফল এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া গ্রন্থিতে প্রলেপ দিবে।

দন্তীচিত্রকমূলত্বক্ স্নুহ্যর্কপয়সা গুড়ঃ। ভল্লাতকাস্থিকাশীশং লেপো ভিন্দ্যাচ্ছিলামপি।।

দন্তী, চিতামূলের ছাল, সিজের আঠা, আকন্দের আঠা, গুড়, ভেলার বীজ ও হীরাকস এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া প্রলেপ দিলে গ্রন্থি নিশ্চয় বিদীর্ণ হয়।

স্বর্জ্জিকামূলকক্ষারঃ শঙ্খচূর্ণসমন্বিতঃ। প্রলেপো বিহিতস্তীক্ষ্ণো হন্তি গ্রন্থ্যর্ব্বুদাদিকান্।।

সাচিক্ষার, মূলকভস্ম ও শঙ্খচূর্ণ এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে গ্রন্থি ও অর্ব্বুদ বিনষ্ট হয়।

অর্ব্বুদ লক্ষণম্

গাত্রপ্রদেশে ক্বচিদেব দোষাঃ সংমূর্চ্ছিতা মাংসমসৃক্ প্রদূষ্য। বৃত্তং স্থিরং মন্দরুজং মহান্তমনল্পমূলং চিরবৃদ্ধ্যপাকম্।। কুর্ব্বন্তি মাংসোচ্ছ্রয়মত্যগাধং তমর্ব্বুদং শাস্ত্রবিদো বদন্তি।।

বাতাদি দোষসকল কুপিত হইয়া রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া শরীরের কোন স্থানে গোলাকার, অচল, অল্পবেদনাযুক্ত, দূরানুপ্রবিষ্ট, সুতরাং অনল্পমূল, বৃহদাকার যে-মাংসোচ্ছ্রয় উৎপাদন করে, তাহাকে অর্ব্বুদ (আব্) বলে। অর্ব্বুদ দীর্ঘকালে পরিবর্দ্ধিত হয়, ইহা প্রায় পাকে না।

অর্ব্বুদ চিকিৎসা

গ্রন্থ্যর্ব্বুদানাঞ্চ যতোহবিশেষঃ প্রদেশহেত্বাকৃতিদোষদূষ্যৈঃ। ততশ্চিকিৎসেদ্ ভিষগর্ব্বুদানি বিধানবিদ্ গ্রন্থিচিকিৎসিতেন।।

গ্রন্থি ও অর্ব্বুদ এই উভয় রোগের উৎপত্তির স্থান, হেতু, আকৃতি, দোষ ও দূষ্য সমুদায়ই একরূপ। অতএব গ্রন্থিচিকিৎসার নিয়মানুসারে অর্ব্বুদের চিকিৎসা করিবে।

বাতার্ব্বুদে চাপ্যুপনাহনানি স্নিগ্ধৈশ্চ মাংসৈরথ বেশবারৈঃ। স্বেদং বিদধ্যাৎ কুশলস্তু নাড্যা শৃঙ্গেণ রক্তং বহুশো হরেচ্চ।।

বাতজ অর্ব্বুদরোগে স্নিগ্ধ মাংস অথবা বেশবার দ্বারা প্রলেপ, নাড়ীস্বেদপ্রদান এবং শৃঙ্গ দ্বারা বারংবার রক্তমোক্ষণ করা কর্ত্তব্য।

স্বেদোপনাহা মৃদবস্তু পথ্যাঃ পিত্তার্ব্বুদে কায়বিরেচনঞ্চ।।

মৃদুস্বেদ, কাকোল্যাদি মৃদুদ্রব্য-কৃত প্রলেপ এবং বিরেচক ঔষধ, পৈত্তিক অর্ব্বুদরোগে হিতকর।

বিঘৃষ্য চোডুম্বরশাকগোজীপত্রৈর্ভৃশং ক্ষৌদ্রযুতৈঃ প্রলিম্পেৎ। শ্লক্ষ্ণীকৃতৈঃ সর্জ্জরসপ্রিয়ঙ্গুপত্তঙ্গলোধ্রাঞ্জনযষ্টিকাহ্বৈঃ।।

অর্ব্বুদস্থান কাকডুমুর সেগুণ বা গোজিয়াপত্র দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া ধূনা, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন, লোধ, রসাঞ্জন ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে পিষ্ট এবং মধুর সহিত মিলিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

লেপনং শঙ্খচূর্ণেন সহ মূলকভস্মনা। কফার্ব্বুদাপহং কুর্য্যাদ্ গ্রন্থ্যাদিষু বিশেষতঃ।।

শ্লৈষ্মিক অর্ব্বুদ ও গ্রন্থিরোগে শঙ্খচূর্ণ ও মূলাভস্ম একত্র করিয়া প্রলেপ দিবে।

মূলকস্য কৃতঃ ক্ষারো হরিদ্রায়াস্তথৈব চ। শঙ্খচূর্ণেন সংযুক্তো লেপঃ সিদ্ধোঽর্ব্বুদাপহঃ।।

মূলা ও হরিদ্রার ক্ষার শঙ্খচূর্ণের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে অর্ব্বুদ বিনষ্ট হয়।

শিগ্রুমূলকয়োর্বীজং রক্ষোঘ্নং সুরসাযবম্। তক্রেণাশ্বরিপুং পিষ্ট্বা লিম্পেদর্ব্বুদশান্তয়ে।।

সজিনাবীজ, মূলার বীজ, সর্ষপ, তুলসী, যব ও করবীর মূল তক্র-সহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে অর্ব্বুদের শান্তি হয়।

গন্ধাদিলেপঃ

গন্ধশিলাবিশ্বৌষধনাগভস্মভিঃ সমৈশ্চূর্ণম্। কৃকলাসরক্তযুক্তং লেপাৎ সদ্যোঽর্ব্বুদধ্বংসি।।

গন্ধক, মনঃশিলা, শুঁঠ ও সীসাভস্ম এই সকল চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া তাহাতে কৃকলাসের রক্ত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে সদ্য অর্ব্বুদ বিনষ্ট হয়।

বটদুগ্ধকুষ্ঠরোমকলিপ্তং বদ্ধং বটস্য পত্রেণ। অধ্যস্থি সপ্তরাত্রান্মহদপ্যুপশান্তিমর্ব্বুদং গচ্ছেৎ।।

বটের আঠা, কুড় ও পাংশু লবণ লেপন করিয়া বটপত্র দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে ৭ রাত্রি-মধ্যে অধ্যস্থি ও অর্ব্বুদ বিনষ্ট হয়।

উপোদিকারসাভ্যক্তাস্তৎপত্রপরিবেষ্টিতাঃ। প্রণশ্যন্ত্যচিরান্নৃণাং পিড়কার্ব্বুদজাতয়ঃ।। (পিড়কার্ব্বুদজাতয় ইতি পিড়কার্ব্বুদপ্রকারা ইত্যর্থঃ—ইতি চক্রঃ)।

পিড়কা ও অর্ব্বুদ প্রভৃতিতে পুঁইপাতার রস লেপন করিয়া পুঁইপাতার দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে উহারা বিনষ্ট হয়।

স্নুহ্যাদিসেকঃ

স্নুহীগণ্ডীরিকা-স্বেদো নাশয়েদর্ব্বুদানি চ। লবণেনাথবা স্বেদঃ সীসকেন তথৈব চ।।

সিজু ও মঞ্জিষ্ঠা একত্র করিয়া তদ্দ্বারা কিংবা লবণ দ্বারা অথবা সীসা দ্বারা স্বেদপ্রদান করিলে অর্ব্বুদ বিনষ্ট হয়।

উপোদিকা কাঞ্জিকতক্রপিষ্টা তয়োপনাহা লবণেন যুক্তা। দৃষ্টোঽর্ব্বুদানাং প্রশমায় কৈশ্চিদ্দিনে দিনে রাত্রিষু মর্ম্মজানাম্।।

পুঁইপাতা, কাঁজি ও ঘোলের সহিত বাটিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ মিশাইবে। প্রতিদিন রাত্রিতে অর্ব্বুদস্থানে ইহার প্রলেপ দিবে। তাহাতে মর্ম্মজ অর্ব্বুদ বিনষ্ট হইবে।

লেপোঽর্ব্বুদজিদ্রম্ভামোচকভস্মতুষশঙ্খচূর্ণকৃতঃ। শরটরুধিরার্দ্রকগন্ধকযবজবিড়ঙ্গনাগরৈর্বাথ।।

কলার মোচাভস্ম, তুষ ও শঙ্খচূর্ণ ইহাদের প্রলেপ অথবা গন্ধক, যবক্ষার, বিড়ঙ্গ ও শুঁঠ, ইহাদের চূর্ণ কৃকলাসের রক্তে আর্দ্র করিয়া প্রলেপ দিলে অর্ব্বুদ বিনষ্ট হয়।

হরিদ্রালোধ্রপত্তঙ্গ-গৃহধূমমনঃশিলাঃ। মধুপ্রগাঢ়ো লেপোঽয়ং মেদোঽর্ব্বুদহরঃ পরঃ। এতামেব ক্রিয়াং কুর্য্যাদ্‌শেষাং শর্করার্ব্বুদে।।

হরিদ্রা, লোধ, রক্তচন্দন, ঝুল ও মনঃশিলা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণিত ও মধুর সহিত মিলিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে মেদোজাত অর্ব্বুদ নষ্ট হয়। শর্করার্ব্বুদেও উক্তরূপ চিকিৎসা করিবে।

নিষ্পাবপিণ্যাককুলত্থকল্কৈর্মাংসৈঃ প্রগাঢ়ৈর্দধিমর্দ্দিতৈশ্চ। লেপং বিদধ্যাৎ ক্রিময়ো যথাত্র মঞ্চন্ত্যপত্যান্যথ মক্ষিকা বা।। অল্পাবশিষ্টং ক্রিমিভিঃ প্রজগ্ধং লিখেৎ ততোহগ্নিং বিদধীত পশ্চাৎ। যদল্পমূলং ত্রপুতাম্রসীসৈঃ সংবেষ্ট্য পত্রৈরথবায়সৈর্বা।। ক্ষারাগ্নিশস্ত্রাণ্যবতারয়েচ্চ মুহুর্মুহুঃ প্রাণমবেক্ষমাণঃ। যদৃচ্ছয়া চোপগতানি পাকং পাকক্রমেণোপচরেদ্ যথোক্তম্।।

শিম, খইল, কুলত্থকলায় ও অধিক পরিমিত মাংস এই সকল দ্রব্য দধির সহিত বাটিয়া অর্ব্বুদে প্রলেপ দিবে এবং যখন দেখিবে ইহাতে মক্ষিকা বা ক্রিমিসকল সন্তান প্রসব করিতেছে ও অর্ব্বুদের অধিকাংশ ভক্ষণ করিয়াছে তখন অবশিষ্ট অংশ ছেদন করিয়া অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে। অল্পাবশিষ্ট অংশ বঙ্গ, তামা, সীসা অথবা লৌহনির্ম্মিত পত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া ক্ষার, অগ্নি ও শস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা নিঃশেষিত করিবে। কিন্তু শস্ত্রাদিপ্রয়োগকালে বারংবার রোগীর বলের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। অর্ব্বুদ যদি স্বয়ং পাকিয়া উঠে, তাহা হইলে পাকের নিয়মানুসারে যথোক্ত চিকিৎসা করিবে।

রৌদ্ররসঃ

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মর্দ্দ্যং যামচতুষ্টয়ম্। নাগবল্লীদলযুতং মেঘনাদপুনর্নবা।। গোমূত্রপিপ্পলীযুক্তং মর্দ্দ্যং রুদ্ধা পুটেল্লঘু। লিহেৎ ক্ষৌদ্রে রসো রৌদ্রো গুঞ্জামাত্রোহর্ব্বুদং জয়েৎ।।

সমপরিমিত পারদ ও গন্ধক ৪ প্রহরকাল মর্দ্দন করিবে। পরে তাহার সহিত পানপত্র, তণ্ডুলীয় (কাঁটানটে) শাক, পুনর্নবা, গোমূত্র ও পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পুনরায় উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। তৎপরে উহা লঘুপুটে পাক করিয়া ১ রতি পরিমাণে মধুর সহিত লেহন করিবে, তাহাতে অর্ব্বুদ বিনষ্ট হইবে।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

গলগণ্ডাদিরোগে পথ্যানি

ছর্দ্দির্বিরেচনং নস্যং স্বেদো ধূমঃ শিরাব্যধঃ। অগ্নিকর্ম্ম ক্ষারযোগঃ প্রলেপো লঙ্ঘনানি চ।। পুরাণঘৃতপানঞ্চ জীর্ণলোহিতশালয়ঃ। যবা মদ্গাঃ পটোলঞ্চ রক্তশিগ্রুকঠিল্লকম্।। শালিঞ্চশাকং বেত্রাগ্রং রুক্ষাণি চ কটূনি চ। দীপনানি চ সর্ব্বাণি গুগ্‌গুলুশ্চ শিলাজতু।। বিশেষাদ্ গলগণ্ডে তু ছিন্দ্যাজ্জিহ্বাতলে শিরাঃ। কুর্য্যাদ্বা মণিবন্ধোর্দ্ধং রেখাস্তিস্রোহঙ্গুলান্তরাঃ।।

বমন, বিরেচন, নস্য, স্বেদ, ধূম, শিরাবেধ, অগ্নিকর্ম্ম, ক্ষারপ্রয়োগ, প্রলেপন, উপবাস, পুরাতন ঘৃতপান, পুরাতন রক্তশালি, যব, মুগ, পটোল, রক্তসজিনা, করলা, শালিঞ্চশাক, বেতাগ্র, রুক্ষদ্রব্য, কটুদ্রব্য, অগ্নিদীপক সমস্ত দ্রব্য, গুগগুলু ও শিলাজতু, এইগুলি গণ্ডমালা, গলগণ্ড, অপচী, গ্রন্থি ও অর্ব্বুদরোগে হিতকর। বিশেষত গলগণ্ডরোগে জিহ্বার নিম্নদেশস্থ শিরাচ্ছেদন করিয়া মণিবন্ধের উর্ধ্বভাগে এক-এক অঙ্গুলি অন্তরে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তিনটি রেখাবৎ ছেদন করিবে।

গলগণ্ডগণ্ডমালাপচীগ্রন্থ্যর্ব্বুদাতুরে। যথাদোষং যথাবস্থং পথ্যমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্।।

গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী, গ্রন্থি এবং অর্ব্বদরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে অবস্থানুসারে দোষাদি বিবেচনাপূর্ব্বক এই সকল পথ্য প্রয়োগ করিবে।

গলগণ্ডাদিরোগেঽপথ্যানি

ক্ষীরেক্ষুবিকৃতীঃ সর্ব্বা মাংসঞ্চানূপসম্ভবম্। পিষ্টান্নমম্লং মধুরং গুর্ব্বভিষ্যন্দকারি চ।। গলগণ্ডগণ্ডমালা-পচীগ্রন্থ্যর্ব্বুদাময়ান্। চিকিৎসন্নগদঙ্কারো যশোহর্থী পরিবর্জ্জয়েৎ।।

সর্ব্বপ্রকার দুগ্ধবিকৃতি (ক্ষীর, দধি, ছানা প্রভৃতি) ও ইক্ষুবিকৃতি (চিনি প্রভৃতি), অনুপদেশজ মাংস, পিষ্টান্ন (পিঠেপ্রভৃতি), অম্লদ্রব্য, মধুরদ্রব্য, গুরুদ্রব্য ও অভিষ্যন্দী দ্রব্য, এই গুলি গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী, গ্রন্থি ও অর্ব্বুদরোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণকে যশোভিলাষী বৈদ্য পরিত্যাগ করাইবেন।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে গলগণ্ডাদিরোগাধিকারঃ।

শ্লীপদরোগাধিকার

শ্লীপদ নিদানম্

যঃ সজ্বরো বঙ্ক্ষণজো ভৃশার্ত্তিঃ শোথো নৃণাং পাদগতঃ ক্রমেণ। তৎ শ্লীপদং স্যাৎ করকর্ণনেত্রশিশ্নৌষ্ঠ-নাসাস্বপি কেচিদাহুঃ।। বাতজং কৃষ্ণরুক্ষঞ্চ স্ফুটিতং তীব্রবেদনম্। অনিমিত্তরুজং তস্য বহুশো জ্বর এব চ।। পিত্তজং পীতসঙ্কাশং দাহজ্বরযুতং মৃদু। শ্লৈষ্মিকং স্নিগ্ধবর্ণঞ্চ শ্বেতং পাণ্ডু গুরু স্থিরম্।।

শ্লীপদরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে প্রথমে জ্বরের সহিত বঙ্ক্ষণদেশে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত শোথ হয়, পরে সেই শোথ ক্রমে-ক্রমে পদে উপস্থিত হয়। ইহাকেই শ্লীপদ (গোদ) কহে। কেহ-কেহ বলেন, হস্ত কর্ণ নেত্র লিঙ্গ নাসিকা ও ওষ্ঠেও শ্লীপদ হইয়া থাকে। বাতজ শ্লীপদ কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, স্ফুটিত ও তীব্রবেদনাযুক্ত হয়। ইহাতে অকস্মাৎ বেদনা ও সর্ব্বদা জ্বর হইয়া থাকে। পিত্তজ শ্লীপদ কোমল, পীতবর্ণ, দাহ ও জ্বরবিশিষ্ট। শ্লেষ্মজ শ্লীপদ কঠিন, চিক্কণ, শ্বেত বা পাণ্ডুবর্ণ ও ভারযুক্ত হয়।

শ্লীপদ চিকিৎসা

লঙ্ঘনালেপনস্বেদ-রেচনৈ রক্তমোক্ষণৈঃ। প্রায়ঃ শ্লেষ্মহরৈরুষ্ণৈঃ শ্লীপদং সমুপাচরেৎ।।

শ্লীপদরোগে উপবাস, আলেপন, স্বেদ, বিরেচন, রক্তমোক্ষণ ও শ্লেষ্মহর উষ্ণ ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

নিষ্পিষ্টমারনালেন রূপিকামূলবল্কলম্। প্রলেপাৎ শ্লীপদং হন্তি বদ্ধমূলমপি স্থিরম্।।

আকন্দের মূলের ছাল কাঁজি-সহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে শ্লীপদের শান্তি হয়।

ধুস্তূরাদি লেপঃ

ধুস্তূরৈরণ্ডনির্গুণ্ডী-বর্ষাভূশিগ্রুসর্ষপৈঃ। প্রলেপং শ্লীপদং হন্তি চিরোত্থমপি দারুণম্।।

ধুতূরা, এরণ্ড, নিসিন্দা, শ্বেত পুনর্নবা, সজিনা ও সর্ষপ এই সমুদায় একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে বহুদিন-সঞ্জাত শ্লীপদ প্রশমিত হইয়া থাকে।

হিতশ্চালেপনে নিত্যং চিত্রকো দেবদারু বা। সিদ্ধার্থশিগ্রুকল্কো বা সুখোষ্ণো মূত্রপেষিতঃ।।

চিতামূল, দেবদারু বা শ্বেত সর্ষপ ও সজিনামূলের ছাল গোমূত্রে বাটিয়া ও ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে।

মঞ্জিষ্ঠাং মধুকং রাস্নাং সহিংস্রাং সপুনর্নবাম্। পিষ্ট্বারনালৈর্লেপোঽয়ং পিত্তশ্লীপদশান্তয়ে।।

মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, রাস্না, কালিয়াকড়া ও পুনর্নবা এই সমুদায় দ্রব্য কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে পৈত্তিক শ্লীপদ উপশমিত হয়।

স্নেহস্বেদোপনাহাংশ্চ শ্লীপদেঽনিলজে ভিষক্। কৃত্বা গুল্‌ফোপরি শিরাং বিধ্যেৎ তচ্চতুরঙ্গুলে।।

বায়ুজনিত শ্লীপদরোগে স্নেহস্বেদ ও প্রলেপ প্রদানান্তর গুলফের উপরিভাগে চারি আঙ্গুলের মধ্যে শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে।

গুল্‌ফস্যাধঃ শিরাং বিধ্যেৎ শ্লীপদে পিত্তসম্ভবে। পিত্তঘ্নীঞ্চ ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পিত্তার্ব্বুদবিসর্পবৎ।।

পিত্তজনিত শ্লীপদরোগে গুলফের অধঃস্থ শিরা বিদ্ধ করিয়া পিত্তার্ব্বুদের ও পিত্তবিসর্পের ন্যায় পিত্তঘ্ন চিকিৎসা করিবে।

শিরাং সুবিদিতাং বিধ্যেদঙ্গুষ্ঠে শ্লেষ্মশ্লীপদে। মধুযুক্তানি বা তীক্ষ্ণ-কষায়াণি পিবেন্নরঃ।।

শ্লৈষ্মিক শ্লীপদে অঙ্গুষ্ঠের দৃশ্যমান শিরা বিদ্ধ করিবে এবং মধু-সংযুক্ত তীক্ষ্ণ কষায় পান করাইবে।

সিদ্ধার্থাদি লেপঃ

সিদ্ধার্থশোভাঞ্জনদেবদারুবিশ্বৌষধৈর্মূত্রযুতৈঃ প্রলিম্পেৎ। পুনর্নবানাগরসর্ষপাণাং কল্কেন বা কাঞ্জিক-মিশ্রিতেন।।

শ্বেতসর্ষপ, সজিনা, দেবদারু ও শুঁঠ এই সমুদায় একত্র গোমূত্রে বাটিয়া কিংবা পুনর্নবা শুঁঠ ও সর্ষপ ইহাদের কল্কে কাঁজি মিশাইয়া তাহার প্রলেপ দিলে শ্লীপদ নিবারিত হয়।

পিণ্ডারকতরুসম্ভববন্দাকশিফা জয়তি সর্পিষা পীতা। শ্লীপদমুগ্রং নিয়তং বদ্ধা সূত্রেণ জঙ্ঘায়াম্।।

পিণ্ডারক (বৈঁচ) বৃক্ষের পরগাছার মূল পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত সেবন করিলে অথবা সূত্র দ্বারা জঙ্ঘাতে বাঁধিলে উৎকট শ্লীপদ রোগ নিরাকৃত হয়।

অসাধ্যমপি যাত্যন্তং শ্লীপদং চিরকালজম্। মূলেন সহদেবায়াস্তালমিশ্রেণ লেপনাৎ।।

বেড়েলামূল তালষাঁড়া রস দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে অসাধ্য ও বহুদিনসম্ভূত শ্লীপদও নিবৃত্ত হয়।

সপ্ততাম্বুলপত্রাণাং কল্কং তপ্তেন বারিণা। সংসৃষ্টং লবণোপেতং সেবিতং শ্লীপদং হরেৎ।।

৭টি তাম্বুলপত্রের কল্ক সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ জল-সহ সেবন করিলে শ্লীপদ নষ্ট হয়।

শাখোটবল্কলক্কাথং গোমূত্রেণ যুতং পিবেৎ। শ্লীপদানাং বিনাশায় মেদোদোষনিবৃত্তয়ে।।

গোমূত্রের সহিত শাখোটছালের (শেওড়া) ক্কাথ পান করিলে শ্লীপদ ও মেদোদোষ নিবৃত্ত হয়।

রজনীং গুড়সংযুক্তং গোমূত্রেণ পিবেন্নরঃ। বর্ষোত্থং শ্লীপদং হন্তি দদ্রুকুষ্ঠং বিশেষতঃ।।

পুরাতন গুড় ও গোমূত্রের সহিত হরিদ্রাচূর্ণ সেবন করিলে দদ্রু, কুষ্ঠ ও শ্লীপদ বিনষ্ট হয়।

বর্ষাভূত্রিফলাচূর্ণং পিপ্পল্যা সহ যোজিতম্। সক্ষৌদ্রং শ্লীপদে লিহ্যাচ্চিরোত্থং শ্লীপদং জয়েৎ।।

পুনর্নবা, ত্রিফলা ও পিপুল ইহাদের চূর্ণ মধু-সহ সেবন করিলে শ্লীপদ নিবারিত হয়।

গন্ধর্ব্বতৈলভৃষ্টাং হরীতকীং গোজলেন যঃ পিবতি। শ্লীপদবন্ধনমুক্তো ভবত্যসৌ সপ্তরাত্রেণ।। (গন্ধর্ব্ব-তৈলমেরণ্ডতৈলম্। গোজলং গোমূত্রম্)।

এরণ্ডতৈলে হরীতকী ভাজিয়া গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে ৭ দিনের মধ্যে শ্লীপদরোগ বিনষ্ট হয়।

পিবেৎ সর্ষপতৈলেন শ্লীপদানাং নিবৃত্তয়ে। পূতিকরঞ্জচ্ছদজং রসং বাপি যথাবলম্। অনেনৈব প্রকারেণ পুত্রঞ্জীবকজং রসম্।।

শ্লীপদরোগে নাটাকরঞ্জের রস, সর্ষপতৈল সংযুক্ত করিয়া পান করিলে উপকার হয়। এইরূপ সর্ষপতৈল-সহ জীয়াপুতার রস পান করিলে শ্লীপদ বিনষ্ট হয়।

কাঞ্জিকেন পিবেচ্চূর্ণং মূত্রৈর্ব্বা বৃদ্ধদারজম্।।

বৃদ্ধদারকচূর্ণ কাঁজি কিংবা গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে শ্লীপদ বিনষ্ট হয়।

ধান্যাম্লং তৈলসংযুক্তং কফবাতবিনাশনম্। দীপনঞ্চামদোষঘ্নমেতৎ শ্লীপদনাশনম্।।

কাঁজি ও কটুতৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কফ-বায়ুর শমতা, অগ্নির দীপ্তি, আমদোষের নাশ ও শ্লীপদরোগের উপশম হয়।

গোধাবতীমূলযুক্তাং খাদেন্মাষেণ্ডরীং নরঃ। জয়েৎ শ্লীপদকেনোত্থং জ্বরং সদ্যো ন সংশয়ঃ।। (গোধাবতী গোয়ালিয়া লতা, তন্মূলস্য একোভাগঃ মাষস্য ভাগত্রয়ম্। ইতি শিবদাসঃ)।

গোয়ালিয়ালতার মূল ১ ভাগ ও মাষেণ্ডরী (মাষকলায়ের পিষ্টক) ৩ ভাগ একত্র করিয়া সেবন করিলে শ্লীপদ-জন্য জ্বর সদ্য নিবৃত্ত হয়।

শ্লীপদঘ্নো রসোঽভ্যাসাদ্ গুড়ুচ্যাস্তৈলসংযুতঃ।।

গুলঞ্চের স্বরস বা ক্বাথ সর্ষপতৈল সংযুক্ত করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে শ্লীপদের বিশেষ উপকার হয়।

মদনাদি লেপঃ

মদনঞ্চ তথা সিক্‌থং সামুদ্রলবণং তথা। মহিষীনবনীতেন সন্তপ্তে লেপনং হিতম্। সপ্তাহাৎ স্ফুটিতো পাদৌ জায়েতে কমলোপমৌ।।

ময়নাফল, মোম, সামুদ্রলবণ এই সকল দ্রব্য মহিষনবনীতে বাটিয়া দাহযুক্ত ও স্ফুটিত শ্লীপদে প্রলেপ দিলে সপ্তাহের মধ্যে উহা প্রশমিত হয়।

শ্লীপদারিঃ

নিম্বং খদিরসারঞ্চ মধুনা চাষ্টমাষকম্। গবাং মূত্রেণ পিষ্টবা তু পিবেৎ শ্লীপদশান্তয়ে।।

নিম্বমূলের ছাল ও খদির সমভাগে মিশ্রিত করিয়া গোমূত্র ও মধুর সহিত ১ তোলা পরিমাণে ভক্ষণ করিলে শ্লীপদরোগের শান্তি হয়।

কণাদিচূর্ণম্

কণাবচাদারুপুনর্নবানাং চূর্ণং সবিল্বং সমবৃদ্ধদারম্। সংমর্দ্দ্য চৈতস্য নিহন্তি বল্লঃ সকাঞ্জিকঃ শ্লীপদমুগ্রবেগম্।।

পিপুল, বচ, দেবদারু, পুনর্নবা, বেলছাল প্রত্যেক সমভাগ; সকলের সমান বৃদ্ধদারক (বীজতাড়ক) একত্র চূর্ণ করিবে। ইহা ৩ রতি পরিমাণে কাঞ্জিক-সহ সেবন করিলে শ্লীপদ বিনষ্ট হয়।

বৃদ্ধদারক চূর্ণম

ত্রিকটু ত্রিফলা চব্যং দার্ব্বীবরুণগোক্ষুরম্। অলম্বুষাং গুড়ুচীঞ্চ সমভাগানি চূর্ণয়েৎ।। সর্ব্বেষাং চূর্ণমাহৃত্য বৃদ্ধদারস্য তৎসমম্। কাঞ্জিকেন চ তৎ পেয়মক্ষমাত্রপ্রমাণতঃ।। জীর্ণে চাপরিহারং স্যাদ্ ভোজনং সার্ব্বকামিকম্। নাশয়েৎ শ্লীপদং স্থৌল্যমামবাতঞ্চ দারুণম্। গুল্মকুষ্ঠানিলহরং বাতশ্লেষ্মজ্বরাপহম্।।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই, দারুহরিদ্রা, বরুণছাল, গোক্ষুর, মুণ্ডিরি ও গুলঞ্চ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ; বিদ্ধড়কচূর্ণ সর্ব্বসমান। সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া কাঁজির সহিত ২ তোলা মাত্রায় সেব্য। (ব্যবহার ৷৷০ তোলা)। ইহা সেবন করিলে শ্লীপদ, স্থূলতা, আমবাত, কুষ্ঠ ও গুল্ম প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। ঔষধজীর্ণান্তে যথেচ্ছ ভোজন করিবে।

পিপ্পল্যাদ্যং চূর্ণম্

পিপ্পলী ত্রিফলা দারু নাগরং সপুনর্নবম্। ভাগৈর্দ্বিপলকৈরেষাং তৎসমং বৃদ্ধদারকম্।। কাঞ্জিকেন পিবেচ্চূর্ণং কর্ষমাত্রপ্রমাণতঃ। জীর্ণে চাপরিহারং স্যাদ্ ভোজনং সার্ব্বকামিকম্।। শ্লীপদং বাতরোগাংশ্চ হন্যাৎ প্লীহানমেব চ। অগ্নিঞ্চ কুরুতে ঘোরং ভস্মকঞ্চ নিযচ্ছতি।।

পিপুল, ত্রিফলা, দেবদারু, শুঁঠ ও পুনর্নবা প্রত্যেক ২ পল, বিদ্ধড়কচূর্ণ ১৪ পল; এই সমুদয় একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা ২ তোলা (ব্যবহার ৷৷০ তোলা); কাঁজির সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে শ্লীপদাদি নানা রোগ নষ্ট ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়।

কৃষ্ণাদ্যো মোদকঃ

কৃষ্ণাচিত্রকদন্তীনাং কর্ষমর্দ্ধপলং পলম্। বিংশতিশ্চ হরীতক্যা গুড়স্য তু পলদ্বয়ম্। মধুনা মোদকং খাদেৎ শ্লীপদং হন্তি দুস্তরম্।। (মোদকযোগ্যং মধু)।

পিপুলচূর্ণ ২ তোলা, চিতামূলচূর্ণ ৪ তোলা, দন্তীমূলচূর্ণ ৮ তোলা, হরীতকী ২০টি ও পুরাতন গুড় ১৬ তোলা। এই সমুদায়ের যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা মধু-সহ উপযুক্ত মাত্রায় সেব্য। ইহাতে প্রবল শ্লীপদ নষ্ট হয়।

নিত্যানন্দ রসঃ

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকং মৃততাম্রকম্। কাংস্যং বঙ্গং হরীতালং তুত্থং শঙ্খং বরাটিকা।। ত্রিকটু ত্রিফলা লৌহং বিড়ঙ্গং পটুপঞ্চকম্। চবিকা পিপ্পলীমূলং হবুষা চ বচা তথা।। শটী পাঠা দেবদারু এলা চ বৃদ্ধদারকম্। ত্রিবৃতা চিত্রকং দন্তী গৃহীত্বা তু পৃথক্ পৃথক্।। এতানি সমভাগানি সংচূর্ণ্য গুড়কীকৃতম্। হরীতকীরসং দত্ত্বা পঞ্চগুঞ্জামিতং শুভম্।। একৈকং ভক্ষয়েন্নিত্যং শীতঞ্চানু পিবেজ্জলম্। শ্লীপদং কফবাতোত্থং রক্তমাংসাশ্রিতঞ্চ যৎ।। মেদোগতং ধাতুগতং নিহন্তি নাত্র সংশয়ঃ। অর্ব্বুদং গণ্ডমালাঞ্চ বাতরক্তং সুদারুণম্।। কফবাতোদ্ভবং রোগমন্ত্রবৃদ্ধিং চিরন্তনীম্। বাতরক্তে বাতকফে গুদরোগে ক্রিমৌ তথা।। অগ্নিবৃদ্ধিং করোত্যেষ বলবর্ণঞ্চ সুস্থতাম্। শ্রীমদ্গহননাথেন নির্ম্মিতো বিশ্বসম্পদে।। নিত্যানন্দরসশ্চায়ং মহাশ্লীপদনাশনঃ। রক্তজে পিত্তজে চাপি শ্লীপদে যোজয়েদমুম্।। নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদ্

বিদ্যতে শ্লীপদাময়ে।। (ত্রিবৃতা চিত্রকং দন্তী গৃহীত্বা তু পৃথক্ পৃথক্ ইত্যত্র ত্রিবৃচ্চিত্রকদন্তীনাং ভাবয়িত্বা রসৈঃ পৃথক্ ইতি সারকৌমুদ্যাং পাঠঃ। রসেন্দ্রসারসংগ্রহরত্নাবলীপ্রভৃতিষু এতৎ পদ্যার্দ্ধং নাস্ত্যেব। শটী পাঠা দেবদারু ত্বগেলা বৃদ্ধদারকমিতি পাঠান্তরম্)।

হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, তাম্র, কাঁসা, বঙ্গ, হরিতাল, তুঁতিয়া, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, ত্রিকটু, ত্রিফলা, লৌহ, বিড়ঙ্গ, পঞ্চলবণ, চই, পিপুলমূল, হবুষা, বচ, শটী, আকনাদি, দেবদারু, এলাইচ, বিদ্ধড়ক, তেউড়ী, চিতামূল ও দন্তীমূল, এই সমুদায় সমভাগে হরীতকীর ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া ৫ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। প্রত্যহ এক-এক বটিকা শীতল জলের সহিত সেবনীয়। ইহা সর্ব্বপ্রকার শ্লীপদরোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে অর্ব্বুদ, গণ্ডমালা, বাতরক্ত ও চিরকালোত্থিত অন্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি অন্যান্য নানাবিধ রোগও উপশমিত হইয়া থাকে।

শ্লীপদগজকেশরী

ব্যোষামৃতযমানী চ সূতোঽগ্নির্গন্ধকং শিলা। সৌভাগ্যং জয়পালঞ্চ চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ।। ভৃঙ্গগোক্ষুর-জম্বীরার্দ্রকতোয়ৈর্বিমর্দ্দয়েৎ। অস্য রক্তিদ্বয়ং খাদেদুষ্ণতোয়ানুপানতঃ। শ্লীপদং দুস্তরং হন্তি প্লীহানং হন্তি সেবিতঃ।।

ত্রিকটু, বিষ, যমানী, পারদ, চিতামূল, গন্ধক, মনছাল, সোহাগা ও জয়পাল এই সমুদায় লইয়া ভীমরাজ, গোক্ষুর, জম্বীর ও আদার রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান উষ্ণ জল। ইহা সেবন করিলে দুস্তর শ্লীপদ ও প্লীহা নষ্ট হয়।

সৌরেশ্বর ঘৃতম্

সুরসো দেবকাষ্ঠঞ্চ ত্রিকটুত্রিফলে তথা। লবণান্যথ সর্ব্বাণি বিড়ঙ্গান্যথ চিত্রকম্।। চবিকা পিপ্পলীমূলং গুগ্গুলুর্হবিষা বচা। যবাগ্রজঞ্চ পাঠা চ শট্যেলা বৃদ্ধদারকম্।। কল্কৈশ্চ কার্ষিকৈরেভির্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। দশমূলীকষায়েণ ধান্যযূষদ্রবেণ চ।। দধিমস্তুসমাযুক্তং প্রস্থং প্রস্থং পৃথক্ পৃথক্। পক্বং স্যাদুদ্ধৃতং কল্কাৎ পিবেৎ কর্ষদ্বয়ং হবিঃ।। শ্লীপদং কফবাতোত্থং মাংসরক্তাশ্রিতঞ্চ যৎ। মেদঃশ্রিতঞ্চ পিত্তোত্থং হন্যাদেব ন সংশয়ঃ।। অপচীং গণ্ডমালাঞ্চ অন্ত্রবৃদ্ধিং তথার্ব্বুদম্। নাশয়েদ্ গ্রহণীদোষং শ্বয়থুং গুদজানি চ।। পরমগ্নিকরং হৃদ্যং কোষ্ঠক্রিমিবিনাশনম্। ঘৃতং সৌরেশ্বরং নাম শ্লীপদং হন্তি দুস্তরম্।। জীবকেন কৃতং হ্যেতদ্ রোগানীকবিনাশনম্।। (জীবকেনেতি জীবো বৃহস্পতিঃ স্বার্থে কঃ)।

ঘৃত ৪ সের। দশমূলের ক্বাথ, কাঁজি ও দধির মাত প্রত্যেক ৪ সের। কল্কার্থ কৃষ্ণতুলসী (কাহারও মতে নিসিন্দা), দেবদারু, ত্রিকটু, ত্রিফলা, পঞ্চলবণ, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চই, পিপুলমূল, গুগগুলু, হবুষা, বচ, যবক্ষার, আকনাদি, শটী, এলাইচ ও বিদ্ধড়ক প্রত্যেক ২ তোলা। মাত্রা ৪ তোলা পর্য্যন্ত। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার শ্লীপদ, অপচী, গণ্ডমালা, অন্ত্রবৃদ্ধি ও অর্ব্বুদ প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। ইহা অগ্নিকারক ও হৃদ্য।

বিড়ঙ্গাদি তৈলম্

বিড়ঙ্গমরিচার্কেষু নাগরে চিত্রকে তথা। ভদ্রদার্ব্বেলকাখ্যেষু সর্ব্বেষু লবণেষু চ।। তৈলং পক্বং পিবেদ্ বাপি শ্লীপদানাং নিবৃত্তয়ে।। (এলকাখ্যো হোগলা এলবালুকমিত্যন্যে)।

তৈল ৪ সের। কল্কার্থ বিড়ঙ্গ, মরিচ, আকন্দমূল, শুঁঠ, চিতামূল, দেবদারু, হোগলা (মতান্তরে এলবালুক) ও পঞ্চলবণ মিলিত ১ সের, এই তৈল রোগস্থানে মর্দ্দন ও পান করিলে শ্লীপদের শান্তি হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

শ্লীপদরোগে পথ্যানি

প্রচ্ছর্দ্দনং লঙ্ঘনমস্রমোক্ষঃ স্বেদো বিরেকঃ পরিলেপনঞ্চ। পুরাতনাঃ ষষ্টিকশালয়শ্চ যবাঃ কুলত্থা লশুনং পটোলম্।। বার্ত্তাকুশোভাঞ্জনকারবেল্ল-পুনর্নবামূলকপূতিকাশ্চ। এরণ্ডতৈলং সুরভীজলঞ্চ কটুনি তিক্তানি চ দীপনানি।। গুল্‌ফোপরিষ্টাচ্চতুরঙ্গুলে চ বাতোত্তরে গুল্‌ফতলে তু পৈত্তে।। অঙ্গুষ্ঠমূলে কফজে বিশেষাচ্ছিরাব্যধশ্চৈব যথাবিধানম্।। এতানি পথ্যানি ভবন্তি পুংসাং রোগে সতি শ্লীপদনামধেয়ে।।

বমন, উপবাস, রক্তমোক্ষণ, স্বেদন, বিরেচন, প্রলেপন, পুরাতন ষষ্টিক এবং রক্তশালি তণ্ডুলের অন্ন, যব, কুলত্থকলায়, রসন, পটোল, বেগুণ, সজিনার ডাঁটা, করলা, পনর্নবা, কচি মূলা, নাটাকরঞ্জের পাতা, ভেরেণ্ডার তৈল, গোমূত্র, কটুদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য এবং অগ্নিপ্রদীপক দ্রব্য শ্লীপদরোগে হিতজনক। বিশেষত বাতজ শ্লীপদে গুল্‌ফদেশের চারি অঙ্গুলি উপরে, পিত্তজ শ্লীপদে গুল্‌ফতলে এবং কফজ শ্লীপদে বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলদেশে শিরা বিদ্ধ করিবে। শ্লীপদরোগে এই সমস্ত বিধি হিতকর।

শ্লীপদরোগেঽপথ্যানি

পিষ্টান্নং দুগ্ধবিকৃতিং গুড়মানূপমামিষম্।। স্বাদুরসং পারিপাত্র-সহ্যবিন্ধ্যনদীজলম্। পিচ্ছিলং গুর্ব্বভিষ্যন্দি শ্লীপদী পরিবর্জ্জয়েৎ।।

পিষ্টান্ন, দুগ্ধবিকৃতি (ছানাদি), গুড়, আনূপমাংস, মধুর দ্রব্য এবং পারিপাত্র পর্ব্বত, সহ্যগিরি ও বিন্ধ্যগিরি-সম্ভূত নদীর জল, পিচ্ছিল দ্রব্য, গুরুপাক দ্রব্য এবং অভিষ্যন্দি দ্রব্য শ্লীপদরোগী পরিত্যাগ করিবেন।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে শ্লীপদরোগাধিকারঃ।।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অ

অগ্নিমুখমণ্ডুর ২৬৯
অজামোদাদিবটক ১০০
অনিলারিরস ৪৭
অন্তরায়ামের চিকিৎসা ৩১
অন্তরায়ামের লক্ষণ ৩০
অন্নদ্রবশূলচিকিৎসা ১১৯
অন্নদ্রবশূললক্ষণ ১১৯
অপচীচিকিৎসা ২৯৬
অপচীলক্ষণ ২৯৫
অপতন্ত্রকের চিকিৎসা ২৯
অপতন্ত্রকের লক্ষণ ২৯
অপতানকলক্ষণ ২৯
অপতানকের চিকিৎসা ৩০
অপরামবাতারি বটিকা ১০৪
অপস্মারচিকিৎসা ১৮
অপস্মারনিদান ১৭
অপস্মাররোগাধিকার ১৭
অপস্মারের পথ্যাপথ্যবিধি ২২
অপূর্ব্বমালিনীবসন্ত ২০৬
অববাহুকচিকিৎসা ৩৭
অববাহুকলক্ষণ ৩৭
অভয়াবটী ২৪৩
অভয়ালবণ ২৪৯
অমৃতভল্লাতকাবলেহ ৮২
অমৃতাদি ৭৮, ১৭০
অমৃতাদি গুগ্‌গুলু ৭৯, ২২৭
অমৃতাদ্যঘৃত ৮৫
অমৃতাদ্যতৈল ২৯৪
অমৃতার্ণব ২৩০
অর্কলবণ ২৪৮
অর্দ্দিতচিকিৎসা ৩২
অর্দ্দিতের সম্প্রাপ্তিপূর্ব্বকলক্ষণ ৩২
অর্ব্বুদচিকিৎসা ২৯৮
অর্ব্বুদলক্ষণ ২৯৮
অর্য্যামামৃতাভ্র ২৮৮
অলম্বুষাদ্যচূর্ণ ৯৮
অশ্বগন্ধাঘৃত ৭০
অশ্বগন্ধাতৈল ৬৮, ২৩০
অশ্বগন্ধাদ্যঘৃত ৭০

*অশ্মরীচিকিৎসা ১৮৬
অশ্মরীনিদান ১৮৫
অশ্মরীরোগাধিকার ১৮৫
অশ্মরীরোগে অপথ্য ১৯১
অশ্মরীরোগে পথ্য ১৯১
অষ্টকট্টর তৈল ৯২
অষ্টাদশশতিকপ্রসারণীতৈল ৬০
অষ্ঠীলাচিকিৎসা ৪১
অষ্ঠীলালক্ষণ ৪১

আ

আক্ষেপের সামান্য লক্ষণ ২৮
আধ্মানচিকিৎসা ৪০
আধ্মানলক্ষণ ৪০
আনন্দভৈরব ৪৯
আনন্দভৈরবরস ২০৫
আনাহচিকিৎসা ১৩৮
আনাহরোগে পথ্যাপথ্য ১৪০
আনাহলক্ষণ ১৩৭
আভাদ্যচূর্ণ ৯৯
আমজশূলচিকিৎসা ১১৫
আমজশূললক্ষণ ১১৫
আমবাতগজসিংহমোদক ১০৩
আমবাতচিকিৎসা ৯৫
আমবাতনিদান ৯৪
আমবাতাধিকার ৯৪
আমবাতারিবটিকা ১০৪
আমবাতে অপথ্য ১০৯
আমবাতে পথ্য ১০৯
আমবাতেশ্বররস ১০৪

ই

ইচ্ছাভেদীরস (ত্রিবিধ) ২৪০
ইন্দ্রবটী ২০৭
ইন্দ্রব্রহ্মবটী ২০

উ

উদরচিকিৎসা ২৩৪
উদরনিদান ২৩২
উদররোগাধিকার ২৩২
উদররোগে অপথ্য ২৪৫
উদররোগে পথ্য ২৪৫
উদরারিরস ২৪২
উদাবর্তচিকিৎসা ১৩৫
উদাবর্তনিদান ১৩৫
উদাবর্তানাহাধিকার ১৩৫
উদাবর্তে অপথ্য ১৪০
উদাবর্তে পথ্য ১৪০
উন্মাদগজকেশরী ১২
উন্মাদগজাঙ্কুশ ১১
উন্মাদচিকিৎসা ৮
উন্মাদনিদান ৬
উন্মাদপর্পটীরস ১১
উন্মাদভঞ্জনরস ১২
উন্মাদরোগাধিকার ৬
উন্মাদরোগে অপথ্য ১৬
উন্মাদরোগে পথ্য ১৬
উরোগ্রহচিকিৎসা ১৬৪
উরোগ্রহনিদান ১৬৩
উশীরাদ্যতৈল ১৮৪

ঊ

ঊরুস্তম্ভচিকিৎসা ৯০
ঊরুস্তম্ভনিদান ৯০
ঊরুস্তম্ভাধিকার ৯০
ঊরুস্তম্ভে অপথ্য ৯৩
ঊরুস্তম্ভে পথ্য ৯৩
ঊষকাদিগণ ১৮৬

এ

একাদশশতিকমহাপ্রসারণীতৈল ৫৯
এরণ্ডসপ্তক ১১৯
এলাদি ১৮৭
এলাদিচূর্ণ ১৯৮

ক

কংসহরীতকী ২৭০
ককুভাদিচূর্ণ ১৬৪

কটুকাদ্যলৌহ ২৭২
কণাদিচূর্ণ ৩০৫
কদল্যাদিঘৃত ২১৯
কফজগুল্মচিকিৎসা ১৪৬
কফজগুল্মলক্ষণ ১৪৬
কফজশূলচিকিৎসা ১১৫
কফজশূললক্ষণ ১১৪
কফজহৃদ্রোগচিকিৎসা ১৬১
কফজহৃদ্রোগলক্ষণ ১৬১
কর্কটীবীজাদিচূর্ণ ১৯৮
কলায়খঞ্জচিকিৎসা ৩৮
কলায়খঞ্জলক্ষণ ৩৮
কল্পলতাবটী ২৭৪
কল্যাণচূর্ণ ১৯
কল্যাণসুন্দররস ১৬৪
কাঙ্কায়নগুড়িকা ১৫১
কাঞ্চনার গুগ্‌গুলু ২৯৪
কাঞ্জিকতৈল ৪
কাঞ্জিকষট্‌পলঘৃত ১০৭
কামধেনুরস ২০৮
কার্শ্যচিকিৎসা ২৩০
কার্শ্যনিদান ২২৯
কুব্জপ্রসারণীতৈল ৬৩
কুব্জের লক্ষণ ও চিকিৎসা ৩৪, ৩৫
কুলথাদ্যঘৃত ১৯০
কুশাদ্যঘৃত ১৮৯
কুশাদ্যতৈল ৪
কুশাবলেহ ১৯৮
কুষ্ঠাদিচূর্ণ ২৩৫
কুষ্ঠাদ্যতৈল ৯২
কুষ্মাণ্ডঘৃত ২২
কৃষ্ণাদ্যমোদক ৩০৫
কৈশোরগুগ্‌গুলু ৮০
কোলাদিমণ্ডূর ১২২
কোষ্ঠাদিগতবাতচিকিৎসা ২৫
কোষ্ঠাদিগতবাতলক্ষণ ২৫
ক্রিমিজহৃদ্রোগচিকিৎসা ১৬৩
ক্রোষ্টুকশীর্ষচিকিৎসা ৩৮
ক্রোষ্টুকশীর্ষলক্ষণ ৩৮

খ

খঞ্জচিকিৎসা ৩৮
খঞ্জলক্ষণ ৩৮
খণ্ডামলকী ১২৬
খল্লীচিকিৎসা ৪২
খল্লীলক্ষণ ৪১

গ

গগনাদি লৌহ ২১৭
গণ্ডমালাচিকিৎসা ২৯৪
গণ্ডমালালক্ষণ ২৯৪
গণ্ডীরাদ্যারিষ্ট ২৭৯
গদগদচিকিৎসা ৩৯
গদগদলক্ষণ ৩৯
গন্ধদ্রব্যকথন ৫০
গন্ধর্ব্বহস্ত ২৯০
গন্ধাদি লেপ ২৯৯
গলগণ্ডচিকিৎসা ২৯২
গলগণ্ডলক্ষণ ২৯২
গলগণ্ডাদিরোগাধিকার ২৯২
গলগণ্ডাদিরোগে অপথ্য ৩০০
গলগণ্ডাদিরোগে পথ্য ৩০০
গুঞ্জাদ্যতৈল ২৯৬
গুঞ্জাভদ্ররস ৯২
গুড়পিপ্পলী ২৫০
গুড়পিপ্পলী ঘৃত ১৩৩
গুড়মণ্ডূর ১২২
গুড়াষ্টক ১৩৯
গুড়ুচীঘৃত ৮৪
গুড়ুচীতৈল ৮৫
গুড়ুচ্যাদি চূর্ণ ২৫০
গুড়ুচ্যাদি লৌহ ৮৩
গুল্মকালানলরস ১৫৩
গুল্মচিকিৎসা ১৪৩
গুল্মনিদান ১৪২
গুল্মবজ্রিণী বটিকা ১৫২

গুল্মরোগাধিকার ১৪২
গুল্মরোগে অপথ্য ১৫৭
গুল্মরোগে পথ্য ১৫৭
গুল্মশার্দ্দূলরস ১৫৩
গৃধ্রসীচিকিৎসা ৩৫
গৃধ্রসীলক্ষণ ৩৫
গোক্ষুরাদি গুটী ১৯৯
গ্রন্থিকাদি তৈল ৩২
গ্রন্থিচিকিৎসা ২৯৭
গ্রন্থিলক্ষণ ২৯৬

চ

চতুঃসম চূর্ণ ১১৫
চতুঃসম মণ্ডূর ১২৪
চতুঃসম লৌহ ১৩০
চতুঃস্নেহ ৬৯
চতুর্ভুজরস ১৩
চতুর্ম্মুখরস ৪৫
চন্দনাদি ক্বাথ ৩
চন্দনাদি চূর্ণ ২০৯
চন্দনাদি তৈল ২৯৬
চন্দনাসব ২১২
চন্দ্রকলা ২০৪
চন্দ্রকান্তিরস ২০৪
চন্দ্রপ্রভা গুটী ২০০
চন্দ্রপ্রভা বটিকা ২০৭
চিত্রক-ঘৃত ২৬০, ২৪৪
চিত্রক-পিপ্পলীঘৃত ২৬০
চিত্রকাদি লৌহ ২৫৫
চিত্রকাদ্য ঘৃত ২৭৬, ১৮২
চিন্তামণি রস ৪৮, ১৬৫
চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ ৪৬
চুলিকা বটী ২৪৩
চৈতস ঘৃত ১৪

ছ

ছাগলাদ্যঘৃত ৭০
ছুছুন্দরী তৈল ২৯৫

জলোদরারিরস (দ্বিবিধ) ২৪০
জাতীফলাদ্যবর্গ ১৮৮
জিহ্বাস্তম্ভের চিকিৎসা ৩৪
জিহ্বাস্তম্ভের লক্ষণ ৩৪

ত

তক্রবটী ২৭৪
তক্রমণ্ডূর ২৭৫
তাম্রেশ্বর বটী ২৫৪
তারকেশ্বর ১৭৫
তারকেশ্বর রস (দ্বিবিধ) ২১৬
তারমণ্ডূরগুড় ১২২
তালকেশ্বর ২১৭
তালকেশ্বর রস ৪৯
তালভস্ম ৮৩
তালভৈরবী ৪৯
তিলাদিক্ষারযোগ ১৮৮
তুম্বীতৈল ২৯৪
তূণীচিকিৎসা ৪০
তূণীলক্ষণ ৪০
ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্‌গুলু ৪৪
ত্রায়মাণাদ্য ঘৃত ১৫৭
ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তি ১৩৮
ত্রিকট্বাদিলৌহ ২৭১
ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত ১৭৬
ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত তৈল ও যমক ২১০
ত্রিকশূলচিকিৎসা ৪২
ত্রিকশূললক্ষণ ৪২
ত্রিদোষজ ক্রিমিজ হৃদ্রোগলক্ষণ ১৬২
ত্রিদোষজ মেহচিকিৎসা ১৯৭
ত্রিদোষজ শূলচিকিৎসা ১১৬
ত্রিদোষজ শূললক্ষণ ১১৬
ত্রিদোষজ হৃদ্রোগচিকিৎসা ১৬২
ত্রিনেত্রাখ্যরস ১৭৫, ২৭২
ত্রিপুরভৈরব ১৩১
ত্রিফলাগুগ্‌গুলু ৭৯
ত্রিফলাদিযোগ ২১৬

ত্রিফলাদি লৌহ ১০
ত্রিফলাদ্য ৩
ত্রিফলাদ্য তৈল ২২৯
ত্রিফলাদ্যরিষ্ট ২৮০
ত্রিফলালৌহ ১২৫, ১২৯
ত্রিবিক্রমরস ১৮৯
ত্রিবৃতাদিঘৃত ২৮৯
ত্রিবৃতাদি চূর্ণ ১৬১
ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল ৫৮
ত্রৈলোক্যসুন্দররস ২৩৯
ত্র্যূষণাদ্য ঘৃত ১৫৫
ত্র্যূষণাদ্য লৌহ ২২৮, ২৭১
ত্র্যূষণাদ্যা বর্ত্তি ১০

দ

দন্তাপতানকের চিকিৎসা ৩০
দন্তাপতানকের লক্ষণ ৩০
দন্তীহরীতকী ১৫১
দশপাকবলাতৈল ৮৮
দশমূলাদ্যঘৃত ৭০
দাড়িমাদ্যঘৃত ২১০
দাধিক ঘৃত ১৩৩
দারুষট্‌কলেপ ৪০
দাহরোগচিকিৎসা ২
দাহরোগলক্ষণ ১
দাহরোগাধিকার ১
দাহরোগে অপথ্য ৪
দাহরোগে পথ্য ৪
দাহান্তকরস ৩
দুগ্ধবটী ২৭৩, ২৭৪
দেবদার্ব্বাদ্যরিষ্ট ২১২
দ্রাক্ষাদ্য ঘৃত ১৫৫
দ্বন্দ্বজ গুল্মচিকিৎসা ১৪৭
দ্বন্দ্বজ গুল্মলক্ষণ ১৪৭
দ্বন্দ্বজ মেহচিকিৎসা ১৯৬
দ্বন্দ্বজ শূললক্ষণ ১১৬
দ্বাদশায়স ৮৪
দ্বিতীয় সৈন্ধবাদ্য তৈল ১০৮
দ্বিপঞ্চমূলাদ্য তৈল ১০৭

ধ

ধাতুগতবাতচিকিৎসা ২৭
ধাতুগতবাতলক্ষণ ২৬
ধাত্রীলৌহ ১২৫
ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে) ১২৫
ধাত্রীষট্‌পলক ঘৃত ১৫৫
ধাত্র্যাদি ১৭২
ধান্যগোক্ষুরক ঘৃত ১৮২
ধান্বন্তর ঘৃত ২১১
ধুস্তূরাদি লেপ ৩০২

ন

নকুলতৈল ৬৩
নকুলাদ্য ঘৃত ৭০
নবকগুগ্‌গুলু ২২৭
নবকার্ষিক ৭৮
নাগরাদি তৈল ও ঘৃত ২৪৪
নাগার্জ্জুনাভ্র ১৬৪
নাগেশ্বর রস ১৫৩
নারাচঘৃত ২৪৪
নারাচচূর্ণ ১৩৯
নারাচরস ১৩৯, ২৪১
নারায়ণচূর্ণ ২৩৮
নারায়ণতৈল ৫২
নারিকেল খণ্ড ১২৬
নারিকেল ক্ষার ১১৮
নারিকেলামৃত ১২৭
নিত্যানন্দ রস ৩০৫
নিম্বাদিচূর্ণ ৭৯
নিম্বাদি ধূপ ১০
নিরামিষ মহামাষতৈল ৬৫
নির্গুণ্ডীতৈল ২৯৫
ন্যগ্রোধাদিচূর্ণ ১৯৮

প

পঙ্গুচিকিৎসা ৩৮
পঙ্গুলক্ষণ ৩৮
পঞ্চকোলাদ্য ঘৃত ২৭৬
পঞ্চতৃণমূল ১৭০

পঞ্চপল ঘৃত ১৫৫
পঞ্চানন রস ১৫২, ১৬৬, ২০০
পঞ্চানন রস লৌহ ১০৬
পঞ্চামৃত রস ২৭৩
পটোলাদি ৭৮
পটোলাদ্যচূর্ণ ২৩৯
পথ্যাদি ক্বাথ ২৬৭
পথ্যাদ্যচূর্ণ ৯৯
পরিণামশূলচিকিৎসা ১১৭
পরিণামশূললক্ষণ ১১৭
পর্পটাদি ৩
পলঙ্কাষাদ্য তৈল ২২
পক্ষবধ চিকিৎসা ৩১
পক্ষবধ লক্ষণ ৩১
পাঠাদ্য চূর্ণ ২২১
পাদদাহচিকিৎসা ৩৯
পাদদাহলক্ষণ ৩৯
পাদহর্ষচিকিৎসা ৩৯
পাদহর্ষলক্ষণ ৩৯
পানীয়কল্যাণক ঘৃত ১৩
পার্থাদ্যরিষ্ট ১৬৭
পাষাণবজ্ররস ১৮৮
পাষাণভিন্ন ১৮৮
পাষাণভেদাদ্য চূর্ণ ও ঘৃত ১৮৮
পাষণাদ্য ঘৃত ১৮৯
পিত্তজগুল্মচিকিৎসা ১৪৫
পিত্তজগুল্মলক্ষণ ১৪৫
পিত্তজপ্রমেহচিকিৎসা ১৯৫
পিত্তজশূলচিকিৎসা ১১৩
পিত্তজশূললক্ষণ ১১৩
পিত্তজহৃদ্রোগচিকিৎসা ১৬১
পিত্তজহৃদ্রোগলক্ষণ ১৬০
পিত্তশ্লেষ্মশূলচিকিৎসা ১১৬
পিপ্পলীঘৃত ১৩৩, ২৬০
পিপ্পলীবর্দ্ধমান ২৫১
পিপ্পল্যাদি ৯১
পিপ্পল্যাদিঘৃত ২৪৪
পিপ্পল্যাদি চূর্ণ ১৬০
পিপ্পল্যাদ্য চূর্ণ ৩০৫
পিপ্পল্যাদ্যলৌহ ২৪২
পুনর্নবা গুগ্‌গুলু ৮১
পুনর্নবাদি ক্বাথ ২৩৮
পুনর্নবাদি চূর্ণ ৯৯, ২৬৮
পুনর্নবাদি তৈল ২৭৮
পুনর্নবাদি লেহ ২৬৯
পুনর্নবাদ্য ঘৃত ২৭৬
পুনর্নবাদ্যমিশ্রক ১৭০
পুনর্নবাদ্যরিষ্ট ২৮০
পুনর্নবাষ্টক ক্বাথ ২৬৮
পুষ্পরাজপ্রসারণী তৈল ৫৮
পূগখণ্ড (দ্বিবিধ) ১২৮
প্রকৃতবাতলক্ষণ ৪২
প্রভাকরবটী ১৬৬
প্রমেহ নিদান ১৯২
প্রমেহনিবৃত্তিলক্ষণ ১৯৪
প্রমেহপিড়কাধিকার ২২০
প্রমেহপিড়কালক্ষণ ২২০
প্রমেহমিহিরতৈল ২০৯
প্রমেহরোগচিকিৎসা ১৯৪
প্রমেহরোগাধিকার ১৯২
প্রমেহসেতু ২০৫
প্রসারণীতৈল ১০৭
প্রসারণীসন্ধান ১০৮
প্রাণবল্লভ রস ১৫৪
প্লীহযকৃচ্চিকিৎসা ২৪৬
প্লীহযকৃদুদরনিদান ২৪৬
প্লীহযকৃদ্‌রোগাধিকার ২৪৬
প্লীহশার্দ্দূল রস ২৫২
প্লীহান্তক রস ২৫১
প্লীহারিরস (দ্বিবিধ) ২৫২
প্লীহার্ণব রস ২৫১

ফ

ফলবর্ত্তি ১৩৭

ব

বঙ্গাষ্টক ২০৩

বঙ্গেশ্বর ২০২
বচাদি চূর্ণ ১৫০
বজ্রক্ষার ১৫১, ২৫৭
বড়বাগ্নি রস ২২৯
বড়বাগ্নি লৌহ ২২৮
বরুণ ঘৃত ১৯০
বরুণাদি কষায় ১৮৬
বরুণাদ্য ঘৃত ১৯০
বরুণাদ্য তৈল ১৯১
বরুণাদ্য লৌহ ১৭৫
বলাতৈল ৫৭
বলাদ্য ঘৃত ১৬৬
বল্লভক ঘৃত ১৬৬
বসন্তকুসুমাকর রস ২০৪, ২১৮
বস্তিবাতচিকিৎসা ৪১
বস্তিবাতলক্ষণ ৪১
বহ্নিরস ২৪১
বাতকণ্টকচিকিৎসা ৩৯
বাতকণ্টকলক্ষণ ৩৮
বাতকুলান্তক ২০
বাতগজাঙ্কুশ ৪৬
বাতগজেন্দ্রসিংহ ১০৫
বাতজ গুল্মচিকিৎসা ১৪৪
বাতজ গুল্মলক্ষণ ১৪৩
বাতজ শূলচিকিৎসা ১১০
বাতজ শূললক্ষণ ১১০
বাতজ হৃদ্রোগচিকিৎসা ১৫৯
বাতজ হৃদ্রোগলক্ষণ ১৫৯
বাতপিত্ত শূলচিকিৎসা ১১৬
বাতব্যাধি চিকিৎসা ২৪
বাতব্যাধি নিদান ২৩
বাতব্যাধি লক্ষণ ২৪
বাতব্যাধিতে অপথ্য ৭২
বাতব্যাধিতে পথ্য ৭২
বাতব্যাধির কৃচ্ছ্রসাধ্যতা ৪২
বাতব্যাধির সাধারণচিকিৎসা ৪৩
বাতব্যাধ্যধিকার ২৩
বাতরক্ত চিকিৎসা ৭৫
বাতরক্ত নিদান ৭৪
বাতরক্তাধিকার ৭৪
বাতরক্তান্তকরস ৮২
বাতরক্তে অপথ্য ৮৯
বাতরক্তে পথ্য ৮৯
বাতরাজ তৈল ৬৭
বাতশ্লেষ্ম শূলচিকিৎসা ১১৬
বাতহর তৈলের বিশেষ মূর্চ্ছাবিধি ৫০
বাতারি ২৮৮
বাতারিগুগ্‌গুলু ১০২
বাতারি রস ৪৯
বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্র তৈল ৫৬
বাসাদি ৭৮
বাসুকিভূষণ রস ২৫৩
বাহ্যায়ামের চিকিৎসা ৩১
বাহ্যায়ামের লক্ষণ ৩০
বিজয়ভৈরব তৈল ১০৮
বিড়ঙ্গাদি তৈল ৩০৬
বিড়ঙ্গাদি মোদক ১২১
বিড়ঙ্গাদিরসলৌহ ১০৫
বিড়ঙ্গাদি লৌহ ২০৭
বিড়ঙ্গাদ্য চূর্ণ ২২৫
বিড়ঙ্গাদ্য লৌহ ২২৭
বিদারীঘৃত ১৮৩
বিদ্যাধর রস ১৫৪, ২৫৫
বিন্দুঘৃত ২৪৩
বিম্ব্যাদি তৈল ২৯৫
বিল্বাদি চূর্ণ ২৮৭
বিশ্বচীলক্ষণ ৩৭
বিশ্বেশ্বর রস ৮৪, ১৬৫
বিষতিন্দুক তৈল ৮৭
বিষ্ণুতৈল ৫১
বীজপুরাদ্য ঘৃত ১৩৩
বীরতরাদ্য তৈল ১৯০
বৃদ্ধদারক চূর্ণ ৩০৫
বৃদ্ধদারাদ্য লৌহ ১০৫
বৃদ্ধিবাধিকা বটিকা ২৮৮
বৃদ্ধিরোগ চিকিৎসা ২৮৩

বৃদ্ধিরোগ নিদান ২৮২
বৃদ্ধিরোগাধিকার ২৮২
বৃদ্ধিরোগে অপথ্য ২৯১
বৃদ্ধিরোগে পথ্য ২৯১
বৃশ্চীরাদ্যরিষ্ট ১৫৭
বৃহচ্ছতপুষ্পাদি তৈল ৫৭
বৃহচ্ছতাবরী মণ্ডুর (দ্বিবিধ) ১২৩
বৃহচ্ছাগলাদ্য ঘৃত ৭১
বৃহচ্ছ্যামা ঘৃত ২২২
বৃহচ্ছুষ্কমূলাদ্য তৈল ২৭৭
বৃহৎ কামচূড়ামণি রস ২০২
বৃহৎ সিংহনাদ গুগ্‌গুলু ১০২
বৃহৎ সৈন্ধবাদ্য তৈল ১০৭, ২৯০
বৃহৎ সোমনাথরস ২০১
বৃহদিচ্ছাভেদী রস ১৪০
বৃহদ্‌গুড়পিপ্পলী ২৫০
বৃহদ্‌ গুড়ূচী তৈল ৮৫
বৃহদ্‌গুল্মকালানল রস ১৫৩
বৃহদ্‌ গোক্ষুরাদ্যবলেহ ১৭৪
বৃহদ্‌ দন্তীঘৃত ২৯০
বৃহদ্দাড়িমাদ্য ঘৃত ২১১
বৃহদ্ধাত্রী ঘৃত ২১৮
বৃহদ্ধাত্র্যাদি ১৭২
বৃহদ্বঙ্গেশ্বর রস (দ্বিবিধ) ২০৩
বৃহদ্বরুণাদি ১৮৭
বৃহদ্বাতগজাঙ্কুশ ৪৬
বৃহদ্বাতচিন্তামণি ৪৮
বৃহদ্বিদ্যাধরাভ্র ১৩২
বৃহদ্বিষ্ণুতৈল ৫১
বৃহদ্‌ যোগরাজ গুগ্‌গুলু ১০০
বৃহদ্‌ হরিশঙ্কর রস ২০৫
বৃহন্নারাচ ঘৃত ২৪৪
বৃহন্নারিকেল খণ্ড ১২৬
বৃহন্মন্দার তৈল ২৯০
বৃহন্মাণকাদি গুড়িকা ২৪৯
বৃহন্মাষ তৈল ৬৪
বৃহল্লোকনাথ রস ২৫৪
বেদবিদ্যা বটী ২০৭
বৈদ্যনাথ বটী ১৩৯, ২৭৪
বৈশ্বানর চূর্ণ ৯৮
বৈশ্বানর লৌহ ১২৯
ব্যোষাদি তৈল ২৯৬
ব্যোষাদ্যশক্ত প্রয়োগ ২২৭
ব্রধ্ন চিকিৎসা ২৮৭
ব্রধ্ন নিদান ২৮৬
ব্রাহ্মীঘৃত ২২

ভ

ভক্তোত্তরীয় ২৮৭
ভদ্রাবহ ঘৃত ১৮৩
ভল্লাতক ঘৃত ১৫৬
ভল্লাতকাদি ৯১
ভার্গীষট্‌পলক ঘৃত ১৫৫
ভূতভৈরব ২১
ভূতাঙ্কুশরস ১২
ভেদিনী বটী ২৪২

মকরধ্বজ রস ২২২
মজ্জস্নেহঃ ৬৯
মণ্ডুর বটিকা ১২২
মদনাদি লেপ ৩০৪
মধ্যমগুড়ূচী তৈল ৮৫
মধ্যমনারায়ণতৈল ৫২
মন্যাস্তম্ভের চিকিৎসা ৩৪
মন্যাস্তম্ভের লক্ষণ ৩৪
মরিচাদি নস্য ২৯
মহাকল্যাণক ঘৃত ১৪
মহাকুক্কুটমাংস তৈল ৬৩
মহাগুল্মকালানল রস ১৫৩
মহাচৈতস ঘৃত ২১
মহাতালেশ্বর রস ৮৪
মহাদাড়িমাদ্য ঘৃত ২১১
মহাদ্রাবক ২৫৮
মহাদ্রাবক রস ২৫৮
মহানারায়ণ তৈল (দ্বিবিধ) ৫৩, ৫৪
মহাপিণ্ড তৈল ৮৭

মহাপৈশাচিক ঘৃত ১৫
মহাবঙ্গেশ্বর রস ২০৩
মহাবাতগজাঙ্কুশ ৪৭
মহাবিজয়ভৈরব তৈল ১০৮
মহাবিন্দু ঘৃত ২৪৩
মহামাষ তৈল ৬৫
মহামৃত্যুঞ্জয় লৌহ ২৫৩
মহারসোনপিণ্ড ১০৩
মহারাজপ্রসারণী তৈল ৬১
মহারাস্নাদি পাচন ৯৭
মহারুদ্রগুড়ূচী তৈল ৮৬
মহারুদ্রতৈল ৮৭
মহারোহীতক ঘৃত ২৬১
মহাশঙ্খদ্রাবক ২৫৯
মহাসুগন্ধিতৈল ৬৬, ২২৯
মহাসৈন্ধবাদ্য তৈল ৯৩
মাণক ঘৃত ২৭৭
মাণকাদি গুড়িকা ২৪৮
মাণমণ্ড ২৩৮
মাষ তৈল ৬৪
মাষবলাদি তৈল ৬৭
মাষবলাদি পাচন ৪৩
মাষাদি ক্বাথ ৩২
মাষাদি তৈল ৩২
মাক্ষিকাদি চূর্ণ ২০৯
মিন্মিন লক্ষণ ৩৯
মুকের চিকিৎসা ৩৯
মুকের লক্ষণ ৩৯
মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা ১৭০
মূত্রকৃচ্ছ্র নিদান ১৬৯
মূত্রকৃচ্ছ্রহর ১৭৪
মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকার ১৬৯
মূত্রকৃচ্ছ্রান্তক ১৭৫
মূত্রকৃচ্ছ্রান্তক রস ১৭৪
মূত্রকৃচ্ছ্রে অপথ্য ১৭৭
মূত্রকৃচ্ছ্রে পথ্য ১৭৭
মূত্রাঘাত চিকিৎসা ১৮০
মূত্রাঘাত নিদান ১৭৮
মূত্রাঘাতাধিকার ১৭৮
মূত্রাঘাতে অপথ্য ১৮৪
মূত্রাঘাতে পথ্য ১৮৪
মূলকাদ্য তৈল ৬৮
মৃত্তিকাস্বেদ ১১১
মেঘনাদ রস ২০৬
মেদোরোগ চিকিৎসা ২২৫
মেদোরোগ নিদান ২২৪
মেদোরোগাধিকার ২২৪
মেদোরোগে অপথ্য ২৩০
মেদোরোগে পথ্য ২৩০
মেহকুঞ্জরকেশরীরস ২০১
মেহকুলান্তক ২০০
মেহকেশরী ২০৬
মেহবজ্র ২০৬
মেহমুদ্গরবটিকা ২০৮
মেহান্তকরস ২০০

য

যকৃৎপ্লীহারি লৌহ ২৫৬
যকৃৎপ্লীহোদরহর লৌহ ২৫৭
যকৃদরি লৌহ ২৫৬
যোগরাজগুগ্গুলু ১০০
যোগসারামৃত ৮১
যোগীশ্বররস ২০১
যোগেন্দ্ররস ৪৭

র

রক্তজ গুল্মচিকিৎসা ১৪৯
রক্তজ গুল্মলক্ষণ ১৪৮
রসমণ্ডূর ১২৪
রসরাজ ২৫৬
রসরাজরস ৪৮
রসরাজেন্দ্র ২৮৯
রসাভ্রগুগ্গুলু ৮০
রসাভ্র মণ্ডূর ২৭০
রসায়ন ১৬৪
রসায়নভৈরব ২০
রসায়নামৃত লৌহ ১৫৪

রসোন তৈল ২৪৪
রসোনপিণ্ড ১০২
রসোনাদি কষায় ৯৭
রসোনাদ্য ঘৃত ১৫৬
রসোনাদ্য তৈল ৬৯
রাস্নাদশমূলক ৯৭
রাস্নাপঞ্চক ৯৭
রাস্নাসপ্তক ৯৭
রুদ্র তৈল ৮৬
রোহিতক ঘৃত ২৬১
রোহিতকারিষ্ট ২৬২
রোহিতকাদ্য চূর্ণ ২৫০
রোহীতক লৌহ ২৫৬
রৌদ্ররস ৩০০

ল

লবঙ্গাদিচূর্ণ ১৫০
লশুনাদ্য ঘৃত ১৩
লক্ষ্মীবিলাস রস ৪৭
লাঙ্গলাদ্য লৌহ ৮৩
লোকনাথ রস (দ্বিবিধ) ২৫৪
লোধ্রসিব ২১৩
লৌহগুড়িকা ১২১
লৌহমৃত্যুঞ্জয়রস ২৫৩
লৌহরসায়ন ২২৮
লৌহামৃত ১২৪

শ

শঙ্করবটী ১৬৬
শঙ্কর স্বেদ ৯৫
শঙ্খদ্রাবক ২৫৯
শঙ্খদ্রাবক রস ২৬০
শঙ্খরস গুড়িকা ১২০
শঙ্খাদি চূর্ণ ১২৯
শতপুষ্পাদ্য ঘৃত ২৮৯
শতপুষ্পাদ্যচূর্ণ ৯৮
শতাবরী ঘৃত ৮৫
শতাবরীঘৃত ও ক্ষীর ১৭৩
শতাবরীমণ্ডুর ১২৩
শতাবর্য্যাদি ১৭০
শতাহ্বাদি তৈল ৮৮
শম্বূকাদি গুড়িকা ১১৭
শর্করালৌহ ১২৯
শশিশেখর রস ২৮৮
শাখোটক তৈল ২৯৫
শারিবাদি লৌহ ২২২
শারিবাদ্য তৈল ৮৮
শারিবাদ্যাসব ২২২
শালসারাদিলেহ ১৯৯
শাল্বণস্বেদ ৪৩
শাল্মলীঘৃত ২১২
শিখিবাড়ব রস ১৫৪
শিবাগুগ্‌গুলু ১০১
শিবাঘৃত ১৫
শিরাগত বাতচিকিৎসা ২৭
শিরাগত বাতলক্ষণ ২৭
শিরাগ্রহের চিকিৎসা ৩৫
শিরাগ্রহের লক্ষণ ৩৫
শিলাজতুপ্রয়োগ ১৯৯
শিলাজত্বাদি বটী ২০৮
শিলোদ্ভিদাদি তৈল ১৮৩
শীতবাতের লক্ষণ ৪৯
শীতারিরস ৪৮
শুক্রমাতৃকা বটী ২০৭
শুণ্ঠীঘৃত ১০৬, ২৭৬
শুণ্ঠ্যাদি ক্বাথ ১৮৬
শুষ্কমূলাদ্য ঘৃত ১৪০
শুষ্কমূলাদ্য তৈল ২৭৭
শূলগজকেশরী ১৩০
শূলগজেন্দ্র তৈল ১৩৪
শূলচিকিৎসা ১১০
শূলনিদান ১১০
শূলবজ্রিণী বটী ১৩১
শূলরাজ লৌহ ১৩০
শূলরোগাধিকার ১১০
শূলসংহার চূর্ণ ১২৯
শূলহরণ যোগ ১৩২

শূলান্তক রস ১৩১
শৃঙ্গবেরাদ্য ঘৃত ১০৭
শৈলেয়াদ্য তৈল ২৭৯
শোথকালানল রস ২৭২
শোথ চিকিৎসা ২৬৫
শোথ নিদান ২৬৩
শোথভস্ম লৌহ ২৭১
শোথশার্দ্দূল তৈল ২৭৮
শোথাঙ্কুশ রস ২৭৩
শোথাধিকার ২৬৩
শোথারি ২৭২
শোথারি চূর্ণ ২৬৯
শোথারি মণ্ডুর ২৬৯
শোথোদরারি লৌহ ২৪১
শোথোদরে পুনর্নবাদি গুগ্‌গুলু ২৬৯
শ্রীগোপাল তৈল ৬৬
শ্রীবিদ্যাধরাভ্র ১৩২
শ্রীবৈদ্যনাথাদেশ বটিকা ২৪২
শ্লীপদগজকেশরী ৩০৬
শ্লীপদচিকিৎসা ৩০২
শ্লীপদনিদান ৩০২
শ্লীপদরোগাধিকার ৩০২
শ্লীপদরোগে অপথ্য ৩০৭
শ্লীপদরোগে পথ্য ৩০৭
শ্লীপদারি ৩০৪
শ্বদংষ্ট্রাদি লেপ ১৭৩
শ্বদংষ্ট্রাদ্য ঘৃত ১৬৭

ষ

ষড়্‌ধরণযোগ ৪৪

স

সদ্যোজাত উদাবর্ত্তের চিকিৎসা ১৩৭
সদ্যোজাত উদাবর্ত্তের লক্ষণ ১৩৭
সপ্তশতিকপ্রসারণী তৈল ৫৯
সপ্তামৃত লৌহ ১২৫
সমুদ্রশোষণ তৈল ২৭৮
সর্ব্বেশ্বর রস ২০১
সর্ব্বেশ্বর লৌহ ২৫৫
সামুদ্রাদ্যচূর্ণ ২৩৫
সারস্বত ঘৃত ৭০
সারস্বত চূর্ণ ১১
সিংহনাদ গুগ্‌গুলু ১০১
সিংহাস্যাদি ২৬৮
সিদ্ধার্থক তৈল ৫৫
সিদ্ধার্থাদি লেপ ৩০৫
সিন্দূরাদি তৈল ২৯৫
সুকুমারকুমারক ঘৃত ১৭৬
সুধাকর রস ৪
সুধানিধি ২৭৫
সুবর্চ্চলাদ্য লৌহ ২৭২
সূতভস্মপ্রয়োগ ২০
সৈন্ধবাদ্যতৈল ৬৯
সোমনাথ রস ২১৭
সোমরোগ চিকিৎসা ২১৬
সোমরোগ নিদান ২১৫
সোমরোগে পথ্যাপথ্য ২২৩
সোমেশ্বর রস ২১৮
সৌরেশ্বর ঘৃত ৩০৬
স্থলপদ্ম ঘৃত ২৭৬
স্থিরাদ্য ঘৃত ১৪০
স্নায়ুসন্ধিগত বাতচিকিৎসা ২৮
স্নায়ুসন্ধিগত বাতলক্ষণ ২৮
স্নুহ্যাদি সেক ২৯৯
স্বর্ণবঙ্গ ২০২
স্বল্পধাত্রী ঘৃত ২১৮
স্বল্পপঞ্চগব্য ঘৃত ২১
স্বল্পবিষ্ণু তৈল ৫০
স্বল্পমাষ তৈল ৬৪
স্বল্পরসোন পিণ্ড ৪৪
স্বল্পরাস্নাদি পাচন ৪৩

হ

হনুগ্রহের চিকিৎসা ৩৪
হনুগ্রহের নিদান ও লক্ষণ ৩৩
হবুষাদ্য ঘৃত ১৫৬
হরিশঙ্কর রস ২০৫
হরীতকীখণ্ড ১২৭

হরীতক্যাদি ১৭১
হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ (দ্বিবিধ) ১৪৯, ১৫০
হিঙ্গ্বাদ্য ঘৃত ১৪
হিঙ্গ্বাদ্য চূর্ণ ৯৮
হিমসাগর তৈল ৫৬
হৃদয়ার্ণবরস ১৬৫
হৃদ্রোগ নিদান ১৫৯
হৃদ্রোগ সাধারণ চিকিৎসা ১৬৪
হৃদ্রোগাধিকার ১৫৯
হেতুবিশেষে বাতব্যাধিবিশেষ ২৮
হেতুবিশেষে বাতব্যাধিবিশেষের চিকিৎসা ২৮
হেমনাথ রস ২১৭

ক্ষ

ক্ষারগুড়িকা ২৭১
ক্ষারাষ্টক ১৫০
ক্ষীরবটী ২৭৫
ক্ষীরমণ্ডুর ১২২
ক্ষীরষট্পলক ঘৃত ১৫৬
ক্ষেত্রপালরস ২৭৩